সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ

(প্রথম খণ্ড)

[কৃষক-প্রজার অবস্থা · গণ-অসন্তোষ — বিদ্রোহ]

স্বপন বসু
সংকলিত ও সম্পাদিত



দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : ২৯ এপ্রিল ২০০০

প্রচ্ছদশিল্পী : ধ্রুব দাস
সহ: সম্পাদনা : নিলয় মুখাৰ্জ্জী

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

মুদ্রাকর:
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৩৭/১/২ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কোলকাতা-৪

বর্ণ সংস্থাপন:
আই. ই. আর. ই.
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্ত
শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যে কটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ শুরু করেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের নানামুখী পরিচয় তুলে ধরার জন্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত নির্বাচিত রচনার একাধিক সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করা। যদিও সকলেই স্বীকার করবেন, প্রকৃত সংরক্ষণের অভাবে উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রায় সহস্রাধিক সাময়িক পত্রিকার অধিকাংশই আজ লুপ্ত, যে সামান্য সংখ্যক অবশিষ্ট আছে, প্রকৃত যত্নের অভাবে কিংবা বহু ব্যবহারে সেগুলিও জীর্ণ। অথচ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনে সে-সব পত্রপত্রিকার সহায়তা একান্তভাবে অপরিহার্য। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওযার আগে, যতটা সম্ভব মুদ্রণ মাধ্যমের সাহায্যে সেগুলি পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করাকে আকাদেমি জাতীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই শ্রমসাধ্য দুরূহ কাজে অধ্যাপক স্বপন বসু তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও গভীর উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বলে, শেষপর্যন্ত এই বৃহদায়তন প্রকল্পের অধীনে *সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ* শিরোনামে প্রথম খণ্ডটি এত দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হল।

বলা দরকার, উনিশ শতকে প্রকাশিত অসংখ্য সংবাদ-সাময়িক পত্রিকার মধ্য থেকে বিশেষ কোনো পত্রিকাকে অবলম্বন করে আলোচ্য সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়নি, একান্তভাবে নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক এই সব সংবাদ, সম্পাদকীয় ও নিবন্ধগুচ্ছের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সময়-পরিধিতে তদানীন্তন বাঙালি সমাজের মনোভাব কীভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তার একটা পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সমসাময়িক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নানা ঘাতপ্রতিঘাতে অস্থির বাঙালি জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে এই সংকলনটি বিবেচিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান খণ্ডের সীমিত পরিসরে, বিয়াল্লিশটি পত্রিকা থেকে সংকলিত রচনাসমূহে উনিশ শতকের বাঙালি কৃষক প্রজার অবস্থা, জমিদার মহাজনের অত্যাচার, বিভিন্ন বিদ্রোহ ও গণ-অসন্তোষ সম্পর্কে সমসাময়িক বাঙালি সমাজের মনোভাবের চিত্রটি বিশদ ও স্পষ্ট করে বোঝা সম্ভব হবে। উনিশ শতকের সমাজ জীবনের সম্যক পরিচয় জানতে উৎসাহী যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয় এ ধরনের সংকলন থেকে উপকৃত হবেন।

সম্পাদক ও সংকলক অধ্যাপক স্বপন বসু দীর্ঘদিনের একক প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পের প্রথম খণ্ডটি প্রস্তুত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আলোচ্য সংকলনের সঙ্গে সংযুক্ত তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান দীর্ঘ ভূমিকাটি সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় আরো গুরুত্ব বাড়িয়েছে। আশা করি সংকলনটি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।

১ বৈশাখ ১৪০৭

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

সম্পাদকের কথা

উনিশ শতক বাঙালিজীবনে নতুন কিছু তাৎপর্য বহন করে এনেছিল। যার ফলে এই শতাব্দীতে বাঙালিজীবন গতানুগতিক ধারায় অগ্রসর না হয়ে নতুন পথের সন্ধানে নামে। ব্যাপারটা অবশ্যই মসৃণভাবে হয়নি। নানা দ্বন্দ্বসংঘাতে উনিশ শতকের বাঙালিজীবন হয়ে ওঠে অস্থির। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ কোন পথে, কিভাবে এগোতে চেষ্টা করেছিল, তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরিচয় রয়ে গেছে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার মধ্যে।

কম পত্রিকা তো উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়নি। সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এইসব পত্রপত্রিকার অধিকাংশেরই কোনো অস্তিত্ব আজ আর নেই। সামান্য যে কটি পত্রিকা একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তাদের অবস্থা নিতান্ত জরাজীর্ণ। পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে এইসব পত্রপত্রিকা থেকে সংকলনের মাধ্যমে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজের নানামুখী পরিচয় তুলে ধরার একটি পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা বিশেষ কোনো পত্রিকাকেন্দ্রিক নয়, একান্তভাবে বিষয়কেন্দ্রিক। উনিশ শতকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে বাঙালিসমাজের মনোভাব তুলে ধরা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপাদান চিরতরে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

এই প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আমার ওপর অর্পণ করেন। প্রকল্পটি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহ এবং আমার মতো সহায়সম্বলহীন গবেষকের ওপর তাঁর অগাধ আস্থার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এই প্রকল্পের কাজ কয়েকখণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডে উনিশ শতকে বাঙালি কৃষকপ্রজার অবস্থা, বিভিন্ন বিদ্রোহ ও গণঅসন্তোষ সম্পর্কে সমকালীন মনোভাব সংকলন করা হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে গ্রামীণ বাঙালিসমাজের ভাবনাচিন্তা, ব্যথা-বেদনার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। ১৮৫৭-র যুদ্ধ সম্পর্কে বাঙালিসমাজের মনোভাব দুটি কারণে এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রথমত ১৮৫৭-র যুদ্ধ উনিশ শতকের গ্রামীণ বাঙালিসমাজকে কতখানি স্পর্শ করতে পেরেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত প্রতিকূল) মোটামুটিভাবে শিক্ষিত নাগরিক সমাজেই সীমাবদ্ধ। উনিশ শতকের নাগরিক বাঙালিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য-উদ্বেগ পরবর্তী কোনো একটি খণ্ডে স্থান পাবে। সেই খণ্ডে ১৮৫৭-র যুদ্ধ ও এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার কিছু ছবি তুলে ধরা হবে।

বর্তমান প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। এতদিনে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় খণ্ডটির কাজও সমাপ্তপ্রায়। এই ধরনের বড়ো মাপের একটি কাজ বহুজনের সহযোগিতা ছাড়া করা সম্ভব নয়। বহুজনের অকৃপণ সহযোগিতা আমাদের কাজকে সহজসাধ্য করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণ করি আমার দুই শিক্ষক অধ্যাপক অরুণ বসু ও অধ্যাপক পবিত্র সরকারের কথা। এঁরা দুজনেই প্রথম থেকে এই কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন ও পথনির্দেশ করেছেন। অধ্যাপক অরুণ বসু সযত্নে এই সংকলনের ভূমিকা অংশটি দেখে দিয়েছেন। আমার আর এক শিক্ষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই কাজের ব্যাপারে আমাকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন। এই সংকলনের ভূমিকা ও সম্পাদকীয় সংযোজন অংশটি পড়ে তিনি সেটিকে কিছুটা ভদ্রস্থ করে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমার আর এক অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্তের অকৃপণ সহযোগিতার কথা নতমস্তকে স্মরণ করি। এই কাজের ব্যাপারে সময়ে-অসময়ে তাঁকে বিরক্ত করেছি, হাসিমুখে সব অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন। এই বইয়ের ভূমিকা ও সম্পাদকীয় সংযোজন সম্পর্কে তাঁর মতামত জেনে আমি উপকৃত হয়েছি। এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অন্যতম কর্মকর্তা

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রকাশনার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রকাশনা অধিকর্তা ড. প্রভাতকুমার দাসের ভূমিকার কথা না বললেই নয়। এই বই এবং এর সংকলক উভয়েই ড. দাসের সহাস্য অভিভাবকত্বে লালিত, পালিত এবং বর্ধিত।

এই খণ্ডে ব্যবহৃত ৪২টি পত্রিকার মধ্যে ৪১টি পত্রিকা দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি। একমাত্র ব্যতিক্রম 'ঢাকাপ্রকাশ'। উনিশ শতকের 'ঢাকাপ্রকাশ' পশ্চিম বাংলার কোনো গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। পত্রিকাটির পুরো সেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগীয় প্রধান ও কলাবিভাগের ডিন ড. আবুল আহসান চৌধুরী অনুগ্রহ করে পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে প্রকাশিত ওই পত্রিকাটির সবকটি সংখ্যার জেরক্স আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এগুলিই এই সংকলনে ব্যবহার করেছি। ড. চৌধুরী আমাদের বন্ধুলোক। মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে চাই না। আমার আর এক বন্ধু শ্রীঅশোক উপাধ্যায় এই কাজে প্রথম থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। বিখ্যাত মিশনারি বমওয়েচের বাংলা জীবনীর সন্ধান তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তাঁরই সৌজন্যে এটি ব্যবহার করতে পেরেছি।

পুরোনো পত্রপত্রিকা ও রিপোর্ট অন নেটিব পেপারস দেখার সুযোগ পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগার (বেলভেডিয়ার ও ধর্মতলা শাখা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, বিদ্যাভূষণ পাঠাগার, অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিলেখাগারে। সর্বত্র কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে কর্মীদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। কর্মীদের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্য, জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীরথীন্দ্রনাথ দাস, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী ও বিদ্যাভূষণ পাঠাগারের শ্রীবাদল ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে। কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ১২৮০-র 'মধ্যস্থ' পত্রিকাটি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ লন্ডন থেকে 'বাপরে বাপ নীলকরের কি অত্যাচার' নামক দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাটির একটি জেরক্স কপি আমাকে এনে দিয়েছেন। আমাদের অনুরোধে ড. সরস্বতী মিশ্র ১৮৮৪-র 'এডুকেশন গেজেট' থেকে 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' সম্পর্কে একটি লেখা উদ্ধার করে দিয়েছেন। এই খণ্ডে ব্যবহৃত চিত্র ও অনুলিপিগুলি জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি ও বিদ্যাভূষণ পাঠাগারের সৌজন্যে ব্যবহৃত।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ কপি করার কাজে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র ও শ্রীমতী অপর্ণা দাস। শ্রীমতী অপর্ণা জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'বেঙ্গাল হরকরা'র মাইক্রোফিল্ম থেকে প্রেস কপি প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছেন। জরাজীর্ণ এই পত্রিকাটির অবস্থা এতই খারাপ যে মাইক্রোফিল্ম থেকে সঠিক পাঠ উদ্ধার করা অনেকসময়ই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

নির্দেশিকাটি প্রস্তুতের কাজে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন। প্রুফ দেখার কাজে সহযোগিতা করেছেন শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত ও কল্যাণীয়া চিনি বসু।

সংকলনের এই খণ্ডটি বা পরবর্তী খণ্ডগুলি যদি উনিশ শতক সম্পর্কে আগ্রহীজনের কৌতূহল সামান্যও মেটাতে পারে, তাহলে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

১ এপ্রিল, ২০০০ — স্বপন বসু

সূচি

[বিষয়সূচি]

প্রথম পর্ব

কৃষক-প্রজার অবস্থা— জমিদার-মহাজনের অত্যাচার

শিরোনামহীন যে কোনো রচনার ক্ষেত্রেই — চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
৩.৫.১৮৭২	এডুকেশন গেজেট	—	জমিদারের অত্যাচারে প্রজাদের গ্রামত্যাগ	৭৬
১৪.৬.১৮৭২	এডুকেশন গেজেট	'জমিদার'	জমিদারের নানাবিধ অত্যাচার	৭৬
২৮.৬.১৮৭২	এডুকেশন গেজেট	'কৃষকদের দুরবস্থা'	কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে একটি পত্র	৭৭
১৪.১.১৮৭৩	সুলভ সমাচার*	—	মহাজনের অত্যাচার থেকে কৃষককে রক্ষা করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ	৭৭
ফাল্গুন, ৪র্থ সপ্তাহ, ১২৭৯ (মার্চ, ১৮৭৩)	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	'কি ভয়ানক অত্যাচার'	জমিদারের অত্যাচার	৭৭
বৈশাখ, ১ম সপ্তাহ, ১২৮০ (এপ্রিল,১৮৭৩)	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	'অত্যাচারিত প্রজা'	ইজারদারের অত্যাচার	৭৮
১১ ভাদ্র, ১২৮০ (আগস্ট, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	'জমিদার এবং প্রজা'	জমিদারের প্রজা-শোষণের বিভিন্ন পদ্ধতি	৭৯
১৮ ভাদ্র, ১২৮০ (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	'জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'	জমিদারের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য জমিদার ও প্রজার মধ্যে	৭৯
২৫ ভাদ্র, ১২৮০ (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	ঐ	চিরস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ	৮০
১ আশ্বিন, ১২৮০ (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	ঐ		৮১
২৩ কার্তিক, ১২৮০ (নবেম্বর, ১৮৭৩)	ভারত সংস্কারক	'জমীদার ও প্রজা'	জমিদারের অত্যাচার, দশ আইনের ফলাফল	৮২
১৮ অগ্রহায়ণ, ১২৮০ (ডিসেম্বর, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	'মন্ডলঘাটে প্রজাপীড়ন'	একটি পত্র	৮৪
ফাল্গুন, ৪র্থ সপ্তাহ ১২৮০ (মার্চ, ১৮৭৪)	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা*	—	জমিদারের অত্যাচার	৮৫
১৯.৪.১৮৭৪	সাধারণী	—	জমিদারের অত্যাচার সম্পর্কে একটি চিঠি	৮৫
২১.৫.১৮৭৪	ভারত সংস্কারক	'বঙ্গাদেশের জমিদারদিগের অবৈধ করসংগ্রহ'	জমিদারের শোষণ	৮৬
২ অগ্রহায়ণ, ১২৮১ (নবেম্বর, ১৮৭৪)	সুলভ সমাচার	'প্রজার প্রতি অত্যাচার'	প্রজার ওপর জমিদার ও তার কর্মচারীদের অত্যাচার	৮৮
২০.৬.১৮৭৬	এডুকেশন গেজেট	—	কৃষকের অবস্থা	৮৯

*তারকাচিহ্নিত অংশগুলি 'রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স' থেকে গৃহীত

দ্বিতীয় পর্ব

গণ-অসন্তোষ — বিদ্রোহ

তিতুমিরের বিদ্রোহ

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
২৪.১১ ১৮৩১	গবর্নমেন্ট গেজেট	—	বিদ্রোহীদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য, তিতুমিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১০২
২৪ ১১ ১৮৩১	গবর্নমেন্ট গেজেট	—	বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে নানাবিধ গুজব	১০৩
২৫ ১১ ১৮৩১	ইন্ডিয়া গেজেট	'Baraset Insurrection	শ্রীরামপুর থেকে প্রেরিত পত্রে বিদ্রোহের পর্যালোচনা	১০৩
২৫.১১.১৮৩১	ইন্ডিয়া গেজেট	—	পূর্বোক্ত পত্র সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য	১০৭
ডিসেম্বর, ১৮৩১	ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল	'Teetoo Meer'	তিতুমিরের কার্যকলাপ	১০৮
জানুয়ারি, ১৮৩২	ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল	'Inquiry into Teetoo Meer's Insurrection'	বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে কলভিনের তদন্ত	১০৯
মে, ১৮৩২	এসিয়াটিক জার্নাল	'Postscript'	একটি স্থানীয় বিদ্রোহ	১১০
মে, ১৮৩২	এসিয়াটিক জার্নাল	'Insurrection of Molavees, or Fanatics'	বিদ্রোহের প্রকৃতি ও কারণ	১১০
২৮.৭ ১৮৩২	সমাচার দর্পণ	'তিতুমীর'	তিতুমিরের দৌরাত্ম্য	১১৩
২৫.৮ ১৮৩২	সমাচার দর্পণ	'তিতুমীরের উৎপাত'	পূর্বোক্ত লেখাটির প্রতিবাদ	১১৪
১০.৯ ১৮৭০	বেঙ্গলি	'Titu Mir'	তিতুমিরের সাহসের প্রশংসা	১১৫
মাঘ, ১২৭৮ (জানুয়ারি, ১৮৭২)	মিত্রপ্রকাশ	'গ্রাম্যগীতি-বেলাড'	তিতুমিরের গান	১১৫
নবম সংখ্যা, ১২৮৮ (১৮৮২)	বান্ধব	'প্রসিদ্ধ তীতুমীর'	তিতুমিরের বিবরণ	১১৬
১৩.১১ ১৮৮৫	এডুকেশন গেজেট	'তিতুমিরের লড়াই'		
১.১ ১৮৮৬	ঐ	ঐ		
৮ ১ ১৮৮৬	ঐ	ঐ	তিতুমিরের লড়াই-এর বিবরণ	১১৮
২২.১.১৮৮৬	ঐ	ঐ		
২৯.১.১৮৮৬	ঐ	ঐ		
অক্টোবর, ১৮৮৮	সখা	'তীতুমীর'	তিতুমিরের কাহিনী	১২৬
মার্চ, ১৮৯২	মিহির	'নারিকেলবাড়িয়া'	তিতুমিরের বিদ্রোহ	১২৮
৫.১১.১৮৯৫	হিতৈষী	'তিতুমীর' }	তিতুমিরের ধ্যানধারণা ও সংগ্রাম	১২৯
১২.১১ ১৮৯৫	ঐ	ঐ }		

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১ ৯ ১৮৫৫	সমাচাব সুধাবর্ষণ	—	সাঁওতালদেব নৃশংসতা	১৭৯
৩ ৯ ১৮৫৫	সিটিজেন	-	বিদ্রোহের আলোচনায় বিপত্তি	১৮০
৪ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হবকবা	—	সাঁওতাল বিদ্রোহের বিস্তৃত বিববণ · বিদ্রোহের কাবণ সম্পর্কে ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার বক্তব্য খণ্ডন	১৮০
৪ ৯ ১৮৫৫	সিটিজেন	'The Insurrection'	সিধুব স্বীকাবোক্তি	১৮৫
৭ ৯ ১৮৫৫	সমাচাব সুধাবর্ষণ	'ঘোষণাপত্র'	আত্মসমর্পণ কবার জন্য সাঁওতালদের প্রতি সবকাবেব আহ্বান	১৮৬
১০ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হরকরা	—	বর্ধমানের রাজাব নিবাপত্তার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি	১৮৭
১২ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হবকরা	—	মহম্মদবাজারের অদূরে বিদ্রোহীদের সমাবেশ	১৮৭
১২ ৯ ১৮৫৫	সমাচাব সুধাবর্ষণ	'প্রেবিত পত্র'	সাঁওতালদের 'দৌবাত্ম্য'	১৮৭
১৩ ৯ ১৮৫৫	সমাচাব সুধাবর্ষণ	—	অবঙ্গাবাদেব পত্র	১৮৮
১৩ ৯ ১৮৫৫	সমাচাব সুধাবর্ষণ	—	৭০০ সাঁওতালেব আত্মসমর্পণ	১৮৮
১৩ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হবকরা	—	রানিগঞ্জের পত্র	১৮৮
১৩ ৯ ১৮৫৫	হিন্দু পেট্রিয়ট	'The Sounthal Insurrection	অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সাঁওতালদের অভ্যুত্থান	১৮৮
১৭ ৯ ১৮৫৫	মর্নিং ক্রনিকাল	—	মহাজনদেব কবল থেকে সাঁওতালদের উদ্ধাব করার আবেদন	১৮৯
১৮ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হবকবা	—	বিদ্রোহ সম্পর্কে মতামত	১৮৯
১৯ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হবকরা	—	সাঁওতালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার দাবি	১৯০
২০ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হরকরা	—	খাজনাবৃদ্ধি বিদ্রোহের কারণ নয়	১৯১
২০ ৯.১৮৫৫	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	সিধু-কানু প্রচারিত পরোয়ানা	১৯২
২৪ ৯.১৮৫৫	বেঙ্গল হবকরা	—	রানিগঞ্জের পত্র	১৯২
২৯ ৯ ১৮৫৫	বেঙ্গল হরকবা	—	জামতাড়ায় সংঘর্ষ	১৯২
১ ১০ ১৮৫৫	বেঙ্গল হরকরা	'Mofussil'	সিউড়ি আক্রান্ত হবার আশঙ্কা	১৯৩
৩ ১০.১৮৫৫	বেঙ্গল হবকরা	—	সাঁওতালদের নব উদ্যমে রণসজ্জা	১৯৪
৪.১০ ১৮৫৫	সিটিজেন	—	সিধুর কাগজপত্র অনুবাদের উদ্যোগ	১৯৪

নীলকরের অত্যাচার : নীলবিদ্রোহ

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১১.১১.১৮৫৮	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	'বাপরে বাপ! নিলকরের কি অত্যাচার' শীর্ষক পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২৩৬
১৫.১২.১৮৫৮	সংবাদ প্রভাকর	—	নীলকরের অত্যাচার	২৩৬
১.১.১৮৫৯	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'The Indigo System'	নীলকরের অত্যাচারের বিবরণ সম্বলিত একটি পুস্তক-পরিচয়	২৩৭
৯.৭.১৮৫৯	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'Abstract Rights' of the Planters'	নীলকরের প্রজা-নির্যাতন	২৩৭
১৬.৮.১৮৫৯	সংবাদ প্রভাকর	—	নীলকরের অত্যাচার	২৪২
১৯.১১.১৮৫৯	হিন্দু পেট্রিয়ট	'Indigo Planting in Rajshaye'	রাজসাহিতে নীলকরের তাণ্ডব	২৪২
২৪.১১.১৮৫৯	সংবাদ প্রভাকর	—	নীলকরেব অত্যাচার	২৪৪
৩.১২.১৮৫৯	হিন্দু পেট্রিয়ট	'Indigo Planting in Lower Bengal'	নীলকরের অত্যাচার	২৪৪
১০.১২.১৮৫৯	হিন্দু পেট্রিয়ট	'Indigo Planting in Nuddea'	বাঁশবেড়িয়া কুঠির হোয়াইটের অত্যাচার সম্পর্কে সরকারি প্রতিক্রিয়া	২৪৬
১০.১২.১৮৫৯	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'Planters and Missionaries'	মিশনারি-নীলকর সংঘাত	২৪৯
১৭.১২.১৮৫৯	হিন্দু পেট্রিয়ট	'Indigo Planting in Nuddea'	নীলকরের অত্যাচারে নিহত কৃষক শীতল তরফদার	২৫১
২৪.১২.১৮৫৯	হিন্দু পেট্রিয়ট	'Planter Zemindars in Nuddea'	নদীয়ার গ্রামে নীলকরের অত্যাচার	২৫২
২৮.১২.১৮৫৯	সংবাদ প্রভাকর	—	নীলকরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য নদীয়ার কমিশনারকে আবেদন	২৫৫
৩১.১২.১৮৫৯	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'Planters Versus Ryots'	নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা-প্রতিরোধ	২৫৬
৩১.১২.১৮৫৯	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'Nuddea Planters'	বমওয়েচের পত্র এবং এ সম্পর্কে সম্পাদকের মন্তব্য	২৫৬
৪.১.১৮৬০	সংবাদ প্রভাকর	—	নীলকরের অত্যাচারে শীতল তরফদারের মৃত্যু	২৫৯
২৪.১.১৮৬০	ইংলিশম্যান	—	বমওয়েচের বক্তব্য সম্পর্কে জেমস ফারলং-এর মতামত	২৫৯
২৫.১.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	—	বমওয়েচ-এর পত্রোত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থন, এ সম্পর্কে সম্পাদকের বক্তব্য	২৬০

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১৩.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	—	বিদ্রোহীদের আচরণ	২৭৬
১৫.৩.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	—	নীলকরদের দুর্দশা	২৭৭
১৫.৩.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	'The Agrarian Outrages'	কৃষ্ণনগর, বারাসাত, যশোর ও মুর্শিদাবাদের অবস্থা	২৭৭
১৯.৩.১৮৬০	ইংলিশম্যান	—	মিশনারিদের নিজের চরকায় তেল দেবার পরামর্শ	২৭৯
১৯.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	—	খলিসপুর ও সিন্দুরি কুঠির কৃষকদের নীলচাষে অনীহা	২৭৯
১৯.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	'Mofussil'	পুলিশের উস্কানিমূলক ভূমিকা	২৭৯
২০.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	'Planters and Ryots'	১০ মার্চের হরকরায় প্রকাশিত জনৈক মিশনারির পত্র সম্পর্কে একজন নীলকরের বক্তব্য	২৮১
২১.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	'Indigo Planters versus Ryot'	চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন ও হার্শেল-এর অপসারণ চেয়ে একটি চিঠি	২৮২
২১.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	'Mr. Hutchinson Again'!!!	প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে হাচিনসনের মতামত—সম্পাদকের মন্তব্য	২৮২
২২.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	—	মালদহের অবস্থা	২৮৪
২২.৩.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	'The Agrarian Outrages'	নীল প্রধান জেলাগুলির অবস্থা	২৮৪
২৪.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	—	নীলপ্রধান প্রদেশে ইডেনের নিযুক্তির বিরুদ্ধে ইন্ডিগো প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশন-এর স্মারকলিপি	২৮৬
২৬.৩.১৮৬০	বেঙ্গল হরকরা	—	বাকরাবাদ ও বেনিয়াগ্রাম কুঠি আক্রমণ	২৮৬
২৮.৩.১৮৬০	সংবাদ প্রভাকর	—	নীলকরদের উপকারার্থে নূতন নিয়ম	২৮৭
২৯.৩.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	'The Indigo Bill'	ইন্ডিগো বিল সম্পর্কে মতামত। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নীলবিদ্রোহের বিচার	২৮৭
৩১.৩.১৮৬০	সংবাদ প্রভাকর	—	প্রজার নয়, নীলকরের স্বার্থই রক্ষা করবে ইন্ডিগো বিল	২৮৯
৩১.৩.১৮৬০	ক্যালকাটা উইকলি প্রেস	—	বিদ্রোহ-সংবাদ	২৯০

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
৪.৮.১৮৬০	ক্যালকাটা উইকলি প্রেস	—	নীলের ক্ষতি	৩০৭
৯.৮.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	—	যশোরে প্রজাদের নীলকর বিরোধী আচরণ	৩০৭
৩০.৮.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	'The Indigo Report'	নীল কমিশনের রিপোর্ট	৩০৭
৬.৯.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	—	হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা	৩০৮
১৩.৯.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	—	নীল কমিশন-এর রিপোর্ট পর্যালোচনা	৩০৮
১৯.৯.১৮৬০	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	পূর্ববঙ্গ সফরকালে নীলচাষ সম্পর্কে লেফটেনান্ট গবর্নরকে পেশ করা অসংখ্য আবেদন	৩১২
১৯.৯.১৮৬০	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	কালীগঙ্গা দিয়ে যাত্রাকালে গ্রান্ট-এর অভিজ্ঞতা	৩১৩
২০.৯.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	—	শালঘর-মধুয়া কুঠি আক্রমণ	৩১৩
২০.৯.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	'The Indigo Question'	নীল প্রধান জেলাগুলিতে আবার অসন্তোষ	৩১৩
২৬.৯.১৮৬০	হিন্দু পেট্রিয়ট	'The Indigo Districts'	নীলকরের দিন শেষ, এখন প্রজার দিন—কৃষ্ণনগরের সংবাদদাতা	৩১৬
২৭.৯.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	—	নীল প্রধান জেলাগুলির আশঙ্কাজনক অবস্থা	৩১৭
৪.১০.১৮৬০	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	'Indigo Notification'	নীলচাষ সম্পর্কে সরকারি মনোভাব	৩১৭
১৭.১০.১৮৬০	হিন্দু পেট্রিয়ট	'Mr. Kenny'	নীলকর কেনি সম্পর্কে একটি চিঠি	৩১৮
২.১.১৮৬১	হিন্দু পেট্রিয়ট	'The Indigo Districts'	জেমস হিল সংবাদ	৩১৮
২৭.২.১৮৬১	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	নদীয়া ও যশোরের অবস্থা —নীলকরের দৃষ্টিতে	৩১৯
২.৩.১৮৬১	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'Indigo in Rajshaye'	নীলচাষ সম্পর্কে রাজসাহিবাসীর মনোভাব	৩১৯
৬.৩.১৮৬১	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত একটি উস্কানিমূলক লেখা সম্পর্কে মন্তব্য	৩১৯

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মার্চ, ১৮৬১	মুখার্জিস ম্যাগাজিন	'The Smash in the Indigo Districts'	নীলবিদ্রোহের ফলে বাধ্যতামূলক নীলচাষ থেকে কৃষকের মুক্তিলাভ	৩২০
৬ ৪.১৮৬১	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'The Old Story'	নীলকরের লোভই সব অশান্তির মূলে	৩২৩
২৯ ৫ ১৮৬১	হিন্দু পেট্রিয়ট	'The Indigo Rebellion'	সিন্দুরী কুঠিতে নীলকর-কৃষক হাঙ্গামা	৩২৪
৮ ৬ ১৮৬১	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'The Woes of Indigo'	নীলকর ও নীলচাষ সম্পর্কে প্রজার গভীর বিতৃষ্ণা	৩২৪
আষাঢ়, ১৭৮৩ শক (জুন, ১৮৬১)	বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ	'নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচনা'	'নীলদর্পণ'-এর সমালোচনা	৩২৫
ঐ	ঐ	—	লং-এর বিচার	৩২৬
১০.৮ ১৮৬১	ইন্ডিয়ান ফিল্ড	'The Rev. Mr Long. The Missionaries and the Native Community'	লং-এর বিচার এবং দণ্ড সম্পর্কে মিশনারি ও দেশীয় প্রতিক্রিয়া	৩২৬
২৯.৮ ১৮৬১	হিন্দু পেট্রিয়ট	'Mr. Long's Liberation'	লং-এর মুক্তি	৩২৭
২৬ ৯.১৮৬১	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	লং-এর বিচার নিয়ে লেখা একটি বাংলা প্রহসন	৩২৭
৩১ ১০.১৮৬১	হিন্দু পেট্রিয়ট	'The woes of Indigo in the Magoorah District'	মাগুরায় নীলচাষ	৩২৮
১৪.৩.১৮৬৪	সোমপ্রকাশ	—	নদীয়ায় নীল হাঙ্গামা	৩২৮
১২.৯.১৮৭৩	ভারত সংস্কারক	—	মাগুরায় নীলকরের অত্যাচার	৩২৮
১৬.৩ ১৮৭৭	এডুকেশন গেজেট	—	নীলকরের অত্যাচার নিবারণের উপায়	৩২৮
৫ বৈশাখ, ১২৮৯ (এপ্রিল, ১৮৮২)	সোমপ্রকাশ	'নীলকরের অত্যাচার'	রাজসাহিতে নীলকরের অত্যাচার	৩২৮
২৪ ১২.১৮৮৩	সোমপ্রকাশ	—	মেদিনীপুরে নীলকরের অত্যাচার	৩৩০
২৩.৫.১৮৯০	এডুকেশন গেজেট	'যশোহরে নীলঘটিত বিবাদ'	মাগুরা ও ঝিনাইদহে নীলকরের অত্যাচার	৩৩০

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ

ফাল্গুন ২য় পক্ষ, ১২৭৯ (মার্চ, ১৮৭৩)	দেশহিতৈষিণী*	—	ইসবসাহী পরগণায় প্রজা অসন্তোষ	৩৩৫
৪ আষাঢ়, ১২৮০ (জুন, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	—	সিরাজগঞ্জ ও পাবনায় প্রজা-অসন্তোষ	৩৩৫

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
২৬ ৬ ১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	বিদ্রোহী কৃষকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দুখানি চিঠি	৩৩৫
২৬ ৬ ১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	প্রজা-বিদ্রোহের উৎসভূমি, বিদ্রোহের কারণ	৩৩৬
২৬ ৬ ১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করার আশঙ্কা	৩৩৬
২৭ ৬ ১৮৭৩	এডুকেশন গেজেট	—	কোন কোন জমিদারের প্রজারা বিদ্রোহী	৩৩৭
৩০ ৬ ১৮৭৩	সোমপ্রকাশ	—	প্রজা বিদ্রোহের বিবরণ	৩৩৭
৩০ ৬ ১৮৭৩	সোমপ্রকাশ	—	অমৃতবাজার জমিদারপক্ষ অবলম্বন করায় কটাক্ষ	৩৩৭
৩০ ৬ ১৮৭৩	হিন্দু পেট্রিয়ট	—	বিদ্রোহ দমনে সরকারকে তৎপর হতে আহ্বান	৩৩৭
জুন, ১৮৭৩	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	'পাবনা প্রদেশীয় ক্ষিপ্ত প্রজাগণ জমীদার এবং গবর্ণমেণ্ট	জমিদারের অত্যাচারই প্রজাবিদ্রোহের মূল কারণ	৩৩৮
জুন ১৮৭৩	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	'পাবনা প্রদেশের প্রজা বিদ্রোহিতা'	প্রজা বিদ্রোহের কারণঃ সম্পর্কে একটি পত্র	৩৩৮
১৮ আষাঢ় ১২৮০ (জুলাই ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	—	গোলমাল মিটিয়ে নিতে জমিদারদের প্রতি আহ্বান	৩৩৯
৩ ৭ ১৮৭৩	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া	—	বিদ্রোহ সম্পর্কে মতামত	৩৩৯
৩ ৭ ১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	বিদ্রোহের কারণ	৩৩৯
৩ ৭ ১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	বিদ্রোহ দমনে পুলিশ ও প্রশাসন	৩৪০
৪ ৭ ১৮৭৩	এডুকেশন গেজেট	—	বিদ্রোহ-সংবাদ	৩৪০
৪ ৭ ১৮৭৩	হালিসহর পত্রিকা*	—	সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে বিদ্রোহের পর্যালোচনা	৩৪০
৪ ৭ ১৮৭৩	হালিসহর পত্রিকা*	—	বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য	৩৪১
৭ ৭ ১৮৭৩	হিন্দু পেট্রিয়ট	'An Agrarian Rising'	উপদ্রুত অঞ্চলের অবস্থা, সরকারের ভূমিকায় ক্ষোভ	৩৪১
২৫ আষাঢ়, ১২৮০ (জুলাই, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	—	লেফটেনান্ট গবর্নরের ঘোষণাপত্র, বিদ্রোহ সম্পর্কে সুলভের দৃষ্টিভঙ্গি	৩৪৪
১০ ৭ ১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	'পাবনা'	এই বিদ্রোহ জমিদার ও প্রজা— উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর সরকারি কর্তৃপক্ষের সমালোচনা	৩৪৫

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১৮ ৭.১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	জমিদারের অত্যাচার বা খাজনা বৃদ্ধি এই বিদ্রোহের কারণ নয়	৩৫৯
১৯ ৭.১৮৭৩	বেঙ্গলি	—	উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি প্রত্যাবর্তন	৩৬০
২০ ৭ ১৮৭৩	ঢাকাপ্রকাশ	'প্রজাবিদ্রোহ'	বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি পত্র —এ বিষয়ে সম্পাদকের বক্তব্য	৩৬০
২১ ৭ ১৮৭৩	সোমপ্রকাশ	—	প্রজাবিদ্রোহ জনিত ক্ষতি পুলিশ, বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেটের পূরণ করা কেন কর্তব্য	৩৬৩
২১.৭.১৮৭৩	সোমপ্রকাশ	—	প্রজাদের দণ্ডবিধান সম্পর্কে	৩৬৩
২১ ৭ ১৮৭৩	সোমপ্রকাশ	—	বিদ্রোহের নায়কদের দণ্ডবিধান, বিদ্রোহেব কারণ নির্ণয়েব জন্য কমিশন গঠন	৩৬৩
২১ ৭ ১৮৭৩	হিন্দু পেট্রিয়ট	'A Commission of Enquiry'	পাবনার ঘটনার মূল অনুসন্ধানেব জন্য কমিশন গঠনেব প্রস্তাব	৩৬৪
২৫ ৭ ১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	নোলানকে অন্যত্র পাঠানোর সুপারিশ	৩৬৬
২৫ ৭.১৮৭৩	অমৃতবাজার পত্রিকা	—	প্রজাদের ওপর পুলিশি নির্যাতন	৩৬৬
২৫ ৭ ১৮৭৩	অমৃতবাজাব পত্রিকা	'Pubna Ryots'	অমৃতবাজার জমিদারদের পক্ষপাতী—এই ধারণা খণ্ডনের চেষ্টা	৩৬৬
২৫ ৭.১৮৭৩	এডুকেশন গেজেট	'পাবনার অত্যাচার'	বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে সরকারি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা	৩৬৬
২৬.৭.১৮৭৩	বেঙ্গলি	'The Pubna Riots'	ইসবসাহী পরগণার জমিদারদের অত্যাচার কাহিনী	৩৬৭
২৭.৭.১৮৭৩	ঢাকাপ্রকাশ	—	ঈশান রায় সংবাদ	৩৬৯
২৭ ৭.১৮৭৩	ঢাকাপ্রকাশ	—	গোপালপুর ও দৌলতপুর গ্রামে পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি	৩৬৯
৪ শ্রাবণ, ১২৮০ (জুলাই, ১৮৭৩)	ভারত সংস্কারক	'প্রজাদিগের উপপ্লব ও পাবনার বর্তমান ঘটনা'	জমিদারের অত্যাচার সম্পর্কে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব	৩৬৯
৮ শ্রাবণ, ১২৮০ (জুলাই, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচার	—	জমিদারের 'অত্যাচারই বিদ্রোহের মূল কারণ'	৩৭১
১১ শ্রাবণ, ১২৮০ (জুলাই, ১৮৭৩)	ভারত সংস্কারক	'জমীদার ও প্রজাদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য'	জমিদারের অত্যাচার নিবারণের কিছু প্রস্তাব	৩৭১

প্রকাশ কাল	পত্রিকা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ক্রমবর্ধমান প্রজা-অসন্তোষ				
২৭ ৭ ১৮৭৩	ঢাকাপ্রকাশ	—	মুন্সীগঞ্জে	৩৯৫
১৬ ৮ ১৮৭৩	হিন্দু হিতৈষিণী*	—	গঙ্গামন্ডল পবগণায	৩৯৫
১৮ ৮ ১৮৭৩	হিন্দু পেট্রিযট	—	ঢাকা ও ত্রিপুবায	৩৯৫
২৫ ৮ ১৮৭৩	সহচব*	—	প্রজা-অসন্তোষেব কাবণ নির্ণযেব জন্য কমিশন গঠনেব সুপাবিশ	৩৯৬
১১ ভাদ্র, ১২৮০ (আগস্ট, ১৮৭৩)	সুলভ সমাচাব	—	ডহিকংস মহলে	৩৯৬
২৯ ৮ ১৮৭৩	এড়ুকেশন গেজেট	—	ঢাকা ও ত্রিপুবায	৩৯৬
৮ ৯ ১৮৭৩	হিন্দু পেট্রিযট	—	ময়মনসিংহে	৩৯৬
১৩ ৯ ১৮৭৩	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	—	বগুডায	৩৯৬
২৭ ৯ ১৮৭৩	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	'প্রেবিত পত্র'	নদীয়াব আমবাডিযায	৩৯৭
২ ১০ ১৮৭৩	ফ্রেন্ড অব ইন্ডিযা	—	বগুড়ায	৩৯৭
৭ ১১ ১৮৭৩	এডুকেশন গেজেট	—	বাজসাহিতে	৩৯৭
৭ ১১ ১৮৭৩	এডুকেশন গেজেট	'ভাবি দুর্ভিক্ষ ও প্রজাবিদ্রোহ'	বাজসাহিতে প্রজা-অসন্তোষ সম্পর্কে প্রেরিত পত্র	৩৯৮
১৪ ১১ ১৮৭৩	এডুকেশন গেজেট	'দিনাজপুবে প্রজাব গোলযোগ'	দিনাজপুবেব গোলযোগ সম্পর্কে একটি চিঠি	৩৯৯
১৫ ১১ ১৮৭৩	গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা	'বাইযতি হাঙ্গামা'	কুষ্টিযায়	৪০১
১৩ ১২ ১৮৭৩	সমাচাব সুধাবর্ষণ*	—	বাজসাহিতে	৪০২
১১ ৮ ১৮৭৪	হিতসাধনী*	'Riots of the Tenantry'	ববিশালে	৪০২
৯ ৫ ১৮৭৫	সাধাবণী	'প্রজাবিপ্লব'	প্রজাবিপ্লবেব পবিণাম সম্পর্কে সম্পাদকেব মতামত	৪০২
২৪ ৫ ১৮৭৮	এড়ুকেশন গেজেট	—	পাবনায	৪০৩
২৪ ৫ ১৮৭৮	এড়ুকেশন গেজেট	'পূর্ব্ববঙ্গে জমিদাব ও প্রজাব বিসম্বাদ'	পাবনায়	৪০৪
২ ৬ ১৮৭৮	সাধাবণী	—	পাবনায়	৪০৪
২১ ২.১৮৭৯	এড়ুকেশন গেজেট	—	মেদিনীপুরে	৪০৫
১৪ ৮ ১৮৮২	সোমপ্রকাশ	—	ফরিদপুরে	৪০৫
২৫.১২.১৮৮২	সোমপ্রকাশ	—	টাঙ্গাইলে	৪০৫
২৪ মাঘ, ১২৮৯ (মার্চ, ১৮৮৩)	সোমপ্রকাশ	—	ময়মনসিংহে	৪০৫
২৪ মাঘ, ১২৮৯ (মার্চ, ১৮৮৩)	সোমপ্রকাশ	—	ময়মনসিংহে	৪০৬
১৯ ৩.১৮৮৩	সোমপ্রকাশ	—	কাগমারিতে	৪০৬

...বং প্রজারা জমীদারদিগকে মা বাপ জ্ঞান করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিত। ভারতবর্ষীয় সভা ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে দশ আইন বিধিবদ্ধ করা, বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ ক্যাম্বল সাহেব প্রজার পক্ষ বলিয়া সাধারণকে বিশ্বাস করিতে দেওয়া, ইত্যাদি ৫ গবর্ণমেণ্টের দোষ। এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই সকল আচরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক দোষী কি না?

প্রথমতঃ দশ আইন বিধিবদ্ধ করা। নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৯ সালের দশ আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজন মত রাজনিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করা যাইবে। এখন দেখা আবশ্যক ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কি না? কেনা বলিবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমীদারদিগের স্কন্ধে প্রজাপালনের যে গুরুতর ভার অর্পণ করা হয়, জমীদারেরা প্রায়ই সর্ব্বস্থলে তাহা যথাবিধানে বহন না করিয়া আপনাদের ক্ষমতার অযথা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। (গবর্ণমেণ্ট স্বার্থ উদ্দেশে জমীদারদিগের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের হস্তে অযথা ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। জমীদারেরা যে সে অনুগ্রহের অযোগ্য ইহা তাঁহাদের এই আশীতি বৎসরের আচরণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রায় সকল জমীদারই তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সন্তান তুল্য প্রজাদিগকে যার পর নাই পীড়ন করিয়াছেন। ধার্য্য রাজস্বে সন্তুষ্ট না হইয়া নানা প্রকার অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছেন। জন্য সন্তানের অন্নপ্রাশন, কন্যা তাহার কর্ণবেধ, পরশ্চ তাহার উপনয়ন, তার পর দিন তাহার বিবাহ, আজ কর্ত্তার মাতৃশ্রাদ্ধ, কল্য তিনি কন্যাভারগ্রস্ত এ সমস্ত দায় হইতে প্রজারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আসিয়াছেন। শুদ্ধ তাহা নয় বার মাসে তের পার্ব্বণের ভারও দুঃখী (প্রজাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে। দুঃখী) প্রজারা সহজে এতগুলি ভার বহন করিতে অসমর্থ, এ জন্য তাহাদের করুণহৃদয় মা বাপের স্থানীয় জমীদারগণ নানা প্রকার পীড়নের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত পেয়াদার তলবানা, নায়েবের হিসাবানা, জমীদারের জরিমানার হ্যাঙ্গামে প্রজাদিগকে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইত। তলবমত খাজনা দিতে না পারিলে, এবং উপরি উক্ত নানাবিধ অতিরিক্ত কর বা জরিমানা আদায় করিতে ত্রুটী হইলে, প্রজাদিগের পৃষ্ঠে চর্ম্ম থাকিত না। ইহার উপর আবার ধান্যবাড়ী প্রভৃতির ব্যাপারও ছিল। এই সমস্ত অত্যাচার ও পীড়নে যখন দেশ 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছিল, এমত সময়ে দশ আইন বিধিবদ্ধ হইল। ইহা যে উপযুক্ত সময়ে হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পূর্ব্বে প্রজারা জানিত জমীদার ভিন্ন দেশের আর রাজা নাই। মারুন আর ধরুন, রাখুন আর কাটুন সেই রাজ্যেশ্বরের অধীন হইয়া থাকিতেই হইবে। তাঁহার উপরে আর কেহ নাই। দশ আইন জারি হইবার পর প্রজারা বুঝিতে পারিল যে রাজার উপরে আবার রাজা আছে—জমীদারেরা অন্যায় কর লইলে, বা অন্যায় রূপে পীড়ন করিলে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে এমন স্থান আছে। প্রজাদের চক্ষু উন্মীলিত হইল বটে, কিন্তু এই উন্মীলনের কে সহায়তা করিল? জমীদার না দশ আইন? দশ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত রহিল। প্রজারা লেখাপড়া জানিত না, সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিত না, কে তাহাদিগকে এ সুসংবাদ দিবে? জমীদারেরা বরং লেখাপড়া জানেন, সংবাদ পত্রাদি লন ও আইন আদালতের সংবাদ রাখেন। ১০ আইন জারি হইবার পর পূর্ব্বের ন্যায় স্পষ্টতঃ প্রজা-পীড়ন করিতে তাঁহাদের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল। গোপনে গোপনে পূর্ব্বানুরূপ প্রজাপীড়ন তখনও করিতেন, অদ্যাবধিও স্থল বিশেষে করিতেছেন। কিন্তু তখন হইতে অবশ্যই কিছু সাবধান হইতে হইল এবং ক্রমে অধিকতর সাবধানতার আবশ্যকতা হইল। অল্পদিনের পরীক্ষার জমীদারেরা বুঝিলেন ১০ আইনের সহায়তায় ও প্রজাপীড়ন করা যায়, তবে পথ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে জমীদারদিগের বিষদন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদিগকে দংশাইত। যখন দেখিলেন তাহাতে দন্ত ভাঙ্গিবার আশঙ্কা আছে, তখন আইন ও আদালতের মধ্যদিয়া অতিনব উপায়ে প্রজাদের উপর দন্তস্ফুট করিতে শিক্ষা করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাশাসনের আবশ্যকতা হইলে, জমীদারেরা নিজেই সক্ষম ছিলেন। কোন বাহিরের উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হইত না। (এখন প্রজাদিগকে শাসন করিতে হইলে জমীদারেরা অনেক সময়ে আদালতের শরণাপন্ন হন। সহস্র সহস্র মকর্দ্দমার জাল বিস্তার করিয়া প্রজাদিগকে তন্মধ্যে আনিয়া অনায়াসে হস্তগত করেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন প্রজা শাসন কিছু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে, এইমাত্র বিশেষ। এখন আইন ও আদালত প্রজাপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। প্রজারা অগ্রে আইন আদা-

ভারত সংস্কারকে প্রকাশিত জমিদারের অত্যাচারের বিবরণ

ধালিতে ইচ্ছা করেন। কিন্ত এপর্য্যন্ত কেহই এই সকল স্বভাব-সঙ্গীত সংগ্রহে যত্নবান হন নাই। এই কারণে আমরা গ্রাম্য গীতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বোধ হয়, পাঠকবর্গকে মধ্যে২ ইহার এক একটী উপহার দিতে পারিব। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই আদিরস ঘটিত, অন্যান্য রসাত্মক গীতির সংখ্যা অত্যল্প। যাহৌক, আমরা প্রথম প্রকৃতির গীতিগুলির যে যে স্থল নিতান্ত অশ্লীল, তাহা পরিত্যাগ, বা পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমরা গ্রাম্য গীতি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম

নিম্নলিখিত গীতিটী বিখ্যাত "তিতুমিরের লাড়াইর" পর, একজন কৃষক রচনা করে। ইহা পাঠ করিয়া, পাঠকেরা সন্তুষ্ট হন কি না জানিতে চাই। কিন্ত আমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, আমরা ক্রমে এই সকল গীতি সংগ্রহ করিতে পারিলে এক দিন না এক দিন সকল পাঠকের মন আকর্ষণ করিতে পারিব

১ম গীতি।

"নার্কেলবেড়ে তিতুমির বুজরগি করিল
যত নেড়ে হৈল চেলা, বানালে বাঁশের কেল্লা,
পীড় পেগম্বর মুরশিদ মোল্লা,
একত্র জুটিল॥
বড়ই, বড়াই ভাইরে কল্য তিতুমির।
"গোলা গুলি খা ডালেঙ্গে" হইল জাহির
কোম্পানির হুকুম জারি, সিপাইতে কেল্লা ঘিরি,
কামানের ঘায় কেল্লা গেল,
মরা পলো তিতুমির
পালে পালে মারা পলো আর কত ফকির॥
তখন থানায় থানায় ফকির ধরায় গেল পরোয়ানা।
ঘরেং ফকির ভাইদের ডিক্কা হৈল মানা।
কত কাছাখোলা নেড়ে, কাছা এটে দিল ফিরে,
গেরেস্ত হইল আবার ফকির যার আনা।
মরি হায় হায় রে, হুকুক উঠল দাড়ি থাক্‌লে,
কাটকেতে যাবে।
তখন মাথা কুটে চাষী মরে
চাচারা সব ভাবে॥
ফকিরনী উঠিয়া বলে উঠরে ফকির ঝাট।
নাপিত বাড়ী যেযে শিগ্‌গির লম্বা দাড়ি ছাট॥
তোবা খেচে কাছা দিয়ে,
গেরস্থালি কর আবার
কোম্পানির হুকুম জারি, দেশে রাখবে না দাড়ি,
জানবাজায় হাজিদেরে,
গেড়ে ফেলাবে॥
মরি হায়, হায়, হায় মরি হায়রে হায়।
জানবাজায় হাজিদেরে
গেড়ে ফেলাবে॥"

প্রাপ্ত।

সেইত উত্তম লোক উত্তম কে আর?
কীর্ত্তির মুকুট যার শির শোভন।
ক্ষমার কবচে যার অঙ্গ আবরণ॥
কলত্র বেষ্টনে যেই ধৈর্য্যরূপ বাসে।
শান্তি অসি ধরি যেবা রিপুগণ নাশে॥
সর্ব্বজীবে সমভাবে করুণা যাহার।
সেইত উত্তম লোক উত্তম কে আর!

তিতুমির-এর গান

তীতুমীর।

নারিকেলবেড়ের তীতুমীর বুলবুলি মারিল,
খড় মর্দ লিঞা গোলা,
বাঁশেতে বাঁধের কেল্লা,
ফিরিঙ্গী বাহাদুর সাথে লড়াই জুড়িল।

তীতুমীরের লড়াইয়ের কথা তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। আমরা বাঙ্গালী —লড়াইয়ের ধার ধারি না; বাঙ্গলা সংবাদপত্রে লড়াইয়ের কথা লইয়া বড় আন্দোলন, এবং লড়াইয়ের বড় বড় বিবরণ দেখিতে পাও বলিয়া মনে করিও না, বাঙ্গালীর কোন পুরুষে লড়াই করিয়াছে, বা সেই বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, লড়াই জিনিসটা কি তাহা কোন দিন চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু সে কথা থাক্। আমাদের কোন পুরুষে কেহ লড়াই না করিলেও, এবং আমরা জীবনে কখনও লড়াই কি তাহা না দেখিলেও, ছেলেবেলা হইতে তীতুমীরের লড়াইয়ের কথাটা শুনিয়া আসিতেছি; এবং আর অন্ততঃ সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও যদি জন্মিতাম তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিলে লড়াইটা স্বচক্ষেই দেখিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তখন সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। আমরা তীতুমীরের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

চব্বিশ-পরগণার মধ্যে বসিরহাট একটী সবডিভিসন। সেই সবডিভিসনে নারিকেলবেড়ে নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই নারিকেলবেড়ে গ্রামে তীতুমীরের বাসস্থান ছিল। তীতুমীরের

উচ্চশিক্ষিতের অপরাধ কি? উচ্চশিক্ষিতেরা আন্দোলন করেন? আন্দোলনমাত্রই কি রাজদ্রোহিতা? অবশ্য এ আন্দোলনে আবদার থাকিতে পারে। আবদার কি অপরাধ বলিয়া গণ্য? সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিপুল আয়োজন, জীবন অভিযানের পর ভারত করতলগত করিয়া ইংরাজ যে আমাদের উপকারমাত্র করিবেন, আর নিজ স্বার্থের প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখিবেন না, বাতুল ভিন্ন অপর কেহই এ আশা করিতে পারে না। যদি করে, তাহা আবদার বলিয়া গণ্য। তবে যাহা তাহা, তজ্জন্য আন্দোলনও কি গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচরণ? মহারাণীর ঘোষণাপত্রানুযায়ী অঙ্গীকারের যদি ব্যতিক্রম [illegible] যদি শ্বেতকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন [illegible] হয়, যদি আমাদের স্বদেশবাসী আর যদি অপব্যবহৃত হয়, এবং এজন্য যদি দেশবাসীগণকে অযথা করভারে প্রপীড়িত হইতে হয়, অথবা দস্যু তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপযোগী অস্ত্রাদির জন্য যদি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলেও কি গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষিত দেশহিতৈষীগণের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন? সে আন্দোলনও কি রাজদ্রোহিতামূলক বলিয়া গণ্য করিবেন?

গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্যবহারে সন্তপ্ত হইয়াই আমাদিগকে এই সকল অপ্রিয় শাসনকলঙ্ক কথার আলোচনা করিতে হইল। যাহাতে রাজার প্রজায় সংপ্রীতি সংস্থাপিত হয়, তাহাই আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। এবং গবর্ণমেণ্টেরও তাহা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তিতুমীর।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

এই সময়ে অত্যাচার সরাওয়ালা মুসলমানেরাও হিন্দুবিধবাদিগকে নিকা করিয়া তাহাদের হাতের মোরগের মাংস, চচ্চড়ি প্রভৃতি খাইতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছিল। যাহা হউক মুসলমান সরাওয়ালাদের ভয়ে হিন্দু ও ভদ্র মুসলমান মাত্রেই বিশেষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যমুনার দক্ষিণ কূলস্থিত ও ইছামতীর উত্তর তীরস্থ গ্রামবাসীরা একেবারে গ্রাম ছাড়িয়া গোবরডাঙ্গা ও টাকী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। টাকীর কালীনাথ বাবুও তিতুমীরের জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। তিতু টাকী আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। কেবল গোবর গোবিন্দপুর গ্রাম আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হয় নাই। পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া উক্ত গ্রামের রায় বাবুরা লোকজন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিতুমীরের আগমনে ভয়ানক লড়াই বাধে। অবশেষে পরাস্ত হইয়া তিতুমীর পলায়ন করে। এই লড়াইয়ে তিতুর অনেক অনুচর হত হয়, এবং তিতু স্বয়ং এত বিপন্ন হইয়াছিল যে, তাহার সঙ্গীরা তাহাকে হাঁটিয়া তৃতীয়পূর্ব ইছামতী নদী পার হইতে দেখিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু সাহেবী গ্রাম মহাশয় এই লড়াইয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিতু যে অবধি বাদশাহী করিয়াছিল, সে সময় আর কোন গ্রাম আক্রমণ করে নাই। এবং করিবার অবসরও পায় নাই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, তাহার অত্যাচার কাহিনী বারাসতের জয়েণ্ট সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এবং তৎপরে বারাসাত হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট তিতুর সম্বন্ধে আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। জয়েণ্ট সাহেব প্রায় ২শত চৌকীদার সঙ্গে দিয়া বসিরহাট থানার দারোগাকে পাঠাইলেন। এই দারোগা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৌশলে তিতুকে বন্দী করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেই তিতুমীরের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। তদনন্তর অপর এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে (সম্ভবতঃ তিনি বারাসত কোর্টের নাজির) চৌকিদার ও অশিক্ষিত সিপাহী ৩।৪শত প্রেরিত হইল। তাহারাও অনেকে হতাহত হইয়া পলায়ন করিল। এদিকে তিতুর এত অহঙ্কার হইয়াছিল যে, আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। এই সময়ে কোন নীলকুঠীর সাহেবের বজরা ভাঙ্গিয়া এবং সাহেবকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া আপনাকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিয়াছিল। উক্ত সাহেব মোল্লাহাটী কুঠীর ম্যানেজার মিঃ ডেবিস। তিনি গোলন্দাজ, বরকন্দাজ, পাইক, ও সিপাহী প্রভৃতি কয়েক শত লোক লইয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত নৌকা পথে তিতুমীরকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময়ে তিতুর দলে সহস্রাধিক লোক জমিয়াছিল। যদিও অনেকেরই অস্ত্র কেবল লাঠি ও সড়কী, তথাপি তাহারাও তাহাতে অভ্যস্ত ছিল। তাহারা নদীর উভয় তীর হইতে ডেবিস সাহেবের লোক জনকে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং সাহেবের বজরা তাহারা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে। ডেবিস সাহেব সন্তরণ দ্বারা আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার অনুচর অনেকে নিহত হয়। যাহারা দুই নৌকা লইয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহারাই রক্ষা পাইয়াছেন। অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুশিক্ষিত ইউরোপীয় ও সিপাহী সৈন্য পাঠাইতে সংকল্প করিলেন। ১৭ই নবেম্বর তারিখে কয়েক দল অশ্ব সৈন্য [illegible] সৈন্যদলের সহিত আসিয়া বিদ্রোহীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু সহসা বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে। একজন অশ্বারোহী সৈন্য নিহত হয়। কয়েকজন পদাতিক সৈন্যও বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল এজন্য হটিয়া প্রধান দলে যাইয়া মিলিতে বাধ্য হয়। ১৯শে নবেম্বর প্রাতে লেপ্টেনাণ্ট ইুয়াট কর্ত্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে আসিয়া বেষ্টন করিল। বিদ্রোহীরা এত দূর উন্মত্ত হইয়াছিল যে, তাহারা কিছু মাত্র ভীত না হইয়া এই সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বদিন যে সকল ইংরাজ সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের দেহ আপনাদের সম্মুখে স্থাপন করিল। এ সময়ে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০০০ শত হইয়াছিল।

এতগুলি লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবে দেখিয়া লেপ্টেনাণ্ট ইুয়াট বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। সেনাপতি মনে করিয়াছিলেন বিদ্রোহীরা ভীত হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে; কিন্তু তাহারা "হজরতের গোলা খাওয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অর্থাৎ তিতুমীরের পরামর্শমত সেই ফকির গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে মনে করিয়া বিশ্বাস করিল। তিতুমীরও তাহাদের সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা উন্মত্ত প্রায় ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিল। কিন্তু সঙ্গীন বন্দুকের নিকট লাঠি কতক্ষণ টিকিতে পারে? তাহারা অনেকেই ধরাশায়ী হইল ও অবশিষ্টাংশ বাঁশের কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজের তোপ বাঁশের কেল্লার চতুঃপার্শ্বে সজ্জিত হইল। অনবরত অনল উদ্গীরণ করিয়া বাঁশের কেল্লা অল্পক্ষণের মধ্যে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। তিতুমীর এই কেল্লার মধ্যে হত হইয়াছিল। তাহার সেনাপতি ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুম ও অপর সাড়ে তিন শত জন বন্দী হইল। অবশিষ্টেরা যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য এই হতভাগাদের অনুসরণ করিয়া শত শত জনকে বধ করিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্ব দিবস ইংরাজ সৈন্যগণের মৃত দেহের অপমান দেখিয়া পলায়িতদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতে [illegible] তাহাকে তৎক্ষণাৎই সঙ্গীনবিদ্ধ হইয়া জীবনবিসর্জ্জন করিতে হইল। কেহবা বাঁশের ঝোঁপে লুকাইয়াছে—তৎক্ষণাৎই তাহার জীবলীলা সাঙ্গ হইল। যাহারা প্রাণভয়ে ইছামতী পার হইয়া পলায়ন করিল, তাহাদেরও অনেকে হত হইয়াছিল। যাহারা অক্ষত দেহে গৃহে ফিরিল, আবার তাহাদেরও অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিল। অবশেষে গোয়েন্দা ও ইনফরমারদের পোয়া বারো পড়িয়া গেল। যে সকল মুসলমানেরা পূর্ব্বে বিদ্রোহীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে বাগাইয়া খবর দিতে লাগিল। ইহাতে অনেক নিরপরাধীও বিপদগ্রস্ত হইতে লাগিল। ভদ্র মুসলমানেরা এক্ষণে সরাওয়ালাদের উপর প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হইল। কাজেই সরাওয়ালারা দাড়ি ছাঁটিয়া ফেলিতে লাগিল। সরাবাদিকদের [illegible] পরা দোষণীয় হইয়া উঠিল। যাহাতে এই সকল লোক [illegible] হইতে [illegible] বাড়িতে পাঁচদিকা লইতে লাগিল। এই সময়ে এই

হিতৈষীতে প্রকাশিত তিতুমিরের বিবরণ

The Smash in the Indigo Districts

It is said that when the worse comes to the worst, it mends. There is a point of evil, beyond which even evil, so elastic in its power of tension, cannot stretch. Providence steps in always at the last moment to save unfortunate mortals from the lowest condition of destiny. This has been strictly verified in the case of the Indigo ryots. Men who for upwards of a century were groaning under a most nefarious system of political economy. Who were working without a profit and toiling without a hire. In whose case the established canons of the labor market were reversed, the demand not governing the supply but the supply crouching before the demand. An unfortunate old man in his dotage had fingered an indigo advance. Probably he was in distress and his mind wandered from calculation. Probably the advance had been forced upon him by a factory Gomashta not troubled with a peculiarly sensitive conscience. That old man was thenceforward a doomed man. The brand of the vata was on his forehead and not death even could release him from the fatal mark. It descended to his generation from father to son. Every heir at law coming in for more chunam godowns than half pence. The advance no bigger than a rupee swelled out in bulk and dimensions as the carried forwards multiplied. Awful book-keeping ! How de-

মুখার্জিস ম্যাগাজিন-এ প্রকাশিত নীলবিদ্রোহের পর্যালোচনা

প্রকাশ পায়। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, অসমর্থ দুর্ব্বল ও দরিদ্রদিগের রক্ষার্থই আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আদালতের কার্য্যপ্রণালী যেরূপ জটিল, এবং মোকদ্দমা করিতে যেরূপ ব্যয় হয়, তাহাতে আদালত দুর্ব্বল ও দরিদ্রের পক্ষে নয় ইহাই প্রতীয়মান হয়।

ভারতমিহির (২৬শে ফাল্গুন)—সিবিল কোর্টের ক্ষমতা লাঘব করিয়া একসিকিউটিব বিভাগের প্রভুত্ব বর্দ্ধন করেন বৎসরাবধি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। সিবিল কোর্টে সকল বিষয়ের সবিচার হয়। সেখানে আইনের বিধি অনুসারে কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাহিত হয়। লোকের এই প্রকার বহু দিনের বিশ্বাস। অপর দিকে কালেক্টর মাজিষ্ট্রেটদিগের আইনের প্রতি অবজ্ঞা ও যথেচ্ছ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি এত অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের একটা ভাল কাজও লোকে সদ্ভাবে গ্রহণ করিতে চায় না। দেওয়ানি কার্য্যবিধির নূতন পাণ্ডুলিপি সিবিল কোর্টের মান মর্য্যাদা এবং কার্য্যক্ষমতা একবারে লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা (২৬শে ফাল্গুন)—যদি কঠোর নিয়মদ্বারা দেশের অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস হইত, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, ইহা কর্ত্তৃক আমাদের একটা উপকার হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, নৈসর্গিক নিয়ম এইরূপ যে তাহার একটা সীমা আছে। তাহার বহির্ভাগে গমন করিলে শাসনে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে সাগর হইতে অমৃতের উৎপত্তি হয়, অধিক মথনে উহা হইতে বিষ উৎপত্তি হইয়াছিল। ... এ দেশের শাসন ... তৃতীয় রিপোর্ট পাঠেই ইহাই প্রমাণ করিতেছে। ষ্টিফেন সাহেবের দণ্ডবিধি আইনের ... এ দেশীয় লোকের ... সং অপ

সমাজ দর্পণ (২৭শে ফাল্গুন)—বরদার প্রজারা ভূতপূর্ব্ব গুইকুমারের শাসনকালে ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চায় নাই। আমরা জয়পুর, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানের অভিপ্রায় জানিয়াছি। ঐ সকল দেশের লোকেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা বিষম ভয়াবহ বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে যে, ইংরাজদিগের অধিকৃত হইলে তাহাদের সমুদায় বিষয় সম্পত্তি আদালতের অধীন হইয়া যাইবে, এবং তাহাদের দেশের সমুদায় ভাল ভাল পদই ইংরাজদিগের অধিকৃত হইবে।

প্রতিকার (২৭শে ফাল্গুন)—কেম্বরা মোকদ্দমা সম্বন্ধে প্রজাগণের প্রতি নিম্ন আদালতের বিচার আইনসঙ্গত হইয়াছে কি না, ইহারই বিচার করিতে বসিয়া হাইকোর্ট বলিয়া বসিলেন, "প্রজারা যে চারি মাস কারাবাস সহ্য করিয়াছে তাহাই তাহাদের পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত, নিম্ন আদালতের এই মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীর আইনসঙ্গত প্রথার পক্ষে আমাদের বহুল সন্দেহ আছে, কিন্তু আমরা সে বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করি না।" হাইকোর্টের এ কেমন কথা। মার্কবি, এন্স্লি ও মরিস সাহেব সদৃশ ন্যায় বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী বিচারপতিগণ যে বিচার্য্য বিষয় বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না; ইহার পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে আমাদের অন্তঃকরণে স্বতঃই উদয় হয় যে, এইবার হাইকোর্ট বর্ণচ্ছেদ করিয়াছেন, স্বজাতীয়ের দিকে প্রজার অধিকতে চেষ্টা করিয়াছেন।

হিন্দুহিতৈষিণী (২৮শে ফাল্গুন)—কারকিউড কি আপনার প্রকৃতি সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? টেম্পল সাহেব অতি স্পষ্টরূপে বঙ্গদেশকে দেখাইয়া গিয়াছেন, যে, ইংরেজ জাতি শত অপরাধ করিলেও তাহাদের সমুচিত শাসন হইতে পারিবে না। অ-... সারতা প্রদর্শন করিতেন। কারকিউড প্রভৃতি আইন, ন্যায় এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেও তাহাদের শাসন করিতে সাহস পাইলেন না। আমরা ক্যাম্বেল সাহেব অপেক্ষাও টেম্পল সাহেবকে কতকগুলি কার্য্যে বঙ্গদেশের অহিতকারী মনে করি।

সোমপ্রকাশ (৩০শে ফাল্গুন)—ভারতবর্ষীয় সভার অধিকাংশ কার্য্যই ভারতবর্ষের হিত উদ্দেশে সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই হেতু আমাদিগের মন তৎকার্য্যের অনুমোদনে স্বতঃই উৎসুক ও বাধ্য হয়, কিন্তু দেওয়ানি আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিষয়ে সভার কার্য্যের অনুমোদনে আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না। এরূপ আড়ম্বর করিয়া সভা করিবার প্রয়োজনও আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ঋণবিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের মঙ্গলার্থই উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যে ২০৯ ও ২১০ ধারা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এতদ্বারা কতকগুলি ব্যক্তির মঙ্গল ভিন্ন সাধারণের কোন অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। রাজা দিগম্বর মিত্র যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন, সে গুলি উপস্থিত ... সংলগ্ন হইতেছে না। পণ্য এবং ... নিরূপণ করিয়া দিলে বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিবার যেরূপ আশঙ্কা আছে, উপস্থিত স্থলে সে আশঙ্কা নাই। ঋণগ্রাহীর টাকা মিলিবে না এই আশঙ্কা? যাহারা গবর্ণমেণ্টকে শতকরা ৪।৫ টাকা সুদে টাকা কর্জ দেয়, তাহারা ৬ টাকা সুদে লাভ জ্ঞান না করিবে কেন।

—নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের দুইটী মাত্র উপায় আছে। এক উপায় গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট যদি আন্তরিক যত্নশীল হন, উহার নিবারণ হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়—প্রজাদিগের হস্তগত। তাহারা যদি ... হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ... প্রজাদিগের ন্যায় ... বলে দাঁড়াইতে পারে, তবেই উহার প্রতীকার হয়।

ভূমিকা

সমকালেব বিশ্বস্ত দর্পণ সংবাদ-সাময়িকপত্র। সমকালের যে ছবি এর পৃষ্ঠায় ফুটে ওঠে তা নিখুঁত অথবা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য কিনা—তা নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে। তবু ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে এর গুরুত্ব কোনভাবেই অস্বীকাব করা যায না।

সংবাদ-সাময়িকপত্রেব সংবক্ষণ কঠিন ব্যাপাব। ইতিহাসচেতনার অভাব এবং আমাদের দেশের আর্দ্র জলবায়ু ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা এ ক্ষেত্রে বিবাট প্রতিবন্ধক। আব এইখানেই ক্ষয়িষ্ণু, লুপ্তপ্রায় পুরোনো পত্র-পত্রিকার গুবুত্বপূর্ণ অংশগুলি নির্বাচন কবে সংকলন কবাব সার্থকতা। এর ফলে ইতিহাস বচনাব অনেক উপাদান আসন্ন বিনাশেব হাত থেকে বক্ষা পায।

আমাদেব দেশে সংবাদ-সামযিকপত্রেব নির্বাচিত অংশ সংকলনের কাজ শুবু হয়েছিল গত শতাব্দীব মাঝামাঝি কাল থেকে। এ-বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান একজন বিদেশির প্রাপ্য। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে জেমস লং-এর 'সংবাদ সার' প্রকাশিত হয। দেশীয় সংবাদ-সামযিকপত্রে প্রকাশিত ইতিহাস, জীবনী. উপাখ্যান ও নীতিগল্পেব সংকলন এটি (*Selections from the Bengali Periodical Press, being extracts from native newspapers or periodicals on history, biography, anecdotes, moral tales etc*)। এর পরের বছর ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয জেমস লং-এর 'বঙ্গীয় পাঠাবলী'র তৃতীয় খণ্ড। ছাত্রপাঠ্য এই পুস্তকটিতে 'সমাচার-দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ কৌমুদী', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সত্যার্ণব', 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' ও 'সংবাদ রসসাগব' থেকে বেশ কিছু অংশ সংকলিত হয়। ১৮৫৮ সালে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নীলকরের শোষণ ও অত্যাচাবেব বিবুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে 'সিলেকসনস ফ্রম পেপাবস্ অন ইন্ডিগো কালটিভেশন ইন বেঙ্গল' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। নিজের বক্তব্য পবিস্ফুট কবাব জন্য এই বইতে তিনি 'ক্যালকাটা বিভিউ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইংলিশম্যান', 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', 'ঢাকা নিউজ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা থেকে বেশ কিছু অংশ সংকলন করেন। এর কাছাকাছি সময়ে বিখ্যাত রাজকর্মচাবী সিটন কার 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর নির্বাচিত অংশ সংকলনের কাজে হাত দেন। সিটন কারের সম্পাদনায 'সিলেকসনস ফ্রম ক্যালকাটা গেজেটস্'-এর তিনটি খণ্ড (১ম খণ্ড ১৮৬৪, ২য় খণ্ড ১৮৬৫, ৩য় খণ্ড ১৮৬৮) প্রকাশিত হয়। চতুর্থ খণ্ডটি সংকলন করেন হিউজ ডেভিড স্যান্ডেম্যান।

সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে পুরোনো পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা উপলব্ধি করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে এই ধরনের কাজে মনোনিবেশ করেন। সামাজিক ইতিহাসের পরিধি বিশাল। মানবজীবনের প্রায় সব কিছুরই উৎসমূল সমাজ। তাই সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের সংবাদ ও রচনা সংকলন করতে বাঙালিরা তৎপর হয়ে উঠলেন। ১৯১০-এ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৮৫৭-৬০ এই কালপর্বের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু লেখা (*Selections from the writings of Hurrish Chunder Mookherji*, compiled from the Hindoo Patriot) সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বিশ শতকের তিরিশের বছরগুলি থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ব্যাপারে আগ্রহী

হয়ে ওঠেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। বই হিসাবে প্রকাশের আগেই, 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি'তে এর অংশবিশেষ প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪০-এর বৈশাখ মাসে। ১৩৪২-এর আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ডের নিবেদনে ব্রজেন্দ্রনাথ জানান, এটি প্রকৃতপক্ষে 'পূর্ব প্রকাশিত খণ্ড দুইটির পরিশিষ্ট।' 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে (আষাঢ়, ১৩৪৪) তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট সংবাদগুলি যথাস্থানে স্থাপন করা হয় এবং এই সময় থেকে বইটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র কালসীমা ১৮১৮-৪০। 'সমাচার দর্পণ' ছাড়া এই গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ 'বঙ্গদূত', 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' থেকেও কিছু সংবাদ সংকলন করেছেন। ১৮৪০-৫৭ এই কালপর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলি সংকলন করার কথাও তাঁর মনে জেগেছিল। এ বিষয়ে কাজও শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি।

যে কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেননি, সে কাজ করতে এগিয়ে এলেন বিনয় ঘোষ। ১৮৪০-১৯০৫ এই কালপর্বের কয়েকটি পত্রিকা—'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ ভাস্কর', 'বিদ্যাদর্শন', 'সর্বশুভকরী', 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' ও 'সোমপ্রকাশ' থেকে রচনা সংকলন করে চার খণ্ডে (১ম খণ্ড ১৯৬২, ২য় খণ্ড ১৯৬৩, ৩য় খণ্ড ১৯৬৪, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬৬) তিনি তা প্রকাশ করলেন। চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে 'রিফর্মার' ও 'ইন্ডিয়া গেজেট'—এই দুটি ইংরেজি পত্রিকার অংশ বিশেষ ছাড়াও স্থান দিলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার কিছু রচনাকে। এই চারখণ্ডে সংগৃহীত উপাদানের ওপর নির্ভর করে রচনা করলেন 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'। পরবর্তীকালে 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রে'র খণ্ডগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করার সময় উনিশ শতকের আরও কয়েকটি পত্রিকাকে তিনি তাঁর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন। উনিশ শতকের ইংরেজি পত্র-পত্রিকার রচনা সংকলনের কাজেও হাত দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৮ সাল থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে 'সিলেকসনস্ ফ্রম ইংলিশ পিরিওডিক্যালস্ অফ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল'। ১৯৭৮-৮১ এই সময়কালে এর আটটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। তবে বাংলা পত্র-পত্রিকা সংকলন ও সম্পাদনাকালে বিনয় ঘোষ যে নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, ইংরেজি পত্রিকা সংকলনকালে তা অনেকখানিই অনুপস্থিত।

সংকলনের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিনয় ঘোষ যেসব পত্র-পত্রিকা বেছে নিয়েছিলেন, যে কোনও কারণেই হোক, তার মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত বা মুসলমান সম্পাদিত কোনও পত্রিকা স্থান পায়নি। ফলে তাঁদের সংকলন থেকে পূর্ব বাংলার বা বাংলার মুসলমানসমাজের বিশেষ কোনও পরিচয় মেলা ভার। এই অপূর্ণতা দূর করার দায়িত্ব নিলেন বাংলাদেশের গবেষকরা। ১৯৬৯-এ আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৩১-১৯২০ সময়কালে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার পরিচয় দান ছাড়াও এতে তিনি কয়েকটি পত্রিকার সূচিপত্র এবং কোনো কোনোটির রচনার সামান্য কিছু অংশ সংকলন করেন। আর এক বাংলাদেশী গবেষক মুনতাসীর মামুনের কাজের পরিধি বিস্তৃততর। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যে 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র' নামে তাঁর গবেষণাকর্ম সাতটি খণ্ডে (১ম খণ্ড ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৮৭, ৩য় খণ্ড ১৯৮৯, ৪র্থ খণ্ড ১৯৯১, ৫ম খণ্ড ১৯৯৩, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৯৭, ৭ম খণ্ড ১৯৯৮) ঢাকা থেকে প্রকাশিত। বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ১৮৪৭ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যবর্তীকালে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের নির্বাচিত অংশ সংকলন করেছেন তিনি। প্রথম খণ্ডটিতে লেখকের ভূমিকা ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি

দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে তিনি 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ও 'বঙ্গবন্ধু'— পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত এই দুটি সংবাদপত্র থেকে সংবাদ সংকলন করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত ১৩টি সাময়িক পত্রের পরিচয়দান কালে তিনি (আনিসুজ্জামানের মতো) এগুলির সূচিপত্র ও কোনও কোনওটির রচনার কিছু নমুনাও সংকলন করেছেন। এ কাজ করার জন্য দু' চারটি ক্ষেত্রে তিনি সেকেন্ডারি সোর্সও ব্যবহার করেছেন। 'উনিশ শতকে বাংলা দেশের সংবাদ সাময়িকপত্র'-এর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডটি 'ঢাকাপ্রকাশ'-এর সংকলন, পঞ্চম খণ্ডে স্থান পেয়েছে 'হিন্দু রঞ্জিকা'র নির্বাচিত অংশ, ষষ্ঠ খণ্ডটি 'ঢাকা নিউজ'-এর সংকলন। সপ্তম খণ্ডে উনিশ শতকের দুটি পত্রিকার ('সেবক' ও 'অঞ্জলি'র) রচনা সংকলিত।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ ও মুনতাসীর মামুনের এই ধরনের বড় মাপের তিনটি কাজ ছাড়াও, এই শতাব্দীতে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার নির্বাচিত অংশ সংকলনের কাজে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের প্রয়াস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, অনেকের প্রয়াস রয়ে গেছে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই। ব্রজেন্দ্রনাথের সমকালীন এক বিদ্যাজীবী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পুরাতন সংবাদপত্রের অংশবিশেষ সংকলনের ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। পুরোনো পত্র-পত্রিকার অংশবিশেষ সংকলন করে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি তা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'জনশক্তি', 'প্রবর্তক', 'মাতৃভূমি', 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর এ-বিষয়ক অনেকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পুরোনো বাংলা সংবাদপত্রের কিছু কিছু অংশ সংকলন করে জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার'-এর সামান্য কিছু অংশ সংকলন করে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্র সেনের রাষ্ট্রবাণী' নামে প্রকাশ করেন। বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রথম তিন বছরের সংখ্যাগুলি থেকে কিছু অংশ সংকলন করেন যোগেশচন্দ্র বাগল। এটি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (কলকাতা, ১৩৫৪) নামে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে রামকৃষ্ণ-সংবাদ আহরণ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' (কলকাতা, ১৩৫৯) নামে প্রকাশ করেন। ১৯৫৯-এ অনিলচন্দ্র দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ১৮২৪-৩২ এই সময়কালের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হয়। জেমস সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর নির্বাচিত অংশ সত্যজিৎ দাসের সম্পাদনায় দু'খণ্ডে (১ম খণ্ড ১৯৬৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫) প্রকাশিত হয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ২২টি সংবাদ-সাময়িকপত্র থেকে সংকলন করেন 'বিবেকানন্দ ইন ইন্ডিয়ান নিউজপেপার্স' (কলকাতা, ১৯৬৯)। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল : আর্লি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' (কলকাতা, ১৯৭৮) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে 'ক্যালিডোস্কোপ', 'রিফর্মার' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার অংশবিশেষ। সুরেশচন্দ্র মৈত্রের 'সিলেকসনস্ ফ্রম দি জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশিত হয় ১৯৭৯-তে। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর মূল ফাইল পাওয়া যায় না। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'জ্ঞানান্বেষণ' থেকে পুনর্মুদ্রিত বিভিন্ন রচনাই এই সংকলনের মূল অবলম্বন। কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সংকলন করেছেন 'ভারত শ্রমজীবী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার নির্বাচিত কিছু অংশ। কয়েক বছরের 'সমাচার দর্পণ' থেকে কলকাতা বিষয়ক সংবাদগুলি সংকলন করে 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা' (কলকাতা, ১৯৮৭) নামে প্রকাশ করেছেন হরিপদ ভৌমিক। 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র অংশবিশেষ সংকলন করেছেন অমর দত্ত ('কাঙ্গাল হরিনাথের গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা', কলকাতা, ১৩৯৬) ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ('কাঙাল হরিনাথ', কলকাতা, ১৯৯৬)। উনিশ শতকের বিখ্যাত পত্রিকা 'বামাবোধিনী'র অংশবিশেষ আলাদা আলাদাভাবে সংকলন করেছেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভারতী

রায়। উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্বাস্থ্য, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সংকলন করেছেন প্রদীপ বসু ('সাময়িকী', কলকাতা, ১৯৯৮)। একেবারে হাল আমলে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'বিবেকানন্দ ইন কনটেমপোরারি ইন্ডিয়ান নিউজ' (কলকাতা, ১৯৯৮)। বিশ শতকের পত্রপত্রিকা থেকেও সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন। তবে তা আমাদের কালসীমার বহির্ভূত বলে সে প্রসঙ্গে আমরা প্রবেশ করছি না।

২

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশ ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে। প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালিসমাজে তা সাদরে গৃহীত হয়। অল্পদিনের মধ্যে তা প্রভূত শক্তিসঞ্চয় করে এবং জনমত গঠনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শহর কলকাতা এবং তার আশপাশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এইসব পত্রিকাগুলির কোনটি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মতামতবাহী, কোনটি বিশেষ কোনও ধর্মীয় ভাবধারা প্রচারে উৎসাহী, ব্যক্তি বিশেষের কুৎসাপ্রচার কোনটির লক্ষ্য, মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরতে কোনটি আগ্রহী, মুসলমানসমাজের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধানে কোনটি তৎপর, কোনটি আবার সামাজিক কুরীতি সংস্কারের বাসনায় উদ্বুদ্ধ, কোনটি গ্রাম বাংলার মানুষের দুঃখবেদনা বৃহত্তর জগতে প্রচারে আগ্রহী, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার কোনটির উদ্দেশ্য, কোনটি আবার সাহিত্যসাধনায় নিবেদিত প্রাণ। এ ছাড়া আরও কত যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই শতাব্দীতে বিভিন্ন পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল, তার ঠিক ঠিকানা নেই। ঠিক কতগুলি পত্রিকা ১৮১৮-১৯০০ এই সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, তা বলা কঠিন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থের দু'খণ্ডে উনিশ শতকে প্রকাশিত ১০৪৬টি পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে আমরা এইকালে প্রকাশিত আরও শতাধিক (এর মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক— সব ধরনের পত্রিকাই আছে) পত্রিকার সন্ধান পেয়েছি।

শুধু কি বাংলা পত্রিকা, ১৭৮০ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের পর থেকে এদেশে একের পর এক ইংরেজি পত্রিকা বেরোতে শুরু করে। ১৭৮০-১৮০০ — এই সময়কালে শুধুমাত্র কলকাতা শহর থেকে ১৯টি বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকে এই সংখ্যা এতটাই বেড়ে যায় যে একালের এক বিশিষ্ট পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' বলতে বাধ্য হয়, কলকাতা শুধু প্রাসাদ-নগরীই নয়, পত্রিকা-নগরীও বটে। উনিশ শতকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০০ টিরও বেশি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে। এই পত্রিকাগুলি ইংরেজ বা ইউরেশিয়ানরাই সম্পাদনা করতেন ভাবলে ভুল হবে, উনিশ শতকের তিরিশের বছরগুলি থেকে ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশে বাঙালি তরুণরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁদের সম্পাদনায় এই শতাব্দীতে 'রিফর্মার', 'এনকোয়েরার', 'হিন্দু পাওনিয়ার', 'বেঙ্গল রেকর্ডার', 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইন্ডিয়ান মিরার', 'বেঙ্গলি', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ন্যাশানাল পেপার', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন', 'রইস এ্যন্ড রায়ত', 'ইন্ডিয়ান ম্যাসেঞ্জার'—এর মতো উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাঙালি সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকাগুলির সঙ্গে সাহেবি পত্রিকাগুলির চরিত্রগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। বাঙালি সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকাগুলিতে বাঙালিজীবনের ভাঙাগড়ার কাহিনীই বেশি গুরুত্ব পেত। মিশনারি বা সাহেবি কাগজগুলির (দু' একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে) বাঙালিসমাজ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সম্পর্কে এইসব পত্রিকাগুলি ছিল পুরোমাত্রায় সচেতন। বর্ণবিদ্বেষ অনেক সাহেবি কাগজেই উৎকটভাবে ফুটে উঠত। এদেশবাসী সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করতেও এইসব পত্রিকা-সম্পাদকরা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই, বাঙালিসমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটিয়ে তোলার চেয়ে এদেশীয় ইংরেজ সমাজ ও সাগরপারের বিভিন্ন খবরাখবর সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। তা থাকলেও, বাঙালিসমাজকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা তাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাই এইসব পত্রিকা থেকে উনিশ শতকের বাঙালি-জীবন ও তার নানা সমস্যা সম্পর্কে তাদের মতামতের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের কালসীমার মধ্যে ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে প্রায় চোদ্দশোর মত সংবাদ-সাময়িকপত্র এদেশে প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব পত্রিকার অধিকাংশেরই কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যে স্বল্প সংখ্যক পত্রিকা কালের কবল এড়িয়ে একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তাদের সংখ্যা বেশি নয়। এই স্বল্পসংখ্যক পত্রিকার অনেকগুলি ইতিমধ্যেই ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বা নানা কারণে সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে।

অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত দিই। বছর কয়েক আগে উত্তর কলকাতায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অফিসে বসে বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ফাইল দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, বর্তমানে যে কোনও কারণেই হোক, এগুলি সাধারণের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। এই শতকের সত্তর ও আশির বছরগুলিতেও যেসব পত্রিকা ব্যবহার-উপযোগী ছিল, আজ আর তা নেই। কয়েকবছর আগে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে 'রিফর্মার', 'সিটিজেন', 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'—এই সব পত্রিকা নিয়ে আমরা কাজ করেছি, বর্তমানে এই তিনটি পত্রিকাই ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। 'রিফর্মার'-এর কিছু পরিচয় বিনয় ঘোষ ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পরবর্তী গবেষকরা জানতে পারবেন। কিন্তু 'সিটিজেন' বা 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'? সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কার 'সিটিজেন' বা নীল বিদ্রোহ পর্বের 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর গুরুত্ব যে কতখানি, ইতিহাস সচেতন মানুষমাত্রেই তা জানেন। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে আশির বছরগুলিতে ১৮৭০ সালের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ'-এর ফাইল উলটে পালটে দেখেছিলাম, বর্তমানে এটি আর ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় নেই। সত্তরের বছরগুলিতে কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮৫১-৫২ সালের 'সমাচার দর্পণ' ব্যবহার করার সুযোগ আমরা পেয়েছি, কিন্তু বর্তমানে সেটির কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর দু' বছরের (১৮৪৮, ১৮৫৫) ফাইল আছে জেনে, বারবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেটি দেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু এই যে সব অমূল্য সম্পদ আমাদের অবহেলায়, অযত্নে বা সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে বা হারিয়ে যাচ্ছে—সেগুলির শূন্যস্থান তো আর কোনও ভাবেই পূরণ করা যাবে না। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে উনিশ শতকের বাঙালিজীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা।

যেসব পত্রিকা আজও কোনও রকমে টিকে আছে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তো গবেষকদেরই গ্রহণ করতে হবে। লুপ্তপ্রায় এইসব পত্রিকার কিছু অংশকে সংকলনের মাধ্যমে চিরদিনের মতো

হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রের নির্বাচিত অংশ কয়েক খণ্ডে সংকলন করার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। আমাদের পরিকল্পনাটি একটু ভিন্ন ধরনের। এর আগে যেসব সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই বিশেষ একটি বা কয়েকটি পত্রিকাকে অবলম্বন করে— কখনও কখনও কোনো ব্যক্তিবিশেষের কীর্তিকাহিনী সংকলনের জন্য সংকলনকর্তা একাধিক পত্রিকার আশ্রয়ও নিয়েছেন। বর্তমান সংকলন কোনও বিশেষ পত্রিকা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, তা একান্তভাবে বিষয় নির্ভর। উনিশ শতকের কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে আমরা এই সংকলনের কাজে অগ্রসর হয়েছি। এই কাজ করার জন্য উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্র-পত্রিকা (যেগুলির অস্তিত্ব আজও আছে) ব্যবহার করার এবং তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান সংকলনটি দ্বি-ভাষিক। দ্বি-ভাষিক সংকলন এর আগেও হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', বিনয় ঘোষের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৪র্থ খণ্ড), সুরেশচন্দ্র মৈত্রের 'সিলেকসনস্ ফ্রম দি জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতির কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

সংকলনের প্রথম খণ্ডে উনিশ শতকে বাঙালি কৃষক-প্রজার অবস্থা, বিভিন্ন বিদ্রোহ ও গণঅসন্তোষ সম্পর্কে নির্বাচিত অংশ সংকলন করা হয়েছে। আমাদের রচনা নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে দু' এক কথা বলা দরকার। বাঙালি কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সুপরিচিত লেখাগুলি (যেমন 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক') আমরা গ্রহণ করিনি। কারণ এই লেখাগুলি অনায়াসলভ্য এবং একাধিক জায়গায় পুনর্মুদ্রিত। কৃষক-প্রজার অবস্থা এবং উনিশ শতকের গণ-অসন্তোষ সম্পর্কিত যেসব লেখা ইতিপূর্বে কোনও সংকলনে স্থান পেয়েছে, সেগুলিকে আমরা বাদ দিয়েছি। যে কারণে 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' কিংবা 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ প্রকাশিত 'রাইয়ত'-এর মতো উল্লেখযোগ্য লেখার দেখা এই সংকলনে মিলবে না। কৃষকের দুরবস্থা মোচনে ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, সংখ্যার পর সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে পত্রিকাটি লেখালিখিও করেছিল। এইসব লেখার অনেকগুলিই ইতিমধ্যে মুনতাসীর মামুন, অমর দত্ত, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়রা সংকলন করেছেন। তাঁদের সংকলনে স্থান পায়নি, এমন দু'একটি উল্লেখযোগ্য লেখাই 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। স্থানাভাবের জন্য দু'একটি উল্লেখযোগ্য লেখা (যেমন 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর তিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'দি ওহাবিস ইন ইন্ডিয়া') আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। এই একই কারণে অনেক লেখার সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বর্জিত অংশ সব সময় আমরা একটি চিহ্নের (...) সাহায্যে নির্দেশ করেছি। সংকলনের কাজে যেসব পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে, তার অনেকগুলির অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়— ফলে কোনও কোনও লেখার সম্পূর্ণ অংশের পাঠোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এইসব জায়গাগুলি আমরা তৃতীয় বন্ধনীর [ ] সাহায্যে নির্দেশ করেছি। সংকলনকালে মূল বানান আমরা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। বারবার গণ-অভ্যুত্থানে শঙ্কিত হয়ে উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় জনমতের গতি-প্রকৃতি জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই আগ্রহের কারণেই ষাটের বছরগুলিতে সরকারি অনুবাদকরা দেশীয় পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করতে শুরু করেন। এই অনুবাদগুলিই হল 'রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স'। এগুলিতে উনিশ শতকের অনেক হারিয়ে যাওয়া পত্রিকার মতামত ধরা আছে। সংকলনকে পূর্ণতা দেবার জন্য আমরা প্রয়োজনমতো এগুলি ব্যবহার করেছি।

৩

এই সংকলনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিত্র উপস্থিত করাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। লক্ষ্য করলে, দেখা যাবে, এই চিত্র বহুমাত্রিক। যার মধ্যে গ্রামীণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা এবং বাঁচার সংগ্রামের রূপ রক্তাক্ষরে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। বর্তমান খণ্ডে এ-বিষয়ক লেখাগুলিই সংকলন করা হয়েছে। এই সূত্রে বলে নেওয়া ভালো, নাগরিক জীবনের ব্যথা-বেদনার রূপ এই কালের পত্র-পত্রিকায় ফুটে উঠলেও, সংকলনের এই খণ্ডে তা গুরুত্ব পায়নি। পরবর্তী কোনও খণ্ডে এগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এই খণ্ড সংকলনকালে আমরা উনিশ শতকের ২২টি বাংলা ও ২০টি ইংরেজি সংবাদ-সাময়িক পত্রিকা ব্যবহার করেছি। যেসব বাংলা পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি হল— 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সত্যার্ণব', 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ', 'সমাচার সুধাবর্ষণ', 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ', 'সোমপ্রকাশ', 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ', 'ঢাকাপ্রকাশ', 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'মিত্রপ্রকাশ', 'সুলভ সমাচার', 'মধ্যস্থ', 'ভারত সংস্কারক', 'সাধারণী', 'বান্ধব', 'সখা', 'সৎসঙ্গ', 'মিহির' ও 'হিতৈষী'। 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল', 'বেঙ্গল হরকরা', 'গবর্নমেণ্ট গেজেট', 'এসিয়াটিক জার্নাল', 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'ইংলিশম্যান', 'ইস্টার্ন স্টার', 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিস্ট', 'মর্নিং ক্রনিকাল', 'সিটিজেন', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ঢাকা নিউজ', 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', 'ক্যালকাটা উইকলি প্রেস', 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন', 'বেঙ্গলি', 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভার' ও 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'— এই ২০টি ইংরেজি পত্রিকা থেকেও আমরা প্রয়োজনীয় অংশ সংকলন করেছি।

সংকলনটিতে চোখ বোলালে একই বিষয় সম্পর্কে পত্রিকাগুলির মতানৈক্য ধরা পড়বে। নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বা 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 'বেঙ্গল হরকরা' বা 'ইংলিশম্যান'-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কিংবা পাবনার কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বা 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' বা 'সুলভ সমাচার'-এর মনোভাবের তফাৎ সহজেই চোখে পড়বে। পত্রিকাগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতার পিছনে ক্রিয়াশীল। এই সংকলনে ব্যবহৃত পত্রিকাগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সেগুলির সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু'চাব কথা জেনে নেওয়া দরকার। কাজটা শুরু করা যাক বাংলা পত্রিকা দিয়ে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসবে *সমাচার দর্পণ* -এর কথা। ১৮১৮-র ২৩ মে সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির জন্ম। জে.সি. মার্শম্যান ছিলেন এটির প্রথম সম্পাদক। প্রথম পর্যায়ে পত্রিকাটি ১৮৪১ পর্যন্ত চলেছিল। ১৮৪২-এর জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। বছর দুয়েক চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ৩ মে, ১৮৫১ থেকে এটি আবার প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত এটি টিকেছিল। মিশনারি উদ্যোগে প্রকাশিত হলেও, পত্রিকাটিতে বাঙালিসমাজের খবরাখবর যথেষ্টই থাকত। মিশনারি স্বার্থের কারণেই শিক্ষা ও সামাজিক বিভিন্ন সংস্কার বিষয়ে পত্রিকাটি ছিল উদগ্রীব। স্বাভাবিকভাবেই সরকার বিরোধী কোনও আন্দোলনকে পত্রিকাটি প্রীতির চোখে দেখেনি। তিতুমিরের বিদ্রোহ সম্পর্কে যে দুটি লেখা আমরা এখানে সংকলন করেছি, সে দুটিতেই পত্রিকার এই বিশেষ চরিত্র প্রকাশিত।

১৮২২-এর ৫ মার্চ সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে *সমাচার চন্দ্রিকা*-র আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণের মৃত্যুর (২০.২.১৮৪৮) পর তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি

সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তাঁর কাছ থেকে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির স্বত্ব কিনে নেন। কখনও সাপ্তাহিক, কখনও দ্বি সাপ্তাহিক, কখনও আবার দৈনিক হিসাবে পত্রিকাটি দীর্ঘদিন টিকে ছিল। সামাজিক স্থিতি বজায় রাখার পক্ষপাতী এই পত্রিকাটি মতামতের দিক দিয়ে ছিল রক্ষণশীল। সতীদাহ ও কৌলীন্যপ্রথার সমর্থনে এবং বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের বিরোধিতায় পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৩০-এ এটি 'ধর্মসভা'র মুখপত্রে পরিণত হয়। ধর্মকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ পত্রিকাটি পছন্দ করত না। জমিদার শ্রেণীর পক্ষপাতী এই পত্রিকাটি নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিল সরব। জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের ক্রমবর্ধমান বিরোধ পত্রিকার এই মনোভাবের পিছনে কাজ করেছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে সংকলিত লেখাটিতে পত্রিকার নীলকর-বিরোধী চরিত্রটি প্রকাশিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় *সংবাদ প্রভাকর* -এর প্রথম প্রকাশ ১৮৩১-এর ২৮ জানুয়ারি। বছর-দেড়েক চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৬-এর ১০ আগস্ট বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিনবার) হিসাবে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৩৯-এর ১৪ জুন এটি বাংলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৩ থেকে পত্রিকাটির একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর (২২.১.১৮৫৯) পর তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অসুস্থতার জন্য রামচন্দ্রের পক্ষে বেশিদিন এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পরে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'প্রভাকর'-এর সম্পাদক হন। প্রথম দিকে 'সংবাদ প্রভাকর' রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হলেও, পরবর্তীকালে এই মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। যে কারণে চল্লিশ ও পঞ্চাশের বছরগুলিতে 'সংবাদ প্রভাকর' স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠে, বিধবাবিবাহকে একপ্রকার 'অকাট্য' বলে রায় দেয়, কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ইংরেজ সরকারের কোনও কোনও কাজকর্মের সমালোচনা করলেও, এর কোনও বিকল্পের কথা পত্রিকাটি ভাবতে পারেনি। সেই কারণে সরকার উচ্ছেদের যে কোনও প্রচেষ্টাকে (তা সে সাঁওতাল বিদ্রোহই হোক, কিংবা ১৮৫৭-র যুদ্ধই হোক) পত্রিকাটি কঠোরভাষায় ধিক্কার জানিয়েছে। জমিদার শ্রেণীর আনুকূল্য-পুষ্ট এই পত্রিকাটি নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলেও (যার পরিচয় সংকলনভুক্ত লেখাগুলিতে মিলবে) জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে ছিল প্রায় নীরব। কৃষকদের দুরবস্থার জন্য জমিদারদের দায়িত্ব কতখানি — সে সম্পর্কে পত্রিকাটি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। কৃষক-প্রজার অবস্থা বিষয়ে যে দুটি লেখা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যেই পত্রিকার দ্বিধার পরিচয়টি স্পষ্ট।

হিন্দুদের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের ধর্মবিষয়ে বাদানুবাদ উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেশ জমে ওঠে। এইকালে খ্রিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে বাংলা পত্রিকাগুলির আক্রমণের জবাব দেবার জন্য ১৮৫০-এর জুলাই মাসে চার্চ অফ ইংলন্ডের মিশনারিদের পক্ষ থেকে *সত্যার্ণব* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সচিত্র এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন জেমস লং, প্রচার সংখ্যা ছিল ৪০০। তৃতীয় বর্ষের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পত্রিকাটি দু'মাস অন্তর বেরোতে থাকে। বছর পাঁচেক চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মবিষয়ক প্রস্তাব ছাড়াও, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি ছিল সরব। এদেশের গরিব লোক সম্পর্কে বড়মানুষদের মনোভাব পত্রিকাটি সমর্থন করত না। ১৮৫৫-এর মে মাসে প্রকাশিত একটি লেখায় পত্রিকাটি এদেশের গরিব মানুষের ওপর মহাজন ও জমিদারের অত্যাচারের যে বিবরণ প্রকাশ করে, তার অংশবিশেষ এই সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ-এর প্রথম প্রকাশ ১৭৭৩ শকের কার্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৮৫১)। 'পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণী

বিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদিদ্যোতক' সচিত্র এই মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫৯ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর সপ্তম পর্বটি অনিয়মিতভাবে (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৭৮৩ শক) কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনাকালে এই পত্রিকায় 'নীলদর্পণ'-এর যে বিস্তৃত সমালোচনা (আষাঢ়, ১৭৮৩ শক) প্রকাশিত হয়, তা সরকারের বিরক্তি উৎপাদন করে এবং এরই পরিণামে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' থেকে 'নীলদর্পণ'-এর সমালোচনা এবং লং-এর বিচার সংক্রান্ত একটি সংবাদ আমরা সংগ্রহ করেছি। 'নীলদর্পণ'-এর এই সমালোচনাটি কালীপ্রসন্ন সিংহেরই করা বলে আমরা মনে করি।

সমাচার সুধাবর্ষণ-এর প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪-র জুন মাসে। দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দি) এই দৈনিক পত্রটি সম্পাদনা করতেন শ্যামসুন্দর সেন। নির্ভীক এই সাংবাদিক মতামতের দিক দিয়ে ছিলেন মধ্যপন্থী। বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে তিনি প্রীতির চোখে দেখেননি, যদিও কৌলীন্যপ্রথার তিনি ছিলেন বিরোধী। ধর্মকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী হলেও, ইংরেজ রাজত্বের অবসান তাঁর কাম্য ছিল না। যে কারণে সাঁওতাল বিদ্রোহকালে বিদ্রোহীদের আচরণকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। না পারলেও, অন্ধ ইংরেজভক্ত তিনি ছিলেন না, দেশে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য দেখে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্র রাক্ষসের হাত থেকে দেশ উদ্ধারের যে ডাক দিয়েছিলেন, তা সযত্নে তিনি তাঁর পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। এই নির্ভীক মনোভাবই ১৮৫৭ সালে শ্যামসুন্দর সেনকে বিদ্রোহীদের দিল্লি ঘোষণাপত্র প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য সরকার তাঁর ওপর বিরূপ হয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে নির্ভয়ে তিনি বিচারের মুখোমুখি হন। বিচারে তিনি 'নির্দোষী' সাব্যস্ত হন। এই ঘটনার পরে আবার তিনি 'সুধাবর্ষণ'-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘস্থায়ী এই পত্রিকাটি থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহকালের বেশ কিছু সংবাদ আমরা সংকলন করেছি।

১৮৫৬-র ৪ জুলাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় *এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ* -এর প্রথম প্রকাশ। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড ওব্রায়ান স্মিথ। স্মিথ ছিলেন নামেই সম্পাদক, কাজকর্ম সমস্ত দেখাশোনা করতেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬৬-র মার্চ মাসে প্যারীচরণ সরকার পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সরকারের সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য ১৮৬৮-এর জুলাই মাসে প্যারীচরণ পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেন। এরপর পত্রিকাটি সম্পাদনার প্রস্তাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া হলে, তিনি কিছু শর্ত সাপেক্ষে তা গ্রহণ করতে রাজি হন। শর্তানুযায়ী পত্রিকাটির সমস্ত স্বত্ব সরকার তাঁকে দান করলে, ১৮৬৮-র ডিসেম্বর মাসে তিনি এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ পর্যন্ত পত্রিকাটির সঙ্গে ভূদেব যুক্ত ছিলেন। এর পর ভূদেব-পুত্র কুমারদেব মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘস্থায়ী এই পত্রিকাটি ১৩৫৫ পর্যন্ত টিকে ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় দায়িত্ব নেবার আগে 'এডুকেশন গেজেট'-এর চরিত্র ঠিক কেমন ছিল বলা কঠিন। কারণ, এইকালের পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখার সুযোগও আমরা পাইনি।

ভূদেবের 'এডুকেশন গেজেট' সরকারি নীতির সমর্থক পত্রিকা। সরকারি কাজকর্মের সমালোচনা 'এডুকেশন গেজেটে' স্থান পেত না। এই কারণেই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনকে সমর্থন জানাতে পত্রিকাটি দ্বিধা করেনি। ১৮৭৮-এ দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ কল্পে প্রণীত ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট সম্পর্কে পত্রিকাটি প্রায় নীরবতা পালন করে। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করত। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে ও পণপ্রথার বিরোধিতায় পত্রিকাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের আর কোনও বাংলা পত্রিকা হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী রক্ষায় এতখানি তৎপর ছিল কিনা

সন্দেহ। জমিদারের কৃষক-শোষণকে পত্রিকাটি সমর্থন করত না। জমিদার-মহাজনের কৃষক-পীড়ন সম্পর্কে যে সব লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার বেশ কয়েকটি আমরা সংকলন করেছি। পাবনা বা অন্যান্য অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহকে খোলাখুলি সমর্থন না জানালেও, বিদ্রোহের পিছনে জমিদারদের দায়িত্ব গোপন করার কোনও চেষ্টা পত্রিকাটি করেনি।

সোমপ্রকাশ-এর প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮-এর ১৫ নবেম্বর। বিদ্যাসাগর পরিকল্পিত সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ১৮৬২-র এপ্রিল মাসে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার চ্যাংড়িপোতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭৪-এ দ্বারকানাথ পত্রিকাটির দায়িত্ব সাময়িকভাবে অন্য হাতে সমর্পণ করেন। ১৮৭৮-এ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট চালু হবার পর পত্রিকাটির দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ১৮৭৯-র ২৪ ফেব্রুয়ারি 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত 'লাহোরের সংবাদদাতার পত্র'-এর অংশবিশেষ সরকারের কাছে আপত্তিজনক বলে মনে হয়। ১৮৭৮-এর ৯ নং আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার উদ্যোগী হয়। সরকারি নির্দেশে ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট পত্রিকাটির প্রকাশকের কাছে মুচলেকা ও হাজার টাকার ডিপজিট দাবি করেন। দাবি মেটাতে না পারায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বছরখানেক পরে দ্বারকানাথ ত্রুটি স্বীকার এবং লিখিতভাবে রাজানুগত্য প্রকাশের অঙ্গীকার করলে, সরকার পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেন। ৯ এপ্রিল, ১৮৮০-তে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথের এই আত্মসমর্পণকে সেকালে অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তাঁর এই আচরণ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। মৃত্যুকাল (২৩.৮.১৮৮৬) পর্যন্ত দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটির দায়িত্ব একটি ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ করা হয়।

'সোমপ্রকাশ' উনিশ শতকের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা। বাংলা সংবাদপত্রে রাজনীতি আলোচনার সূত্রপাত 'সোমপ্রকাশ'ই করে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতে 'বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সুপদ্ধতিতে বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলন কিরূপে করিতে হয়, তিনিই প্রথম তাহা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন' ('এডুকেশন গেজেট', ৩.৯.১৮৮৬)। সমস্ত সরকারি নীতিকে 'সোমপ্রকাশ' অন্ধভাবে সমর্থন করত না। এই কারণে 'ইংলিশম্যান' 'সোমপ্রকাশ'কে 'গুপ্ত বিদ্রোহী' আখ্যা দেয়। এর উত্তরে 'সোমপ্রকাশ' বলে, 'গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যে 'যে আজ্ঞা' দিতে পারি না — এই আমাদিগের দোষ'। ইলবার্ট বিলের সমর্থনে ও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরোধিতায় 'সোমপ্রকাশ' বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি ধীরে চলার নীতিতে বিশ্বাস করত। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচুর লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। যদিও আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণে পত্রিকাটি উৎসাহী ছিল না। স্ত্রী-স্বাধীনতাকে প্রসন্ন চোখে না দেখলেও, পত্রিকাটি স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহকে সমর্থন করত। ব্রাহ্ম আন্দোলন—বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি অপ্রসন্নতা গোপন করার কোনও চেষ্টা পত্রিকাটি করেনি। নীলকর ও চা-করের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি ছিল সরব। জমিদার-মহাজনের অত্যাচার বিষয়ে পত্রিকাটি ছিল মোটামুটিভাবে সচেতন। তবে জমিদারদের সম্পর্কে দ্বারকানাথ আপোসমূলক মনোভাব পোষণ করতেন। যে কারণে নীল বিদ্রোহের সময় প্রজাপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেও, পাবনার কৃষকবিদ্রোহ-কালে তিনি মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন।

১৮৬০-এর এপ্রিল মাসে রঙ্গপুর কাকিনিয়ার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে সাপ্তাহিক *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ*-এর আবির্ভাব। পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার প্রথমে ছিল মধুসূদন ভট্টাচার্যের ওপর, পরে হরশঙ্কর

মৈত্রেয় সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘজীবী এই পত্রিকাটিতে নানা বিষয়ের খবরাখবর প্রকাশিত হত। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ বন্ধের পক্ষে পত্রিকাটি খোলাখুলিভাবে মতপ্রকাশ করে। পত্রিকাটির অস্তিত্ব জমিদারের আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও, পত্রিকাটি জমিদারশ্রেণীর অন্ধ স্তাবকে পরিণত হয়নি। 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' থেকে যে লেখাটি আমরা এই সংকলনে গ্রহণ করেছি, সেখানে জমিদারের পীড়ন থেকে কৃষকদের মুক্তি দেবার জন্য কৃষক-জমিদারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উদ্যোগী হতে, সরকারকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৮৬১-র ৭ মার্চ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় *ঢাকাপ্রকাশ*-এর প্রথম আবির্ভাব। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হত ঢাকা থেকে। প্রায় একশো বছর টিকে ছিল পত্রিকাটি। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর প্রথম আবির্ভাব ব্রাহ্মদের মুখপত্র হিসাবে। প্রথম পরিচালকদেব মধ্যে ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু প্রভৃতি। মালিকানা বদলের পর পত্রিকাটি পরিণত হয় হিন্দুয়ানির গোঁড়া সমর্থকে। যে কারণে প্রথমদিকে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করলেও, পরবর্তী পর্যায়ে পত্রিকাটি হয়ে ওঠে বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী। সরকারের দু'একটি কাজের সমালোচনা করলেও, 'ঢাকাপ্রকাশ'-এর রাজভক্তি বরাবরই ছিল অটুট। কংগ্রেসের কার্যকলাপকে পত্রিকাটি মোটেই প্রীতির চোখে দেখত না। নীলকর ও চা-করের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি জনমত গঠনের চেষ্টা করে। জমিদারের কৃষক-শোষণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও, 'ঢাকাপ্রকাশ' জমিদারি ব্যবস্থাকে সমর্থন করত। জমিদারি ব্যবস্থার ওপর কোনওরকম আঘাত সহ্য করতে পত্রিকাটি প্রস্তুত ছিল না। সেইকারণে পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে পত্রিকাটি খোলাখুলিভাবে জমিদারপক্ষ সমর্থন করে। সংকলনভুক্ত লেখাগুলি থেকে 'ঢাকাপ্রকাশ'-এর জমিদারপ্রীতির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

'গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত' করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৩-র এপ্রিল মাসে হরিনাথ মজুমদার *গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা* প্রকাশ করেন। প্রথমে পত্রিকাটি মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হত, পরে পাক্ষিকে এবং তা থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এই রকম বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি বাইশ বছরের মতো টিকেছিল। মাঝেমাঝেই অর্থাভাবে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু হরিনাথের উদ্যম একে বেশিদিন বন্ধ থাকতে দিত না। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করত। স্ত্রীশিক্ষার কল্যাণকর দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত স্ত্রীশিক্ষাবিধিকে পত্রিকাটি সমর্থন জানাতে পারেনি। স্ত্রী-স্বাধীনতার যৌক্তিকতা সম্পর্কেও পত্রিকাটি সংশয়ী ছিল। তবে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও কৌলীন্যপ্রথার বিপক্ষে মতামত প্রকাশে পত্রিকাটি ছিল কুণ্ঠাহীন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষায় হরিনাথ ছিলেন কৃতসংকল্প। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণকে তিনি প্রজাদের স্বাধীনতাহরণ জ্ঞান করতেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের প্রতিবাদে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এই আইন পাশের পর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লেখেন :

> 'সম্বাদপত্র আমাদিগের ব্যবসায় নহে। তবে প্রজা কাঁদে, সেই ক্রন্দন লইয়া রাজদ্বারে ক্রন্দন করি; ভাবি, রাজপুরুষগণ শুনিলে, প্রজা আর কাঁদিবে না। তাহাদের কাঁদিবার কারণ দূর হইবে। এইজন্য প্রতিবৎসর ক্ষতিও স্বীকার করিয়াছি এবং উৎকট রোগের আধার হইয়া যন্ত্রণাভোগ করিতেছি। যাঁর জন্য, যাঁর প্রজার জন্য কাঁদি, তিনি তার বিলক্ষণ পুরস্কার প্রদান করিলেন। অতএব আর কাঁদিব না।' ('গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা', ১৬.৩.১৮৭৮)

গ্রামের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার কথা প্রকাশে হরিনাথ ছিলেন ক্লান্তিহীন। জমিদারদের অত্যাচার কিভাবে গ্রাম বাংলার মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' তা বৃহত্তর জগতে প্রচার করাকে ব্রত

হিসাবে গ্রহণ করে। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাবনার প্রজারা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে, হরিনাথ তখন খোলাখুলিভাবে প্রজাপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসেন। বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র লেখাগুলি থেকে হরিনাথের এই কৃষক-দরদী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জমিদারদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করলেও, এই শ্রেণী সম্পর্কে হরিনাথের ব্যক্তিগত কোনও বিরাগ ছিল না। পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য জমিদারদের কাছে অর্থগ্রহণে তিনি কোনও সঙ্কোচবোধ করেননি। পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে তাঁকে জমিদার-বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা হলে তিনি জানান, 'গ্রামবার্ত্তা জমিদার কি প্রজা কাহারও সপক্ষ বা বিপক্ষ নহে। অত্যাচার ও অসত্যের বিরোধিনী।'

'দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে' তাঁদের অবস্থা কতখানি হীন—তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার জন্য ১৮৬৮-র ২০ ফেব্রুয়ারি শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় গ্রাম বাংলা থেকে *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। ১৮৭১-এর ২১ ডিসেম্বর থেকে সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির প্রকাশস্থান হয় কলকাতা। প্রথমদিকে পত্রিকাটিতে শুধু বাংলা লেখাই প্রকাশিত হত, ১৮৬৯-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এটি দ্বিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা) পত্রে পরিণত হয়। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট জারি হবার পর রাতারাতি (২১ মার্চ, ১৮৭৮) এটি পুরোদস্তুর ইংরেজি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৯১-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি এটি রূপান্তরিত হয় দৈনিক পত্রে। শতাধিক বছর সগৌরবে পত্রিকাটি টিকে ছিল।

রাজনীতি সচেতন এই পত্রিকাটি দেশবাসীকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকারি করনীতির কঠোর সমালোচক ছিল পত্রিকাটি। একচেটিয়া বাণিজ্য যে এ-দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়, ইংরেজ ও ভারতবাসীর স্বার্থ যে এক হতে পারে না—দৃঢ়তার সঙ্গে পত্রিকাটি তা বারবার ঘোষণা করে। জুরির বিচার এবং কর্মক্ষেত্রে ভারতীয়দের যথাযথ মর্যাদাদানের দাবিতে পত্রিকাটি ছিল সরব। দেশীয়দের উচ্চশিক্ষার পথ রোধে সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'অমৃতবাজার' রীতিমতো এক আন্দোলন গড়ে তোলে। সামাজিক প্রশ্নে 'অমৃতবাজার'-এর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত। কৃষক স্বার্থ সম্পর্কে 'অমৃতবাজার'-এর বিচিত্র মনোভাবের কথা একটু বলা দরকার। যতদিন পত্রিকাটি মফসসল থেকে প্রকাশিত হত, ততদিন জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে প্রজার অসহায় অবস্থার কথা এখানে স্থান পেত, কিন্তু কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার পর পত্রিকাটি জমিদারদের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তিত মনোভাব পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাবনার কৃষকবিদ্রোহ সম্পর্কে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র যে লেখাগুলি এখানে সংকলিত, তাতে পত্রিকাটির জমিদার-দরদী মনোভাব নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে।

১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ঢাকা থেকে *মিত্রপ্রকাশ* প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'বঙ্গভাষার এবং বঙ্গসাহিত্য সমালোচনার' সুবিধার জন্য কবি হরিশচন্দ্র মিত্র মাসিক এই সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পত্রিকাটিতে কবিতার ভাগ বেশি থাকলেও, অন্য নানা ধরনের লেখাও স্থান পেত। ১২৭৭-এর চৈত্র মাসে হরিশচন্দ্র মারা গেলে তাঁর অগ্রজ কালিদাস মিত্র এটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে ১২৭৮-এর আষাঢ় মাস থেকে 'মিত্রপ্রকাশ' পাক্ষিকপত্রে পরিণত হয়। তিনটি সংখ্যা পাক্ষিক হিসাবে বেরোনোর পর, পত্রিকাটি আবার মাসিক আকার ধারণ করে। এইকালে পত্রিকার প্রকাশও হয়ে পড়ে কিছুটা অনিয়মিত। ১২৭৮-এর চৈত্র সংখ্যায় সম্পাদক পত্রিকা পরিচালনাকালে তাঁকে কি ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার বিবরণ দেন। এর পরে পত্রিকাটির আর কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। ১২৭৮-এর মাঘ

সংখ্যা 'মিত্রপ্রকাশ' থেকে তিতুমির-এর একটি গান বর্তমান সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

১২৭৭-এর ১ অগ্রহায়ণ কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভা থেকে 'দেশের উপকার করিবার' ইচ্ছা নিয়ে *সুলভ সমাচার* প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ঘোষণা করেন, বিদ্বান এবং ধনীদের মুখ চেয়ে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয় নি, 'যাঁহাদের সময় অতি অল্প, খাটিতে খাটিতে রাতদিন যাঁহাদের মাতার উপর দিয়া চলিয়া যায়, এমন সংগতিও নাই যে অল্প সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ; আমরা তাঁহাদিগকেই এই পত্রিকার পাঠক বলিয়া স্থির করিয়াছি।' সকলের ক্রয়যোগ্য করার জন্য পত্রিকাটির মূল্য ধার্য হয় মাত্র এক পয়সা। স্বল্পশিক্ষিতদের বোধগম্য করার জন্য ভাষাকে করা হয় সহজ, সরল। ১২৭৭-এর অগ্রহায়ণ-চৈত্র—এই পাঁচ মাসে পত্রিকাটির এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি কপি বিক্রি হয়ে যায়। ('সুলভ সমাচার', ১৩ বৈশাখ, ১২৭৮)। পত্রিকাটির এই সাফল্য বহুদিন অব্যাহত ছিল। উনিশ বছর চলার পর দেশবাসীর সহানুভূতির অভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই সংবাদ জানিয়ে 'এডুকেশন গেজেট' লেখে : 'আমরা অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে 'সুলভ সমাচার' ২০ বৎসরে পদার্পণ করিয়া গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সাধারণের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তর্ধান করিয়াছেন। সুলভের বিয়োগে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি এবং বোধহয় অনেকেই দুঃখিত হইবেন।' ('এডুকেশন গেজেট', ২৩.৫.১৮৯০)।

'সুলভ সমাচার' উনিশ শতকের এক বিশিষ্ট পত্রিকা। রাজনৈতিক মতবাদের (দক্ষিণপন্থী, রাজভক্ত পত্রিকা) ব্যাপারটা বাদ দিলে, অন্য প্রায় সব বিষয়েই সুলভের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও প্রগতিমুখী। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতায় সুলভের ভূমিকা মনে রাখার মতো। সুরাপান ও অশ্লীলতা নিবারণে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার সুলভ সর্বান্তঃকরণে কামনা করত। কৃষক ও শ্রমজীবীদের দুরবস্থা সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল সচেতন। জমিদারের অত্যাচারের দিকে সুলভ বারবার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। এই অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদের মুক্তি দেবার জন্য জমিদার ও কৃষকের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করে পত্রিকাটি। সুলভের কৃষক প্রেমে কোনও খাদ ছিল না। তাই পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে পত্রিকাটি খোলাখুলি প্রজাপক্ষ সমর্থন করে। সংকলনভুক্ত লেখাগুলিতে চোখ বোলালে *সুলভ সমাচার*-এর কৃষক দরদী চেহারাটি ধরা পড়বে।

১২৭৯-র বৈশাখ মাসে 'নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক' হিসাবে *মধ্যস্থ*-এর আত্মপ্রকাশ। 'সাময়িক ও সংবাদপত্রের মিশ্রভাবাপন্ন' এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন প্রখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু। পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য 'পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে একদল; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে আরেকদল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক এই দুইপ্রকার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা।' 'মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতিচর্চ্চা' করা ছিল পত্রিকাটির গৌণ উদ্দেশ্য। ১২৮০-র কার্তিক পর্যন্ত সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হবার পর এটি মাসিকপত্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে পত্রিকাটির প্রকাশ হয়ে পড়ে অনিয়মিত। ১২৮২-র ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই সংখ্যায় 'গ্রাহক মহাশয়গণের প্রতি নিবেদন'-এ মনোমোহন বলেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় বৎসরাবধিকাল বারবার আমার দেহ পীড়াক্রান্ত হইতেছে। সুদ্ধ এইজন্যই মধ্যস্থ প্রকাশে অনিয়ম ঘটিয়াছে।.... দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় যদি শীঘ্র স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি, তবেই পরম ভাগ্য। নচেৎ এই অপ্রতিবিধেয় কারণে মধ্যস্থ প্রকাশে যদি কিছু বিলম্ব ঘটে, তবে অনুগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা স্ব স্ব ঔদার্য্যগুণে ক্ষমাপরায়ণ হইবেন।'

গদ্য-পদ্যময় এই পত্রিকাটিতে সাহিত্য আলোচনার পাশাপাশি রাজকীয়, সামাজিক প্রসঙ্গও স্থান পেত। সম্পাদক মনোমোহন বসু ছিলেন হিন্দু মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা। সেই কারণে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা পত্রিকাটিতে স্থান পেত। নিজেকে মধ্যপন্থী হিসাবে ঘোষণা করলেও মধ্যস্থ-এর টান ছিল প্রাচীনপন্থার দিকে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিদ্বেষ গোপন করার কোনও চেষ্টা পত্রিকাটি করেনি। কৃষকদের সম্পর্কে বিশেষ কোনও প্রীতি পত্রিকাটির ছিল না। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে 'মধ্যস্থ' থেকে যে লেখাগুলি আমরা সংকলন করেছি, তাতে বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্পাদকের বিরূপতাই প্রকাশিত।

১২৮০ বঙ্গাব্দের ৭ বৈশাখ *ভারত সংস্কারক* নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। অনুষ্ঠানপত্রে পত্রিকাটি ঘোষণা করে, 'পত্রখানিতে ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবসকল বিশেষরূপে সমালোচিত হইবে। এবং যাহাতে ইহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়, সর্ব্বতোভাবে এরূপ চেষ্টা করা যাইবে।' 'ভারত সংস্কারক'-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রগতিশীল। নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রচারিত এই পত্রিকাটি স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচুর লেখালিখি করে। সুরাপান ও অশ্লীলতা নিবারণে পত্রিকাটি ছিল আগ্রহী। একালের অন্যান্য আরও অনেক পত্রিকার মতো 'ভারত সংস্কারক' জমিদার-তোষণের পথ বেছে নেয়নি। যে কারণে জমিদারের অত্যাচারই যে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের মূলে—একথা বলতে পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। কৃষক-দরদী এই পত্রিকাটি অন্যান্য পত্রিকার জমিদারপ্রেমের আসল কারণটি তুলে ধরে—'সংবাদপত্র সকল জমীদারের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, কেননা জমীদার ও তৎসম্পর্কীয় লোকেরা অধিকাংশই তাঁহাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক।.... প্রজাশ্রেণীর লোকেরা সংবাদপত্রের সংবাদ রাখে না।' মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। মুসলমানদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণলাভ যে সম্ভব নয়—একথা পত্রিকাটি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে। ('ভারত সংস্কারক', ৪ শ্রাবণ, ১২৮০)। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হবার পর, গ্রাহকদের সহানুভূতির অভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

সাধারণের হিতসাধনের 'ঐকান্তিকী বাসনা' নিয়ে ১২৮০-র ১১ কার্তিক *সাধারণী*-র আবির্ভাব। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পত্রিকার উদ্দেশ্য ও মনোভাব ব্যাখ্যা করে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন, 'সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালীর পক্ষপাতিনী। সাধারণী বর্ত্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সাধারণের হিত কামনা করে, প্রজার মঙ্গল হয় ইহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। সাধারণী উপকার ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম জানে না ; পীড়ন ব্যতীত যে অন্য কোন অধর্ম্ম আছে তাহা বোঝে না।' প্রকাশের অল্পকালের মধ্যে সংবাদপত্র জগতে 'সাধারণী' নিজস্ব একটি আসন করে নেয়। ১২৯২ পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। ১২৯৩-এর বৈশাখ থেকে এটি 'নব বিভাকর'-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে 'নববিভাকর ও সাধারণী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এই নামে পত্রিকাটির অস্তিত্ব ১২৯৬-এর ভাদ্র মাস পর্যন্ত বজায় ছিল।

রাজনীতির আলোচনায় 'সাধারণী' ছিল বিশেষ আগ্রহী। ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট—সরকারের এই দুটি কাজের কোনটিকেই 'সাধারণী' সমর্থন জানায়নি। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৪.৪.১৮৭৮-এ পত্রিকাটি পল্লীগ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমরা পল্লীগ্রামবাসী ভদ্রলোককে বলিতেছি, যদি তাঁহাদের বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িবার কিছু ইচ্ছা থাকে এবং কখন যদি বাঙ্গালা সংবাদপত্র হইতে কোন উপকার পাইয়া থাকেন, তবে এইবেলা দেশশুদ্ধ ভদ্রলোক একত্র হইয়া ঐ আইন রদ করিবার জন্য দরখাস্ত

করুন।' ইলবার্ট বিলের সমর্থনেও পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাঙালিসমাজের বিভিন্ন কুপ্রথা—বিশেষ করে বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে পত্রিকাটি ছিল সোচ্চার। নারীর অসহায় অবস্থা পত্রিকাটিতে বারবার আলোচিত। সমাজবিপ্লবকে পত্রিকাটি স্বাগত জানায়। প্রজার অসহায় অবস্থা সম্পর্কে পত্রিকাটি সচেতন ছিল। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না বলে পত্রিকাটি মনে করত। জমিদারদের প্রজা নির্যাতন বিষয়ে প্রচুর লেখা 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হয়। 'সাধারণী' থেকে যে লেখাগুলি আমরা সংকলন করেছি, অসহায় প্রজার ওপর জমিদারের পীড়নের বিশ্বস্ত চিত্র সেগুলিতে ফুটে উঠেছে।

১২৮১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (জুন, ১৮৭৪) ঢাকায় *বান্ধব*-এর প্রথম আবির্ভাব। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বঙ্গদর্শন'-এর আদর্শে পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন, সেজন্য 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' নামেও এটি খ্যাত ছিল। বাংলা ভাষার সম্পদবৃদ্ধি ও দেশের সর্বপ্রকার উন্নতি 'বান্ধব' কামনা করত। প্রথম সংখ্যার 'অবতরণিকা'য় পত্রিকাটি তাই বলে : 'বাঙ্গালার প্রতি যাহাতে বাঙ্গালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়গণের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থ ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে'। গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনাই পত্রিকাটিতে স্থান পেত। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে পত্রিকাটি কিছুটা পুরাতনপন্থী। পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। প্রথম পর্যায়ে 'বান্ধব' চলেছিল এগারো বছর (১২৮১-৮৩, ১২৮৫, ১২৮৭-৮৯, ১২৯১-৯২, ১২৯৪-৯৫), নবপর্যায়ে পাঁচ বছর (১৩০৮-১৩)। 'বান্ধব'-এর ষষ্ঠ বর্ষের (১২৮৮) নবম সংখ্যায় তিতুমির সম্পর্কে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়, সেটি এই সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮৮৩-র জানুয়ারি মাসে *সখা* নামে বালকপাঠ্য একটি সচিত্র মাসিক-পত্রিকা কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রমদাচরণ সেন ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক বলেন, 'আমাদের হতভাগ্য দেশে বালকবালিকাদিগের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না অথবা করিবার অবকাশ হয় না, এইজন্য সখার জন্ম'....। ১৮৮৫-র জুলাই মাস থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী এটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৫ম বর্ষ (১৮৮৭) থেকে এটি সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে অন্নদাচরণ সেনের ওপর। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যও কিছুদিন এটি সম্পাদনা করেন। বেশ কিছুদিন চলার পর, ১৮৯৪-এর এপ্রিল মাসে এটি অন্য একটি কিশোর পত্রিকা 'সাথী'র সঙ্গে মিলিত হয়ে 'সখা ও সাথী' নাম ধারণ করে। বর্তমান সংকলনে ১৮৮৮-র 'সখা'র অক্টোবর সংখ্যা থেকে তিতুমির সম্পর্কে একটি লেখা সংকলিত হয়েছে।

১২৯১-এর বৈশাখ মাসে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থেকে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *সৎসঙ্গ* প্রকাশিত হয়। একবছর চলার পর মাসিক এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০১-এর বৈশাখে পত্রিকাটি বহরমপুর থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। দু' বছর এখান থেকে প্রকাশিত হবার পর, পত্রিকাটির কার্যালয় মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের নিকটবর্তী কাঞ্চনতলা গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। চতুর্থ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যা কাঞ্চনতলা থেকে প্রকাশিত হবার পর সম্পাদকের অসুস্থতা ও অন্য অসুবিধার জন্য পত্রিকাটি আবারও বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০৫-এর বৈশাখে বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের জমিদারদের আনুকূল্যে এটি আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে। বারবার স্থান পরিবর্তন করা সত্ত্বেও, পত্রিকাটির সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠী থেকে যায় অপরিবর্তিত। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০১) সম্পাদক বলেন, 'স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ভাবী বংশধরগণের হিতসাধন জন্য, উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণের চরিত্রগঠন ও সংশোধন জন্য—সমাজের কুসংস্কার ও দেশাচারের দূষিত মত দূর করিবার জন্য—হিন্দু ধর্ম্মের সদুপদেশ, সুনীতিপ্রচার ও ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনার জন্য সংসারের সকল বিকৃত অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য সৎসঙ্গের জন্ম।' আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় ও সকলের বোধগম্য সহজ সরল

ভাষায় লেখা প্রবন্ধ প্রকাশে পত্রিকাটি ছিল বিশেষ আগ্রহী। 'সৎসঙ্গ'-এর ৫ম বর্ষের ৮ম ও ৯ম (অগ্রহায়ণ ও পৌষ) সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামক লেখাটি আমরা এই সংকলনে গ্রহণ করেছি। নিরাপদ দূরত্বে বসে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উনিশ শতকের একজন বাঙালি লেখকের সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা এই প্রথম। এদিক দিয়ে লেখাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'-এর লেখক নীলরতন মুখোপাধ্যায় ৫ম বর্ষ থেকে কার্যাধ্যক্ষ হিসাবে পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে (কার্তিক, ১৩০৬) তাঁর সম্পাদনায় 'বীরভূমি' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৯২-এর জানুয়ারি মাসে *মিহির* নামে 'বিবিধ বিষয়িণী' একটি মাসিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করতেন শেখ আবদর রহিম। কবিতা, সাহিত্য আলোচনা, ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, সমালোচনা প্রভৃতি নানা ধরনের লেখা পত্রিকাটিতে স্থান পেত। তবে পত্রিকাটির মূল ঝোঁক ছিল সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনার দিকে। শেখ আবদর রহিম, রেয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী, মো. ইউসুফ আলি, মোজাম্মেল হক, গিরিশচন্দ্র বাগচি, যতীন্দ্রমোহন বসু, মধুসূদন সরকার প্রভৃতি এতে লিখতেন। অসম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এই পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। ১৮৯৩-এর জুলাই সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯২-এর মার্চ মাসের 'মিহির'-এ প্রকাশিত 'নারকেলবেড়িয়া' লেখাটি আমরা এই সংকলনভুক্ত করেছি।

১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ সাপ্তাহিক পত্র হিসাবে কলকাতা থেকে *হিতৈষী*-র আবির্ভাব। এক পয়সা দামের এই সুলভ পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন কালীচরণ মিত্র। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ঘোষণা করেন, 'স্বদেশের ও মাতৃভাষার হিতসাধনই হিতৈষীর ধ্রুব লক্ষ্য।' ঠিক সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায়, 'হিতৈষী' তা ছিল না। এটিকে 'সংবাদ ও সাময়িকপত্র একাধারে দুই' বলা যায়। মতামতের দিক দিয়ে পত্রিকাটি ছিল রক্ষণশীল।

বছর চারেক সাপ্তাহিক হিসাবে চলার পর, রাজনীতিঘটিত কারণে ১৩০৫-এর পৌষ মাসে পত্রিকাটি মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। এই সময় পত্রিকার প্রচার পাঁচ হাজারে পৌঁছয়। পত্রিকার প্রচ্ছদে লেখা থাকত 'এত অধিক প্রচার ভারতবর্ষের আর কোন মাসিক পত্রেরই নাই।' 'সাপ্তাহিক হিতৈষী'তে প্রকাশিত তিতুমির সম্পর্কে একটি লেখা বর্তমান সংকলনে গ্রহণ করা হয়েছে।

.

আমাদের ব্যবহৃত ইংরেজি পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় *ইন্ডিয়া গেজেট*-এর কথা। ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নবেম্বর বি. মেসিংক ও পিটার রিডের উদ্যোগে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির আবির্ভাবের পিছনে গবর্নর জেনারেল হেস্টিংস ও প্রধান বিচারপতি ইম্পের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। এটির সাহায্যে হিকির গেজেটের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ১৮২২-এর আগস্ট মাস থেকে পত্রিকাটি সপ্তাহে দু'বার বেরোতে শুরু করে। এইকালে এটি সম্পাদনা করতে[illegible] জে. পি. গ্রান্ট। তাঁর আমলে ডিরোজিও পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮২৯-এ উইলিয়ম আডাম হন পত্রিকাটির সম্পাদক। তাঁর আমলে ১৮৩০-এর জানুয়ারি থেকে পত্রিকাটি বারত্রয়িক হিসাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এই বছরের ডিসেম্বর থেকে এটির একটি দৈনিক সংস্করণও বেরোতে শুরু করে। ১৮৩৪-এ দ্বারকানাথ ঠাকুর পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী হন। তিনি দৈনিক 'ইন্ডিয়া গেজেট'কে '*বেঙ্গল হরকরা*'র সঙ্গে একীভূত করেন। বারত্রয়িক পত্রিকাটিও '*বেঙ্গাল ক্রনিকাল*'-এর সঙ্গে মিশে যায়।

ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এর ভূমিকা নানা কারণে স্মরণযোগ্য। বাঙালিসমাজ সম্পর্কে

পত্রিকাটির চিন্তাগর্ভ মতামতকে সেকালে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হতে পারে—এমন কোনও বিষয় সহ্য করতে পত্রিকাটি প্রস্তুত ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার পোষক এই পত্রিকাটি থেকে তিতুমিরের বিদ্রোহ সম্পর্কে যে লেখাগুলি আমরা সংকলন করেছি, তাতে স্বাধীনভাবে এই অভ্যুত্থানকে দেখার কোনও চেষ্টা নেই। বিদ্রোহের অতিরঞ্জিত খবরাখবর প্রকাশে আগ্রহী না হলেও, পত্রিকাটি এই অভ্যুত্থানকে গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতাজাত বিদ্রোহের বেশি কিছু ভাবতে পারেনি। এই ধরনের গণ বিক্ষোভের উৎসমুখ বন্ধের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানাতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি।

১৭৯৪-এর নবেম্বর মাসে *ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল*-এর প্রথম প্রকাশ। ইউরোপে বসবাসকারী আত্মীয়বন্ধুদের এদেশের খবরাখবর সরবরাহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে জেমস হোয়াইট এটি প্রকাশ করেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি 'বেঙ্গল হরকরা' গোষ্ঠীর মালিকানাধীন হবার পর, এতে কয়েকটি নতুন বিভাগ সংযুক্ত হয়। বেশ কয়েকবার হাতবদল হবার পর, ১৮৪১-এর শেষের দিকে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্য দেশীয় সমাজের নানা খবরাখবর পত্রিকাটি প্রকাশ করত। এইসব সংবাদের অধিকাংশই সমকালীন অন্যান্য পত্রিকা থেকে সংকলিত। সংবাদ সংকলনকালে সম্পাদক দেশীয় পত্রিকাগুলিকেও উপেক্ষা করতেন না। সহমরণ সংক্রান্ত প্রচুর খবরাখবর পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত। তিতুমিরের বিদ্রোহ সংবাদও পত্রিকাটি প্রকাশ করে। 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' থেকে তিতুমির সংক্রান্ত যে সব সংবাদ এখানে সংকলন করা হয়েছে, সেগুলি সমকালীন দুটি বাংলা পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে সংগৃহীত।

১৭৯৫-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি *বেঙ্গল হরকরা*-র প্রথম আবির্ভাব। এই বছরের ২০ জানুয়ারি পত্রিকাটি বেরোনোর কথা থাকলেও, অনিবার্যকারণে প্রকাশকাল মাসখানেক পিছিয়ে যায়। সাপ্তাহিক হিসাবে আবির্ভূত হলেও, ১৮১৯-এর ২৯ এপ্রিল থেকে এটি দৈনিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮২১-এ পত্রিকাটির মালিকানা সাম্যুয়েল স্মিথ এ্যান্ড কোম্পানির হাতে আসার পর থেকে পত্রিকাটির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইকালে 'ক্যালকাটা জার্নাল' ও 'স্কটসম্যান ইন দ্য ইস্ট' এই দুটি পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে পত্রিকাটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময়ই পত্রিকাটির সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরও যুক্ত হয়ে পড়েন। সাদারল্যান্ড, সান্ডার্স, জেমস হটন, ব্লানচার্ড, হেনরি মিডের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৮৬৬-র ১ ডিসেম্বরের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বেন্থামের মতবাদে বিশ্বাসী এই পত্রিকাটিতে সাগরপারের সংবাদ এবং এদেশবাসী ইউরোপীয়দের সমস্যা বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচিত হত। নাক উঁচু মনোভাবের জন্য শিক্ষিত বাঙালিসমাজ পত্রিকাটিকে বিশেষ পছন্দ করত না। সংবাদ সংগ্রহে পত্রিকাটি ছিল দক্ষ। এই দক্ষতার পরিচয় সংকলনভুক্ত লেখাগুলিতে মিলবে। ১৮৫৭-র যুদ্ধকালে পত্রিকাটির কার্যকলাপ সরকারের বিরক্তি উৎপাদন করে। নীলকরদের স্বার্থরক্ষায় পত্রিকাটি ছিল তৎপর। নীল বিদ্রোহ কালে 'প্ল্যান্টার্স জার্নাল' নামে পরিচিত এই পত্রিকাটি নীলকরপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। 'বেঙ্গল হরকরা' থেকে সংকলিত লেখাগুলি থেকে পত্রিকাটির নীলকর-দরদী ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৮১৫-র জুন মাস থেকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মিলিটারি অরফান প্রেস থেকে *গবর্নমেন্ট গেজেট* প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও, ১৮২৩-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে সপ্তাহে এটির দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ১৮৩২-এর মার্চ মাসের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

'গবর্নমেণ্ট গেজেট' নাম হলেও, আসলে এটি একটি সংবাদপত্র। সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও, সবরকমের খবরাখবর পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করত—যদিও এইসব খবরের একটা বড় অংশ অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হত। তিতুমিরের বিদ্রোহকালে পত্রিকাটি শুধু নিজের মতই প্রকাশ করেনি, অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মতামতও পাঠকদের সামনে হাজির করেছিল। তিতুমিরের বিদ্রোহকে পত্রিকাটি যে প্রসন্নচোখে দেখেনি—'গবর্নমেণ্ট গেজেট' থেকে সংকলিত লেখাগুলিতে চোখ বোলালেই, তা বোঝা যাবে।

'*এসিয়াটিক জার্নাল এন্ড মান্থলি রেজিস্টার ফর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার*' প্রথম প্রকাশ ১৮১৬-র জানুয়ারি মাসে। লন্ডন থেকে এটি প্রকাশিত হত। ১৮২৯ পর্যন্ত বছরে পত্রিকাটির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হত। ১৮৩০ থেকে বছরে তিনটি করে খণ্ড বেরোতে শুরু করে। ব্রিটিশ ভারতের যেসব খবরাখবর পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত, তাতে বাংলার খবরও থাকত। তিতুমিরের বিদ্রোহ সংক্রান্ত যেসব লেখা পত্রিকাটির ১৮৩২-এর মে সংখ্যায় *Asiatic Intelligence* বিভাগে প্রকাশিত হয়, তার কিছু অংশ আমরা এখানে সংকলন করেছি।

১৮১৮-র মে মাসে শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে মাসিক *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া*-র প্রকাশ। ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের এই মুখপত্রটি প্রকাশের পিছনে শ্রীরামপুর-ত্রয়ীর (কেরি, ওয়ার্ড, মার্শম্যান) বিশেষ ভূমিকা ছিল। ধর্মীয় খবরাখবর ছাড়া, অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনাও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হত। মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের কিছুদিন পরে, ১৮২০-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে জোশুয়া মার্শম্যানের উদ্যোগে পত্রিকাটির একটি ত্রৈমাসিক সংস্করণ বেরোতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং উল্লেখযোগ্য বইপত্রের বিস্তৃত আলোচনা এখানে স্থান পেত। প্রথম থেকেই ত্রৈমাসিক 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর, জনসমর্থনের অভাব এবং মার্শম্যানের ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাসিক 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'ও দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি। ১৮২৮-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি উঠে যায়। ১৮৩৫-এর ১ জানুয়ারি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র পুনরাবির্ভাব। এইকালে পত্রিকাটি মিশনারিদের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়নি। না হলেও, সাপ্তাহিক এই সংবাদপত্রটি ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের প্রভাব থেকে কখনই পুরোপুরি মুক্ত থাকতে পারেনি। প্রথমদিকে জে. সি. মার্শম্যান, জে. ম্যাক ও জে. লিচম্যান পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। পরবর্তী সম্পাদক হিসাবে টাউনসেন্ড, হেনরি মিড, জর্জ স্মিথ, রুটলেজ, হুপার প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। ১৮৮৩-র ডিসেম্বর পর্যন্ত চলার পর রবার্ট নাইট এটির স্বত্ব কিনে 'স্টেটসম্যান'-এর সংগে এটিকে যুক্ত করে দেন।

সাপ্তাহিক 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' উনিশ শতকের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা। বিভিন্ন বিষয়ে পত্রিকাটির মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হত। দেশীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে বাঙালিদের সম্পর্কে পত্রিকার মনোভাব মোটেই অনুকূল ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায় পত্রিকাটির তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। ফরাজি আন্দোলনকে পত্রিকাটি প্রীতির চোখে দেখেনি—সংকলনভুক্ত দুটি লেখায় তার পরিচয় মিলবে। সাঁওতাল বিদ্রোহকে পত্রিকাটি অবাঞ্ছনীয় এক উপদ্রব হিসাবে চিহ্নিত করে। নীলকরদের সম্পর্কে পত্রিকাটির কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' থেকে সংকলিত লেখাগুলিতে এই দুর্বলতার প্রমাণ মিলবে। জমিদারদের সম্পর্কে পত্রিকাটির বিশেষ কোনও দরদ ছিল না। জমিদারদের কৃষক নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন এই পত্রিকাটি পাবনার কৃষক বিদ্রোহের জন্য জমিদারদের অত্যাচারকেই দায়ী করে। পাবনা ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রজাদের জোটবদ্ধ হওয়াকে পত্রিকাটি তাৎপর্যময় এক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করে। পাবনা ও অন্যান্য অঞ্চলের কৃষক-অসন্তোষ সম্পর্কে যে লেখাগুলি 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' থেকে সংকলন করা হয়েছে, তাতে পত্রিকাটির এই বিশেষ মনোভাব ফুটে উঠেছে।

১৮৩৩-এর মে মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় তরুণ সাংবাদিক জে. এইচ. স্টকলার 'জন বুল' নামক পত্রিকাটি কিনে নেন। কয়েকমাস 'জন বুল' নামে চালানোর পর ১৮৩৩-এর ১ অক্টোবর স্টকলার এটির নাম বদলে রাখেন 'ইংলিশম্যান' (*History of English Press in Bengal 1780-1857,* M. K. Chanda, Calcutta, 1987, p. 169)। *ইংলিশম্যান*-এর মালিকানা স্টকলারের সামনে সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেয়নি। বিপাকে পড়ে তাঁকে দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতে হয়। ১৮৪২-এর শেষের দিকে 'ইংলিশম্যান'-এর সমস্ত স্বত্ব ১,৩০,০০০ টাকায় বিক্রি করে তিনি ইংলন্ডে ফিরে যান। স্টকলারের পর পত্রিকাটির মালিকানা বারবার বদল হয়েছে। বিভিন্ন আমলে জনসন, ব্ল্যাকবার্ন, স্টিফেনসন, ম্যাকনাক্টেন ('জন বুল'-এর প্রাক্তন সম্পাদক), হারি, সান্ডার্স, ব্রেট, ফেনউইক, জেমস হটন প্রভৃতি পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘস্থায়ী এই পত্রিকাটি ১৯৩৪ পর্যন্ত টিকে থাকার পর উঠে যায়।

রাজভক্ত এই পত্রিকাটির দেশীয় সমাজ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। পত্রিকাটির একটা বড় অংশ জুড়ে থাকত সাগরপারের খবরাখবর। এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের স্বার্থরক্ষায় পত্রিকাটি মনপ্রাণ নিবেদন করে। কালা কানুন ও ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা নেয়। নীলকরদের স্বার্থরক্ষায় পত্রিকাটি এতই উদগ্রীব ছিল যে সেকালে লোকে এটিকে 'প্ল্যাণ্টার্স জার্নাল' বলে অভিহিত করত। নীলকরদের যাবতীয় অপকর্মের সমর্থনে, নীলকর-বিরোধী মিশনারিদের কুৎসাপ্রচারে, নীলকর-বিরোধী গবর্নর জেনারেল গ্রান্টের কাজকর্মের অশোভন সমালোচনায় পত্রিকাটি মনপ্রাণ সঁপে দেয়। 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেটকে সামনে রেখেই নীলকররা বিখ্যাত নীলদর্পণ মামলা চালায়। নীল বিদ্রোহকালে 'ইংলিশম্যান'-এর ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা সংকলিত লেখাগুলি থেকে পাওয়া যাবে।

১৮৪০-এর ৫ জানুয়ারি কলকাতা থেকে *ইস্টার্ন স্টার* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন জেমস হিউম। ১৮৪৬-এ হিউম সম্পাদনাভার ত্যাগ করলে হিটলি পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বারবার মালিকানা বদল হওয়া সত্ত্বেও, পত্রিকাটি বছর কুড়ির মতো টিকেছিল।

'ইস্টার্ন স্টার' ইউরোপীয় সমাজের স্বার্থ এবং তাদের সমস্যা নিয়ে যতখানি মাথা ঘামাত, দেশীয়সমাজ নিয়ে ততখানি নয়। এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের স্বার্থহানিকর বা বিঘ্নসৃষ্টিকারী যে কোনও বিষয়ের বিরোধী ছিল পত্রিকাটি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাজিদের কার্যকলাপে পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী নীলকর ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই শঙ্কার মুহূর্তে 'ইস্টার্ন স্টার' তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং ফরাজিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। 'ইস্টার্ন স্টার' থেকে সংকলিত লেখাগুলিতে, ফরাজি আন্দোলন সম্পর্কে পত্রিকাটির বিরূপতা চোখে পড়বে।

১৮৪৬-এর ১৬ নবেম্বর *হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার*-এর প্রথম প্রকাশ। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। প্রকাশমাত্র পত্রিকাটি রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথম সংখ্যাটির এতবেশি চাহিদা হয় যে এটি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করতে হয়। পত্রিকাটিকে অনেকে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিহ্নিত করেন। এগারো বছরের মতো পত্রিকাটি চলেছিল। ১৮৫৭-র যুদ্ধ শুরু হলে সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন। এইকালে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে পত্রিকা চালানো সম্ভব নয় বিবেচনা করে, ১৮৫৭-র জুন মাসে স্বাধীনচেতা সম্পাদক পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রীতিমতো রক্ষণশীল। স্ত্রী-শিক্ষার ও বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি জোরালো ভাষায় মতামত প্রকাশ করে। কৌলীন্যপ্রথা বিরোধী আন্দোলনকে পত্রিকাটি

সমর্থনযোগ্য মনে করেনি। রাজনৈতিক বিষয়ে পত্রিকাটি স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করত। এই কারণেই সাঁওতাল বিদ্রোহকালে পত্রিকাটি বিদ্রোহীদের আচরণের অযথা নিন্দা না করে কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে তাদের অবস্থা বিচার করার চেষ্টা করে। সাঁওতাল বিদ্রোহকালে 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'-এ প্রকাশিত কিছু সংবাদ ও কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৮৪৭-এর জানুয়ারি মাসে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে *ওরিয়েণ্টাল ব্যাপটিস্ট*-এর আবির্ভাব। মাসিক এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দেন 'the Oriental Baptist will not be sectarian nor be conducted in the spirit of bigotry.' শেষপর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি সম্পাদক রক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। খ্রিষ্ট ধর্মসংক্রান্ত খবরাখবর ও প্রবন্ধই পত্রিকাটির বেশি অংশ দখল করে থাকত। মাঝে মাঝে ভিন্ন ধর্মসংক্রান্ত আলোচনাও স্থান পেত। ১৮৫৫-র সেপ্টেম্বর মাসে ফরাজিদের সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি এখানে প্রকাশিত হয়, আমরা এই সংকলনে সেটিকে গ্রহণ করেছি। ফরাজি মতামত ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা এর আগে কোনও পত্রিকা করেছে বলে আমাদের জানা নেই।

১৮৫০-এর ২৫ মার্চ *মর্নিং ক্রনিকাল*-এর প্রথম আবির্ভাব। বারত্রয়িক এই পত্রিকাটি প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী জে. এইচ. লাভ নিজেকে সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করলেও, আসলে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন ডা. জে. ও. ক্যালাঘান (*History of English Press in Bengal 1780-1857*, M. K. Chanda, P. 295)। ক্যালাঘানের পর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিন সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মালিকের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য বেশিদিন তাঁর পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব হয়নি। ১৮৫৬-র আগস্ট মাসে পত্রিকাটির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। এরপর পত্রিকাটি আর বেশিদিন চলেনি। ১৮৫৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

দেশীয়সমাজের খবরাখবর 'মর্নিং ক্রনিকাল' গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করত। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে পত্রিকাটির উৎসাহ উল্লেখ করার মতো। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের খবরাখবর পত্রিকাটি আগ্রহ সহকারে প্রকাশ করেছে। জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল সচেতন (যার নমুনা সংকলনভুক্ত একটি লেখায় মিলবে)। কৃষকদের দুরবস্থার জন্য শুধু জমিদার নয়, সরকারও দায়ী বলে পত্রিকাটি মনে করত। রাজমহল অঞ্চলে বিদ্রোহের খবর প্রকাশে 'মর্নিং ক্রনিকাল' যথেষ্ট তৎপরতা দেখায়। এই বিদ্রোহকে সমর্থন না জানালেও, মতামত প্রকাশের কালে পত্রিকাটি কান্ডজ্ঞান বজায় রাখে।

১৮৫০-এর ১২ জুন জন নিউমার্চের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে *সিটিজেন*-এর আত্মপ্রকাশ। ছ' সপ্তাহ চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই বছরেরই ১৪ অক্টোবর দৈনিক হিসাবে পত্রিকাটির পুনরাবির্ভাব। ১৮৫১-র ফেব্রুয়ারি থেকে হিটলি পত্রিকাটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫৪-র ফেব্রুয়ারি মাসের পর নিউমার্চ পত্রিকাটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বার্টন, ক্যামিং ও গর্টন কিছুদিন করে এটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৫৬-র জুলাই মাসে পত্রিকাটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায় এবং এটি একালের অন্য একটি পত্রিকা 'ফিনিক্স'-এর সঙ্গে মিশে যায়।

'সিটিজেন' উনিশ শতকের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা। ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত এই সুলভ পত্রিকাটিতে দেশীয় সমাজের খবরাখবর যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে কলকাতার ইতিহাস আলোচিত হয়। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত অজস্র সংবাদ ও চিঠিপত্র পত্রিকাটি প্রকাশ করে। কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে ও স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে মতামত প্রকাশে পত্রিকাটি কুণ্ঠাবোধ করেনি। গ্রাম বাংলার খবরাখবরও পত্রিকাটিতে স্থান

পেত—পুলিশ ও নীলকরের অত্যাচারের বিবরণও বাদ যেত না। সাঁওতাল বিদ্রোহকালে পত্রিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিদ্রোহের খবরাখবর ছাপত। সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধুর ছবি প্রকাশের প্রথম কৃতিত্ব 'সিটিজেন'-এর। এই বিদ্রোহকে সমর্থন না করলেও, অকারণ বিদ্বেষ পত্রিকাটি প্রচার করেনি। বিদ্রোহের খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহে পত্রিকাটি ছিল তৎপর। 'সিটিজেন' থেকে সংগৃহীত সংবাদ ও লেখাগুলিতে চোখ বোলালে বিদ্রোহ সম্পর্কে পত্রিকাটির মনোভাব বোঝা যাবে।

১৮৫৩ সালের ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এর আবির্ভাব। পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন মধুসূদন রায়। এই কালে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল 'a fair and manly advocacy of the interests of their country and an impartial exposition of the social and political evils with which she is now afflicated.' শুরু থেকেই পত্রিকাটির সঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যোগাযোগ ছিল। ১৮৫৫-র ১ জুন মধুসূদনের কাছ থেকে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দাদা হারানচন্দ্রের নামে পত্রিকাটির সমস্ত স্বত্ব কিনে নেন। এই কাল থেকে পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বও হরিশচন্দ্র গ্রহণ করেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পত্রিকাটির সমস্ত স্বত্ব কিনে নেন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে আবারও এটি সম্পাদনার দায়িত্ব তুলে দেন। এইকালে সম্পাদনার কাজে গিরিশচন্দ্রকে সাহায্য করতেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কয়েক মাস পরে সম্পাদনার সমস্ত দায়িত্বই শম্ভুচন্দ্রের ওপর এসে পড়ে। এইকালে পত্রিকার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলে, কালীপ্রসন্ন বিষয়টি নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অনুযায়ী পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব কৃষ্ণদাস পালের হাতে অর্পণ করা হয়। ১৮৬১-র ২১ নবেম্বর থেকে মৃত্যুকাল (১৮৮৪) পর্যন্ত পত্রিকাটি কৃষ্ণদাস সম্পাদনা করেন। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পরও পত্রিকাটির প্রচার থাকে অব্যাহত। ১৮৯২-এর মার্চ মাসে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দৈনিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। আরও বেশ কিছুদিন (১৯২৩ পর্যন্ত) চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাঙালি সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকাগুলির মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে পত্রিকাটি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছয়। প্রগতিমুখী বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনকে পত্রিকাটি সমর্থন জানায়। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের পক্ষে ও কৌলীন্যপ্রথার বিপক্ষে পত্রিকাটির ভূমিকা স্মরণযোগ্য। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে হরিশচন্দ্রের উঁচু ধারণা থাকলেও, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসন ও অত্যাচার সম্পর্কে তিনি ছিলেন সজাগ। পত্রিকাটির রাজভক্তি ছিল সন্দেহাতীত। সরকারকে বিব্রতকারী কোনও আন্দোলন বা রাজ-বিরোধী কোনও অভ্যুত্থানকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কোনভাবে সমর্থন জানায়নি—তা সে ফরাজি আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ বা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ যা-ই হোক না কেন। ফরাজি আন্দোলন ও দুদু মিঞা সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে যে লেখাগুলি আমরা সংকলন করেছি, তাতে এই আন্দোলনের প্রতি পত্রিকাটির বিরূপতাই প্রকাশিত। সাঁওতাল বিদ্রোহকেও পত্রিকাটি সমর্থন জানায়নি। তবে 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এর মতো বিদ্রোহীদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করে জনমনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করেনি। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় সাঁওতালরা কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল—পত্রিকাটি তা বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করে।

সবরকম সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়কে উন্মোচিত করার যে প্রতিশ্রুতি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জন্মলগ্নে দিয়েছিল, হরিশচন্দ্রের সম্পাদনাকালে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে পত্রিকাটি। নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সে ভূমিকার পরিচয় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে সংকলিত লেখাগুলিতে মিলবে। লেখাগুলিতে সাংবাদিক হরিশচন্দ্রের প্রজাদরদী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক রূপটি প্রকাশিত।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী পত্রিকায় পরিণত হয়। নতুন সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল পত্রিকাটিকে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর মুখপত্রে পরিণত করে জমিদারশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণদাসের রাজভক্তি এবং জমিদারভক্তি দুই-ই তুলনাহীন। ১৮৭৩-এ পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে কৃষ্ণদাসের জমিদারপ্রীতি অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে সংকলিত লেখাগুলিতে পত্রিকাটির প্রজাবিরোধী মনোভাবের পরিচয় মিলবে। .

১৮৫৬-র এপ্রিল মাসে ঢাকা থেকে *ঢাকা নিউজ* প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন নীলকর আলেকজান্ডার ফরবেস। ১৮৫৮ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পরে সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে কেম্প-এর ওপর। ১৮৬৯-এ কেম্প পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী হন এবং 'বেঙ্গল টাইমস' নাম দিয়ে নতুনভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে থাকেন ('উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র' (৬ষ্ঠ খণ্ড), মুনতাসীর মামুন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭)।

স্থানীয় খবরাখবর প্রকাশে পত্রিকাটি ছিল আগ্রহী, নীলকরদের স্বার্থরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ এই পত্রিকাটি সেকালে 'প্ল্যান্টার্স জার্নাল' নামেও পরিচিত ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার ধারক ও বাহক এই পত্রিকাটি স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ স্বার্থবিরোধী সবকিছুর কঠোর সমালোচনা করত। ফরাজি আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ দুদু মিঞার প্রতি পত্রিকাটি ছিল অপ্রসন্ন। 'ঢাকা নিউজ' থেকে যে দুটি লেখা আমরা সংকলন করেছি, তাতে ফরাজি আন্দোলন ও দুদু মিঞা সম্পর্কে পত্রিকাটির বিরূপতা প্রকাশিত।

১৮৫৮-র ২৭ মার্চ জেমস্ হিউম-এর সম্পাদনায় *ইন্ডিয়ান ফিল্ড*-এর আত্মপ্রকাশ। ১৮৫৯-এর মে মাসে হিউম স্বাস্থ্যের কারণে ইংলন্ডে ফিরে গেলে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৈলাসচন্দ্র বসু, কৃষ্ণদাস পাল এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। ১৮৬০-এ কিশোরীচাঁদ পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী হন। ১৮৬৩ থেকে পত্রিকাটির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৮ মে, ১৮৬৫-তে পত্রিকাটি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে মিশে যায়।

'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর এই মুখপত্রটি কিশোরীচাঁদের আমলে রাজনীতি প্রধান সংবাদপত্রে পরিণত হয়। প্রজাস্বার্থ সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। প্রজা ও জমিদারের উন্নতি যে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল তা দেখাতে পত্রিকাটি চেষ্টা করে। নীলচাষ পদ্ধতির অমানবিকতা সম্পর্কে একাধিক লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। নীলকরের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করে বেশ কয়েকটি কবিতাও পত্রিকাটি প্রকাশ করে।

ক্যালকাটা উইকলি প্রেস কবে প্রথম প্রকাশিত হয়, তা আমাদের অজানা। তবে ১৮৬০-এর ৭ জানুয়ারি থেকে পত্রিকাটি নবপর্যায়ে বেরোতে শুরু করে। এই কালে পত্রিকাটি প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। সাপ্তাহিক খবরাখবর ছাড়াও এতে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা স্থান পেত। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত 'বেঙ্গল হরকরা' প্রেস থেকে। স্যামুয়েল স্মিথ এ্যান্ড কোম্পানি ছিল এর মালিক। 'ক্যালকাটা উইকলি প্রেস'-কে 'বেঙ্গল হরকরা'-র সাপ্তাহিক সংস্করণ বলা যায়। স্বাভাবিকভাবেই 'হরকরা'-র মতামতই পত্রিকাটিতে প্রতিফলিত। পত্রিকাটি থেকে নীলবিদ্রোহ সংক্রান্ত যেসব খবরাখবর আমরা সংকলন করেছি, তাতে এই বিদ্রোহের প্রতি পত্রিকাটির বিরূপতাই প্রকাশিত।

১৮৬১-র ফেব্রুয়ারি মাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকূল্যে সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে *মুখার্জি'স ম্যাগাজিন*-এর আত্মপ্রকাশ। বিলাতের 'জেন্টলম্যান'স ম্যাগাজিন'-এর আদলে গঠিত এই মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭২-এর জুলাই মাস থেকে

পত্রিকাটি নবপর্যায়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই পর্যায়ে বছরে পত্রিকার দশটি সংখ্যা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৮৭৬-এর ডিসেম্বর মাসের পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

'মুখার্জি'স ম্যাগাজিন' বাঙালি সম্পাদিত একটি বিশিষ্ট পত্রিকা। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিসমাজের চিন্তাভাবনা এটিতে প্রতিফলিত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত বাঙালিসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-সম্পর্কিত উঁচু মানের প্রবন্ধ ছাড়াও, এতে ভ্রমণকাহিনী, জীবনী ইত্যাদিও প্রকাশিত হত। সম্পাদকের প্রতিশ্রুতি ('It will be conducted on catholic principle') পত্রিকাটি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (মার্চ, ১৮৬১) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ *The Smash of the Indigo districts* আমাদের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধটি যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা তা গিরিশচন্দ্রের জীবনী থেকে জানা যায়। (*The Life of Grish Chunder Ghose*, Manmathanath Ghosh, Calcutta, 1911, P. 107)। নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালিসমাজের মনোভাবের প্রকাশক হিসাবে লেখাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৮৬২-র ৬ মে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে *বেঙ্গলি*-র আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাটির পরিকল্পক এবং সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সততার সঙ্গে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করাই ছিল গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্য। পত্রিকাটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'faithfully and fearlessly represent the Ryut to the Ruler and the Ruler to the Ryut'। প্রথম দিকে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর (২০.৯.১৮৬৯) বেচারাম চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চন্দ্রনাথ বসু, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ ঘোষ প্রভৃতি পত্রিকা পরিচালনার কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। বেচারামের আমলে পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে। ১৮৭৮-এ তাঁর কাছ থেকে পত্রিকাটির 'গুড উইল' এবং প্রেস সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিনে নেন। ১৮৭৯-র ১ জানুয়ারি থেকে 'বেঙ্গলি' সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় থেকে 'বেঙ্গলি' পুরোদস্তুর রাজনৈতিক পত্রিকা হয়ে ওঠে। ১৮৮৩-র ২ এপ্রিল বেঙ্গলি'তে প্রকাশিত একটি লেখায় বিচারপতি নরিসকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করা হয়। এজন্য আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে তাঁকে দু মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এর পর থেকে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গলি'র জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৯০০ পর্যন্ত সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। পরবর্তীকালে ' বেঙ্গলি'-র সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৯৩১ পর্যন্ত 'বেঙ্গলি'-র অস্তিত্ব বজায় ছিল।

বাঙালি সম্পাদিত ইংরাজি পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বেঙ্গলি'-র নাম নানা কারণে স্মরণীয়। পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে, ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলনের সময়ে, কিংবা বঙ্গভঙ্গের উত্তপ্ত মুহূর্তে 'বেঙ্গলি' বিশেষ ভূমিকা পালন করে— সে ভূমিকা সব সময়ে যথেষ্ট ইতিবাচক কি-না তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতেই পারে। বর্তমান খণ্ডে বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের আমলের 'বেঙ্গলি' থেকে কয়েকটি লেখা আমরা সংকলন করেছি। তিতুমির সম্পর্কিত লেখাটিতে এই বীর যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত। পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে 'বেঙ্গলি' জমিদার তোষণের পথে পা না বাড়িয়ে জমিদারদের যথেচ্ছ খাজনা বৃদ্ধি ও অত্যাচারই যে বিদ্রোহের মূলে—তা জানাতে দ্বিধা করেনি।

১৮৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সাপ্তাহিক পত্র হিসাবে *ইন্ডিয়ান অবজার্ভার*-এর আবির্ভাব। কর্নেল অসবর্ন

ছিলেন পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক। ১৮৭৫-এ পত্রিকাটির স্বত্ব রবার্ট নাইট কিনে নেন, এবং এর ভস্মাবশেষ থেকেই জন্ম নেয় 'স্টেটস্‌ম্যান'।

আপসহীন মনোভাবের জন্য ইন্ডিয়ান অবজার্ভার সেকালে অনেকের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নানা কারণে বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর জর্জ ক্যাম্বেল-এর সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পর্ক হয়ে ওঠে অত্যন্ত তিক্ত। ভারতীয়দের পত্রিকাটি একেবারেই প্রীতির চোখে দেখত না। নানা বিষয়ের সঙ্গে কৃষক-জমিদার সম্পর্ক নিয়েও কিছু লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। বিষয়টি সম্পর্কে পত্রিকাটির মতামত সেকালে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হত। যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের একাধিক জায়গায় 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভার'-এর উল্লেখ করেছেন। কৃষকদের জোটবদ্ধ হওয়াকে পত্রিকাটি বাঞ্ছনীয় মনে করত না। বর্তমান সংকলনভুক্ত একটি লেখায় পত্রিকার এই বিশেষ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।

১৮৭২-এর আগস্ট মাসে *বেঙ্গল ম্যাগাজিন*-এর প্রথম প্রকাশ। মাসিক এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। কিশোরীচাঁদ মিত্র, লালবিহারী দে, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তরু দত্ত প্রভৃতির লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটির প্রকাশ ১৮৭৫ থেকে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ১৮৮২-র জুলাই সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

সাহিত্য, ইতিহাস, শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও ভারতীয় সমাজ এবং রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ পত্রিকাটিতে গুরুত্বসহ আলোচিত হত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, জমিদার-কৃষক সম্পর্ক বিষয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ চলাকালীন 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' প্রজাপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসে। বাংলার অধিকাংশ পত্রপত্রিকা যখন জমিদার তোষণে ব্যস্ত, তখন নির্যাতিত প্রজাপক্ষ সমর্থনে ১৮৭৩-এর সেপ্টেম্বরে পত্রিকাটি *An Apology for the Pubna Rioters*-এর মতো প্রবন্ধ প্রকাশ করে। রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিকে আমরা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

৪

বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলিকে আমরা সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রাসঙ্গিক কিছু বিজ্ঞাপনকেও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে জর্জরিত বাঙালি কৃষক-প্রজার অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি লেখা ও কিছু সংবাদ সংকলন করা হয়েছে।

এদেশে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার পর কিভাবে আরও রাজস্ব আদায় করা যায়— তাই হয়ে ওঠে সরকারের ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা। শুরু হয় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর সব পরীক্ষার অবসান ঘটে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ইংরেজের দাক্ষিণ্যপুষ্ট কলকাতার হঠাৎ নবাবের দল। এইকালে প্রাচীন জমিদার বংশগুলির অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়, তাদের স্থান দখল করতে এগিয়ে আসে বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির দল। ইংরেজের তাঁবেদার এই নূতন ভূস্বামীশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে যতখানি আগ্রহী, প্রজাদের সুখ সুবিধা সম্পর্কে ততখানিই উদাসীন। জমিদারি ক্রয়ে অর্থ বিনিয়োগ করলেও, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় বা

মানসিকতা তাদের ছিল না, নিজেদের লাভের অঙ্ক ঠিক থাকলেই তারা তুষ্ট। শহরে বসে প্রমোদে গা ঢেলে দেবার জন্য তারা জমিদারি অন্য একজনকে ইজারা দিত, সে আবার তা দিত আর একজনকে, এইভাবে জমিদারদের পরবর্তীস্তরে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদিরা ক্ষুদে জমিদারে পরিণত হল—পিরামিডের মতো বাংলার কৃষকসমাজের বুকের ওপর মধ্যস্বত্বভোগী একদল লোক চড়ে বসল। তাদের সমবেত শোষণের কেন্দ্রবিন্দু হল কৃষক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে কৃষকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত করল। এই বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারের সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ বছরের পর বছর ধরে রয়ে গেল অপরিবর্তিত। প্রজাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হল না। ছলে-বলে-কৌশলে জমিদার বছর-বছর তার প্রাপ্যের পরিমাণ বাড়িয়েই চলল। খাজনা ছাড়াও নানারকম সেস দিতে দিতে কৃষকের প্রাণ হয়ে উঠল ওষ্ঠাগত।

জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি সচেতন ছিল। ২২.৯.১৮৩৩-এ 'বেঙ্গল হরকরা' কৃষকের প্রতি জমিদারের ব্যবহারের পরিচয় দিতে গিয়ে মন্তব্য করে, কৃষকরা জমিদারের কাছ থেকে যে ব্যবহার পায় তা এত সাংঘাতিক এবং পাশবিক যে কোনও মানুষের পক্ষে ভিতর-ভিতরে আতংকিত ও অনুতপ্ত না হয়ে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' কৃষকের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ১.১১.১৮৪৩-এ লেখে, 'রাইয়ত এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই দরিদ্র মনুষ্য বুঝা যায়, তাহারা বিজাতীয় পরিশ্রম করে তথাচ স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না, তাহারা যে ক্লেশে প্রাণধারণ করে পশুদিগের সহিত তুলনা করিলে বরং পশুদিগকে সুখী বোধহয়—জমীদারদের দৌরাত্ম্যেতেই প্রজাগণকে দুঃখভোগ করিতে হয়। লার্ড কর্ণোওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে জমীদারদিগকে ক্ষমতা প্রদান করাতেই তাহাদের রাইয়তের উপর দৌরাত্ম্যকরণের পন্থা হয়।' 'ক্যালকাটা খ্রিশ্চান এডভোকেট'-এর সম্পাদক রেভারেন্ড বোয়াজ এদেশের কৃষকদের *Probably the most oppressed people in the world* বলে অভিহিত করেন। শতাব্দীর মাঝামাঝি সাহেবদের কাগজ 'মর্নিং ক্রনিকাল' মন্তব্য করে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে কৃষকরা জমিদারদের দ্বারা এদেশের মতো নির্যাতিত হয় না। এইসব জমিদারদের নীতি লুটে নাও যা পারো!

লুটে পুটে নেওয়া ছাড়াও, এইসব জমিদাররা প্রজাদের নানাভাবে নির্যাতন করত। গালিগালাজ, কয়েদ, প্রহার, গোরু-মোষ কেড়ে নেওয়া, কৃষক রমণীদের বেইজ্জত করা হয়ে ওঠে এইসব জমিদার অথবা তার কর্মচারীর রোজকার কাজ। জমিদারদের প্রজা-নির্যাতনের একটি তালিকা ১৮৫০-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রকাশ করেন। তালিকায় প্রকাশিত ১৮ প্রকার নির্যাতন এইরকম :

১ দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত;
২ 'চর্ম্ম পাদুকা প্রহার';
৩ 'বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থলদলন';
৪ 'খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকামর্দ্দন';
৫ ভূমিতে 'নাসিকাঘর্ষণ';
৬ পিঠের দিকে দু'হাত হাত বেঁধে 'বংশদণ্ড দিয়া মোড়া' দেওয়া;
৭ গায়ে বিছুটি দেওয়া;
৮ হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা;
৯ কান ধরে 'দৌড় করানো';

১০ 'কাঁটা' দিয়ে 'হস্তদলন';
১১ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে ইটের ওপর পা ফাঁক করে দু'হাতে ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা;
১২ প্রবল শীতের সময় জলে চোবানো;
১৩ 'গোণীবদ্ধ' করে জলমগ্ন করা;
১৪ গাছে বা অন্যত্র বেঁধে টান দেওয়া;
১৫ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা;
১৬ চুনের ঘরে বন্ধ করে বাখা;
১৭ কারাবুদ্ধ করে উপবাসী বাখা;
১৮ ঘরের মধ্যে বন্ধ করে লঙ্কা-মরিচের ধোঁয়া দেওয়া।

এই ট্রাডিশন যে বছরের পর বছর ধরে বহাল তবিয়তে চলছিল, তা দেখাবার জন্য জুন, ১৮৭২-এর 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' থেকে সামান্য অংশ উদ্ধার করছি : 'যাহারা জমীদারদিগের কাছারীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন তাঁহারা বলেন এখনও সদ্দার দিয়া প্রজা ধরিয়া আনা হয়, জুতা লাঠি প্রহার করা হয়। জরিমানা করা হয়, পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দেওয়া, কখন২ প্রজার মা-বোন, স্ত্রী প্রভৃতিকে কাছারীতে ধরিয়া আনিতে আদেশ করা হয়। এদিকে চাঁদা মাথট প্রভৃতি আবওয়াব আদায় করিতেও ত্রুটি নাই। আমিনগণ বিশেষ প্রণামী পাইলে বিশ কাঠায় বিঘা নতুবা পনের কাঠায় বিঘা গণনা করেন। কোন প্রজার এতবড় মাথা ইহার প্রতিবাদ করিবে।'

জমিদার বা তার প্রতিনিধির অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার উপায়ও প্রজার ছিল না। পুলিশের কাছে আবেদন করে লাভ হত না—কৃষকের রক্ষক না হয়ে, তারা হয়ে উঠত ভক্ষক। অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য প্রজারা আদালতে যেতে পারত, কিন্তু অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, বাড়ি থেকে আদালতের দূরত্ব, বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রতা, সাক্ষী যোগাড় করার সমস্যা ও জমিদারের মারাত্মক প্রতিহিংসার কথা ভেবে সে পথ পারতপক্ষে তারা মাড়াত না। (*The Indian Ryot*, A. C. Das, Calcutta, 1881, p. 93)।

জমিদার মিথ্যা সাক্ষীর জোরে হয়কে নয় করতে পারত। সেজন্য প্রজার পক্ষে মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রতিবাদ যারা করত, তাদের জন্য জমা থাকত অশেষ দুর্গতি। ১৮৫৮-য় তেলেনিপাড়ার দুই জমিদার কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে জরিপের ছলে খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। তাঁদেব চক্রান্তের বিরুদ্ধে পীতাম্বর বড়াল, রামকুমার মণ্ডল ও রামকৃষ্ণ সরখেল—এই তিনজন প্রজা রুখে দাঁড়ান। জমিদারের লোকজন এই তিনজনের বাড়িতে হানা দিয়ে সবকিছু ভাঙচুর এবং মেয়েদের সঙ্গে পাশবিক আচরণ করার পর, রামকুমার ও পীতাম্বরকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি ছোট অন্ধকার ঘরে আটকে রাখে। মাসখানেক পরে কথানুযায়ী কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রামকুমার বাইরে আসার সুযোগ পেলেও, পীতাম্বরকে জমিদার ১৪ মাস ধরে আটক করে রাখে।

এই ঘটনার ১৬ বছর পরে জমিদারের আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর একজনের অভিজ্ঞতাও মোটেও সুখের হয়নি। এইকালে একজন ভদ্র প্রজা বাজে আদায় দিতে অস্বীকার করায়, গোমস্তা তাকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে উত্তম মধ্যম দেয়। এই অপমানের প্রতিবিধানের জন্য তিনি জেলায় নালিশ করতে যান। খবর পেয়ে গোমস্তা তাঁর স্ত্রীকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে অপমান করতে থাকে। গ্রামের লোকেরা ভদ্রলোককে এই খবর পাঠিয়ে জানায় যে, 'তোমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া যদি তাহাকে কাটিয়া ফেলে তথাপি গ্রাম হইতে একজনও সাক্ষী পাইবে না। থানার দারগা গমস্তার হাত ধরা।' ('সুলভ সমাচার', ২ অগ্রহায়ণ, ১২৮১)। অনন্যোপায় হয়ে

ভদ্রলোক তখন গ্রামে ফিরে এসে গোমস্তার হাতে পায়ে ধরে স্ত্রীকে উদ্ধার করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামসুদ্ধ লোকের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার খবর, উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা খুঁজলেই মেলে। ('এডুকেশন গেজেট', ৩.৫.১৮৭২)।

জমিদারদের প্রজা-শোষণ এবং তাদের কুকীর্তির খবরাখবরে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলির অনেক অংশই পূর্ণ হয়ে আছে। কিভাবে তারা প্রজার রক্ত শোষণ করে, ১৫ কাঠায় বিঘা ধরে প্রজা ঠকায়, কতরকম বাজে আদায় করে—তার ফিরিস্তি দিতে এইকালের পত্রিকাগুলি কুণ্ঠাবোধ করেনি। জমিদার-সমর্থক পত্রিকাগুলিও কৃষকের প্রতি জমিদারের সব আচরণ সমর্থনযোগ্য মনে করত না। কিন্তু জমিদারদের সবরকম দুষ্কর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালি সম্পাদিত পত্রিকাগুলি জমিদারদের সম্পর্কে খুব কঠোর মনোভাব দেখাতে পারেনি। সব জমিদার যে অত্যাচারী নয়— একথা পত্রিকাগুলি বারবার বলেছে (একমাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট'ই বলতে পেরেছে অত্যাচার—সুশিক্ষিত-অশিক্ষিত সব জমিদারেই করে।), চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে অত্যাচারী হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে—একথা জানা সত্ত্বেও পত্রিকাগুলি এই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে তেমনভাবে সোচ্চার হয়নি। কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' জমিদার প্রজাদের কাছ থেকে কতভাবে সেস আদায় করে তার ফিরিস্তিও যেমন দিয়েছে, তেমনি আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে বাকবিস্তারও করেছে। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ভারতবাসী উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে পেট্রিয়ট-সম্পাদক মতপ্রকাশ করেন। জমিদারি ব্যবস্থার সমস্তরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে অবহিত হয়েও, পত্রিকা-সম্পাদকরা কিন্তু এই ব্যবস্থার অবসান দাবি না করে কিভাবে কৃষককে জমিদারের অত্যাচার-মুক্ত করা যায়—তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। কৃষককে জমিদারের পীড়ন থেকে বাঁচানোর উপায় হিসাবে জমিদার এবং প্রজার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কথা উনিশ শতকের পত্রিকাগুলি বারবার বলেছে। কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার', উমেশচন্দ্র দত্তের 'ভারত সংস্কারক', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট', এমনকি জমিদারদের মদত-পুষ্ট 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ'ও প্রজা ও জমিদারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মতপ্রকাশ করে।

আসলে উনিশ শতকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিন্তাচেতনার জগৎ জমিদারদের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের কল্পনা এইকালে কেউ করতে পারেননি। সম্পাদকদের মধ্যে কেউ জমিদারমাত্রেই খারাপ নয় এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছেন, কেউ আবার প্রতিকারের জন্য জমিদারদের শুভবুদ্ধির কাছেই আবেদন জানিয়েছেন। এই মনোভাবের জন্যই 'সুলভ সমাচার'-এর মতো প্রজা-দরদী পত্রিকাও জমিদারকে 'প্রজার মা-বাপ' বলতে ইতস্তত করেনি।

বাঙালি কৃষক-প্রজার দুরবস্থার পিছনে জমিদার ছাড়াও, মহাজনদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। জমিদারের খাই মেটাতে, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মোকাবিলা করতে বা অন্য কোনও প্রয়োজনে কৃষককে মাঝে মাঝে অন্যের কাছে হাত পাততে হত। সুযোগ বুঝে রঙ্গমঞ্চে হাজির হল গ্রাম্য মহাজনশ্রেণী—কৃষকরাও তার দ্বারস্থ হতে লাগল। মহাজন ঋণ দিত সাগ্রহে, কিন্তু পরের বছর ফসল উঠলে ঋণ ও সুদের দায়ে তার কাছেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হত কৃষকরা। ফসল থেকে প্রাপ্ত সামান্য অর্থ থেকে জমিদারের প্রাপ্য মিটিয়ে সারা বছর চালাবার মতো সঙ্গতি অধিকাংশ কৃষকেরই থাকত না। সেইজন্য ঘুরেফিরে বারবারই তাকে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হত। এইভাবে কিছুদিন চলার পর দেখা যেত, মহাজনই হয়েছে জমির মালিক আর কৃষক পরিণত হয়েছে ভাগচাষীতে। ব্রিটিশ

আইনে ২.২জন কর্তৃক কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক ও জমি হস্তান্তর ব্যবস্থার পুরো সুযোগ নিয়ে মহাজনশ্রেণী একের পর এক কৃষক-পরিবারের সর্বনাশ করে গ্রামসমাজে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

এইসব মহাজনদের সুদের হার ছিল অবিশ্বাস্য। তাদের সাংঘাতিক সুদের কথা বলতে গিয়ে ২৮.৯.১৮৭৫-এ 'ইন্ডিয়ান মিরর' লেখে, 'The lowest interest which the village lender charges on small loans is 75 per cent per annum. We know many cases, in which double this rate is charged'. সুদের সুদ তস্য সুদে ব্যাপারটা কিছুদিনের মধ্যে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত যে মহাজনের ঋণের বোঝা পুরুষানুক্রমে বহন করা ছাড়া উপায় থাকত না। 'যে একবার মহাজনের নিকট ঋণে আবদ্ধ হইয়াছে, সে আর তাহা পুরুষ পুরুষানুক্রমেও শোধ দিতে পারে না। সুদের সুদ তার সুদ এইরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সুদ চলিতে থাকে।' ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ১.৭.১৮৬৯)। ঋণের দায়ে বাংলার কৃষকসমাজের একটা বড় অংশ মহাজনের কৃতদাসে পরিণত হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের পত্রিকা-সম্পাদকরা মহাজনের সর্বগ্রাসী ভূমিকা এবং তাদের অত্যাচার সম্পর্কে ছিলেন পুরোমাত্রায় সচেতন। মহাজনের অত্যাচারের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁরা ছিলেন সচেষ্ট। 'সত্যার্ণব', 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'সুলভ সমাচাব' বারবার তাদের অত্যাচার সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছে। মহাজনের অত্যাচারে গ্রাম বাংলার মানুষের কথা বলতে গিয়ে 'সত্যার্ণব' লেখে : 'মহাজনদিগকে পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া কত শত ২ নীচ লোক ক্রীতদাসের ন্যায় আছে, তাহা গণনা করা সুকঠিন, ঋণজালে বদ্ধ হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি যে সকল অকর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহাও ইতর লোকেরা মহাজনদের অনুরোধে করে, অধিক বলিতে গেলে নেত্র হইতে নীর বহির্গত হয়।' শুধু 'সত্যার্ণব' নয়, 'সোমপ্রকাশ' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও মহাজনের কাছে ঋণজালে আবদ্ধ কৃষকের অবস্থা যে কৃতদাসের মতো—তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাজনের অত্যাচার থেকে নিরীহ কৃষকসমাজকে রক্ষা করার জন্য 'সুলভ সমাচার' সরকারের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানায়। ('সুলভ সমাচার', ১৪.১.১৮৭৩)। মহাজনের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পল্লীগ্রামে ব্যাংক স্থাপন করে, সেখান থেকে কম সুদে তাদের টাকা ধার দেবার প্রস্তাব করে। ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ১১.১১.১৮৬৯)।

সব মিলিয়ে, বাঙালি কৃষক-প্রজার যে ছবি উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলিতে ফুটে উঠেছে তা রীতিমতো বেদনাদায়ক। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষগুলি সব অত্যাচারই মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, তখন তারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা ক্ষোভ তখন গণ-অসন্তোষের আকার ধারণ করেছে। অত্যাচারীকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে তখন তারা লড়াইয়ে নামতে ইতস্তত করেনি। এ কাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছেন কোনও-না-কোনও ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বে *শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা শামিল হয়েছে। জমিদার-নীলকরের শোষণের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা উনিশ শতকে বাংলার সাধারণ মানুষকে প্রথম যিনি দেন, তিনি তিতুমির।* ১৮৩১-এ তাঁর নেতৃত্বে অন্যায়ের মোকাবিলা করতে বাংলার কৃষক কিভাবে এগিয়ে এসেছিল, সে সম্পর্কে কিছু খবরাখবর উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি।

৫

২৪ পরগণার এক কৃষক পরিবারের সন্তান তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১)। মধ্য-বয়সে দিল্লির রাজপরিবারের একজনের সঙ্গে তিনি মক্কা যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে সৈয়দ আহমদের আলাপ। তাঁর মতবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করে। মক্কা থেকে ফেরার বছর খানেক পর থেকে ধর্ম-প্রচারক ও ধর্ম-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি তাঁকে। গ্রামীণ মুসলমানসমাজকে শরিয়তি বিধি-বিধান অনুযায়ী দাড়ি রাখতে, কাছা দিয়ে কাপড় না পরতে, ধার দিয়ে সুদ না নিতে, পীরের দরগায় না যেতে আহ্বান জানালেন তিনি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে আসেন বেশকিছু মানুষ। ব্যাপার দেখে ধর্মব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনের দল প্রমাদ গুণল। বিত্তবান মুসলমানরাও ব্যাপারটাকে ভালোচোখে দেখল না। তিতুমিরের মতাবলম্বীদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে তাদের মতান্তর হতে লাগল। মুসলমানসমাজের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে আশপাশের হিন্দু জমিদাররা এগিয়ে এল। নানাভাবে তারা তিতুর মতাবলম্বীদের হেনস্থা করতে লাগল। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুর অনুগামীদের দাড়ির ওপর কর পর্যন্ত ধার্য করলেন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় জমিদার কৃষ্ণদেব রায় লোকজন নিয়ে সর্পরাজপুরে হামলা চালান এবং আগুন লাগিয়ে একটি মসজিদ ধ্বংস করে দেন। আদালতের আশ্রয় নিয়েও সুবিচার থেকে বঞ্চিত হন তিতুমির।

বিচার-বঞ্চিত হবার পর অত্যাচারীকে শিক্ষা দেবার ভার তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। ১৮৩১-এর নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয় তাঁর জমিদার-বিরোধী অভিযান। অত্যাচারী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে শিক্ষা দেবার জন্য ৬ নবেম্বর পুঁড়া গ্রামে হানা দিয়ে তিনি গো-হত্যা এবং মন্দিরে গো-রক্ত লেপন করেন। পরের দিন লাউঘাটিতে হামলা চালিয়ে ঐ সব ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটান। জমিদারদের সমুচিত শিক্ষা দেবার পর, তিতুমির গ্রাম বাংলার আর এক বিভীষিকা নীলকরদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক নীলকুঠি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হতে থাকে। বাংলার কৃষকসমাজ এতদিন জমিদার আর নীলকরের হাতে শুধু মার খেয়েই এসেছে, তাদেরকেও যে পালটা মার দেওয়া যায়—এটা জানার পর তারা দলে দলে তিতুর পক্ষে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। ৮ থেকে ১৫ নবেম্বর—এই সপ্তাখানেকের মধ্যে জনসমর্থন পেয়ে তিতুমিরের শক্তি এবং সাহস দুই-ই বহুগুণ বেড়ে যায়।

ব্যাপার দেখে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার বিদ্রোহীদের দমন করতে এগিয়ে যান। জমিদার-নীলকরের মদতপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিতুমিরের কাছে হার মানতে হয় তাঁকে। একই দশা হয় নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ আর তাঁর নীলকর বন্ধুদের। কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে তিনি পালিয়ে আসেন। একের পর এক সংঘর্ষে জয়ী হয়ে তিতুমিরের মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায়। কোম্পানির রাজত্বের অবসানের কথা ঘোষণা করে তিনি কর আদায় করতে শুরু করেন। বিভিন্ন জমিদারদের কাছে কর চেয়ে পরোয়ানাও পাঠানো হয়। শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য তিতুমির নারকেলবেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা তৈরি করে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ মজুত করতে থাকেন। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করছে দেখে সরকার মিলিটারি তলব করেন। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত এক বিশাল বাহিনী বিদ্রোহীদের দমনে পাঠানো হয়। ১৮৩১-এর ১৯ নবেম্বর নারকেলবেড়িয়ার প্রান্তরে তিতুমিরের বাহিনী নির্ভয়ে ইংরেজ সৈন্যের মুখোমুখি হয়। ঘণ্টা দেড়েক লড়াই-এর পর সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। বিদ্রোহী নায়ক তিতুমির যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। তাঁর সঙ্গীদের কেউ নিহত, কেউ-বা আহত হয়।

তিতুমির যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত কৃষকসমাজের বাঁচার সংগ্রাম। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্যে এর সূত্রপাত হলেও, যতই দিন গেছে ততই ধর্মীয় আওতা থেকে বেরিয়ে এসে তা ব্রিটিশ শাসক, স্থানীয় নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। তিতুমিরের অনুচরদের সকলেই ২৪ পরগণা ও নদীয়ার দরিদ্র কৃষক—দীর্ঘদিন ধরে জমিদার ও নীলকরের হাতে যে দুঃসহ অত্যাচার তারা সহ্য করছিল—তাদের সেই অবরুদ্ধ ক্ষোভকে কাজে লাগান তিতুমির। ফলে তিতুমিরের নেতৃত্বে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা বিনা দ্বিধায় শামিল হয়। শুধু অর্থনৈতিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়াই তিতুমিরের লক্ষ্য ছিল না, ইংরেজমুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন। এইকালে মুসলমানসমাজের একটা বড় অংশ ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তিতুমির-ও স্বপ্ন দেখতেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, আল্লা সহায় হলে এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। সেই কারণে তিনি ধীরে ধীরে নিজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, প্রভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু জমিদারদের অত্যাচার তাঁকে যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে। ক্ষেত্র পুরোপুরি প্রস্তুত হবার আগেই তাই তাঁকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

তিতুমিরের সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধহয় এটাই যে, তিনি বাংলার অশিক্ষিত নিপীড়িত কৃষকসমাজের একাংশকে জমিদার-নীলকরের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজরাজের সঠিক চরিত্রটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা যখন গদগদকণ্ঠে এদেশে ব্রিটিশের আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য করে শ্বেত-প্রভুদের তোষণে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ই তিতুমিরের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

তিতুমিরের বিদ্রোহ সম্পর্কে বেশ কিছু খবরাখবর সমকালীন পত্রিকাগুলিতে মেলে। এইসব বিবরণ অনেকসময়ই নিরপেক্ষ নয়, নিতান্তই একদেশদর্শী। সমকালীন সাহেবি কাগজগুলি এই বিদ্রোহকে প্রীতির চোখে দেখেনি এবং এর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করার কোনও চেষ্টাও করেনি। তবে বিদ্রোহ যে ক্রমেই সাংঘাতিক আকার ধারণ করছে, এটা তারা বুঝতে পেরেছিল। কলকাতার এত কাছে এরকম একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটার জন্য সরকারি ঔদাসীন্য ও অপদার্থতাকেই তারা দায়ী করে। ইংরেজি পত্রিকা-সম্পাদকদের অধিকাংশ এই বিদ্রোহকে নিছক উপদ্রবের বেশি কিছু মনে করতে পারেননি। কেন এই বিদ্রোহ—সে সম্পর্কেও সাহেবি কাগজগুলি একমত হতে পারেনি। কেউ বলেছে ধর্মান্ধতা আর লুণ্ঠনের নেশা এই বিদ্রোহের মূলে। কেউ আবার কুসংস্কার আর আগ্রাসী ধ্যানধারণাকে এর জন্য দায়ী করেছে। কারণ যাই হোক, বিদ্রোহীদের কার্যকলাপকে যে অনেকটাই অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে—তা দু'একটি পত্রিকা (যেমন 'গবর্নমেণ্ট গেজেট') ধরতে পেরেছিল। বিদ্রোহীদের পিছনে বিপুল জনসমর্থনের ব্যাপারটা অনুধাবন করতেও অসুবিধা হয়নি পত্রিকাটির। দু'একটি সাহেবি পত্রিকা এই বিদ্রোহকে একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টাও করে। অতিমাত্রায় রক্ষণশীল পত্রিকা 'জন বুল' এই বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মীয় উন্মাদনার সম্পর্ক কতখানি সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে, অনাহার ও অভাবের তাড়নাই এই বিদ্রোহের মূল কারণ বলে মতপ্রকাশ করে ('It is doubtful now how far fanaticism has anything to do with this disturbance. It rather seems to have arisen from absolute want and starvation')। 'জন বুল'-এর মন্তব্য এই বিদ্রোহ সম্পর্কে নতুন করে ভাবার অবকাশ দেয়।

বিদ্রোহী নেতার কথা আলোচনা করার সময় ন্যূনতম সৌজন্য দেখাতেও অনেকসময় ইংরেজ সম্পাদকরা

ভুলে যেতেন। যে কারণে বিনা দ্বিধায় 'এসিয়াটিক জার্নাল' তিতুমিরকে ডাকাত হিসাবে চিহ্নিত করে।

সমকালীন দেশীয় পত্রিকাগুলিও এই বিদ্রোহকে সুনজরে দেখেনি। শ্রীরামপুর মিশনারিদের পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' তো একে 'উৎপাত' বলেই মনে করত। এ কালের আর একটি পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' এই বিদ্রোহের পিছনে হিন্দু জমিদারদের কোনও ভূমিকা আছে বলে মনে করত না। কৃষ্ণদেব রায়ের কার্যাবলীর সমালোচনা করা দূরে থাক, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ একটি পত্রিকা তাঁকে সরকারের পুরস্কৃত করা উচিত বলে মতপ্রকাশ করে। বাংলার মুসলমানসমাজের একটা অংশ যে তিতুমিরের প্রতি সহানুভূতিশীল—এ খবর জানাতে 'রিফর্মার' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' ভোলেনি। মুসলমানসমাজের একাংশের তিতুমিরের প্রতি এই দুর্বলতার জন্য ভবিষ্যতে কোনও মুসলমানকে এদেশে থানাদার নিযুক্ত না করার জন্য 'ধর্মসভা'র মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' সরকারের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। দোষী মুসলমানদের শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলে, ভবিষ্যতে যে শত শত তিতুর আবির্ভাব ঘটবে—তাও পত্রিকাটি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিতুমির ও তাঁর সংগ্রামের প্রতি সমকালীন পত্রিকা-সম্পাদকরা সুবিচার করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারেননি। তাই তিতুমিরের সংগ্রাম, তাঁর সাহস, তাঁর বাঁশের কেল্লার কথা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পত্রিকাগুলিতে ঘুরে ফিরে এসেছে। তিতুমির ও তাঁর লড়াইকে নিয়ে পল্লীকবিরা সেকালে যেসব গান বেঁধেছিলেন, উনিশ শতকের ষাটের বছরগুলি থেকে বাঙালি সম্পাদকরা সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে থাকেন। এ-ব্যাপারে পথ দেখায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। ৩.৯.১৮৬৮-তে পত্রিকাটিতে তিতুমিরের যে গানটি প্রকাশিত হয়, সেটি এইরকম :

'হায় কি বুজুরগি বেড়েছে
উত্তরে এক গ্রাম আছে নামে নারিকেলবেড়ে
জুটল এসে যাটী হাজার দেড়ে।
দেড়ের নামে নূর
বলে জলদি আন খুব।।
এরা সব গোলার চোটে কাছা খুলে
শিকটে মরে রয়েছে।
ফকিরনি বলে ফকির রাত পোহালি হাট,
দাড়ি কাঁইচি দিয়ে ছাট।'.....

এটি প্রকাশিত হবার বছর দুয়েক পরে এ-বিষয়ক আর একটি গান ঢাকার 'মিত্রপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অন্য একটি পত্রিকা 'বান্ধব'ও তিতুমিরের একটি গান প্রকাশ করে। তিতুমির সম্পর্কে বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গিরও এইকালে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। ১৮৭০-এ ' বেঙ্গলি' তিতুমিরের সাহসের প্রশংসা করে বলে, বাঙালির ভীরুত্বের অপবাদ খণ্ডন করেছেন প্রতাপাদিত্য, গোলাম মাসুম আর তিতুমির—এই তিন বাঙালি বীর।

এইকালেই 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ ধারাবাহিকভাবে তিতুমিরের কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু করে। এর অল্পদিন পরেই প্রকাশিত হয় হান্টার-এর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' (লণ্ডন, ১৮৭২)। হান্টার তাঁর বইয়ে তিতুমিরের প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ' ও হান্টারের বইয়ে তিতুমিরের কথা পড়ার পর, বাঙালিসমাজ তিতুমির সম্পর্কে নতুন করে উৎসাহী হয়ে ওঠে। পত্র-পত্রিকায় শুরু হয় তিতুমির-চর্চা।

'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর প্রবন্ধ অবলম্বনে ১৮৭০-এর ১৫ সেপ্টেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তিতুমিরের সংক্ষিপ্ত এক জীবনবৃত্তান্ত পাঠকদের উপহার দেয়। এইকালের পত্র-পত্রিকায় তিতুমির সম্পর্কে যেসব আলোচনা হয়, তার অনেকগুলিতেই নিরপেক্ষভাবে তিতুমিরের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা দেখা যায়। বিশ্লেষণকালে কেউ কেউ অবশ্য বিভ্রান্তিকর তথ্যও পরিবেশন করেছেন। যেমন 'বান্ধব'-এর লেখক তিতুমিরকে ফরাজিদের একজন নেতা হিসাবে চিহ্নিত করেন। উনিশ শতকের দুটি বিশিষ্ট পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' ও 'দৈনিক' ধারাবাহিকভাবে তিতুমিরের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করে। 'বঙ্গবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর বিহারিলাল সরকারের 'তিতুমির' ১৮৯৭-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তিতুমিরের বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 'দৈনিক' পত্রিকাটির কোনও সংখ্যা আজ আর পাওয়া যায় না। তবে 'দৈনিক'-এ প্রকাশিত তিতুমিরের জীবনকাহিনীর বেশকিছু অংশ সমকালীন 'এডুকেশন গেজেট'-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' থেকে 'দৈনিক'-এ প্রকাশিত তিতুমিরের জীবনকাহিনীর বেশ কিছুটা অংশ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। 'দৈনিক' তিতুমিরের ইংরেজ রাজত্বের জায়গায় মুসলিম শাসন পুনঃস্থাপনের চেষ্টার মধ্যে কোনও দোষ দেখতে পায়নি—তবে যথারীতি প্রস্তুত না হয়ে তিতুমিরের যুদ্ধে নামাকে অজ্ঞানতার কাজ বলে মন্তব্য করেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পত্রিকাগুলি তিতুমিরের বিদ্রোহের পিছনে জমিদারদের ভূমিকাকে পুরোপুরি অস্বীকার করার চেষ্টা করে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দুটি পত্রিকা 'সখা' এবং 'মিহির' জমিদারের অত্যাচারই যে তিতুমিরকে বিদ্রোহী করে তোলে, তা বলতে ইতস্তত করেনি। একালের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা 'হিতৈষী'তেও তিতুমিরের জীবনকাহিনী প্রকাশিত হয়। এ-বিষয়ে যাঁরা সবিশেষ জানতে চান, তাঁদের হান্টারের বই পড়ার পরামর্শ দিলেও পত্রিকাটি এই লেখাটির ব্যাপারে পুরোপুরি হান্টারের ওপর নির্ভর করেনি। কারণ পত্রিকাটি মনে করত, হান্টারের লেখায় 'অনেক কথা অতিরঞ্জিত'। তিতুমিরের লড়াই সম্পর্কে বিশ্বস্তসূত্রে যে সব কথা 'হিতৈষী'র লেখক শুনেছেন, তাই লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। 'হিতৈষী'র লেখক তিতুমিরের কার্যকলাপকে খুব যে পছন্দ করতেন, এমন নয়। পত্রিকাটির মতে তিতু 'বিকৃত মস্তিষ্ক'। ঈশ্বরপ্রেরিত বলে তিনি নাকি নিজের পরিচয় দিতেন। এসব কথার পাশাপাশি তিতুমিরের সংগ্রামের অসাম্প্রদায়িক রূপটি তুলে ধরতেও তিনি ইতস্তত করেননি। তাঁর মতে 'তিতুমিরের অনুচররা মুসলমানদের প্রতি যতদূর অত্যাচার করিয়াছিল, হিন্দুদের প্রতি এত করে নাই।.... অনেক গৃহস্থ মুসলমানের ঘরবাড়ী লুট করিয়াছিল, অনেক মুসলমানের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল, এইরূপ অনেক অত্যাচার করিয়াছিল।' ('হিতৈষী', ১২.১১.১৮৯৫)। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের রক্ষণশীল পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' তিতুমিরের বিরুদ্ধে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিল, শতাব্দীর শেষপ্রান্তের আর একটি রক্ষণশীল পত্রিকা 'হিতৈষী' তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান নিগ্রহের অভিযোগ আনল!

গোটা উনিশ শতক জুড়ে ইংরেজি-বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলি তিতুমিরের কথা বলেছে, বলেছে তাঁর বিদ্রোহের কথা। কিন্তু সমকালীন ফরাজি আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে পত্রিকাগুলি অনেকটাই উদাসীন।

৬

হাজি শরিয়াতুল্লার নেতৃত্বে উনিশ শতকের তিরিশের বছরগুলিতে পূর্ববঙ্গে ফরাজি ('One who acts upto the commandments of God.'—*Judicial Pros. No. 99*, 7.4.1847) আন্দোলনের সূত্রপাত। মক্কায়

দীর্ঘদিন বিদ্যাচর্চা করে দেশে ফিরে এসে, শরিয়াতুল্লা এদেশি মুসলমানসমাজে বিশুদ্ধ ইসলামি আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। একেশ্বরবাদে বিশ্বাস ও হিন্দুয়ানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্তরকম অনুষ্ঠান পরিহার—এই দুটিই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য। তাঁর প্রভাব গ্রামীণ মুসলমানসমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এতদিন জমিদাররা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজার কাছে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির খরচাবাবদ কর আদায় করত। শরিয়াতুল্লা তাঁর শিষ্যদের পৌত্তলিকতার পরিপোষক এইসব কর দিতে নিষেধ করলেন এবং জমিদারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গোরু কোরবানি করতে উৎসাহিত করলেন। ফলে তাঁর শিষ্যরা গোরু জবাই করতে এবং হিন্দুদের ধর্মকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল। অনিবার্যভাবেই শরিয়াতুল্লার সঙ্গে জমিদারদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল। জমিদারদের সঙ্গে দু'চারটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছাড়া, মূলত ধর্মসংস্কারক হিসাবে কাজকর্ম পরিচালনা করতেই আগ্রহী ছিলেন শরিয়াতুল্লা।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসীন ওরফে দুদু মিঞা ফরাজিদের নেতা হন। তাঁর আমলে কিছুকালের জন্য ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পরিণত হল জমিদার-নীলকর বিরোধী আন্দোলনে। তাঁর নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন গতিময় হয়ে উঠল। জমি ঈশ্বরের দান, তিনি মানুষকে তা ভোগ করতে দিয়েছেন—কাজেই যে চাষ করে, জমি তার। সুতরাং জমিদারের কৃষক-শোষণের কোনও অধিকার নেই। তাঁর এই মতবাদ কৃষকসমাজে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। জমিদারদের পৌত্তলিক ও বেআইনি সেস আদায়ের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি—প্রয়োজন হলে লাঠিহাতে জমিদারের জুলুম প্রতিহত করার নির্দেশও তিনি তাঁর অনুগামীদের দিলেন। সরকারি খাসমহলের জমিতে বসতি স্থাপন করতে তিনি তাঁর শিষ্যদের উৎসাহ দিতেন—কারণ তা হলে খাজনা ছাড়া বাড়তি কোনও কিছু তাদের দিতে হবে না। তাঁর আমলে ফরাজিরা শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হল। তিনি ঘোষণা করলেন, ফরাজিদের মধ্যে উঁচু-নিচু কোনও ভেদাভেদ নেই—সব ফরাজিই একে অপরের ভাই। এসবের ফলে পূর্ব বাংলার গ্রামীণসমাজে দুদু মিঞার জনপ্রিয়তা ভীষণভাবে বাড়তে থাকে—১৮৪৩-এ তাঁর সমর্থকের সংখ্যা দাঁড়ায় আশি হাজার—১৮৪৭-এ এই সংখ্যা আরও বেড়ে এক লক্ষে পৌঁছয়।

দুদু মিঞার প্রভাববৃদ্ধিতে জমিদাররা শঙ্কিত হয়ে উঠল এবং পরিণতিতে অনিবার্যভাবে জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হল। জমিদাররা একের পর এক মিথ্যা মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করতে লাগল, এতে যথেষ্ট কাজ না হওয়ায়, তারা ফরাজিদের নানাভাবে পীড়ন করার পথ বেছে নিল। ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করেও জমিদাররা কিন্তু দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের ফরাজি দলে যোগ দেওয়া রুখতে পারল না। অন্য দিকে জমিদারদের জুলুম বন্ধ করার জন্য ফরাজিরা ফরিদপুরের দুই প্রভাবশালী জমিদার—শিকদার আর ঘোষদের বাড়ি হামলা চালিয়ে লুঠপাট, খুন-জখম পর্যন্ত করল।

শুধু জমিদারের জুলুমই নয়, নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলতেও দুদু মিঞা ছিলেন সচেষ্ট। এইকালে ফরিদপুরে ডানলপ সাহেবের কয়েকটি নীলকুঠি ছিল। অত্যাচারী ডানলপ কাসিমপুর নীলকুঠিতে থাকতেন। পাঁচচরে তাঁর নীলকুঠিটি পরিচালনা করতেন কালীপ্রসাদ কাঞ্জিলাল। কালীপ্রসাদের অত্যাচার নীলচাষীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে, ফরাজি কৃষকদেরও তাঁর হাতে রেহাই ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই ডানলপ আর তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে দুদুর সম্পর্ক হয়ে ওঠে তিক্ত। ডানলপ দুদুর নামে একের পর এক অভিযোগ আনেন, এমনকি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাহাদুরপুরের বাড়িতে হামলাও চালান। কর্তৃপক্ষ এর কোনও বিহিত না করায়, অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার ভার দুদু মিঞা নিজের হাতে তুলে নেন। ৫ ডিসেম্বর,

১৮৪৬-এ দুদু মিএগ্রার কয়েকশো অনুচর ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়, কালীপ্রসাদকেও তারা হত্যা করে। এই অভিযানে দুদু মিএগ্রা অংশগ্রহণ না করলেও, ডানলপের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিভিন্ন অভিযোগে তাঁর বিচার হয়। ফরিদপুরের সেশন জজ তাঁকে শাস্তি দিলেও, আপিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তির পর, দুদু মিএগ্রা অনেকটাই শান্ত হয়ে যান। জমিদার-নীলকরদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ তিনি সাধ্যমতো এড়িয়ে চলেন। এইকালে ফরাজি সম্প্রদায়ে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ায়—অল্পদিনের মধ্যে ফরাজিরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যায়। অবশ্য এর ফলে দুদুর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ হ্রাস পায়নি। এইকালেও তাঁর অনুগামীর সংখ্যা আশি হাজারের কম ছিল না।

১৮৫৭-র যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব বাংলায় দুদু মিএগ্রার বিরাট প্রভাবের কথা মনে রেখে সরকার তাঁকে আলিপুর জেলে আটক রাখেন। বছর দুয়েক আটক রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে আসার পরই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৬০-এ মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকায় চলে যান এবং অল্পদিন পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ফরাজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত ধর্মের চোরাবালিতে পথ হারায়।

দুদু মিএগ্রা এবং ফরাজিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুব বেশি খবরাখবর উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলিতে মেলে না। যেটুকু মেলে, তাতে এই আন্দোলন এবং আন্দোলনের প্রধান নেতা সম্পর্কে বিরূপতাই প্রকাশিত। জমিদার এবং নীলকর—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দুই স্তম্ভের শত্রু ফরাজিদের কার্যকলাপ সাহেবি কাগজগুলি পছন্দ করত না। নীলকর-দরদী পত্রিকা 'ঢাকা নিউজ' সমস্ত সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে দুদু মিএগ্রাকে *Prince of Dacoits, Scoundrel* ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে। দুদু মিএগ্রাকে বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত করতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। একালের আর একটি সাহেবি কাগজ ফরাজিদের জমিদারদের আতঙ্ক হিসাবে চিত্রিত করে। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' এই আন্দোলনের প্রতি একেবারেই প্রসন্ন ছিল না—তবে দুদুর বিশাল জনসমর্থনের কথা পত্রিকাটি গোপন করার চেষ্টা করেনি। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দুদু মিএগ্রার বিরাগ এবং ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জানায়। ১৮৫৭-র যুদ্ধকালে সরকারের দুদু মিএগ্রাকে আটক করার খবর পত্রিকাটি আনন্দের সঙ্গে পরিবেশন করে। মিশনারি পত্রিকাগুলি এই আন্দোলনের প্রতি একেবারেই প্রসন্ন ছিল না। তবে উনিশ শতকে মিশনারিদের একটি পত্রিকাই ফরাজি মতবাদ এবং দুদু মিএগ্রার কার্যকলাপকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। দুদু মিএগ্রার জনপ্রিয়তার পিছনের কারণটি কি পত্রিকাটি তাও দেখাতে চেষ্টা করে। পত্রিকাটির মতে ফরাজি মতবাদ ওহাবি মতবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র।

দুদু মিএগ্রার মৃত্যুর পরবর্তীকালে ফরাজি আন্দোলন সম্পর্কে পত্রিকা-সম্পাদকদের আগ্রহের অভাব চোখে পড়ার মতো। এর কিছু কারণও আছে। দুদু মিএগ্রার সময়কাল (বিশেষ করে ১৮৪০-৪৭) ছাড়া এই আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় আন্দোলন, এবং এর আবেদনও ছিল গ্রামীণ দরিদ্র মুসলমানসমাজে সীমাবদ্ধ। বিত্তবান মুসলমান কিংবা হিন্দুরা এই আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহবোধ তো করেইনি, বরং বিরাগই পোষণ করত। উনিশ শতকে জমিদার-নীলকরের অত্যাচার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকসমাজকে জর্জরিত করে তুলেছিল। ফলে বাংলার কৃষকসমাজে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ব্যাপক অসন্তোষ। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে কৃষকসমাজে বর্তমান এই অসন্তোষের কোনও সুযোগ ফরাজিরা নিতে পারেনি। হিন্দু কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অত্যাচারীর মোকাবিলা করার চেয়ে তারা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে ছিল বেশি আগ্রহী। কৃষকসমাজে বর্তমান অসন্তোষের সুযোগ ফরাজিরা

না নেওয়ায় 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' একই সঙ্গে বিস্ময় এবং স্বস্তি প্রকাশ করে বলে, 'The wonder is that they have not taken any advantage of the disconted state of peasantry..... luckily the Ferazis oppress instead of uniting with the Hindoos'. ('ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', ২৩.১.১৮৬২)। আসলে ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় ঝোঁক, দূরদৃষ্টির অভাব ও দলমত নির্বিশেষে কৃষকসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারার জন্য ফরাজি আন্দোলন জনমনে সেরকম কোনও দাগ কাটতে পারেনি। তাছাড়া ফরাজিদের মধ্যে তিতুমিরের মতো কোনও নেতার আবির্ভাব হয়নি। এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নায়ক দুদু মিঞার কার্যকলাপে ব্রিটিশ বিরোধিতার চিহ্নমাত্র ছিল না। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়া দূরে থাক, ব্রিটিশ সরকারের সাফল্য এবং সমৃদ্ধিই দুদু মিঞা কামনা করতেন। সরকারি পদ অথবা পেনসন চেয়ে সরকারের কাছে বারবার তিনি আবেদন করেন। আসলে ফরাজিদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে, জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে এবং মামলা-মোকদ্দমায় তাঁর সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিজীবনও তিতুমিরের মতো কলঙ্কশূন্য ছিল না। লুণ্ঠিত ধনসম্পদের একটা বিরাট অংশ আত্মসাৎ করে বহুপত্নীক এই মানুষটি সম্পদশীল হয়ে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়। এইসব কারণেই, তাঁর জীবনকাহিনী রচনায় তেমন আগ্রহ কেউ বোধ করেননি। তবে দুদু মিঞার জীবনকাহিনী যে রচিত হওয়া উচিত—উনিশ শতকেই এমন কথা কেউ কেউ ভেবেছিলেন। ১৩০৫-এর ভাদ্র মাসের 'নব্যভারত' পত্রিকায় বিহারিলাল সরকারের 'তিতুমীর' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, 'বিহারী বাবু দেশবিখ্যাত দুধু মিঞার জীবনচরিত লিখিলে দেশের অনেক উপকার হইবে।' 'দেশের অনেক উপকার হইবে'—এই আশ্বাস পাবার পরও, বিহারিলাল বা অন্য কেউ কিন্তু দুদু মিঞার জীবনচরিত লিখতে এগিয়ে আসেননি।

৭

জমিদার-নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকসমাজ বারবার প্রতিরোধ গড়ে তুললেও, মহাজনের সর্বগ্রাসী ভূমিকার প্রতিবাদে তেমনভাবে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু মহাজনের সীমাহীন শোষণ আর অত্যাচার ১৮৫৫-য় নিরীহ, শান্তিপ্রিয় একটি সম্প্রদায়কে বিদ্রোহী করে তুলল। সৎ, পরিশ্রমী, সাঁওতালদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠা যে আকস্মিক কোনও ব্যাপার নয়—তা বোঝার জন্য একটু পূর্ব ইতিহাস জানা দরকার।

১৮২৩-এ সরকারি সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হবার সময়, দামিন-কো (বর্তমান সাঁওতাল পরগণা) ছিল ঘোর জঙ্গলে পূর্ণ একটি অঞ্চল। হিংস্র জন্তুরা অবাধে এখানে বিচরণ করত। দুর্গম এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে সরকারের পক্ষ থেকে সাঁওতালদের উৎসাহ দেওয়া হয়। বলা হয়, অপরিষ্কৃত জমির জন্য প্রথম তিন বছর কোনও খাজনা দিতে হবে না, পরবর্তীকালেও খাজনার পরিমাণ হবে নগণ্য। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে উৎসাহিত হয়ে সাঁওতালরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়াই করে, জঙ্গল হাসিল করে এই অঞ্চলকে বসবাস ও আবাদযোগ্য করে তোলে। তা করার পর, সরকারি খাজনা বেড়েই চলে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সরকারের এই কাজ সাঁওতালদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।

বাড়তি খাজনা দিয়েও, সাঁওতালদের রেহাই ছিল না। সরকারি এই সম্পত্তির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল সুপারিনটেনডেন্ট পনেটের ওপর, তিনি আবার তা সংগ্রহ করার ভার দিয়েছিলেন নায়েব-সুজোয়ালদের। এরা

শুধু খাজনা আদায় করেই তুষ্ট হত না, জমিদারদের মতো নানারকম সেস আদায় করে সাঁওতালদের নাজেহাল করত। এ-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনও ফল হয়নি।

পতিত জমি উদ্ধার করে, ফসল ফলিয়ে, সাঁওতালরা যখন ধীরে ধীরে তাদের নয়া বাসভূমিকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখনই আশপাশের বাঙালি জমিদারদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল এই অঞ্চলটির ওপর। সুযোগ বুঝে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে ব্যবসায়ী-মহাজনশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। থানা-আদালত বসল, সঙ্গে এলো পুলিশ আর আমলা। রেলপথ বসানোর কাজ করতে এলো ইউরোপীয় কন্ট্রাকটর আর রেলওয়ে ইনসপেকটরের দল। এদের সকলের অত্যাচারে সাঁওতালদের জীবন হয়ে উঠল অতিষ্ঠ। এদের মধ্যে মহাজনের অত্যাচার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিল। সাঁওতালদের সঙ্কটের সময় (বিশেষ করে বর্ষাকালে) মহাজনরা তাদের কিছু অর্থ বা শস্য ঋণ দিয়ে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসত। শুধু সুদটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে ওজনে ঠকানো, নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জাল খত তৈরি করা, প্রতিবাদ জানালে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে সর্বস্বান্ত করা হয়ে উঠল মহাজনদের নিত্যকর্মপদ্ধতি। মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু বলেন, এই মহাজনগুলো এক টাকা ধার দিয়ে সুদ হিসাবে পাঁচ টাকা আদায় করে এবং যা খুশি দামে আমাদের ফসল কেনে। কেউ যদি তা দিতে না চায়, তাহলে তার কান মুলে দেয়, মারধোর করে। মহাজনদের এই আচরণের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের মধ্যে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্রোহের পথে পা না বাড়িয়ে তারা আবেদন-নিবেদনের পথ ধরে। ১৮৪৮ থেকেই তারা মহাজন, নায়েব-সুজোয়াল ও রেলওয়ে কন্ট্রাকটর্‌দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুপারিনটেনডেন্ট ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করতে থাকে। মহাজনদের অত্যাচারের কোনও প্রতিবিধান খুঁজে না পেয়ে, ১৮৪৮-এ দামিন-কো অঞ্চলের তিনটি গ্রামের সমস্ত সাঁওতাল অধিবাসী গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। যত দিন যেতে থাকে, মহাজনের অত্যাচারও ততই বাড়তে থাকে। মহাজনরা যে বাড়াবাড়ি করছে—সরকারি কর্তৃপক্ষও তা বুঝতে পারেন। তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবা হয়। কিন্তু সরকারি সব ব্যবস্থাই থেকে যায় কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ।

সাঁওতালদের অবস্থা কিভাবে উন্নত করা যায়, কিভাবে মহাজন ও অন্যান্য অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই চিন্তাভাবনা করছিলেন কানু আর তাঁর ভাই সিধু। অনেক চিন্তাভাবনার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না। সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই এই সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর এই কর্মকাণ্ডে গোটা সাঁওতালসমাজকে শামিল করতে না পারলে যে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তাও তাঁরা উপলব্ধি করলেন। তবে প্রথমেই সরাসরি বিদ্রোহের ডাক না দিয়ে সিধু-কানু একটু কৌশলের সাহায্য নিলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে ঠাকুর স্বয়ং তাঁদের দেখা দিয়েছেন। তিনি সিধু আর কানুকে সাঁওতালদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরাসরি সরকারকে জমা দিতে বলেছেন। বলদের লাঙলের জন্য দু' আনা আর মোষের লাঙলের জন্য চার আনা খাজনা ধার্য করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, দামিনের সমস্ত জমি সাঁওতালদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করতে হবে; মহাজনদের এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার এবং জমিদারদের বসতবাড়ি ছাড়া অন্য সব সম্পত্তি কেড়ে নেবার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। সাঁওতালদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য সিধু-কানু ঘোষণা করলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছেন। সাঁওতালদের বিদ্রোহে শামিল হবার আহ্বান জানিয়ে তাঁরা একটি পরোয়ানা প্রচার করলেন। এতে তাঁরা জানালেন, সাঁওতালদের জন্য ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবেন, তিনি নিজের

হাতে সব সাহেবকে বধ করবেন। তাঁর আশীর্বাদে সাহেবদের বন্দুকের গুলি সাঁওতালদের আঘাত করবে না। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হবে মৃত্যু। মহাজনরা ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী। আমলারা সব খারাপ নিয়মকানুন করেছে—এর জন্য দায়ী সাহেবরা। ঠাকুর বলেছেন, এ দেশ সাহেবদের নয়। তিনি নিজে সাঁওতালদের হাতে যুদ্ধের অস্ত্র তুলে দেবেন। (*Judicial Pros. No. 221*, 23.8.1855)।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। নিপীড়িত ক্ষুব্ধ সাঁওতালদের সরাসরি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আহ্বান না জানিয়ে সিধু-কানু কেন গোটা ব্যাপারটা ঠাকুরের আদেশ বলে প্রচার করলেন। আসলে এটা একটা কৌশল ছাড়া কিছু নয়। অন্যান্য আরও অনেক আদিম জনগোষ্ঠীর মতো সাঁওতালরাও ধর্মভীরু একটি সম্প্রদায়। দৈববাণী ও অন্যান্য অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তাদের অগাধ বিশ্বাস। মানুষের আহ্বানে সাড়া দিতে ইতস্তত করলেও, দেবতার আদেশকে তারা মনে করত অলঙ্ঘনীয়। সিধু-কানু সাঁওতাল চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতা জানতেন বলেই ঘোষণা করেন, বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত তাঁদের নয়, এ সিদ্ধান্ত স্বয়ং ঠাকুরের। ঠাকুর স্বয়ং সাঁওতালদের জন্য যুদ্ধ করবেন। যেসব সাঁওতাল এই যুদ্ধে অংশ নেবে, তারা হবে ঠাকুরের কৃপাধন্য, শত্রুর গুলি তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। ব্যাপারটা আরও বিশ্বাস্য করে তোলার জন্য, সিধু-কানু শুধু ঠাকুরের আবির্ভাবের কথাই প্রচার করলেন না, তাঁরা জানালেন যে বিদ্রোহ করার জন্য ঠাকুর তাঁদের লিখিত নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে গেছেন। সিধু-কানুর কাছে সাঁওতালরা যখন শুনল, স্বয়ং ঠাকুর তাদের যুদ্ধ করতে বলেছেন, তখন সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় মুক্ত হয়ে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হল বিদ্রোহের জন্য।

আর একটা বিষয়ও এখানে বলে নেওয়া দরকার। দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে যুদ্ধ করার কথা, শুধু সিধু-কানুই বলেননি, এই ধরনের গণ-অসন্তোষের নায়করা প্রায় সবাই সহযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য দৈব আদেশ পাওয়ার কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত তিতুমিরের কথা স্মরণ করতে পারি। কোম্পানির ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আগে তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, সাহেবদের গুলি তাদের স্পর্শ করবে না, সব গোলা তিনি খেয়ে নেবেন। মুণ্ডা বিদ্রোহের নায়ক বীরসা মুণ্ডাও তাঁর অনুগামীদের বলেন, সৈন্যদের গোলা তাদের আঘাত করবে না, ঈশ্বরের কৃপায় তা পরিণত হবে জলে।

যাই হোক, সিধু-কানুর পরোয়ানা পাবার পর সাঁওতালদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কর্মপদ্ধতি ঠিক করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার সাঁওতাল ভাগনাদিহিতে সমবেত হল। সাঁওতালদের জমায়েত হবার খবর পেয়ে দিঘির দারোগা মহেশ দত্ত কয়েকজন বরকন্দাজ নিয়ে ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করেন। কয়েকজন মহাজনও তাঁর সঙ্গী হয়। ভাগনাদিহির তিন মাইল দূরে সিধুর নেতৃত্বাধীন একদল সাঁওতালের সঙ্গে তাঁর দেখা। উভয়পক্ষে উত্তপ্ত কিছু বাক্য বিনিময়ের পর সিধু নিজের হাতে দারোগাকে হত্যা করেন, কানুর হাতে প্রাণ হারায় দারোগার সঙ্গী মানিকরাম মহাজন। কয়েকজন বরকন্দাজও নিহত হয়।

ঘটনাপ্রবাহ এখানেই থামল না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সাঁওতালরা। মহাজন, নায়েব-সুজোয়াল, রেলওয়ে কণ্ট্রাকটর প্রভৃতি অত্যাচারীরা হল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। ১৮৫৫-র জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিদ্রোহ প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিহারের একাংশ এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের বিরাট অঞ্চলে সাঁওতালদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২ জুলাই নাগাদ কলকাতায় এই অভ্যুত্থানের খবর এসে পৌঁছয়। বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকার সেনাতলব করেন। বাংলার ধনী-জমিদাররা এই সংকটকালে সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায়। তীর-ধনুক, কুঠার-কুড়ুল নিয়ে সাঁওতালরা নির্ভয়ে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় নামে। তাদের নির্ভীক মনোভাব ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর দুঃসাহস শাসকগোষ্ঠীকে হতবাক করে। কিছুতেই তাদের বশ

মানাতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত সরকারকে উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করতে হয়। প্রায় ৮ মাস ধরে বীর বিক্রমে লড়াই চালানোর পর সাঁওতালবাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

এই বিদ্রোহের খবর কলকাতায় এসে পৌঁছলে অনেকেই প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। পত্রিকা-সম্পাদকদের কেউ কেউ এটাকে গুজব বলেই ধরে নেন। পরে যখন তাঁরা বুঝতে পারেন, প্রাপ্ত খবরের কোনটাই গুজব নয়—সবটাই সত্য, তখন তাঁরা নতুন করে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহকালের যেসব পত্রিকা দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি, তা থেকে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে পত্রিকাগুলির মনোভাবের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজবিরোধী এই অভ্যুত্থানকে কোনও পত্রিকাই সুনজরে দেখেনি। তবে কোনও কোনও পত্রিকা সহানুভূতির সঙ্গে এই বিদ্রোহের কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে, কেউ কেউ আবার সে পথে না গিয়ে বিদ্রোহীদের মুণ্ডপাত করাকেই কর্তব্যজ্ঞান করেছে। 'বেঙ্গল হরকরা'র কথাই ধরা যাক। সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রচুর খবরাখবর প্রকাশ করলেও, এই বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের বিশেষ কোনও চেষ্টা পত্রিকাটি করেনি। অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস সাঁওতালদের বিদ্রোহী করে তুলেছে বলে পত্রিকাটি বিশ্বাস করত। যে কারণে পত্রিকাটি একে *fanatical movement* হিসাবে চিহ্নিত করে। যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত বিবরণ পত্রিকাটি প্রকাশ করত। যেমন, কোনও গ্রাম লুট করার পর সাঁওতালরা নাকি কয়েকজন করে গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কেটে কালীর কাছে উৎসর্গ করত। ('বেঙ্গল হরকরা', ৩.৮.১৮৫৫)। সাঁওতালদের রক্তপিপাসু প্রবঞ্চক একটি সম্প্রদায় হিসাবে তুলে ধরতে পত্রিকাটি দ্বিধা করেনি। এইরকম একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে সরকারের নরম মনোভাব পত্রিকাটিকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে সরকারের কাছে পত্রিকাটি দাবি জানায়, সিধুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ফাঁসিতে লটকাও, কানু আর তাঁর দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসিতে ঝোলাও। ('বেঙ্গল হরকরা', ১৯.৯.১৮৫৫)। বিদ্রোহী দুই নেতা সিধু-কানুর কথা বলতে গিয়ে সম্পাদক ন্যূনতম সৌজন্য দেখানোও প্রয়োজন মনে করেননি। পত্রিকাটির মতে এই দুই ভাই *accomplished Knaves* ছাড়া কিছু নয়। সাঁওতালদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং তাদের সঙ্গে বাঙালিসমাজের নিম্নবর্গের যোগাযোগের কথা পত্রিকাটি বারবার বলে। বিদ্রোহ দমনের জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে মার্শাল ল জারির প্রয়োজনীয়তার কথা পত্রিকাটি একাধিকবার সরকারের কাছে তুলে ধরে।

'বেঙ্গল হরকরা'র মতো একালের আর একটি পত্রিকা 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'ও এই বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহীদের সম্পর্কে বিরাগ ছাড়া আর কিছু পোষণ করত না। পত্রিকাটির মতে ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে আশীর্বাদপুষ্ট সাঁওতালরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উন্মাদনায় এই কাজ করেছে। এই বিদ্রোহের কার্যকারণ বিশ্লেষণ না করে, সম্পাদক বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে এর তুলনা করেন। ('ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', ১৯.৭.১৮৫৫)। বিদ্রোহীদের বন্য লুটেরা এবং তাদের নেতাকে ডাকাত সর্দার বলতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। বিদ্রোহী সাঁওতালদের পেগুতে নির্বাসনে পাঠানোর প্রস্তাবও পত্রিকাটি করে। তবে বিদ্রোহী নেতা সিধুর স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হবার পর, পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি একটু পালটায়। এইকালে বিদ্রোহের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকাটি লেখে, শুধু লুণ্ঠন, উত্তেজনা আর রক্তপাতের বন্য ইচ্ছা এই বিদ্রোহের জন্ম দেয়নি—এর পিছনে অন্য কারণও আছে। মহাজনের সীমাহীন অত্যাচার ও তার প্রতিকারে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই—এই বিদ্রোহের মূলে।

'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র মনোভাবের সঙ্গে এইকালের দুটি বাংলা পত্রিকার মনোভাবের মিল চোখে পড়ে। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই বিদ্রোহকে বোঝার কোনও চেষ্টা করেননি।

সাঁওতালদের মতো সৎ, সরল, শান্তিপ্রিয় একটি সম্প্রদায় কেন এ পথ বেছে নিল—তা জানার চেষ্টা না করে, তিনি মহা উৎসাহে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করতে থাকেন। বিদ্রোহী দুই নায়ককে পত্রিকাটি 'রাজ্যলোভী বুজরুক ভ্রাতাদ্বয়' বলে অভিহিত করে। 'অবিনীত অসভ্য', 'দুরাত্মা' সাঁওতালদের অত্যাচারের কথা শুনে সম্পাদকের 'হৃদয় কম্পিত' হতে থাকে, চোখে উপস্থিত হয় 'শোকসলিল'। সাঁওতালদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাকি সম্পাদকের 'কাষ্ঠের লেখনী ক্রন্দন করিতেছে'। কি অমানবিক অত্যাচার সাঁওতালরা করছে তার পরিচয় দিতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে : 'সাঁওতালদিগের অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহারা জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তান লইয়া তাহার সম্মুখেই তাহাকে কাটিয়া রক্ত গর্ভধারিণীকে বলদ্বারা পান করায় এবং ঐ অভাগিনীকে অল্পাগ্নিতে দগ্ধ করতঃ বধ করে।' বলে রাখা ভালো, বিদ্রোহীদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশে 'সংবাদ প্রভাকর' সমকালীন সমস্ত পত্রিকাকে টেক্কা দিয়েছে।

এইকালের আর একটি পত্রিকা 'সমাচার সুধাবর্ষণ'ও এই বিদ্রোহকে বোঝার বিশেষ কোনও চেষ্টা করেনি। 'অতি ভয়ানক', 'অসভ্য দুরাচারি' সাঁওতালদের অত্যাচারের কথা লিখতে 'সুধাবর্ষণ'-সম্পাদকের 'বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ' হত। সাঁওতালরা 'বন্যজন্তু'। তাদের মতো নিষ্ঠুর কাজ 'ব্যাঘ্রাদি পশুরাও' করেনা। 'দুরাত্মা' সাঁওতালদের উচিত শিক্ষা দিতে আগ্রহী সম্পাদক দ্বিধাহীন কণ্ঠে 'সন্তালকুলের সর্ব্বনাশ হউক'—এই কথা উচ্চারণ করেন। বাঙালিসমাজের গয়লা, কামার, কলু ইত্যাদিদের সঙ্গে সাঁওতালদের যোগাযোগের দিকে পত্রিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ('সমাচার সুধাবর্ষণ', ৯.৮.১৮৫৫)। 'সুধাবর্ষণ'-এর মতে 'মুষিকতুল্য' সাঁওতালদের দমন করতে না পারাটা সরকারের পক্ষে খুবই লজ্জার ব্যাপার। পত্রিকাটি বুঝতে পারে এই সঙ্কটকালে প্রজাদের রক্ষা করা রাজার সাধ্যের বাইরে। রাজা রক্ষা করতে না পারলেও 'এ দুঃসময়ে প্রজাসকলকে উপরিস্থ মহারাজ রক্ষা করিবেন' বলে পত্রিকাটি সবাইকে আশ্বস্ত করে। বিদ্রোহ মোটামুটি শান্ত হয়ে এলে পত্রিকাটি এর কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়। সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেনের মতে এই বিদ্রোহের দুটি কারণ। প্রথম, রেল কর্মচারীদের অত্যাচার—তারা 'সাঁওতালদের একগুণে দশগুণ খাটাইলেন, তদুপযুক্ত বেতন দিলেন না, তাহারা চুক্তি মত উপযুক্ত বেতন চাহিল, রেল রোড কর্ম্মচারীগণ তাহারদিগকে মারিয়া ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন এবং কেহ২ যুবাকালাবস্থিতা সন্তাল কান্তাদিগকে বলাৎকার করিলেন ইহাতেই দক্ষিণাংশের সন্তালদল জাতক্রোধ হইয়া দলবদ্ধ হইতে লাগিল, এই এক কারণ।' দ্বিতীয় কারণ—সাঁওতালদের নিষ্কর ধানের জমিতে করস্থাপন। বিঘাপ্রতি এক আনা কর ধার্য করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সাঁওতালরা দারোগাকে ৫০০ টাকা দেয় এবং পরে আরও ৫০০ টাকা দেবে বলে। কিন্তু কর ধার্য হয় অনেকবেশি। দারোগা গৃহীত অর্থ ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে—এরপরই অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় বিদ্রোহ। ('সমাচার সুধাবর্ষণ', ২২.৯.১৮৫৫)। সাঁওতাল বিদ্রোহের সব কারণগুলি 'সুধাবর্ষণ'-সম্পাদকের জানা ছিল না। থাকলে, হয়তো তিনি এই বিদ্রোহকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন।

এইকালের সম্পাদকদের সকলেই কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহকে নিছক বর্বরতার প্রকাশ বলে মনে করতেন না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক। যাদের ক্রমান্বয় অমানবিক অত্যাচার সাঁওতালদের মতো সৎ এবং শান্তিপ্রিয় একটি সম্প্রদায়কে বিদ্রোহী করে তুলেছে—তাদের শাস্তি হওয়া উচিত বলে পত্রিকাটি মনে করত। হরিশচন্দ্র অবশ্য সাঁওতালদের কোনও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা আছে, একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না—তাঁর মতে শান্তিপূর্ণভাবে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদেই তাদের এই অভ্যুত্থান। কিছুদিন পরে বিদ্রোহের বিস্তার লক্ষ্য করে হরিশচন্দ্র একটু শঙ্কিত হয়ে পড়ে মন্তব্য করেন, একসময়ে সাঁওতালরা

হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় জঙ্গল ও পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু বর্তমানে লুণ্ঠন আর ধ্বংসের নেশা তাদের পেয়ে বসেছে। এর ফলে এই অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়েছে এবং একে দমন করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ২.৮.১৮৫৫)। এইকালে বিদ্রোহীদের অত্যাচারের কিছু অতিরঞ্জিত বিবরণও পত্রিকাটি প্রকাশ করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহী নেতাদের শাস্তিও দাবি করে। কিন্তু তাই বলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পত্রিকাটি 'বেঙ্গল হরকরা'র মতো সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দেয়নি। যে কারণে বিদ্রোহী সাঁওতালদের পেগু পাঠাবার যে প্রস্তাব 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' করে, হরিশচন্দ্র তার সমালোচনা করেন। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে মার্শাল ল জারি করাকেও 'পেট্রিয়ট' প্রীতির চোখে দেখেনি। বিদ্রোহের আগুন প্রায় নিভে এলে হরিশচন্দ্র এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন : 'The Sounthal outbreak is less a rebellion than a revolutionary movement. It was not the lost sovereignty of the Manjees and the Thakoors to restore which the savages of Domon-i-Koh took up arms, but to obtain exemption from the high taxes of the British revenue officer, the rack-rents of the Bengalee zemindar and the snurious demands of the Hindoo Mohajun that they rose in a body. The proximate impulse might have been given by other causes, but the efficient causes were a sense of oppression suffered at the hands of a race dominant by tradition.' ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ১৩.৯.১৮৫৫)। অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং মহাজনি শোষণের ফলে সৃষ্ট অসন্তোষই যে বিদ্রোহ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে— পরের সংখ্যায় পত্রিকাটি আবারও তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ২০.৯.১৮৫৫)।

সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণ যে হরিশচন্দ্র মোটামুটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজকের পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে সাঁওতাল বিদ্রোহকে আমরা যে চোখেই দেখি না কেন, সমকালের অস্থির পটভূমিতে বসে এর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এ-বিষয়ে হরিশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সমকালীন অন্যান্য বাঙালি সম্পাদকদের মতামতের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'-এর সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষও কিছুটা মুক্তদৃষ্টিতে এই বিদ্রোহকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্রোহ শুরু হবার অল্পদিনের মধ্যে তিনি তাঁর পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংগঠিত কোনও বিদ্রোহ বা রাজনৈতিক অপরাধ নয়। দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতালরা অত্যাচারিত হচ্ছিল—স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর প্রতিবিধান করবেন, সরলমনা সাঁওতালরা এই প্রত্যাশা করেছিল। প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে আইন তারা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ায় এই দাঙ্গা বাঁধে। ('হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', ৩০.৭.১৮৫৫)। এই বিদ্রোহের অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশে বা বিদ্রোহী নেতাদের সম্পর্কে অবমাননাসূচক উক্তি করতে কাশীপ্রসাদ বিন্দুমাত্র উৎসাহবোধ করেননি।

এইকালের দু'একটি সাহেবি কাগজও কিছুটা মুক্তদৃষ্টিতে এই বিদ্রোহকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করে। এইকালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'সিটিজেন' বিদ্রোহের খবর প্রকাশে তৎপরতা দেখালেও, অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করে জনমনকে বিভ্রান্ত করার কোনও চেষ্টা করেনি। এইকালে জনগণ যে স্বাধীনভাবে বিদ্রোহ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারত না—পত্রিকাটি থেকে তা আমরা জানতে পারি। সামরিক আইনের তোয়াক্কা না করে সাঁওতালরা কিভাবে নির্ভয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—সে কথা জানাতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি।

এইকালের আর একটি পত্রিকা 'মর্নিং ক্রনিকাল' একদিকে এই বিদ্রোহ দমনের ব্যর্থতার জন্য সরকারের তীব্র

সমালোচনা করেছে, অন্যদিকে কোন পরিস্থিতিতে সাঁওতালরা অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে তার দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সঙ্কটকালে সরকার তার প্রজাদের রক্ষা করতে অক্ষম—বিদ্রোহের ফলে এই যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তা মুছতে বহুকাল সময় লাগবে বলে পত্রিকাটি মনে করত। ('মর্নিং ক্রনিকাল', ১০.৮.১৮৫৫) অর্থগৃধ্নু মহাজনদের কবল থেকে, দুর্ভাগা কৃষকদের রক্ষা করার ব্যাপারে, সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে দিয়েছে বলে পত্রিকাটি মতপ্রকাশ করে। একালের অন্য অনেক পত্রিকা বিদ্রোহী নেতাদের প্রতি বিষোদ্‌গারে এবং তাদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশে উৎসাহবোধ করলেও, 'মর্নিং ক্রনিকাল' তা করেনি। বিদ্রোহী নেতা কানুর খবরাখবর পরিবেশনকালে পত্রিকাটি যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করে। বিদ্রোহ দমনের পর সরকারকে তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে, এই বিদ্রোহের কারণ ভুলে গেলে চলবে না। মহাজনের সীমাহীন অত্যাচার এই বিদ্রোহের একটা বড় কারণ। সাঁওতালদের সমস্যা শাসকরা কোনওদিন সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেনি। সৎ, সত্যবাদী, উন্নত চরিত্রের গরিব এই মানুষগুলিকে সুসভ্য করে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অতঃপর গৃহীত হবে বলে পত্রিকাটি আশা প্রকাশ করে। ('মর্নিং ক্রনিকাল', ৭.৪.১৮৫৬)।

৮

সাঁওতাল বিদ্রোহের পর বছর তিনেক যেতে না যেতে বাংলার কৃষকসমাজ নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। বাংলাদেশে নীলচাষের সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অনুকূল জলবায়ু, শস্তা মজুরি, শাসকশ্রেণীর আনুকূল্য ইত্যাদি কারণে অল্পদিনের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নীলচাষ ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নীলের ব্যবসা ইংরেজদের একরকম একচেটিয়া হয়ে পড়ে। যশোর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে ওঠে।

এদেশে ব্যবসা শুরু করার অল্পদিনের মধ্যেই নীলকরদের লোভ হয়ে ওঠে সীমাহীন। ১৭৯৬-এ দুজন মুসলমান জমিদার একজন নীলকরের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতে অভিযোগ করে বলে, এই নীলকরটি খাদ্যশস্যের জায়গায় নীল বুনে দিয়ে যাচ্ছে এবং দাদনগ্রহণের জন্য প্রজাদের মারধোর করছে। ১৮১০-এ প্রজাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগে চারজন নীলকরের বাংলাদেশে বসবাসের লাইসেন্স বাতিল করা হয়। এই সময় নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল চারটি— (১) হিংসাত্মক কার্যাবলী ; (২) দেশীয়দের বেআইনিভাবে আটক রাখা; (৩) অন্য নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা ; (৪) বেআইনিভাবে রায়তদের শাস্তি দেওয়া। এই ধরনের অত্যাচার-অনাচারের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়ছে, তা ১৩.৭.১৮১০-এ সপারিষদ গবর্নর জেনারেলও স্বীকার করতে বাধ্য হন।

যত দিন যেতে থাকে, অত্যাচারের পরিমাণও তত বাড়তে থাকে। নীলকরের অত্যাচারে সাধারণ কৃষকের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়। নীলকরের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য ১৮২৩-এ ঢাকার নাজিমউদ্দিন ও আরও ৬৩ জন কৃষক জজসাহেবের কাছে এক আবেদনে বলেন, দাদন নিতে তাঁদের বাধ্য করা হয়, তাঁদের সেরা জমিগুলি নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। নীল বুনতে না চাইলে মারধোর করার এবং জোর করে জমিতে নীল বোনার অভিযোগ করে তাঁরা বলেন, যারা স্বেচ্ছায় বা ভয়ে নীলচাষ করে, তারাও এর ফলে

ক্ষতিগ্রস্ত হয় (*Judicial (Criminal) Pros. No.8*, 19.4.1824)। এই সময় নদীয়া থেকেও নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে একটি বেনামী আবেদন পেশ করা হয়। এতেও চাষীদের সেরা জমিগুলি নীলচাষে লাগানোর, দাদন নিতে স্বীকার না করা পর্যন্ত আটক রাখার, মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে সর্বস্বান্ত করার, ওজনে ঠকানোর ও ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নীলকরের মধুর সম্পর্কের জন্য প্রতিকার না পাবার অভিযোগ করা হয়।

কি ধরনের অত্যাচার নীলকররা করত—এই আবেদনদুটি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মারধোর, অবাধ্য প্রজাকে গুদাম ঘরে আটক রাখা, দাদন নিতে বাধ্য করা, সেরা জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করা, জোর করে নীল বোনা, ওজনে ঠকানো, ফসল কেটে নেওয়া, ঘরের মেয়েদের দিকে নজর দেওয়া, মিথ্যা মামলায় প্রজাকে সর্বস্বান্ত করা—এর সঙ্গে ফাউ হিসাবে ছিল অশ্লীল গালিগালাজ।

কিন্তু কেন, কিসের জন্য নীলকররা প্রজাদের ওপর এত অত্যাচার করত? আসলে নীলচাষ কৃষকের কাছে ছিল অলাভজনক। ২৪.৭.১৮৩৫-এ 'ক্যালকাটা কুরিয়র'-এ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক নীলকর লেখেন, ১০টির মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে নীল বোনা চাষীর কাছে অলাভজনক। নীলের ব্যবসার গোটা ব্যাপারটাই থাকত নীলকরের নিয়ন্ত্রণে। যে দাম তারা বলত, সেই দামেই চাষীকে মাল বিক্রি করতে হত, যেভাবে ওজন তারা চাইত, সেটাই মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ফলে সারা বছর খেটে যে নীল চাষী তুলত, কুঠিতে তা জমা দিয়ে লাভ হওয়া দূরে থাক, নীলকরের দেনাই শোধ হত না। এই দেনার জের সারা বছর ধরে কৃষককে টানতে হত। যে কারণে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বলে, নীলকুঠির অর্থ একবার স্পর্শ করলে কৃষকের জীবদ্দশায় তা আর পরিশোধ হয় না। ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ২৯.৭.১৮৫৮)। বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়লেও, নীলের দাম থাকত অপরিবর্তিত। ফলে বছরের পর বছর কৃষককে বহন করতে হত ক্ষতির বোঝা। বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর জন পিটার গ্রান্টের হিসাবমতো অন্য ফসলের পরিবর্তে নীল বুনলে কৃষকের ক্ষতি হয় বিঘাপ্রতি ৭ টাকার মতো।

ক্ষতি স্বীকার করে, কে আর স্বেচ্ছায় নীল বুনতে এগিয়ে আসবে? নীলকররা তাই অবাধ্য প্রজাদের জোর করে বা ভয় দেখিয়ে নীলচাষ করাতো। কেউ প্রতিবাদ করলে, তাকে ধনেপ্রাণে শেষ করে দেওয়া হত। নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করেও কোন লাভ হত না। থানা-পুলিশ নীলকরের হাতের মুঠোয়, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা তো 'এক সানকির ইয়ার'।

অনিচ্ছুক প্রজাদের দিয়ে নীল বোনানোর জন্য নীলকররা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়েই চলে। তাদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে গ্রামাঞ্চলে (বিশেষ করে নদীয়া জেলায়) মিশনারিদের প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। দরিদ্র কৃষক ধর্ম নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, বৈষয়িক চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাদা চামড়ার মানুষদের সম্পর্কে গ্রাম বাংলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে যেসব মিশনারি থাকতেন, তাঁরা দিনের পর দিন নীলকরের অত্যাচারের কথা শুনতে পেতেন, অনেক সময় এইসব অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শীও তাঁদের হতে হত। কখনও কখনও নির্যাতিত প্রজারা নীলকরের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হত। এইসব কারণে, একদল মিশনারি নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁরা বুঝতে পারেন, নীলকররা যদি এভাবে অত্যাচার চালায়, তাহলে গ্রাম বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে চার্চ মিশনারি সোসাইটির তিনজন সদস্য জে. জি. লিংকে, ফ্রেডরিক সুর এবং বমওয়েচ নীলকরদের স্বরূপ উন্মোচনে এগিয়ে আসেন। তাঁদের উদ্যোগকে সমর্থন জানান আলেকজান্ডার ডাফ, জেমস লং এবং আরও কেউ কেউ।

নীলকরদের সমালোচনার কাজটা এতদিন বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং কিছু বিবেকবান রাজকর্মচারী করে আসছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্বেতাঙ্গ মিশনারিরা যখন তাদের কাজকর্মের প্রকাশ্য সমালোচনা শুরু

করলেন, তখন তার প্রতিক্রিয়া হলো ব্যাপক। সবাই বুঝতে পারলেন, নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রচলিত অত্যাচারের অভিযোগগুলি মোটেই ভিত্তিহীন নয়। মিশনারিদের অভিযোগগুলি যে সত্য নয়, তা প্রমাণ করতে একদিকে যেমন নীলকররা উঠেপড়ে লাগল, অন্যদিকে শুরু করল মিশনারিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার। মিশনারিদের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়াও, তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর একটি অভিযোগ এনে বলা হল, ধর্মপ্রচারক হিসাবে নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে তাঁরা সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। খ্রিস্টের বাণীবাহক হিসাবে মানুষের মধ্যে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী ছড়িয়ে না দিয়ে, তাঁরা একশ্রেণীকে আর একশ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছেন।

অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর সব অভিযোগ বছরের পর বছর নীলকরদের বিরুদ্ধে জমতে জমতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিস্ফোরক এক অবস্থায় পৌঁছয়। এইকালে নীলকরদের অত্যাচারে প্রজারা ভীত সন্ত্রস্ত, জমিদাররা বিরক্ত, মিশনারিরা বিব্রত। কিছু কিছু রাজকর্মচারী এমনকি স্বয়ং লেফটেনান্ট গবর্নর পর্যন্ত তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ক্ষুব্ধ। এইরকম একসময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা থেকে প্রজারা বুঝতে পারল, নীলচাষ করা না করাটা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছাধীন।

অনিচ্ছুক প্রজার জমিতে নীল বোনাটা নীলকরের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। চরঘাটের নীলকরও এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করলে, কৃষকরা বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট ইডেনের সাহায্য প্রার্থনা করে। ইডেন প্রজাদের পাশে দাঁড়ান এবং ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৯-এ বাংলাভাষায় একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে জানিয়ে দেন, নীলচাষ করা বা না করা সম্পূর্ণ চাষীর ইচ্ছাধীন এবং এ-ব্যাপারে তার ওপর কোনওপ্রকার বলপ্রয়োগ বেআইনি। ইডেনের এই আচরণ নীলকরদের ক্ষুব্ধ করে। তাঁর বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূতভাবে নীলকরের কাজে বাধাদানের অভিযোগ আনা হয়। সবদিক খুঁটিয়ে দেখে ১৩মে, ১৮৫৯-এ সরকার ইডেনের কাজকে আইনানুগ বলে স্বীকার করে নেন। নীলচাষের ব্যাপারে সরকারি কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে সরকার ঘোষণা করেন: 'The Govt. officers must leave both parties freely to make their own bargains, as may best suit their interests, neither encouraging nor discouraging one sort of cultivation more than other.' (*Selections from the Records of the Govt. of Bengal, No. 33, Part 1*, p. 160)

ইডেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল। কোনও কোনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও (যেমন কালুরার হেমচন্দ্র কর) নীলকরের জবরদস্তি থেকে প্রজাদের বাঁচাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। নীলচাষ সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের আভাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে বারাসাত অঞ্চলের কৃষকরা ঠিক করল, নীল আর তারা বুনবে না। কিছুদিনের মধ্যে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, যশোর, রাজসাহীর কৃষকরাও একই পথের পথিক হল। মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে ফরিদপুর, ঢাকা, মালদা — সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে নীলবিরোধী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ল।

নীল বিদ্রোহের দুটি দিক—একটি অসহযোগিতার দিক, অন্যটা প্রতিরোধের দিক। নীল বুনব না—এই প্রতিজ্ঞা করেই চাষীরা ক্ষান্ত হল না, নীলকর এবং তার কর্মচারীদের নানাভাবে বিপাকে ফেলতে লাগল। নীলকরদের কাজের লোক মেলা দুরূহ হয়ে উঠল, নীল কুঠির দেওয়ান-গোমস্তা ও অন্যান্যদের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে একরকম একঘরে করা হল। অনেক ক্ষেত্রে কুঠির কর্মচারীদের জাতিচ্যুত করা হল। কোথাও কোথাও অবস্থা এমন দাঁড়াল যে কুঠির ম্যানেজারদের পক্ষে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা দায় হয়ে উঠল। শালঘর মধুয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকর কেনি সাহেব যশোর যাবার জন্য দুদিন ধরে পালকি বেয়ারার সন্ধান করলেও, কেউই তাঁকে নিয়ে যেতে রাজি হল না। খাজনা দেওয়াও কৃষকরা বন্ধ করল, মামলা-মোকদ্দমা করেও নীলকররা সুবিধা করে উঠতে পারল না।

শুধু অসহযোগিতাই নয়, প্রয়োজনমতো কৃষকরা নীলকরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও ব্যবস্থা করল। নীলকররাও মুখ বুজে ব্যাপারটাকে মেনে নিল না। প্রজাদের জব্দ করতে তারাও উঠে পড়ে লাগল। নীলকরের অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য কৃষকরা একটি উপায় বার করে। নীলকরের আক্রমণের খবর জানানোর জন্য প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে একটি করে ঢাক বা দুন্দুভী রাখা হল — তার আওয়াজ শুনতে পেলে সকলে বুঝত, নীলকরের লোকেরা আক্রমণ করেছে, তখন আশপাশের গ্রাম থেকে শত শত কৃষক লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসত। ইট, কাঁচা বেল, পেতলের থালা, লাঠি, সড়কি নিয়ে গ্রামবাসীরা নীলকরের হাঙ্গামার মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকত।

এইকালে কৃষকদের সঙ্গে নীলকরদের দু'একটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হলেও, নীল বিদ্রোহ ছিল মোটামুটিভাবে রক্তপাতহীন একটি বিদ্রোহ। যে কারণে কেউ কেউ একে 'বিদ্রোহ' না বলে 'ধর্মঘট' আখ্যা দিতে আগ্রহী। নীলকরের অত্যাচারের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য। তাঁদের সে লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছিল। কৃষকরা নীলচাষ বয়কট করার অল্পদিনের মধ্যে সরকার এই প্রথার বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। ১৮৬০-এর মে মাসে কাজ শুরু করে আগস্ট মাসের শেষদিকে কমিশন সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে। নীলকরদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হত, কমিশন সেগুলির সত্যতা স্বীকার করে নেয়। নীলচাষ যে অলাভজনক ও জবরদস্তিমূলক, দাদন নিতে প্রজাকে যে বাধ্য করা হয়—একবার দাদন নিলে তিন/চার পুরুষ ধরে যে তার জের চলে — এসব অভিযোগের সারবত্তাও কমিশন স্বীকার করে। কমিশনের মতে কুঠির কর্মীরা চাষীদের সেরা জমি নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করে দেয় — এসব কারণে নীলচাষ কৃষকের কাছে 'irksome, repulsive and harassing in the highest degree.' নীলকর এবং তার কর্মচারীরা প্রজাদের বাড়িঘর ভেঙে দেয়, বাজার লুট করে, সম্ভ্রান্ত লোকদেরও অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘরে আটক রাখে— পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য তাদের এক কুঠি থেকে আর এক কুঠিতে চালান দেওয়া হয়। এমনকি মেয়েদেরও অপহরণ করা হয়। যে গ্রামে নীল চাষ হয়, সে গ্রামের প্রজাদের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। সবদিক বিচার করে কমিশনের সিদ্ধান্ত— 'the whole system is.... vicious in theory, injurious in practice and radically unsound.'

নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর নীলচাষীর অবস্থা বিশেষ পরিবর্তিত না হলেও, সে তার সংগ্রামী শক্তি ও একতার মর্ম বুঝতে পারে। নীলচাষের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ প্রজার ইচ্ছাধীন — সরকারিভাবে এটা ঘোষিত হবার পর থেকে, বাংলায় নীলচাষ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। নীলকরের অত্যাচারও অনেকটা হ্রাস পায়। তবে তাদের অত্যাচার রাতারাতি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মনে করার কোনও কারণ নেই। সময়-সুযোগ বুঝলেই তারা স্বমূর্তি ধারণ করত।

নীলকরের অত্যাচার, তাদের সম্পর্কে মিশনারিদের মনোভাব এবং নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রজা-প্রতিরোধ গড়ে ওঠার বিবরণ উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলি সাগ্রহে প্রচার করে। এ-বিষয়ে বাঙালি সম্পাদিত পত্রিকাগুলির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাহেবি কাগজগুলির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে। বাঙালি সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে নীলকরের অত্যাচারের খবরাখবর নিয়মিত প্রকাশিত হত। নীলকর-মিশনারি বিরোধে পত্রিকাগুলি মিশনারিদের সমর্থন করে। নীল বিদ্রোহকালে বিদ্রোহী প্রজাপক্ষ সমর্থনে এই পত্রিকাগুলি বিশেষ ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে নীলকরের অত্যাচারের খবরাখবর প্রকাশে সাহেবি কাগজগুলির কোনও উৎসাহ ছিল না। মিশনারি-নীলকর

বিরোধে এই পত্রিকাগুলি নীলকরপক্ষ অবলম্বন করে মিশনারিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক চিঠিপত্র ছাপতে ও তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে আরম্ভ করে। নীল বিদ্রোহকালে কৃষকদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণ, নীলকরদের অসহায়তা ও কোনও কোনও রাজকর্মচারীর পক্ষপাতিত্ব তুলে ধরতেই তারা সর্বশক্তি ব্যয় করে।

সাহেবি কাগজগুলির মধ্যে 'বেঙ্গল হরকরা'র নীলকরপ্রীতি সর্বজনবিদিত। এর সম্পাদক ইন্ডিগো প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার জন্য নীলকরদের স্বার্থরক্ষা করাকে কর্তব্যজ্ঞান করতেন। নীল চাষের ফলে দেশের যে অনেক উন্নতি হয়েছে, সে বিষয়ে পত্রিকাটির কোনও সংশয় ছিল না। ('বেঙ্গল হরকরা', ২১.৩.১৮৬০)। নীল বিদ্রোহ শুরু হলে পত্রিকাটি এই বিদ্রোহের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করতে থাকে। অবস্থা দেখে জমিদারদের উল্লসিত হতে নিষেধ করে পত্রিকাটি বলে, দাদন নেওয়া সম্পর্কে কৃষকদের ক্ষোভ কিছুদিনের মধ্যেই খাজনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে রূপান্তরিত হবে। সময় থাকতে জমিদারদের সাবধান হবার উপদেশ দিতেও পত্রিকাটি ভোলেনি। ('বেঙ্গল হরকরা', ৬.৩.১৮৬০)। প্রজাদের এই অভ্যুত্থান শুধু নীলচাষের বিরুদ্ধে নয়, তাদের এই জেহাদ সমস্ত ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে বলে পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করে। ('বেঙ্গল হরকরা', ২৩.৪.১৮৬০)। বিদ্রোহকালে নীলকরদের চিঠিপত্র, তাদের ক্ষোভ পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে প্রকাশ পেত। যারা দাদন নিয়েছে, তাদের চুক্তিমতো কাজ করতে বাধ্য করার জন্য 'হরকরা' একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে সরকারকে অনুরোধ করে। গ্রান্ট, হার্শেল, ইডেন প্রমুখ প্রজাদরদী রাজকর্মচারী সম্পর্কে 'হরকরা'র মনোভাব মোটেই অনুকূল ছিল না। অন্যদিকে নীলকর-দরদী দুই ম্যাজিস্ট্রেট মলোনি ও স্কিনারের প্রশংসায় পত্রিকাটি ছিল পঞ্চমুখ। ('বেঙ্গল হরকরা', ২৪.৪.১৮৬০)। নীলকরপন্থী পত্রিকা হলেও, নীলকর ও নীলচাষের সমালোচনামূলক কিছু চিঠিপত্রও পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে হাঁসখালির মুনসেফ হাচিনসনের লেখা চিঠিদুটির (দুটি চিঠিই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। মিশনারি-নীলকর বিরোধে পত্রিকাটি খোলাখুলিভাবে নীলকরপক্ষ অবলম্বন করে মিশনারিদের সমালোচনায় নামে। পাশাপাশি এ-বিষয়ে মিশনারিদের বক্তব্যকেও প্রকাশ করে।

হরকরা প্রেস থেকে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা উইকলি প্রেস' পত্রিকাটি বিদ্রোহকালে 'হরকরা'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে। 'হরকরা'র সুরে সুর মিলিয়ে পত্রিকাটি বলে, ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানোই হলো বিদ্রোহীদের মূল লক্ষ্য। ('ক্যালকাটা উইকলি প্রেস', ৩.৩.১৮৬০)।

নীলকরপন্থী পত্রিকাগুলির মধ্যে 'ইংলিশম্যান'-এর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে আক্রমণাত্মক। নীল বিদ্রোহের পিছনে নীলকরদের কোনও ভূমিকা আছে বলে পত্রিকাটি মনে করত না—এই বিদ্রোহের পিছনে মিশনারিদের উসকানির কথা পত্রিকাটি বারবার বলে। মিশনারিদের ভূমিকার কঠোর সমালোচক ছিল পত্রিকাটি। বমওয়েচের চিঠির প্রত্যুত্তরে সৌজন্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কুৎসাপূর্ণ যে চিঠিটি ফারলং লেখেন, তা ছাপতে পত্রিকাটি একটুও ইতস্তত করেনি। কৃষকদের ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পত্রিকাটি মিশনারিদের নিজের চরকায় তেল দেবার পরামর্শ দেয়। ('ইংলিশম্যান', ১৯.৩.১৮৬০)। নীলকরদের হিংসাত্মক কাজকর্ম সম্পর্কে মৌনব্রত অবলম্বন করলেও, বিদ্রোহীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল সরব।

এইকালের আর একটি সাহেবি কাগজ 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নীলকরের অত্যাচার নিয়ে মাথা ঘামাত না। নীল বিদ্রোহকালে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত বিবরণ ও নীলকরদের দুর্দশার কাহিনী পত্রিকাটি উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে। নীলকরদের প্রতি 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র এই স্নেহভাব লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের সুরে 'সংবাদ প্রভাকর' মন্তব্য করে 'প্রজারাই দলবদ্ধ হইয়া নীলকুঠিসকল আক্রমণ করিতেছে' আর 'নীলকুঠির লাঠিয়াল

লোকসকলে কুঠিতে বসিয়া পরমেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে' ('সংবাদ প্রভাকর', ৩১.৩.১৮৬০)। নদীয়ার প্রজা-অসন্তোষের জন্য পত্রিকাটি সরাসরি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে দায়ী করে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে এই বিদ্রোহকে দেখানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে, মুসলমানরাই এ বিদ্রোহে প্রধান অংশ নিয়েছে ('ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', ২৯.৩.১৮৬০)। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিনব কিছু নেই। আসলে প্রটেস্টান্ট মিশনারিরা ছাড়া অন্য মিশনারিরা নীলকরের অত্যাচার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা নীলকরদের কার্যকলাপকে প্রশ্রয়ের চোখেই দেখতেন। ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির সেক্রেটারি আণ্ডারহিল ছিলেন নীলকরদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নীল বিদ্রোহকালে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের এই লাইনই 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' অনুসরণ করে। তবে নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি সুর একটু নরম করে নীলকরদের প্রজাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পরামর্শ দেয়।

নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে দেশীয় পত্রিকাগুলি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ছিল সোচ্চার। নীল কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে জেমস লং বলেন, গত ১৬ বছর ধরে দেশীয় পত্রিকাগুলি নীলচাষ প্রথার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং সেগুলির মতামত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের তিরিশের বছরগুলি থেকেই নীলকরের অত্যাচারের খবরাখবর প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎপরতা দেখান। সংখ্যার পর সংখ্যায় পত্রিকাটি নীলকরের অত্যাচার, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষপাতিত্বের বিবরণ তুলে ধরতে থাকে। নীলচাষ সম্পর্কিত মামলা-মোকদ্দমায় বিচারপতিরা যে 'স্বজাতির মানরক্ষার্থে অনায়াসে পক্ষপাত করেন'—একথা পত্রিকাটি বারবার বলে। 'প্রভাকর'-এর এ ধরনের একটি লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমকালীন একটি পত্রিকা বলে, 'The Probhakar complaining the Indigo planters as usual, says that "strict justice from the Magistrates in all cases connected with their oppression is out of question." (ইস্টার্ন স্টার, ২৪.৬.১৮৪৮)। 'প্রভাকর'-এর মতে নীলকরের দৌরাত্ম্যের কথা শুনলে 'পাষাণসদৃশ মনুষ্যেরও অশ্রুপাত' হয়। একবার কেউ দাদন নিলে, তিন পুরুষ ধরে যে ক্রীতদাসের মতো তার জের টেনে চলতে হয় — তাও দ্বিধাহীন কণ্ঠে পত্রিকাটি জানায়। ('সংবাদ প্রভাকর', ১৬.৮.১৮৫৯)। দুরন্ত জমিদারের চেয়ে নীলকর যে অনেকবেশি অত্যাচারী তাও পত্রিকাটি ঘোষণা করে। ('সংবাদ প্রভাকর', ১৫.১২.১৮৫৮)। সারাজীবনই ঈশ্বর গুপ্ত নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখালিখি করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর শেষ লেখাটি ১ মাঘ, ১২৬৫-র 'প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরেও প্রভাকরের নীলকরবিরোধী চরিত্রটি অক্ষুণ্ন থাকে। পরবর্তী সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত সংখ্যার পর সংখ্যায় নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করতে থাকেন। নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নদীয়ায় প্রজা-প্রতিরোধ গড়ে ওঠার বিবরণও তিনি প্রকাশ করেন। নীলকরের অত্যাচার নিবারণের জন্য পত্রিকাটি বারবার সরকারের কাছে আবেদন জানায়। বিদ্রোহকালে নীলকরদের মুখ চেয়ে সরকার নতুন যে আইন জারি করেন, তার সমালোচনা করে রামচন্দ্র বলেন, এই নতুন আইন 'শ্রমজীবি দুঃখি প্রজাদিগের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াজনক।' নীলকরদের সব রকম ভীতি প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে পেট্রিয়ট-সম্পাদক সাহসের সঙ্গে নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকায় প্রভাকর-সম্পাদক তাঁকে সাধুবাদ জানান। ('সংবাদ প্রভাকর', ৩.৩.১৮৬০)।

নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। নীলকরের অত্যাচারের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ করা ছাড়াও, তাদের নানাবিধ অপকর্ম সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখে নীলকরের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা নেয়। নীলচাষ সম্পর্কে

মিশনারিদের বক্তব্য ও মিশনারি-নীলকর বিরোধের আসল কারণ পত্রিকাটি গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে। এই বিরোধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' খোলাখুলিভাবে মিশনারি পক্ষ সমর্থন করে। নীলকরের কাছ থেকে নীলচাষীরা যে ক্রীতদাসের চেয়ে ভালো ব্যবহার পায় না — সে বিষয়ে 'পেট্রিয়ট'-এর কোনও সন্দেহ ছিল না। ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ৩.১২.১৮৫৯)। নীলবিদ্রোহকালে কখনও প্রজা-প্রতিরোধের বিবরণ প্রকাশ করে, কখনও নীলকরদের নারী নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়ে, কখনও প্রজার অসহায় অবস্থা ও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার সঠিক ছবি তুলে ধরে, হরিশচন্দ্র সাংবাদিকতার এক মহান আদর্শ স্থাপন করেন। বিদ্রোহ শুরু হলে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দলে দলে কৃষক 'পেট্রিয়ট' অফিসে তাঁর কাছে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য আসত। নীল কমিশনে সাক্ষী দিতে এসে অনেকে এখানেই থেকে যেত। পূর্ববঙ্গ সফরকালে লাটসাহেবের কাছে নীল-দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য প্রজাদের আকুল প্রার্থনাকে হরিশচন্দ্র যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেন। নীল কমিশনের রিপোর্টকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'পক্ষপাতহীন এক দলিল' বলে মনে করত। নীলকররা এই রিপোর্টের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হলে পত্রিকাটি লেখে, নীলকররা নিজেরাই আগে কমিশনের জন্য সোচ্চার ছিল, এখন আবার তার ফলাফলকে দোষারোপ করতে তারা ব্যস্ত! নীলকরের দিন শেষ হয়ে এখন যে প্রজার দিন এসেছে — সেকথা পত্রিকাটি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ২৬.৯.১৮৬০)। নির্যাতিত প্রজাপক্ষ সমর্থনের জন্য হরিশচন্দ্রকে কখনও শুনতে হয়েছে অকথ্য গালিগালাজ ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ২৫.২.১৮৬০), কখনও আবার গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে আদালতের কাঠগড়ায়।

জমিদারদের মুখ চেয়ে নীলবিদ্রোহকালে হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনা করতেন — এমন অভিযোগ করেছেন কেউ কেউ। এই অভিযোগ ধোপে টেকে না। জমিদারদের সংগঠন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, এবং এই এসোসিয়েশনের অনেকে তাঁর পত্রিকার গ্রাহক হলেও, হরিশচন্দ্রের আমলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্র ছিল না। সেই কারণে পত্রিকাটির পক্ষে জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। ১৮৫৯-এ জমিদারদের স্বার্থবিরোধী দশ আইনের সমর্থনে হরিশচন্দ্রের ভূমিকা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ছিল প্রস্তাবিত আইনটির ঘোর বিরোধী। বাংলার কৃষকের অবস্থা ক্রীতদাসের চেয়ে উন্নত নয় বলে তাদের এই রক্ষা কবচটিকে স্বাগত জানিয়ে হরিশচন্দ্র লেখেন, 'The Ryots of Bengal have at last had their Magna Carta'. তাছাড়া নীলবিদ্রোহ জমিদারের স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা কোনও আন্দোলন নয়, দু'চারজন জমিদার যেমন একে সমর্থন করেছিল, অনেকে আবার তলে তলে নীলকরদের দিকে বন্ধুত্বের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই হরিশচন্দ্রের নীলকর-বিরোধী ভূমিকা জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিচালিত—একথা মেনে নেবার কোনও কারণ নেই।

নীলকরদের প্রতি 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর মনোভাবও প্রসন্ন ছিল না। জন্মলগ্ন থেকেই পত্রিকাটি নীলকরদের কার্যকলাপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে থাকে। এ-প্রথা যে জবরদস্তিমূলক ('ইন্ডিয়ান ফিল্ড', ৮.৫.১৮৫৮), নীল-চাষীদের অবস্থা যে ক্রীতদাসদের চেয়েও খারাপ—এসব কথা পত্রিকাটি বারবার জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নীলকরদের সঙ্গে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের দোস্তি প্রজাদের দুরবস্থার একটা বড় কারণ বলে পত্রিকাটি মনে করত। চোখের সামনে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নীলকরের দোস্তির বহর দেখতে পাবার পর চাষীরা বোঝে, নীলকরের বিরুদ্ধে নালিশ করাটা অর্থহীন। ('ইন্ডিয়ান ফিল্ড', ৯.৭.১৮৫৯)। নীলকরের সীমাহীন লোভই সব গণ্ডগোলের মূলে বলে পত্রিকাটি মনে করত। মিশনারি-নীলকর বিরোধে পত্রিকাটি মিশনারিদের সমর্থন করে। নীলকরের দৌরাত্ম্য বিষয়ে বমওয়েচের লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এ প্রকাশিত হয়। এই চিঠিগুলি প্রকাশিত

হলে নীলকররা বমওয়েচের কুৎসাপ্রচার করতে উঠে পড়ে লাগে। এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসতেও 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' দ্বিধা করেনি। বিদ্রোহ শুরু হলে, সম্পাদকের অনুরোধে এশলি ইডেন 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এ নীলবিদ্রোহ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন। বিদ্রোহকালে পত্রিকাটি প্রজাদের উস্কানি দিচ্ছে বলে সেকালের অন্য একটি পত্রিকা অভিযোগ করে লেখে, কৃষ্ণনগরে গোলযোগ শুরু হলে পদচ্যুত দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গোলযোগ পাকিয়ে তুলতে উঠে পড়ে লাগে। সত্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, পত্রিকাটি সিদ্ধান্ত করে, প্রতিটি নীল পেটিকা নররক্তরঞ্জিত ('ক্যালকাটা উইকলি প্রেস', ১৭.৩.১৮৬০)। নীলবিদ্রোহকালে 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর ভূমিকার কিছু পরিচয় সংকলিত লেখাগুলিতে মিলবে।

৯

নীলকরের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাংলার কৃষক নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। কয়েকবছর পরে পাবনা জেলার কৃষকরা আবারও সংঘবদ্ধ হল আর একদল অত্যাচারীর মোকাবিলা করতে। এবারের অত্যাচারী গ্রাম বাংলার মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা — জমিদার। জমিদারের অত্যাচার বাঙালি কৃষকের গা-সহা ব্যাপার। কিন্তু উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলিতে পাবনা অঞ্চলে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক তিক্ত হতে হতে এমন জায়গায় পৌঁছল যে, বিদ্রোহ করা ছাড়া বাঁচার কোনও রাস্তা পাবনা-জেলার কৃষকদের চোখে পড়ল না।

পাবনা কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত ইসবসাহী পরগণায়। এই পরগণা আগে নাটোরের রাজাদের অধীন ছিল। এই রাজপরিবারের দুরবস্থায় তা নিলাম হয়ে গিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়, সলপের সান্যাল. স্থলের পাকড়াশি এবং পোরজনার ভাদুড়ি — এই পাঁচটি জমিদার পরিবারের হস্তগত হয়। এই নবাগত জমিদারদের সঙ্গে প্রজাদের ভালো কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিভাবে লাভের অঙ্ক বাড়ানো যায়, তাই ছিল প্রজাদোহনে উৎসাহী এইসব জমিদারদের ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা। খাজনা বৃদ্ধির জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বনে তাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না। নাটোর রাজের সময় এখানকার খাজনা ছিল খুবই কম—বিঘাপ্রতি ছয় থেকে দশ আনা। এই নবাগত জমিদাররা প্রথম থেকেই নানাভাবে কর বৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে ইসবসাহী পরগণার খাজনার হার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পরগণার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়ায়। এই পরগণার প্রধান পাঁচটি জমিদার বংশ অথবা তার প্রতিনিধিরা আইনের ধার ধারত না এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেচ্ছ হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নিত। তাদের আইনবিরোধী যথেচ্ছ কার্যকলাপ দেখে সিরাজগঞ্জের এসিটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট পিটার নোলান মন্তব্য করেন, 'The zemindars of Esafshahi are a turbulent set of men, without any respect for law, and very little for life in their dealings with their ryots and with one another.' (*Judicial (Police) Pros. No. 111*, July, 1873)। এইসব অত্যাচারী জমিদারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রজারা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা কিছুদিন ধরেই অনুভব করছিল।

আবহাওয়া যখন এইরকম, সেইসময় এইসব জমিদাররা খাজনাবৃদ্ধির এক অভিনব উপায় খুঁজে বার করল। তাদের নির্দেশে এই পরগণায় প্রচলিত মাপের বদলে ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপে নতুন করে জমি জরিপ শুরু হল। এই নতুন জরিপের ফলে দরিদ্র প্রজাদের ধনে প্রাণে পথে বসার উপক্রম হল—অনেকের খাজনা এর ফলে দ্বিগুণ হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই প্রজাদের অসন্তোষ গেল অনেক বেড়ে।

গোটা ইসবসাহী পরগণার প্রজাদের মনে যখন অসন্তোষের আগুন জ্বলছে, সেইরকম পরিস্থিতিতে ১৮৭২-এ ঠাকুর-জমিদাররা টাকায় প্রথমে আট আনা ও পরে আরও চার আনা খাজনা বৃদ্ধি করলেন। ঠাকুরবাবুদের খাজনা ছিল এমনিতেই বেশি। সান্যালদের এলাকা গদিবাড়িতে খাজনা যখন বিঘা প্রতি এক টাকা দু' আনা, এর ঠিক পাশেই ঠাকুরবাবুদের জামির-তাতে তখন তা এক টাকা দশ আনা। ঠাকুরবাবুদের নতুন করে খাজনাবৃদ্ধিতে প্রজারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হল। এই মাত্রাতিরিক্ত দাবির জন্য একদল প্রজা তাঁদের জমিদারি ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী পাকড়াশিদের এলাকায় চলে যায়। এই কালেই ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়রা তাঁদের সব কাজকর্মকে (বেআইনি সেস আদায়, নতুন জরিপ ব্যবস্থা) আইনানুগ রূপ দেবার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কবুলিয়ৎ (written agreement) দাবি করলেন। এই কবুলিয়তের শর্তাবলীর অন্যতম ছিল যে বিবাদ দেখা দিলে, জমিদারদের প্রজা-উচ্ছেদের ক্ষমতা থাকবে। বেশ কয়েকশো কবুলিয়ৎ নির্বিঘ্নে রেজেস্ট্রি হবার পর, ১৮৭৩-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ হাওয়া অন্যদিকে বইতে শুরু করে। বন্দ্যোপাধ্যায়রা একটি গ্রামের প্রজাদের এ-ব্যাপারে কিছুতেই বাগে আনতে না পারায়, বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। মুন্সেফ কোর্টের রায় জমিদারের অনুকূলে গেলেও, আপিলে জজসাহেব জমিদারের দাবি নাকচ করে প্রজার পক্ষে রায় দিলেন। কেসে হেরে গিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায়রা প্রজাপক্ষের একজন সাক্ষীকে কোর্ট থেকে ফেরার পথে অপহরণ করে আটক রাখেন। দশ দিন ধরে চেষ্টা করেও, কোথায় তাকে আটক রাখা হয়েছে, তার হদিশ সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত বার করতে পারেননি। লোকটিকে উদ্ধার করার পর, জমিদার আর তার প্রতিনিধির কাছ থেকে, ভবিষ্যতে আর এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়। প্রজারা এর ফলে বল পায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রায় সব প্রজা একতাবদ্ধ হয়ে জমিদারের হিংসা ও খাজনা সংক্রান্ত মামলার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়। এই সংকট মুহূর্তে প্রজাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন ঈশানচন্দ্র রায়।

১৮৭৩-এর মে মাসে এই অসন্তোষের সূত্রপাত, জুনে বিস্তার। বন্দ্যোপাধ্যায়দের জমিদারি থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তা বিস্তৃত হয়। ঠাকুরবাবুদের প্রজারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—শত শত গ্রামের অধিবাসীরা জমিদারের অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, সিরাজগঞ্জ থেকে তা প্রায় সমগ্র পাবনা জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের নেতারা গ্রামে গ্রামে গোপন সভা করতে লাগলেন, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের এই বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য প্রচারক পাঠান হতে লাগল। বিদ্রোহী কৃষকরা দলবদ্ধভাবে সিরাজগঞ্জের মহকুমা শাসকের কাছে জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী এবং জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের দাবি জানাতে লাগল, খাজনা দেওয়াও তারা বন্ধ করল। ১৮৭৩-এর ১ জুলাই পর্যন্ত ইসবসাহী পরগণার ৬৯৫টি গ্রামের মধ্যে ২৬৯টি এই বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং এরপরও প্রতিদিন ১০/১২টি করে গ্রাম এই বিদ্রোহে শামিল হতে থাকে।

প্রথমদিকে এই বিক্ষোভ ছিল পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ—১৫ জুন পর্যন্ত হিংসাত্মক কোনও ঘটনা ঘটেনি। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চারটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। জমিদারের লোকদের মারধোর করা ছাড়াও, দু'চারটি লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগের খবরও এসে পৌঁছতে থাকে। এ ধরনের বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার কথা বাদ দিলে, বিদ্রোহের নেতারা আইনানুগ পদ্ধতির সাহায্যেই জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে চেয়েছিলেন। হান্টার সেই কারণে পাবনার কৃষকবিদ্রোহকে *an agrarian revolution by due course of law* বলে অভিহিত করেন।

.

জমিদারের সবরকম অত্যাচার মাথা নিচু করে সহ্য করতে অভ্যস্ত কৃষকসমাজ যে এভাবে একতাবদ্ধ হয়ে

রুখে দাঁড়াতে পারে—এটা বাঙালি পত্রিকা সম্পাদকদের অনেকেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর, যখন তাঁরা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন, তখন তাঁদের একটা বড় অংশ জমিদারদের পক্ষ নিয়ে প্রজাদের কুকীর্তির ফিরিস্তি দিতে বসলেন। যেসব পত্রিকা এককালে কৃষকদের জন্য প্রচুর দরদ প্রকাশ করেছিল, সেগুলির কোন-কোনটি সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে জমিদার-তোষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'হিন্দু রঞ্জিকা', 'হিন্দু হিতৈষিণী', 'দেশ হিতৈষিণী', 'মধ্যস্থ', 'হালিসহর পত্রিকা', 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এ-সময় খোলাখুলিভাবে জমিদারপক্ষ অবলম্বন করে। প্রজাদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করা ছাড়াও, এই বিদ্রোহের জন্য জমিদাররা কোনভাবেই দায়ী নয় — তারা সব ধোয়া তুলসীপাতা — বারবার এইসব কথা বলে, পত্রিকাগুলি নিজেদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলে। জমিদারের অত্যাচার এই বিদ্রোহের কারণ— এই জনরব যে 'নিতান্ত অলীক' তা বোঝাতে 'দেশ হিতৈষিণী' ব্যস্ত হয়ে ওঠে। জমিদারের অত্যাচার প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে, একথা জানা সত্ত্বেও 'হালিসহর পত্রিকা' এই বিদ্রোহের অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশে কুণ্ঠিত হয়নি। এই বিদ্রোহের পিছনে মুসলমান কৃষকদের ভূমিকাকে বড় করে দেখাতে গিয়ে পত্রিকাটি লেখে, এর ফলে অসংখ্য নিরীহ লোক তাদের যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, শত শত রমণীর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে, বিদ্রোহীদের অত্যাচারে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়েছে— অথচ সরকার নির্বিকার!

বিদ্রোহকালে জমিদারপ্রেমী পত্রিকাগুলির মধ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বিশেষ এক ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৩-এর জুন মাস থেকে পত্রিকাটি পাবনা বিদ্রোহের অতিরঞ্জিত বিবরণ নিয়মিত প্রচার করতে থাকে, জমিদার-সমর্থকদের অসংখ্য চিঠিও এইকালে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। খাজনাবৃদ্ধি বা জমিদারের উৎপীড়নকে এই বিদ্রোহের মূল কারণ বলে পত্রিকাটি মনে করত না। ('অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৮.৭.১৮৭৩)। এইকালে 'অমৃতবাজার' কৃষকদের বোঝাতে চেষ্টা করে, তাদের আসল শত্রু জমিদার নয়, সরকার। ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৫.৭.১৮৭৩)। প্রজা ও জমিদারের 'স্নেহের সম্বন্ধ' নষ্ট হবার জন্য পেনাল কোড ও দশ আইন দায়ী বলে পত্রিকাটি মত প্রকাশ করে। এই বিদ্রোহের পিছনে নোলানের ভূমিকা কি সাংঘাতিক, সংখ্যার পর সংখ্যায় তা তুলে ধরার পর পত্রিকাটি গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানায়, 'নলেন সাহেবকে সত্বর পাবনা হইতে অন্যত্র পাঠান নচেৎ সেরাজগঞ্জের প্রজা, জমিদার, মধ্যবর্ত্তীলোক ইহার কাহার নিস্তার নাই'। ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৫.৭.১৮৭৩)।

আশ্চর্যের বিষয়, এসব কথা এইকালে যিনি লিখেছেন, সেই শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৬০-এ নীল বিদ্রোহের সময়, প্রজাপক্ষের সমর্থনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, জমিদারের শোষণ-পীড়ন সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন — প্রথম দু'তিন বছরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে তার অনেক প্রমাণই মেলে। প্রজাদরদী শিশিরকুমারের এই আশ্চর্য পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' তাই লেখে : 'অমৃতবাজার যখন অমৃতবাজারে ছিলেন, তখন আমাদিগের ন্যায় মফস্বলবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার অনুকূলপক্ষ অবলম্বন করিতেন।... আমাদের প্রিয় অমৃতবাজার পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগর, বিশেষত রাজধানীবাসী হইয়াছেন, দুঃখিত প্রজাদিগের দুঃখের দশা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন? করিতেও লজ্জাবোধ করেন। আমরা দুঃখিত হইয়া বলিতেছি অদ্য কয়েকসপ্তাহ কেবল প্রজাদিগের প্রতিকূলপক্ষই অবলম্বনের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।... আমরা সম্পাদক মহাশয়কে এতদ্বারা নিন্দা বা প্রশংসা করি না। সর্ব্বান্তঃকরণে বলি, তিনি ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রকৃত দেশ হিতৈষীতা প্রদর্শন করুন।' ('পাবনার প্রজাবিদ্রোহ এবং অমৃতবাজার পত্রিকা', 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা', আষাঢ় ৩য় সপ্তাহ, ১২৮০)

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে 'অমৃতবাজার' নিজের কাজ করে চলে। সেই কারণে এই লেখাটি প্রকাশিত হবার মাস চারেক পরে কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' মন্তব্য করে, অমৃতবাজার প্রথমে প্রজার পক্ষে ছিলেন। 'এক্ষণে সে মন পরিবর্ত্তন করিয়া জমিদারের এত গোঁড়া হইয়াছেন কেন?' অর্থের লোভই অমৃতবাজারের এই মতি পরিবর্তনের কারণ বলে 'সুলভ সমাচার' অনুমান করে। কারণ যাই হোক, 'অমৃতবাজার'-এর জমিদারপ্রীতি একালে কারো কাছেই গোপন ছিল না। 'ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান' তাই লেখে 'Amrita Bazar Patrika a Native Journal of note is invariably more inclined to sympathise with zemindar than ryots.'

শুধু 'অমৃতবাজার'কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'—যা নীল বিদ্রোহকালে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল, তার বিখ্যাত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ-সময় জীবিত ছিলেন না। এইকালে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন কৃষ্ণদাস পাল। পাবনার কৃষকবিদ্রোহকালে তিনি এর পৃষ্ঠায় নির্লজ্জভাবে জমিদারশ্রেণীর ওকালতি করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর নামকে কলঙ্কিত করেন। পাবনার বিদ্রোহকে পত্রিকাটি কৃষকবিদ্রোহ বলতেই রাজি ছিল না। পত্রিকাটির মতে বদমায়েসরা এর নেতা—এই সুযোগে তারা অবাধে হিংসা ও লুণ্ঠন চালিয়েছে এবং এইসব জঘন্য কাজে সরল ও অসহায় প্রজাদের যোগ দিতে বাধ্য করেছে। ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ১৪.৭.১৮৭৩)। বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত খবরাখবর প্রকাশের পাশাপাশি বিদ্রোহদমনে সরকারি নিষ্ক্রিয়তারও কঠোর সমালোচনা করে পত্রিকাটি। হাঙ্গামাকারীদের নেতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করার পাশাপাশি নোলানের ভূমিকা সম্পর্কে কটাক্ষ, এমনকি তাঁকে স্থানান্তরে পাঠানোর আর্জি জানাতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ২১.৭.১৮৭৩)। এই বিদ্রোহের পিছনে জমিদারদের কোনও ভূমিকা আছে বলে কৃষ্ণদাস মনে করতেন না। জমিদারদের প্রতি সরকারের, বিশেষ করে জর্জ ক্যাম্বেলের মনোভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে 'পেট্রিয়ট' মন্তব্য করে 'Will Heaven take pity upon the zemindars and send down some scourge to sweep them off the face of the earth? Otherwise no safety for them down the wrath of Sir George Campbell.' ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ৪.৮.১৮৭৩)। পরিবর্ধিত শস্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জমিদারদের বর্ধিত হারে খাজনা দাবি করাকে অযৌক্তিক মনে করেনি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কৃষকদের নিট লাভের কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র খাজনা হিসাবে দাবি করা হয়েছে। এত কম হারে খাজনা ধার্য করা সত্ত্বেও, বিদ্রোহের সূত্রপাত হওয়াতে পত্রিকাটি বিস্ময় প্রকাশ করে লেখে, স্থানীয় অফিসাররা যদি কৃষকদের কাছে তাদের লাভ ও দেয় খাজনার মধ্যেকার এই বিরাট বৈষম্যকে তুলে ধরতেন, তাহলে এই বিরোধের সূত্রপাতই হত না। ('হিন্দু পেট্রিয়ট', ৮.৯.১৮৭৩)। আসলে এসব কথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণদাস লেখেননি, লিখেছিলেন জমিদারদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে।

খোলাখুলিভাবে জমিদারপক্ষ অবলম্বন না করে, কোনও কোনও পত্রিকা আবার এইকালে মধ্যপন্থা অনুসরণ করে। 'সোমপ্রকাশ' ও 'এডুকেশন গেজেট'—এই পত্রিকাদুটির কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এইকালে জমিদারপক্ষ সমর্থন করেননি ঠিকই, আবার প্রজাপক্ষ সমর্থনেও বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাননি। বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত বিবরণ পত্রিকাটিতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির মতে 'সিরাজগঞ্জ প্রদেশের ৪/৫০০ দুর্দ্দান্ত প্রজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের সতীত্বহরণ, দেবমূর্ত্তির চূর্ণীকরণ প্রভৃতি ইহাদিগের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য'। ('সোমপ্রকাশ', ১৪.৭.১৮৭৩)। পাবনার ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণও পত্রিকাটির পছন্দ হয়নি। প্রজার প্রতি

পক্ষপাত ও জমিদার-বিদ্বেষের জন্য নোলানের দণ্ডিত হওয়া উচিত বলে পত্রিকাটি মনে করত। ('সোমপ্রকাশ', ২১.৭.১৮৭৩)। জমিদারের খাজনা'বৃদ্ধির মধ্যে অন্যায় কোনও কিছু পত্রিকাটি দেখতে পায়নি। এরই পাশাপাশি পত্রিকা-সম্পাদকদের বিশেষ করে 'অমৃতবাজার'-এর জমিদার-প্রীতিকে কটাক্ষ করতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। ('সোমপ্রকাশ', ৩০ ৬.১৮৭৩)। জমিদারের অত্যাচারই যে প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে — এই মর্মে পত্র প্রকাশেও পত্রিকাটি দ্বিধা করেনি। 'ভূমির করবৃদ্ধি ঘটিত অত্যাচারই বাংলাদেশে প্রজাবিদ্রোহের মূল' বলে পত্রিকাটি মনে করত। এই অত্যাচার থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে পত্রিকাটি জমিদারের সঙ্গে প্রজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করে। 'সোমপ্রকাশ'-এর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে 'ভারত সংস্কারক' লেখে 'সুবিজ্ঞ সোমপ্রকাশ সম্পাদক পরামর্শ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের সহিত যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, প্রজাদিগের সহিত সেইরূপ একটা কিছু করুন। আমরাও গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য মনোযোগী হইতে বলি।'

'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এইকালে প্রজাপক্ষ সমর্থনে তেমন উৎসাহ দেখাননি। জমিদারদের প্রতি সহানুভূতির পাশাপাশি বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি এইকালে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহকালে জমিদারদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করতেও পত্রিকাটি ইতস্তত করেনি। বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকারি ঘোষণাপত্রটিকে পত্রিকাটি স্বাগত জানায় এবং প্রজাদের সেইমতো কাজ করার পরামর্শ দেয়। পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে 'এডুকেশন গেজেট'-এর ভূমিকা একটু বিস্ময়কর। জমিদারের অত্যাচার ও শোষণ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন এই পত্রিকাটিতে জমিদারের অপকর্মের বিবরণ মাঝেমাঝেই প্রকাশিত হত। (যার কিছু নমুনা এই সংকলনে মিলবে)। একালের অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভাল জমিদার, খারাপ জমিদারের থিওরিতে বিশ্বাস করতেন না। জমিদারের কাজ যে নির্মমভাবে প্রজাকে শোষণ করা, তা বলতে পত্রিকাটির কোনও দ্বিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও, পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে তেমনভাবে প্রজাপক্ষের সমর্থনে কেন যে ভূদেব এগিয়ে এলেন না, বলা মুশকিল।

কিন্তু কোনোরকম দ্বিধার শিকার না হয়ে, একালের কয়েকটি পত্রিকা প্রজাপক্ষ সমর্থনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাবনার বিদ্রোহী কৃষকদের সমর্থনে এইসব পত্রিকা-সম্পাদকরা কলম ধরেন, ধিক্কার জানান দেশীয় সম্পাদকদের অলজ্জ জমিদার-স্তুতিকে। এইসব পত্রিকার মধ্যে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা', 'ভারত সংস্কারক', 'সুলভ সমাচার', 'বেঙ্গলি' ও 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এর কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র হরিনাথ মজুমদারের কৃষকপ্রেমের মধ্যে কোনও খাদ ছিল না। জমিদারের অত্যাচার দিনের পর দিন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, এবং তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশও করেছেন। অত্যাচার অসহনীয় হয়ে ওঠায়, তারা যখন বিদ্রোহ করে, তখন সমস্ত প্রলোভন জয় করে, হরিনাথ তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। জমিদারের অত্যাচারই যে প্রজাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে সে বিষয়ে পত্রিকাটির কোনও সন্দেহ ছিল না। পত্রিকাটির মতে 'যে সকল প্রজা গরুর মত প্রহার সহ্য করিয়া কখন দন্তস্ফুট করে না তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইল, ইহা অল্প অত্যাচারের ফল নহে।' নিরীহ কৃষকরা কেন কিসের জন্য বিদ্রোহ করল, তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে, পত্রিকাটি মনে করত।

কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' বরাবরই জমিদারের অত্যাচারের বিপক্ষে। এই বিদ্রোহের সময় পত্রিকাটি অকুণ্ঠভাবে প্রজাস্বার্থের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে। নায়েব প্রভৃতি কর্মচারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা জমিদারকে 'যথার্থ খাজনার অতিরিক্ত' কিছু না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে — এই খবর জানিয়ে পত্রিকাটি মন্তব্য

করে 'দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অধিক হইলে তাহার শেষ মীমাংসা এইরূপেই হয়। ইহা মানব প্রকৃতির নিয়ম।' ('সুলভ সমাচার', ৪ আষাঢ়, ১২৮০)। জমিদারদের ছোট রশি দিয়ে জমি জরিপ, অন্যায় কর দাবি এবং ভোগাধিকার থেকে বঞ্চিত করে প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্বক এগ্রিমেন্ট লিখিয়ে নেওয়াকে এই গণ্ডগোলের কারণ বলে পত্রিকাটি মনে করত। গণ্ডগোল মেটাতে জমিদারদের উদ্যোগী হবার আহ্বান জানায় পত্রিকাটি। কারণ 'তাঁহাদের এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের দোষই ইহার মূল।' ('সুলভ সমাচার', ১৮ আষাঢ়, ১২৮০)। বিদ্রোহকালে প্রজারা দৌরাত্ম্য করেছে ঠিকই, কিন্তু কি ভীষণ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে, তা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন বলে পত্রিকাটি মনে করত। ('সুলভ সমাচার', ১ শ্রাবণ, ১২৮০)।

এই কালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'ভারত সংস্কারক'ও এ-বিদ্রোহ সম্পর্কে অকপটে নিজের মতামত প্রকাশ করে। পাবনার জমিদাররা দীর্ঘদিন ধরে প্রজাদের ওপর যে অত্যাচার চালাচ্ছিল, এই বিদ্রোহকে পত্রিকাটি তারই ফল হিসাবে চিহ্নিত করে। জমিদার এবং প্রজা উভয়ের দৌরাত্ম্য নিবারণ করা সরকারের কর্তব্য বলে পত্রিকাটি মনে করত। সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে পত্রিকাটি তাই বলে, পাবনার বিদ্রোহী প্রজাদের সরকার শাস্তি দিন। কিন্তু যেসব নির্দয় জমিদার 'মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রজাগণকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, আদালতসকলকে প্রজাপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং অত্যাচারে অত্যাচারে প্রজাগণকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করুন।' ('ভারত সংস্কারক', ৪ শ্রাবণ, ১২৮০)।

শুধু বাংলা পত্রিকার সম্পাদকরাই নয়, বাঙালি সম্পাদিত কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকাও এইকালে প্রজাস্বার্থে কলম ধরে। 'পিপলস্ ফ্রেন্ড' জমিদারের অত্যাচারকে এই বিদ্রোহের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে। এই বিদ্রোহ যে জমিদারদের প্রজা নির্যাতনেরই ফল, সে বিষয়ে 'বেঙ্গলি'র কোনও সন্দেহ ছিল না। নির্বিচার খাজনাবৃদ্ধিকেই এই বিদ্রোহের মূল কারণ হিসাবে পত্রিকাটি তুলে ধরে। ('বেঙ্গলি', ৯.৮.১৮৭৩)। জমিদার-দরদী পত্রিকাগুলি কিভাবে নোলানের সমালোচনায় এগিয়ে এসেছিল, তার কিছু পরিচয় আমরা দিয়ে এসেছি। 'বেঙ্গলি' কিন্তু এই সঙ্কটকালে নোলানের ভূমিকার প্রশংসা করে লেখে 'No man with a spark of humanity in him could have acted otherwise than as Mr. Nolan did.' ('বেঙ্গলি' ২৬.৭.১৮৭৩)। লালবিহারী দের 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' এই সঙ্কটমুহূর্তে প্রজাপক্ষ সমর্থন করে। ১৮৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে পত্রিকাটিতে পাবনার বিদ্রোহী কৃষকদের সমর্থনে রমেশচন্দ্র দত্তের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহ সম্পর্কে দেশীয় পত্রিকাগুলির একপেশে মনোভাবে ক্ষুব্ধ রমেশচন্দ্র বেআইনি সেস আদায় ও খাজনা বৃদ্ধিকেই এই বিদ্রোহের মূল কারণ বলে বিশ্বাস করতেন। প্রজারা দু'-চারটি অবাঞ্ছিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এর ফলে তারা তাদের প্রাপ্য সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হতে পারে। রমেশচন্দ্রের মতে কৃষকদের এই অভ্যুত্থান কালের স্বাভাবিক লক্ষণ। বাংলার ম্লান মূক কৃষকসমাজ নিজেদের ওপর আস্থা ফিরে পেয়ে, শতাব্দীকালের জমাট বাঁধা চিন্তা ও কর্মের দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘদিনের আলস্য ত্যাগ করে বাংলার কৃষকসমাজ জেগে উঠছে দেখে রমেশচন্দ্র অবিমিশ্র সন্তোষপ্রকাশ করেন।

সাহেবি কাগজগুলির মধ্যে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' এই বিদ্রোহের জন্য জমিদারদের কার্যকলাপকে সোজাসুজি দায়ী করে। এই বিদ্রোহকে স্বাগত জানিয়ে পত্রিকাটি বলে, প্রজাদের এই ব্যাপক অসন্তোষের ফলে জমিদারের বেআইনি সেস আদায়ের দিকে সরকার নজর দিতে বাধ্য হয়েছেন। ('ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', ১০.৭.১৮৭৩)। এই বিদ্রোহের মধ্যে পত্রিকাটি এক নতুন পথের দিশা দেখতে পেয়ে মন্তব্য করে — প্রজাদের অজ্ঞতা ও অসহায়ভাবে

অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণকে যারা বাংলার পশ্চাৎপদতার কারণ বলে মনে করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই বিদ্রোহকে স্বাগত জানাবেন। ('ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', ৩.৭.১৮৭৩)। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র এই হঠাৎ প্রজা-প্রীতির কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

১০

জমিদারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ শুধু পাবনা জেলার কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, দেখতে দেখতে তা পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ল। পাবনার বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতে, ঢাকার মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে প্রজা-অসন্তোষ দেখা দিল। ত্রিপুরার কৃষকরাও জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। ১৮৭৩-এই ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজসাহি, দিনাজপুর ও কুষ্টিয়ায় প্রজা-অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। নদীয়ার আমবাড়িয়া অঞ্চলের কৃষকরাও এইকালে জমিদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অসন্তোষের আগুন বরিশাল ও বাখরগঞ্জের কৃষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পাবনার ইসবসাহী পরগণার কৃষকরাও আবার নতুন করে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই অঞ্চলের একটি অভিজাত জমিদার বংশের (সলপের সান্যাল) বিরুদ্ধে প্রজা-নির্যাতনের অভিযোগ এনে লেফটেনান্ট গবর্নরকে তারা জানায়, 'তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়রূপে অত্যধিক পরিমাণে কর আদায়ের চেষ্টা করা হয়, তাহা না দিলেই, প্রহার করা হয়, বুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, ঘর ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা হয়'। উনিশ শতকের আশির বছরগুলিতেও, জমিদারের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রজা-অসন্তোষের ধারা অব্যাহত থাকে। এইকালে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে কৃষকদের ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। পূর্ববঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে অসন্তোষের আগুন মেদিনীপুরেও ছড়িয়ে পড়ে।

জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষোভ এইকালে কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে উঠেছিল। জমিদারদের যথেচ্ছ খাজনাবৃদ্ধি, প্রজাদের প্রতি মনোযোগের অভাব, নানারকম বেআইনি সেস আদায়, ছোট রশি দিয়ে জমি জরিপ এবং জমির মোকরুরি স্বত্ব থেকে প্রজাকে বঞ্চিত করার জন্য কবুলিয়ৎ লিখিয়ে নেবার চেষ্টা — এইসব অসন্তোষের মূলে কাজ করেছিল।

এইসব অসন্তোষের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ চোখে পড়ে। এইসব অসন্তোষের প্রত্যেকটিই সীমাবদ্ধ ছিল ছোট একটি অঞ্চলের মধ্যে। কোন জায়গাতেই এই অসন্তোষ গুরুতর আকারে বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। হিংসার পথে না এগিয়ে, জমিদারের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে এইকালে প্রজারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিকে মন দেয়, কোথাও কোথাও খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের পথ নেয়।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে। জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের ক্ষোভ তো নতুন কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু উনিশ শতকের সত্তর ও আশির বছরগুলিতে প্রজা-অসন্তোষ এতখানি ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করল কেন? এর পিছনে একাধিক কারণ কাজ করেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সরকার বুঝতে পারে, জমিদারের অত্যাচার নিবারণের কোনও ব্যবস্থা না নিলে প্রজা-অসন্তোষ বিস্ফোরক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। এবং এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে — এই আশঙ্কার কথা মনে রেখেই ইংরেজ সরকার ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরবর্তীকালে প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় কিছুটা তৎপর হয়। রানি ভিক্টোরিয়ার

বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে এদেশের শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। এই কারণেই কৃষকের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সরকার ১৮৫৯-এর দশ আইন জারি করে। এই আইনে ১২ বছরকাল কোনও জমি কারও দখলে থাকলে এবং জমিদারের খাজনা চুকিয়ে দিলে, ওই জমির ওপর প্রজার দখলী স্বত্বকে স্বীকৃতি জানানো হয়। ১৮৫৯-এর দশ আইন 'দুর্বল প্রজাদের পক্ষে দুর্গস্বরূপ' হয়ে দাঁড়ায়। জমিদারের খেয়ালখুশি মতো উচ্ছেদের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার উদ্দেশে এর কিছুদিন পরে সরকার ১৮৬৯-এর ৮ আইন পাশ করেন। এই আইনের ষষ্ঠ ধারায় বলা হয়, ১২ বছর ধরে কোনও প্রজা কোনও ভূখণ্ড অধিকার করে থাকলে বা ওই ভূখণ্ড চাষ করলে, ওই জমিতে তার ভোগস্বত্ব গড়ে উঠবে। ১৮৫৯-এর ১০ আইন ও ১৮৬৯-এর ৮ আইন জমিদারদের খেয়ালখুশি মতো প্রজা উচ্ছেদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভূমির ওপর কৃষকের মোকরুরি স্বত্ব গড়ে ওঠার আইনি স্বীকৃতির ব্যাপারটা জমিদারদের ভালো লাগেনি। জমির মোকরুরি স্বত্ব থেকে কৃষককে বঞ্চিত করার জন্য জমিদাররা তাই নানা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে থাকে। প্রজার মোকরুরি স্বত্ব গড়ে ওঠার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলতে পূর্ব বাংলার জমিদাররা কতখানি সক্রিয় — তার দিকে এইকালে 'সাধারণী' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখে, 'টাকা আদায় করা... তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মোকরুরি প্রজাদিগকে বিনষ্ট করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য।' ('সাধারণী', ২২.৮.১৮৭৫)। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জমিদাররা এইকালে যেসব পথ (জমি লিজ দেওয়া, প্রজার কাছ থেকে কবুলিয়ৎ লিখিয়ে নেওয়া) অবলম্বন করে, তার ফলে কৃষক-জমিদার সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। এই অবস্থা বছর পঁচিশ ধরে অব্যাহত থাকে। এই কারণেই ১৮৫৯-এর দশ আইন জারি করা থেকে ১৮৮৫-তে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কালটিতে জমিদার-কৃষক সম্পর্ক তিক্ততার চরম সীমায় পৌঁছয় এবং তারই ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক প্রজা অসন্তোষ দেখা দেয়। (*Agrarian Disturbances in 19th Century Bengal*, K. K. Sengupta, *Peasant Struggles in India*, Ed. A. R. Desai [New Delhi, 1979] P. 192))।

অন্য কারণও ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'গ্রামে গ্রামে স্কুল ও সম্বাদপত্রের বহুল প্রচার' প্রজাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যে কারণে একালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'সাধারণী' মন্তব্য করে 'প্রজাদের আর পূর্ব্বাবস্থা নাই। অনেকেই আপন আপন স্বত্ব, অধিকার এবং মোকদ্দমাদি বুঝিতে কিয়ৎ পরিমাণে পটু।' ('সাধারণী', ৯.৫.১৮৭৫)। ইতিমধ্যে পেনাল কোড চালু হয়েছে। পেনাল কোড অনুযায়ী 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকরা' কোন কোন অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এসবের ফলে প্রজারা বুঝতে পারে, জমিদার আইনের উর্ধ্বে নয়, বেআইনি কাজের জন্য তাকেও দণ্ড ভোগ করতে হয়। এইকালে বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর ছিলেন জর্জ ক্যাম্বেল। জমিদারদের প্রতি বাড়তি কোনও আকর্ষণ তাঁর ছিল না। পাবনার কৃষক বিদ্রোহকালে তিনি ঘোষণা করেন, জমিদারের দাবি-দাওয়া অন্যায্য মনে হলে প্রজারা খাজনা বন্ধ করে শান্তিপূর্ণভাবে তার প্রতিবাদ করতে পারে। লেফটেনান্ট গবর্নরের এই ঘোষণা প্রজাদের মধ্যে নতুন এক উদ্দীপনার সঞ্চার করে। পরিবেশ অনুকূল বুঝে, জমিদারের যথেচ্ছ খাজনা ও বেআইনি সেস আদায়ের বিরুদ্ধে প্রজারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কোথাও খাজনা কম করার দাবিতে, কোথাও বেআইনি সেস আদায়ের বিরুদ্ধে, কোথাও ছোট মাপের রশি দিয়ে জমি জরিপ করার প্রতিবাদে, কোথাও জমিদারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা রুখে দাঁড়ায়। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এইকালে বাইরের কারও উসকানির প্রয়োজন হয়নি। কৃষকসমাজের মধ্য থেকেই বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা সঠিক পথ নির্দেশ করতে এগিয়ে আসেন।

অজ্ঞাত পরিচয় এইসব কৃষক নেতারা দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা ক্ষোভের প্রতিকারের জন্য আইন নিজেদের হাতে তুলে নিতে কৃষকদের উৎসাহিত করলেন না, বরং আইনের সাহায্য নিয়েই জমিদারের অত্যাচার থেকে মুক্তির পথ দেখালেন।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক প্রজা বিক্ষোভ দেখে জমিদাররা শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং প্রজাবিপ্লব দমনকারী একটি আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এ-ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয় 'অনুপস্থিত' জমিদাররা। সরকার পড়ে উভয় সঙ্কটে। জমিদারদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকারের নীতি এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রজা অসন্তোষের ইন্ধন জোগাচ্ছে—যে কারণে দিকে দিকে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠছে। একে নিবারণের দায়িত্ব তাই সরকারকেই নিতে হবে। জমিদারপক্ষের প্রবল চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ১৮৭৫-এ সরকারের পক্ষ থেকে প্রজা বিপ্লব দমনকারী একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তাবিত এই আইনটির বিপক্ষে জনমত প্রবল আকার ধারণ করে। পত্রপত্রিকাগুলির একাংশ প্রস্তাবিত আইনটির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। 'ভারত সংস্কারক' বলে, প্রজাদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই, সরকারই তাদের মা-বাপ। তাদের স্বার্থ রক্ষা করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য। কাজেই কোন কিছু করার আগে 'সাবধান হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক' করা উচিত। প্রস্তাবিত আইনটির তীব্র সমালোচনা করে 'সহচর' লেখে :

'আমরা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে একটু স্থির হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা জমীদারদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছেন ; দেশ কি বলেন তাহা শুনিলে কি ভাল হয় না? কলিকাতায় যে কয়েকজন জমীদার আছেন, দেশের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারা স্বশ্রেণীরও প্রতিনিধি নহেন। ইহারা মফস্বলের বিষয় কিছুই জানেন না। মফস্বলের জমীদারগণ প্রজাদিগের মধ্যে বাস করেন, তাঁহারাই বা কি বলেন, তাহা জানা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, যে সকল জমীদার কলিকাতাবাসী অথবা কলিকাতাতেই সময় অতিবাহিত করেন, তাঁহারাই করবৃদ্ধিঘটিত অধিকাংশ মোকদ্দমা করেন; তাঁহাদিগের জমীদারিতেই অধিক গোলযোগ। কেন এমন হয় তাহার অনুসন্ধান না করিয়া একটা যাহা হয় আইন করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে?' একালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'সাধারণী' প্রজাবিপ্লব নিবারণকারী আইনের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে 'সহচর'-এর অভিমতকে 'অতি সঙ্গত' বলে অভিহিত করে।

শেষ পর্যন্ত জনমতের কাছে সরকার নতিস্বীকার করে এবং এ ধরনের আইন প্রণয়ন থেকে বিরত হয়।

প্রজা-জমিদারের এই ক্রমবর্ধমান বিরোধকালে প্রজাদের আচরণকে খোলাখুলি সমর্থন বিশেষ কোনও পত্রিকাই করেনি। বগুড়ার নওখিলা পরগণার প্রজারা খাজনা কম করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে, 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' তাদের সাবধান করে দিয়ে বলে, শান্তভাবে কাজ না করলে তাদের দুর্গতির একশেষ হবে। ('গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা', ১৩.৯.১৮৭৩)। 'জমিদার প্রজার এ প্রকার বিরুদ্ধভাব অত্যন্ত অনভিলষনীয়' বলে 'এডুকেশন গেজেট' মতপ্রকাশ করে। জমিদারকে প্রদেয় খাজনা বন্ধ না করতে 'এডুকেশন গেজেট' কৃষকদের অনুরোধ করে। খাজনার যে হার বহুদিন প্রচলিত, তা কমানো না গেলেও, 'অন্যায় বাবগ্রহণাদির প্রতিকার অবশ্য হইতে পারে' বলে পত্রিকাটি মনে করত।

এইকালের কোন কোন পত্রিকা এইসব অসন্তোষের সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়াও, এর কারণ বিশ্লেষণের দায়িত্ব নেয়। কোন কোন পত্রিকা আবার কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব সরকারের ওপর চাপাতে চেষ্টা করে। এইসব পত্রিকাগুলি এই ধরনের ব্যাপক অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকারকে একটি কমিশন গঠনের অনুরোধ

করে। প্রজা-জমিদার সম্পর্কের অবনতির কারণ সম্পর্কে এইকালের পত্রিকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করত। এই ব্যাপক অসন্তোষের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জর্জ ক্যাম্বেলের এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীকে লেলিয়ে দেবার নীতিকে দায়ী করে। বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহচর' মনে করত, এই অবস্থার জন্য জমিদারের লোভ ও প্রজাদের প্রতি মনোযোগের অভাবই দায়ী। আক্ষেপের সঙ্গে পত্রিকাটি লেখে, জমিদাররা আজও তাদের প্রজাদের সহানুভূতির চোখে দেখতে শিখল না। এখনও তারা বুঝতে পারল না যে তারা নিজেরাও উন্নতশ্রেণীর কৃষক ছাড়া কিছু নয়। তাদের কল্যাণ যে প্রজাদের সমৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল — আজও একথা তারা বিশ্বাস করে না! বরিশালের 'হিতসাধনী' আবার এই অবস্থার জন্য দু'পক্ষকেই দায়ী করে। জমিদার-প্রজার বিরোধের কারণকে এইকালে সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন 'সাধারণী'র সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তাঁর মতে পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জমিদার-কৃষক বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই বিরোধের পরিণামে 'জমিদার পড়িবে, প্রজা উঠিবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না। পড়িবেই পড়িবে, উঠিবেই উঠিবে। কেহই রোধ করিতে পারিবে না। জমিদার প্রজামধ্যে বিবাদ চলিবেই চলিবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না।' ('সাধারণী', ৯.৫.১৮৭৫)। 'সাধারণী'র এই ভবিষ্যদ্বাণী উনিশ শতকের বাঙালি সম্পাদকদের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের সশ্রদ্ধ করে তোলে।

—

সাধারণী

প্রজা বিপ্লবের কথা লিখছে সাধারণী

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বাহারূপ নাই। এখন ভোর আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকালেই খাওয়া হয় বটে, কিন্তু ঐ অনুপাতে অধিকাংশ লোকের মধ্যাহ্ন বা ঐ স্বল্প আহারে হইয়া থাকে। তাহাতে অনেকের পীড়া ও বিলক্ষণ কষ্ট হয়। অতএব প্রত্যুষে যাত্রা হইবার রীতি রহিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সকাল সময়ে আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত হইলেই ভাল হয়।

খাজনা সংক্রান্ত আইনের (রেণ্ট ল) পাণ্ডুলেখ্য টি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়া উঠিল। ইহার যে সর্ব্বাংশে সর্ব্বজনসম্মত মীমাংসা হয়, আমাদের ত এমন বোধ হয় না। সর্ব্বতোভাবে মীমাংসা না হইলেও এ বিষয়ে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা বিশেষ হইয়াছে। এটা তেমন সহজ বিষয় নয়, প্রধান প্রধান লোকের মতভেদ হওয়াতেই তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। আমরা আমরা একটী বিষয় সহজে দেখিতেছি, কতকগুলি প্রজা পক্ষপাতী হইয়া স্বমত ব্যক্ত করিতেছেন, আর কতকগুলি জমীদারের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি সর রিচার্ড গার্থ সে দিন এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জমীদার পক্ষে পক্ষপাতিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। অকম্পিত হস্তে নিরপেক্ষ হইয়া উভয় পক্ষের বলাবল বিবেচনা করিয়া স্বমত ব্যক্ত করিতে পারেন, এরূপ লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি, জমীদারেরা কম নন, প্রজারাও কম লোক নয়। একটু ছিদ্র পাইলে কেহই ছাড়েন না। অতএব আইনটি এরূপ হওয়া উচিত যে কেহ কাহারও অনিষ্ট সাধনে সমর্থ না হয়। আমরা ত এ গোলযোগের মীমাংসার দুটি ভিন্ন তৃতীয় উপায় দেখিতে পাই না। হয় গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের জমীদারীর মূল্য দিয়া খাস করিয়া লউন এবং গবর্ণমেণ্টের নিজের ও প্রজার লাভালাভ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রজার সহিত একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করুন, নতুবা, জমীদার যেমন আছেন তেমনি থাকুন, জমীদারের সহিত প্রজার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হউক। চিরকালের মত বিবাদ শান্তির উপায় যদি অবলম্বিত না হয়, যেমন আছে, তেমনি থাকুক। ইহাতে পরিবর্ত্ত করিতে গিয়া যেন জমীদার ও প্রজা উভয়েরই আভ্যন্তরিক বৈরস্ব অগ্নিতুল্যে প্রজ্বলিত করা না হয়।

স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী কেবল তাঁহারা নয়, আপামর সাধারণেই যে উহার কার্য্যকারিতা স্বীকার করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভদ্রকুলোদ্ভবা শ্রেণীর রমণীর যখন ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করা গর্হিত বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, তখন কত গর্ভবতী রমণী অশিক্ষিত ধাত্রী দ্বারা প্রসব হইতে না পারিয়া যে অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভারতবর্ষে কি ভদ্র কি ইতর সকল শ্রেণীর রমণীর লজ্জা এত অধিক যে, গুহ্য পীড়া ডাক্তারের নিকট প্রকাশ করা অপেক্ষা মৃত্যু কেহ শ্রেয়ঃজ্ঞান করে, এই কারণে প্রাণ থাকিতে অনেকে ডাক্তারের দ্বারা প্রসব হইতে চাহে না। কিন্তু এক্ষণে যত ধাত্রীবিদ্যার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লজ্জাশীলা কুলবালাগণের জীবন বিপন্মুক্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা কেবল যে এই এক প্রকার উপকার হইতেছে এরূপ নহে, অনেক রমণীর বিলক্ষণ জীবিকোপায়েরও সংস্থান হইতেছে। সেইরূপ এদেশে যদি শিক্ষিত রমণীগণকে চিকিৎসা বিদ্যায় দীক্ষিত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে বহুল পরিমাণে উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধুনা ডাক্তারদিগের ভিতর যেরূপ চরিত্রদোষ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন অন্তঃপুরবাসিনীর পীড়া হইলে গৃহস্বামীকে আকুলিত হইতে হয়। সুতরাং ডাক্তার আনিতে ইতস্ততঃ করাতে পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। তাহাতে এক দিকে গৃহস্থের যেমন কষ্ট হয়, অপর দিকে সেইরূপ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। এই ত গেল এক অনিষ্ট, অপর অনিষ্ট এই যে, এ দেশের লজ্জাশীলা কুলবধূগণ কোন গুহ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইলে স্বামী অথবা পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীগণের সমক্ষে তাহা ব্যক্ত করিতে যখন কুণ্ঠিতা হয়, তখন ডাক্তারের সমক্ষে তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা যে কতদূর সম্ভাবিত, পাঠক তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। সুতরাং এরূপ স্থলে ডাক্তারকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসাকার্য্য সমাধা করিতে হয়। তাহাতেই এক শিশির স্থানে দশ শিশি ঔষধ খাইতে হয়, তথাপি তাহাতেও অনেক স্থলে কিছুমাত্র উপকার দর্শে না। কিন্তু স্ত্রীলোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের আর সে কষ্ট থাকিবে না। এই শ্রেণীর চিকিৎসক দ্বারা পুরুষের চিকিৎসা হউক হউক না হউক, অন্তঃপুরবাসিনীগণের পীড়ার চিকিৎসা-কার্য্য ইহাদিগে ডাক্তারদিগের অনেক দুষ্কর দোষের শান্তি হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগেরও এই স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন হইতে পারিবে।

প্রাপ্ত

গয়া ভ্রমণ।

আমরা যখন শকটারোহণে গয়ার মধ্যে প্রবেশ করি, অনেক লোক আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক একজন গয়ালীর নামোল্লেখ করিতে লাগিল। তাহাদিগের মনের ভাব যদি কোন নামের সঙ্গে মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই গয়ালীগুরুর নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের মধ্যে দুই এক জনকে মুসলমান বোধ হইল। ফলতঃ আমাদিগের জন্য ছিল, পারাপারে জেলা এবং গ্রামের নাম জানিয়া লইয়া খাতা খুঁজে সেই বংশের কেহ কখন গয়ায় আসিয়াছিল কি না বলিয়া দিতে পারে; কিন্তু আমরা দেখিলাম, ইহাদিগের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। আমরা সকলে যাইয়া গদাধরের এবং ফল্গু নদীর সন্নিকটস্থ একটী দ্বিতল অট্টালিকায় বাসা করি। এখানকার গৃহাদি মন্দ নহে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বায়ু গমনাগমনের পথযুক্ত। অট্টালিকাও বিস্তর আছে, কিন্তু গৃহগুলির তাদৃশ শ্রীছাঁদ নাই। গয়া অতি প্রাচীন সহর। ইহার রাস্তাঘাট অধিকাংশই প্রস্তর নির্ম্মিত। এখানে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি আছে। স্থানটী ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত। অপরাপর নদীর ন্যায় ফল্গুনদী যদি জল পরিপূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে নৌকা হইতে নদীতীরস্থ দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর হইত; কারণ নদীর ধারে ধারে কয়েকটী বাঁধা ঘাট, দেবমন্দির এবং গয়ালীদিগের অনেকগুলি অট্টালিকা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফল্গুতে জল নাই, তিনি অন্তঃসলিলা রহিয়াছেন। উভয় তীর এবং মধ্যে মধ্যে চড়া পড়িয়াছে। সেই চড়ে বসিয়া যাত্রীগণ ফল্গুশ্রাদ্ধ ও গয়ালিদিগের চরণ পূজাদি করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অনেক দোকানদার, মালাকার, দুগ্ধ বিক্রেতা ও ভিক্ষুক বসিয়া থাকে। ফল্গুর পরপারে একটী গৃহে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। অপর একটী গৃহে বালুকার মধ্য হইতে একখানি হস্ত বাহির হইয়াছে। সেই হস্তোপরি সোনাদানার একটী প্রস্তর এবং পাদুকোপরি তদ্রূপ দুইখানি প্রস্তর পড়িয়া আছে।

সুলভ সমাচার

মূল্য ১ পয়সা। | মূল্য ১ পয়সা।

কলিকাতা, মঙ্গলবার, ১৮ই আষাঢ়, ১২৮০ সাল। Registered no 24

বিগত সপ্তাহ।

পাবনার কৃষক বিদ্রোহের খবর

AN APOLOGY FOR THE PUBNA RIOTERS

By Abcydae.

There are some noticeable features in the late rising ryot in Pubna which have escaped the notice of most of our contemporaries, and which therefore we do not consider it out of place to point out in this article.

It is a matter of regret, though not perhaps of surprize, [illegible] most of the leading newspapers of the Bengali community [illegible] have taken an entirely one-sided view of the question, [illegible] passed unmitigated censure on the acts of the ryots of Pubna. For a few weeks we had nothing but exaggerated accounts [illegible] the doings of the rioters. Fugitive zemindars crowding [illegible] Calcutta, or suffering zemindars writing from Pubna, did [illegible] fail to influence the press with *exparte* representations, and [illegible] lent additional coloring to an already over-colored picture until we found robbery, murder and rape represented [illegible] every day occurrence. It has now been satisfactorily ascertain[illegible] ed however that acts of violence were remarkably few, and [illegible] mostly perpetrated by certain *badmashes* who got hold of [illegible] opportunity to carry out their evil intentions. Making [illegible] ance for all these facts, however, it will not still be denied [illegible] the ryots were guilty of some irregularities and some [illegible] [illegible] and none regrets such acts more than [illegible] [illegible] tend to wean from their perpetrators the sym[illegible] which is pre-eminently their due)—because a just Govern[illegible] has not failed to visit such acts with speedy chastisement. [illegible] who condemn too severely such acts [illegible] rising like that of Pubna [illegible] [illegible] acts of violence, without [illegible] [illegible] of the tyranny which was its cause. The [illegible] [illegible] found in proportionate to the pressure which caused the [illegible] and the reaction seldom concludes without injury to some [illegible] History tells us of unheard of imperial tyranny and [illegible]

পাবনার বিদ্রোহী কৃষকদের সমর্থনে রমেশচন্দ্র দত্ত

কৃষক-প্রজার অবস্থা : জমিদার মহাজনের অত্যাচার

The Chundrika gives a letter detailing some of the oppressions inflicted by the zemindars on the raiats : why does not the Native Press declare its opinions very strongly on the subject ; there is no peasantry in the world suffering so much from tyranny as the Bengal peasantry from the Lordly zemindars. Men who have generally risen from poverty and whose maxim is *rem quocunq ue modo.*

—মর্নিং ক্রনিকাল, ২৬.৯.১৮৫০

বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা

(দ্বিতীয় বারের শেষ)

নীচ জাতীয় লোকেরা অত্যন্ত অভাব বা কোন আপদে পড়িলে যে সকল ভদ্র লোকদের নিকটে টাকা ধার করে, তাহারা মহাজন বলিয়া বিখ্যাত, প্রত্যেক টাকার সুদ প্রতিমাসে এক আনা কখন বা অধিকও হয়, ভাল অধিকের কথা দূরে থাকুক প্রত্যেক টাকার মাসে২ এক আনা সুদ হইলেও বৎসরে শতকরা পঁচাত্তর টাকা সুদ হয়। এই রূপ ব্যাজ দিতে২ নীচ লোকদের যাবজ্জীবন যায়, তথাপি ঋণ পরিশোধ হয় না। পল্লীগ্রামে সকল নীচ জাতীয় কৃষকদের এক২ জন মহাজন থাকে, তাহারা বীজ বপন কালীন ঐ সকল লোককে টাকা ধার দেন, এবং সময়ে২ জমিদারের খাজনা দিবার নিমিত্ত অনেক সাহায্য করেন, কিন্তু তাহাদের সুদ অন্য প্রকার, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষকেরা এতদ্দেশে ক্ষেত্রমধ্যে বীজ বপন করে, সেই সময়ে ভূমি কর্ষণাদি অনেক প্রকারে অর্থ ব্যয় হয়, দীন দরিদ্র ইতর লোকেরা ঋণগ্রস্ত না হইলে এ কর্ম্ম সমাধা করিতে পারে না সুতরাং টাকার নিমিত্তে মহাজন প্রয়োজন করে। মহাজন লোকেরা প্রত্যেক টাকার সুদ মাসে২ দুই পয়সা লন, বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত ঐ নিয়মানুসারে সুদ চলে, কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণ এই দুই মাসে মহাজনের টাকার সুদ নাই, কিন্তু শস্য প্রস্তুত হইলে যদি সাধারণ লোকে টাকায় দশ পালি ক্রয় করে তবে মহাজন মহাশয়েরা পূর্ব্ব দণ্ড প্রত্যেক টাকায় চৌদ্দ পালি লন। এই রূপ লাভ করিলে প্রত্যেক টাকায় কত লাভ হয় তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। পল্লীগ্রামে ধান্য ঝাড়িবার সময় উপস্থিত হইলে যত মহাজন লোক একত্র হইয়া মহাজনী ভাও এই কথা লইয়া কত তর্ক বিতর্ক করিতে থাকেন, হায়! মহাজনদিগকে পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া কত শত২ নীচ লোক ক্রীতদাসের ন্যায় আছে, তাহা গণনা করা সুকঠিন, ঋণজালে বদ্ধ হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি যে সকল অকর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাও ইতর লোকেরা মহাজনদের অনুরোধে করে, অধিক বলিতে গেলে নেত্র হইতে নীর বহির্গত হয়। মহাজন মহাশয়দিগকে লাভে মূলে পরিশোধ করিয়া কত লোক খামার হইতে শুদ্ধ কুল ধুচনী হাতে করিয়া ক্রন্দন করিতে২ পরিবার কি খাইয়া বাঁচিবে এই কথা বারম্বার কহিতে থাকে।

মহাজনদের এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার না হয়। জমিদার মহাশয়েরা নীচ জাতির প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করুন। হায়! দয়া কি করিবেন ধন মদে মত্ততা হেতু দয়া কাহাকে কহে তাহা জমিদার মহাশয়দের অনেকেই জানেন না, যদি কোন শিল্প বিদ্যাজ্ঞ পণ্ডিত লোক নির্দ্দয়তার প্রতিমূর্ত্তি করিতে চাহেন, তবে এতদ্দেশীয় কোন২ বিখ্যাত জমিদারের প্রতিমূর্ত্তি লিখিলেই তাহার সেই তাৎপর্য্যের সার্থকতা হইতে পারে। তদ্বিবরণ রূপে কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক। জমিদার মহাশয়েরা প্রজাদের নিকট হইতে বৎসরে তিন চারবার কর গ্রহণ করেন, যাহাকে কিস্তি বলা যায় ইহার মধ্যে দৈব ঘটনা বা অনায়ত্ত প্রযুক্ত যদি কোন লোক কোন কিস্তি খাজনা অর্থাৎ কর দিতে না পারে তবে তাহারা কিস্তি খেলাপ ও তলব সুদ ইত্যাদি নানাবিধ মতে প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি এক কিস্তিতে চারি টাকা দেয় সেই কিস্তি খেলাপ বা বহির্ভূত হইলে,

তলব বা আভাব লাগানের হেতু তাহাকে ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা দিতে হয়। খেলাপের এই নিয়ম, হালশাল অর্থাৎ বৎসর বহির্ভূত হওনের পর ন্যূন হইলে টাকায় সিকি অর্থাৎ যত টাকা অবশিষ্ট থাকে, প্রত্যেক টাকায় ।০ চারি আনা করিয়া দিতে হয়। যদি চারি টাকা বাকি থাকে তবে পাঁচ টাকা দিলে জমিদারের গোমস্তা বা করসঞ্চয়কারির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, নতুবা পরিত্রাণ নাই। আবার সুদের সুদ ৵০ দুই আনার হিসাবে দিতে২ নীচ লোকেরা বাসস্থান পর্য্যন্ত ঘটি বাটি গরু বাছুর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বিক্রয় করিয়া দেয় নতুবা দেশ পরিত্যাগ করে। ভাল ইহাতে না হয় দীন দরিদ্র নীচ প্রজাদের দুঃখের শেষ হউক, শেষ কোথায়! দুঃখের কথা লিখিতে লিখিতে আয়ুঃ শেষ হয় তথাপি তাহাদের দুঃখের শেষ হয় না। আম্র, জাম, কাঁটাল, তেঁতুল ইত্যাদি ফলবান বৃক্ষসকল যাহা তাহারা অত্যন্ত কষ্টসৃষ্টে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত করে তাহাও বিক্রয় করিতে হইলে জমিদার মহাশয়রা চৌথ অর্থাৎ চারিভাগের এক ভাগ লন, যদি কোন বৃক্ষ ১৬ ষোল টাকায় বিক্রয় হয়, তবে বার টাকা প্রজার চারি টাকা জমিদারের। কি অন্যায়২। পরিশ্রমের ফলও দুঃখী প্রজারা ভোগ করিতে পায় না।

এতদ্ব্যতীত মাতৃশ্রাদ্ধ পুত্রের বিবাহ ইত্যাদি নানা প্রকার প্রয়োজন হইলে জমিদার মহাশয়েরা দরিদ্র প্রজাদের নিকট হইতে মাথট বা চাঁদা করিয়া টাকা লন। প্রজারা প্রতিবাসির সহিত পরস্পর কোন প্রকার বিবাদ করিলে, জমিদারের কাছারিতে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। গোমস্তার বিচারে যে ব্যক্তি দোষী হয়, সে জরিমানারূপ প্রতিফল পাইয়া থাকে, অক্ষম হইলে অনাহারে তাহাকে উক্ত অন্যায় রূপ বিচারালয়ে গোমস্তা সমস্তদিন বসাইয়া রাখে, কখন বা টাকার লোভে ক্ষুদ্র অপরাধ হেতু গুরুতর দণ্ড প্রদান করে। আমি অনেকানেক জমিদারের নানাবিধ উপদ্রব দ্বারা দেশের সমুদয় নীচ জাতীয় প্রজাদিগকে বহুল যন্ত্রণা দিবার কথা শুনিয়াছি, অনেক লোক জমিদারের প্রহারে একেবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক কি লিখিব আমার জন্মভূমি প্রসাদপুরের নিকটবর্ত্তী মোহনবাটী গ্রামের নীচ প্রজারা প্রায় দুই বৎসর হইল জমিদারের অসহ্য যন্ত্রণাতে কাতর হইয়া গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন২ গ্রামে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে।

বাহুল্য ভয়ে হপ্তম পঞ্চম ইত্যাদি অনেক প্রকার অন্যায়ের কথা লিখিতে পারিলাম না। সভা মহাশয়েরা এতদ্বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই সকলই অবগত হইবেন। ...

— সত্যার্ণব, মে, ১৮৫৫

THE PHŒNIX gives the following as an example of the wickedness of zemindars ... Baboos Kalydoss and Rajkissen Bannerjee, zemindars of Teliniparah wanted to enhance the rents of the Ryots of Narna, a village in the district of Howrah, by measuring their lands by a standard different from that of the Collectorate. But the ryots, headed by Petumbur Bural, Ramcoomar Mundle and Ramkissen Sirkail strongly resisted the measurement. On the morning of the 7th June, 1857, however, at about 3 A.M. the zemindars' Gomastas, a set of people famous for such doings, accompanied by nearly thirty hireling ruffians armed with clubs, successively broke open the doors of the house of the three above named individuals and after plundering them of everything and maltreating the female inmates with brutality, carried away the three men. Just after gunfire, the party brought the first two victims (the third having escaped from their hands) to Telliniparah before the constituents, who caused the men to be confined in a small dark room. In the meantime petitions were presented to the Magistrate of Howrah, by the sons of the unfortunates, charging the zemindars and their Gomastas with plunder and kidnapping. The zemindars brought in turn charges of conspiracy against the prosecutors. After a month,

however, Ramcoomar having promised to file a Razeenamah was brought to the Howrah Magistracy, where instead of filing it, he disclosed all the circumstances connected with his illegal confinement. But Petumbur was kept confined for a period of fourteen months until released by Mr. Grey, the Magistrate of Howrah. On the case being sent up to the Sessions, Mr. E. Latour took it up on the 18th of August, and after examining a host of witnesses, including the Magistrate himself, convicted on last Saturday, the four Gomastas and two lattials of night plunder, riots, assult, kidnapping; and Baboos Kalidoss and Rajkissen Banerjee of privity to the above, and of illegal confinement of Petumbur and Ramcoomar. Kalidoss has been sentenced to seven years' imprisonment with labor, to Rajkissen two years with labor, commutable to a fine of Rs. one thousand, and the rest to seven years' with hard labour and iron.

— ঢাকা নিউজ, ১৮.৯.১৮৫৮

The Ryot and the Zemindar :— The ryot represents the great mass of the population of this country. He constitutes the agricultural element of a country which is essentially agricultural. He symbolizes the spade and the plough. He supplies the sinews of war. He covers the length and breadth of the land with its staple food. He sows the paddy, which is the staff of life in Bengal. He supports the village chowkeydar, and pays the perbunny to the Burkundoz and Darogah on the occasion of the Doorga poojah. He pays the rent and abwab which enrich the zemindar, the Puttneedar and other Talookdars. He fills the coffers of the Mohajuns by returning, with cent. per cent. interest, the money raised by him on the hypothecation of the crop. He cultivates the mulberry and the indigo, which enable the European adventurer to amass fortunes, and return home after a few years of successful speculation and unsuccessful agitation for his indefeasible and inalienable birth-rights....

But besides the rents, abwabs are levied on the ryot in most districts. These are illegal cesses, and pressed most heavily on him. In those districts where low assessment prevails, these are consolidated with, and in point of fact bear a large proportion to the jumma. In pergunnah Luskurpore, Rajshye, these are as 14 annas to one Rupee. When a zemindar has a marriage or shradh in his family, the ryot is called upon to contribute their quota. Again, when a marriage is celebrated by a ryot, he must pay marocha to the zemindar. Though disallowed by the law, yet abwabs are sanctioned by immemorial usage. The zemindar will continue to exact them and the Ryot to pay them until the nearest Deputy Magistrate or Deputy Collector is authorised to punish these exactions summarily and finally. There must be no appeal. The new Rent Law is calculated to remedy the evil, but we have strong doubts of its being fairly and fully carried out.

But the number of those who live indirectly and partially on the land sinks into insignificance when compared with those who live solely by it. The former look upon their jote as a secondary affair, and as something which they can fall back upon in the rainy day, but the latter are wedded to the soil, and have no other resources. They must toil on from

morning to noon and from noon to dewy eve. Their lot is one of unmitigated and unremitting toil. Destitute of all capital, save their labor, they cannot inprove their jote. Utterly ignorant of their rights, they cannot protect themselves when these are invaded and trampled upon. True, that several salutary laws have been enacted from the time of Cornwallis to the present, but he is too uneducated and poor to avail himself of them. In truth he is often victimized through the instrumentality of those courts of justice which are intended to protect him...

We believe that the Permanent Settlement, though it has erred in one important respect, viz. in converting the hereditable property of the zemindars into absolute proprietorship, and in ignoring the proprietary rights of the Khoodkast ryots or the real owners of the soil, has, in the whole, benefited the country...

We are not of those who regard the zemindars to be monsters in human shape, and the Ryots to be little innocents who are periodically and at kist times massacred and devoured by them. We believe both zemindars and Ryots have their peculiar virtues and peculiar vices. But we would impress upon both the classes, and with all the earnestness we are capable of, the truth that their interests are essentially identical.

We are convinced that the more zealously the land holders help their peasantry to develop the resources of their talooks, the more profitable those talooks will become. We are convinced that the more earnestly the zemindars seek to improve the social and mental condition of the Ryots, the more remunerative will be the returns reaped by them, not only in the shape of increased pecuniary profits, but in the happiness and contents of the Ryots, and in their indissoluble attachment to them.

— ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ১৬.৭.১৮৫৯

•

CESSES :— "Exact no more than is due" is a maxim as applicable to the zemindars of Bengal as it was of old to the publicans of Judea. In another column we publish a letter signed J. C., enclosing a copy of a perwannah, which a zemindar addressed to his ryots on the auspicious occasion of obtaining a khelut from Government. "Be it known to you, O Muhummud Jumma", so runs the perwannah "that by the order of the illustrious Governor-General I received, on the 8th of the last Choitro, the title of Maharajah, with a khelut of immense price. To you therefore, and to all my ryots, it is ordered that, according to your means, you forthwith pay a nuzzer to your several chuckladars, who also have been written to on this subject. This matter you will consider an urgent "one". ...

The relation of Government to the zemindar is the same as the relation of the zemindar to the Ryot. If the zemindar is justified in exacting nuzzurs from the Ryot, the Government surely is justified in exacting nuzzars from the zemindar. It is but fair that men should be meted out of their own measure. We believe that zemindars are protected by the terms of the perpetual settlement. Regulation I. of 1793, and VIII. of 1793 clearly imply their exemption. But if they are thus exempted, so are the Ryots. Zemindars will do well to bear

this in mind. We do not condemn the zemindars as a class. There are many among them who are an honor to their country and to humanity. The zemindary system is our abomination. The abwabs or cesses are the most unjust and iniquitous part of that system. A grasping zemindar has a cess for almost every day in the week, and for almost every action of his life. Does he give his son in marriage? The Ryots must pay the expenses of the ceremony. Are his carriage horses old? The Ryots must provide him with new ones. Does the Baboo condescend to visit his estates? The ryots must testify their joy by nuzzars proportionate to their several means. It is hardly conceivable to what an extent this system of extortion, under the name of cesses, is sometimes carried. A Hindoo zemindar, when his infant son eats the first rice, and celebrates with due *eclát* the ceremony of *anuprason*, thinks nothing of imposing an income tax of 25 per cent. on all his Ryots. When peace with Russia was proclaimed, a zemindar in the Barrisaul district presented Government with a sum of Rupees 30,000 to be expended in fire-works and other rejoicings ; and under the pretence of reimbursing himself, exacted Rs. 60,000 from his Ryots. Eventually Government declined the present, and so by this one cess alone the zemindar cleared £6,000. In another case a zemindar of the same district had forfeited a recognizance of Rupees 25,000, this amount he at once called upon his Ryots to contribute, and by a judicious assessment managed to collect Rupees 50,000. The fine was afterwards remitted by the Nizamut Adawlut, and consequently the zemindar pocketed £5,000. No wonder that breaches of the peace are so frequent in the Mofussil, when the breakers of the law are so munificently rewarded. Two other instances of illegal cesses have recently come to our knowledge : the one we mention from its hardship, the other for its singularity. A certain muhajun had the misfortune to live upon an estate, which was held jointly by their sharers One partner held an 8 annas share; the other two 4 annas each. In the course of time one of the shareholders paid a visit to the estate, and was delighted to find that the muhajun was doing well in the world, and had built a puckah-house. He accordingly demanded a nuzzar of Rupees 600, which the muhajun after some demur paid. The 8 annas sharer got intelligence of the extortion, and demanded a nuzzar of Rupees 1200, on the ground that he was entitled to double the sum received by a 4 anna share-holder. The muhajun remonstrated; he pleaded that he had already paid an enormous sum, but in vain; his objections were overruled, and a week's time by confinement convinced him of the expediency of paying the money. After his release from confinement he was seized upon by the third shareholder and muleted of another Rupees 600. To what consideration are zemindars guilty of such oppressions entitled? The last cess which we shall mention which is levied on the estate of an Armenian gentleman. And considering that the zemindar is a Christian, the cess is certainly an extraordinary one. Every one knows that in some districts in Bengal the followers of the prophet are divided into two sects, the orthodox Mussulman and the dissenting Ferazee. The Christian zemindar seems to be prepossess in favor of the orthodox creed, and imposes a fine of Rupees 100 upon every Mussulman convert to the Ferazee faith. Upon what Christian principle this tax is levied, is a question which the

Armenian Zemindar can perhaps decide. The cesses which we have specified, and we could increase the number to infinity, are strictly illegal and expressly forbidden. In the eye of the law the exaction of a cess is a penal offence, but penal though it be, it is an offence which is never visited with punishment. It would be better indeed to have no laws at all than to have laws which can be thus broken with impunity. It is easy enough to make a law, when made, is only so much ink and paper. Latterly, we have been seized with a law-making mania; it would be well if we remembered that legislation of itself can never ameliorate the condition of a country. It is by the Executive alone, that the condition of a country can be improved. We are satisfied with the laws we have : all we want is a better, a more efficient, a more vigorous adminstration. At the same time, it would be well for the zemindars to remember that there are two parties to every contract; and that if, as we think, Government, at the time of the perpetual settlement, promised not to increase the zemindar's rent, the zemindar, on his part, promised that he obey the law, and exact from the Ryots no more than his due. If one party breaks a contract, the other contracting party is released from his obligations. It behoves those enlightened zemindars of Bengal, whose names are conspicuous in every public movement to inoculate their less favored brethren with a sense of their duties to the Ryots.

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ২৪.৯.১৮৫৯

দেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা

...এ দেশের ... কৃষিজীবীরাই অধিকতর দুর্দ্দশাপন্ন। এখানকার কৃষকদিগের যেরূপ দুরবস্থা, বোধ করি এরূপ আর কুত্রাপি নাই। ইহারা প্রকৃত দীন হীন। অন্নবস্ত্রে সচ্ছল এরূপ কৃষক এদেশে অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়। কৃষকমাত্রেই প্রায় অন্ন ও বস্ত্রহীন। গৃহহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ কৃষকেরই কুটীরসদৃশ এক বা দুইখানি ঘর। দুঃখের কথা কি বলিব সকলকার সকল ঘরের চালে খড়ও নাই। অনেক কৃষকই অর্দ্ধাশন বা অনশনে দিনাতিপাত করিয়া থাকে। অনেকের এক ভিন্ন দ্বিতীয় পরিধানবস্ত্র নাই। অধিক কি, অনেকের ভোজনপাত্র ও জলপাত্র পর্য্যন্তও নাই। শাস্ত্রকাররা বলেন যাহারা পরিশ্রমী, তাহারা কখন কষ্ট পায় না; কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থা দর্শন করিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা হয় না। কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল ও নিরীহ; কিন্তু উহাদেরই অধিকতর দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই উহাদের পরিশ্রম দেখিয়া থাকিবেন। উহারা গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া এবং বর্ষাকালের মুষলধার বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের কষ্ট দেখিলে বোধকরি পাষাণও দ্রবীভূত হয়। কেহ যদি কৃষকদিগের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসু হন, তাহার উত্তর এই, দৈব বিড়ম্বনা এবং জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারই ইহার কারণ। ...

কৃষকদিগকে পীড়ন ও তাহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবার জন্যই বোধকরি জমিদাররা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা একপ্রকার সর্ব্বশোষক। কৃষকেরা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, জমিদারদিগের উদর পূর্ণ করিতেই প্রায় সমস্ত নিঃশেষিত হয়। প্রথমতঃ বাৎসরিক কর আছে। তৎপরে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ পুত্রকন্যাদির পরিণয়াদির উপলক্ষ কিংবা অন্য কোন বাব করিয়া প্রায় প্রতি বৎসর নিরীহ কৃষকদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে জমিদারিতে গমন করা আছে। কৃষকদিগের নিকট হইতে নজর স্বরূপ কিছু লওয়া হয়। জমিদারির মধ্যে বাঁধবন্ধন বা অন্য কোন কার্য্য করিলে

কৃষকদিগের নিকট হইতে ব্যয়ের অতিরিক্ত আদায় করিয়া লন। বাবুদের পারিষদ্‌বর্গের বা অন্য কোন আত্মীয় অথবা অনুগত ব্যক্তি কোন প্রকার দায় বা শুভকর্ম্ম উপস্থিত হইলে কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাও জমিদারিতে বরাত দেন। গোমস্তা কৃষকদিগকে পীড়ন করিয়া আদায় করে। এদিকে প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লইতেছেন। কিন্তু প্রজারা যদি এক বৎসর খাজনা দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অমনি তলব সুদ ধরিয়া বসেন। তলব সুদের রীতি এক প্রকার নহে; জমিদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেহ বৎসরে টাকায় চারি আনা কেহ বা সাত আনা পর্য্যন্ত লইয়া থাকেন। কৃষকেরা যদি খাজনা দিতে বিলম্ব করে, তাহা হইলে দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। কাছারিতে ধরিয়া আনান হয়। অনাহারে রৌদ্রে বসাইয়া রাখেন ও প্রহার করেন। ইহাতেও যদি আদায় না হয় পরে পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া দেন। পেয়াদারা উহাদিগের নিকট হইতে কেহ চারি আনা কেহ বা আট আনা করিয়া লইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাকি খাজনা ও নিরিখ প্রভৃতির নালিশ আছে। প্রায় দুই তিন বৎসর অন্তর জমির করবৃদ্ধি করা হয়। কৃষকেরা যদি দিতে অসম্মত হয় অমনি নিরিখের নালিশ রুজু করিয়া বসেন। এই করবৃদ্ধির উপলক্ষে জমিদার ও কৃষকে প্রায়ই দাঙ্গা হেঙ্গাম হইয়া থাকে। উভয় পক্ষের দুই একটা হত আহত হইতেও দেখা যায়। এইরূপ বিবিধ অত্যাচারে কৃষকেরা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। অনেকে দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করে। এই ত জমিদারের অত্যাচার। এতদ্ভিন্ন উহাঁদিগের আমলাবর্গের অত্যাচার আছে। ইহারাও হিসাব আনা পার্ব্বণী প্রভৃতি বাব করিয়া বৎসরের মধ্যে তিন চারি বার কৃষকদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া থাকে। কৃষকেরা যদি দিতে অক্ষম বা অসম্মত হয়, তাহা হইলে খাজনার টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া লয়।

মহাজন। কৃষকদিগের কাহারই প্রায় মূলধন নাই। তাহারা প্রতি বৎসর মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া খাজনা ও আবাদ প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পরে শস্য বিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। মহাজনদিগের নিকট ধান্যও কর্জ্জ পাওয়া যায়, ইহাকে বাড়ী বলে। বাড়ীর নিয়ম এই, কৃষকদিগের ঘরের ধান্য ফুরাইলে মহাজনদিগের নিকট হইতে ধান্য লইয়া থাকে। পরে নূতন ধান্য হইলে প্রত্যর্পণ করে। মহাজনেরা সুদস্বরূপ কেহ শলী প্রতি পাঁচ কেহ বা আট পালি করিয়া ধান্য লন। কৃষকেরা ধান্য দিতে অক্ষম হইলে বাজার দরে ধান্যের মূল্য স্থির করিয়া যত টাকা ধার্য্য হয়, সেই টাকার খত লিখিয়া লন। টাকা কর্জ্জ লইবার বিবিধ রীতি আছে। খত লিখিয়া লওয়া হয়, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য বা জমি বন্ধক রাখা হয় এবং কিস্তী ও চোটা দেওয়া হয়। খতের এই। ইহার সুদের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। মহাজনেরা ইচ্ছামত সুদ লইয়া থাকেন। সাধারণতঃ খাতায় এক দেড় বা দুই পয়সার হিসাবে লেখা থাকে। কিন্তু মৌখিক একটি বন্দোবস্ত থাকে। সেই বন্দোবস্তের অনুসারে কেহ প্রতিমাসে টাকায় তিন কেহ বা চারি পয়সা পর্য্যন্ত সুদ লইয়া থাকেন।

চোটার নিয়মটি বড় সহজ নয়। মহাজনের যত ইচ্ছা ততই সুদ লইয়া থাকেন। কেহ মাসে টাকার এক, কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চারি আনা, কেহ বা আরও অধিক সুদ গ্রহণ করেন।

কিস্তী। ইহার নিয়ম কিছু অধিকতর পীড়াকারী। ইহা এক প্রকার নীলের দাদন। পুরুষানুক্রমে প্রায় শোধ যায় না। কোন ব্যক্তি, যদি এক টাকা কিস্তী লয়, তাহার নামে খাতায় এক টাকা খরচ লিখিয়া এক মাসের অগ্রিম সুদ দুই আনা হিসাব আনা এক পয়সা এবং তাগিদদারের এক পয়সা মোট দশ পয়সা কর্ত্তন করিয়া লইয়া অবশিষ্ট সাড়ে তের আনা প্রদান করা হয়। যিনি যত টাকা লন এইরূপ নিয়মে প্রদান করা হইয়া থাকে। সুদসমেত উক্ত টাকা এক মাস কয়েক দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু নিরূপিত সময়মধ্যে পরিশোধ না করিলে কিস্তী খেলাপী সুদ ধরিয়া তাহার নামে কিস্তীখরচ লেখা হয়। স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য ও ভূমিবন্ধকের নিয়ম এই স্বর্ণদ্রব্যের মাসে টাকায় এক পয়সা, রৌপ্যের দেড় পয়সা, পিতল ও কাঁসার দুই পয়সা করিয়া সুদ দিতে হয়। ভূমি বন্ধকের ও খতের নিয়ম প্রায় এক প্রকার। কৃষকেরা এরূপে টাকা প্রায় কর্জ্জ লয় না। কারণ তাহাদের নিজ জমিও নাই ও স্বর্ণরৌপ্যাদির সামগ্রীও প্রায় নাই। কৃষকেরা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, জমিদার ও মহাজনদিগের পূজাতে সমুদয় শেষ হইয়া যায়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষকেরা শস্যবিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। কিন্তু দৈব ব্যাঘাত বশতঃ যদি শস্য না জন্মে তাহা হইলে কৃষকদিগের দুরবস্থার সীমা থাকে না। মহাজনেরা উহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া জমিদারদিগের ন্যায় পীড়ন ও প্রহার করেন। পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া দেন। অবশেষে বলদ গরু বেচিয়া লন ও সর্ব্বস্বান্ত

করেন। সুবিধা এই, মহাজনেরা নালিশ বড় ভালবাসেন না। বলে, কলে, কৌশলে টাকা আদায় করেন। কেহ কেহ কৃষকদিগের নিকট হইতে তাহার জোত জমি ক্রয় করিয়া জমিদার সংসার হইতে আপন নামে খারিজ করিয়া লইয়া উহাকে ভিটাছাড়া করেন। কৃষকেরা জমিদার ও মহাজনের নিকট কৃতদাসের ন্যায় থাকে। ...

এই হতভাগা নিরীহ কৃষকদিগের অবস্থা কি চিরকালই একরূপ থাকিবে? কখন কি তাহার উন্নতি হইবে না? দয়াবান গভর্ণমেণ্ট কি ইহাদের প্রতি কৃপাবলোকন করিবেন না? ... লার্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারদিগকে যে স্বত্ব দিয়া গিয়াছেন, সেই স্বত্ব কৃষকদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করুন এবং তাহারা যাহাতে অল্প সুদে মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ পায় এমত উপায় করুন ...

জনাই। ৯ নভেম্বর, ১৮৬৮ — ভবদীয় নিতান্ত বশম্বদ।

—সোমপ্রকাশ, ২৩.১১.১৮৬৮

যার ধন তার ধন নয়
নেপো মারে দই ।

এই শীর্ষকাঙ্কিত জনপরম্পরা বাক্যের অর্থটি যেরূপ বিপরীত হইয়া থাকে, অধুনা বঙ্গদেশের শ্রমশীল দুঃখী কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে। তাহারা ভূমির জন্য সতত পরিশ্রম করিতেছে, অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে, তাহাতে সত্ত্বাধিকারী না থাকাতে তাহারা তাহার ফলভোগী হইতেছে না। তাহারা (কৃষকেরা) ভূমির উর্ব্বরতাসাধন ও কৃষির উন্নতিবর্দ্ধন নিমিত্ত অবিরত যত্ন করিতেছে সত্য বটে, কিন্তু তাহাদের এমন পোড়া কপাল! তাহার উৎপন্ন বস্তু তাহাদের ভোগে না আসিয়া অন্যের ভোগে আসিতেছে। কৃষকেরা দিবারাত্রি শরীরের রক্ত শুষ্ক করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেছে, জমিদারেরা তাহার তৃতীয়াংশ গ্রাস করিয়া বসিতেছেন। ইহাতে সম্প্রতি প্রজা ও জমিদারের অবস্থা কেমন হইয়াছে, জমিদারেরা পরম সুখে দধি, দুগ্ধ খাইয়া দিনপাত করিতেছেন, দুর্ভাগা দরিদ্র প্রজার ঘরে একমুষ্টি অন্নও নাই। তাহার স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারগণ পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া হাহাকার করিতেছে। এদিকে জমিদারেরা আনন্দে আপনাদিগের অর্থভাণ্ডার ও নৃত্যশালা প্রভৃতির শোভা বর্দ্ধন করিয়া রাখিতেছেন।

কৃষক ও জমিদার এই উভয়ের এরূপ অবস্থাভেদের কারণ কি, অনুসন্ধান করিয়া ও মনের সহিত বুঝিয়া দেখ, একমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাবই ইহার মূল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জমিদার এবং প্রজাবর্গের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংস্থাপিত হইলে কখনই এরূপ হইতে পারে না। আমাদের প্রজাহিতৈষী ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু তিনি কি মনে করিয়া প্রজাদিগের এই উপস্থিত দুঃখ বিমোচনের উপায় গ্রহণে বিরত আছেন, আমরা তাহার কারণ নির্দ্দেশে অক্ষম রহিয়াছি। যদি জমিদারদিগের মান ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে ইহার প্রতিধ্বনি করা না হয়, তবে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। আর যদি দুঃখী প্রজার প্রাণরক্ষার্থে ইহার কোন সদুপায় উদ্ভাবনা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে আশু ইহার প্রতীকার করা উচিত। কেননা বর্ত্তমান অস্থায়ী বিশৃঙ্খল বন্দোবস্ত যে এতদ্দেশীয় প্রজাসমূহের সর্ব্বনাশের আকর হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা দেখিতেছি, এই অনিষ্টকারী প্রজাপীড়ক বন্দোবস্তের প্রাদুর্ভাবে জমিদারেরা ক্রমে প্রবল ও কৃষকেরা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। এতদ্দ্বারা প্রজাদিগের সমুদায় সুখ অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম হইল। এমনকি, এই অহিতকর বন্দোবস্ত শীঘ্র উঠিয়া না গেলে, অতঃপর কৃষিকার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। আহা! বর্ত্তমান বন্দোবস্ত প্রজাদিগের পক্ষে এত কষ্টদায়ক হইয়াছে যে, জমিদারেরা অর্থলালসায় যতবার যে পরিমাণে জমা বৃদ্ধি করিতেছেন, সহায়হীন দরিদ্র কৃষকদিগকে তাহাই বাধ্য হইয়া দিতে হইতেছে। তাহারা স্ব২ ভূমির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সম্বন্ধে সহস্র আপত্তি কেন না দর্শাউক, জমিদারেরা অর্থমোহে অন্ধ হইয়া তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা পয়সার লোভে যাহা বলেন তাহাই ব্রহ্মার বাক্যসদৃশ হইয়া উঠে। প্রজা যদি তাহাতে নিতান্ত আপত্তি

করে, তবে তাহাকে হয়তো বসতবাস পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়, নয়তো জমিদারের কোপে পড়িয়া সময়ক্রমে তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায়। অতএব যতদিন জমিদারদিগের এই স্বেচ্ছানুযায়ী বন্দোবস্ত তিরোহিত না হইবে, ততদিন আর বঙ্গীয় প্রজাদিগের মঙ্গল নাই।

এই ইচ্ছামত বন্দোবস্তে জমিদারেরা এমত অর্থগৃধ্নু হইয়া পড়িয়াছেন, যে তাঁহারা কেবল জমা বৃদ্ধি বলিয়া নয়, সময়ে২ নানা বাব ধরিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। জমিদারদিগের মধ্যে কাহারও একটি বিবাহ উপস্থিত হইলে বা অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শ্রাদ্ধ আসিলে কৃষিজীবী দরিদ্র প্রজাদিগকে ৬ মাস বা বৎসরকাল পর্য্যন্ত মাঙ্গন দিতে হয়। তাহাতেও পরপীড়ক জমিদারেরা তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করেন না। যেমত বলেন, তদনুসারে অর্থশোষণ করিয়া থাকেন। আবাব ইহাঁদিগের অধীনে যে সকল অমাত্য আছেন, তাঁহারাও এক২ জন সামান্য অর্থগ্রাহী নহেন। তাঁহারাও সুযোগ পাইলে প্রভুর অনুসরণ করিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে নানা কৌশলজাল বিস্তার করেন। একজন তাঁহাদিগের নিকটে পাট্টা লইতে বা কোন বিষয়ের আবেদন করিতে আসিলে, তাঁহাদের অর্থাভিমান এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাঁহারা পুঞ্জ২ অর্থাঞ্জলি না পাইলে আর প্রজার দিকে দৃকপাত করেন না। ইহাতে দরিদ্র কৌপিনধারী কৃষককে নাচার হইয়া সময়ে২ কর্ত্তা এবং দেওয়ান, পেস্কার অবধি পাইক, পেয়াদা পর্য্যন্ত সকলকেই একে২ পূজা করিতে হয়। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব, যাহাদের উপজীবিকা হল চালনা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহারা কি ইহাতে কৃষিকার্য্য করিয়া আত্মপরিবার পুষিয়া রাজার ইচ্ছামত রাজস্ব যোগাইতে ও অন্যান্য অলীক ব্যয়ভার সহ্য করিতে পারে? কখনই নহে। সুতরাং তাহাদিগকে নানা বিষয়ে নানা প্রকার বিপদে পড়িতে হয়, এবং চিরদৈন্যও তাহাদের ভাগ্যাধিকার করে। আমাদের দেশীয় প্রজার দশা এইক্ষণ যে অবিকল এইরূপ হইয়াছে, আমরা বাক্যের দ্বারা তাহা কি বলিব, গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।

যাহা হউক, অধুনা জমিদারদিগের সহিত প্রজার এইরূপ অসঙ্গত অর্থ সম্পর্ক থাকাতে, এতদ্দেশে কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতেছে। কৃষকদিগের হস্তে ভূমির সত্ত্বাধিকার নাই, এই বলিয়া আর কোন চাষাই বিশেষ উৎসাহ সহকারে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে না। তাহারা মনে করিতেছে আমরা যখন শ্রম করিয়া ফলভোগে সক্ষম নহি, আমাদিগের উপার্জ্জিত দ্রব্যের অধিকাংশই যখন জমিদারদিগের মনস্তুষ্টিতে ব্যয় হইয়া যাইতেছে, তখন আমরা তজ্জন্য সমধিক যত্ন করিব কেন? যাহা আমাদিগের রাজস্ব ও উদর পূরণে লাগিবে, তাহাই আমরা উৎপন্ন করিয়া লইব। ফলতঃ লাভ না থাকিলে কে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাঞ্ছা করে? কৃষকেরা এইরূপে ভগ্নোৎসাহ হওয়াতে বঙ্গভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা সত্ত্বেও সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। নতুবা কৃষকদিগের উৎসাহ ও সম অনুরাগ থাকিলে এতদ্দেশের মৃত্তিকা হইতে কিনা উৎপন্ন হইতে পারে? কৃষকেরা চির বন্দোবস্তের দ্বারা ভূমির সত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হউক। পরিশ্রম ও প্রকৃত উৎসাহের সহিত চাষবাস করুক, রত্নগর্ভা বঙ্গভূমির মুখ অচিরেই উজ্জ্বল হইবে। অতএব আমরা উপসংহারকালে বলিতেছি, কর্ণওয়ালিস যেমন জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বাংশের শৃঙ্খলা সাধন করিয়াছেন, লর্ড বাহাদুরও সম্প্রতি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সেইরূপ এতদ্দেশীয় দুর্ব্বল প্রজাদিগের সহিত জমিদারের একটি স্থির বন্দোবস্ত সংস্থাপনে যত্ন করুন। তাহা হইলে আর জমিদারেরা অত্যাচার করিয়া কোনরূপ প্রজার অর্থ শোষণ করিতে পারিবেন না, প্রজারাও নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনতার সহিত অনুদিন কৃষির উন্নতি করিয়া দেশের সাময়িক অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইবে।

—বঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ৪ ২.১৮৬৯

হয় গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণকে একজিকিউটিব ভার দিয়া করদ রাজাদিগের ন্যায় প্রজাগণের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিউন, আর নতুবা প্রজাগণকে জমিদারগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন। জমিদারগণকে গালি দেওয়া এক্ষণকার ফ্যাসসন্।

অনেকে প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে জমিদারগণ যত শীঘ্র যন্দ হয়েন তত দেশের পক্ষে ভাল, যদিও প্রজারা যে রূপ আপন স্বার্থ খুঁজে, জমিদারগণও তাহাই করেন। অবশ্য জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রজাগণ উচ্ছিন্ন গেল, কিন্তু ইহার মূল দায়ী ইংরাজি রাজনীতি।

জমিদারে কোপ করিলে প্রজার কোন ক্রমে রক্ষা নাই যখন প্রজারা এক জুঠ হইয়া নীল বুনিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিল, তখন যে কুঠিয়ালদিগের জমিদারি ছিল, তাহারা ইংরাজি আইনের বলে প্রজাগণকে একেবারে করায়ত্তে আনিল। ১০ আইন পড়িতে মন্দ নয়, কিন্তু উহার সাহায্যে জমিদারগণের আয় ক্রমেই বাড়িতেছে ও সেই পরিমাণে প্রজা উচ্ছিন্ন যাইতেছে। এক্ষণকার কালে মকর্দ্দামা করিতে যে রূপ ব্যয় তাহাতে কাযেই প্রজাগণের জমিদারগণের অধীন থাকিতে হয়। ইংরাজি আইনে প্রজাদিগকে জমিদারের পদতলে রাখিয়াছে।

এদিকে আবার সেই ইংরাজি আইনে প্রজাদিগের গায় হাত বুলাইয়া পরামর্শ দিতেছে যে জমিদারগণ ডাকিলে তোমরা তাহার বাড়ী যাইও না। জমিদারগণ তোমাদের কি করিবে? পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গেলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারি পাইবে, দুই ক্রোশ হাঁটিয়া গেলে থানা পাইবে, জমিদারগণকে মোটে গ্রাহ্য করিও না। ন্যায্য করের বেশী এক পয়শা দিবে না। জমিদারে কর না লয়েন, কালেক্টরিতে টাকা আমানত করিও। জমিদারও যে, প্রজাও সে, সকলেই মহারাণীর প্রজা, সকলেই আইনের অধীন ও সকলেই পরস্পর স্বাধীন। এই রূপ শিক্ষা দেওয়াতে প্রজা ও জমিদারের বিবাদ হইতে আরম্ভ হইল, জমিদার ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাকে সেই ইংরাজি আইনের সাহায্যে আক্রমণ করিল, অবশেষে প্রজা মারা যায়।

ইংরাজি আইনে প্রজা ও জমিদারের এইরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ইহাতে উভয়ের ক্ষতি, লাভ কেবল গবর্ণমেণ্টের। অতএব হয় গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণকে প্রজাদিগের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিউন, নতুবা প্রজাদিগকে রক্ষা করুন।

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩.১২.১৮৬৯

জমিদারদিগের দ্বারা দেশের কি কল্যাণ হইতেছে

উপরে২ দেখিতে গেলে জমিদারেরা দেশের অনেক হিত সাধন করিতেছে এইরূপে বোধ হয়। দেখ তাহারা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাস্তা, পুষ্করিণী প্রভৃতি দ্বারা লোকের মানসিক ও শারীরিক কল্যাণ সাধন এবং দেশেরও সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। যদি এ সমস্ত অন্তরের সহিত করা হইয়া থাকে তবে ইহার জন্য জমিদারদিগকে ধন্যবাদ দান করা কর্ত্তব্য কিন্তু এস্থানে আমাদের একটী বিষয় স্মরণ হইতেছে, যখন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যা শিক্ষা চিকিৎসা রাস্তা প্রভৃতির জন্য জমিদারদের অনুরোধ করেন নাই তখন কয়জন ঐ সকল দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং এখন যে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য তাহাদের নিকট হইতে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন তাহাতে তাহারা স্বীকার হইতেছে না কেন? অপিচ যদি সমুদায় সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট আর সাহায্য না দেন তবে কতজন জমিদার বিদ্যালয় রক্ষা করিবেন? এই সকল প্রশ্নের কিয়ৎ পরিমাণে উত্তর লাভ হইয়াছে এবং কিছু কালে লব্ধ হইবে। জমিদারেরা মাস এডুকেশনের জন্য "কর" দিতে চাহেন না, কিন্তু জিজ্ঞাস্য তাহারা সাহায্য স্বরূপ ঐ টাকা দিবার প্রস্তাব করিলেন না কেন? তাহাদের ত টাকার অভাব নাই। যতদিন জমিদারী থাকে তত দিন ত অবশ্য দিতে পারিবেন?

যাহা হউক তাহারা যাহা করিতেছেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। রাস্তা ও পুস্করিণী এক্ষণকার জমিদারেরা অধিক করেন নাই। পূর্ব্বের জমিদারদিগের এরূপ সংস্কার ছিল যে পুস্করিণী প্রভৃতি সাধারণের জন্য করিয়া দিলে, স্বর্গলাভ হয়। হিন্দুমাত্রেরই এই রূপ সংস্কার যে অন্নছত্র জলাশয় প্রভৃতি করিলে পরকালে প্রচুর রত্ন লাভ হয়, এখানে এক গুণ দিলে স্বর্গে শত গুণ পাওয়া যায়, এই স্বার্থপর ধর্ম্মভাব হইতে তৎকালে ঐ সমস্ত কার্য্য হইত। এক্ষণ নব্য ভূম্যধিকারীদিগের

সে সংস্কার নাই, সুতরাং অতি অল্প জমিদারই ঐ সকল কার্য্য করেন। বিশেষতঃ এক্ষণ যাহা হইতেছে কেবল গবর্ণমেন্টের অনুরোধে ও প্ররোচনায়। নিঃস্বার্থ ভূম্যধিকারী নাই আমরা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহার সংখ্যা বড় অল্প। ভূম্যধিকারী জগতের মধ্যে হয়ত দুই এক জন সেরূপ লোক পাওয়া যায়।

কিন্তু অনুরোধে তাহারা প্রজার অথবা দেশের যে মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা অমঙ্গলের পরিমাণ অধিক। প্রজার নিকট তাহারা যেরূপ বিবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার কি সমুচিত প্রত্যুপকার করিয়া থাকেন? তাহারা দেশের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হন দেশের কি সেরূপ উপকার করেন? প্রত্যুতঃ সেই পরিমাণে তাহারা অনিষ্ট করিয়া থাকেন! সামান্য প্রজার স্বচ্ছন্দ, স্বাধীনতা, মান ও ধন তাহারা দুই হাতে (কখন কখন চারি হস্তে!!) শোষণ করিয়া থাকেন। যে দেশে একজন জমিদার আছেন, তথায় আর একজন ধনী দেখিতে পাওয়া যায় না, সে স্থানে ভদ্রলোকেরদের মান ও স্বাধীনতা এতদূর গিয়াছে যে তাহারা সকলেই তোষামোদকারীরূপে পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে এই সকল দৃশ্য ভূরি ভূরি অবলোকিত হয়। ভূম্যধিকারিরা কথায়২ ভদ্র অভদ্র সকল প্রজাকে দ্বারবান দ্বারা ডাকাইয়া লইয়া যান, অনেক সময় ধৃত করিয়াও লইয়া যান। এইরূপে সম্মান ও স্বাধীনতা হইতে লোকদিগকে তাহারা বঞ্চিত করেন। যাহারা এসমস্ত বিশ্বাস করিতে চাহেন না একবার পল্লিগ্রামে যাইয়া একমাস বা ১৫ দিন অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া জমিদারদিগের বাটীতে গমনাগমন করিলে এবং লোকদিগের মুখে ইতিহাস লইলে আপনাদের সংশয়কে দূর করিতে পারিবেন। অতএব সমুদায় লোকের ধনমান একজনের সম্পত্তি হইলে কি কখন দেশের কল্যাণ হইতে পারে? দীন প্রজাবর্গ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যাহা অর্জ্জন করিল তাহা জমিদারদিগকে দিতেই প্রায় সমুদায় নিঃশেষিত হয় এবং তাহাদের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। ইহা যদি দেশের হিতসাধন হয় তবে আমরা নির্ব্বাক হইলাম।

জমিদারদিগের দ্বারা দেশের শান্তি অনেক ভঙ্গ হইতেছে। তাহারা সকল ঘটনা সকল সত্য প্রকাশ করেন না। রাজদ্বারে গেলে সেই সকল অনিষ্ট অবশ্যই নিবারণ হইত কিন্তু তাহাদের স্বার্থ বিনাশ হওয়ায় তাহারা সে সমস্ত অনেক সময় আপনারা মীমাংসা করেন এবং অনেক সময় একেবারেই গোপন করেন। প্রজাদের সকল মোকদ্দমা নিজে করিতে পারিলে তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে, এবং তাহারা উহাদের ভয় করে এইজন্য তাহারা কোন বিষয় রাজদ্বারে যাইতে দিতে বড় বিমুখ, যদি আপনারা মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন তবে আর প্রথম উপায়টি অবলম্বন করেন না। ইহা দ্বারা দস্যুবৃত্তি লোকের পরস্পর অত্যাচার প্রজাদের নীচতা ও জমিদারদিগের পরাক্রমের বৃদ্ধি হয় সুতরাং ইহা শান্তি রক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইয়া উঠে।

আমরা এই কয়েকটী বিষয়ে সাধারণের বিচারের জন্য অর্পণ করিলাম। যাহারা জমিদারদিগকে দেশের পরম হিতৈষী বলেন তাহারা এবিষয়ে কিরূপ বাকনিষ্পত্তি করেন আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। আরো ক্রমে২ জমিদারদের একটী২ বিশেষ অত্যাচার প্রদর্শন করিব এবং তদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ করিব যে অধুনা যে পদ্ধতিতে ভূম্যধিকারীগণ কার্য্য করিতেছেন তাহা যদি পরিবর্ত্তিত না হয় দেশের অমঙ্গলের আর সীমা থাকিবে না। পূর্ব্বাপেক্ষা জমিদারেরা অনেক শাষিত হইয়াছে কিন্তু এখন যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও আর প্রজারা সহ্য করিতে পারে না।

— অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬.৫.১৮৭০

প্রজাপীড়ন

পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি লোকে চাষ, বাণিজ্য, চাকরী ও অন্যান্য ব্যবসায় করিয়া দিন যাপন করে, আর কতকগুলি লোক তাহাদের উপর রাজত্ব করে। এই দুই প্রকার লোককে রাজা এবং প্রজা বলিয়া আমরা জানি। প্রজারা খাজনা ও ট্যাক্স দিতেছে। রাজা যাহা আজ্ঞা করেন তাহাতে ইচ্ছা হউক অনিচ্ছা হউক তাহারা পালন করিতেছে, এবং

রাজা সেই টাকা এবং লোকদিগকে লইয়া বড়মানুষী করিতেছেন। এই মাত্র সম্বন্ধ উভয়ের সঙ্গে। রাজা আপনার ঘরে বসিয়া হুকুম করিলেন, আর প্রজার হাড়ের মজ্জা হইতে টাকা আসিতে লাগিল। সে টাকা এখন তিনি মদ খাইয়াই উড়াইয়া দিন, কিম্বা বাইনাচ প্রভৃতি বাবুগিরিতেই খরচ করুন, কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই।

প্রজারা কত সময় মুখের অন্নগ্রাস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া রাজাকে করদান করে, তিনিও কত সময় প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া আপনার উদর পূরণ করেন। এ অধিকার তাঁহাকে কে দিয়াছে? রাজার সঙ্গে প্রজার কি সেইরূপ সম্বন্ধ, যেমন বিদেশী পথিকের সহিত বোম্বেটের সম্বন্ধ? কেবল নেওয়া ভিন্ন কি রাজার আর কোন কাজ নাই? এই কথার উত্তর দিতে গেলে এখনি আসল জায়গায় ঘা লাগে। আমি যে গায়ের রক্ত জল করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিলাম, আর তুমি আসিয়া তাহা লুটিয়া লইয়া যাও, তুমি কে? আমার পুত্র পরিবার অন্নাভাবে প্রাণে মরিতেছে, আর তুমি রাশি রাশি অর্থ লইয়া সুখে বসিয়া রহিয়াছ, কি জন্য? দুঃখী প্রজার এ কথার উত্তর দিতে গেলে রাজার মুখ শুকাইয়া যাইবে।

রাজা বলিতে পারেন যে, আমি শাসন না করিলে সংসার অরাজক হয় এবং সকলের অমঙ্গল হয়। মানিলাম রাজা না থাকিলে প্রজার অমঙ্গল হয়, কিন্তু রাজা যদি আপনার সুখের জন্যই কেবল ব্যস্ত থাকেন তবে আর কি হইবে? প্রজা পুরুষানুক্রমে মূর্খ হইয়া রহিয়াছে। কতজন রোগে কাতর হইয়া ঔষধ পথ্য অভাবে মরিয়া যাইতেছে। রাজার কর্ম্মচারিগণ কত প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেছে। তার উপায় রাজা কি করিলেন? তিনি যখন সুখে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, তখন হয়ত কত প্রজা অনাহারে হাহাকার করিতেছে। প্রজারা যেমন রাজার সেবা করিবে, রাজাকেও তেমনি প্রজার সেবা করা উচিত। রাজা কেবল বেতনভোগী চাকরের ন্যায় প্রজার মঙ্গল সাধন করিতে থাকিবেন; জোর করিয়া এক পয়সা লইবার তাঁহার অধিকার নাই। প্রজার নিকট টাকা লইয়া সেই টাকায় প্রজারই অভাব দুঃখ মোচন করিবেন। হে রাজা, হে জমীদার! মনে করিয়া দেখ অসহায় প্রজাকে মেরে কেটে টাকা আদায় করিয়া লইলে ইহার হিসাব কি একদিন দিতে হবে না? ...

—সুলভ সমাচার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১২৭৭

জমিদারের অত্যাচার ও গবর্ণমেণ্টের বিচার

সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই কথা যে প্রজাকে ধনে প্রাণে মানে ও সুখে রাখিবে। আমাদের দেশে কয়জন জমিদারই বা তা ভাবেন। দুগ্ধবতী গাভীর সহিত নিষ্ঠুর অর্থলোভী গোয়ালার যে রূপ সম্বন্ধ, আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারদের প্রজার সহিত ঠিক সেই প্রকার সম্বন্ধ। টাকাপ্রার্থী গোয়ালা তাহার গরু বাছুরের প্রাণের দিকে তাকায় না, একমাত্র দুগ্ধদোহন চিন্তাই তাহার সর্ব্বস্ব; স্বার্থপর জমিদারেরও প্রজার অর্থশোষণই একমাত্র ভাবনা। এইজন্যই আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই জমিদারগণ আইনমত খাজনায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া আবওয়াব অর্থাৎ বাজে আদায় দ্বারা অনেক লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ, পুত্রের বিবাহ, অন্নপ্রাশন, দুর্গোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে মাথট চাঁদা ভিক্ষা এবং কত সময়ে অত্যাচারপূর্ব্বক জরিমানা দ্বারা প্রজার অর্থ হরণ করিয়া থাকেন। যদি কোন মহল ইজারা বন্দোবস্ত হয়, নূতন ইজারদার ইজারদারী বলিয়া টাকা প্রতি /০, ৵০ কখন কখন ।০ আনা করিয়া অতিরিক্ত টাকা পীড়ন করিয়া লইয়া থাকেন; আবার গমস্তা নায়েব প্রভৃতি জমিদারের কর্ম্মচারিগণ ছলে বলে প্রজার কত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। দুঃখী প্রজারা এই প্রকারে অতিরিক্ত টাকা জমিদারকে দিবার জন্য হাল, গরু, নাঙ্গল, তৈজস পাত্র বিক্রয় করিয়া কত সময়েই না ভিটস্থ ঘুঘুস্থ হইয়াছে। যদি কখন বিষম দায়গ্রস্ত হইয়া প্রজা আপনার টাকাতে তয়েরি করা পর্ণ কুটীরখানি বিক্রয় করিতে যায়, সেই ঘোর দুঃখের সময়েও পাষণ্ড জমিদার আসিয়া চৌথ দেও বলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অত্যাচারে কত দুঃখিনী বিধবার আর্ত্তনাদ আকাশকে ফাটিয়া ফেলিল, কত অসহায় অপগণ্ডের চক্ষের জলে মাটি ভিজিয়া

গেল, নিরপরাধী দুঃখীরা কত বেত, চড়, জুতা খাইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হইল, তথাপি তাঁহাদের দয়া নাই। জমিদার মহাশয়েরা আপনাদের খোস পোষাক, বালাখানা, পেস্তা, বেদানা, বরফি এবং লোহার সিন্দুক লইয়াই ব্যস্ত। যাঁহারা পল্লিগ্রামের জমিদারের প্রভাব দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সমস্ত কথায় অসঙ্কুচিত হইয়া সায় দিবেন।

ন্যায়শীল গবর্ণমেণ্টের কিন্তু এ প্রকার কোন অভিপ্রায় নাই যে দুঃখী প্রজারা জমিদার দ্বারা যথেচ্ছারূপে দলিত হইবে। জমিদারের অত্যাচার আমাদের রাজপুরুষেরা বহুকাল হইতেই অবগত আছেন। এবং এইজন্য ১০ সালের বন্দোবস্তের অল্পদিন পরেই ১৭৯৩ খৃষ্ট অব্দের ৮ আইনের ৫৪ ধারায় শাসন করিয়া দিয়াছিলেন যে, "জমীদারগণ আবওয়াব মাথট ইত্যাদি যে সকল বাজে আদায় প্রজাদের নিকট গ্রহণ করিতে পারিবেক না। আর জমীদার যদি প্রজাকে কয়েদ কি আটক করিয়া কিম্বা কোনরূপে ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক খাজনা আদায় করেন, তবে সে খাজানা তাঁহার যথার্থ পাওনা থাকিলেও এইপ্রকার অত্যাচারের জন্য জমীদার দায়িক হইবেন এবং তৎপ্রযুক্ত আবার দণ্ডবিধান অনুসারে তাঁহার দণ্ডও হইতে পারে।

প্রায় ৮০ বৎসর হইল এই হিতকর আইন প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু জমিদার মহাপুরুষদিগের অত্যাচারের কি শেষ হইয়াছে? এই নির্লজ্জ লোকেরা পল্লিগ্রামের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ; ধড়ে মাথা রাখিয়া কে তাঁহাদের টাকা দিতে অসম্মত হইবে? অবাধ্য প্রজার নামে আবার তাঁহারা মিথ্যা নালিশ করিয়া তাহাদের ভিটা মাটি চাটি করিতে সঙ্কুচিত হন না ; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কি এ বিষয়ে কোন পক্ষপাত বা নির্দ্দয়তা আছে? তাঁহারা আইনের উপর আইন প্রচার করিয়া প্রজার অত্যাচার মোচনে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা ১৮৫৯ খৃষ্ট অব্দের ১০ আইন এবং তাহার পরিবর্ত্তে সম্প্রতি সুবিখ্যাত ১৮৬৯ খৃষ্ট অব্দের ৮ আইন দ্বারা প্রজার পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ...

উপরোক্ত আইনানুসারে কত জমিদারের কত আদালতে শাস্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা হাইকোর্টের নজির হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। দুঃখী শ্রমোপজীবী প্রজাগণ! যখন জমিদারেরা তোমাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া খাজানার অতিরিক্ত টাকা আদায় করিতে আসিবে, নিশ্চয় জানিও যে গবর্ণমেণ্ট তোমাদের পক্ষে, সকল গ্রামবাসী একত্র হইয়া তাঁহাদের নিকট অত্যাচারের কথা জানাইবে, দেখিবে তোমাদের কথা শুনিয়া তাঁহারা তোমাদের আশ্রয় দিবেন ও দুর্দ্দান্ত জমিদারকে যথাবিহিত শাস্তি দিবেন। আমরা জমিদারদিগের সম্বন্ধে যে সকল চিঠি পাইতেছি তাহার একখানি পত্র যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম।

— সুলভ সমাচার, ১২ মাঘ, ১২৭৭

প্রেরিত

জমিদারের দশবিধ আয়

মহাশয়, দরিদ্র অজ্ঞান কৃষকগণের প্রতি উৎপীড়ন করিতে পারিলে কেহই ছাড়েন না। প্রথম উৎপীড়ক জমিদার। প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে প্রদান করিয়াছেন; এই ক্ষমতা দ্বারা জমিদারেরা পল্লিগ্রামের সমস্ত আধিপত্য করিয়া থাকেন। একপ্রকার তাঁহাদিগকে পল্লিগ্রামের জজ, মাজিস্ট্রেট ও কলেট্কর বলিলেও বলা যায়।

প্রজারা পরস্পর কলহ করিয়া জমিদারদিগের কাছারিতে উপস্থিত হইলে, জমিদার তাঁহার নগদীগণকে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকেই গোয়ালবাড়ীতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দেন। গোয়ালবাড়ী দ্বিতীয় যমালয়, তথায় যমদূতসম নগদীরা জুতা, কিল, লাথী মারিয়া বুকে বাঁশ ও ডাবা চাপা দিয়া উত্তমরূপে পাট করে; তৎপরে বন্দোবস্তের কথা উপস্থিত হইলে ১০/২০/৫০ টাকা জরিমানা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম বাজে আদায়।

কোন প্রজার দুর্গোৎসব, দোল, পুরাণ অথবা অন্য কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হইলে জমীদারের নিকট আজ্ঞা লইতে হয়, জমিদার ৫০/৬০/১০০ অথবা অবস্থা বুঝিয়া আরও অধিক টাকা নজর লইয়া আজ্ঞা দিয়া থাকেন।

জমিদারের পুত্র কন্যার বিবাহ, পিতা মাতার শ্রাদ্ধ, পূজা অথবা অন্য কোন কর্ম্মোপলক্ষে এ প্রজার পুষ্করিণীর মৎস্য ও প্রজার ক্ষেত্রের বার্ত্তাকু, আলু, সে প্রজার বাগানের মোচা, থোড়, কলা, পাত ও সকল দ্রব্যই প্রজাদের নিকট হইতে আদায় হয়; এইরূপ আদায়কে মাথোট আদায় কহে।

কোন গ্রামবাসী।

— সুলভ সমাচার, ১২ মাঘ, ১২৭৭

সম্প্রতি কলিকাতার কতকগুলি ভদ্রলোক সামান্য লোকদের উন্নতির জন্য "প্রজাদের সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ সন্দেহ নাই। গরিব দুঃখীদের কেহই নাই দেশের জমিদারগণ প্রজারা মরুক আর বাঁচুক তাহা একবার চেয়েও দেখেন না, আপনার উদর পূর্ণ হইলেই সুখী মনে করেন, বিশেষতঃ গরীব দুঃখীদের উপর অত্যাচার হইলে কেহই তাহার তত্ত্ব লয় না পয়সা দিয়া কেবল তাহাদের কষ্ট যন্ত্রণা সার। গবর্ণমেন্ট তেলা মাথায় তেল দেন, বড় মানুষেরই উদর পূর্ণ করেন কোন রকম আপদ বিপদ হলে তাহাদের জন্য কতই ব্যস্ত। কি আশ্চর্য্য গরীব দুঃখী দিয়াই মনুষ্যসমাজ, গরীব দুঃখী দিয়াই রাজার রাজ্য, গরীব দুঃখী দিয়াই জমিদারের জমিদারি, কিন্তু তাহারাই দেশের অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। আর তারাই সমাজের কেউ নয়। আমরা এই সভার সংস্থাপকদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহারা ইতর প্রজাদের, শিক্ষানীতি, সাংসারিক অবস্থা, অত্যাচার নিবারণ প্রভৃতি সকলপ্রকার উন্নতির ভার গ্রহণ করুন। তাহা হলেই ইহার লক্ষ্য সফল হবে। কিন্তু সভ্যদিগকে একটি কথা বলা আবশ্যক যেন এরূপ মহৎ কার্য্যে বাঙ্গালিত্ব প্রকাশ না পায়। দিন দুই উৎসাহ অনুরাগ, তারপর খড়ের আগুন এরূপ দেখিতে না হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালিজাতি স্ব স্ব প্রধান হইবার ইচ্ছাটুকু বিলক্ষণ আছে, শেষে যেন একটি গোলমাল না বাদে। সভ্যেরা যদি প্রজাদের দুঃখে বাস্তবিক দুঃখী না হন, তাহাদের জন্য যদি তাঁহাদের চক্ষে জল না আসে তাহা হইলে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

— সুলভ সমাচার, ১১ আশ্বিন, ১২৭৮

প্রাপ্ত পত্র

জমিদার

মহাশয়! এরূপ গল্প আছে মেজষ্টর সাহেব কোন প্রপীড়িত ব্রাহ্মণের মোকদ্দমার ডিক্রি দেওয়ায় "সাহেব! দারোগা হও" বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। ব্রাহ্মণ কি কহিল, মেজষ্টর সাহেব পারিষদবর্গকে জিজ্ঞাসিলে, তাহারা উত্তর করিল ধর্ম্মাবতার, পল্লীগ্রামে দারোগারা অতিশয় অত্যাচার করে, সুতরাং গ্রামস্থ লোকেরা মনে করে দারোগাদের উপরওয়ালা কেহ নাই ; আপনি দারোগা হইলে অত্যাচার তিরোহিত হইবে, এই আশয়ে আপনকার উক্ত পদ হইবার জন্য ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। ইহা শুনিয়া মেজষ্টর সাহেব অট্টহাস্য করিলেন, এবং দারোগাদিগের উপদ্রবের নিবারণে সচেষ্ট হইলেন। পক্ষান্তরে আমরাও গভর্ণমেন্টকে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি পল্লীগ্রামের জমিদার হন। বাস্তবিক অনেক জমিদার যথেচ্ছাচার রাজগণের ন্যায় পল্লীগ্রাম প্রজাদের উপর এরূপ অত্যাচার করেন যে, গবর্ণমেন্ট তাহা জানিতে পারিলে তত্তৎ জমিদারি খাসমহলভুক্ত করিয়া ফেলিবেন।

পড়িয়া মার খাইলেও প্রজারা এসব অত্যাচার প্রতিবিধানের কোন উপায় করিতে পারে না। জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদে মহানিষ্ট সম্ভাবনা, ইহা তাহারা বিলক্ষণ জানে। যদিও কোন প্রজা জমিদারের উপদ্রবে মরিয়া হইয়া নালিশ করে, সে কোনক্রমেই সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে না। জমিদার সেখানে এমনি কল টিপিয়া রাখেন যে, যদিও কষ্টে দুই

একটী সাক্ষী পাওয়া যায়, তাহারা যথার্থ বিষয় জানিয়াও জমিদারের ভয়ে বরং বিপরীতই কহিয়া আইসেন। কাজেই বিচারপতিকে জমিদার পক্ষে ডিক্রী দিতে হয়। তখন ঐ পরাস্ত প্রজার অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা অনায়াসে সকলে বুঝিতে পারেন। হয়ত তাহাকে দেশত্যাগী হইতে হয়। আমি এক ব্যক্তির কথা জানি, যিনি জমিদারের অত্যাচারে স্থানান্তর বাসের চেষ্টায় আছেন।

অথবা যদি জমিদারের বিরুদ্ধে কোন প্রজার জয় হয়, তাহা হইলেও নিষ্কৃতি নাই। ব্রাহ্মণের চাকরের ন্যায় প্রজাদের এগুলেও নির্ব্বংশে পেছুলেও নির্ব্বংশে। এমন স্থলে কোন ব্যক্তি জমিদারের সহিত যুঝিতে পারে? কাহার এমন বিভব আছে যে জমিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালায়? জমিদার এক এক দাক্কা দিয়া প্রজাদিগকে ছয় মাস ঝোল খাওয়াইতে পারেন। অদ্য জমির অন্যায় জরিপ, কল্য জমির অন্যায় করস্থাপন ইত্যাকার বিবিধ অত্যাচারভয়ে কাহারও এমন সাহস হয় না যে, তাহাদের বিপক্ষে এক কথা কহিয়া উঠেন। জমিদারদিগের প্রধান অত্যাচার বাকী খাজনার নালিশ তাঁহারা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে মাসে মাসে কিম্বা এক মাস অথবা দুই মাস অন্তর খাজনার কিস্তি করিয়া থাকেন। কিস্তি খেলাপ হইলেই (যেখানে অত্যাচার করিবার ইচ্ছা আছে) বাকী খাজনা করিয়া থাকেন। এম্নি ফিকির করিয়া রাখেন যে, কিস্তি খেলাপ হইবেই হইবে। নির্ধন প্রজারা ব্যয়সাধ্য বলিয়া কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করিতে পারে না। কাজেই জমিদার তাহাদের মা বাপ হইয়া উঠেন। তবে গবর্ণমেণ্ট যদি এমন নিয়ম করেন যে, কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করিতে হইলে প্রজার ব্যয় হইবে না, অথবা যদি ব্যয় হয়, সে অতি সামান্য, তাহা হইলে কতক পরিমাণে জমিদারকৃত অত্যাচারের লাঘব হয়। অশিক্ষিত জমিদারেরাই এরূপ অত্যাচার করেন এমন নয়, রাজধানীর সন্নিহিত প্রদেশের কোন কোন সুশিক্ষিত জমিদারও মফস্বলে নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন। তাঁহারা প্রকাশ্যস্থলে কি প্রকারে প্রজার উন্নতি হইবে, আন্দোলন করেন বটে, কিন্তু লম্পট গোঁড়ার মালা ফিরানার ন্যায় মনে মনে দুরভিসন্ধি করিতে ত্রুটি করেন না।

আপনকার ৮ই পৌষের পত্রিকায় দেখিলাম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নিয়মিত রাজস্ব ব্যতীত জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে এক পয়সাও লইতে পারিবেন না। জমিদারের রাজস্ব ব্যতীত প্রজার নিকট হইতে অন্যান্য বাবে টাকা লইয়া থাকেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর হইয়াছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু যে প্রকার অত্যাচারের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে যে উক্ত নিয়ম রক্ষা হইবে, এমন বিশ্বাস হয় না।

প্রজাদের নিকট হইতে জমিদারেরা অতিরিক্ত যাহা যাহা আদায় করেন, যতদূর জানি প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের এরূপ বিশ্বাস আছে (এ বিশ্বাস ভুল হইতে পারে) যে জমিদারি ডাক উঠিয়া যাওয়া অবধি জমিদারেরা ডাকমাশুল বলিয়া কিছু কিছু আদায় করিতে পারিবেন না। কিন্তু অনেক জমিদারিতে তাহার অন্যথা হইতেছে। তাঁহারা ফি তঙ্কে ২॥• অর্ধ পাই হিসাবে মাসুল আদায় করেন। ইহাঁদের পরখাই বাট্টা নামে আর একটী আদায়ের পথ আছে। ইহা দ্বারা প্রজাদিগকে টাকা প্রতি ৫ এক পাই হিসাবে অধিক খাজনা দিতে হয়। পাছে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় জানিতে পারেন, এজন্য কোন কোন জমিদার এমন চতুর যে, উহাকে জমার সামিল করিতে চেষ্টা করেন। এবং কোথাও কোথাও করিয়াছেন। এটী প্রজারা না দিলেই বাকী খাজনা করিব বলিয়া তাঁহারা ভয় দেখান। অনন্যগতি প্রজারা তাহা না দিয়া ক্ষ্যান্ত থাকিতে পারে না। তদ্ভিন্ন টহরিক বলিয়া কোন কোন জমিদারিতে প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় হয়। এই টাকাটির অধিকাংশ গোমস্তার এবং কিয়দংশ জমিদারের প্রাপ্য। মাথট নামে আর একটি জিনিস আছে, তদ্দ্বারা জমিদার ও গোমস্তারা পূজার পার্ব্বণী, শীতবস্ত্র খরিদ, কাছারিবাটী মেরামত, কাছারির আসবাব খরিদ, তেল খরচ ইত্যাদি স্থলে প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদায় করিয়া থাকেন। জমিদারি মধ্যে বিবাহ বা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা হইলে জমিদারের আয়বৃদ্ধি হয়। এ সকল কর প্রজাদিগকে অবশ্য দিতে হইবে, না হইলে জোর করিয়া আদায় করিবেন। এই সকল অন্যায় আদায় উঠিয়া গেলে প্রজাদিগের যথেষ্ট মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই।

বশম্বদ

১১ ফাল্গুন, ১২৭৮ সাল। শ্রীঃ—

—এডুকেশন গেজেট, ১.৩.১৮৭২

সম্প্রতি নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ডুক্‌রে নামক গ্রামের সমুদয় লোকই অন্য গ্রামে পলায়ন করিয়াছে। গ্রামখানি শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। শুনিলাম তথাকার জমিদার অত্যন্ত উৎপীড়ন করাতে তাহারা অত্যন্ত মনোবেদনার সহিত উঠিয়া গিয়াছে।

—এডুকেশন গেজেট, ৩ ৫ ১৮৭২

জমিদার

বহুদিন হইতে সম্বাদপত্রসমূহে জমিদারদের বিষয়ে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে, এবং অনেক জমিদার প্রশংসনীয়রূপে স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে শিখিয়া লোকের বিশিষ্ট প্রীতিপাত্রও হইয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত অনেকের অত্যাচারের সম্যক্‌ নিবারণ হইল না। জমিদারেরা কেবল প্রজাপীড়ন করিতেই আছেন, এই সংস্কার অদ্যাপি এতদ্দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের অন্তঃকরণে প্রবল হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে আর চুনের গুদামে রুদ্ধ করিয়া নিরুপায় প্রজাকে ধান্য খাওয়ান, জল বিছুটি প্রহার প্রভৃতি অমানুষ নৃশংস কার্য্য সকল করা হয় না সত্য, কিন্তু এখনও যাহা আছে সামান্য নহে। জমিদারের ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য না করিলে এখনও প্রজার বাঁচাও নাই; পৃষ্ঠের চর্ম্ম লইয়া জমিদারি কাছারি হইতে প্রত্যাগমন করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। কেবল ইহাই নহে, জমিদারেরা তাহাদের শোণিত হইতেও প্রিয়তর অর্থরস বিবিধ প্রকারে শোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বার মাসে তের কিস্তি করিয়া মাস মাস কিস্তি খেলাপী সুদ টানিতে থাকেন। এইরূপে সুদের সুদ তার সুদ ধরিয়া টাকায় আঠার আনা লইবেনই লইবেন। এই সবৃদ্ধি রাজস্ব ভিন্ন প্রজাকে নিয়মিত রূপে নানাপ্রকার বাব দিতে হয়। তদ্ভিন্ন হস্তিক্রয়ের মাগন, ছোট বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন প্রভৃতি নৈমিত্তিক বাবেও প্রতি বৎসর না হউক, দুই এক বৎসর অন্তর প্রজাদিগকে বড় অল্প দিতে হয় না। আমাদের জমীদারেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আর একটি আয়ের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার নাম বাজে আদায়। শাঁখারির করাত কেবল যাইতে আসিতেই কাটে, সুতরাং দ্বিমুখ, কিন্তু জমীদারদিগের এই অস্ত্রটি সর্ব্বতোমুখ। ইহাদ্বারা তাঁহারা প্রজাদ্বয়ের বিবাদ বা অপর কোন তুচ্ছ সূত্র অবলম্বন করিয়া বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই নিষ্পীড়নপূর্ব্বক যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করেন। তদ্ভিন্ন ঐ বিষয়ে অপরাপর যে সকল ব্যক্তির কোন রূপ সংস্রব থাকে, তাহারাও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পূজা না দিয়া নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং বাজে আদায় জমীদারদিগের অতি প্রিয় সামগ্রী। যেমন কোন কোন স্থানের ধীবরকন্যারা কহে, বরং তাহারা স্বামী পরিত্যাগ করিবে, তথাপি মৎস্যে বাণী দিতে ছাড়িবে না; ইহাঁরাও সেইরূপ বরং জমীদারী পরিত্যাগ করিবেন, তথাচ বাজে আদায় ছাড়িবেন না। কোন কোন মহলে বিশিষ্ট লাভ না থাকিলেও পত্তনিদারেরা কেবল বাজে আদায়ের সম্ভাবনা দেখিয়া পত্তনি গ্রহণ করেন, এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিয়া থাকেন।

আবার দুই পাঁচ বৎসর অন্তর মহল জরীপ করিয়া অন্যায়রূপে জমা বৃদ্ধি করা হয়। হতভাগ্য ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মত্রের ত কথাই নাই। দরিদ্র প্রজারা বহুকালাবধি যে যথকিঞ্চিৎ মীনাহ বা পগার প্রভৃতি যে দুই এক ছটাক ভূমি নিষ্কর ভোগ করিয়া আসিতেছিল, জরীপের পর তাহার উপর কর ধার্য্য করা হয়, এবং জরীপের শৃঙ্খল বা মানদণ্ডকে অযথাভূত রূপে চালনা করিয়া পোনব কাঠায় বিঘা মাপিয়া জমা বৃদ্ধি করা হয়। প্রজারা ঐ বর্দ্ধিত জমাদানে সম্মত না হইলে তাহাদের আর রক্ষা থাকে না। জমীদারী কাছারির শ্যামচাঁদ তাহাদিগকে ঐ জমাদানে সম্মত করিবেই করিবে। যাহারা শ্যামচাঁদকে এড়াইতে পারে, তাহারা আদালতের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। উপর্য্যপরি সত্য মিথ্যা নানা প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করা হয়, এক আনার দাবিতে বাকী খাজনার নালিশ করিয়া ছয় টাকা অপব্যয় করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই প্রজারা কি করে, অগত্যা অন্যায় করদানে সম্মত হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করে।

আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যাবতীয় জমিদার এই সমস্ত অত্যাচারে দূষিত নহেন। প্রত্যুত অনেকে কালোচিত সভ্যতা ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া সুন্দররূপে স্বকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রজাদিগের বিশিষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। কেবল কতকগুলির দোষে জমিদারশ্রেণীর এই কলঙ্ক অপনীত হইতেছে না। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণের দোষে

অনেকস্থলে এই সমস্ত ঘৃণাকর উৎপীড়ন ঘটিতেছে। জমিদার বিলক্ষণ প্রজারঞ্জনেচ্ছু হইলেও ইহাদিগের অত্যাচারে বিপরীত ফল ঘটিয়া উঠে। তাঁহারা এক প্রণালীতে কার্য্য করিতে আদেশ করেন, প্রজাশোণিতলোলুপ আমলারা স্বোদরপূরণ প্রত্যাশায় আর এক প্রণালীতে কার্য্য করিয়া বিপরীত ঘটায়। ...

—এডুকেশন গেজেট, ১৪.৬.১৮৭২

প্রাপ্ত পত্র

কৃষকদের দুরবস্থা

মহাশয়! কয়েক দিবস অতীত হইল, *** মহকুমার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামস্থ কৃষকেরা নীলকর জমিদারের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। ঐ কয়েকটি গ্রামে যতগুলি কৃষক বাস করে, তন্মধ্যে অধিকাংশ নিতান্ত দুঃখী। তাহারা দিন আনে, দিন খায়। পীড়া অথবা অন্য কোন কারণে যদি দুই এক দিন কিছু উপার্জন করিতে না পারে, তবে তখনি ঋণকূপে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইয়া থাকে। হায়! এমত দুঃখী লোকের প্রতি আবার জমিদারের অত্যাচার।

মহাশয়! এই দুঃখী কৃষকদিগের কেবল জমিদারমাত্র পীড়ক নহে। মহাজন নামে আর একটি রাক্ষস ইহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে! কিন্তু মহাজনের দোষ কি? তিনি ত দিয়া চোর নন। এ কথা যথার্থ বটে ; তথাপি ইহাদের সুদ গ্রহণের প্রণালী বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। দুর্ভাগা কৃষকদিগের অসময়ে প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। এইজন্যই মহাজনের নিকট গিয়া থাকে। কিন্তু একবার তাহার কবলে পড়িলে বহির্গত হওয়া দুষ্কর। মহাশয়! এমন কি, যদি এক কোণ ধান্য বাকী থাকে, তবে দুই তিন বৎসর তাহার বাড়ির বাড়ি ধরিয়া আদায় করিয়া থাকেন।

হায়! দুর্ভাগা কৃষকেরা কত কষ্টভোগ ও পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাহাদিগকে ভূমিকর্ষণ, জলসেচন ও তৃণাদি পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি কার্য্যে কত আয়াস পাইতে হয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, তাহারা এত কষ্টভোগ করিয়াও নির্ব্বিবাদে এক মুষ্টি অন্ন আহার করিতে পায় না।

শ্রীঃ—

—এডুকেশন গেজেট, ২৮.৬.১৮৭২

... The exorbitant demands of the mahajuns, in addition to the oppressions of the wicked zemindars, have made the ryot's life almost an intolerable burden, and if the Government does not remove his grievances, what benefit does he reap by living under a civilized king? We most humbly entreat the Government to deliver the ryots of Bengal from the hands of the mahajuns ...

—সুলভ সমাচার, ১৪.১.১৮৭৩
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ১৮৭৩)

কি ভয়ানক অত্যাচার

কুষ্টিয়ার অতি নিকট সাঁওতা গ্রামের আড়াইআনির জমীদার শ্রী খোন্দকার আবদুল হক, নিবাস সাহাজাতপুর। তিনি মধ্যে২ জমীদারীতে আসিয়া থাকেন, তাঁহার গমনাগমনের ব্যয় বাজে জমা দ্বারাই আদায় হয়। এই বারে জনৈক প্রজার একশত

টাকা জরিমানা করিয়া আদায়ের হুকুম দেন। প্রজা টাকা দিতে অপারক হইলে তাহার একশত টাকা মুল্যের অলংকার লইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে এখনও এরূপ অত্যাচার! বিশেষ বিচারপতি অতি নিকট। অত্যাচারিত প্রজা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একে জমীদারের সঙ্গে মকদ্দমা প্রমাণ হওয়াই কঠিন। ইহার পরেও ঐ গ্রামের আংশিক জমীদার মীর মহসেন আলী আবদুল হকের পক্ষ হইয়া গরিব প্রজার সর্ব্বনাশের উপক্রম করিয়াছেন। না হবে কেন? জেতে-ভাই কি না? তবে সত্য ঘটনা, এই যাহা হউক। আমাদের গরিবের বন্ধু মহামান্য কেম্বেল বাহাদুর একবার মফস্বলের প্রতি দৃষ্টি করুন। ক্ষুদ্র তালুকদারগণ টাকার লোভে গরিবের প্রতি সময়ে২ যেরূপ অত্যাচার করেন তাহা মনে করিলে কাহার না অশ্রুপাত হয়। অত্যাচারিদিগকে দমন করিতে কি কেহই নাই?

১২৭৯ সাল ১৮ই ফাল্গুন।

প্রতিবাসী মশা

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ফাল্গুন (৪র্থ সপ্তাহ), ১২৭৯

"অত্যাচারিত প্রজা"

কর্ত্তৃপক্ষের অবগতির জন্য আমরা এই পত্রখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম।

মহাশয়! জমীদারেরাই প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেছেন অন্য কেহ করে না, এরূপ নহে, পত্তনিদার ও ইজারদার প্রভৃতি ইহারা কি সাধু! বাস্তবিক প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতে কোন মহাশয়ই দয়া প্রকাশ করিতেছেন না। প্রজাগণ যেন চৌর ধরা পড়িয়াছে, কেহই তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হয় না। সকলেই যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন, জমীদারেরা যে জমীদারির আয় হাজার বারশত টাকার অধিক নহে, তাহা দুই হাজার টাকায় পত্তনি বা ইজারা দিতেছেন। এরূপ বন্দোবস্তের অর্থ কি? সংপ্রতি জেলা মুরসিদাবাদের থানা কল্যাণগঞ্জের অধীন সাইকুলী ও কৃটকোণার পত্তনী ও দরপত্তনীদার সাদি খাঁ দেয়াড়ের গোস্বামী মহাশয়েরা ও লালবাগের কৃষ্ণমোহন ঘোষ ১১০০ টাকা সংস্থান জমার স্থলে ১৫০০ শত টাকা, অন্য মৌজা ১২০০ শত টাকা হস্তবুদ জমার স্থলে ১৭০০ শত টাকা জমাতে জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ইজারা ও ছেপত্তনী দিয়াছেন। এইক্ষণে ইজারদার ভট্টাচার্য্য ইজারদারী প্রভৃতি নানা প্রকার উপকর ধার্য্য করিয়া প্রজাদিগের শোণিত শোষণ করিতেছেন। যাহারা কিঞ্চিৎ সঙ্গতিপন্ন তাহারা নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া টাকা প্রতি চারিআনা ইজারদারী দিতেছে, আর যে প্রজার কৃষিকর্ম্ম ভিন্ন অর্থাগমের অন্য কোন উপায় নাই তাহারা কি প্রকারে চারিআনা ইজারদারী ও বিপদ-খরচা (ইজারদার ভট্টাচার্য্য গত বৎসর এক জালিয়ৎ মোকদ্দমায় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে যে খরচ হয় সেই খরচ) দিয়া উঠে। সম্পাদক মহাশয়! ইহাদের এক ফসলিয়া ধানী জমীর প্রতি বিঘায় ৩৲ টাকা রাজস্ব দিতেই সমস্ত ধান্য প্রায় বিক্রী হইয়া যায়, এক্ষণে ঐ সকল উপকর দিতে না পারিয়া আগামি ধান্য রোপণ ও বপনের উপযুক্ত তৈয়ারি জমী ও বাড়ী ঘরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতেছে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই প্রজারা কিজন্য বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে? ইহা একবার বিশেষ করিয়া তদন্ত করুন।

১২৭৯ সাল। ২০শে চৈত্র।

অনুগত

শ্রী—

ডাহাপাড়া রাজবাটী,

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, বৈশাখ (১ম সপ্তাহ), ১২৮০

জমিদার এবং প্রজা

"সুলভ" প্রজাকে ভাগ্যবন্ত এবং সুখী দেখিতে ভালবাসেন, কিন্তু যদি সে জমিদারের ন্যায্য গণ্ডা না দিয়া আপনার গোলা পরিপূর্ণ করে এবং বিদ্রোহী হইয়া গৃহস্থদের অপমান ও তাহার সর্ব্বস্ব লুট করিবার জন্য দলে দলে পশুর ন্যায় বেড়িয়া বেড়ায়, তাহাতে সুলভের কোন সুখ আছে কিনা? এ কথা বলাবাহুল্য যে প্রজারা এ প্রকার আচরণ করিলে সুলভের কেবল মাথা হেঁট হয়। সুলভ কখন সহ্য করিতে পারেন না যে যতক্ষণ প্রজার পেটে দুট অন্ন পড়ে ততক্ষণ সে জমিদারকে এক পয়সাও বঞ্চিত করে। কিন্তু আমাদের দুঃখ এই, জমিদার এত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও প্রজাকে প্রাণপণে দোহন করিবার জন্য চেষ্টা করেন। প্রজাকে জমির যে খাজনা দিতে হয়, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ টাকা জমিদার ও তাঁহার দস্যুতুল্য আমলাগণকে দিয়া ভিটেয় মাথা পাতিতে হয়। আশ্চর্য্য জমিদারের বাজে আদায়ের ফর্দ আর শেষ হয় না। প্রজারা যখন বাজারে তরিতরকারি বিক্রয় করিতে আসিবে, তখন "তোলা" দিবে। আপনার জায়গায় গাছ তয়েরি করিবে, তাহার "চৌথ" জমিদার পাইবে। আক থেকে গুড় করিবে, "ইক্ষুগাছ" কর জমিদারকে দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ঘাটে নৌকা লাগাইবে, জমিদার "খোটাগাড়ি" লইবেন। নৌকায় মাল তুলিবে কি তাহা হইতে মাল নামাইবে, "কয়ালী" খাতায় কিছু জমা করিয়া দিতে হইবে। গরুর গাড়ি করিয়া বাজারে মাল পাঠাইতে হইবে, "ধুলট" দিতে হইবে। ভাগাড়ে গরু ফেলিবে, "ভাগাড়" জমা দিবে। প্রত্যেক জেলেকে "জেলে জমা" দিতে হইবে। জমিদার জমিদারিতে তোষদান লইয়া উপস্থিত, সকলের "নজর" দিয়া সেলাম করিতে হইবে। জমিদারিতে কোন কাজে আসিয়াছেন, "শাসন জমা" দিতে হইবে। কিছুদিন জমিদারিতে থাকিবেন, "আগমনী" দিতে হইবে। জমিদার কোন কুকার্য্য করিয়া কয়েদ হইলেন, "গারদ সেলামী" দিয়া তাঁহাকে বাটী ফিরিয়া আনিতে হইবে। জমিদার কাছারিতে পদার্পণ করিলেন, "খরচা" দিতে হইবে। প্রজা খাজনা লইয়া উপস্থিত, তার সঙ্গে সঙ্গে "বাটা" দিতে হইবে। কাছারির কাগজ কলম খরচের জন্য "সাদাজালাণী" দিতে হইবে। প্রজা তাহার হিসাব বুঝিয়া লইতে চায়, "হিসাবানা" দিলেই মিলিবে। প্রজা দু' টাকা যোত্র করিয়া আপনার ভিটায় ইট গাড়িবে, "ইটগাড়া" বলিয়া প্রণামী দিতে হইবে। প্রজারা কিছু গোলযোগ বাদাইলে জমিদারকে তাহা থামাইবার জন্য "গ্রাম খরচা" দিতে হইবে। জমিদারের বাড়ি দুর্গোৎসব, "পার্ব্বণী" দিতে হইবে। জমিদারের ছেলে মেয়ের বিবাহ উপস্থিত, সে ভার ঘাড় পাতিয়া লইয়া "বিবাহের খর্চ্চা" দিতে হইবে। জমিদারের পিতা মাতা মরিয়াছেন, "ভিক্ষা" দিয়া তাঁহার মান বাঁচাইতে হইবে। এখন জমিদারেরাই বলুন, গরিবদের কি এইরূপ করিয়া মুড়িয়া লওয়া উচিত? ইহার উপরে আবার আমলাদের দৌরাত্ম্য। তাহারা ২/৩/৪ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। কিন্তু কাহার ১০, কাহার ১৫, কাহারও ২৫ টাকা, এইরূপ সংসারের ব্যয়। যাঁহারা একটু মোটা বেতন পান, তাঁহাদের তেমনি আবার মোটা ব্যয়। এই সমুদায় টাকা কি তাহারা প্রজার ঘাড় ভাঙ্গিয়া লয়, না মাটিতে ঘা মারিয়া রোজকার করে? আমরা জমিদার এবং প্রজার মঙ্গলের জন্য অনুরোধ করি, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লউন। জমিদার প্রজার রক্ষক এবং তাহার মা বাপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রজারও সন্তানের ন্যায় জমিদারকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দুই সম্বন্ধ রাখিয়া শীঘ্র একটা কিছু নিষ্পত্তি হয় ইহাই আমাদের কামনা। আমাদের এ বিষয়ে অভিপ্রায় আমরা আগামীবারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

—সুলভ সমাচার, ১১ ভাদ্র, ১২৮০

জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১ম সংখ্যা)

গবর্ণমেণ্ট জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন তাহা আমরা আলোচনা করিতে চাহি না; কিন্তু তাহার একটি সুফল প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে নিত্যনূতন বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা একপ্রকার চিরদিনের মত রহিত হইয়াছে। জমিদার গবর্ণমেণ্টকে ন্যায্য গণ্ডা দিলেই সুখে থাকিতে পারেন, এবং গবর্ণমেণ্টও

জমিদারের ধনের উপর অন্যায় দৃষ্টি করিতে সাহস করেন না। কিন্তু জমিদারগণ এবং প্রজাদের সম্বন্ধ অদ্যাপি পরিষ্কার হইল না। প্রজা অদ্যাপি বুঝিতে পারিল না তাহার পরিশ্রমের ধন কতদূর বিভাগ করিয়া দিতে হইবে; জমিদারের মনে বিশ্বাস ও আনন্দ যে প্রজার রক্ত শোষণে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। আমরা গতবারের সুলভে দেখাইয়া দিয়াছি যে জমিদার খাজনা ব্যতীত আরও কত অসংখ্য প্রকারে প্রজাকে দোহন করিয়া থাকেন। আজকাল অনেক জমিদার গ্রামের মধ্যে ডাকঘর, স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি করিতেছেন, সে সকল ব্যয় তাঁহারা কোথা হইতে নির্ব্বাহ করেন? অনেক স্থলেই প্রজার নিকটে নূতন কর সংগ্রহ করিয়া। যে সকল জমিদার সুচতুর তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজে আদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট নহেন, তাহার হিসাব রাখিতেও কিছু ব্যয় আছে, তাঁহারা একেবারে মূলে টান দিতে চান, নিরিখ বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের কায়মনোবাক্যে চেষ্টা হয়। প্রথমে ভয় মৈত্র প্রদর্শন করিয়া দুই একজন প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিয়া লয়েন, পরে একেবারে সকল প্রজার নামে খাজনা বৃদ্ধির নালিশ করিয়া বসেন এবং অর্থ ও বুদ্ধি বলে অনায়াসে আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লয়েন। এইরূপে প্রজারা দিন দিন হতাশ হইয়া পড়িতেছে।

আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট আর একবার প্রজা এবং জমিদারের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের সম্বন্ধ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিন। প্রজার উপরে এক্ষণে এইগুলি অত্যাচার হইয়া থাকে। ১ম, অসংখ্য বাজে আদায় ; ২য়, প্রজার বিচারের ভার আপনার হাতে লইয়া জরিমানা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ; ৩য়, ২/৩/৪ টাকার বেতনে আমলাগণের চলে না, সুতরাং তাহাদিগের পরিবারের ভার প্রজার স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া; এবং ৪র্থ, খাজনাবৃদ্ধি। যদি গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া জমিদারের এবং প্রজার সঙ্গে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের একটি চিরদুঃখের কারণ নিবারণ করিবেন, এবং দুঃখী প্রজার হৃদয় চিরকালের মত হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন।

—সুলভ সমাচার, ১৮ ভাদ্র, ১২৮০

জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (২য় সংখ্যা)

আমরা গতবারে প্রজার উপরে চারিটি অত্যাচারের কথা লিখি। ১ম, অসংখ্য আদায়; ২য় প্রজার বিচারের ভার জমিদার আপনার হাতে লইয়া জরিমানা দ্বারা অর্থসংগ্রহ; ৩য়, ২/৩/৪ টাকার বেতনে আমলাগণের চলে না, সুতরাং তাহাদিগের পরিবারের ভার প্রজার স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া; এবং ৪র্থ, খাজনা বৃদ্ধি। আমরা জমিদার এবং প্রজা উভয়েরই মঙ্গল প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের মুখ হইতে সকলেরই উচিত কথা শুনিতে হইবে। যখন গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহাদের খাজনা পাইতে বিলম্ব এবং অসুবিধা না হয়, জমিদার নিশ্চিন্তমনে জমিদারির উন্নতিসাধন করেন, এবং প্রজারা সকলে সুখে থাকে। তাঁহারা যদি বারবার জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে হয়ত বারবার জমিদারি হস্তান্তর করিতে হইবে, কেন না তাঁহারা অধিক টাকা দিতে প্রস্তুত না হইলে যে কেহ অধিক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিবে, তাঁহারা তাঁহারই হস্তে জমিদারি সমর্পণ করিবেন। ইহাতে কোন জমিদারের জমিদারিতে মায়া বসিবে না। কেহ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া জমিদারির উন্নতিসাধনে সাহস করিবেন না, বারবার নূতন নূতন লোকের হাতে জমিদারি পড়াতে খাজনা আদায়ের সমূহ ব্যাঘাত জন্মিবে, নূতন নূতন জমিদারেরা বর্দ্ধিত খাজনা আদায়ের জন্য এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাদিগের উপরে বাঘের মত পড়িবে। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। কিন্তু তাহার কেবল একটি ফল ভাল করিয়া ফলিয়াছে, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট নিয়মিতরূপে বরাবর খাজনা পাইয়া আসিতেছেন। যদি কখন অন্যথা হয়, তবে জমিদারি লাটে তুলিবামাত্র সকল গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু জমিদারেরা এত সুবিধা সম্ভোগ করিয়াও আলস্য, সুখভোগলালসা এবং মূর্খতার জন্য জমিদারির উন্নতিসাধনে এ পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন কিছুই করেন নাই, এবং প্রজার সুখের দিকে অদ্যাপি কাহারও দৃষ্টি পড়িল না, বরং দিন দিন তাহাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

জমিদারির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আমরা বহুদিন পূর্ব্বে এক নূতন প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু এমন বোধ হয় না সে বিষয়ে কাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমরা বলিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় জমিদারদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে জমিদারির উন্নতিসাধন করিতে হইবে, তখন রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে তাঁহাদের অভিপ্রায় কতদূর সম্পন্ন হইল তাহার বিশেষ তত্ত্ব লওয়া। এইজন্য আমরা প্রস্তাব করি যে গবর্ণমেণ্ট, প্রত্যেক জমিদারের নিকট প্রতি বৎসর তাঁহার জমিদারিতে কোন্ কোন্ ফসল কত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি জমিদারির উন্নতি সম্বন্ধে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার এক তালিকা করেন। তদ্দ্বারা জমিদারির উন্নতি আপনা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, পরে রাজা উপযুক্ত জমিদারকে অনায়াসে পুরস্কার দিতে পারেন এবং অলস, অকর্ম্মণ্য, স্বার্থপর জমিদারকে উচিত তিরস্কার করিতে পারেন। এ প্রকার কোন শাসন আসিয়া না পড়িলে তাঁহারা যে সহজে তাঁহাদের অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন এ প্রকার বোধ হয় না।

প্রজার সুখ তবেই সম্ভব হইতে পারে যদি জমিদারেরা বুঝেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের ঘাড়ে শত সহস্র প্রকারে ট্যাক্স বসাইতেন, সুযোগ দেখিলেই তাঁহাদের খাজনা বৃদ্ধি করিতেন, গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারীদিগকে অল্প বেতন দিয়া তাহাদের অন্নহীন পরিবার সকলকে জমিদারদের গৃহে ছাড়িয়া দিতেন এবং ছুতা নাতায় তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জরিমানা আদায় করিয়া লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহজে প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন কিনা। আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদিগকে এ প্রকার রাজার অধীন করেন নাই, এবং আমরা এ প্রকার চিন্তা করিতে বিশেষ সুখী যে জমিদারগণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় নহে।

— সুলভ সমাচার, ২৫ ভাদ্র, ১২৮০

জমিদার এবং প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (৩য় সংখ্যা)

জমিদার এইটি বুঝিয়াছেন যে রাজাকে খাজনা দিলে তাঁহার সকল আপদ শান্তি হইল; তিনি এক্ষণে প্রজাকে এইটি বুঝিতে দিন যে সে কোনরকমে খাজনাটা গুজিয়া তাঁহার গমস্তার হাতে দিতে পারিলেই তাহারও ঘাড়ের সকল বোঝা চলিয়া গেল। জমিদার কাছারি মধ্যে কড়া হুকুম দিন যে তিনি প্রজাকে যে পাট্টা লিখিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে টাকার কথা লেখা আছে তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি এক কড়া কড়ি প্রজার ঘর হইতে আদায়ের চেষ্টা করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বিচারের ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে সমর্পণ করিবেন। আমরা জমিদারের নিকট সানুনয় নিবেদন করি যে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন তাঁহারা খাজনার উপরে এক পয়সা প্রজার নিকট আদায় করিবেন না। যদি তাঁহারা লোভবশতঃ এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে অসমর্থ হন, আমরা ছোটলাট সাহেবের হস্ত ধরিয়া বলিতেছি তিনি তাঁহার সবল লেখনীতে পরিষ্কার আইন লিখিয়া দিন যে জমিদার খাজনা ভিন্ন কোন টাকার জন্য প্রজাকে বিরক্ত করিতে পারিবেন না। জমিদার বলিবেন গবর্ণমেণ্টের সহিত কখন এরূপ কথা ছিল না বটে যে তিনি প্রজার নিকট আবয়াব আদায় করিবেন, কিন্তু তিনি বহুদিন হইতে প্রজার নিকট অসংখ্য প্রকারে খাজনার অতিরিক্ত টাকা লইতেছেন, সুতরাং সে উপরি আয় তাঁহার খাজনার সামিল হইয়া গিয়াছে, এখন সে টাকার মায়া তাঁহাকে ছাড়িতে বলা অন্যায়। আমরা বলি যখন গবর্ণমেণ্টের সহিত এরূপ কথা নহে যে তাঁহাদের আবয়াব আদায় করিবার অধিকার আছে, তখনই সপ্রমাণ হইল যে এই অধিকার আর তাঁহারা এক দিনের জন্যও সম্ভোগ করিতে পারেন না। যদি বলেন যে প্রজারা তাঁহাদিগকে বাপের মত দেখে, তাহারা আবয়াব সকল ভালবাসিয়া তাঁহাদের ঘরে ঢালিয়া দিয়া যায়, আমরা বলি এ কথা সব সত্য নহে। কে জমিদারকে ভালবাসিয়া আপনার হাতের তয়েরি গাছের "চৌথ" তাঁহাকে দিয়া থাকে? কে জমিদারের মা বাপের শ্রাদ্ধের সময় তাঁহাকে খাজনার প্রতি টাকায় ।৹ আনা দিতে ইচ্ছা করে? কে উৎসাহের সহিত জমিদারকে "ইক্ষুগাছ কর" "হিসাবানা" "বাটা" "ইটগাড়া" "গারদসেলামি" সকল দিয়া থাকে? তাহারা জানে

যে না দিলে ঘাড়ে মাথা রাখা দুষ্কর, এই জন্যই জমিদার যখন যাহা চান সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাঁহার ঘরে হাজির করে। অবশ্যই জমিদার ও প্রজার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, সুতরাং সে যখন জমিদারের বাড়ি আসে তখন আহ্লাদের সহিতই কখন বা ভদ্রতা রক্ষা করিবার জন্য মূল বেগুন কিম্বা দুট মাছ হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যায়। জমিদার যখন ছেলে মেয়ের বিবাহ দেন, তখন আহ্লাদের সহিত যথাসংগতি কিছু যৌতুক দিতে ইচ্ছা করে, তাঁহার পিতা মাতার শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিতেও তাহার মনে সাধ হয়। প্রজার এ সময়ে জমিদারকে কিঞ্চিৎ দেওয়াটা বিফলে যায় না। লুচি মণ্ডা পাইয়া বিলক্ষণ পরিতোষ লাভ করে। কিন্তু জমিদারকে উপরি দেওয়ার সম্বন্ধে প্রজার মন এই পর্য্যন্ত উঠে, তাহার পর তাহাকে লইয়া কেবল টানা হ্যাঁচড়া করা, কিম্বা তাহার গায়ের রক্ত শোষণ করিয়া লওয়া মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা কেবল এই মত দিতে পারি যে, যে সকল জমিদার খাঁটি থাকিতে চান, তাঁহারা উপরি লাভের আশা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা এতদূর খাঁটি হওয়াকে কঠোর মনে করেন, তাঁহারা তো প্রাণপণে কখনও এক পয়সা প্রজার নিকট হইতে উপরি আদায় করিবেন না, কেবল যদ্যপি প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বিষয়ে জমিদারকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার বাটিতে আসিয়া তাঁহাকে অর্থদান করে, তাহা হইলেই তিনি সে টাকায় হাত দিবেন। তিনি কোন অবস্থায় প্রজাকে জানাইতে দিবেন না যে তিনি এইহারে প্রতিজন প্রজার নিকট হইতে টাকা চান, কিম্বা অমুকের অমুকের নিকট তিনি এত টাকা লইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রজারা যেন কখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এক পয়সা না দেয়। আমরা শুনিতেছি যে ছোট লাট সাহেব আবয়াব আদায় এক কালে উঠাইয়া দিবেন, আমরা তাঁহার মতে সম্পূর্ণ সায় দি। তিনি জমিদারের অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এককালে দমন করিয়া দিন, তাহা হইলে তিনি এতদিন যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অতি মহৎ কাজ করিয়া আমাদের হৃদয় চিরকালের জন্য কাড়িয়া লইবেন। আমবা উচিত কথা বলিলাম, সুতরাং আশা করি বিজ্ঞ জমিদারগণের আমরা বিরাগভাজন হইব না।

— সুলভ সমাচার, ১ আশ্বিন, ১২৮০

জমীদার ও প্রজা

জমীদার ও প্রজার পরস্পর সম্বন্ধ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। যে স্রোত চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায় তাহা আমরা জানি না। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে পার্থিব কোন শক্তি দ্বারা এই স্রোতের গতি অবরুদ্ধ হইতে পারিবে না। রাজশক্তি দ্বারা এতদুপলক্ষে উপর্য্যুপরি নানাবিধ রাজ নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত হইতে পারে এবং হইবে। কিন্তু এ স্রোতকে নিবারণ করে কাহার সাধ্য? এই স্রোতের প্রবল বেগে এক দিন হয়ত ঐ দুই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বার্থ শ্রেণীদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিপর্য্যস্ত হইয়া একটী বিষম বিপ্লবে পরিণত হইবে। সেই স্রোতে অনেক জমীদারের যথাসর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাইবে, অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইবে, কিন্তু চরমে রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। বিপ্লবের রুদ্রমূর্ত্তি নিদাঘ কালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় লোকের অসহ্য ও বিপ্রিয় বটে, কিন্তু পরিণামে তদ্দ্বারা মঙ্গল ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হইয়াছে শুনিতেছি, কোন কোন স্থলে সে বিষয়ের চেষ্টা হইতেছে এবং সে চেষ্টা আপততঃ কোন কোন স্থলে সফল হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত সাময়িক প্রতীকার মাত্র। বিবাদের কারণ পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি রহিল। জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ ঘটিত এই যে বিসদৃশ ভাব উৎপাদিত হইয়াছে, জমীদারেরা ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দোষভাগী করিতেছেন। তাঁহারা বলেন গবর্ণমেন্টের কতিপয় বিবেচনার ত্রুটীর জন্য এত কাণ্ড ঘটিয়াছে। নতুবা অদ্যাবধি সকলি শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে চলিত, কোন গোলযোগ উপস্থিত হইত না। জমীদারেরা সন্তান নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন এবং প্রজারা জমীদারদিগকে মা বাপ জ্ঞান করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিত। ভারতবর্ষীয় সভা ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে দশ আইন বিধিবদ্ধ করা, বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ ক্যাম্বল সাহেব প্রজার পক্ষ বলিয়া সাধারণকে বিশ্বাস করিতে দেওয়া, ইত্যাদি গবর্ণমেন্টের দোষ। এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই সকল আচরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক দোষী কি না?

প্রথমতঃ দশ আইন বিধিবদ্ধ করা। নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৯ সালের দশ আইন বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজন মত রাজনিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করা যাইবে। এখন দেখা আবশ্যক ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কি না? কে না বলিবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমীদারদিগের স্কন্ধে প্রজাপালনের যে গুরুতর ভার অর্পণ করা হয়, জমীদারেরা প্রায়ই সর্ব্বস্থলে তাহা যথা বিধানে বহন না করিয়া আপনাদের ক্ষমতার অযথা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট স্বার্থ উদ্দেশে জমীদারদিগের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ও তাহাদের হস্তে অযথা ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। জমীদারেরা যে সে অনুগ্রহের অযোগ্য ইহা তাঁহাদের এই অশীতি বৎসরের আচরণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রায় সকল জমীদার তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সন্তান তুল্য প্রজাদিগকে যার পর নাই পীড়ন করিয়াছেন। ধার্য্য কর গ্রহণে সন্তুষ্ট না হইয়া নানা প্রকার অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছেন। অদ্য সন্তানের অন্নপ্রাসন, কল্য তাহার কর্ণবেধ, পরশ্চ তাহার উপনয়ন, তার পর দিন তাহার বিবাহ, আজ কর্ত্তার মাতৃশ্রাদ্ধ, কল্য তিনি কন্যাভারগ্রস্ত এ সমস্ত দায় হইতে প্রজারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আসিয়াছেন। শুদ্ধ তাহা নয় বার মাসে তের পার্ব্বণের ভারও দুঃখী প্রজাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে। দুঃখী প্রজারা সহজে এতগুলি ভার বহন করিতে অসমর্থ, এ জন্য তাহাদের করুণহৃদয় মা বাপের স্থানীয় জমীদারগণ নানা প্রকার পীড়নের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত পেয়াদার তলবানা, নায়েবের হিসাবানা, জমীদারের জরিমানার হ্যাঙ্গামে প্রজাদিগকে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইত। তলবমত খাজনা দিতে না পারিলে, এবং উপরি উক্ত নানাবিধ অতিরিক্ত কর বা জরিমানা আদায় করিতে ত্রুটী হইলে, প্রজাদিগের পৃষ্ঠে চর্ম্ম থাকিত না। ইহার উপর আবার ধান্যবাড়ী প্রভৃতির ব্যাপারও ছিল। এই সমস্ত অত্যাচার ও পীড়নে যখন দেশ 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছিল, এমত সময়ে দশ আইন বিধিবদ্ধ হইল। ইহা যে উপযুক্ত সময়ে হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পূর্ব্বে প্রজারা জানিত জমীদার ভিন্ন দেশের আর রাজা নাই। মারুন আর ধরুন, রাখুন আর কাটুন সেই রাজ্যেশ্বরের অধীন হইয়া থাকিতেই হইবে। তাঁহার উপরে আর কেহ নাই। দশ আইন জারি হইবার পর প্রজারা বুঝিতে পারিল যে রাজার উপরে আবার রাজা আছে— জমীদারেরা অন্যায় কর লইলে, বা অন্যায় রূপে পীড়ন করিলে তাহার প্রতিবিধান হইতে পারে এমন স্থান আছে। প্রজাদের চক্ষু উন্মীলিত হইল বটে, কিন্তু এই উন্মীলনের কে সহায়তা করিল? জমীদার না দশ আইন? দশ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত রহিল। প্রজারা লেখাপড়া জানিত না, সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিত না, কে তাহাদিগকে এ সুসংবাদ দিবে? জমীদারেরা বরং লেখাপড়া জানেন, সংবাদ পত্রাদি লন ও আইন আদালতের সংবাদ রাখেন। ১০ আইন জারি হইবার পর পূর্ব্বের ন্যায় স্পষ্টতঃ প্রজা-পীড়ন করিতে তাঁহাদের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল। গোপনে গোপনে পূর্ব্বানুরূপ প্রজাপীড়ন তখনও করিতেন, অদ্যাবধিও স্থল বিশেষে করিতেছেন। কিন্তু তখন হইতে অবশ্যই কিছু সাবধান হইতে হইল এবং ক্রমে অধিকতর সাবধানতার আবশ্যকতা হইল। অল্পদিনের পরীক্ষার জমীদারেরা বুঝিলেন ১০ আইনের সহায়তায় ও প্রজাপীড়ন করা যায়, তবে পথ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে জমীদারদিগের বিষদন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদিগকে দংশাইত। যখন দেখিলেন তাহাতে দন্ত ভাঙ্গিবার আশঙ্কা আছে, তখন আইন ও আদালতের মধ্যদিয়া অভিনব উপায়ে প্রজাদের উপর দন্তস্ফুট করিতে শিক্ষা করিলেন। পূর্ব্বে প্রজাশাসনের আবশ্যকতা হইলে, জমীদারেরা নিজেই সক্ষম ছিলেন। কোন বাহিরের উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হইত না। এখন প্রজাদিগকে শাসন করিতে হইলে জমীদারেরা অনেক সময়ে আদালতের শরণাপন্ন হন। সহস্র সহস্র মকর্দ্দমার জাল বিস্তার করিয়া প্রজাদিগকে তন্মধ্যে আনিয়া অনায়াসে হস্তগত করেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন প্রজা শাসন কিছু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে, এইমাত্র বিশেষ। এখন আইন ও আদালত প্রজাপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। প্রজারা অগ্রে আইন আদালত বুঝিত না, চিনিত না। জমীদারদিগের অনুগ্রহে তাহাও অবশেষে চিনিতে পারিল। ক্রমে আরও চিনিবে। এ অভিজ্ঞতা লাভে প্রজাদের প্রকৃত প্রস্তাবে অলাভ হয় নাই, হইবেও না। যতই এ অভিজ্ঞতা ক্রমে উত্তরোত্তর অধিকতর উপার্জ্জিত হইতে থাকিবে ততই তাহারা বুঝিবে, যে আইনের চক্ষে বস্তুতঃ জমীদার ও প্রজার কোন প্রভেদ নাই এবং আদালতের কাছে ধনী ও নির্ধন সকলেরই ন্যায় ও সদ্বিচার লাভের

সমান অধিকার আছে। জমীদারেরেই প্রজাদিগকে এ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তাঁহারই ইহাদের এ চক্ষু ফুটাইলেন। এখন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে দোষভোগী করিয়া আপনারা শুদ্ধ হস্ত হইতেছেন। দশ আইনের দ্বারা প্রজাদের ক্লেশ যে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে এ কথা আমরা মানি না। ইহা জমীদারদিগের স্বার্থপরতার ভাষা। তবে গবর্ণমেণ্ট যেমন আশা করিয়াছিলেন, দশ আইন প্রজাদিগের পরিত্রাণ আনয়ন করিবে, সে আশাও সিদ্ধ হয় নাই। ইহা দ্বারা প্রজাদের ক্লেশান্ত না হউক, তাহাদের ক্লেশের যে রূপান্তর হইয়াছে তাহাই তাহাদের পক্ষে শুভ লক্ষণ ও উন্নতির নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহা দ্বারা প্রজারা আপনাদিগের স্বার্থ ও অধিকার অনেকটা বুঝিয়াছে এবং ক্রমে আরও বুঝিবে। ইহা দ্বারা তাহারা স্বাধীনতার আস্বাদন পাইয়াছে এবং ক্রমে আরও পাইবে। দশ আইন দ্বারা যে এত হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিতে হইবে। আইন আদালতের স্থাপনা নির্ধন ও দুর্ব্বলদিগকে, ধনবান ও সবলদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্য এ পৃথিবীতে অদ্যাবধি অপূর্ণ রহিয়াছে। কার্য্যতঃ আইন ও আদালত ধনবান্ ও সবলদিগের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া চিরকালই নির্ধন ও দুঃখীদিগকে পীড়ন করিয়া থাকে। দশ আইনও এ নিয়তির বশতাপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে যদি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অন্য কোন অভিনব কল্যাণকর রাজনিয়ম প্রচার করেন, তাহাও নিঃসংশয় এ নিয়তির বাধ্য হইবে, তবে এরূপ আইন দ্বারা প্রজাদের যে কথঞ্চিৎ অনিষ্ট নিবারণ ও উপকার সাধন হয়, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ ক্যাম্বেল সাহেব যে প্রজা পক্ষপাতী, ইহা সাধারণকে বিশ্বাস করিতে দেওয়া। যখন প্রজারাই উৎপীড়িত তখন রাজ্যেশ্বরের প্রধান কর্ত্তব্য তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা। এরূপ করিলে পক্ষপাতী হওয়া হয় না বরং নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায়পক্ষই অবলম্বন করা হয়। ক্যাম্বেল সাহেব বস্তুতঃ প্রজার পক্ষে টানেন কি না তাহা আমরা জানি না। পাবনার গোলযোগের সময় তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, আমাদের মতে তাহা তাঁহার যথা কর্ত্তব্যের এক তিলও ন্যূন বা অধিক করা হয় নাই। তিনি যদি কখন ন্যায়ানুরোধে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা অতি নির্জীব ভাবে করিয়াছেন। অতিরিক্ত কর সকল নিবারণ করিবার জন্য যখন তিনি তাহার প্রথম অনুমতি পত্র প্রচার করেন, তখনও তিনি নিরপেক্ষ ন্যায় গণ্ডির রেখা মাত্র ও অতিক্রম করেন নাই। পরে তিনি জমীদারের পক্ষপাতী সংবাদপত্র সকলের চিৎকারে ও জমীদারদিগের আক্রোশ ভয়ে তাহাতেও পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সংশোধিত দ্বিতীয় আদেশের ফল এই হইল যে পূর্ব্বে জমীদারেরা ভয়ে ভয়ে গোপনে যে সকল অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করিতেন, ক্যাম্বেল সাহেবের অনুগ্রহে এক্ষণে তাঁহারা সে বিষয়ে নির্ভয় হইয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেবের মনোগত অভিপ্রায় যাহাই হউক, তিনি কার্য্যতঃ প্রজাদিগের অপেক্ষা জমীদারদিগেরই অধিক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তবে প্রজাপক্ষপাতী বলিয়া তাঁহার উপর কোন [কেন?] দোষারোপ করা হয়?

—ভারত সংস্কারক, ২৩ কার্ত্তিক, ১২৮০

প্রেরিত

মণ্ডলঘাটে প্রজাপীড়ন

মহাশয়,

মণ্ডলঘাট পরগণার রকম ৮৹১৬ আনার জমিদার কলিকাতা কোলুটোলার শীল বাবুগণ মণ্ডলঘাটের অন্যান্য জমিদার অপেক্ষা ইহাঁদিগের জমিদারির ভূমিসকল সম্পূর্ণ উচ্চহারে জমাবন্দী হইয়াছে। সুতরাং অত্যন্ত বৃদ্ধি জমা সরবরাহ করিয়া প্রজাগণ প্রায়শঃই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। বর্ত্তমান ১২৮০ সালেরও প্রায় অর্দ্ধাংশ মালগুজারি ঋণ করিয়া আদায় দিয়াছে। এ বৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যে পরিমাণে ফসল জন্মিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র আত্মসাৎ না করিয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিলে গড়ে ভূমির রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ হয় কিনা সন্দেহ। এমন দুঃসময়ে জমিদার মহাশয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য

যে কি উপায়ে প্রজা রক্ষা হইবেক তাহারই উপায় উদ্ভাবন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের আমলাগণ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ তলবের খাজনার জন্য এখনই প্রজা পীড়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার একান্ত প্রার্থনা যে শীলবাবুরা এ সময়ে প্রজার দুঃখে বিশেষ দুঃখী হইয়া কার্য্য করেন।

মণ্ডলঘাট পরগণা
৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৮০

একান্ত বশম্বদ
মণ্ডলঘাট পরগণাবিসনু

—সুলভ সমাচার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১২৮০

We have been informed by a trustworthy and respectable person that the Chaodhuri zemindars of Tantibandha have assumed the appearance of the King of Terrors and are sucking the blood of their tenants. Formerly there were family disputes among them, so that when one of them committed oppression, another interfered to prevent it ; and the ryots were not so much oppressed. They have now made up their differences, and entering into a solemn compact, have arranged unitedly to quench their thrist of many years by the blood of the ryots.

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ফাল্গুন (৪র্থ সপ্তাহ), ১২৮০
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ১৮৭৩)

কয়েকজন ভাজনঘাটা অধিবাসী স্বাক্ষর করিয়া একখানি পত্র ভারত দর্পণ পত্রে প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা গ্রামের জমিদারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদান করিলাম।

১। জমিদার নীলকর। নীলকরের প্রথামত কার্য্য করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভাল জমি দাগ দিয়া আবাদ করেন। প্রজাগণকে বিনাবেতনে খাটাইয়া লয়েন, ইত্যাদি।

২। কেহ ইট গড়াইলে জমিদারকে প্রতি লক্ষে বার টাকা দিতে হয়।

৩। বৃক্ষের চৌথ না দিলে অত্যাচার করেন।

৪। খোদ হাকিমি করিয়া জরিমানা করেন।

৫। জমিদারের কন্যা ও পুত্রের বিবাহজন্য ভেটি দিতে হয়।

৬। সকল ব্যবসায়ের মাসুল লয়েন। ইছামতীতে যে সকল নৌকা লাগে তাহারও মাসুল লয়েন।

৭। নিষ্কর ভূমি মাল বলিয়া আমীন লিখিয়া লইয়াছে। তহসীলদার করাদায় জন্য পীড়ন করিতেছেন, জমিদার প্রার্থনা করিলেও মীমাংসা করিতেছেন না। প্রজারা সঙ্গতিহীন। মোকদ্দমা করিতে পারে না।

৮। নদীগর্ভে কোন কিছু করিতে হইলে জমিদারকে পৃথক খাজনা দিতে হয়।

৯। বিশ ক্রোশ দূরে বনগ্রামে এবং ১৪ ক্রোশ দূর চুয়াডাঙ্গায় প্রজাগণের নামে ফৌজদারি নালিশ রুজু করা হয়।

১০। মাজিষ্ট্রেটকে জানানতে তিনি অভয়দান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ সময় এ কাজগুলা তেমন ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

—সাধারণী, ১৯.৪.১৮৭৪

বঙ্গদেশের জমিদারদিগের অবৈধ কর সংগ্রহ

দশসালা বন্দোবস্ত দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমিদার নামক একটি নূতন ভূম্যধিকারীশ্রেণীর সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্য রাজস্বের দায়ী করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে সাধারণ কৃষক প্রজাবর্গকে সমর্পণ করেন। এই বন্দোবস্ত দ্বারা আমাদিগের রাজপুরুষেরা স্বার্থসাধন যতদূর লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন, প্রজাদিগের হিত যে ততদূর অন্বেষণ করেন নাই ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদিগের নিজের প্রাপ্য টাকা সংগ্রহ পক্ষে তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজস্ব না পাইলে জমিদারি বিক্রয় করিয়া লইবেন, ব্যবস্থা করিলেন; এই কারণে জমিদারদিগকে ভূমির যথার্থ প্রভু করিয়া দিতে হইল। যাহা হউক জমিদারদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া তাহার পরিণাম চিন্তা গবর্ণমেণ্ট যে কিছুমাত্র করেন নাই, তাহা বলা যায় না। জমিদারদিগের দ্বারা প্রজাদিগের উপরে অনেক অত্যাচার হইতে পারে, তাঁহারা এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য জমিদারদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।... বন্দোবস্ত সকল হইয়া গেলে যখন জমিদারগণ প্রজাদিগের সহিত সম্বন্ধবন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, তাহার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিলেন না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মোপদেশ পশ্চাদ্দেশে ফেলিয়া রাখিয়া আপনাদিগের লাভাঙ্ক গণনা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোথায় ২০ কাঠা স্থানে ১৮ কাঠায় বিঘা করিয়া জমি বিলি করিতে লাগিলেন, কোথায় ইচ্ছামত রাজস্ব নিরূপণ করিয়া প্রজাপত্তন করিতে লাগিলেন, কোথায় চাঁদা মাথট প্রভৃতি উনকোটি প্রকার আবওয়াব স্থাপন করিলেন, কোথায় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্তের অনুসরণপূর্ব্বক পত্তনী দরপত্তনী দিয়া রাইয়তগণের সহিত নিঃসম্বন্ধ হইয়া আপনাপন লাভাঙ্ক স্থিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল, নিজে পারিলেন না, কিন্তু জমিদারগণ তাঁহাদিগের স্থানীয় হইয়া প্রজাগণকে সন্তানজ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে তাহারদিগের কল্যাণ ও উন্নতিসাধন করিবেন, কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইল। ইহাতে আমরা কেবল জমিদারদিগের প্রতিই দোষারোপ করিতে পারি না, গবর্ণমেণ্টও দোষের অংশভাগী। যাহা হউক জমিদার ও প্রজার স্বার্থে যখন ক্রমাগত বিরোধ হইতে লাগিল এবং প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলের উপর জয়লাভ করিয়া নানাবিধ পীড়ন করিতে লাগিলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট আপনার পূর্ব্ব ত্রুটি সংশোধনার্থ বিবিধ আইন প্রণয়ন করিতে লাগিলেন।... প্রজাদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য প্রকার কর আদায় করা এ দেশীয় একটি চিরাগত প্রথা এবং দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে তাহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পূর্ব্বকালে প্রজারা রাজাকে ভূমির উপস্বত্বের অষ্টমাংশ বা ষষ্ঠাংশ দান করিতেন বটে কিন্তু অন্যান্য হিসাবে যাহা দিতে হইত, তাহাতে উপস্বত্বের প্রায় তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধেক রাজকোষ জাত হইত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইন মতে ভূমির রাজস্বই কেবল বৈধ কর, তদ্ভিন্ন সকল প্রকার কর অবৈধ। তাঁহারা এই অবৈধ করগ্রহণে জমিদারদিগকে নিবারণ করিয়াছেন, এবং প্রজারা তাহা দিতে বাধ্য নহে বলিয়া আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু জমিদারদিগের হস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দিয়া প্রজাদিগকে তাহাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রজারা এককালে ১০ টাকা আহ্লাদপূর্ব্বক জমিদারকে অর্পণ করিবে, কিন্তু নিয়মিত করের উপরে ১ টাকা দিতে সম্মত হইবে না। এই কারণে গবর্ণমেণ্টের অননুমোদন সত্ত্বেও জমিদার ও রাইয়তগণ আপনাপন সুবিধা সম্পাদনার্থ এই অবৈধ কর প্রচলিত রাখিয়াছেন। জমিদারগণ আপনাদিগের লাভের যে পথ পাইলেন, তাহা যতদূর সাধ্য প্রসারিত না করিবেন কেন? এইজন্য তাহারা অবৈধ করের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে উত্যক্ত ও অধৈর্য্য করিয়া তুলিলেন, সুতরাং তাহারা রাজদ্বারস্থ ও বিচারপ্রার্থী হইতে বাধিত হইল। জমিদারদিগের এই অত্যাচার এবং প্রজাদিগের এই বিরক্তিভাব অল্পদিন হইল গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। সার জর্জ ক্যাম্বেল... অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন, প্রেসিডেন্সি বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কর সংগৃহীত হয়। এক ২৪ পরগণা জেলা হইতে তিনি ২৭ প্রকার অবৈধ করের বিবরণ পান :—

১। ডাক খরচা—জমিদারি ডাক ট্যাক্স তুলিবার জন্য প্রজার রাজস্বের ফি টাকায় ৫১৫ পয়সা গ্রহণ।

২। চাঁদা, ভিক্ষা বা মাঙ্গন — জমিদারের ঋণ পরিশোধার্থ টাকা সংগৃহীত হয়।

৩। পার্ব্বণী—জমিদারের বাটিতে পূজাদি উপলক্ষে টাকার অনধিক /০ আনা।

৪। তহবিয়ান—আখিরী হিসাবের পাওনা।
৫। বেগার খাটুনি।
৬। মাড়চা বা প্রজাদের বিবাহোপলক্ষে কর
৭। বাণ সেলামি—রস গুড় তৈয়ার জন্য।
৮। সেলামি—পাট্টা কবুলতি প্রভৃতি বদলাইবার সময় দেওয়া হয়।
৯। খারিজ দাখিল—জমিদারি খাতায় প্রজার নাম খারিজ করিবার সময় টাকায় সিকি খরচা।
১০। জমিদারের বাটিতে ক্রিয়োপলক্ষে চাউল, মৎস্য প্রভৃতির তোলা।
১১। বাট্টা—সিক্কা টাকা কোম্পানির টাকায় পরিবর্ত্ত, বা কোম্পানির টাকা কমী বলিয়া লওয়া।
১২। জরিমানা—যখন জমিদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ মীমাংসা করেন।
১৩। পুলিস খরচা—পুলিসের লোক কোন অপরাধাদির তদারক করিতে আসিলে লওয়া হয়।
১৪। জন্মযাত্রা, রাসযাত্রা—বিশেষ উৎসব।
১৫। বারবরদারী খরচা—মহল ইজারা লইবার ব্যয়।
১৬। ইনকম টাক্স—জমিদারের ইনকম টাক্স আদায় জন্য।
১৭। ডাক্তর ফি—কোন কোন জমিদার গবর্ণমেণ্টকে দিবার জন্য।
১৮। তাঁতকর—প্রত্যেক তাঁতীর প্রতি ।০ আনা।
১৯। ধাইমহল—ধাত্রী ব্যবসায়ীর উপর।
২০। আনচোরা সেলামি—বেআইনী লবণ তৈয়ার জন্য।
২১। হাল ভঞ্জন—প্রত্যেক বৎসর মাটিতে নূতন হাল দিবার সময়।
২২। মাথুরী জমা—নাপিত ব্যবসায়ীর উপর।
২৩। শাসন জমা—মুচিদের ভাগাড়ে গরুর চামড়া লইবার জন্য।
২৪। পুণ্যা খরচা—
২৫। বাস্তু পূজা খরচা—পৌষ সংক্রান্তিতে বাস্তুপুরুষের পূজার চাঁদা।
২৬। রসদ খরচা—কোন রাজপুরুষ জমিদারিতে ভ্রমণ করিতে গেলে যে ব্যয় হয় তাহা আদায়।
২৭। নজরাণা—জমিদার জমিদারি দর্শন করিতে আসিলে নজর দেওয়া।

অন্যান্য বিভাগে ইহার কোন কোন বিষয়ের ন্যূনাধিক্য হইতে পারে। কিন্তু কেবল জমিদারের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেই প্রজাদিগের নিস্তার নাই। জমিদারের অধীনে নায়েব, নায়েবের অধীনে গোমস্তা এবং গোমস্তার অধীনে পেয়াদা থাকে, তাহারা প্রত্যেকেও কোন না কোন প্রকার আবওয়াব আদায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক জমিদার হাট-বাজার প্রভৃতির ক্ষতিপূরণস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তি পান। ইতিপূর্ব্বে জমিদারদিগের হস্তে পুলিসের ভার ছিল, তাঁহারা প্রজাদিগের রক্ষার্থ অতিরিক্ত কর গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু এখন গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটি সে ভার গ্রহণ করিয়া জমিদারদিগকে দায়মুক্ত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা প্রজাদিগের রুধির শোষণপূর্ব্বক আয়বৃদ্ধির পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এই সকল কারণে জমিদারদিগের শোণিতপায়ী ব্যাঘ্র বলিয়া নিন্দা করেন এবং দুর্ব্বল প্রজাগণকে তাহাদিগের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা পান।

দুর্ব্বল প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার অনেক কার্য্যের ন্যায় ইহাও 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার কার্য্যের ফল দেখিয়া বোধহয় তিনি যাহারদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে গিয়াছিলেন, অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের প্রতি শত্রুতাসাধন করিয়াছেন। প্রজাদিগকে লুব্ধ আশ্বাস দিয়া জমিদারের বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন। পাবনার প্রজাবিপ্লব ইহার একটি স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ; শেষে তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন, হতভাগ্য প্রজাগণকে জমিদারদিগের ক্রোধ-খর্পরে পড়িতে হইল। ক্যাম্বেল

সাহেব তাঁহার গত শাসন রিপোর্টে অবৈধ কর সংগ্রহ বিষয়ে এই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"লেপ্টনন্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে এই সকল অত্যাচার (হাট প্রভৃতির তোলা) নির্ম্মূলনে অসমর্থ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল অসম্পূর্ণ ও মরীচাগ্রস্ত হইয়াছে তাহার পুরাতন নিয়ম সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ নূতন ব্যবস্থাপনের সাহায্য আবশ্যক। রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য কর বিষয়ে কঠোর রূপে হস্তার্পণ করিলে বঙ্গদেশে সাধারণের মঙ্গল হইবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই সন্দেহ আছে এবং জমিদার ও রাইয়তদিগের পরস্পর সম্বন্ধ সমুদায় বিচার করিয়া পুনঃ সংশোধন না করিলে শ্রেয়স্কর ফল লাভ হইতে পারে না।"

তিনি আরও বলেন,

"এই আবওয়াব সকল চিরাগত প্রথা বলিয়া রাইয়তেরা দিয়া থাকে, ইহা প্রদান করা অপেক্ষা অস্বীকার করাতে অধিক গোলযোগ। এ সকল অবৈধ চিরকালই থাকিবে, কিন্তু গুরুতব ঘটনা ভিন্ন সামান্যতঃ এ সকল বিষয়ে হস্তার্পণ না করাই ভাল। লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে আপনাদিগের অধিকার আপনারা বুঝিয়া লইবে।" "লেপ্টনন্ট গবর্ণরের বিবেচনায় এক্ষণে মাজিস্ট্রেট কালেক্টরেবা গুরুতর পীড়নস্থলে হস্তক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট। অবৈধ কর সংগ্রহের জন্য যেখানে কেবল জমিদার বলপ্রকাশ করিবেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট 'পীড়ন' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বিচার করিবেন এবং যেখানে স্থানীয় প্রথানুমোদিত ভিন্ন অন্যবিধ কর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন, সেখানে তাহার অনুসন্ধান করা হইবে, রাইয়তগণের অধিকার বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং বিহিত ও উপযুক্ত সমুদায় উপায়ে অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে। রথ্যাকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার দ্বারা লোকসকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে যে এই একটি কর ভিন্ন আর সকল কর অবৈধ এবং আইনমত সংগৃহীত হইতে পারে না।"

গবর্ণমেণ্টের এইরূপ শাসন দ্বারা অবৈধ কর সংগ্রহ কতদূর নিবারিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। লাভের মধ্যে ইহাদ্বারা জমিদার ও প্রজাদিগের পরস্পর সম্বন্ধকে তিক্ত ও তাহাদিগের অসুখের কারণ করিয়া দেওয়া হইল। গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ের একটি চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে চান জমিদার ও প্রজা উভয়ের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিন, উভয়ের স্বার্থ যাহাতে বক্ষা পায় এবং আক্ষেপের কারণ না থাকে এমত ব্যবস্থা সংস্থাপন করুন। পক্ষপাতী ও ক্ষণিক উত্তেজনা পরবশ হইয়া যে বিধান করিবেন, তাহারা কখন স্থায়ী মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

—ভারত সংস্কারক, ২১.৫.১৮৭৪

প্রজার প্রতি অত্যাচার

দুর্ভিক্ষের সময় কয়েকজন জমিদার প্রজাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আর একদিকে নিষ্ঠুর জমিদার ও তালুকদারের অত্যাচারে শত শত প্রজাকে ভিটা মাটি ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একখানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি, পত্রখানি দীর্ঘ এবং পত্রপ্রেরকের নাম নাই এ জন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পত্রখানি পড়িলে শরীর মন গরম হইয়া উঠে। একজন তালুকদার বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, নিয়মিত খাজনা দিয়াও রক্ষা নাই, বাজে আদায় দিতে দিতে প্রজারা গরীব হইয়া গেল। একজন ভদ্র প্রজা একবার বাজে আদায় দিতে অস্বীকার করাতে, গমস্তা তাহাকে কাছারিতে লইয়া গিয়া বিলক্ষণ প্রহার করে। ভদ্রলোকটি অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জেলাতে নালিশ করিতে যান। এদিকে গমস্তা সেই ভদ্র প্রজার স্ত্রীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া অপমান করিতে থাকে। গ্রামের লোকেরা এই সংবাদ ঐ ভদ্রলোকটির নিকট পাঠাইয়া দিল এবং আরও লিখিল যে, "তোমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া যদি তাহাকে কাটিয়া ফেলে তথাপি গ্রাম হইতে একজনও সাক্ষী পাইবে না। থানার দারগা গমস্তার হাত ধরা। অতএব তুমি শীঘ্র বাটি আসিয়া গমস্তার হাতে পায়ে ধরিয়া তোমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।" ভদ্রলোকটিকে অগত্যা তাহাই করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে হইল, পরে তিনি গ্রাম ছাড়িয়া পরিবার লইয়া পলায়ন করেন। ইংরাজের রাজ্যে

আজও যে এরূপ দিনে ডাকাতি হয় এ কথা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। গবর্ণমেণ্ট হইতে শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যেমন জমিদারের স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে তেমনি জমিদারের সঙ্গে প্রজার স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে অনেক উপদ্রব কমিয়া যায়। জমিদারের সহিত প্রজার স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে যে, কেবল উপদ্রব কমিয়া যায় তাহা নহে, প্রজারাও আপনার জমি বলিয়া মমতা করিয়া চাষবাস করিতে পারে। প্রজারাই আমাদের দেশের লোকের জীবন রক্ষক। সেই প্রজারা সকল প্রকার অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় ইহা সকলেরই ইচ্ছা, সন্দেহ নাই। জমিদার ও জমিদারের অন্নে পালিত লোকদেরই আপত্তি হইতে পারে। দেশের সমস্ত লোকের নিকট আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রজাদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলে মিলিয়া স্থানে স্থানে সভা করুন। প্রজাদের দুঃখের কথা গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া জানান। অবশ্যই উপকার হইবে সন্দেহ নাই। দয়ালু ছোটলাট সাহেব প্রজাদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করুন। দুঃখীর আশীর্ব্বাদে তাঁহার চিরকল্যাণ হইবে।

—সুলভ সমাচার, ২ অগ্রহায়ণ, ১২৮১

সাধারণী [৩০শে আশ্বিন]— বাঙ্গালার কৃষক, কৈবর্ত্ত উদর পূরিয়া খাইতে পায় না বলিয়াই বাঙ্গালায় এত জ্বরজ্বালা, আর তাহাতেই লোক এত নিরুৎসাহ। বাঙ্গালী অপরিপুষ্ট বলিয়াই চিররোগগ্রস্ত। ভূস্বামিগণ তথাপি নিরিখবৃদ্ধি করিতে ছাড়িবেন না, এবং প্রজাদিগকে আহার করিতে দিবেন না। তাঁহারা করবৃদ্ধির লোভ সম্বরণ করিলে প্রজা রক্ষা পায় ; নতুবা তাঁহাদের জমিদারিগুলি প্রজাশূন্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে।

—এডুকেশন গেজেট, ২০.৬.১৮৭৬

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে জমিদার প্রজার সদ্ভাব একপ্রকার লুপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে বিবাদ বিসম্বাদ ও মোকদ্দমা। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ; অথচ অনেকস্থলে প্রজা পূর্ব্বে নিরীখ ভিন্ন ইচ্ছাপূর্ব্বক কর বৃদ্ধি করিতে সম্মত নহে। অপরদিকে জমিদার নানাবিষয়ে প্রজার প্রতি উৎপাত করেন। অনেক প্রজার কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। কিসে প্রজা সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি, দুর্গতিমোচন বা কষ্টনিবারণ হইতে পারে, তৎপক্ষে জমিদারের দৃষ্টি নাই। ভূমিতে প্রজার কোন প্রকার স্বত্ব না থাকিলে প্রজার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। জোতের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তনে জমিদার এবং প্রজা উভয়েরই অনিষ্ট হয়। অথচ জমিদারের মফস্বলস্থ কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা জোত পরিবর্ত্তন করিয়া প্রজার উত্থান-পতন সংঘটন করিয়া থাকে। অধিকাংশ জমিদার একবারও প্রজার অবস্থা চক্ষে দেখেন না। কোথা কি অভাব আছে, কোন স্থানে আমলাগণ কি করিতেছে, অতি অল্প জমিদারই তাহার সন্ধান লইয়া থাকেন। জমিদারদিগের ন্যায় গৃহজাত সামগ্রী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে জমিদারদিগের অজ্ঞাতে প্রজার প্রতি অনেক দুর্ব্ব্যবহার হইয়া থাকে। জমিদার প্রজার অবস্থাতে উদাসীন বলিয়াই প্রজা জমিদারের প্রতি অনুরক্ত হয় না। আমরা কতস্থানে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একটি পুস্করিণী অভাবে প্রজাদিগের দুর্ব্বিষহ কষ্ট পাইতে হয়। জমিদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগের এই কষ্ট দূর করিতে পারেন। তিনি এ জন্মে সে কষ্ট দেখিবেন না। সুতরাং তাহা দূর করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে না। আমাদিগের সংস্কার এই, জমিদারগণ প্রথম হইতে কর্ত্তব্য পালন করিলে, মফস্বলে যাইয়া প্রজার অবস্থা জ্ঞাত হইলে, তাহার সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে বর্ত্তমান বিসম্বাদ উপস্থিত হইত না।

(ভারত মিহির ৩০ চৈত্র)

—এডুকেশন গেজেট, ১৮.৪.১৮৭৮

অনেকে স্বীকার করুন, আর নাই করুন, কিন্তু অনেকেই জানেন যে, পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র প্রজার উপর ভূস্বামীর লোক, মহাজনের লোক, পুলিসের লোক এবং কুঠিয়াল সাহেবের লোক— ইহাঁরা অনেক অত্যাচার করিয়া থাকেন। ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণের উপর প্রতাপশালীর পীড়ন, চারিকালেই আছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে, আমাদের দেশেও আছে; হিন্দু রাজাদিগের সময় বর্ণের অত্যাচার অতি ভয়ানক ছিল; মুসলমানদিগের সময় ধর্ম্মের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছিল; ইংরাজ রাজত্বে ঐ দুই অত্যাচারের প্রবলতাই ঘটে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর দশবিধ অত্যাচার আছে; তাহার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে, ভূস্বামীর, মহাজনের, পুলিসের এবং কুঠিয়াল সাহেবের—এই চারিপ্রকারের অত্যাচারই প্রধান। এই চারিপ্রকার অত্যাচার যাহাতে ক্রমে কমে, এ বিষয়ে সকল ভদ্রলোকেরই যত্ন আছে, রাজা ভূস্বামীদিগকে অত্যাচারী দেখিয়াই তাহাদের হস্ত হইতে হপ্তম পঞ্চমের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছেন ; মহাজনের অত্যাচার নিবারণ জন্যই দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের কয়টি ধারার সংশোধন করিয়াছেন ; পুলিসের পীড়ন নিবারণ করিতে গিয়া পুলিসকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া এক সময় নীলের চাষ বাঙ্গালা হইতে উঠাইয়া দিতে সঙ্কল্প করেন। ফলকথা জমিদারদিগের দোষ বৃটিশ ইন্ডিয়ান সভা স্বীকার না করিতে পারেন, কুঠিয়াল প্রভৃতি সাহেবদিগের দোষ তাঁহাদের সম্প্রদায় স্বীকার করিতে না পারেন, কিন্তু রাজা প্রজা সকলেই জানেন যে, ঐ চারিপ্রকার অত্যাচারেই বাঙ্গালার দরিদ্র প্রজা অবসন্ন হইয়া আছে। (সাধারণী. ৩১ আষাঢ)

—এডুকেশন গেজেট, ১৯.৭.১৮৭৮

প্রজা জমিদার

বাবু কৃষ্ণদাস পাল বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রেণ্টবিল আন্দোলনকালে জমীদার পক্ষ সমর্থন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে তিনি স্বীয় মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে জমীদার বা প্রজা কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিবেন না, উভয় পক্ষের হিতাহিত ও মঙ্গলামঙ্গল পর্য্যালোচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে উচ্চৈস্বরে কেবল জমীদারগণের গুণকীর্ত্তন ও পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন সেটা কেমন কেমন লাগে। কিন্তু ও রূপ করা তাঁহার অভ্যস্থ আছে।

কৃষ্ণদাস বাবু জমিদারগণের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু জমীদারেরা যে ক্রমেই ঘোরতর স্বার্থপর হইতেছেন তাহার কি? পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের জমীদারগণ সকরুণ হৃদয় প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহাদের কৃপায় অদ্যাবধি ব্রাহ্মণগণ বাসস্থানের জন্য এমন কি অনেকে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্য ব্রহ্মত্তর ভোগ করিতেছেন। দেব সেবার জন্য দেবত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের ভূস্বামীগণ সেই সকল নিষ্কর ভূমীর স্বত্ব বলপূর্ব্বক অধিকার করিতেছেন। তাঁহারা মোকররী পাটা দ্বারা প্রজাদিগের মৌরস স্বত্ব প্রদান করিতেন। ইঁহারা প্রজাদিগকে ভূমীর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে সতত সচেষ্ট, এবং সেই জন্য প্রজার সহিত ঠিক বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রজার জলকষ্ট নিবারণার্থ স্ব স্ব জমীদারী মধ্যে স্থানে স্থানে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন, প্রজারা জলপান ও স্নান করিয়া সুখে কালাতিপাত করিত। এমন কি সময়ে সময়ে মৎস্য পর্য্যন্ত নির্ভয়ে ধরিয়া খাইত। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা প্রজার সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। এক্ষণকার ইঁহারা স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত, প্রজার আর্ত্তনাদে বধির। এমন কি ইঁহাদের সময়ে প্রজা দূষিত বারি পান করিয়া সহস্র সহস্র মরিতেছে।

জমীদার নিরিখ করিলে প্রজারা মুখোমুখি কানাকানি করিতে লাগিলেন, করিয়া আর্ত্তনাদ করিল। কিন্তু তাহাদের কাতর ধ্বনি— দুঃখের সংবাদ আসন্ন বিপদের কথা কয়জনের কর্ণে স্থান পাইয়া থাকে? আর কয়জনই বা তাঁহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। সত্য বটে, রাজ্যে শান্তি

স্থাপনার্থ ক্ষুদ্রের প্রতি মহতের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে অসংখ্য বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সূক্ষ্ম বিচার জন্য উপযুক্ত বিচারক আছে, এবং ঐ সকলের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ যত্ন লইয়া থাকেন। কিন্তু জমীদারেরা অত্যাচারী হইলে পুলিস এবং আদালত প্রজাকে রক্ষা করিতে পারে কি?

প্রজাকুল অর্থহীন— অর্থহীন বলিয়া তাহারা সহায়হীন। বিচারালয় তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র (Rich Governs the law and the law governs the poors.) প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচারের বিবরণ বিশেষরূপে প্রকটিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। একটা কথায় মাত্র উল্লেখ করিব।

এই হুগলি জেলার কোন কোন স্থলেই যে ভূমিতে প্রজার দখলি স্বত্ব জন্মাইয়াছে, যাহার জন্য পুরুষানুক্রমে খাজনা নিরিখ ও বকেয়া খাজনার সুদ যোগাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে জমীদার সন্নিধানে অপমানিত হইতেছে, সেই জমীর একটা গাছ বিক্রয় করিতে হইলে জমীদারকে চৌথ অর্থাৎ প্রস্তাবিত মূল্যের এক চতুর্থাংশ দিতে হইবে। এটা কি দুঃখ নয়? আসল কথা প্রজার দুঃখের ইয়ত্তা নাই। কেবল জমীদার সুহৃদ পাল মহাশয় বলেন বঙ্গে প্রজার সুখ আছে। তাঁহার মতে এই যদি প্রজার সুখের অবস্থা হয়, তিনি দুঃখের অবস্থা মনে মনে কি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন বলিতে পারি না।

—সাধারণী, ৮.৪.১৮৮৩

বঙ্গের কৃষকদিগের অবস্থা

এই বঙ্গাদেশের ভূম্যাদি স্বভাবতঃ অতি উর্ব্বরা, অল্প পরিশ্রম করিলেই তাহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কি চমৎকার, উপজীবিকা নির্ব্বাহ করণের এতাদৃশ সদুপায় থাকা সত্ত্বেও কৃষকদিগের দুঃখ মোচন হয় না, তাঁহারা ছিন্ন বসন পরিধান ও পর্ণ কুটীরে অবস্থান করে, বহু ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত দিনান্তে উদরান্ন নির্ব্বাহ করিতে পারে না। কৃষক মণ্ডলীর এই দুরবস্থার কারণ অবধারণে আমরা এক প্রকার অক্ষম হইয়াছি, কেহ কেহ ভূম্যাধিকারীগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, কারণ জমিদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা হালবকেয়া হিসাবে আদায় করেন, দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দ্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার বাকী খাজনার নালিস উপস্থিত করেন না, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহকারক কালেক্টর সাহেবেরা কিস্তীর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে যে প্রকার কঠিন নিয়মে রাজস্বের টাকা আদায় করেন, জমীদারেরা যদ্যপি সেই প্রকার ক্লেশকর নিয়মের অনুগামী হইয়া খাজনা আদায় করিতেন, তাহা হইলে প্রজাদিগের চালে খড় গাছটিও থাকিত না। যদিও কোন কোন জমীদার খাজনার জন্য কোন প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করেন, তথাচ বিশিষ্টরূপ বিচারে সেই দোষ গবর্ণমেণ্টের প্রতিই অর্পিত হইতে পারে, কারণ রাজপুরুষেরা নীলাম করণের যে এক ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোন মতেই জমীদারের রক্ষা নাই, ঐ নীলামের দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই জমীদারেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অসীম চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, অনেকে ১২ টাকার দর সুদ এবং ১০ টাকার দর ডিস্কোণ্ট দিয়া টাকা কর্জ্জ করতঃ নীলাম নিবারণ করেন, আমরা লাটের সময় কত জেলায় কালেক্টরীর কাছারীর নিকট কত টীপদার মহাজনকে টাকা লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, ইহাতে কত ধনাঢ্য জমীদার একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতএব গবর্ণমেণ্টের এই প্রচলিত নীলাম সংক্রান্ত নিয়মকে বঙ্গাদেশীয় কৃষক ও জমীদারগণের দুরবস্থার কারণ বলিতে হইবে।

প্রজারা কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে, এবং শস্যাদি কি প্রকার উৎপন্ন হইতেছে আমাদিগের রাজপুরুষদিগের সময় সময় তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করা অতীব কর্ত্তব্য। তাঁহারা পুলিসের সামান্য সামান্য কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা এ বিষয়ের যে তথ্যানুসন্ধান লইয়া থাকেন, সে সকল বোধ হয় সঠিক হয় না। কারণ তাহাদিগের নিজ নিজ পুলিস কার্য্যেই তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, তাহার উপর এ কর্ম্মটা তাহাদিগের পক্ষে অতিরিক্ত বোধ হয়, এবং ইহার জন্য বোধ হয় তাহারা কিছু

স্বতন্ত্র বেতন পায় না, তজ্জন্য তাহারা বোধ হয় এ কার্য্যে তাদৃশ যত্ন করে না, যত দিন পর্য্যন্ত ইহার জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার সঠিক সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

—সংবাদ প্রভাকর, ২২.৮.১৮৯২

বঙ্গীয় কৃষকদিগের দুরবস্থা

এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অধিকার ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য মধ্যে এই বঙ্গদেশের মৃত্তিকা বিলক্ষণ উর্ব্বরা ও ফলশালিনী, এ বিষয়ে প্রতিপন্ন করিবার অপেক্ষা নাই, এ দেশের বাণিজ্য বিবরণেই প্রকাশ আছে, এখানকার প্রজাগণ যাহারা শস্য ফল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে, ভূমির গুণে অল্পায়াসেই তাহাদিগের আশা সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই দেশ মধ্যে এমত ভূমি বিস্তর আছে, যাহাতে প্রতি বৎসর দুই তিন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষক যদ্যপি যথার্থ রাজস্ব দিয়া তত্তাবৎ রক্ষা করিয়া বিক্রয় করিতে পারে, তবে তাহাদিগের সুখ সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। পর্ণ কুটীরের বিনিময়ে অট্টালিকা ও ছিন্ন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বিচিত্র বসন ভূষণ এবং সুখ সেবার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনায়াসে আহরণ করিতে পারে। ইংলণ্ডের কৃষকের অপেক্ষা শতগুণে এই বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা উৎকৃষ্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কৃষককুল সপরিবারে অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়াও আপনাদিগের দুঃখরাশি মোচন করিতে পারে না, তাহাদিগের উপার্জ্জনের অংশী অধিক, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের সহিত ভূমির রাজস্ব কিছুই নিরূপণ করেন নাই, তাঁহারা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই বঙ্গদেশের সকল ভূমি একেবারে চিরকালের নিমিত্ত জমিদারদিগকে দিয়াছেন, জমিদারেরা এক এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্বের টাকা প্রদান করেন, এবং প্রজাদিগের সহিত ভূমির রাজস্ব বিষয়ে তাঁহারা স্বতন্ত্র নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই। জমীদারেরা ইচ্ছানুসারে প্রতি ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অতএব ভূমির গুণানুসারে জমীদারেরা লাভাংশের তারতম্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহার জমীদারিতে ভূমির উৎপন্ন অধিক হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টকে অল্প রাজস্ব দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কেবল লাভাংশই অধিক হইয়া থাকে, এমত নহে, তাঁহাদিগের সেই ভূম্যাধিকারও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমত নহে, জমীদারদিগের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারদার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কৃষকদিগকে আপনাপন শ্রমার্জ্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকেরও পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে হয়।

তালুকদার প্রভৃতি ব্যতীত তাঁহাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও বিবিধ উপায় ও কল কৌশল এবং ভয় প্রদর্শন দ্বারা কৃষকের উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের লম্বোদর পরিপূর্ণ করিতে না পারিলে কৃষকের নিস্তার থাকে না, তাহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণাজালে জড়িত হইতে হয়, তাঁহারা সময়ে সময়ে নূতন জরিপ ও নূতন জমাবন্দীর ফন্দি তুলিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ করেন, অপিচ গ্রামে২ আবার অনেক ধান্যের মহাজন আছেন, তাঁহারাও মহাপাত্র, তাহাদিগের শরীরে দয়া ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। ঐ মহাজনেরা অসময়ে অর্থাৎ ভূমিতে বীজ বপন কালে কৃষকদিগকে বীজ ধান দেয়, এবং আহারের অভাব সময়ে ধান্যাদি কর্জ্জ দিয়া থাকে। কিন্তু কৃষক আপনার ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করিলে বৃদ্ধির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের ঐ বৃদ্ধি গ্রহণের নিয়ম অতি ভয়ানক, তাহারা একগুণ দিয়া তাহার চতুর্গুণ এবং কোন কোন স্থলে পঞ্চগুণ ও ষড়গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে, ঐ ভয়ানকস্বভাব ধান্যের মহাজনেরা ২।৪টা শরের গোলা বান্ধিয়া জমিদার অপেক্ষাও অধিক পরাক্রম ধারণ করিয়াছে। দুঃখী কৃষকগণ অসময়ে অভাব মোচন নিমিত্ত অনেকেই তাহাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং মহাজনেরাও বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়া আপনাপন পাওনা সকল সংগ্রহ করিতেছে।

এই বঙ্গদেশে কৃষিকর্ম্মজীবিগণ অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম ও বর্ষাকালের প্রবল জলধারা মস্তকে ধারণ করিয়া ক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপাদন করে এত অধিক লোকে যখন তাহার অংশ গ্রহণ করিতেছে, এবং তাহা সংগ্রহ সময়ে যখন নানা প্রকার অত্যাচার হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট রাজনিয়মের দ্বারা যখন বলবানদিগের পক্ষেই সহায়তা করিতেছেন, হীনবল কৃষকগণের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি নাই, তখন এ দেশের কৃষকের অবস্থা কি প্রকারে সংশোধন হইবেক, কি উপায় দ্বারা তাহাদিগের পর্ণ কুটীর ও জীর্ণ বসন এবং দিনান্তে শাকান্ন আহার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিবেক, তাহা আমরা বিবেচনা করণে অক্ষম হইয়াছি। ফলতঃ ঐ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে কোন কালেই এই বঙ্গদেশের কৃষকদিগের অবস্থা সংশোধন হইবেক না, চিরকাল তাহাদিগকে পরিবার সহিত ঘোরতর যন্ত্রণারাশি সম্ভোগ করিতে হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

—সংবাদ প্রভাকর, ২৮.১১ ১৮৯২

তিতুমিরের বিদ্রোহ

We learn that a battalion of sepoys and a couple of fieldpieces have been ordered to the assistance of the Magistrate at Baraset, to put down the Mouluvees, as they call themselves. In our former notices we have written this name Molabees, following the authority of the letters from which we quoted. Another name attached to their sect is *Hedayutoollahs*. Their numbers are now alleged to have reached 1000; and the people of the district in which they are committing their ravages are in the greatest consternation. We understand that in addition to the above mentioned force, a few troopers have been got together, not exceeding a score or five twenty; but even that small number will be of material use in reducing such an undisciplined rabble. The founder of the sect, we are told, was the famous Seyud Ahmed, who was defeated and killed about the beginning of the present year by Runjeet Singh's forces. Our readers may recollect some particulars of his death which we published several months ago. What circumstances have led them to break out at this time does not appear.

—ইন্ডিয়া গেজেট, ১৮.১১.১৮৩১

We have as yet learned nothing certain of the proceedings of the detachment that has been sent against the insurgents in the Baraset district. In addition to the force which was mentioned yesterday we learn that there were a hundred horse artillery, mounted as cavalry, and 60 Golundauze, sent. The infantry force employed is the 11th Regiment Native Infantry, and the whole, we understand, left Barrackpore on the morning of the 17th. A letter from Barrackpore mentions that some brisk firing, both of guns and small arms, has been heard there, and the firing is also said to have been heard yesterday in Calcutta. ...

—ইন্ডিয়া গেজেট, ১৯.১১ ১৮৩১

The disturbances in the Baraset district have been of a more serious nature than seems at first to have been apprehended. We understand that yesterday morning a Regiment from Barrackpore, two guns from Dum Dum, and twelve troopers of the Body Guard, under the command of Capt. Sutherland, proceeded to the disturbed district; and we have no doubt have before now given a good amount of the body of fanatics who have been perpetrating such cruelties, and giving so much alarm to the inhabitants.

—গবর্নমেন্ট গেজেট, ২১.১১ ১৮৩১

On Mr. Smith, the Magistrate of Kishnaghur, hearing of the riot, and the want of success

in quelling which had attended Mr. Alexander's attempt, he collected a body of burkundauzes and others, and proceeded to the spot, summoning Mr. David Andrew and other Indigo Planters, to meet him and assist him in quelling the disturbance. The rioters and prexiously sent a notice to Mr. Andrew, or 'David Sahib' as they call him, intimating that they had nothing to say against him, and would do him no harm—only he must not assist the Magistrate of Kishnaghur, who was advancing against them. Mr. Andrew, of course, was very far from taking this advice; and his assistance to Mr. Smith appears to have been in the end, of the most essential importance, although not in putting down the rioters, as was hoped, yet in enabling the Magistrate and what remained of his party to escape with their lives. It is said that the people accompanying Mr. Smith amounted altogether to seven or eight hundred men—the rioters by this time being nearly 2000 in number. On coming near them, the Magistrate halted, and took possession of an Indigo factory, which he barricaded as strongly as possible against any attacks during the night. Next morning he advanced to the insurgent body, in hopes of being able to arrest their violence and prevail on them to disperse. He was received, it is said, by an attack with arrows, spears and latties, and on looking round to his force to defend him, almost every man of the natives had run away, a few of his own servants and eight or ten men, who had been brought to the field by Mr. Andrew, alone excepted. Under these circumstances it became necessary to retreat to Mr. Andrew's boats in a neighbouring nullah, and in doing so several of the Magistrate's men and four of Mr. Andrew's were killed by the rioters. The fire from the boat, Mr. Andrew having brought several guns with him, kept the main body of the insurgents at bay: but at this time they succeeded in capturing the Názir of the Magistrate, and in the presence of the party, one of their number, seemingly a leader and looking like an Arabin his dress and appearance; cut the poor man's throat and afterwards ript up his belly with a tulwar. While engaged in this barbarous act, a shot from the boat wounded one of the assailants, and another fired by Mr. Andrew took effect and killed the man, who had so barbarously murdered the Nazir on the spot. It is remarkable and shews a degree of courage we did not expect, that several of the rioters advanced, and covering the dead body of the apparent leader, carried it leisurely off—calling out, at the same time, that "Andrew Sahib" had done this, and they would be revenged on him. They would find him, they said, though he went to Calcutta, for they had friends there to assist them. At this moment, when the body in front of the boats was passing on, it was discovered that parties were sent off on each flank to cross the nullah and thus surround the Magistrate and his party. There was no alternative left but the speediest retreat from so dangerous post, and the abandonment of the boat and all the property to the rioters. Mounted on two or three elephants, which Mr. Andrew had fortunately brought with him, the party escaped the toils, in which a short delay might have seen them entangled. This affair occurred on Thursday last, and Mr. Andrew has since arrived in Calcutta, apprehensive with the greatest reason that an attack may have been made on his factory and his property. In the boats which he was obliged to abandon, he had a great deal of valuable property. His guns have fallen into

the hands of the rioters; they are detonating guns, and cannot be very serviceable. Since this last affair with the rioters, we understand that a reinforcement has been sent out; and we are in hourly expectation of bearing good accounts from the seat of war. It is supposed that in the affair of Thursday last a good number of the rioters must have fallen. It is doubtful now how far fanaticism has any thing to do with this disturbance. It rather seems to have arisen from absolute want and starvation. (John Bull)

—গবর্নমেন্ট গেজেট, ২১.১১.১৮৩১

Information was yesterday received in town that the Military detachment dispatched for the purpose, had come up with the Molaves in Barraset, near the ground of the Magistrate's disaster.

Mr. Alexander and Captain Sutherland with the Sowars, having preceded the Horse Artillery, under Captain Graham, arrived at the ground on Friday afternoon. Upon the junction of the two bodies of Horse, some skirmishing took place, in which an Artillery man was killed, and two horses shot ; but the insurgents being in considerable force and drawn up on the plain for action, it was deemed prudent to await the arrival of the Infantry under Major Scott, which came up in the evening.

Early on Saturday morning operations commenced; the Molaves received the troops with loud shouts in the open plain —after two or three rounds of grape, however, they took shelter in a stockade, upon which the Infantry advanced and stormed—after about an hour's fighting they obtained possession, killing and wounding about 80 or 100, (among whom was the Leader, a Fakeer) and taking about 250 prisoners; the insurgents are still however reported to be in considerable force in the adjacent country.

It has been fortunate that the Government took such prompt measures in despatching an effective force against these marauders—and it is melancholy to think, that had this affair occurred at any distance from the presidency, such is the unguarded state of the different stations from want of troops, and such the total inefficiency of the police, as has been proved during the last few days, that the most serious consequences must have ensued. (Hurkara)

—গবর্নমেন্ট গেজেট, ২১.১১.১৮৩১

The papers of the week have teemed with accounts of a set of marauding Insurgents, calling themselves Muolovees, who have set up a plundering expedition in the Baraset and Kishnaghur district. The exertions of the Civil power having failed in quelling the rioters, a Military force was dispatched against them on Thursday last, consisting of the 11th Regiment Native Infantry, under Major Scott—two guns from Dum Dum, and a Troop of Horse Artillery, (mounted as Cavalry) under Captain Graham, and a few Sowars, under Major Sutherland. As yet, the information we have received is rather meagre, but satisfac-

tory as far as it goes. It amounts briefly to this. The Cavalry reached Narkoolbary on Friday, about noon, and a little skirmishing took place, in which a Trooper and two horses were shot. The Infantry and guns came up in the evening, but too late to make the attack with a prospect of full success. The Insurgents remained at their post all that night. The next morning, (Saturday, 19th instant) they appeared drawn up on the plain. After a few discharges from the six-pounders, they retreated into a stockade they had erected, whence they were dislodged by the troops. Fifty of them were killed, and amongst others Teetoo Meer, the leader, and two hundred and fifty taken prisoners.

—গবর্নমেন্ট গেজেট, ২১.১১ ১৮৩১

Since writing the subjoined details respecting the Mouluvees and the movements against them, we have learned the following particulars referred to in our last.

The Horse Artillery that went as cavalry from Dum Dum on Thursday night came up with the Mouluvees posted near the Issamuttee river early next day, drove in their piquets, and kept them on the *qui vive* till evening, when the infantry under Major SCOTT came up. After having reconnoitred their position, Major SCOTT deemed it expedient to postpone the attack lest they might after defeat have the advantage of night to favour their escape. They had become very bold from their supposed success in keeping off the European Horse, of whom one trooper was killed and a young officer wounded, besides two horses. Accordingly they stood the first attack on the following morning very boldly, and it was not till they had lost 80 men in killed and wounded and had been thrown into confusion that they took to flight. In their retreat, they were checked by the horsemen which enabled the infantry to make about 250 prisoners. The leader of the marauders is amongst the slain.

Reports have subsequently come from different quarters that the fugitives were met by the battalion under Major WHEELER which had left Barrackpore the day before, and that they lost 800 men in killed, wounded and prisoners. No authentic accounts from Major WHEELER have arrived.

We do not learn that any confirmation has been received of the above reports of Major WHEELER'S success against the Moulavees subsequent to their defeat by the force under Major SCOTT. In this last mentioned affair it seems that no fewer than four of their Sirdars were killed in the attack on them at the Indigo factory where they had been taken post. It appears to have been that called the Hooghly factory belonging to Mr. WILLIAM STORM, from which the Magistrate of Nuddea had been driven the day before. In revenge the Moulavees broke all the indigo chests and scattered the indigo.

It becomes a matter of some interest to ascertain the real cause of this out-breaking, now that it has been, we hope, entirely suppressed; and as far as our information extends we are happy to say that it does not appear to have originated in any cause subject to the control of Government or connected with the acts or proceedings of the Europeans or

Christian residents in the districts where they appeared. The Sect is said to have been for some time spreading in that quarter; and its adherents do not appear to be, strictly speaking Moosulmans, but rather Deists, holding the mosque and the idol temple in equal contempt. They must, however, have some leaven of Moosulman prejudice in them, for the present disturbance is said to have had its origin in that source. Some of the sect, it appears, thought proper to kill a cow in a village principally inhabited by Brahmuns, and belonging to a Brahmun petty landholder, named Ruttun Kant Roy, who resolved to punish the cow slayers. He accordingly had them dragged to his house, where he caused their faces to be rubbed over with hog's flesh. They were soon joined by others of their party, and one act of violence led to another, till blood was shed, the village plundered, and the landholder's son killed. The contagion spread, and the Moulavees assembling from all quarters, found themselves sufficiently strong to excite terror where ever they went, and they took advantage of their number to pillage all who would not join them, frequently committing the most barbarous cruelties in their extortions and robberies. According to this account, the collision of hostile prejudices and superstitions appears to have been the original cause of the excitement, and we fear the period is distant when we may expect that the general diffusion of education and useful knowledge will be a check on similar ebullitions of popular violence arising from ignorant bigotry and fanaticism. Yet, however remote the prospect, let it not be forgotten that instruction in useful knowledge is one of the most effectual means of protecting society from such outrages.

—ইন্ডিয়া গেজেট, ২২ ১১ ১৮৩১

Teetoo Meer

We learn that the Gentlemen of the Civil Service are at present very suspicious of their officers fearing, we hear, in particular, that many Moosoolmans in the public service are connected with Teetoo Meer. For this reason, all the examinations of the followers of Teetoo Meer who have been apprehended are taken by Hindoo officer, without any co-operation with Moosoolmans. On this account the report is generally believed for there must be some cause for the suspicions of the Judges. Be that as it may, the whole matter will soon be made public.

We likewise hear that Mr. Colvin having been appointed Magistrate of Barasut, has proceeded thither, and will inquire into the cause of Teetoo Meer's insurrection. This is nothing wonderful. By such means the sahebs giving eagerest attention to the business will ascertain the truth. We hear it currently reported that Teetoo Meer engaged in this insurrection in the hope of becoming sovereign of this country. If it be said, why should a person who is sovereign make an attack upon people? We reply that the objection is just; it is the business of sovereign to protect the people. Such a sovereign as was Teetoo Meer, the same sort of counsellor was his Fukeer. His counsel was :—"All the Hindoos are

Caffers, and to destroy them would be act of holiness, and pleasing to Deen Mohummud; it would also lead to the possession of the country." With this view, they attacked the Hindoos. At present the Hindoos are always in fear of the Moosoolmans; and although under the government of the English they can do nothing, if they had an opportunity they would not restrain themselves. The proof is this : when Nawab-O-Jeel-allee had killed Mr. Cherry, and others at Benares, he collected all the Moosoolmans, and cut off the heads of a number of Hindoos. And who is ignorant of the story Kitmulgar who went to Mr. Spske's house formerly in this capital? Of the same character has this Teetoo Meer now shewn himself. Wherefore the Hindoos being all in great alarm, pray that there may be no Moosoolman Thannadars at the Presidency or in the country ; for they continually use their arms at their own will, and what is that they have not in their power? We have expressed the opinions of many of our chiefmen. Our rulers, the protectors of the country, will certainly take them into consideration. We have had many proofs that they attend to any business the moment they hear of it. We may therefore confidently hope that the protectors of the country, the preservers of the people, will surely attend to our request. (Chundrika)

—ইণ্ডিয়া গেজেট, ২২.১১.১৮৩১

Since the above went to press, we have understand that the outrages attributed to these misguided men (or Molabees, as they call themselves) have been greatly exaggerated. We learn that they went to no great distance from Nukulbare on any pursuit, and that from the neighbouring villages and factories they only raised small contributions in money or in kind—from one of Mr. Storm's factories, which is in the immediate neighbourhood, they took some sheep and a share of other good things, leaving a fair proportion to the Superintendent. The Superintendent of his other factory had departed with his wife and family; the furniture was broken apparently in their search for plunder, and the papers were destroyed, most probably by the villagers, for the purpose of destroying the record of their own debts. But mere wanton destruction did not seem, we have heard, to be the object of the Moolabees, for if that had been the case, they had only to set fire to the thatched houses which contained property to the values of 30 or 40,000 Rupees, and which were left entire—while the latter sustained but little injury.

It is of course impossible to say to what excesses a body of Mahometan fanatics would not have proceeded, if not suddenly checked in their career. They had triumphed over the Magistracy and Police of the district, and although an unarmed rabble, appear to have shown a boldness and an absence of fear which could hardly have been expected of Bengalees. When the small party of Cavalry came, about 9 A, M, before the place where they had taken up their position, it is said that they declined any amicable communication with them, and that men with sticks in their hands came forth to oppose singly, troopers with their swords drawn. When the party of fifty or sixty Horse Artillery, mounted as

Cavalry, joined their comrades about eleven o'clock, the whole were of sufficient strength to keep the Moolabees within their own bounds.

The Cavalry continued throughout the day to look anxiously for the arrival of the Infantry, and as they were not of sufficient strength to surround the place and prevent the escape of their opponents, withdrew towards dusk to a little distance. It is said that during the night one-half of the Insurgents went away, and the remainder were found at Day-break, posted under a large tree immediately in front of the village. The guns opened on them with grape. Tatta Mea, their leader, was seen to fall on the first discharge, as the grape continued, the remainder retired into the village, where they were followed by the Infantry—and were either killed, or made prisoners as already described.

Tatta Mea is said to be a native of Hyderpoor, a small village in the immediate neighbourhood of Nakulbare. He accompanied Sayud to Mecca, and returned with that person. He was, on the Sayud's departure for Upper India, left to propagate his doctrines in those parts, and had lately been joined by a few Fukeers from the Camp of Suyud Ahmid; but whether they left before or after his death is not known.

The disturbance which we have just witnessed is the result of their united labours,—the whole tribe being equally opposed to Christians and Hindoos, and it may be supposed, to every system of government but their own.

—গবর্নমেন্ট গেজেট, ২৪.১১.১৮৩১

The day before yesterday, the prisoners made by the Detachment sent against the Insurgents mentioned in our last, amounting to about two hundred and fifty—were lodged in Alipore Jail. There are various rumours respecting the origin of the Insurrection. Whatever the incipient motives might have been, plunder and outrage appeared, latterly, to be the grand link that held the Insurgents together in their reckless and extraordinary attempt.

—গবর্নমেন্ট গেজেট, ২৪.১১.১৮৩১

BARASET INSURRECTION

TO THE EDITOR OF THE INDIA GAZETTE

...We live, it must be owned, in a remarkable era. A turbulent fanatic is driven from the dominions of an energetic and powerful prince in alliance with the British Government; traversing, as it is said, nearly the whole of the company's provinces and sowing where best it pleased him the seeds of revolution in his passage from the Hydaspes to the Hooghly. As he has not been entirely unmindful or inobservant of the signs of the times, he sets up the standard of revolt as near the guns of Fort William as possible; assuming that an unpopular government must be most vulnerable as its capital : and having previ-

ously informed himself that the Governor General is playing at soldiers at about fifteen hundred miles from the respectable and respected fortress above named.

The commencement of operations indicates some genius, though the satire is rather too homely and personal to be much relished. Sheik Teetoo begins by plundering a considerable portion of two districts, which he modestly calls his collection of the land revenue; and assuming the title of Commissioner, he actually sets about organizing something of a regular form of civil Government. I am credibly informed, Sir, that for some days Sheik Teetoo held his cutcherry with a regularity and despatch which some of the company's functionaries might do well to imitate.

There being nothing like a red coat at the disposal of the provincial magistracy, the Governor General having lately disbanded the whole of the irregular corps, saving only the Calcutta Militia, and taking away even the arms and accoutrements, it became necessary for the Magistrate to lead against the insurgents just such another body as that with which honest Jack Falstaff solemnly vowed he would not even march through Conventry. Accordingly Mr. Alexander, with a self-confidence and zeal worthy of better times and a better cause, drew forth his power, and went out to do battle with the enemy. The rabble he was rash or courageous enough to head as a matter of course, took to flight at the very first onset; and the Magistrate, compelled to follow the example, with difficulty escaped the slaughter to which his followers were devoted.

Barasut stock fell fifty percent—a field spread with the dying and the dead—the Magistrate escaping alive by miracle, the Hindoo police darogah stuffed with beefsteaks—all this nearly within sight of Barrackpore Park, was no joke to "the mild and benevolent" of these parts,—to say nothing of Teetoo's summary process for the recovery of arrears of revenue now in very active operation. So, not·withstanding the clippings, and what is much worse, the degradations and insults to which the whole body of the Civil Service have been exposed for about three years, yet was there zeal enough left in one of its members to induce a determination to attempt another little smiting of the idolaters. Undismayed then by the untoward results of his brother of the quorum's belligerent operations, Mr. Smith, the Magistrate of Nuddea proceeded to the scene of action; first, by the'bye, craving the aid, and carrying with him a few of those colonists whose residence in India has been viewed by the Honorable Court with as much jealousy as injustice.

Mr. Smith's movement was of combined character. He seems to have taken Porus for his model rather than Alexander. There was an array of elephants—and men at arms and we hear of a fleet—which appear to have been well armed and provisioned. ...

Alas! the combined forces are again defeated. The chivalry of Nuddea ran, to use an expressive figure of speech, as if the devils were at their heels—the elephants ran "more majorum."* Such a fire was opened on the fleet that the maritime operations of the campaign were likewise abandoned, and the worthy and the zealous magistrate was

* One of my wicked contemporaries at Eton had the insolence to translate this "like Major - General Moor."

compelled to fly before the victorious Teetoo, leaving the fleet "the general camp pioneers and all" at the mercy of the enemy; having had the satisfaction of receiving an invitation to breakfast "*a la four chette*" on the mangled remains of the Nazir.

Teetoo having thus disposed of such great men of Israel as were in the vicinage, appears to have given his attention to the military organization of his forces. He stockaded part of his troops; recruited the sinews of war by another collection of land revenue : and finally having obviously conciliated the land holders, who must have liberally supplied him with necessaries, he boldly took up a position on the plain, to mark his contempt for any force which could now be led against him. His career, however,. was now verging towards a close. The provisional government at length awakened to the disgrace and danger of such repeated outrages adopted those "prompt measures" which have had the good fortune to attract your eulogiums. A large division of horse artillery was ordered to the spot—but there is one little fact which appears to have escaped your observation—at least it has passed without comment. *That force of horse artillery did not consider itself strong enough at once to attack the insurgents* !! So it became necessary to wait till the next day, until the infantry under Major Smith arrived—when Sheik Teetoo disdaining to avail himself of the twelve hours of the night season charitably allowed to him and his followers, either to disperse themselves, or strengthen their position, fell with his arms in his hand, after having resisted for about an hour and a half a large and well appointed military force.

And now, Sir, a few satisfactory reflections present themselves, and a useful lesson may be learnt, from this little pet campaign, or camesade, as worthy Major Galbraith might term it, within half an hour's ride of the country residence of the Supreme Governor of British India.

1st. The utter indifference (I am no radical, or I should take a stronger term) of all sorts and conditions of men to the Government of Lord William Bentinck; illustrated by the fact, that a body of armed ruffians have been permitted to commit every variety of atrocity close at his garden gate; having been clearly fostered, fed, protected, and supported by the landholders, under the very eye of the powers that be. It is in vain to deny the fact—and every thinking man, whether in this country or our own, will draw from it the inference, that we are standing on a powder magazine. The spark may not come this year, or the next; but whether it shall rise from Baraset, or Balasore, or Mysore, or any other *sore*, rise we may assure ourselves it will, under the promising example of Sheik Teetoo — and that at no remote period.

2dly. The blessed effects of a judicious system of retrenchment and economy; which with one hand lets loose upon the country the starving and disaffected material of insurrection and revolt, while the other strikes to the ground the only arm which might for a moment pour water on the flame. Wait a little. A few more ebullitions of feeling from the discontented millions who are watching us; and the trooops will ask in Calcutta as they did in Paris, why they should be required to fire upon the people.

3rdly. The total inefficiency and lamentable want of energy in the police, whether as regards that active vigilance and foresight which prevents crime, or the prompt and proper adaptation of the means of punishing it. Messrs. Smith and Alexander did all they could and far more than could be expected of them in these times when zeal is considered the attribute either of a hypocrite or a fool, and men are universally enquiring what is to be gained by running one's head against a stone wall. But these young gentlemen should have recollected Napoleon's celebrated remark, "Dieu est presque toujours du cote des grandes masses." Where were the troops from the very first insubordinate assemblage of the lieges? Why were these zealous and spirited public functionaries permitted to hazard their lives; occasion unavailing bloodshed; and advertize to the country their total inability to do any thing more than encourge revolt by a fruitless attempt to suppress it? Where was the individual to whose talents and experience the peaceable possession of life and property is entrusted within these districts? "and Echo answers where."

We had some disgraceful moments under Earl Amherst's administration of this government. We heard one House ask leave of the noble Earl to remove their money bags into Fort William. We made war with the advice of one old woman, and peace with the aid of another ; and it was difficult to decide which most to admire, the folly of the beginning or the disgrace of the end. We had some blood letting at Barrackpore too. But these evils were either distant or their causes were proximate, and ascertained. "Society hung together," as Mr. Mangles has it; and rapine and murder stood at no man's door. To Lord William Bentinck's administration has been reserved the pre-eminent distinction of so total and entire an alienation of all classes of the population, such an utter extinction of all good feeling on the part of the people, that not a whisper hinted the danger, not a finger was raised to oppose it until society had been treated with the novel spectacle of the officers of government trampled under foot, the country in flames, and an organized, and for some time a successful rebellion, in the very heart of the empire.

In the mean time we are told of shews and pageants at Lahore : and we flatter ourselves we have imposed on the prudent and powerful sovereign who it should seem is to learn from us what are the real indications of political strength. Sir, the Roman legious triumphed in Gaul, and in Africa, and in Iberia, while the frame of the civil government was falling to pieces on the Tiber. Verily we are not the Romans : but some points of resemblance might be traced in the parallel. We all know which of the Caesars it was (a talented and not a bad man either until he was spoilt by power) who amused himself with a tune on his fiddle while the capitol was burning.

I am, Sir, your obedient servant,
A PROPRIETOR OF EAST INDIA STOCK.

Serampore, Nov. 21, 1831.

—ইন্ডিয়া গেজেট, ২৫.১১.১৮৩১

The animated sketch of the Baraset Insurrection by A PROPRIETOR OF EAST INDIA STOCK, and the forcible reflections he makes on that event, deserve the attention of the reader. We are of opinion that he has assumed some points and laboured others to make out a case, and that an impartial consideration of all the real circumstances would considerably modify his conclusions. For instance, it does not appear that the turbulent fanatic who set up the standard of revolt was driven from the dominions of an energetic and powerful prince in alliance with the British Government, traversed nearly the whole of the Company's provinces, and sowed the seeds of revolution in his passage from the Hydaspes to the Hooghly. If our correspondent possesses information on these points which has not yet been published, we of course withdraw our denial, but as far as the public yet know, Sheik Teetoo never joined Seyud Ahmud in the Punjab, nor took any part in his victories or defeats, although he was an adherent of his party, and it would appear had accompanied him to Mecca. The intended contrast between the proceedings of the British Government on the present occasion, and those of the energetic and powerful prince in alliance with the British Government from whose dominions the turbulent fanatic was driven, will not for a moment stand examination. For not only was the turbulent fanatic not driven from dominions which he never appears to have entered ; but such were the indecision and want of energy of RUNJEET SINGH's government that Seyud Ahmud, the master of the turbulent fanatic, was not put down till he had been trifled with for years, nor until several battles were fought, in each of which, according to the accounts we have received, thousands were killed. We see in this no indications of prudence, intelligence, and energy, as compared with the same qualities or their negations on the present occasion. Again, we must deny, without further evidence, that the unpopularity of the present Indian Government formed one of the inducements to rebellion or entered into the leading insurgent's estimate of the facilities he would meet with in carrying his designs into effect. Whatever those designs may have been, the only persons upon whom he could expect to operate are the natives; and is there any one measure of the present administration that has tended to encrease their burdens or lessen their comforts? We admit that their burdens are so great and their comforts so small that no dependence can be placed on their attachment to our government, but this is not the act of the present rulers, but of a long continued system of depression and misgovernment which has left them scarcely any thing to lose and almost every thing to gain from anarchy and confusion. To assign the unpopular measures of this Government as the cause of the late insurrection, is to connect facts that have no natural or actual relation to each other, and must tend to divert the attention from the real causes of existing evils. Another assumption of our correspondent's which we think wholly unsupported is, that Sheik Teetoo had conciliated the landholders in the district in which he had taken post, and that they had liberally and, as our correspondent must be understood to mean, voluntarily supplied him with necessaries. From all that is yet publicly known, this is not clear, and we think it ought not to be assumed without proof. There is equal weakness in despising real dangers and in magnifying small ones. Let every fact be

correctly reported and estimated at its real worth, but an exaggerated representation of the disaffection of the country, if disaffection exist at all, can be productive of no good. To us it is obvious, that if there is one class whose interest it is to stick, with the tenacity of animal instinct for life itself, to the British Government, it is the class of Zemindars in Bengal. They owe literally every thing to that Government, and the success of a Ryuttee or servile insurrection would be synonimous with their destruction. What evidence has our correspondent to produce, that Teetoo and his followers were fostered, fed, protected, and supported by the landholders? One native of respectability resident in Calcutta is said to have been connected with him; in the same way, we take it, as a person of repute in England may sometimes be found connected with smugglers without derogating from the character of the class to which he belongs.

In some of the remarks of our correspondent we fully concur. In the success, however partial and temporary, which this insurrection attained, we have a proof of the blessed effects of that blind and reckless system of retrenchment and economy which forms the order of the day in all departments, and of the total inefficiency and lamentable want of energy in the police,—that police of which Mr. MANGLES says that "at the present moment, he is convinced, it is the most effective arm of the Indian Government." God help us all, if in the present instance we had had to depend upon it for protection from pillage and murder! We equally agree with a Proprietor in censuring the tardy adoption of active and decided measures. The very first step should have been the despatch of an adequate force at once to crush the fanatics, and this would have saved both life and property. On the 13th, if not earlier, it must have been known that the insurgents were 5 or 600 strong, and in arms, and yet an adequate force did not attack them till the 18th, although they were in the immediate neighbourhood of military cantonments. We do not express these opinions merely for the invidious satisfaction of finding fault, but because all are interested in the stability of the Government and in the efficiency of existing institutions, and because the expression of such opinions is the only way open to the community of influencing the views and determinations of Government, and of showing the necessity of guarding with greater promptitude and viguour against future similar evils.

—ইন্ডিয়া গেজেট, ২৫.১১.১৮৩১

TEETOO-MEER

We have already given some account of the outrages of Teetoo-meer. Were we to state them fully there would be no room in the Chundrika for any other news for some weeks. We shall therefore mention a little of the most remarkable parts of his excesses.

We have heard that when by collecting a number of people a large party had been formed, these miscreants reasoned thus: "We have now become great and mighty; we are therefore the masters of this country, and all its inhabitants are subject to us: what doubt is there of this?" Under this notion they issued purwanas to Baboo Kaleeprusunna

Mookhopadhyayu, and Baboo Prannath Chowdry, and many other principal Zemindars of that district. Their tenor was as follows: "This country is now given to our Deen Muhummud ; you must therefore immediately send grain for the army. If you send grain, you shall be distinguished in the Presence, and for three years your revenue will be remitted. If you do not send it, then on receiving the answer to this purwanna we shall come and fight against you. Signed Nusar Ali's son, Teeton-meer."

When the chief Zemindars above-mentioned received purwannas of this sort, they treated them with contempt. But their inferiors and all the ryots were exceedingly alarmed and the inhabitants of Chowrashee and some other villages making a subscription paid in some place 50 and in others 60 rupees. Afterwards, when two magistrates had been defeated, many poor people thought, "those magical fukeers who are with Teetoo-meer will certainly be succesful." But all these suspicions were afterwarde dispelled. We have heard a number of the absurd sayings of Teetoo-meer, which however are not worth writing. This is one of them, that many infidel Moosoolmans belong to the party of "Teetoo-meer, who hold the first offices in the service of the Honourable Company. These persons, whether officers, ryots, or zemindars, ought to be sought out ; for they are worthy of punishment, and are not to be despised. They may again excite similar disturbance. But it cannot be doubted that all those Moosoolman wretches will be dismissed from their employments.

Also, several Zemindars have been fined, on whose estates all these infidel Moosoolmans resided, because they did not before give information to Government on the subject. But we have heard that Baboo Krishnuder Roy, of Poorha in Ameerabad purgunna, made daily reports to the Magistrate and the daroga of the outrages of the Moosoolmans. Krishnuder Roy also took much trouble in the business, for which he has obtained the anger of the Moosoolman race. We imagine that this individual merits a reward from Government.

Lastly, let our readers notice that it is proper they should inform the Supreme Council in what places the infidels are : wherefore let not sensible men be inattentive to this.

(Sumachar Durpun)

—ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, ডিসেম্বর, ১৮৩১

INQUIRY INTO TEETOO-MEER'S INSURRECTION

Mr. John Russel Colvin went into the Mofussil to make inquiries respecting the insurrection of Teetoo-meer. At first he was at Barasut; but on the 10th or the 11th of December he removed his Court to Badooreea. He first sent for the Zemindars, some of whom appeared in person, and others sent their agents. Baboo Prannath Choudry, Baboo Kaleeprusunna Mookhopadhyau, and Baboo Krishnu-deb Roy attended in person. The first question put to the Zemindars was, For what reason did Teetoo-meer and his associates engage in their insurrection? To this they replied, that they could not tell the reason; but

all their outrages were fully proved by Moosoolman evidence. Mr. Colvin particularly inquires into the cause of the Moosoolmans committing such outrages; and for this reason, he has been investigating from the month of December to the present time. Now let me ask what is the use of settling such a point? Is there any need of evidence against men who formed themselves into a party, and came out to fight against the troops of Government; many of whom too are now in prison? From the time when Mr.Colvin went into the Moffussil the depositions of about 400 persons have been taken; yet no order has been issued to apprehend the men whose guilt has been proved by their depositions. Moreover, we hear that Mr. Smith, the Magistrate of Nuddea, having put about a hundred persons into confinement, has sent the Roobukaree of his investigation to Mr. Colvin. Still however Mr. Colvin's doubts are not solved. I suspect it is thought by the sahebs, that the Hindoo Zemindars have been oppressing the Moosoolman ryots, who under this provocation have raised this tumult. However it may be, the whole will be revealed by Mr. Colvin's report. But we confidently assert, that if after this inquiry the Moosoolmans who have been guilty are set at liberty, or no punishment be inflicted upon those who have not yet been apprehended, then a hundred of those Teetoos will again be seen. (Chundrika)

—ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, জানুয়ারি, ১৮৩২

Postscript

The Molavee disturbances are suppressed. The reports which occasioned the march of the 53d regiment to Jessore were false; they have been traced to an indigo planter in that district. The Govt. Gazette states, that the disturbances in the Baraset district were entirely local, and arose from circumstances which influenced but a very small tract of country. No reason has appreared to lead to the belief, that the professors of the tenets avowed by those insurgents are generally disaffected to the government. The Chundrika, native paper states, that several Zemindars, on whose estates the followers of Teetoo Meer resided, have been fined, for not giving government early information.

—এসিয়াটিক জার্নাল, মে, ১৮৩২

Insurrection of Molavees, or Fanatics

Very serious disorders have been committed at Baraset and its neighbourhood by a set of fanatics, called Molavees, joined by dacoits and idle vagabonds.

The origin of these disturbances and of the sect is not clearly ascertained. Some, it appears, trace the causes to a deep-seated conspiracy amongst the votaries of the late Syed Ahmud. An intelligent native, resident in the nidus of the insurrection, gives the following account of its origin, in one of the papers:—A considerable proportion of the tenants on the estate of Raja Hari Deb Roy, the Zemindar of Koor Gachhi, are Moslem weavers, and

these are divided into two sects—the *lax* and the *strict*. The former observe hereditary reverence for the Hindu divinities. The latter, whose numbers and fervour have increased by missionary zeal, have lately manifested much indignation at the profane laxity of their compromising brethren: hence have arisen strife and ill-will. The former complained to their Hindu zemindar, who is said to have levied arbitrary fines on the stiff-necked of his tenantry. This was resented by acts of violence and outrage on the religious feelings of the Hindoos, and complaints were made to the magistrate; his authority was resisted by the misguided enthusiasts, whose ranks have been gradually swollen by those to whom religious fervor and love of gain or mischief afford motives of action. Another paper adds the following particulars as current in native society :—the principal leader of the Molavees, an ex-dacoit, named Teetoo Miyan, was for some crime confined for fourteen years in the Jessore gaol. He subsequently became a follower and sirdar of the well-known Seyud Ahmud, whom he accompanied to Mecca, and at the time the Seyud was in the Punjab, he remained in the neighbourhood of Kishnaghur, and established himself and his followers in the jungles, gradually gaining accessions to their number, until they amounted to not less than 3,000 persons. Although fanaticism was the primary cause, robbery is said to have been the real object of their combination, and the Sunderbuns their principal shelter, by which they have been able to shield their operations from the notice of government. It seems that the natives have been long aware of the existence of this gang, and about the time of the last Doorga pooja, a letter was written to an assistant of a factory, requiring the payment of a certain sum or threatening the plunder of his factory. The requisition not being complied with the factory was plundered. ...

An extract of a letter, dated Bärgurriah factory, November 11, states:- "This part of the country is in a dreadful state of consternation, owing to a band of upwards of 500 Musselmans, who have formed themselves into a new sect termed *Molabees*, and who are committing every kind of depredation and atrocious deeds. They are going from village to village during the day, under the pretence of compelling people to adopt their mode of worship, but in the mean time they plunder every thing, and had already committed several murders. They are all armed with swords, shields, spears, bows, arrows, latties, &c. I have just this moment received a letter from Hooghly factory (in the vicinity of which they are assembled, at a village called Narkoolbariah), informing me that they have taken away all the sheep belonging to the assistant. They have pillaged the Hooghly village, and have threatened entering the factory this afternoon.

"Nov. 12.—This morning they pillaged the village of Ramchunderpore, laid hold of a brahmin, and stuffed bullocks' meat into his mouth.* The Hooghly village ryots brought all their wives and children into Bargurriah last evening. To-day the party of the Molabees

* It appears that the Molavee forced the persons they seized to repeat the *Namaaz*, or Mohamedan prayer, and if brahmins, to eat beef.

has increased a good deal, and people, through fear of their lives and property, are joining them. Just this moment the Hooghly sircar has arrived to inform me that all the factory servants have abandoned the factory through fear."

The factories were afterwards entered and plundered, and a force, under the magistrate of Nuddeea, was routed by the insurgents. ...

In consequence of the serious aspect the insurrection assumed, the 11th regiment, under Major Scott, and the Sewars, under Capt. Sutherland, marched from Baraset against the insurgents; also the 48th regiment and some artillery from Dum Dum, under Major Wheeler. Major Scott came up with the Moolaves, at the Hooghly factory, on the 18th November. Early next morning, operations commenced. The Molavees received the troops with loud shouts in the open plain; after two or three rounds of grape, however, they took shelter in a stockade; upon which the infantry advanced and stormed. After about an hour's fighting they obtained possession, killing and wounding about 80 or 100, and taking about 250 prisoners, who were lodged in the gaol of Allipore : it is reported that Teetoo Miyan of Belgaria, the leader, is amongst the prisoners. The number of sepoys killed in the affair was seventeen or eighteen.

This defeat completely extinguished the insurrection, and Major Wheeler's corps returned without seeing any insurgents. It is said that scarcely an individual *voluntarily* engaged in the insurrection has escaped.

A commission was about to be appointed to inquire into the circumstances of this affair. The *India Gazette* states, on private information, that correspondence, implicating a native in respectable circumstances residing in Calcutta, has been found on the person of the chief, who, it is said, had assumed the title of king, and had granted under his seal royal firmans appointing a commander-in-chief and other great officers.

By later advices, we find there is reason to believe that this insurrection is not yet suppressed. It is stated, on the authority of letters from the Moffussil, that a formidable body (about 2,000) of these fanatics had appeared in the vicinity of Moorshedabad, towards, the end of November, and that they were scattering themselves all over the country, chiefly in the garb of fakeers. The statement had been denied, in a letter from a darogah at Moorshedabad; but as the 53d regiment N. I. marched from Calcutta, on the 8th December, for Jessore, avowedly in quest of the Molavees their re-appearance, and in force, seems confirmed.

The Reformer of Dec. 5th states the following remarkable circumstance connected with this insurrection :—

"We are astonished to learn that a Musulman, high in the service of government, and holding an important situation in one of the principal judicial courts of the metropolis, has offered up public prayers in conjunction with a great number of other Musulmans of this city, for the deliverance of the rioters now confined in the Allipore gaol. This individual has built a musjid or mosque, and we believe at its consecration invited all the Musulmans

of this city with whom he prayed almost a whole day that the rebels of Baraset may escape the punishment which the law of the land intends to inflict upon them. It is not that we believe their prayers to have any efficacy; but we mention the circumstance as an illustration of the spirit which pervades the Musulman subjects of the British Crown.

"This great affection of the Musulmans of Calcutta towards the rebel Teetoo Meer and his adherents can be easily accounted for, if we consider that when Suyud Ahmud came to Calcutta he made a great many disciples, who naturally entertain a strong sympathy for each other, and would go to any length to save the members of their own sect from any threatened danger. Led on by a blind fanaticism their object seems to be the subversion of every government, and in their vain attempts to usurp the rule into their own hands, and form a government according to their new religious notions, they are disturbing and will continue to disturb the peace of this empire till they be effectually subdued."

—এসিয়াটিক জার্নাল, মে, ১৮৩২

তিতুমীর

তিতুমীরের দৌরাত্ম্যবিষয়ক বৃত্তান্ত ইণ্ডিয়া গেজেট সম্বাদপত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিলাম বোধহয় যে তাহা অবগত হইতে পাঠকগণের বাঞ্ছা থাকিবে।

কলিকাতা শহরে কমিস্যানরসাহেবের আদালতে তদ্বিষয় অনুসন্ধান হইয়াছে এবং তাহাতে বোধহয় তিতুমীরের দৌরাত্ম্য যে গ্রামে হইয়াছিল সেই গ্রামে কতক জোলারদের মাননীয় এক মসজিদ ছিল এবং সে গ্রামে জোলা ব্যতিরিক্ত অন্য জাতি অত্যল্প। দৌরাত্ম্যকারিরদের মধ্যে ঐ জোলারাই প্রধান। শুক্রবারে এবং কোন২ পর্ব্বের দিনে তাহারা সেই মসজিদে একত্র হইয়া কর্ণে হস্ত দিয়া অতি চিৎকারধ্বনিপূর্ব্বক প্রার্থনার আহ্বান করিয়া থাকে। সেই গ্রামের জমিদার অর্থাৎ যাঁহার রাইয়ত ঐ জোলারা তাঁহার সেই মসজিদের নিকটে বাস ছিল। অতএব তাহারা প্রার্থনা করিতে একত্র হইলে ঐ জমিদারের সন্তানেরা তাহারদের ঐ প্রার্থনার আহ্বানধ্বনিকে বিদ্রূপ করাতে এবং তাহারদের প্রার্থনার অনুকরণরূপ কোন নিরর্থক অর্থাৎ বিড়বিড় শব্দ করণেতে তাহারদিগকে পরিহাস করিত। ঐ জোলারা পুনঃ২ ঐ বালকদিগকে নিবারণ করাতে তাহারা নিবারিত হইল না শেষে তাহারদের পিতা জমিদারের নিকটে ঐ দৌরাত্ম্যের বিষয়ে নালিশ করিতে গেল কিন্তু তিনি আপন পুত্রেরদিগকে শাসন না করিয়া নির্দ্দয়তারূপে ঐ জোলারদিগকে দূরকরত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কহিলেন যে পুনর্ব্বার যদ্যপি এমত নালিশ কর তবে আমি তোমারদের বিলক্ষণ প্রতিফল দিব ইহা দৃষ্টে ঐ বালকেরা আরো সাহসী হইয়া গর্ব্বপূর্ব্বক অধিক দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল তাহাতে জোলারা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ঐ বালকদিগের একজনের মুখে চপেটাঘাত করিল তৎক্ষণাৎ ঐ বালক রোদন করিতে২ আপন পিতার নিকট নালিশ করিতে দৌড়িল। তাহাতে ঐ জমিদার তাহারদিগকে ধরিয়া নিকটে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব তাঁহার ব্রজবাসি লোকেরা চতুর্দ্দিগে গিয়া কতক দোষিদিগকে ধৃতকরণপূর্ব্বক আনয়ন করিল এবং তাহারা ওজোর করিয়া বালকেরদের অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু জমিদার তাহারদের সরদারকে ধরিতে আজ্ঞা দিয়া একজন হিন্দু নাপিত ডাকিয়া ঐ সরদারের দাড়ি প্রস্রাব দ্বারা মুড়াইয়া এবং যষ্ঠিদ্বারা তাহারদিগকে প্রহার করিলেন। ঐ জোলারা বারাসাতের জাইণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিয়া ঐ দৌরাত্ম্যের প্রতিকার চেষ্টা পাইল কিন্তু আমলাগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারদের বিষয় এমত ফেরফার করিল যে তাহাতে নালিশ একেবারে ডিসমিস হইল। অতএব আদালতে নিরুপায় হওয়াতে তাহারা আসিয়া পুনর্ব্বার

আপনারদের মসজিদে প্রার্থনা করিবার সময়ে রক্ষা পাইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর ঐ জমিদার অন্যায়ের সাফল্য দৃষ্টে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রার্থনা সময়ে আরো ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাহারদের প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইলেন এবং এক দিবস ঐ মসজীদে একটা শূকর ছেদন করাতে সেইস্থান অপবিত্র এবং তাহারদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। ঐ দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তৎপর শুক্রবারে তাহারদিগের এক সভা হইল এবং তিতুমীর নামক ভ্রমণকারী এক ফকির তাহারদের নিকটে আসিয়া ঘোষণাকরত কহিলেন যে ধর্ম্মরক্ষার্থে এবং পূর্ব্বলিখিত তাবৎ দৌরাত্ম্য প্রতিকারার্থে ঐ জমিদার ও তাঁহার পরিবার নষ্ট করা উপযুক্ত। আরো কহিলেন যদ্যপি তোমরা আমাকে সেনাপতির ন্যায় মনোনীত কর তবে শত্রুগণের গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে একেবারে আকাশ হইয়া যাইবে এমত আমার জাদুগিরি আছে। অপর যদ্যপি জমিদার ও তাঁহার পরিবারের বিনাশ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তোমারদিগকে গ্রেপ্তার করিতে লোক পাঠান তথাপি তোমরা ভীত হইও না আমার জাদুগিরিতে রক্ষা পাইবা। ইহাতে তাহারা সাহসী হইয়া ঐ জমিদারের বাটী আক্রমণ করিয়া তাঁহার পরিবার স্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করিল ও পলায়নাশক্ত কতক ব্যক্তিদিগকে হত করিল এবং ঠাকুরবাড়ির মধ্যে গোহত্যা করিয়া সে স্থান একেবারে বিনষ্ট করিল। তৎপরে আপনারদিগকে রক্ষাকরণার্থে বাঁশের এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিল এবং লুঠের মাল দ্বারা প্রাণধারণ করিল যত হিন্দুলোক তাহারদের হস্তে পড়িল তাহারদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করাইল। ইত্যবসরে জমীদার ও তৎসমভিব্যাহারে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহারা বারাসাতের জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে নালিশ করিলেন এবং সাহেব তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিতে দারোগাকে হুকুম দিলেন। দারোগা ব্রাহ্মণ জমিদারস্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন অতএব অতিশয় পক্ষপাত এবং নির্দ্দয়তারূপে ঐ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। ইহা শুনিয়া বারাসাতের জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত আলেকজান্দ্র সাহেব সেইস্থানে আপনি গিয়া তদ্বিষয় অনুসন্ধান করত বোধ করিলেন যে এ ভারি বিষয় অতএব সাহায্যের নিমিত্তে সৈন্যেরদিগকে ডাকিতে লোক প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিতুমীরের সহিত কথোপকথন করিতে উদ্যত হইলে সে কোন কথাই না শুনিয়া আপন লোকদিগকে কহিল যে আজমীরে আমার নামে ধনুর গুণযুক্ত হইয়াছে তাহাতে তত্রস্থ লোকেরা আমাকে রাজা করিয়া কহে পরে তাহারদিগকে ভয় প্রদর্শনার্থ ইংলণ্ডীয় সৈন্যেরা গুলির সহিত কেবল বারুদের তোপ করিল তদ্দ্বারা কোন কেহ আঘাতী হইল না অতএব তিতুমীর চিৎকার করিয়া কহিল যে হে ভাই দেখ আমাব সত্য কথা ঐ কাফরিরদের গুলির কিছুমাত্র কার্য্য হইল না।

ঐ কথাদ্বারা সাহসিক হইয়া তাহারা আপনারদের দুর্গ হইতে বহির্ভূত হইল কিন্তু ঐ সৈন্যেরদের পুনর্ব্বার গুলি নিক্ষিপ্ত হওয়াতে একেবারে তাহারদের বোকামি গেল এবং তিতুমীর প্রথমেই মারা পড়িলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে কতকজন বোধ করে যে তিনি সুন্দরবনে পলাইয়া যোগিরূপ ধারণ করিয়া চট্টগ্রামের দিগ দিয়া মক্কাতে গিয়াছেন তাহার পুত্র এক্ষণে বন্দুয়ানেরদের মধ্যে আছে। সে ব্যক্তি যৌবনাবস্থ যুদ্ধেতে আঘাতী হইয়া খোঁড়া হইয়া আছে।

—সমাচার দর্পণ, ২৮.৭.১৮৩২

তিতুমীরের উৎপাত

আপনাকে কমিস্যানরসাহেবের আদালতের মুক্তিয়ার বলিয়া এক ব্যক্তি চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন সে আমারদের উদ্দেশেই। তাহাতে ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে আমরা যে সম্বাদ গ্রহণ করিয়া ২৮ জুলাই তারিখের দর্পণে প্রকাশ করিলাম; তদ্বিষয়ে আমারদিগকে বিলক্ষণ চেতাইয়াছেন। তা [হার] পত্র স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারা গেল না। তিনি প্রথমতঃ আমারদের উপর দাওয়া করেন যে তোমরা যে ইণ্ডিয়া গেজেট হইতে ঐ সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছ তাহার তারিখ প্রকাশ কর ইহাতে তাঁহাকে আমরা তুষ্ট করিতে পারি না যেহেতুক গেজেটের গ্রন্থিত পত্র এইক্ষণে আমারদের

নিকটে অনুপস্থিত। পরে লেখেন যে ইণ্ডিয়া গেজেটে জমিদারের যে গ্রামের বিষয় লিখিত আছে সেই গ্রামে এক ঘর মুসলমানও আছে কিনা ইহা সন্দেহ হইতেছে এবং লেখেন যে এতদ্রূপে ঐ সকল বিবরণ আমি প্রামাণ্য করিতে পারি। ইহাতে আমারদের এইমাত্র বক্তব্য যে তাহা করিলে আমরা অতি সন্তুষ্ট হইব এবং ইণ্ডিয়া গেজেটের উক্তি আমরা যেরূপে প্রকাশ করিয়াছি তদ্রূপে ঐ মুক্তিয়ারের উক্তিও অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক আমরা প্রকাশ করিব। এতদ্বিষয়ে সত্যতা জানা ব্যতিরেকে আমারদিগের আর কোন ইচ্ছা নাই এবং উভয়পক্ষের কথা না শুনিলে যে এ-বিষয়ের তত্ত্ব পাওয়া যাইবে না এমত আমারদের দৃঢ় বোধ আছে।

—সমাচার দর্পণ, ২৫.৮.১৮৩২

Titu Mir

Titu Mir faught for the cause of barbarism, fanaticism and oppression, and was entitled to very little sympathy from any sensible man; yet his memory deserves to be held in respect for his bravery, though shown in a bad cause. Pratapaditya, Titu Mir and Gholam Masum are perhaps the only three genuine Bengalees who deserve to be honoured for their valour and for training followers who showed that all Bengalees are not alike cowards.

---বেঙ্গলি, ১০ ৯ ১৮৭০

গ্রাম্যগীতি — বেলাড

... নিম্নলিখিত গীতিটি বিখ্যাত 'তিতুমিরের লড়াইর' পর একজন কৃষক রচনা করে। ইহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা সন্তুষ্ট হন কিনা জানিতে চাই।...

১ম। গীতি

"নার্‌কেলবেড়ে তিতুমির বুজরগি করিল।
যত নেড়ে হৈল চেলা, বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
পীড় পেগম্বর মুরশিদ মোল্লা,
একত্র জুটিল॥
বড়ই বড়াই ভাইরে কল্য তিতুমির।
"গোলাগুলি খা ডালেঙ্গা" হইল জাহির।
কোম্পানির হুকুম ভারি, সিপাইতে কেল্লা ঘিরি,
কামানের ঘায় কেল্লা গেল,
ধরা পলো তিতুমির।
পালে পালে মারা পলো আর কত ফকির॥
তখন থানায় থানায় ফকির ধরার গেল পরোয়ানা।

ঘরে ঘরে ফকির ভাইদের ভিক্ষা হৈল মানা।
যত কাছা খোলা নেড়ে, কাছা এটে দিল ফিরে,
গেরেস্ত হইল আবার ফকির বার আনা।
মরি হায় হায় রে, হুজুক উঠল দাড়ি থাক্‌লে,
ফাটকেতে যাবে।
তখন মাথা কুটে চাচী মরে,
চাচারা সব ভাবে॥
ফকিরণী উঠিয়া বলে উঠরে ফকির ঝাট।
নাপিত বাড়ি যেয়ে শিগ্‌গির লম্বা দাড়ি ছাট॥
তোবা খেচে কাচা দিয়ে
গেরস্থালি কর আবার।
কোম্পানির হুকুম ভারি, দেশে রাখবে না দাড়ি,
জান বাচ্চায় হাজিদেরে
গেড়ে ফেলাবে॥
মরি হায়, হায়, হায় মরি হায়রে হায়
জান বাচ্চায় হাজিদেরে
গেড়ে ফেলাবে॥''

—মিত্রপ্রকাশ, মাঘ, ১২৭৮

প্রসিদ্ধ তীতুমীর

তীতুমীরের লড়াই ও ওহাবিদিগের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে ২৪ পরগণা ও নদীয়াতে অনেকগুলি গ্রাম্যগীতি প্রচলিত আছে। অনেক অনুসন্ধানে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়াই, এতদিন তীতুমীরের বিবরণ পাঠকগণের সম্মুখীন করি নাই। কিন্তু আর বিলম্ব করা নিষ্ফল। আমরা একটি বয়েতীর নিকট, একটি গানের যে দুই চারিটি অন্তরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকটন করিতেছি :

''নারিকেলবেড়ের তীতুমীর বুজরগি করিল।
যত সব মিঞা মোল্লা,
বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
ফিরিঙ্গী বাদসার সনে লড়াই জুড়িল॥
মরি হায় হায়, হায় মরি, হায়রে হায়!
সবে জব্দ হলো, কেল্লা গেল, মারা পলো
তীতুমীর।
হায় মজার বুজরগি তার হইল জাহির॥
জুলনী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট।
হাজামবাড়ী যেয়ে শিগ্‌গির গোঁপ দাড়ি কাট॥''

বসিরহাট সবডিবিসনের অন্তর্গত উত্তর বালিয়া সরকারের উত্তরপূর্ব্ব কোণস্থিত নারিকেলবাড়িয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে বিদ্রোহী তীতুমীরের বাসস্থান ছিল। তীতুমীর মক্কাতীর্থে গমন করে, তথায় ভারতবর্ষীয় ওহাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাহার আলাপ হয়। বাঙ্গলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তীতুমীর ওহাবীধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তীতুমীরের শিষ্যেরা সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারণ করিত; তাহাতে হিন্দু জমিদারেরা বিরক্ত হইয়া প্রতিজনের শ্মশ্রুর উপর পাঁচ সিকি কর নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন; এবং ফরাজীদিগের প্রতি অন্যবিধ উপদ্রবও আরম্ভ করেন। তীতুমীরের শিষ্যেরা সেইসকল অত্যাচার নিবারণোদ্দেশে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমানে প্রতিদিন তুমুল বিবাদ হইলে তীতুমীর ও তদীয় শিষ্যেরা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ব্রীটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। উক্ত বিদ্রোহের ও তাহার পরিণামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা হান্টর সাহেবের "ভারতবর্ষীয় মুসলমান" নামক পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।*

"বিদ্রোহীগণ একটি সুরক্ষিত দুর্গ আশ্রয় করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এবং অনেকগুলি ইংরাজপক্ষীয় লোকের প্রাণনাশ করিল। কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্বদিগের সমুদায় দেশ অর্থাৎ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর এই জিলাত্রয় বিদ্রোহীদিগের করতলস্থ হইয়া উঠিল। এই কয়েক জিলার তিন চারি সহস্র বিদ্রোহী একত্রিত হয়। ফরিদপুর জিলার কোন গ্রামের একটি লোক ওহাবী বা ফরাজী মত গ্রহণ না করার দরুণ বিদ্রোহীগণ প্রথমতঃ ঐ গ্রামটি লুণ্ঠন করে। তৎপর নদীয়া জিলার একটি গ্রাম লুণ্ঠন ও একটি মজিদ দাহন করিযা ফেলে। ইতিমধ্যে ফরাজীদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া বিদ্রোহীগণ প্রভূত অর্থ ও তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে থাকে। পরিশেষে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর মাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত নারকেলবাড়িয়া গ্রামে তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করে। ঐ গ্রামটির চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় একটি বংশ দুর্গ স্থাপন করে। ৬ই নবেম্বর তারিখে ৫০০ শত সশস্ত্র ফরাজী উক্ত গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া একটি নগর আক্রমণ করে। ঐ নগরস্থিত দেবালয়ের পূজক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করে, দুইটি গো হত্যা করিয়া, মৃত গরুর রক্তের দ্বারা মন্দিরটি কলঙ্কিত করে এবং বিগ্রহের সম্মুখে গোদেহদ্বয় পোড়াইয়া দেয়। তৎপর তাহারা প্রচার করিয়া দিল যে ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইয়া পুনরায় মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর চতুর্দ্দিকে অনবরত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সাধারণতঃ হিন্দু পল্লীতে যাইয়া একটি গোবধ করিত; তাহাতে হিন্দুরা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে, পল্লীবাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিত; তাহাদের গৃহ লুণ্ঠন করিত, এবং তৎপর সমগ্র গ্রামখানী দগ্ধ করিয়া ফেলিত। যে সকল মুসলমানেরা তাহাদের ধর্ম্ম অবলম্বন না করিত, তাহাদের উপরও ঐরূপ অত্যাচার করিত। একদা উহারা একজন সাবেক তাইনের সমৃদ্ধ মুসলমানের গৃহ আক্রমণ করিয়া দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লয়, এবং গৃহস্বামীর দুহিতাকে বলপূর্ব্বক তাহাদের দলপতির সহিত বিবাহ দেয়।

প্রথমে জিলার কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্রোহীদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শে না। তদনন্তর ১৪ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে একদল মিলিসিয়া সৈন্য বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। বিদ্রোহীগণ কোনও ক্রমে বশতাপন্ন হইল না। কিন্তু রক্তবর্ষণ নিবারণ করিতে ব্যগ্র হইয়া সেনানী কেবল বারুদ পুরিয়া বন্দুক ছুড়িতে আদেশ করেন। বিদ্রোহীগণ ইংবাজসৈন্য আক্রমণ করিল, ফাঁকা আওয়াজে তাহাদের কোনও ক্ষতি হইল না, কিন্তু তাহারা বিপক্ষের সমুদায় সৈন্য কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। কলিকাতা হইতে কয়েক দণ্ডের পথ ব্যবধানে এই তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৭ই নবেম্বর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট আর কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করেন; তন্মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যেরা হস্তীপৃষ্ঠে গমন করে। বিদ্রোহীরা প্রায় সহস্রজন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিল। তাহারা অনেকে নৌকাতে প্রস্থান করিয়া প্রাণ বাঁচাইল; কিন্তু যাহারা শীঘ্র শীঘ্র পলায়নে অপারগ হইল, তাহারা বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইল। সংপ্রতি ইংরাজেরা বুঝিতে পারিলেন যে, রীতিমতো সুশিক্ষিত সৈন্য না হইলে বিদ্রোহীদিগকে দমন করা সুদূরপরাহত। একদল দেশীয় পদাতিক, কয়েকজন অশ্বারোহী গোলন্দাজ এবং একদল শরীররক্ষক ইংরাজসৈন্য কলিকাতা হইতে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে

*The Indian Musalmans by W.W Hunter, P 45-47, Second Edition, 1871.

যাত্রা করিল। মুসলমানেরা জয়োৎফুল্ল হৃদয়ে ময়দানে আসিয়া যুদ্ধসজ্জায় দণ্ডায়মান হইল। পূর্ব্বদিন যে সকল ইংরাজের প্রাণ বধ করিয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ আপনাদের পুরোভাগে স্থাপন করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর, বিদ্রোহীগণ পরাস্ত হইয়া বংশদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই যুদ্ধে তীতুমীরের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। বিদ্রোহী সৈন্যের মধ্যে তিনশত পঞ্চাশ জন জীবিত ছিল। তন্মধ্যে আদালত কর্ত্তৃক একশত চল্লিশ জনের কারাদণ্ড হয়। এবং তীতুমীরের সেনানীর প্রাণদণ্ড হয়।

তীতুমীরের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু ফরাজধর্ম্মের লোপ হয় নাই। তীতুমীরের বহুবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ফরাজধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; তীতুমীর পঞ্চাশবর্ষ গত হইল পরলোকগমন করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ফরাজধর্ম্মের ক্রমেই অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশের মুসলমান সংখ্যা যত, তাহার অর্দ্ধেক ফরাজী হইবে, একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। ফরাজী মাত্রেই অতিশয় তেজস্বী। বঙ্গদেশে মৌলবী কেরামত আলি ও দুধু মিঞা নামে দুইজন অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। কিঞ্চিন্ন্যূন ২৫ বৎসর হইল, ইহাদের মৃত্যু হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্ব বাঙ্গালার সমুদয় ফরাজী এই দুই জনেরই শিষ্য। মৌলবী কেরামত আলির শিষ্যেরা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ শান্ত। দুধু মিঞার শিষ্যেরা প্রায়ই বদমায়েস। ফরাজীদিগের এমন ঐক্য যে, ইহারা পরস্পরের জন্য অকাতরে প্রাণদান করিতে সক্ষম। প্রবাদ আছে যখন সিপাহীযুদ্ধের হেঙ্গাম হয়, তখন দুধু মিঞা ফরিদপুরের জেলে ছিলেন। মুসলমানদিগের মন বুঝিবার জন্য তদানীন্তন ফরিদপুরের সুচতুর ম্যাজিস্ট্রেট জেলে যাইয়া দুধু মিঞাকে জিজ্ঞাসা করেন "গবর্ণমেণ্টের এই বিপদের সময় আপনি কত লোক দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে পারেন?" তাহাতে দুধু মিঞা নাকি উত্তর করেন যে, যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়া তিন দিনের জন্য মুক্তি দেন, তবে ঐ তিন দিনে আমি প্রায় ত্রিশ সহস্র অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ করিতে পারি, যাহারা প্রত্যেকে আমার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব করিবে না। ফলতঃ দুধুমিঞার যেরূপ প্রতাপ ছিল, এবং ফরাজীরা যেরূপ তেজীয়ান ও পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ, তাহাতে এ প্রবাদ অসম্ভব বলিয়া বোধহয় না। আমাদের প্রস্তাবিত তীতুমীর এই সম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিল; আমরা সময়ান্তরে ফরাজীধর্ম্মের সংক্ষেপ ইতিহাস প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীজ—

—বান্ধব, নবম সংখ্যা, ১২৮৮

তিতুমিরের লড়াই

(১)

১২৩৮ বঙ্গাব্দে একজন মুসলমান ফকিরের উত্তেজনায় বঙ্গে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্য আমরা সেই প্রস্তাব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

বেড়িসা নামক একজন মুসলমান ফকির তৎকালে এই প্রদেশে অবস্থান করিতেন। ২৪ পরগণা এবং যশোহর জেলায় অধিকাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়িসার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ছিল। ফকির গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না, যাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রথা প্রচলিত হয়, ফকির তজ্জন্য স্বীয় শিষ্যবৃন্দকে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতেন। তাঁহার উপদেশমতে অধিকাংশ মুসলমান গোঁয়ারা, তাজিয়া ও মসজিদে ফয়তা দেওয়া আদি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে দিবসে পাঁচ ওক্ত (সময়) নমাজ (উপাসনা) করা হয়, তজ্জন্য ফকিরের শিষ্যবৃন্দ এক পৃথক্ উপাসনালয় প্রস্তুত করিল। এই সময় মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্ব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। বেড়িসার উত্তেজনায় কতকগুলি মুসলমান তাজিয়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করায়, অপর সম্প্রদায় উহাদিগের বিরোধী হইয়া উঠিল। এই সময় অধিকাংশ প্রজামণ্ডলী জমিদারবর্গকে দেশের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিত, মুসলমান রাজত্বসময়ে সাধারণ প্রজা যেমন বহু ব্যয় ও বহুশ্রম-সাধ্য বিধায় নবাব ও

বাদসাহদিগের নিকট কোন বিষয়ের বিচারপ্রার্থী হইতে পারিতেন না, ইংরাজ রাজত্বে সেই অভাব এইক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই। এইক্ষণ যেমন নিকটে নিকটে সব ডিভিশন ও মুন্সেফি আদালত আদি সংস্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। এই জন্য তৎকালে প্রজাদিগের দেওয়ানি ফৌজদারি প্রভৃতি সমস্ত মোকদ্দমাদি জমিদারগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইত। ইহাতে অনেক সময় ন্যায় বিচারের অভাব হইত, অর্থবলে প্রবল পক্ষই চিরকাল জয়লাভ করেন। অনেক জমিদার রজতখণ্ডের প্রলোভনে অধিকাংশ স্থলে এঁইরূপ বিচারের অনুসরণ করিতেন। জমিদার সরকারে ফকিরের শিষ্যবৃন্দের উপর অভিযোগ উপস্থিত হইল, উহারা জমিদারদিগের নিকটে ''আমাদিগের ধর্ম্মের উপরি হস্তক্ষেপ করিবেন না'' ইত্যাদি নানা প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিল, কিন্তু তাহাদিগের সেই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইল না। বিচারক উহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কিছু অর্থদণ্ড করিলেন (এই দণ্ড দাড়ি সেলামি নামে এদেশে প্রসিদ্ধ আছে)। যদিও এই সম্প্রদায়ের লোকেরা দণ্ডিত হইল সত্য বটে, কিন্তু উহাদিগের পূর্ব্বমতের কোনরূপই পরিবর্ত্তন হইল না। হিন্দু মুসলমানের অহিনকুলভাব ক্রমশঃই বর্ধিত হইতে লাগিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরনির্যাতন স্পৃহা ক্রমশঃই বলবতী হইতে লাগিল। মনে মনে হিন্দু মুসলমানের শত্রুভাব যে প্রচ্ছন্ন ছিল, এইক্ষণ হইতে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল।

বেড়িসাহা ২৪ পরগণা ও যশোহর জেলায় অধিকাংশ মুসলমানবসতিতে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন, অধিকাংশ মুসলমান তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, অনেক লোক তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতার প্রতিও বিশ্বাস করিত।

স্বজাতির প্রতি প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসা আছে, হিন্দু জমিদারগণ কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে মুসলমানগণ উৎপীড়িত ও অবমানিত হইতেছেন, ইহা ফকিরের তেজস্বী হৃদয়ে অসহ্য হইয়া উঠিল।

১২৩৮ সালের ভাদ্র মাসের শেষে ফকিরের উত্তেজনায় ও উৎসাহে প্রায় বিংশতি সহস্র মুসলমান ২৪ পরগণা জেলায় ইছামতী নদীর উত্তরপশ্চিম তীরে নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থলে সমবেত হইল। হিন্দুদিগের প্রতি উহাদিগের যে ভয়ানক বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়াছে, কি উপায়ে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়, অদ্য সেই মন্ত্রণাই মুসলমানদিগের প্রধানতম লক্ষ্য।

হিন্দু জমিদার ও তাঁহাদিগের সহকারিগণ যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, অদ্য তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ সমালোচনা আরম্ভ হইল। অত্যাচারী দলের মধ্যে আমিরাবাদ পরগণার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব রায় সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অদ্য সমবেত যবনদল ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যপ্রণালী অবধারিত করিল।

অদ্য হইতে আর তাহারা কাহারও অধীনতা অথবা প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন না।

এইক্ষণ হইতে তাহারা মুলুকগিরী (স্বাধীনভাবে রাজত্ব) করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

তিতুমির নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে আপনাদিগের বাদসাহ বলিয়া এবং মৈজদ্দিন নামক একজন সুদক্ষ লোককে উজির বলিয়া স্বীকার করিল।

অদ্য হইতে জমীদারদিগের দেয় রাজস্ব বন্ধ করিয়া মুসলমানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হিন্দুর জাতি নাশ, মান নাশ ও সর্ব্বনাশই উহাদিগের সকল কার্য্যেরই মূল সূত্র বলিয়া অবধারিত হইল।

উক্ত সনের আশ্বিন মাসের প্রথমেই হিন্দু মুসলমানে প্রকাশ্য শত্রুতা উপস্থিত হইল।

জমিদারেরা যে সকল মুসলমান প্রজার অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন, অদ্য সেই টাকা আদায় জন্য লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ও ঘোষাল সিং নামক একজন হিন্দুস্থানী নাগরপুর নামক স্থানে মুসলমান আড্ডাতে উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ উহারা টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া বসিতে বলিল, এই ভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইল, জমিদারের পক্ষের লোকেরা দণ্ডের টাকা প্রাপ্তি জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষে এই সূত্রে দুই এক বার কথান্তর উপস্থিত হইল। অতঃপর মুসলমানেরা ক্রোধান্ধ হইয়া জমিদারদিগের পূর্ব্বোক্ত দুইজন লোককে বন্ধন করিয়া রাখিল। লোকপরম্পরায় এই সংবাদ জমিদারবাটীতে পৌঁছিল। তখন জমিদারদিগের ২।১ জন প্রধান কর্ম্মচারী ১৫০।২০০ শত লোক সঙ্গে লইয়া মুসলমানদিগের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ জমিদারদিগের লোকেরা বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করিল। মুসলমানগণ যে দুইজন লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধার করা হইল। এই উপলক্ষে উভয় দলের মধ্যে একটা সামান্য ভাবে মারপীট ও দাঙ্গা হইয়া

গেল। তখন এই আড্ডাতে অধিক মুসলমান ছিল না। সুতরাং জমিদার পক্ষের লোকেরা বলপূর্ব্বক লোক ছাড়াইয়া মুসলমানদিগের প্রতি একটু অধিক মাত্রায় অত্যাচার আরম্ভ করিল। মুসলমানেরা অত্যাচার না দেখিয়া আপনাদিগের উপাসনাগৃহে অগ্নি প্রদান করিল। (দৈনিক)

—এডুকেশন গেজেট, ১৩. ১১. ১৮৮৫

তিতুমিরের লড়াই

জেলা ২৪ পরগণার অধীন ইছামতী নদীর তীরে পুঁড়া গ্রাম মধ্যে একটী বাজার ছিল, এক দিন বেলা ১০।১১ টার সময়ে একদল মুসলমান উক্ত বাজারে উপস্থিত হইল। যবনের আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই হিন্দু ক্রয়বিক্রয়কারিগণ শশব্যস্তে চারিদিকে পলায়ন করিল। মুসলমানেরা বাজারের মধ্যে যে বারওয়ারি ঘর ছিল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এখানে অচিরকাল মধ্যেই পূজা হইবেক তজ্জন্য সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল। মুসলমানগণ উক্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গরু জবাই করিল, গোরক্তে দেবীমূর্ত্তি কলঙ্কিত করিল। এই ঘটনার পরে এখানকার বারোয়ারি পূজা বন্ধ হইয়া গেল। জগন্মাতঃ জগদ্ধাত্রী অন্তর্হিতা হইলেন। প্রকৃত হিন্দু ভক্তের মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। দেশস্থ অধিবাসীদিগের মুখে শুনা যায় এই ঘটনার পরেই গ্রামখানির সর্ব্বাংশে অবনতি হইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন হিন্দু যেমন নির্ভীক হৃদয়ে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে আনন্দ জন্মে। তাঁহার ইহজীবনের পবিত্র ভাবের দৃষ্টান্ত দেখুন—

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পুণ্যপ্রদা তিথি, রামমোহন কর্ম্মকার নামক একব্যক্তি অতি প্রত্যুষে ইচ্ছামতী নদীতে প্রাতঃস্নান জন্য গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে এই সময়ে এ প্রদেশে যবনভীতি পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হইয়াছিল। রামমোহনের পরিবারবর্গ তাঁহাকে প্রত্যুষে ইচ্ছামতী তীরে গমন করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু রামমোহন কিছুতেই নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। এই সময়ে আমাদিগের দেশে হিন্দু ধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল, লোকের মনে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না।

জীবনভয়, অপেক্ষা মানুষের মনে ধর্ম্মভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখনকার হিন্দু মাত্রেরই মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা ও অন্ধ বিশ্বাস ছিল। জীবনভয় পুণ্যকার্য্য সাধনের অন্তরায় হইলে প্রকৃত হিন্দু জীবনকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। পথিমধ্যে একজন মুসলমান রামমোহনকে আক্রমণ করিল, তাহারা সগর্ব্বে বলিল কাফের! তুই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নচেৎ তোর রক্ষা নাই।

পবিত্রহৃদয় ধর্ম্মবিশ্বাসী রামমোহন সদর্পে প্রত্যুত্তর দিল, দুরাত্মা যবন, আমি হিন্দু কেন তোর ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।

মুসলমান বলিল— সয়তান, কাফের! তোকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে হইবে।

নির্ভীক রামমোহন বলিল— তোরা শোর খা— ক্রোধান্ধ মুসলমানের শাণিত খড়্গ রামমোহনের মস্তকোপরি উঠিল, মৃত্যুকালে নির্ভীক হৃদয় রামমোহন বলিল যদি এক কোপে না কাটিস তো তোরা শোর খাবি।

অমনি যবনের শাণিত খড়্গে রামমোহনের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পবিত্র জীবন বায়ু আকাশে মিশিয়া গেল, রামমোহন স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিল।

যদি রামমোহনের মনে দুর্ব্বলতা থাকিত তবে সে অনায়াসে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু ধর্ম্মের নিকট নশ্বর জীবন সামান্য বোধ হইল। মৃত্যু সময়ে রামমোহন অভিসম্পাত দিল, দুরাচার যবন অচিরে প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। ধর্ম্ম রক্ষার্থে হিন্দু সর্ব্ব প্রকার উৎকট কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ নহে। রামমোহন নশ্বর জীবনের পরিবর্ত্তে পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ফকির বেড়িসা একজন উন্নতচেতা বিশুদ্ধ মুসলমান ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক ছিলেন। যেদিন মেমের উপর মুসলমানেরা অত্যাচার করে, সে দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন না, ফকির ২।৩ জন প্রিয় শিষ্য সহ সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে নারিকেলবেড়িয়ার আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া পরামর্শ প্রদান করিতেন। অদ্য তিনি নারিকেলবেড়িয়ায় উপস্থিত হইয়া মেমের অবস্থা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অযথা বিদ্বেষ-বুদ্ধি তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইত না। যে ধর্ম্মালম্বী হউক না কেন, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল। স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাকে পবিত্র শোভার বস্তু বলিয়া ভালবাসিতেন। তিনি একজন বহুদর্শী লোক ছিলেন। পারস্য ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র কোরানাদি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, হিন্দু শাস্ত্র হইতে অনেক নীতি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যমাকৃতি অল্প স্থূলকায় ছিলেন; তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট এবং সুপ্রসন্ন প্রশান্ত বদন দেখিলে একজন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া সকলের মনে বিশ্বাস হইত। যে সময়ে এই ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০।৭৫ বৎসর, লোকে এইরূপ অনুমান করিত। তাঁহার কেশ শ্মশ্রু আদি ধবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাৎকালিক বৃদ্ধলোকেও বলিবেন, আমরা বাল্যাবস্থায় ফকিরকে যেরূপ দেখিয়াছি, প্রায় সেইরূপই আছেন, শারীরিক কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তিনি সর্ব্বদা হিন্দি ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলিতেন, বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপে উচ্চারিত করিতেন না। অদ্য তিনি সমস্ত মুসলমানগণকে একত্রিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই : — আমরা সকলেই এক মহোচ্চ লক্ষ্য সাধন জন্য একত্র হইয়াছি। কাহার প্রতি অযথা অত্যাচার করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের লক্ষ্য পথে গমন করিতে যিনি বাধা প্রধান করিবেন, আমরা প্রতিবিধান জন্য অবশ্যই তৎকালে যত্নবান হইব। স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাগণ কদাচ আমাদিগের প্রতিকূলতাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা আমি কখনই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরতর করিতে নিতান্তই অসমর্থ।

(দৈনিক)

—এডুকেশন গেজেট, ১. ১. ১৮৮৬

তিতুমিরের লড়াই

অদ্য অতি প্রত্যুষে জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব স্বীয় দলবল সহ নারিকেলবেড়িয়ার অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৩।৪ থানার দারোগা, ৪।৫ শত চৌকিদার এবং পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহী সৈন্য গমন করিল। মাজিস্ট্রেট সাহেব অশ্বারোহণে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তৎপশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্যগণ ও লাল পাগড়িধারী ৪।৫ শত চৌকিদার— কাহারও হস্তে বল্লম, কাহারও হস্তে লাঠি ও তরবারি ইত্যাদি লইয়া মহানন্দে গমন করিতে লাগিল। সাহেব বিরোধী স্থান পরিদর্শন জন্য গমন করিতেছেন, সুতরাং দারোগা মহাশয় চক্ষুলজ্জা বশতঃ তথায় যাইতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। অগত্যা ইহাঁরা ৩।৪ জন সর্ব্বপশ্চাতে পাল্কিতে গমন করিতে লাগিলেন। আজ কাল নূতন পুলিশের অনেক সব ইনেস্পের [ইনস্পেকটর?] অশ্বারোহণে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু সে কালের দারোগা মহাশয়েরা তদ্রূপ ছিলেন না। ইহাঁরা রাঘববোলের ন্যায় প্রকাণ্ড স্থূলোদর লইয়া এক পা হাঁটিতে অথবা অশ্বারোহণে গমন করিতে পারিতেন না। পরের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া ইহাঁরা যথা তথা গমন করিতেন। ইহার মধ্যে ২।১ জন মুসলমান দারোগা ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ভীত হন নাই। বোধ হয় মনে মনে বিশ্বাস ছিল, নিতান্ত বেগতিক দেখিলেই দলে মিশিয়া যাইবেন।

বেলা ১০টার সময়ে মাজিস্ট্রেট সাহেব সদলে মুসলমান আড্ডাতে উপনীত হইলেন। অদ্য এত লোক জন এবং সাহেবকে দেখিয়া বোধ হয়, যবনগণ কিছু ভীত হইয়াছিল, কারণ অদ্য উহারা প্রথমেই কোনরূপ আক্রমণ করে নাই। সাহেব উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী মুসলমানদিগকে বশ্যতা স্বীকার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাহেব উহাদিগের

কেল্লার অবস্থা ও যুদ্ধোপকরণ দেখিয়া কিছু দুঃখিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় আরোও বিশ্বাস ছিল, দুঃসহ অত্যাচার নিবন্ধন এই সকল অজ্ঞ লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ দুরবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্তি জন্য মুসলমানদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন ও অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু আসন্নকালে রোগীর যেমন ঔষধের প্রতি ঘৃণা জন্মে, তদ্রূপ এই সকল উপদেশবাক্য যবনদিগের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন বুঝিতে পারিলেন, উপদেশে কোন ফললাভের প্রত্যাশা নাই, তিনি তখন অগত্যা ভয় প্রদর্শনে বাধ্য হইলেন।

বাদসাহ তিতুমির এবং উজির মৈজদ্দিনকে তলপ করিলেন। কিন্তু মহামান্য বাদসাহের নিকট এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইল, তিনি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ভয় প্রদর্শন জন্য সাহেব সৈন্যদিগকে বন্দুকের আওয়াজ করিতে সঙ্কেত করিলেন। কিন্তু সেই বন্দুকে তৎকালে গুলি ব্যবহৃত হয় নাই। বন্দুকের শব্দ হইবা মাত্রেই "আল্লা আল্লা হো" এই মহারবে প্রায় দশ সহস্র মুসলমান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিল। ইংরাজ সৈন্যগণ রীতিমত যুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছুতেই অনুমতি প্রদানে সমর্থ হইলেন না। ৫০ জন ইংরাজ সৈন্য সাহস করিয়া বলিল, আপনি আমাদিগকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করুন, আমরা এখনই উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারি। অবশ্যই ৫০ জন শিক্ষিত সৈন্যের নিকট ১০ সহস্র অশিক্ষিত এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি বিহীন লোক যে প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু সাহেব কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিলেন না। অনেকেই অনুমান করেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবস্থার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি যুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই। যুদ্ধের অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত ইংরাজ সৈন্য নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক সবেগে অশ্বচালনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ছাগলের পালের মধ্যে ব্যাঘ্র প্রবিষ্ট হইলে তাহারা যেমন শশব্যস্তে চতুর্দ্দিকে গমন করে তেমনি চৌকিদারগণ কে কোথায় পলায়ন করিল। পিতা পুত্রের জন্য, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য অপেক্ষা করিল না। চতুর্দ্দিকে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত; মার মার, ধর ধর রব ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না, বাহকগণ দারোগা মহাশয়দিগকে কতক দূর বহন করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু শেষে নিতান্ত বেগতিক বুঝিয়া তাহারা পাল্কি ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মুসলমান দারোগাগণ আপনাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, তাহারা দলে মিশিয়া গেলেন, দশ সহস্র দাড়ির মধ্যে দুইটী দাড়ি অলক্ষে মিশিয়া গেল। কিন্তু আজ একজন ব্রাহ্মণ দারোগা বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। দেবনাথ রায় জাতিতে ব্রাহ্মণ। যদিও তিনি পেটের দায়ে সাবেক পুলিসের দারোগা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। পবিত্র আর্য্যশোণিত তাঁহার শরীরে থাকা প্রযুক্ত দয়া স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই। লোকে বলে তিনি কখন মিথ্যা মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়া কোন লোককে কখন কষ্ট প্রদান করেন নাই। দেবনাথ বাবুর বয়ঃক্রম ৪০।৪৫ বৎসর, চিরকালই সুখে জীবন যাপন করিয়াছেন, সুতরাং শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদনে নিতান্তই অক্ষম ছিলেন। বেহারাগণ যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন তিনি নিতান্তই নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার জন্য অণুমাত্রও অবসর পাইলেন না। যবনদল আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অনায়াসে ধৃত করিল। তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও ইংরাজ সৈন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। একজন চৌকিদারও নিকটে নাই, সুতরাং তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। একে তিনি হিন্দু, দ্বিতীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে, সে আশা কোথায়? দেবনাথ মৃত্যু নিশ্চয়ই করিলেন। তিতুমির, বেড়িষা, আসফ, মৈজদ্দিন প্রভৃতি কোন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান সে স্থলে আছে কি না, তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল যে উচ্চ শ্রেণীর কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে হয়তো অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তাহারা নিষ্কৃতি প্রদান করিতে পারে। কিন্তু এই দল মধ্যে কোন দয়াশীল লোক ছিল না। যে সকল নরপিশাচ তাঁহাকে ধৃত করিয়াছিল, উহাদিগের দয়া ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই দুরাত্মাদিগের এক একটীকে নৃশংসতার প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেবনাথ বাবুর অনুনয় বিনয় এবং কাতরতায় কোন ফল হইল না। সেই মরুভূমির ন্যায় প্রান্তর মধ্যে দিবা দুই প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে ব্রাহ্মণকে নানা প্রকার নির্য্যাতন করিতে লাগিল। পাষাণ বিগলিত হইবার নহে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইল। এক বিন্দু জলের জন্য তিনি যেরূপ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিতে ভাষা অক্ষম।

নরপিশাচ যবনকে কে বলে ঈশ্বরসৃষ্ট জীব? দয়ামায়াহীন এমন হৃদয়শূন্য আর কে ভূমণ্ডলে আছে? দেবনাথ বাবুর আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। জগদীশ্বর তাঁহার যাতনার শান্তিবিধান করিলেন। যে স্থানে দেবনাথ রায়কে হত্যা করা হয়, সেই স্থানটী ব্রহ্মডাঙ্গা—তাই কখনই ফল শস্যে সুশোভিত হয় নাই। দেবনাথ বাবুর প্রেতাত্মা যেন সেই সকল প্রদেশকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।

দেবনাথের শোচনীয় অবস্থা উপলক্ষ করিয়া তৎকালে একজন লোক একটী কবিতা লিখিয়াছিল, তাহার কয়েক পংক্তি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

"রতিকান্ত রায়ের বেটা দেবনাথকে মারে
কহিতে ফাটে বুক—বড় দুঃখ, রায় মারা গেল
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হলো।"

দেবনাথ বাবুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে হিন্দুমাত্রেই মর্ম্মাহত হইলেন।

এখানে প্রসঙ্গাধীন আর একটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। যে দিন প্রাতঃকালে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নারিকেলবেড়িয়ায় গমন করেন, সেই দিন মুসলমানদিগের অবস্থাদি পরিদর্শন জন্য চুঁচুড়ানিবাসী বাবু কৃষ্ণদেব রায় এবং তাঁহার সঙ্গে ১০।১৫ জন ভদ্র লোক তথায় গমন করেন। নারিকেলবেড়িয়া হইতে এক মাইল পথ অন্তরে থাকিয়া তাঁহারা যখন অবগত হইলেন, ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, তখন তাঁহারা অতি শীঘ্র পলায়নে তৎপর হইলেন। কিন্তু অত্যল্প সংখ্যক মুসলমান তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইল। কৃষ্ণদেব বাবু পাল্কি পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ইচ্ছামতী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এই নদী পার হইবার জন্য খেয়া নৌকা ছিল না। এই ঘটনা হওয়াতে তিনি একেবারেই হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। মতিউল্লা সেখ নামক একজন মুসলমান ও খোষাল সিংহ নামক একজন হিন্দুস্থানী বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। ইহারা বাল্যাবস্থা হইতে বাবুর নিকট চাকর ছিল। তাহারা বলিল বাবু আপনাকে আমরা পৃষ্ঠে করিয়া ইচ্ছামতী নদী পার করিব। বাবু তদ্রূপ স্বীকার করিলেন, ভৃত্যেরা তাঁহাকে তদ্রূপে নদী পার করিল। এই দুই জন ভৃত্যকে তিনি যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর লোকদিগের মধ্যে ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ ও ২।৩ জন কায়স্থ মুসলমানগণ কর্তৃক ধৃত হইল। (দৈনিক)

—এডুকেশন গেজেট, ৮ ১ ১৮৮৬

তিতুমিরের লড়াই

ধৃতকারী মুসলমানগণ শীকার হস্তে পাইয়া মহানন্দে শিবিরে উপস্থিত হইত। ভীত ও কম্পিত কলেবর হিন্দুগণ তথায় উপস্থিত হইলেন, আর জীবনের আশা নাই। এখন ভগবানের নামই মঙ্গল, কি কুক্ষণে হতভাগ্যদিগের আজ রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। শত্রুপক্ষীয়দিগের ব্যাঙ্গোক্তিতে হিন্দুদিগের হৃদয় ভেদ হইতে লাগিল। একজন অশিক্ষিত মুসলমান তিতুমিরের নিকট করজোড়ে বলিল— জাঁহাপনা! এই ধূর্ত্ত হিন্দুগণ সর্ব্বদাই আমাদিগের অনিষ্টাচরণে লিপ্ত থাকে। সপরিবারে কাফেরগণ যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে ইহাদের জীবন রক্ষা করুন। একজন কোপনস্বভাব মুসলমান বলিল, এই দুরাত্মাদিগের দলপতি কৃষ্ণদেব রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইত। বাদসাহ সেই রাত্রি বন্দীগণকে কারাগারে নিক্ষেপ জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। হিন্দুগণ সেই কাল রাত্রিতে যখন শিবিরে বন্দী থাকিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যথিত, ত্রাসিত হইতে লাগিলেন, আর উদ্ধারের উপায় নাই, জীবনের আশা ভরসা নাই, সেই বিভীষিকাময়ী রজনী বন্দীদিগের কি ভয়ঙ্করী নিশা—পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গেল, এক বিন্দু জল পাইবার প্রত্যাশা নাই। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কয়েক জন হিন্দু নিকটস্থ পুষ্করিণীতে জল পান জন্য রক্ষিবর্গের নিকট বারম্বার বিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই উহাদিগের প্রার্থনা সফল হইল না, যবনের নিকট হিন্দুর অনুগ্রহ প্রার্থনা! পিপাসায় প্রাণ

ওষ্ঠাগত, সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণায় অতীত হইল, রাত্রি অবসানে হিন্দুগণ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, আর কথা কহিবার শক্তি থাকিল না।

দেবনাথ বাবুর প্রাণ বিনাশ ও মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিবার পরে মুসলমানেরা কিছু ভীত হইল। এইক্ষণ তাহারা মনে মনে স্থির করিল অতঃপর হিন্দুদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া আর নিস্তার নাই, এইক্ষণ হইতে ইংরাজগণের সহিত উহাদিগের শত্রুতা উপস্থিত হইবে। সুতরাং অদ্য প্রাতঃকালে তিতুমির সমস্ত মুসলমানগণকে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার আদেশ মতে সমস্ত যবন একত্রিত হইল। অদ্য তিতুমির সর্ব্ব সমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিলেন, এতদিন হিন্দুদিগের সহিত আমাদিগের শত্রুতা ছিল, কিন্তু এইক্ষণ আর এক নূতন প্রবল শত্রু আমাদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুই আমাদের চির শত্রু সুতরাং তাহাদিগের সহিত শত্রুতাচরণে অগত্যা বাধ্য হইলাম। আমরা ইংরাজের কোন অনিষ্ট করি নাই, কিন্তু উহারা স্বয়ং শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কল্য মাজিস্ট্রেট সাহেব এবং তাঁহার সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দারোগার জীবন নষ্ট করা হইয়াছে, এই সকল সংবাদে ইংরাজগণ যে নিশ্চিন্ত থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং ইংরাজদিগের সহিত অত্যল্প সময় মধ্যে যে আমাদিগের বিবাদ উপস্থিত হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ সময়ে একটা হুজুক উঠিয়াছিল, "ফকির বলিয়াছেন, আমি মন্ত্রবলে গুলি গোলা জল করিয়া দিব" আমরা অবশ্যই স্বীকার করি বেড়ি সাহের লোকাতীত ক্ষমতার প্রতি তৎকালে অনেক লোকের অন্ধ বিশ্বাস ছিল। শুদ্ধ মুসলমানগণ যে এইরূপ বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে। অনেক হিন্দুও বেড়ি সাহের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বোধ হয় অজ্ঞ মুসলমানেরা উক্ত রূপ বিশ্বাস করিয়াই অনেকে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অদ্য সমবেত যবনগণ পুনরায় কোরাণ সম্মুখে রাখিয়া শপথ করিল, বিরুদ্ধাচারিগণ ক্রমশঃই আমাদিগেব ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইক্ষণ আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইলে আবার অত্যাচারী হিন্দু জমীদারগণ আমাদিগের প্রতি যে অন্যায় করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জীবন থাকিতে সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। হয় এ দেশে স্বাধীন ভাবে বাস করিব, নচেৎ জীবন বিসর্জ্জন দিব।

অনেক লোক তিতুমিরের উক্তরূপ ইচ্ছাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করেন। কিন্তু একটী পাখীকে স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করিলেও সে যেমন আপন প্রিয় নিকেতন বন বিস্মৃত হইতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্যের ক্ষমতা থাকুক অথবা নাই থাকুক কদাচ স্বাধীনতার পবিত্র সুখ বিস্মৃত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্বের অবসান হইলে বিভিন্ন প্রকার মুসলমান বংশাবলী ক্রমান্বয়ে ৫।৬ শত বৎস্র এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তখন রাজার জাতি, তাহাদের শত শত অপরাধ অনায়াসে মাপ হইত—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা মুসলমানদিগের অভ্যাসই ছিল। যে সময়ে তিতুমিরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎকালে যদিও আমাদিগের দেশে ইংরাজ রাজত্ব বদ্ধমূল হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসন প্রণালী সমস্ত অধিবাসিগণের হস্ত পদ আবদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান কালের ন্যায় জড়পিণ্ডবৎ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন যেমন কেহ বড় করিয়া হাসিলে দণ্ডবিধির কোন না কোন ধারায় অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবেন, তৎকালে ইংরাজ শাসন আমাদিগের দেশে এতদূর প্রভুতা বিস্তারে সক্ষম হয় নাই। আমরা তিতুমিরের তাৎকালিক ইচ্ছাকে কোনক্রমে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু উপযুক্ত অনুষ্ঠান না করিয়া এইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই অজ্ঞানতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করি।

হিন্দু শত্রু হউক অথবা ইংরাজ শত্রু হউক যুদ্ধ করা স্থির নিশ্চয় হইল।

তদন্তর হিন্দু বন্দীদিগকে সম্মুখে আনিতে বাদসাহ আদেশ প্রদান করিলেন। কয়েকজন রক্ষক অবিলম্বে তাহাদিগকে বাদসাহ সন্নিধানে আনয়ন করিল। বন্দীগণ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কম্পিত কলেবরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হিন্দুদিগের যখন বিনাশ অধিকাংশ মুসলমানের উদ্দেশ্য, দুরন্ত শ্বাপদ মুখে পড়িলে বরং নিষ্কৃতির আশা আছে, কিন্তু যবনকরকবলিত হিন্দুর জীবনের কোন আশা নাই। কিন্তু হিন্দু বন্দীগণের এই ভয়ানক দুর্ভাগ্যের মধ্যেও একটু সৌভাগ্য বলিতে হইবে, অদ্য বেড়িসাহা ফকির এখানে উপস্থিত ছিলেন।

বাদশাহ বন্দীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— তোমরা কি ইংরাজ পক্ষ হইতে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলে?

হিন্দুগণ বিনীতভাবে উত্তর করিল, ধর্ম্মাবতার আমরা কখন যুদ্ধ করিতে জানি না, আমাদের কোন অস্ত্রশস্ত্রাদি নাই, কখন ভ্রমেও আপনাদের অনিষ্ট চিন্তা করি নাই।

একজন মুসলমান অপর দিক দিয়া বলিয়া উঠিল কাফেরগণ আমাদের প্রধান শত্রু, কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষের গুপ্তচর। ইংরাজ আসিয়া আমাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে, তাহা দেখিবার জন্যই ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা আমাদের প্রধান শত্রু, উহাদিগের জীবন নষ্ট করাই ভাল।

মেজদ্দিন বলিলেন— এই সকল হিন্দুগণ প্রকাশ্যে কোনরূপ শত্রুতাচরণ করে নাই। কৃষ্ণদেব বাবুর জমীদারিতে উহাদের বাস বলিয়া এই সকল লোককে আমরা শত্রু বলিতে প্রস্তুত নহি।

বেড়িসাহ বলিলেন—ইহাদের জীবন বিনাশ করিয়া কি লাভ হইবে? উহাদিগের জীবনের বিনিময়ে আমাদের কি স্বার্থ সিদ্ধ হইবে? কিন্তু অপরাপর মুসলমানদিগের নিতান্ত ইচ্ছা বন্দীদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া জীবন নষ্ট করা হয়, কিন্তু জীবন নষ্ট করা বাদসাহের অভিপ্রায় নহে। পরিশেষে এইরূপ ধার্য্য হইল, ইহাদের জীবন নষ্ট করা হইবে না, কিন্তু এই সকল বন্দীগণকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

এই নিষ্ঠুর আদেশ শ্রবণ করিয়া বন্দীগণ মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আমাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করুন বলিয়া অনেকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সব অনুরোধ উপেক্ষিত হইল।

হিন্দুগণ নিতান্ত বিমর্ষ হইলেন, যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে জীবন নষ্ট হইবে, হিন্দুগণ বিষম সঙ্কট সন্ধিতে পতিত হইলেন। একদিকে জীবনের মমতা অপরদিকে ধর্ম্মভয়, এই সময়ে রামমোহনের নির্ভীকতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বিষয় আমাদের স্মরণ হয়। ধর্ম্মের নিকট জীবন তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অনায়াসে ইহলোক পরিত্যাগ করা কি আদর্শ ধর্ম্ম জীবনের দৃষ্টান্ত নহে। (দৈনিক)

—এডুকেশন গেজেট, ২২.১.১৮৮৬

তিতুমিরের লড়াই

যবন কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তরূপে তাড়িত হইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেব বাসুড়িয়াতে উপস্থিত হইলেন। তিনি এইক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমানদিগের সহিত রীতিমত যুদ্ধ না ঘটিলে, উহারা কখনই বশ্যতা স্বীকার করিবে না। তিনি অদ্যই মুসলমানদিগের অবস্থা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের উত্তেজনায় অথবা অত্যাচারে এই সকল লোক বিরোধীই হইয়াছে কি না, এই বিষয় তদন্তার্থ এ প্রদেশস্থ কয়েকজন প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদার ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে উপস্থিত জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে মুসলমানদিগের বিদ্রোহিতা সম্বন্ধীয় কথোপকথন উপস্থিত হইল। মুসলমানগণ যে হিন্দু জমীদারের উত্তেজনায় এইরূপ বিদ্রোহী হয়, মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অণুমাত্র সে বিষয় ব্যক্ত হইল না। হিন্দুর কথায় মুসলমানই সম্পূর্ণ অত্যাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং মাজিস্ট্রেট সাহেব মুসলমানদিগের উপর পূর্ণ মাত্রায় দোষারোপ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। তিনি তিতুমির প্রভৃতিকে প্রধান উত্তেজক ও অপরাধী হইয়া এদেশে ইংরাজাধিকার উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, রিপোর্টে এ বিষয় বিশদরূপে ব্যক্ত করিলেন। এদিকে মুসলমান হিন্দু বন্দীদিগের নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া প্রায় অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় পরিত্যাগ করিল। বন্দীগণ সেই অবস্থাই বিশেষ প্রীতিকর জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ যবন শিবির পরিত্যাগ করিলেন। ব্যাঘ্রের মুখ হইতে মৃগশিশু কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইলে সে যেমন সভয়চিত্তে পলায়ন করে, বন্দীগণ প্রতি পদক্ষেপে তদ্রূপ ভয়চকিত

হৃদয়ে অতি কষ্টে ইচ্ছামতি নদী পার হইয়া অপর পারে উপস্থিত হইলেন। দুরাচার যবনগণ ইহাদের প্রতি অত্যাচারের একশেষ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক কল্‌মা পড়াইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। বন্দীগণ ইচ্ছামতীর অপর পারে আসিয়া যবন ভীতি হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই, অনশনাদি অতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যাহাতে জীবন যায়, এইক্ষণ তাঁহারা সেইরূপই দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। ইচ্ছামতীতীরে এক নিভৃত প্রদেশে তাঁহারা সে দিবস দিবা রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। কাহারও শক্তি অথবা সংজ্ঞা নাই, অচৈতন্যাবস্থায় মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিলেন।

যাঁহাদিগের আত্মীয়গণ এইরূপ বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু কোন উপায় না থাকা প্রযুক্ত কেবল হা হতাশ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতিবাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু যখন শ্রবণ করিলেন, যবনগণ জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে বহির্গতও হইলেন। একজন ব্রাহ্মণের কোন আত্মীয় অনুসন্ধান জন্য গমন করিয়াছিলেন, তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন, তাঁহাদের মুখে আমি যদ্রূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই লিখিত হইতেছে। তিনি বলিলেন, যখন আমার আত্মীয়কে দেখিতে পাইলাম, তখন তিনি এবং অপর একজন প্রাচীন লোক সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থায় আছেন। কিন্তু অপর কয়েক জন যাহারা, অল্পবয়স্ক এবং বলবান, তাহাদের চৈতন্য হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট "হাঁ হুঁ" এইরূপ প্রত্যুত্তর ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের সদুত্তর পাওয়া যায় না। যাঁহারা অচৈতন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিকারের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম, "ঐ ধরিল, ঐ আসিতেছে, মার মার, আমি কিছু খাবনা," এইরূপ প্রলাপ বাক্য শুনিলাম। আমি একবিন্দু জল মুখে দিতে যত্ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সেই জল পান করিলেন না। জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশ ভয় এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে। তাহাদের এইরূপ অবস্থা এবং অস্ত্রাঘাতে সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে দেখিয়া, মর্ম্মান্তিক ক্লেশানুভব করিলাম। এইক্ষণ ইহাদিগের বাটীতে আনয়ন করা সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিলাম না। সেই রাত্রিযোগে লোক করিয়া মৃজাপুরে তাহাদিগকে লইয়া গেলাম, তথায় রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম, সে যাত্রা যদিও সকলের জীবন রক্ষা হইযাছিল, কিন্তু এই সময় হইতে নিতান্ত আশাভরসাবিহীন হইয়া ও ভগ্নচিত্ত হইয়াছিলেন। (দৈনিক)

—এডুকেশন গেজেট, ২৯ ১.১৮৮৬

•

তীতুমীর

"নারিকেলবেড়ের তীতুমীর বুজরুগি করিল,
যত সব মিঞা মোল্লা,
বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
ফিরিঙ্গী বাদসার সাথে লড়াই জুড়িল।"

তীতুমীরের লড়াইয়ের কথা তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। আমরা বাঙ্গালী —লড়াইয়ের ধার ধারি না; বাঙ্গলা সংবাদপত্রে লড়াইয়ের কথা লইয়া মহা আন্দোলন, এবং লড়াইয়ের মস্ত মস্ত বিবরণ দেখিতে পাও বলিয়া মনে করিও না, বাঙ্গালীর কোন পুরুষে লড়াই করিয়াছে, বা সেই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, লড়াই জিনিসটা কি তাহা কোন দিন চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু সে কথা থাক্। আমাদের কোন পুরুষে কেহ লড়াই না করিলেও, এবং আমরা জীবনে কখনও লড়াই কি তাহা না দেখিলেও, ছেলেবেলা হইতে তীতুমীরের লড়াইয়ের কথাটা শুনিয়া আসিতেছি; এবং আর অন্ততঃ সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও যদি জন্মিতাম তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিলে লড়াইটা স্বচক্ষেই দেখিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তখন সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। আমরা তীতুমীরের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

চব্বিশ-পরগণার মধ্যে বসিরহাট একটী সবডিভিসন। সেই সবডিভিসনে নারকেলবেড়ে নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই নারকেলবেড়ে গ্রামে তীতুমীরের বাসস্থান ছিল। তীতুমীরের বাল্যকালের কথা বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। মক্কা মুসলমানদের প্রধান তীর্থ স্থান। তীতুমীর তীর্থ করিতে মক্কায় যায়। সেখানে ওহাবীদিগের নেতা সৈয়দ আহাম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়; সৈয়দ আহাম্মদের নিকট তীতুমীর তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তীতুমীর ওহাবী ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ওহাবীগণ অতিশয় তেজস্বী এবং ইহাদিগের মধ্যে একতা অত্যন্ত অধিক; ইহারা একজনের জন্য আর একজন অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। সুবিধা হইলে আমরা ওহাবীদিগের কথা পরে বলিব। তীতুমীর ওহাবী ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকেই তাহার শিষ্য হইল। ২৪-পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর এই তিন জেলার তিন চারি সহস্র লোক তীতুমীরের শিষ্য হইল। সুতরাং তীতুমীর ক্রমে এক জন বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিল। তীতুমীরের শিষ্যেরা দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিত। কথিত আছে হিন্দু জমিদারেরা এই দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখার জন্য তীতুমীরের শিষ্যদিগের প্রতি জনের শ্মশ্রুর উপর পাঁচ সিকা কর নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করেন; এবং এ ছাড়া অন্য প্রকারেও ইহাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তীতুমীরের লড়াইয়ের মূল এই। হিন্দু জমিদারদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের জন্য তীতুমীরের শিষ্যেরা স্থানে স্থানে বিদ্রোহী হইতে লাগিল। এবং এই উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে প্রতিদিন তুমুল বিবাদ হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওহাবীদিগের মধ্যে একতা অত্যন্ত অধিক। চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর এই তিন জেলায় তীতুমীরের যত শিষ্য ছিল, সকলেই তাহাদের গুরুর আজ্ঞায় একত্রিত হইল এবং পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই তিন জেলার প্রায় তিন চারি সহস্র মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং দেশ মধ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইহাদিগের দল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং লুঠ ও চাঁদা দ্বারা বিদ্রোহীগণ অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিল। ইহারা যে কেবল হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিত তাহা নহে; যে সকল মুসলমানেরা ইহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিত, তাহাদিগের উপরও ইহারা ঐরূপ অত্যাচার করিত। ক্রমে তীতুমীর এবং তাহার শিষ্যগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর নারকেলবেড়ে গ্রামে তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করে, এবং বাঁশের দ্বারা একটী দৃঢ় দুর্গ ওই গ্রামে নির্ম্মাণ করে। এই সময় ইহারা প্রচার করিতে থাকে যে, ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইয়া আবার মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইল। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, ঐ সালের ৬ই নবেম্বর নারকেলবেড়ের দুর্গ হইতে পাঁচ শত অস্ত্রধারী তীতুমীরের শিষ্য, নিকটস্থ একটী নগর আক্রমণ করে। ঐ নগরের দেবালয়ের পুরোহিতকে বধ করিয়া দুইটী গরু হত্যা করিয়া, সেই গো-রক্তে হিন্দুদেব-মন্দির কলঙ্কিত করে, এবং দেব মূর্ত্তির সম্মুখে গরুর দেহ ঝুলাইয়া রাখে। এই প্রকার অনবরত অত্যাচার চলিতে লাগিল। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক হিন্দুর বাস সেই সকল স্থানে গিয়া গোহত্যা প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রকার অত্যাচার করিত; হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিলে, তাহাদিগকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিত, এবং সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া গ্রামখানি দগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারের কথা গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেন। প্রথমে জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ তীতুমীর এবং তাহার শিষ্যদিগকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না, ক্রমে ইহারা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৪ই নবেম্বর একদল সৈন্য বিদ্রোহীদিগের দমনের জন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত হয়। এই সৈন্য দলের অধিপতি ভাবিয়াছিলেন, সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য দেখিয়া এবং বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়াই, বিদ্রোহীগণ পলায়ন করিবে বা আত্ম-সমর্পণ করিবে। এই জন্য এবং বৃথা কতকগুলি লোকের জীবন বধ করিবেন না মনে করিয়া, সৈন্যদিগকে কেবলমাত্র বারুদ পুরিয়া বন্দুকে আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন। বন্দুকে গুলি ছিল না—সুতরাং ফাঁকা আওয়াজে তাহাদের কোন ক্ষতিই হইল না। ইংরাজ সৈন্য বন্দুক আওয়াজ করিলে, বিদ্রোহীগণের কাহারও কিছু হইল না দেখিয়া বিদ্রোহীগণ আরও উল্লসিত হইয়া উঠিল। তীতুমীর তখন সদর্পে-বলিয়া উঠিল "গুলি খা ডালা" অর্থাৎ গুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। শিষ্যবর্গ তীতুমীরের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া বিপক্ষের সমস্ত সৈন্য খণ্ড

খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। ১৭ই নবেম্বর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইহাদিগের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেও অনেকেই বিদ্রোহীদিগের হস্তে প্রাণ হারাইল, কতক পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

গবর্ণমেণ্ট এখন বুঝিলেন, সহজে বিদ্রোহীদিগের দমন হইবে না। তখন একদল দেশীয় পদাতিক সৈন্য কতকগুলি গোলন্দাজ ও এক দল ইংরাজ সৈন্য ইহাদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইল। তীতুমীর এবং তাহার অনুচরবর্গ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ময়দানে যুদ্ধ সজ্জায় দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজ সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুইবার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে, তাহাদিগের আশা এবারও তাহারা জয়ী হইবে। পূর্ব্বদিন যুদ্ধে যে সকল ইংরাজের প্রাণবধ করিয়াছিল আজ তাহাদিগের মৃতদেহ আপনাদের সম্মুখে জয় পতাকার ন্যায় রাখিয়া দিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, ভাগ্যলক্ষ্মী আজ তীতুমীরকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজকে আশ্রয় করিলেন। বিদ্রোহীগণ, হতবল হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল। ইংরাজ সৈন্য সবলে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া, দুর্গ অধিকার করিল। এই যুদ্ধেই তীতুমীরের মৃত্যু হইল। এবং যুদ্ধের অবসানে সেই অসংখ্য বিদ্রোহীদিগের তিন শত পঞ্চাশ জন মাত্র জীবিত ছিল। ইহাদিগের এক শত চল্লিশ জনের কারাদণ্ড হয় এবং তীতুমীরের সেনাপতির প্রাণ দণ্ড হয়।

—সখা, অক্টোবর, ১৮৮৮

নারিকেলবাড়িয়া

বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বালিয়া পরগণার মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র পল্লী, ১৮৩১ খৃঃ অব্দে তিতুমির এই স্থানে ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যখন তিতুমির হজব্রত উদযাপনার্থ পবিত্র মক্কা ভূমে গমন করেন, তখন তথায় প্রসিদ্ধ সৈয়দ আহমেদ সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিতুমির তাঁহার নিকট ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পবিত্র কার্য্যকলাপাদি বিশেষরূপে শিক্ষা করেন। হজব্রত সমাপন করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই সকল পবিত্র মত বঙ্গদেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন। তখন তিতুমিরের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে হিন্দু জমিদারগণ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন; তিতুমিরের উপদেশে মুসলমান সাধারণ প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় দাড়ি রাখিতে ও ধর্ম্ম কার্য্যাদি সম্পন্ন আরম্ভ করিলেন। ইহাতে হিন্দু জমিদারেরা হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া দাড়ির উপর কর স্থাপন করিলেন, যাহারা দাড়ি রাখিবে, তাহাদিগকে দাড়ির জন্য ১।০ কর দিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার সামান্য সামান্য অত্যাচার মুসলমানদিগের উপর সংসাধিত হইত। মুসলমান প্রজারা উৎপীড়িত হইয়া তিতুমিরের অধীনে একত্রিত হইল, এবং নিকটবর্ত্তী হিন্দু জমিদারদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। তাহারা ৪।৫ সহস্র লোক একত্রিত হইয়া ২৪ পরগণা, নদিয়া এবং ফরিদপুর জেলার মধ্যস্থ—মোট কথা কলিকাতার উঃ পূঃ ভাগস্থ সমুদয় স্থানে তাহাদের প্রভাব অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল, এমনকি তখন তাহারা গবর্ণমেণ্টের করপ্রদান বন্ধ করিয়া দিল। এই সময়ে তাহাদের উপযুক্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাশি রাশি খাদ্য দ্রব্য ও টাকা কড়ি সংগৃহীত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহারা ২৪ পরগণার অন্তর্গত নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে ২৩শে অক্টোবর তারিখে বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিল, ৬ই নবেম্বর তারিখে তাহারা নারিকেলবাড়িয়া নিকটস্থ ইচ্ছামতী নদীর অপর পারস্থ গোড়গাছির রাজা উপাধিধারী হিন্দু জমিদারের বাড়ী আক্রমণ করিল এবং তথায় একজন পুরোহিতকে হত্যা করিল, তৎপরে দুইটী গো হত্যা করিয়া তাহার শোণিতে দেবমন্দির সিক্ত করিল এবং সেই গো মাংস দেবতার সম্মুখে টাঙ্গাইয়া রাখিল। তখন তাহারা মুসলমান ক্ষমতা পুনঃস্থাপন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। এই সময় হইতে তাহারা হিন্দু পল্লীতে গো হত্যা আরম্ভ করিল; ইহাতে হিন্দু জমিদারগণ স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে জেলার মাজিষ্ট্রেটগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে শাসন করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। সুতরাং ১৪ই নভেম্বর তাহাদিগকে দমনার্থ একদল সৈন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত হয়। ইংরেজ সেনানায়ক মনে

করিয়াছিলেন, অনর্থক রক্তপাতে কোন ফল নাই, সুতরাং তিনি সিপাহীদিগকে কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিতে আদেশ দেন, যেই কামানের আওয়াজ হইল, অমনি মুসলমানগণ দলে দলে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া ইংরাজ সৈন্যদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। পরে ১৭ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে একদল ইংরেজ সৈন্য সিপাহীদিগের সহিত আসিয়া যোগ দিল। তখন মুসলমানেরা প্রকৃতরূপে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে একদল দেশীয় পদাতিক ও অশ্বারোহী এবং বডিগার্ড সত্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিল, যখন সৈন্যগণ নব বলে উৎসাহিত হইল তখন মুসলমানেরা কেল্লার মধ্যে থাকা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিয়া বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কেননা তাহারা পূর্ব্বে ইংরাজ সৈন্য হত্যা করায় তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আজ সেই সাহসে উৎসাহিত হইয়া তাহারা সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে কামানের গোলা বর্ষণে মুসলমান সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শেষে ইংরাজগণ তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া দুর্গ অধিকার করিল। অনেকে বলেন যে, এই যুদ্ধে তিতুমিরের মৃত্যু হইয়াছিল; কেহ কেহ বলেন, তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদ্রোহীরা কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার আর সন্ধান রহিল না। ৩৫০ লোক বন্দী হইল, ইহাদের মধ্যে ১৪০ জনের ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, এবং তিতুমিরের প্রধান সেনাপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

—মিহির, মার্চ, ১৮৯২

তিতুমীর

আমাদের 'মুসলমান শিক্ষা' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কতিপয় গ্রাহক তিতুমীরের ঘটনা জানিবার জন্য আমাদিগকে লিখিয়াছেন। তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংক্ষেপে তিতুমীরের ইতিহাস প্রদত্ত হইল। যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহারা হাণ্টার সাহেবের 'ভারতীয় মুসলমান' নামক গ্রন্থ ও তাঁহার ২৪ পরগণার 'ষ্ট্যাটাষ্টিকস্ একাউণ্ট' পাঠ করিবেন। কিন্তু হাণ্টার সাহেবের লেখায় অনেক কথা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। আমরা বিশেষ বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। তিতুমীরের লড়াই দেখিয়াছেন, এখনও এমন অনেক লোক জীবিত আছেন! তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আমরা এস্থলে লিখিলাম।

১৮৩১ সালের নবেম্বর মাসে তিতুমীরের বিদ্রোহ হইয়াছিল। সুতরাং ঠিক ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে এ ঘটনা ঘটে। ৮০।৮৫ বৎসরের বৃদ্ধেরা যৌবনসুলভ উৎসাহের সহিত আজও এই বিদ্রোহের গল্প করিয়া থাকেন।

চব্বিশ পরগণা জেলায় বসুরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িয়া থানা হইতে প্রায় ২ ক্রোশ উত্তর হায়দারপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামখানিতে ভদ্র মুসলমানের বাস। এই গ্রামেই তিতুমীরের জন্ম হয়। তিতুমীর নিজ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল, এবং সেই জন্য প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় মক্কাতীর্থে গমন করে। মক্কায় হজ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খারাজী ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিতু বড়ই উদ্যোগী হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তথায় ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নায়ক সৈয়দ আহম্মদের নিকট পরিচিত ও দীক্ষিত হইয়া তিতু খারাজী ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিল। এই মতাবলম্বীদিগকে এক্ষণে ঐ সকল স্থানে 'সরাওয়ালা' বলে। সরাওয়ালারা এখন সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নহে। বহুকাল হিন্দুর দেশে বাস করিয়া এতদ্দেশীয় সুন্নি ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা কতকটা হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া তিতুমীর তাহাদিগকে খাঁটী মুসলমান হইতে আদেশ করিল। কেহ মহরম সময়ে বাজনা বাজাইতে পারিবে না, ছেলে মেয়ের বিবাহেও ঢাক ঢোল বাজাইতে পারিবেন না। সকলের দাড়ি রাখিতে হইবে। টাকা কড়ি ধার দিয়া কেহ সুদ লইতে পারিবে না ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিয়া মুসলমানদিগকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করেন। ইহার মধ্যে পর্ব্বোপলক্ষে গোহত্যা করা ও বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিবারও আদেশ হইল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভদ্র মুসলমানেরা তাহার মতে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তিতুমীর তখন একটী ফকিরের সাহায্যে অনেক কেরামত দেখাইতে

লাগিল। নিরক্ষর জোলারা আসিয়া তাহার মত গ্রহণ করিতে লাগিল। যখন এইরূপ ৩।৪ শত লোক তিতুমীরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল তখন সে বলপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগকে নিজ মতে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং এইরূপ একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ী লুট করিল।

এসময়ে বাদুড়িয়াতে থানা ছিল না এবং বসুরহাটেও মহকুমা স্থাপিত হয় নাই। তখন বারাসাত জেলা ছিল এবং একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এই জেলায় মালিক ছিলেন। কদম্বগাছীতে ১০।১২ ক্রোশ দূরে থানা ছিল। যদিও উক্ত গ্রামের ৪ ক্রোশ দূরে গোবরডাঙ্গা গ্রামে থানা ছিল। কিন্তু এ সকল গ্রাম গোবরডাঙ্গার অধীন না থাকাই সম্ভব। কেননা কদম্বগাছি থানার দারোগা তদন্তে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দারোগা আসিবার পূর্ব্বে ভদ্র মুসলমানেরা পূঁড়ার জমিদারদিগের শরণাপন্ন হইলেন। উক্ত জমিদারও তিতুমীরের অনুচরদিগকে অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন এবং নিজ নিজ ব্যবসায়ে মন দিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা শুনিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা তিতুমীরের কথামত চলিতেছিল তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ১।০ কর আদায় করিবেন বলিবেন। অর্থাৎ যাহারা স্বব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ পরিবারাদির ভরণপোষণ করিবে না ও তাঁহার প্রাপ্য খাজনার দায়ী হইতে চাহিল না, তাহাদের প্রতি উক্ত কর ধরা হইল। ইহাকেই 'দাড়িকর' বলিয়া তিতুমীর অভিহিত করিয়াছিল।

তিতুমীর এক্ষণে পার্শ্ববর্ত্তীগ্রামে অত্যাচার করিতে লাগিল ও লুণ্ঠিত ধান্য ও চাউলে নিজ অনুচরদিগের আহার সংস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে খাসপুর লুটিয়া পূঁড়াগ্রাম আক্রমণ করে। পূঁড়া একখানি বিশিষ্ট গণ্ডগ্রাম। অনেক ভদ্রলোকের বাস। তন্মধ্যে বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় রায় বাবুরা জমিদার। কার্ত্তিক মাসের ১৭ই বা ১৮ই তারিখে পূঁড়ায় বারওয়ারি পূজা হইতেছিল। সেই তারিখে প্রাতে ৫০০।৬০০ শত মুসলমান গ্রাম আক্রমণ করিল। ইছামতী পার হইয়া তিতুমীর আসিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বারওয়ারিতলা জনশূন্য হইল। কিন্তু পুরোহিত রহিলেন। তিতুমীর সেখানে আসিয়া প্রথমেই গোহত্যা করিল। কিন্তু পুরোহিত এদৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া দেবীর হস্তস্থ খড়্গ লইয়া গোহত্যাকারী মুসলমানদিগকে হত্যা করিলেন। কিন্তু ৩।৪টী লোক বিনাশ করিয়াই নিজেও হত হইলেন। তিতুমীর যে দু-একজন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল, তাহাদিগের মুখে অস্পৃশ্য দ্রব্য প্রয়োগ করিল এবং দেবীর মন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। গ্রামের লোকজন জমায়েত হইতেছে শুনিয়া গ্রাম আক্রমণ করিতে পারিল না।

এক্ষণে তিতুমীরের বিকৃত মস্তিষ্ক আরও বিকৃত হইল। সে আপনাকে স্বাধীন বাদসাহ বলিয়া প্রচার করিল, এবং ভারতে ইংরাজ রাজত্বের লোপ হইয়াছে, এরূপ ঘোষণা করিয়া দিল। তাহার অজ্ঞ অনুচরেরা তাহাই বিশ্বাস করিল। তাহাদের এমনও বিশ্বাস হইল যে, তিতুমীরের পরামর্শদাতা সেই ফকির ইংরাজের গোলা গুলি সব খাইয়া ফেলিবে। অতঃপর তিতু ইছামতীর নিকট নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থানে একটী বাঁসের কেল্লা বসাইল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে গড় কাটিল। রসদাদি তাহারই মধ্যে সংগৃহীত হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্যবিত্ত লোকের নিকট কর ও রসদ আদায়ের জন্য লোক পাঠাইতে লাগিল।

এই সময়ে গোবরডাঙ্গায় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জমিদার ছিলেন। তাঁহার তিন স্ত্রী। তাঁহার নিকট তিতু কর চাহিয়া পাঠাইলে, তিনি যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টকেও জানাইয়াছিলেন। নিজেও ৪।৫ শত অস্ত্রধারী লোক ও হস্তী লইয়া তিতুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কাজেই তিতু সহসা গোবরডাঙ্গা আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু কালীপ্রসন্নবাবুর উত্তরে সে এত চটিয়াছিল যে, তাঁহার মাথা লইয়া ভাঁটা খেলাইতে ও তাঁহার বড় স্ত্রীকে নিকা করিতে তাহার একান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল। এবং তাঁহার কালীবাটীতে গোহত্যা করিয়া মন্দিরটী মসজীদে পরিণত করিতে সে যে ইচ্ছা করে নাই, তাহাও নহে। (ক্রমশঃ)

—হিতৈষী, ৫.১১.১৮৯৫

তিতুমীর
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে অন্যান্য সরাওয়ালা মুসলমানেরাও হিন্দুবিধবাদিগকে নিকা করিয়া তাহাদের হাতের মোচার ঘণ্ট, চড়চড়ি প্রভৃতি খাইতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছিল। যাহা হউক মুসলমান সরাওয়ালাদের ভয়ে হিন্দু ও ভদ্র মুসলমান মাত্রেই বিশেষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যমুণার দক্ষিণ কূলস্থিত ও ইছামতীর উভয় তীরস্থ গ্রামবাসীরা একেবারে গ্রাম ছাড়িয়া গোবরডাঙ্গা ও টাকী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। টাকীর কালীনাথ বাবুও তিতুমীরের জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। তিতু টাকীও আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। কেবল গোবর গোবিন্দপুর গ্রাম আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হয় নাই। পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া উক্ত গ্রামের রায় বাবুরা লোকজন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিতুমীরের আগমনে ভয়ানক লড়াই বাধে। অবশেষে পরাস্ত হইয়া তিতুমীর পলায়ন করে। এই লড়াইয়ে তিতুর অনেক অনুচর হত হয়, এবং তিতু স্বয়ং এত বিপদস্থ হইয়াছিল যে, তাহার সঙ্গীরা তাহাকে হাঁটিয়া কুম্ভীরপূর্ণ ইছামতী নদী পার হইতে দেখিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু সাহসী রায় মহাশয় এই লড়াইয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিতু যে কয়দিন বাদসাই করিয়াছিল, সে সময় আর কোন গ্রাম আক্রমণ করে নাই। এবং করিবার অবসরও পায় নাই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, তাহার অত্যাচার কাহিনী বারাসতের জয়েণ্ট সাহেবের কর্ণ গোচর হইয়াছিল। এবং তৎপরে নানাস্থান হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট তিতুর সম্বন্ধে আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। জয়েণ্ট সাহেব প্রায় ২শত চৌকীদার সঙ্গে দিয়া কদম্বগাছী থানায় দারোগাকে পাঠাইলেন। এই দারোগা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৌশলে তিতুকে বন্দী করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেই তিতুমীরের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। তদনন্তর অপর এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে (সম্ভবতঃ তিনি বারাসত কোর্টের নাজির) চৌকিদার ও অনিয়মিক সিপাহী ৩।৪ শত প্রেরিত হইল। তাহারাও অনেকে হতাহত হইয়া পলায়ন করিল। এদিকে তিতুও এত জয়দৃপ্ত হইয়াছিল যে, আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। এই সময়ে কোন নীলকুটীর সাহেবের বজরা ভাঙ্গিয়া এবং সাহেবকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া আপনাকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিয়াছিল। উক্ত সাহেব মোল্লাহাটী কুটীর ম্যানেজার মিঃ ডেবিস। তিনি লোকজন, বরকন্দাজ, পাইক ও সিপাহী প্রভৃতি কয়েক শত লোক লইয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত নৌকা পথে তিতুমীরকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময়ে তিতুর দলে সহস্রাধিক লোক জমিয়াছিল। যদিও অনেকেরই অস্ত্র কেবল লাঠি ও সড়কী, তথাপি কাহারও কাহারও বন্দুক ছিল। তাহারা নদীর উভয় তীর হইতে নৌকাস্থিত সাহেবের লোক জনকে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং সাহেবের বজরা ডাঙ্গায় উঠাইয়া তাহা চূর্ণ করে। ডেবিস সাহেব সন্তরণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার অনুচর অনেকে নিহত হয়। যাহারা শীঘ্র নৌকা লইয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহারাই রক্ষা পাইয়াছেন। অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুশিক্ষিত ইউরোপীয় ও সিপাহী সৈন্য পাঠাইতে সংকল্প করিলেন। ১৭ই নবেম্বর তারিখে কয়েক দল অশ্ব সৈন্য অগ্রগামী সৈন্যদলের সহিত আসিয়া বিদ্রোহীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু সহসা বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে। একজন অশ্বারোহী সৈন্য নিহত হয়। কয়েকজন পদাতিক সৈন্যও বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল এজন্য হটীয়া প্রধান দলে যাইয়া মিশিতে বাধ্য হয়। ১৯শে নবেম্বর প্রাতে লেপ্টেনাণ্ট ষ্টুয়ার্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীরা এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিল যে, তাহারা কিছু মাত্র ভীত না হইয়া এই সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বদিন যে সকল ইংরাজ সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের দেহ আপনাদের সম্মুখে স্থাপন করিল। এ সময়ে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ শত হইয়াছিল।

এতগুলি লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবে দেখিয়া লেপ্টেনাণ্ট ষ্টুয়ার্ট বিদ্রোহীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। সেনাপতি মনে করিয়াছিলেন বিদ্রোহীরা ভীত হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে; কিন্তু তাহারা "হজরোৎ গোলা খাডালা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অর্থাৎ তিতুমীরের পরামর্শ-দাতা সেই

ফকির গোলা খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিল। তিতুমীরও তাহাদের সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা ভৈরব রবে ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিল। কিন্তু সঙ্গীন বন্দুকের নিকট লাঠী কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? তাহারা অনেকেই ধরাশায়ী হইল ও অবশিষ্টাংশ বাঁশের কেল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজের তোপ বাঁশের কেল্লার চতুঃধারে সজ্জিত হইল। অনবরত অনল উদ্গীরণ করিয়া বাঁশের কেল্লা অল্পক্ষণের মধ্যে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। তিতুমীর এই কেল্লার মধ্যে হত হইয়াছিল। তাহার সেনাপতি ও ভাগিনেয় নসরুদ্দিন ও অপর সাড়ে তিন শত জন বন্দী হইল। অবশিষ্টেরা যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য এই হতভাগাদের অনুসরণ করিয়া পশুপক্ষীর ন্যায় বধ করিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বে নিহত ইংরাজ সৈন্যগণের মৃত দেহের অপমান দেখিয়া পলায়িতদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতে লাগিল। কেহবা প্রাণভয়ে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে, সেখানে তাহাকে তদবস্থাতেই পক্ষীবৎ গুলিবদ্ধ হইয়া জীবনবিসর্জ্জন করিতে হইল। কেহবা বাঁশের ঝোঁপে লুকাইয়াছে---তদবস্থাতেই তাহার জীবলীলা সাঙ্গ হইল। যাহারা প্রাণভয়ে ইছামতী পার হইয়া পলায়ন করিল, তাহাদেরও অনেকে হত হইয়াছিল। যাহারা অক্ষত দেহে গৃহে ফিরিল, তাহারাও অনেক নির্যাতন ভোগ করিল। এক্ষণে গোয়েন্দা ও ঠগদিগের পোয়া বারো পড়িয়া গেল। যে সকল মুসলমানেরা পূর্ব্বে বিদ্রোহীদের দ্বারা উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে থানায় খবর দিতে লাগিল। ইহাতে অনেক নিরপরাধীও বিপদস্থ হইতে লাগিল। শুন্নি মুসলমানেরা এক্ষণে সরাওয়ালাদের উপর প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হইল। কাজেই সরাওয়ালারা দাড়ি কামাইয়া ফেলিতে লাগিল। পরামাণিকদেরও বিলক্ষণ দু পয়সা রোজগার হইতে লাগিল। রাত্রিতে এই সকল লোক দাড়ি ক্ষৌরী হইতে যাইত। পরামাণিকেরা প্রতি দাড়িতে পাঁচসিকা লইতে লাগিল। এই খানে এই ঘটনা সম্বন্ধে যে গান উঠিয়াছিল তাহার দু' পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট্।
হাজামবাড়ী গিয়া শিগ্‌গির গোঁপদাড়ী কাট্॥
তিতুমীরের গলা ধরি নসিরদ্দি কয়—
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকলাম একি দায়,
এসেছে রাঙ্গা গোরা, ওর্দ্দিপরা কাতার কাতার
সরাদের মধ্যে দেখ কল্লে মহাশয়।
মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি,
হজরোৎ গুলি মানলে না।
মারলে ইংরাজে মামু জানে বাখ্‌লে না॥

বিকৃতমস্তিষ্ক তিতুমীরের কথায় সহস্রাধিক নিরীহ নিরক্ষর মুসলমান জীবন হারাইল— ইহা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ইহারা মুসলমানদের প্রতি যতদূর অত্যাচার করিয়াছিল, হিন্দুদের প্রতি এত করে নাই। এমন কি নিকটবর্ত্তী রুদ্রপুরের চৌকিদারদিগকে কোন রূপে উচ্চকথা বলে নাই। কেবল পূঁড়ার জমিদারের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পূঁড়ার হিন্দুদের মন্দিরে অত্যাচার ও পুরোহিতের প্রাণনাশ করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে। একজন অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কন্যাকে বলপূর্ব্বক আনিয়া তিতুমীর ও তাহার ভাগিনেয় উভয়ে বিবাহ করিয়াছিল। অনেক গৃহস্থ মুসলমানের ঘরবাড়ী লুট করিয়াছিল। অনেক মুসলমানের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল, এই রূপ অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কাজেই ভদ্র হিন্দুগণ আতঙ্কিত হইয়া দূরে পলাইয়া ছিলেন ও গোবরডাঙ্গা আক্রান্ত হইলে আরও দূরে পলাইবার জন্য সর্ব্বদা সসজ্জ থাকিতেন। এই বিদ্রোহ ইচ্ছামতীর উভয় তীরে ৫।৬ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া মাসাধিক কালের জন্য লোকের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। নদীয়া বা ফরিদপুরে ইহা ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেননা, গোবরডাঙ্গার জমিদার ও টাকীর কালীনাথ বাবু তিতুমীরের অর্গল স্বরূপ হইয়াছিলেন। ঐ জমিদার দুজনের জন্য দেশ অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিল। নহিলে আরও অত্যাচার ঘটিতে পারিত। যাহা হউক তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে বঙ্গভাষার একটী প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে— "গোলাখাডালা" "তিতুমীরের বাদসাই"ও প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে।

যে সকল বিদ্রোহী ধৃত হইয়াছিল তন্মধ্যে ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়। নসিরদ্দির ফাঁসী হইয়াছিল। অনেক আহত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই সামান্য কাণ্ডে সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারায়। যদি মুসলমানদেব মধ্যে তৎকালে শিক্ষা বিস্তার হইত, তাহা.হইলে এত নিরীহ লোক কি প্রতারিত হইয়া বিদ্রোহী হইত? এ বিদ্রোহীর অধিকাংশ জোলা জাতীয়। জোলারা চিরকালই সকল দেশে নিরেট বোকা বলিয়া প্রবাদ আছে। তাহারা ইচ্ছা করিয়া কি কখনও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইত? তাই বলিয়াছিলাম, মুসলমানেরা শিক্ষিত হইলে হিন্দু মুসলমান সকলেরই লাভ।

—হিতৈষী, ১২.১১.১৮৯৫

দুদু মিঞা ও ফরাজি আন্দোলন

Note of the week

The Englishman understands that the trials of Doodoo Meah, the leader of a Mahomedan sect called Faraez with about 60 of his followers, are now before the Nizam Adawlut and says, "The professors of this doctrine maintain that the earth is common to all, and that no one has a right to exact either rents or taxes for its cultivation. Upwards of 70,000 men have already joined this sect and are the terror of all the landholders. Mr. Dunlop, an Indigo Planter of Furredpore has had his house burnt down, and it is asserted that the continuance of people in this district who are enemies to the proceeding of the Faraez depends upon the result of the trials."

—ইস্টার্ন স্টার, ১৮.৯.১৮৪৭

(Weekly Epitome of News, September, 18)

The trials of Doodoo Meah and upwards of 60 of his followers, we are told by the Englishman, is now before the Nizamut Adawlut. This man is at the head of a new sect of Mahomedan fanatics in the eastern districts of Bengal, said to amount to 80,000. It was these people who burnt down Mr. Dunlop's factory, and it has been hinted that if their leader is ordered for execution, there will be a rising of his followers to rescue him. But if the crime is brought home to him, the sentence of the law of course not be suspended through fear of a fanatic rabble.

— ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৩.৯.১৮৪৭

(Summary of the week)

A correspondent of the Englishman reports another escape of Doodoo Meah from the fangs of Law. Government seems resolved to preserve the myth of Justice in all its integrity : whatever they do with the scales in her hand, they won't touch those on her eyes.

—ইস্টার্ন স্টার, ২৬.২.১৮৪৮

The Hindu Intelligencer states that a memorial from some inhabitants of District Furredpore, adverting to the proceedings of Doodoo Meah and his Ferazees, and praying that precautions be taken (before he be released from prison as contemplated) to ensure

the peace of the country;—was shortly answered as follows.

NO ORDERS ARE REQUIRED

By order
(signed) J. W. DALHYMPLN
offg. Under Secretary to the Govt. of Bengal

We cannot see that the hubbub made about this laconism is well founded. No body hears charges of deliberate discourtesy advanced, when a petition bearing twenty thousand signatures complaining of the condition of the country is enbalmed without notice in the archives of the House of Commons, nor does the order to lie on the table announce the belief of the House that it lies altogether...

As to the subject itself, the disturbed state of the districts round Furredpore, judging by the agitation which prevails in regard to it — the attention of Government is due in that quarter. As far as can be seen the local authorities believe in the outrages of the Ferazees have traced many of them, seized the criminals and after legal process, sentenced them to punishment. Our appeal to the highest authorities in the Police and Judicial departments, the local authorities have not been supported, and the prisoners let loose. Now this could only be on proof of actual innocence or detection of technical defect. In either case, it is not the province of the local authorities to be mortified and relax in their endeavours to keep the peace of the country. The arm of the law is surely strong enough, and as the locals are fully alive to the emergence of the case and appear to be supported by the European and native landholders at large—we cannot see how quirks can long slave off the vengeance of justice.

—ইস্টার্ন স্টার, ১১.৩.১৮৪৮

BRIEF SKETCH OF THE MUHAMMADAN SECT OF FERAZIS

...The Ferazis... are fanatical Musalmans who have renounced none of the present creed; for whilst Ferazism professes to teach a purer and simpler faith, it has all the appearance of being animated by a political design...

The Sect of Ferazis was founded by Sereut Oollah, a native of Fureedpore, who, about thirty-two or thirty-five years ago, set up as the Apostle of a reformed Muhammadan creed. He was a returned Muhammadan from Mecca, a sort of character looked upon by the ignorant people of Bengal as a Prodigy of holiness. During his stay in Arabia he fell in with a large class of religious reformers, from whom, it is universally admitted, he received his entire creed. It is our opinion that the class here referred to, can be none other than the wahabis, with whose religious principles it is desirable we should be acquainted, in order that we may the better appreciate the views of the Ferazis.

...After the conquest of Egypt by Sultan Selim I, who thence forward became the successor of the Khalifs and protector of the Muhammadan faith, the habitually scandalous conduct of the Turkish pilgrims was extremely offensive to the more devout Arabs; and towards the end of the 17th century, Abdul Wahab resolved to adopt such means as should effectually put a stop to the loose practices of the Turks. He soon secured the co-operation of an Arab chief, who devoted himself to the restoration of the pure faith and the establishment of an empire on theocratic principles. The reformed religion taught the existence of one God, inculcated belief in the prophetic character of Muhammad and the inspiration of the Quran, and enjoined five daily prayers, alms embracing one fifth of the annual income, fasts during the month of Ramzan, and a pilgrimage to Mecca. It discarded all tradition as an impure source of doctrine, taught that Muhammad was a mere mortal like any other man, but that he intended his creed for all the world and not for Arabia exclusively. Hence these reformers propagated their religion by the sword and decreed that all who rejected their teachings should be exterminated. After a series of conquests in Arabia they took the city of Mecca in 1803, and their leader Abdul Aziz forbade the reading of the Khutbah in the name of the Sultan. They soon after over ran Syria, and, were it not for the vigorous arm of Mehemet Ali, might have deluged Turkey itself. The decrease of the political power and their loss of territory, however, date from the year 1809, though at even a much latter period than that, they again strove to recover their former position. They have now dwindled down to a mere religious sect, and employ themselves in disseminating as far as practicable, the doctrines of the reformed faith.

We furnish these particulars regarding the Wahabis in order to show, that in its tenets and in its spirit, Ferazism is the exact counterpart of Wahabism. Sereut Oollah, the founder of the Ferazi sect imbibed the views of the Wahabis, and on his return to Bengal, set about the work of reformation. The term Ferazi denotes one who obeys the commands of God, and was given to his followers to distinguish them from the common Musalmans, who practice many ceremonies that have no place among the precepts of the Quran. The doctrines of the Ferazis, as we have already noticed, are in principle and in many of their details, precisely those of Wahabis, if we except a few differences which are to be attributed to local peculiarities; and the history of the Ferazi insurrection at Fureedpore clearly shows that the spirit of the Indian movement is identical with that of the Arabian.

It would be an altogether unnecessary tax on the patience of our readers to occupy them with a detailed account of the religious differences between the Ferazis and the common Musalmans of the country. Sereut Oollah no doubt perceived the wide and promising field of reform that presented itself among the "so called"— a distinction made by the Ferazis— Muhammadans of Bengal ;— a race on the one hand exhibiting all the marks of degeneration induced by prolonged contact with idolaters, but on the other still retaining all the fanaticism of Islam. It was no difficult matter to gain their sympathies. Sereut Oollah soon gathered round him a large number of disciples to whom he explained his purer creed, prohibited all idolatrous processions, inveighed in strong terms against the unauthorized

ceremonies that were practised at the birth and marriage of children, repudiated every practice that could show no better authority than tradition, held up the Quran as the sole guide, and strove, as is justly apprehended, to inspire his followers with a desire for political independence. But this preacher of reform soon died, and it was left to his son to develop the spirit and aim of Feraziism.

Dudu Meah, Sereut Oollah's son, began his apostolic career by a pilgrimage to Mecca, where, his followers are taught, he was favored with sundry divine revealations fortelling his future greatness. He was aware that unity is strength, therefore, to promote this unity, he acknowledged no social distinctions among his followers, but laid it down as a law that the cause of the poorest Ferazi, no matter what its merits, should be considered as the cause of the whole body. This measure has tended greatly to increase the number of his followers, who belong for the most part to the lower orders of the people, and to consolidate his influence over them. He has his agents all over East Bengal ; they go by the name of Khalifa or Sirdar, and their business is to watch over the interests of the disciples to make proselytes and to collect the tax imposed by Dudu Meah for the purposes of the Association. The Ferazis are an object of dread to all Hindus and Musalmans of the old creed. The oppressions they have practised and the revenge they have so frequently taken on all who have in any way thwarted them, are enough to account for this feeling...

Such being the state of feeling among the Ferazis, it is not surprising that the native population generally, have all along been impressed with the idea that the ultimate design of these fanatics is to transfer the Government of the country to their own body. It is a universal belief among them that Islam must one day prevail over every other religious system, and they are taught to look forward to the time when the entire population of the country, inclusive of Europeans, will be followers of Muhammad. Let it be further recollected that a Muhammadan has no idea of the prevalency of his creed apart from political supremacy, and what has just been stated as the ultimate design of Feraziism will appear not at all impossible.

Dudu Meah gives but little, if any, religious instructions to his people, though he is punctual enough in levying his tax. The number of his followers in 1847 was given at 80,000, and common report states the present number to be 100,000. This however, is, we fancy, somewhat exaggerated. Since the year 1847, the sect of Ferazis has split into two or three parties, only one of which now acknowledges Dudu Meah as their leader. Still it is not unlikely that the actual number of his followers may, even at the present day, amount to about 70 or 75,000.

Before we close this sketch we would furnish our readers with a few particulars regarding the Ferazi disturbance which occurred in 1847 at Furredpore. We give the account as it stands in official report* of Mr. Dunbar, the Commissioner of Dacca.

"An Indigo planter of the district, a man of the highest respectability, had for some

*We are indebted to the ready kindness of His Honor the Lieutt. Governor, for a copy of this document.

years previously stood between the Ferazis and those whom they had sought to oppress in his neighbourhood. For this he has long been marked as an object of revenge ; and fearfully that was that revenge carried out. In openday his factory was attacked, plundered and burnt to the ground, and the residence of his friends and neighbor, the Hindu zemindars of Paunch Chur, shared the same fate. That they and their families escaped with their lives was owing to their having been able to find an imperfect shelter from the flames and from the bullets of the attacking party on the roofs of their brick-built houses. The amount of property lost by them was computed at Rs. 26,000. In a pecuniary point of view, Mr. D'-s loss was small; but his Gomastha was carried off and according to the account given by some of the parties implicated, subsequently cruelly put to death in the district of Backerganj.

"Looking", continues the Report, "to these things and bearing in mind that the employment of a military force was necessary some years back, to put these people down, and that not long after, troops were again warned to be in readiness to act against them, it will be admitted that effectual measures should now be taken for breaking up the association and giving them a blow from which they cannot readily recover. It may be said that as a political party there is no reason to entertain serious apprehensions from their designs, and that nothing further is required than the vigorous administration of the law; but the law has failed to reach them on former occasions, and it may do so again. If so, it is surely a subject of grave consideration, how far as rulers of the country, we should be justified in leaving the lives and property of a vast number of peaceable subjects, exposed to the machinations of men, so deviod of moral restraint, as Dudu Meah and his adherents have shown themselves to be, and with such fearful power for evil as they have at their command.

In regard to Dudu Meah's influence the Report adds : "The power which Dudu Meah possesses for good or for evil is great, and if he chose to exert it in opposition to law, much trouble would be required to allay the storm he might raise. The readiness with which his will is obeyed and the facility with which his followers can be brought together for an illegal purpose, were fully exemplified in the late outrage in Furreedpore, for the prepetration of which it is understood that several hundred men were brought together from different parts of the country; some of them, thirty to forty miles distant."

Such then is Feraziism, Dudu Meah, is as interested as ever in the success of his cause. With such principles and such a spirit we may imagine what he would do had be but the power.*

Dacca

R.R

—ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিস্ট, সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

*It has been rumoured that very recent movement headed by a faqir in the Barisal district may be traced to him.

A correspondence of the Hurkaru, writing from Dacca represents the organization of the Ferazie sect in that part of the country as formidable and still extending. Their disaffection towards the government is notorious. Their chief, Doodoo Meah, is in prison, but from there he exercises an immense influence over the sect. They make proselytes by promising people exemption from the cesses or abwabs imposed by the zemindars upon their tenants, an exemption which, in fact, is secured to a certain extent by those who enter into the confederacy.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৪. ১০. ১৮৫৫

We are glad to hear that Mr. Lillie has sentenced one of our "Institutions" to 14 years imprisonment with labor in irons. This is no less a personage than Doodoo Meah, the Prophet of the Ferazees, who has been the terror of the country ever since the Sudder refused to hang him for burning Mr. Dunlop's factory, and cutting his Gomastah into little pieces, and feeding the fishes with him. The country is full of stories of robberies, murders, and all sorts of wickedness committed by him with perfect impunity. The authorities were afraid of him— causelessly so, with them the ignotum was the terrible. At last a Mahomedan Deputy Magistrate Zainoodeen Hossain who knew exactly what the prophet's power was committed him to prison. The example thus set was not lost upon other officers. Mr. Ravenshawe the active magistrate of Furreedpore committed him on several accounts, and Mr. Lillie has done his duty in helping on the good work of ridding the country of one of the standing disgraces to our rule in Bengal, a scoundrel whom the Govt. fears to punish...

—ঢাকা নিউজ, ২.৫.১৮৫৭

A Letter from Furreedpore says— "I should think both you and your neighbours will be glad to learn that the notorious Doodoo Meeah, who has had so many narrow escapes has been at last fixed. No end of charges stood against him, & he in his defence produced over 100 witnesses, among them were 2 gentlemen planters, to prove his innocence and good character, but all to no avail. Our worthy judge Mr. Lillie passed sentence on him three days ago & this *Prince of Dacoits* is convicted for 14 years in irons. This has given general satisfaction even to his brother Ferazees, and many think that hanging would not have been too good for him. Too much credit cannot be given to our magistrate for the clever capture of such a scoundrel. Three of his accomplices were at the sametime sentenced for 10, 6 & 4 years.

—ঢাকা নিউজ, ২. ৫. ১৮৫৭

(Weekly Register of Intelligence)

The phoenix publishes a letter from Dacca stating that the celebrated Ferazee, Doodoo Meah, who some years ago kept the district of Fureedpore in such alarm, has been sentenced to 14 years transportation by the Sessions Judge, but the Law Officer having recommended some other sentence, the case is to be referred to the Sudder.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৪.৫.১৮৫৭

(Weekly Register of Intelligence)

Our friend in the eastern districts will be glad to learn that Doodoo Meah will for the present remain in jail under a warrant of the Bengal Government, according to Act 3 of 1857

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২০.৮.১৮৫৭

(Weekly Epitome of News, January, 17)

Since the imprisonment and death of the notorious Doodoo Meah, the Ferazis, his Mussulman followers, have been quiet in Eastern Bengal. The wonder is that they have not taken any advantage of the discontented state of peasantry. The Dakka Prakasa now states that the Ferazies have returned to their old trade of lattials and oppressors, headed by Benu Meah the nephew of Doodoo Meah. The same vigour manifested by Mr. Ravenshaw,the Magistrate of Furreedpore, towards the uncle, if shewn in the case of the nephew, will check what might, in the present state of Lower Bengal, lead to a formidable Musulman insurrection. Luckily the Ferazis oppress instead of uniting with the Hindoos.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৩.১.১৮৬২

...ফরিদপুরে দুদুমিয়া ফারাজিদিগের গুরু ছিলেন। কালে তাহার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি মনে করিলে ৫০ সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন, ইহারা সমুদায় ষড়যন্ত্র করিয়া জমিদার ও কুঠিয়ালগণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া ফেলে। গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহাকে ভয় করিতেন।

পরে ১৮৪৬ সালে জমিদার ও কুঠিয়ালে জুঠিয়া তাহার বাটী লুঠ করেন ও ১৮৪৭ সালে তাহাকে সেসন আদালত দণ্ড দেন, ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী যুদ্ধ বড় জাঁকিয়া উঠে, তখন দুদু মিয়াকে গবর্ণমেন্ট আশঙ্কাক্রমে কয়েদ করিয়া কিছু কালের নিমিত্ত আলিপুরের জেলে রাখেন।

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩.৯.১৮৬৮

প্রয়াগদূত বলেন, ঢাকার মেং জে পি ওয়াইজ (ইনি একজন বিখ্যাত অত্যাচারী নীলকর ও জমিদার) সাহেবের ভৃত্যেরা কোন গ্রামের প্রজার স্থানে বলপূর্ব্বক বেশী খাজনা লইবার চেষ্টায় কয়েকজন প্রজাকে কয়েদ করাতে সহস্র সহস্র ফিরাজি (একপ্রকার মুসলমান) প্রজা একত্রিত হইয়া মেং ওয়াইজের দুইজন ভৃত্যকে হত্যা এবং কয়েকজনকে কয়েদ করে। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মেং ডি. আর. লায়াল সাহেব স্বয়ং ঘটনাস্থলে যাইয়া কতিপয় বন্দীকে মুক্ত করেন; কিন্তু অত্যাচারকারিদিগকে ধৃত করিতে সাহসী হন না। পরে অনেক পুলিস প্রহরী যাইয়া কতকগুলি ফিরাজিকে ধৃত করিয়াছে।

—সোমপ্রকাশ, ১.৭.১৮৭২

সাঁওতাল বিদ্রোহ

We are given to understand that 12,000 of the hill people about Rajmahal have risen against the Railway and European residents and had murdered a Darogah and 15 Burkundauzes. The reason for the rise has been stated to be that one of the Gods of this barbarous hill tribe had appeared in the flesh and observed that "much sin was existing in the territory that he had consigned to their control which he found to be attributable to the presence of the Christians more particularly and to all under their authority, and to avert so serious a calamity to rise in a body and to use their efforts to extirpate them." They have acted on this advice and the result has been shown above. The Europeans are arming, the Magistrates, planters &c. have fled and requisitions for troops have been sent to Berhampore and Bhaugulpore. The insurrection is spreading and the only hope of the peaceably disposed is in the speedy arrival of the Military. The civil authorities are wholly powerless and paralyzed and their only dependence is the prompt and energetic measures of Government. The Govt for once is doing justice to the people. If what we hear be true Mr. Grey deserves every credit. The Secretary to the Government of Bengal actually wrote the circulars to the various Military stations with his own hands. The name of the recusant tribe of Bengal is said to be the Sontal, an aboriginal tribe of Bengal. they are armed with bows and arrows, swords and spears.

—সিটিজেন, ১৪.৭.১৮৫৫

It is rumoured that the beautiful station of Rajmahal has been the scene of terrible doings—some three to four thousands of insurgents from the Hills have made the place perfectly desolate. They have killed every person who came in contact with them, regardless of age and sex. We sincerely hope the rumour may prove false. A steamer, however, has been despatched to take up Troops from Berhampore to Rajmahal.

—মর্নিং ক্রনিকাল, ১৪.৭.১৮৫৫

If they (the Santals) will only advance into the plains, and give battle to our sepoys they will be at once crushed, but if after plundering Rajmehal, they should give up their intention of advancing upon Moorshedabad and retire to their mountain fastnesses, all operations against them will have to be defarred until the cold weather. ...The Mountaineers impelled by a religious delusion ; they have with them a boy who is their God, and who is to be king of the country after they have driven out the British; they are acting under the instructions laid down in their God's sunnud, which is said to be written in English, though this is not believed by Mr. Eden. ...

— বেঙ্গল হরকরা ১৬.৭.১৮৫৫

All the intelligence that have been since received from the Rajmehal district confirm the report published by us on Saturday of a formidable rising among the Santals or hillmen of the neighbourhood, attended by outrage and bloodshed. Various causes are assigned for the disturbance. Some attribute it to a defiant spirit caused by some oppressions, real or fancied, on the part of the Govt. Collectors of Revenue. Others describe the insurgents as a parcel of fanatics, who have taken up arms with a view to driving the English into the sea in consequence of their "having found a book in which it is written that they are to set up a king and conquer the whole country; in anticipation of which consummation they are said to carry their king elect along with them. A more generally received and seemingly more authentic report is, that they were driven to arms by a desire to avenge some insults that are said to have been offered to some of their women by the assistants on the railway. However, this may be, it is undeniable that the present aspect of affairs is the reverse of aggreable. Blood has already been shed, and it can hardly be hoped that the disturbance will be put down without more being spilled. The insurgents are by some accounts represented as 20,000 strong ...

—মর্নিং ক্রনিকাল, ১৭.৭.১৮৫৫

THE SANTAL INSURRECTION

In a period of the most profound tranquility, an extensive and ferocious insurrection has broken out in the heart of Bengal, and express trains are busy in conveying troops in hot haste to a part of the country where peace appeared to be most certain. The tribes in the Rajmahl hills have suddenly descended by tens of thousands into the plains, carrying desolation in every direction. The Santals are the chief leaders in this insurrectionary movement, and of all the tribes in those hills, the Santals have experienced the greatest blessings from the British Government, and appeared to be the most satisfied with their condition. They are not the original inhabitants of the region they now inhabit, and which is said to be the seat of the present outbreak. In the bosom of the Rajmahl hills, there is a tract of fertile land, called the Damin-i-koh, consisting of a succession of rich valleys, which the wild inhabitants reduced by Mr. Cleveland to the discipline of civilized life, could not be induced to cultivate. Mr. Pontet, an uncovenanted Assistant, was appointed sixteen or seventeen years ago to the charge of this district in which he found about 3000 Santals established. By good management, and the offer of great inducements, combined with the exhibition of great justice and benevolence, he succeeded in encouraging other Santals to emigrate from the south, and join their fellow countrymen, and in the course of thirteen years, he had the happiness to increase their number to 83,000, distributed through nearly 1,500 villages. The animation and activity exhibited in the settlements in this tract, resembled rather the achievements of the Anglo-Saxon race in the backwoods of America than anything which had been seen in Bengal. The tract was covered with smiling villages

and rich cultivation, and village was connected with village by roads which Mr. Pontet had induced the Santals themselves to construct. No part of Bengal presented a scene of greater comfort and prosperity, and the man who had created it was considered a being of a superior order by those who felt the benefit of his influence. Suddenly, the scene is changed. The hills have poured their population into the plains, armed with axes, and poisoned arrows, and muskets, breathing vengeance upon every European, destroying the fruits of industry, and marking their progress by the flames of houses and bungalows. The men who have thus risen in insurrection against the authority of their benefactors, are not predatory and lawless tribes, but a race of hardy, bold, industrious and successful cultivators. It is on this ground that the cause of this sudden change in their disposition and conduct appears so utterly inexplicable, some of the letters which have appeared in the papers insinuate that the men have been pressed into the service of the Railway without remuneration, and that their females have been subjected to insult. But the officers of the Railway staff indignantly repudiate the charge, and point to the period which it must have required to prepare and organize such a coalition, as the most satisfactory refutation of the charge. At present the most probable solution of the enigma is that the men are acting under the influence of religious and political fanaticism, They believe, it is said, that their god has become incarnate, and that they have a divine commission to expel the Europeans, and seat him on the throne of India. But we must hear Mr. Pontet's opinion before we bestow our belief on any such statement.

The insurrection has taken the public authorities by surprise. It is the most improbable event which could have happened, and no blame can therefore be attached to them for the want of due preparation. The accounts which have appeared in the public journals regarding this revolt, are written so much in haste, and so often under the influence of a panic which magnifies danger, and are altogether so desultory, besides being in some instances contradictory, that it is impossible as yet to frame a connected and consistent history of these events, and not very easy even to ascertain the actual position of affairs. The difficulty is increased by the flight of the Dawk Moonshees, and the suspension of the post. The number of the insurgents is variously stated at from 30, to 50,000, but the former number is likely to be nearer the mark, and they are divided into four or five parties under separate leaders. The first overt act of rebelion appears to have been the massacre of a Daroga and fifteen of his burkundazes, which developed the ferocity of their character, and spread terror through the country. It is said that one body of them drove in the Magistrate of Bhagulpore, but this is an isolated fact, and it would appear from all that has yet transpired that they have possession only of the country from the neighbourhood of Rajmahl to Jungypore. The natives, men, women and children have fled, as their ancestors did in 1755, when the Mahrattas came down, and laid waste the country between Cuttack and Rajmahl. It would appear that Mr. Eden, the Joint Magistrate stationed at Aurungabad, in the heart of the insurrectionary movement, had contrived to collect a body of 200 natives, and though surrounded by thousands of the enemy, yet hoped to maintain his

position till the troops came to his relief. The papers state that Mr. Mudge, employed in the Railway, wrote to Mr. Eden to say that having plenty of arms and ammunition, he intended to make a stand at Pakoa, and if overpowered, to fall back on a fortified godown of Mr. Maseyk, where he might hold his own till the arrival of relief. But another account states that the insurgents threating Pakoa exceed 10,000. The insurgents had in every instance destroyed the Railway property, burnt down the bungalows and driven off the staff. There are numerous reports about the murder of Europeans, all vague and some contradictory, but until certain information is received, it appears advisable to avoid publishing the names of those who are reported to have been killed. Rajmahl is evidently in a state of siege. The Railway officers have taken refuge in it. On the 13th, the Magistrate of Bhagulpore and Mr. Pontet had been there a week, looking anxiously for the troops which were expected from Bhagulpore, and the non-arrival of whom requires official investigation. As the majority of the Hill Rangers are said to be Santals, there may have been some difficulty in moving them down against their brethren, and in that case the matter is explained. At Rajmahl there was a small knot of Englishmen, surrounded, that last letter says, by 20,000 of the insurgents, and determined to defend their lives to the last extremity. This spirit of determination appears to have startled the Santals, and hence it is inferred that they will not stand the fire of regular troops. Some of the letters published in the papers state that they had surrounded Jungypore, which being undefended, they might easily deliver up to plunder. They are, moreover, said to have vowed that they would sack Moorshedabad, which is scarcely defensible, as Berhampore has been denuded of its troops. Another body of them was marching down upon the civil station of Beerbhoom, and according to the latest accounts were within eighteen miles of it. Mr. Elliot, the Commissioner, was marching up with three companies of sepoys, and it was hoped that they would reach the station before the insurgents.

The insurrection is much more formidable than it appeared at the beginning, and the Government has met it in a spirit of the most determined energy. So perfect and so permanent an image of tranquility did the province of Bengal present, so throughly contented were the tribes in the hills, who were subject to no fiscal exactions, that when the insurrection so unexpectedly broke out, there were not 1200 troops within a distance of eighty miles of it, in either direction. But every exertion was made to send a larger force. A wing of a regiment immediately marched up from Berhampore to scene of danger. Two express trains have conveyed troops from Barrackpore to the point on the line nearest to the disturbed districts ; a Regiment has been sent up from the same station by water. Two guns of Major Sissmore's battery, under Lieut. Ashburner, and a train of mountain gunts under Lieut. Dowell have been despatched from Dum Dum, and it is said that the 3d Europeans at Chinsurah are to hold themselves in readiness to march at the shortest notice. The insurrection may therefore be put down with promptitude, but the sacrifice of property and life will be great. The brunt of this calamity has fallen on the Railway department, and their property, both public and private, has been destroyed, and their houses delivered up

to the flames; and it is much to be feared that the progress ot this great national undertaking will be considerably retarded by this revolt.

The accounts which have appeared since these remarks were. written, tend to throw doubt upon two of its statements ; first, that the men now in arms are the residents of the Damin-i-koh, and secondly, that the outbreak is not occasioned by persons connected with the Railway. It is asserted that the men now in arms are Santals from more distant districts and consist in a great measure of the men who have been employed on the Rail. Secondly, it is asserted in more than one letter, and in the most positive terms, that the Santals employed on the Rail have not been paid either for their daily labor, or for their fowls, eggs, goats and other articles they have sold to the Railway establishment, and that their women have been insulted. If both these crimes have been committed by the same Europeans, the blame falls on the contractors.— It would appear that Mr. Eden has been joined by Mr. Toogood, the Berhampore Magistrate, and the troops, and that they were pro-ng to Cuddum Shah, as Pakoor was said to have been plundered. ...

—ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া, ১৯.৭.১৮৫৫

The Sonthals — The following particulars relative to the insurrection of the Sonthals may be relied upon as correct. The rising by the last accounts was nearly confined to the borders of the Bhaugulpore, Moorshedabad, and Beerbhoom districts. The insurgents were in four parties variously estimated at from 3,000 to 7,000 each. There is but too good reason to fear that they had murdered several people, besides two English women, but there is apparently no authentic intelligence of any other English person having been killed. There was no report of the troops having come into collision with the rebels, but what will be the result when they do meet, may be inferred from the fact that at Kadamsar Factory they had been repulsed by a few Englishmen armed with fowling pieces only, and that they had not up to the 14th instant ventured to attack Rajmahal, where there were eleven Englishmen including the Magistrate of Bhaugulpore and Mr. Pontet, well armed and in a fortified position.

The precautions taken are the sending one Regiment of Native Infantry and three mountain guns to Berhampore, and another Regiment to Raneegunje and Beerbhoom, while a third has been ordered from Dinapore to Bhaugalpore Mr. Toogood, the Magistrate of Moorshedabad and Mr. Eden Joint Magistrate were in pursuit of one party of the rebels with a wing of the 7th N. I., so we may hope to hear before going to press of something having been done. ...

—বেঙ্গল হরকরা ১৯.৭.১৮৫৫

Moorshedabad, 16th July ... The rebels have assembled in large bodies on the Bhagulpore side of the Rajmehal Hills, and to protect that district, the Magistrate of Bhagulpore has

called out the corps of Hill Rangers and sent expresses to Dinapore for further Military aid.

The rising of the Sonthals appears to be very general. All the Sonthal ryots employed at Bancoorah, Beerbhoom, Chotanagpore and Hazareebaugh are flocking in thousands towards the Rajmehal Hills. The movement is in some measures a fanatical one. It appears that a Sooba or Governor has started up, who gives out that he is come from Heaven to rule over Bengal, and that he has the power of rendering the bullets of his enemies harmless by causing them to dissolve into water. The oppression they have experienced from the Railway officials, and the rising of the rent in the Govt. Khas Mehals have likewise tended to exasperate the Sonthals into open rebellion.

—বেঙ্গল হরকরা, ২০.৭.১৮৫৫

রাজমহল, অরঙ্গাবাদ জঙ্গীপুর ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা গত দুই দিবস যে সমস্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে পর্ব্বতীয় বিদ্রোহিদিগের ভয়ানক অত্যাচার ব্যতীত আর কোন কথাই লিখিত নাই, প্রজারা কেবল ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে।...

অরঙ্গাবাদ। ১১ জুলাই ১৮৫৫

অদ্যকার সংবাদ অতি ভয়ানক, রাজবিদ্রোহিগণ অরঙ্গাবাদের পশ্চিম ৫।৬ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া গোঁদাইপুর, শাহাবাজপুর, কালিকাপুর, ঝিকরহাটি, নস্করপুর ইত্যাদি সকল লুট করিতেছে, প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক গৃহাদি দগ্ধ করিতেছে, অনেকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। এরূপ অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই, আমড়ার মহারাজের জামাতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাঁড়ে মহাশয় রাজধানী হইতে ঝিকরহাটি নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, দুরাত্মারা তথায় তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গুরুতররূপে আঘাতি করিয়াছে ও বহু অর্থ এবং দ্রব্যাদি লুট করিয়া লইয়াছে... দুরাত্মাদিগের অত্যাচারে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্তের প্রজাদিগকে মহা ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক, অত্যাচারের সীমা থাকিবেক না, অনেকের প্রাণ বিয়োগ ও বহুলোকের সর্ব্ব স্বান্ত হইবেক।

অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে সেনাদিগের গমন করিবার পূর্ব্বে হঠাৎ এরূপ জনরব উপস্থিত হয় যে বিদ্রোহকারিরা অরঙ্গাবাদের এক ক্রোশ অন্তরে আসিয়া লুট করিতেছে, এই জনরবে ভীত হইয়া প্রজাসকল সেনাদলের কাপ্তেনের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কোন্ দিগে সৈন্য চালনা করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না... পাহাড় হইতে সাঁওতাল জাতীয় বহুলোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গীপুরের অন্তঃপাতি পোকর নামক গ্রামের ৮ ক্রোশ পশ্চিমে আগমন পূর্ব্বক কয়েক গ্রামের প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিতে করিতে অদ্য পলাসির নিকটে আসিয়া রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারি সাহেবদিগের গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে, এবং একজন দারোগা, ১৫ জন বরকন্দাজ ও কয়েকজন প্রজাকে হত করিয়াছে, কত ব্যক্তি আঘাতি হইয়াছে তাহার নিরূপণ হয় নাই এমত জনরব যে দুরাত্মারা অদ্য এখানে আগমন করিবেক, এতদ্দ্বারা অবগত হইয়া অরঙ্গাবাদের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব সৈন্যের নিমিত্ত বহরমপুরে পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্য সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হয় আমারদিগের নিকটেই এক ভয়ানক যুদ্ধ হইবেক।

রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারি সাহেবেরা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ পলাসি হইতে প্রাণভয়ে প্রস্থান করিয়া জঙ্গীপুরে আসিয়াছেন, কিন্তু এখানকার প্রজারাও পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

... সম্পাদক মহাশয়, এই পত্রখানি.... দিবার সময়ে রেইলওয়ে, ... কোন কর্ম্মচারির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে সাঁওতাল ও নেপালের প্রায় ১৫।১৬০০০ হাজার মনিস্য একত্র হইয়া প্রজাদিগকে এতদ্রূপ নির্দ্দয়রূপে হত করিতেছে।

১১ তারিখে রাজমহলের নিকট দাদপুরে ডাক মারা গিয়াছে, মুরশিদাবাদ হইতে আমরা অপর যে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলাম না উপরিভাগে যাহা লিখিত হইল তাহাতেই পাঠকগণ রাজমহল অঞ্চলের প্রজাদিগের দুরাবস্থা অবগত হইবেন। (সং প্র)

—সমাচার সুধাবর্ষণ ২০. ৭. ১৮৫৫

গত প্রকাসিতের শেষ

৫৬ গণিত দেশীয় পদাতিক সেনারা এখান হইতে বাষ্পীয় শকট যোগে বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছে, তাহারা তথা হইতে অরঙ্গাবাদে যাইবেক, সেনার নিমিত্ত দানাপুরেও পত্র গিয়াছে। বিদ্রোহ ব্যাপার ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়াছে, আমরা গত দিবস সন্ধ্যার সময়ে একেবারে সাতখানা পত্র পাইলাম, সকল পত্রই এই বিষয়ে পরিপূর্ণ। একজন পত্রপ্রেরক লেখেন, রেইলওয়ে সংক্রান্ত কোন সাহেব কর্ম্মচারী সেন্টেল জাতিয় কোন স্ত্রীকে হরণ করাতে এই ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অপর পত্রলেখক লেখেন যে মেং পোনেট সাহেব রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত কঠিন নিয়ম করাতে এই ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, দুরাত্মারা কালী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দারোগা প্রভৃতিকে বলি দান দিয়াছে এবং ..... চক্ষু খুলিয়া লইয়াছে, তাহা (দের).... সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে ..... আমারদিগের রাজপুরুষেরাও বিশেষ উদ্যোগি হইয়াছেন, রথের দিবসে মিলেটরী সংক্রান্ত কার্য্যালয় বন্দ হয় নাই।

''আমড়া ১৩ জুলাই।

সম্পাদক প্রবর। পর্ব্বতবাসিদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয় লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে তাহারা ঝিকরহাটীতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে বোধ হয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না অনল দ্বারা গৃহাদি ২০ ক্রেষ ব্যাপীয় দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আমি এই বিষয়ে ঐ অসভ্য পর্ব্বতীয় লোকদিগকে বড় দোষি করিতে পারি না, বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতিই সকল দোষ অর্পীত হইতে পারে কারণ নিকটস্থ কোন স্থানে সৈন্য থাকিলে কদাচ এরূপ হইত না।

সাঁওতাল জাতিদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহারা যদ্যপি পর্ব্বতের উপর নাপরাধ্বনি করে তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪।৫ হাজার লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয় যে জাতি মধ্যে এরূপ একতা সেই জাতির নিকট সৈন্য রাখা কত আবশ্যক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যাহা হউক এই ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি নাই যে ক্ষতি সে কেবল প্রজার এই অত্যাচার ব্যাপার আবার কি পর্য্যন্ত প্রবল হয় তাহাও নিরূপণ করা অসাধ্য, কি কারণে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই কেহ বলে তিতুমীরের ন্যায় দুইজন যবন বুজ্‌রুক ব্রিটীস অধিকার অপহরণের স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা যখন কালীপূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় নাই, কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয় অত্যাচার হইয়াছিল, যাহা হউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব।

বহরমপুর ১৪ জুলাই

আমি পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি যে বিদ্রোহকারিদিগের দমনার্থ এখান হইতে ৫০০ সোয়ার ও ৪০টা হাতি ও দুইটা তোপ গিয়াছে নবাব নাজিম ২০০ সিপাহী দিয়াছেন, তাহারা কোন কালেই সংগ্রামের মুখ দেখে নাই, অতএব এই অল্প সেনার দ্বারা বিদ্রোহনিবারণের কোন সম্ভাবনা নাই, এ কারণ দানাপুরে পত্র গিয়াছে সে স্থান হইতে সেনারা জলপথ দিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইবেক কলিকাতা হইতেও রেইলওয়ের গাড়িতে সৈন্য আসিবেক, দুরাত্মারা দমন হইবেক বটে, কিন্তু তাহারদিগের কোন বিশেষ হানি হইবেক না পর্ব্বতের উপরে ভয়ানক শালবন আছে তাহারা তথায় গোপন হইলে রাজসেনারা তাহারদের

কিছুই করিতে পারিবেক না, সাঁওতাল জাতি অতি ভয়ানক তাহারা যাহা পায় তাহাই আহার করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, তিরের যুদ্ধে তাহারা বিলক্ষণ নিপূণ আমারদিগের মাজিষ্ট্রেট মেং টগুড সাহেব অরঙ্গাবাদে অনরবিল মেং ইডেস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথায় আসিয়াছেন সেনারা অরঙ্গাবাদ হইতে ঘটনাস্থানের নিকটবর্ত্তি হওয়াতেও দুরাত্মারা ভয় পায় নাই, দুই এক দিবসের মধ্যে সংগ্রামিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

--সমাচার সুধাবর্ষণ, ২১.৭.১৮৫৫

আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে প্রায় ৩০০০০ হাজার পর্ব্বতীয় লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহারা দুই দলভুক্ত হইয়াছে, একদল বীরভূমাভিমুখে গিয়াছে, অপর একদল সম্মুখস্থ সকল গ্রাম দগ্ধ করিয়া প্রজাদিগের প্রাণবিনাশ ও দ্রব্যাদি লুট করিতে করিতে জঙ্গিপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে, তাহাদিগের এমত প্রত্যাশা আছে যে জিয়াগঞ্জ ও মুরশিদাবাদ লুট করিবেক কিন্তু এতদিনে বোধ হয় রাজসেনারা তাহারদিগের আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, কয়েকজন বিবির প্রতি দুরাত্মারা যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছে তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, কয়েকজন সাহেব হত হইয়াছে।

কমিস্যনর সাহেব এক পল্টন সিপাহী লইয়া বীরভূমাভিমুখে গিয়াছেন, বোধ হয় বিদ্রোহকারিরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি উত্তীর্ণ হইবেন।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২৩.৭.১৮৫৫

There is a native proverb which says that an ant has even the power of biting and causing pain. This has been aptly illustrated by the present outbreak of the Santhals, a race of people living near the hills of a tract of country commonly called the Damun-i-koh near Rajmehal. All accounts agree in representing these mountaneers as being distinguished by their honesty, industry and timidity, yet circumstances have incited them to take up arms against established authority, and commit every species of depredations which a semi-barbarous people can think of. We have not the exact date of their descent, but from the accounts we have had of their movements, it appears that on the 9th of this month they were known to be collecting in great force at a place near, Rajmehal. Information of this gathering was immediately communicated to the Magistrate of Bhaugulpore, Mr. Ashly Eden, by the Railway men. The Darogah of Deegee and some police Burkundauzes were immediately despatched either to disperse the mauraders or to take them into custody, but the Darogah and his subordinates were overpowered and murdered by the Santhals on the 10th; on which day, they plundered the house of Mr. Tayler, a railway officer (who saved his life by flight,) and fixed their headquarters in it. Elated with this success, the Santhals threatened the two towns viz. Rajmehal and Aurungabad, lying to the north and south of the place where they had assembled. But the timely arrival of troops prevented them from attacking either of the towns. Five companies of the 7th regiment N. I. came up from Berhampore under the command of Captain Birch. Two of these were located at Rajmehal and three at Aurungabad. But these troops were not deemed sufficient for the purpose of putting down the insurrection, so in compliance with the requisition of Col. Templer,

commanding at Berhampore, the 31st and 56th regiments of native infantry, together with some European troops, a squadron of the Governor General's Body Guard, and some guns have proceeded from Dum Dum, Barrackpore, and Ballygunje. It is hoped that this force has, by this time, arrived at the place of its destination, but in the meantime the Santhals have done considerable mischief. They are reported to have burned the villages of Pakowar, Pulsa, Muneerampoor, Sitapahari, Suheshpoor and Luckinarainpoor, and destroyed all the Bungalows of the railway officers along the Rajmehal line. Several Europeans, both male and female, have been murdered. Among the former we have as yet heard the names of Messrs. Perry and Hampton, both employed on the railroad, and among the latter, the wife and a sister-in-law of Mr. Thomas, another railway officer. From these outrages, it would appear that the Santhals entertain strong feelings of hostility towards all persons who are connected with the construction of the railway, be they Europeans or natives, in consequence of the oppressions said to have been practiced upon them by those men, who are charged with ill treating the Santhals, not paying them for the work which they perform, and insulting their women, one of whom, the wife of a Santhal chief, is said to have been carried off by a railway officer.

—হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর, ২৩.৭.১৮৫৫

The following is from a Beerbhoom letter 'The many conflicting accounts which have recently made their appearance in the newspapers regarding the Sonthal insurrections having induced me to make enquiries into the matter. I now hasten to give you the result. It appears that the Railway authorities at Rajmehal lately attempted to break down a Temple of Shiva, the god of Santhals and delayed the payment of the compensation for the lands taken for Railway purposes. This led the Santhals to revolt. Great disturbances have already broke out in this quarter similar to the Hangama of the late Gunga Narain Sing of Kishoreghur which took place some years ago.

—মর্নিং ক্রনিকাল, ২৪.৭.১৮৫৫

Beerbhoom, 19th July

... The rising appears to be general and not local. Plunder alone is not their motive. They hold that they are now to be governors of Lower Bengal. Though they are aware of the near approach of the Military they do not think of retreating, but are determined to try the mettle of the sepoys.

—বেঙ্গল হরকরা, ২৪.৭.১৮৫৫

THE SANTAL INSURRECTION

It is singular that we have a more clear and intelligible account of the progress of events before Sebastopol, as our summary in another column will shew, than of the revolt which is raging at our own doors. This arises in a great measure from the interruption of all postal communication with the disturbed districts. The narrative which we are enabled to give in continuation of our summary of last week is, therefore, both imperfect and unsatisfactory.

We are still without information in which any confidence can be placed as to the occasion of this outbreak. Many of the correspondents of the journals still continue to ascribe it to the violence of those engaged in Railway operations, and there can be no doubt, that there have been occasional instances of oppression and insult; indeed, the determination to kill all the sahebs, and the destruction more particularly of all Railway property would give some color to this suspicion. On the other hand, the indiscriminate plunder and conflagration of villages, and the murder of natives who are not identified with the Rail, would lead to a different conclusion. One circumstance which has been mentioned to us appears to fix on the insurrection the character of a fanatical and political movement. A body of more than five hundred Santals are employed at one of the collieries at Raneegunge, and they are living in perfect ease and comfort with their wives and families in the villages erected for their residence. Several messengers from the insurgents have arrived among them, and they were asked whether they would join their countrymen. They said they had no reason for doing so, they were happy and contented where they were, but as soon as the written summons from their king was shewn to them, they would be under the necessity of quitting the place in a body. A large offer was made to one of their leading men to bring intelligence from the insurgents' camp, but he refused the offer with scron, and said that if he was ordered to go, he should obey, but he might or might not return, and if he did, he should communicate nothing. The insurgents are evidently linked together by the strongest bonds of clanship.

It would appear that one body of the rebels, approached Raneegunge some days ago, which induced the ladies at the station to rerurn to Calcutta. A body of troops was immediately sent up by the train, and they will at once remove all anxiety regarding the safety of the station. This is the first instance in which the Rail has been used for the conveyance of troops. and we are thus enabled to estimate the immense advantage which it confers on the country in a Military point of view. The troops could not have marched to Raneegunge in less than ten days, and before that time all the eatablishments at the collieries would have been completely destroyed by the insurgents. There is some fear lest the body advancing on the line to Raneegunge, should take possession of the Grand Trunk Road, and thus intercept our communication with the North West. Large bodies of Santals have spread themselves over the unfortunate district of Beerbhoom, and the country in every direction presents a scene of the most complete desolation. The villages have been plundered and burnt, and the inhabitants who could not make their escape, have been massa-

cred. The Magistrate of Beerbhoom, with fifteen or twently Europeans of the Railway and contractor's staff, are now besieged at Rampore Haut, about twenty miles north of Sooree, the Head Quarters of the district. The insurgents, to the number of — 5000, attacked and plundered the village of [—]inpore, and sacked Mulhatty. The Engineer and contractors, fearing to be surrounded, fer back on Rampore to protect the bungalow and property there. They were closely followed by the insurgents. Mr. Rose arrived at the same place with a small body of police, and the whole party was besieged by a large body of the enemy, but, according to the latest accounts, had been able to maintain their ground with the aid of their fire arms, and hoped to keep the insurgents at bay till the arrival of the troops sent to their rescue, which were most anxiously expected. Another body of the rebels threatend Sooree the "country town" of the Beerbhoom district, which was defended by three companies from Barrackpore, with the Commissioner, Mr. Elliott, as the Political Agent. He had despatched one company for the relief of the Magistrate at Rampore, but could not move on with a larger force, till the arrival of reinforcements.

Another body of the Santals, had marched down towards Pulsa and Kuddumshah. Kuddumshah is a factory of Mr. Maseyk, which he was unable to protect, and he therefore took refuge with two or three Europeans in his boat, but the boatmen had fled. The party, however, contrived to anchor the boat at a little distance in the stream, and fired several volleys with their rifles at the Santals, which brought down four or five of them, and induced the remainder to fly. Meanwhile, Mr. Toogood, with the troops from Berhampore was advancing for the protection of Pulsa six miles farther on by forced marches. Several villages on the line of march were found to be plundered and burnt. The inhabitants had fled, those who could not succeed in diong so were killed, and among them, not a few women and children, their bodies presenting a frightful spectacle of the atrocities committed by these murderers. On reaching Pulsa, Mr. Toogood found that it had been plundered, and the bungalow built by the Railway engineers, entirely destroyed, together with the whole of their property. Information was received that the insurgents had gone to Muheshpore, and at midnight, twenty-nine elephants lent by the Nabob, were loaded with 200 sepoys, and moving all night reached it at day break. The enemy, though taken by surprize, were evidently prepared to resist our troops, and fired a large number of arrows and some muskets. Mr. Toogood, when within thirty yards of their body, called on Captain Birch to fire. In about ten minutes the main portion of Santals was driven from the banks of the tank where they had made a stand. But other attacks were made on our troops from the village, which was not mastered under two hours, when the insurgents were driven across the river into the thick and impenetrable jungle. One hundred of their number are supposed to have fallen in the encounter, and an equal number was wounded. Five of our sepoys were injured by arrows not posioned. A large quantity of property which the santals had plundered, fell into the hands of the victors, consisting of palankeens, a buggy, copper and brass utensils, silks, cloths, and 7260 Rupees in cash. 28 Santals were made prisoners. The Thakoor, or god of the insurgents was at a village, about forty miles from the scene

of action, and it was Mr. Toogood's intention to lead the troops to that place as soon as possible, in the hope of at once quelling the riot. We trust he will not put his design into execution at this season of the year, when a larger number of troops are sure to perish from the deadliness of the climate than from the arrows of the enemy.

The intelligence from Rajmahl is unpleasant, but still uncertain, Mr. Vigors who was reported to have been killed, is alive and is said to be in a building at Rajmahl which he and the Railway people have fortified. Intelligence was received by a steamer which had come down to Jungypore that the Hill Rangers had attacked the Santals, but their guns would not fire, and they were all defeated and fled, except the European Quarter Master Sergeant, who stood his ground and killed and wounded a number of the enemy, but was at length overpowered and killed. The conduct of the Hill Rangers is attributed to treachery, as they are all, if not Santals, at least inhabitants of the same range of mountains. A letter of the 20th from Brehampore states that the sepoys of the 7th who were engaged were half inclined to retreat, when 500 men found themselves opposed to 8,000 and that they fired into the air, for which several were knocked down by their officers. But this statement is not likely to be true, for men who are seized with a panic, do not fire their pieces in the air. Nor is it likely that so large a body would quail before any number of an enemy armed only with bows and arrows. A letter of the 19th from the neighbourhood of Jungypore states that the whole of the 40th Regiment were at Rajmahl and would afford ample protection to that line of country.

The insurrection is evidently spreading over a wider circle, and daily becoming more serious, and demands the most earnest and immediate attention from the Government of India, with whom it rests to sanction every movement. Independently of the loss of life, and of revenue which it must entail, it is exhibiting the British Government to its native subjects, in an attitude of weakness such as we have never exhibited since the battle of Plassey.

—ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া, ২৬.৭.১৮৫৫

...মুরারুই হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে উক্তস্থানের [ ] নাজির ইচ্ছা পূর্ব্বক সাঁওতালদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে .... হইয়াছেন, তাঁহার সমভিব্যাহারি অপর এক ব্যক্তি ... হওয়াতে অন্য সকলে প্রস্থান করণে বাধ্য হয়। অপর যে দুই দিন যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তিন শত সাঁওতাল হত হইয়াছে, তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে স্থির হইতে পারে নাই।

সাঁওতালদিগের অত্যাচার জন্য .... ঘর দ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া যাহারা পূরণিয়াতে গিয়াছে তাহারা আহারদি প্রাপ্ত না হওয়াতে অস্ত্র ধরিয়া অত্যাচার করিতেছে।

হরকরা পত্রে লিখিত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি সাঁওতালদিগের রাজার মস্তক কাটিয়া দিবেক তাহাকে পাঁচ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন, আর যিনি তাহার অনুচরের শিরচ্ছেদন করিয়া আনিবেন তাহাকেও প্রত্যেক মস্তকের হিসাবে ১০০০ টাকা প্রদান করণে সম্মত হইয়াছেন।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২৭.৭.১৮৫৫

The Santhal outbreak is apparently losing ground in public estimation. In the course of the week before last, we had pretty circumstantial details of the movements of the insurgents published in the columns of our English contemporaries. But as last week drew to its close, the accounts became shorter and fewer, thereby showing that people had less to write upon. What was this owing to? We have not heard of any military aperations having been undertaken against the Santhals and brought to a successful issue. We have not heard of any great battle having been fought with them, which had driven them back into their mountain fastnesses. We have not yet heard of the troops sent from Barrackpore, Dum Dum, Chinsurah and Balligunje having yet taken the field against them. Then what was this silence owing to? Has the handful of men, who accompanied Mr. Toogood, the Magistrate of Berhampore, on twenty-nine elephants, and captured some Santhals while they were cooking their meals at leisure, and without any very formidable weapon of war about them, been sufficient to quell the insurrection? If such be the case, as we apprehend it is, we will venture to say that the outbreak of the Santhals is not an organized insurrection or a political crime. We suspect, indeed, that government has been imposed upon, by an uncalled for alarm created by parties interested in magnifying the puny outbreak of the Santhals into a regular revolt for the purpose of overthrowing its power. We have received a letter from Midnapore in which nothing is said of the attack which an English contemporary tells us, the authorities there expected from the Santhals, and, therefore, could not comply with the requisition of sending down the shekawattee battalion at present doing duty at that place. We have seen several persons who have come down from places not very far from the alleged scene of the insurrection, and from whom we gather that the Santhals being oppressed and ill-treated by the railwaymen, and not obtaining that justice at the hands of the local authorities which they expected in their simplicity of thought, were exasperated to take the law into their own hands, and committed an affray (Dungah). They laugh at the idea of the British Government having despatched such a strong force against them as two whole regiments of native infantry, some Europeans, a squadron of the Governor General's body guard, and four mountain Guns. If the railway people, they add, had stood their ground, instead of being frightened at the apparition of their own sins of commission and omission, or if they had promised to hear their numerous grievances, and to redress the worng of which they complained, the matter would not have taken such a serious turn. As the completion of the railway is a most desirable object and as its further progress is likely to be seriously affected by any harsh measures, which the Governmnt might be led to adopt against the unfortunate hill men, we would humbly suggest the propriety, nay the absolute necessity, of tempering justice with mercy in the proceedings that might he had against the Santhals. The Hurkaru says that the state ought to indemnify those merchants who have advanced money to the indigo planters in the disturbed district, whose crops have been destroyed, and who have no means of paying back what they have received from them. We cannot agree with our contemporary, seeing that Government has never done so in this country, what ever the custom or law may be in England. No

compensation that we know of, was paid to those who lost their property by the insurrection of Teetoo Meer, who raised the standard of revolt in the district of Baraset in the year 1833.

—হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর, ৩০.৭.১৮৫৫

The following is from a friend at Raneegunge, dated 29th ultimo—

"Information was received an hour or so back that the sepoys despatched towards Nuggur have been obliged to retreat before the Santhals, and it is believed that their commanding officer, Lieutenant Toulmin, has been killed. It is hoped here that this will all turn out a rumour only. An Express train conveys about 200 men of the 56th to Panaghur station, whence they will go across the country. Troops are coming and going daily so that every one is very busy. More anon.

Another letter dated 30th ultimo also from Raneegunge, says,—

"The Santhals are in possession of Nagore, and are, it is rumoured to advance on Sooree, one of the rivers has so overflowed as to stop the progress of the troops going to Sooree, who have been obliged to return. We expect more troops from Calcutta and Barrackpore.

—বেঙ্গল হরকরা ১.৮.১৮৫৫

THE SOUNTHAL INSURRECTION has in its progress developed all the features of a predatory expedition. Barbarians are incapable of conceiving a political purpose, and the movement of the Sounthals is no exception to the general history of such irruptions. They might have been originally impelled by motives of revenge to issue out of their jungles and hills, but at present, so far as we can judge, the love of plunder and rapine chiefly sustains the energies of the marauding parties. In proportion however, as such a movement loses its political character, and with it, necessarily, much of the danger attendant upon such internal commotions, its suppression becomes more difficult. In the present instance, the length of frontier exposed to the attacks of the Sounthals, the meagreness of the military force available for its defence, the absence of an adequate amount of cavalry the season— unfavourable as it is to rapid locomotion, are all causes which will operate to protract the duration of these disturbances.

Most absurd statements of the extent of the insurrection and of the power of the insurgents have been circulated through the community, and these are, in some measure, countenanced by the progress which the insurgents have made in one or two directions into the open districts, and the terrible ravages they commit when they enter the villages. The information from the disturbed districts is still very imperfect, and we would submit for the serious consideration of the Government of Bengal the propriety of its communicating to the public the reports which the Magistrate must be daily making to the Lieutenant

Governor. This is the more necessary in as much as designing persons and professional robbers have taken advantage of the local panic to resume business on their own account in a very active style and with many chances in their favor. Nor are schemers of a more ambitious order absent to add varnish to the tales of the terrified letter-writers of Beerbhoom and Bhaugulpore Zillahs. One of these had heard that there was a flat nosed man to be seen in among a Sounthal mob. This piece of gossip, in its passage from Beerbhoom to Furreedpore, through, of course, the Calcutta papers, has assumed the shape of a confirmed report that the Sounthals are acting under Nepaulese instigation and leadership.

In point of fact, as we have said, the Sounthals have made a rather disagreeable progress in some parts of the country. Rajmehal, by one account, has been plundered, Monghyr has been threatened, and volunteers and invalids are reported ready to be embodied for the defence of the town, Peer Pointee has been occupied by the insurgents after they had driven off a party of the Hill Rangres, they have possessed themselves of Nuggur, a place only about 6 miles distant from Soory, the sudder station of zillah Beerbhoom, alter defeating a body of troops of the line with (as is reported) the loss of their commander, a European commissioned officer ; a number of villages on the estate of Rajas Pertapchunder Sing and Isser Chunder Sing have been sacked, and about fifty of the tenants who had been armed for the defence of the places have been killed. The Rajah's country residence and the splendid Takoor Baree which contains spoil enough to glut the whole Sounthal race are threatened. All the available troops have been moved up from Barrackpore, and the Allypore Militia and the Governor General's Body Guard have marched towards the disturbed districts. The military operations undertaken have yet produced but little effect, and the troops must wait for strong reinforcements from the upper provinces to enable them to circumvent — the only way of effectually reducing predatory hordes— the Sounthal insurgents.

— হিন্দু পেট্রিয়ট, ২.৮.১৮৫৫

The Sonthal Insurrection — The latest intelligence is that the rebels have captured Nuggur, and are fifty miles from Moorshedabad. The march of our troops has not produced any great effect upon them. They are ravaging the country round with great barbarity.

—সিটিজেন, ৩.৮.১৮৫৫

The Insurrection — The following is from a Moorshedabad letter dated the 30th ultimo :—

"Instructions have been issued by the Newab to his ryots and jagheerdars of his talooks to assemble with offensive and defensive arms in the cutcherry whenever the sound of gongs shall reach them, in case the Sonthals invade or appear near any of his talooks.

A report is again abroad in the city that the Sonthals have determined to attack Moorshedabad and Baloochur about the middle of the month.

The Sonthals. I am just told, have adopted a new mode of chastising the people ; having plundered a village, they take with them a number of men and women, and cut off their hands and feet to offer as sacrifices to their Goddess Kali ...

—বেঙ্গল হরকরা, ৩.৮.১৮৫৫

We derive the following version of the miraculous birth of the Sonthal king or Thacoor from a person who was not long ago in the disturbed districts and hear the story from some of the Sonthal people. In a certain village of the tribe dwelt a Sonthal couple who had an only child—a girl not ten years of age. One night the girl was apparently seized with the pangs of labor, but as such a thing was improbable in the case of a child so young, the girl's parents attributed it to some unknown disease. To their utter confusion and alarm, however the girl was safely delivered the next morning of a fine boy. Astounded at an event so monstrous the parents in the first impulse put the girl and her infant out of the hut. Others Sonthals however taking compassion upon the discarded children, received them into their house. To the astonishment of all the infant rapidly progressed in growth every moment, by mid day it became a promising boy, and in the evening of the same day a likely young fellow fit for any thing, as he seems to have proved to the satisfaction of all by revealing himself as one of the gods come down upon the earth to rid the country of the Feringhee, and having achieved that great work, to reign over the Sonthals as their king ...

—বেঙ্গল হরকরা, ৪.৮.১৮৫৫

We hear that Major General Lioyd has sent an urgent requisition, through the Adjutant General's office at the presidency, to Government for Cavalry and Artillery, without which he states he can do nothing effetual towards the suppression of the Sonthals insurrection.

—বেঙ্গল হরকরা, ৪.৮.১৮৫৫

The statement that Sooree had been taken by the Sonthals and six officers killed which appeared in yesterday's Citizen, cannot be true. A Telegraphic Message was received by Government announcing that the place was safe and more troops arriving on the 31st ultimo. If it had been captured on the 1st no express could have brought the news to Barrackpore on the 2nd, and therefore the statement in the letter of that date from the above station cannot have any foundation in fact.

—বেঙ্গল হরকরা ৪.৮.১৮৫৫

Burdwan— A correspondent of Burdwan writes the following under date the 1st August the insurrection of the Sonthals Koles and Bheels has become the general topic of conversation in every circle. Every body seems to be panic stricken, but surely there are no sufficent reasons for being so, some native official employed in the Government Revenue Department near Rajmehal have from an apprehension of being attacked by the insurgent, come down with their families to this station. I further understand that on the following night the houses which they occupied there were looted.

The Rajah has employed a large number of sepoys and some artillery for his safety. His Highness as I anticipated in my last, rendered every assistance which was desired of him by Mr. Elliot for the expedition. ...

—বেঙ্গল হরকরা, ৪.৮.১৮৫৫

We have received the following further particulars regarding Lieutenant Toulmin's conflict with the Sonthals. It appears that he had fired at and wounded one of the enemy, but as he only fell to his knee stepped forward to cut the man down and when in the act of so doing received an arrow in the neck. The wound would seem to have stupified him, and before he could recover himself some twenty Sonthals rushed out of the jungle upon him and when last seen he was entirely surrounded by these men, who were cutting at him, with their axes. A reward of a thousand rupees has been offered to any one who will bring in Lieutenant Toulmin alive and a smaller reward for his body, should he have been killed...

—বেঙ্গল হরকরা, ৬.৮.১৮৫৫

The following is an extract of a letter from Mr. Toogood, dated camp Bhagnadihee, July 25, 1855:—

"I left Coochpara at about 6 A. M. yesterday, with the troops en route to Birheyte and Bhagnadihee. After we had marched about three miles we entered a pass through the Hills which led into a large valley in which is situated many Sauntal villages. We had not proceeded above a quarter of a mile when we observed a body of Sauntals about 200, strong, emerge from some distance and advance in an easterly direction towards us. Captain Middleton, Mr. Tylor, and myself rode forward, and three guns were fired... the rebels came on under Kanu with naked swords and bows and arrows. A company advanced under Lietunant Parlby to the attack; but though several shots were fired not one of the rebels appeared to be hit and they retreated in good order to the Hills and concealed themselves in the jungle.

I deemed it advisable to call upon Lietunant Parlby to burn the villages from which these rebels emerged, which being done we proceeded to Barheyte and arrived at about 1

P. M. We found the village totally deserted and plundered. Mr. Pontet's bungalow had not been fired, but there was not a vestige of anything remaining in it. Here on the banks of a tank, Captain Birch halted his men and Captain Middleton, Mr. Tylor, myself, and a few of the Nizamut troops rode on to the village of Bhugnadihee, about $1\frac{1}{2}$ miles distant in a south westerly direction. We found the village totally deserted, and in the compound of Kanu's house under a large cover made of wicker work the Thacoor, which consisted of a circle of mud about 2 feet in diameter raised some 2 inches, but connected with the adjacent earth, and having in the centre another small circle about three inches, in diametre and similarly raised about 2 inches, in fact the Thacoor was exactly like one of the solid wooden cart wheels used by these Hill people. It was cracked in two places, and report says, that when milk was poured on it from its fissure sit spouted un and other phenomena were seen. Around the Thacoor were the heads of goats and two buffaloes, which animals were early that morning offered as an oblation to the deity, after which Kanu led forth the men to attack us in the valley. I have before mentioned, leaving Sedu, who was disabled by his wrist being broken at the fight at Moheshpore, to look after the Thacoor Baree and plunder. But on his hearing from some persons whom Kanu sent across the Hills, that we were marching on Bhugnadihee he deemed it prudent to decamp with as much of the plunder as he could, and consequently little has fallen into our hands, except four elephants, the property of the persons noted below ; some howdahs, palkies, two guns and one rifle (English), some brass pots, European's clothes, and grain—all the gold and silver ornaments and money has been carried off.

I am happy to say that in the Thacoor Baree I found a tin box, and in it several of the papers and documents of the ringleaders, the seal of the Darogah of thannah Digee, who was murdered, some orders of the Magistrate of Bhaugulpoor, Sedu's written orders, copies of some of which I send for your perusal. They are chiefly written in the Hindee language, those only written in Bengali are sent.

From enquiries made by me last night of the adjacent villages, I have learnt the following particulars. This rebellion has been instigated by four brothers, resident of the village of Bhugnadihee, by name Kanu, Sedu, Chand and Bhyrub, all manjhee, of whom, Sedu and Chand were at home, and the two others in the houses of their father-in-laws at Simulchap; pergunna not known, in the district of Bhaugulpore about 10 miles distant from this place. About two months ago Sedu and Chand went about and told the manjhees, or Mundles of the villages that a Thacoor had descended in their house, and therefore all should bring a cup full of milk and present it as an offering. The villagers asked in what form the Thacoor had appeared. They said in a flame of fire. The two brothers also said that on Friday next he would come again and on that day all should be assembled at their house. The villagers in obedience to the order of Sedu and Kanu, took milk every day to their house which was placed before the Thacoor, and it was reported that the milk used to rise up and was thus a proof of the Thacoor's presence. Sometimes, when a man was doubted, his cup of milk was decleared to be of a bluish color, and he was there pro-

nounced to be untrue to Thacoor and the offering was refused. When Friday came all the villagers went to see the Thacoor at Sedu and Kanu's house, and were told by the brothers that the Thacoor had not come that day, but would on the fifteenth day of the moon, which would be about fifteen days hence. Sedu shewed them two printed books and two pieces of papers and a small knife, and said these things were sent by the Thacoor, who had said they should be king, that only one anna should be paid for each oxen plough and two annas for a buffalo plough, that their creditors should not be paid, and that in future only one pice per Rupee per annum should be paid as interest; that the English were to be driven out of the country, and water only would come out of their guns etc. Before the fifteenth day of the moon came, Sedu began to collect all the Sauntals together in his house of Bhugnadihee. They came with bows and arrows, swords, axes and drums. Sedu's other two brothers who were at Simulchap also collected men and joined him at Bhugnadihee, and the force amounted to about 10,000 men. The Darogah of Dighee having received information of all this went with about 8 or 10 burkandauzes to Panchkattea, which is three miles distant from Bhugnadihee, and was met there by about 500 Sauntals, under Sedu. He sent for the Darogah and asked him why he had not presented himself before in accordance with the perwannah which he had issued to him. The Darogah replied that he was absent from his thannah. Sedu then ordered the Saunthals to surround the police, and with his own hands cut off the head of the Darogah, and the burkundauzes were killed by his followers. He then proceeded to murder all who would not follow him, and plunder and burn their villages. Chand Manjhee, it appears, remained at home whilst Sedu, Kanu and Bhyrub led the rebels. At Mohespore Sedu received a musket shot on the wrist of his right hand and Kanu and Bhyrub received a shot in the abdomen and back respectively, but none of these wounds are of a serious nature. Sedu carried wounds of a serious nature. Sedu was carried away from Moheshpore, on a charpoy after the fight at Moheshpore and the four brothers returned to Bhugnadihee with four elephants and a quantity of plunder, and have since remained at home. Yesterday, hearing of the arrival of the troops they sacrificed two buffaloes and ten goats, and Kanu with sixty or seventy men, went forth to Raghunathpor to fight the troops, about twelve o'clock in the day, some of the Sauntals came runing back to Bhugnadihee, and said that Kanu was shot and had died. Sedu and the other two brothers hearing of this fled to the Hills, taking with them as much as they could of the plundered property.

These villages are under the charge of Mr. Pontet ; they belong to the thannas of Tieree and Dighee, and Sedu and his brothers are common sort of men, much in debt and never paid their creditors.

I have burnt the village of Bhugnadihee and with it the whole of the Thacoor Baree, and issued the enclosed proclamation It is reported we are to be attacked with a large force to-morrow, but I don't believe we shall be.

The four books which it is reported fall from heaven and in which the order of the Thacoor were written, and which books were read every day at the Thacoor Baree, are

translations of the Gospels of Saint John into Bengallee and other languages. They were found on the verandah of Sedu's house, where he used to sit and dictated his orders, and close to the verandah was the Thacoor. The books were wrapped up in a white cloth and tied round with a piece of gold string."

—বেঙ্গল হরকরা ৭.৮.১৮৫৫

Little information of importance has been received from the disturbed districts for many days.

The Moorshedabad district is reported to be perfectly cleared of the Sonthals.

The accounts regarding the Beerbhoom district are conflicting. The most probable statement is that the Sonthals have retired from the south part of the district, but that they are hovering about in large numbers in the pergunnahs. North of the More and threatening again to cross that river to attack Nagore and other places. Detachment of troops are well posted for the defence of the country but it is not thought practicable by the civil officers for the force now in the district to adopt at present any material [ ] of offence against the insurgents. Brigadier Bird left Raneegange yesterday morning for Sooree with a reinforcement of troops and three 3 pounder guns.

From the Bhaugulpore district there has been an absence of information during the last few days. But the troops in that district are now in great force, and some active operations may be looked for from the directions of Bhaugulpore, Colgong and Rajmahal, aided as the troops are there by the accurate local knowledge of Captain Sherwill, Mr. Pontet and Mr. Barnes, an Indigo planter.

Mr. Bidwell has been directed to proceed to Rajmahal as a special Commissioner.

General Lloyd would it is supposed, have reached Rajmahal on the 1st or 2nd instant.

—বেঙ্গল হরকরা ৭.৮.১৮৫৫

কোন বিশেষ বন্ধু কান্দি হইতে যে ভয়ানক সান্তালদিগের বৃত্তান্ত বলেন ১৫০ খান গ্রাম লুট ও দগ্ধ করিয়াছে এবং মুরশ্চি পর্য্যন্ত যাইয়াছিল অদৃষ্ট ক্রমে কিছু করিতে পারে নাই।

আমরা অবগত হইলাম যে অত্যাচারি সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায় তিন চারি সত লোক ধৃত হইয়াছে, অনেকে হত ও আহত হইয়াছে, মেং পটেন সাহেব এক দল সৈন্য সহিত পর্ব্বতে উঠিয়া অত্যাচারিদিগের ঠাঙ্গার বাটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই, স্থানে২ অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে, প্রায় ৮০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া ভাগলপুর আক্রমণার্থ গমন করিয়াছিল কিন্তু সম্মুখে এক নদীতে তাহারা গভীর জল দেখিয়া ভাগলপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, ঐ নদীতে নৌকাদি কিছুই ছিল না, একারণ তাহারা বীরভূমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে এতদ্দেশীয় কারাগার সমুহের তত্ত্বাবধায়ক মেং লচ সাহেব রাণীগঞ্জের ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে ও পশ্চিম গমনের প্রশস্ত রাস্তায় সাঁওতাল দিগের অত্যাচার নিবারণের ভার গ্রহণ করিয়া গরুর গাড়ি ও মজুর লোকদিগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন, শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের জামাতা আপনার অধীনস্থ গাড়ি সকলের চাকা খুলিয়া স্থানে স্থানে রক্ষা করত গো ও

গাড়োয়ানদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন, এই বিষয় মেং লচ সাহেব অবগত হইয়া তাঁহাকে বিধিমতে ভয় প্রদর্শন করাইবাতে তিনি সাহায্যকরণে সম্মত হইয়াছেন।

আমারদিগের ফ্রেণ্ড সহযোগী মহাশয় গত গুরুবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন যে "সাঁওতাল দিগের অত্যাচারে প্রজাপুঞ্জের যে ক্ষতি হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছুই দিবেন না, বোধ হয় রাজস্ব বিষয়ের জমীদার দিগের সহিত কোন প্রকার বন্দবস্ত করিতে পারেন, আহা সাঁওতাল দিগের নিকট হইতে যুদ্ধের দ্বারা যে সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতেছেন তত্তাবৎ কি রাজকোষভুক্ত হইবেক, গবর্ণমেণ্টের এই বাণিজ্য মন্দ নহে, এইরূপ দুই চারিটা বিদ্রোহ হইলে এই বঙ্গদেশের কি ধনি কি নির্ধনি সকলের সকল বস্তু রাজকোষে ন্যস্ত হইতে পারে।

সমাচার সুধাবর্ষণ ৭.৮.১৮৫৫

চারেলস এলেন নামক জাহাজারোহণে দানাপুর হইতে সেনা দিগের আগমন করিবার কথা ছিল কিন্তু উক্ত জাহাজ গমন না করাতে সেনারা এতদ্দেশীয় নৌকারোহণেই আগমন করিতেছে মেজর জেনরল সাহেব অশ্বারোহি সেনাদিগকে প্রেরণ না করাতে কমিস্যনর সাহেব অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন, কতক গুলীন যবন, গোয়ালা, কামার ও কলু ইত্যাদি লোকেরা সাঁওতাল দিগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। রাজমহল হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, যে মাজিস্ট্রেট মেং রিচার্ডসন সাহেব গাড়ি আনায়ন নিমিত্ত কতকগুলী পুলিসের লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন সাঁওতালদিগকে দৃষ্টি করিয়াই তাহারা প্রস্থান করণে বাধ্য হইয়াছে, বারোজন সাঁওতাল ও তাহার দিগের ১০০ স্ত্রীলোক মহারাজপুরে প্রবেশ করিয়া পুরুষেরা প্রজাদিগেকে প্রহার করিতে থাকে স্ত্রীগণ লুট আরম্ভ করে, প্রজাগণ প্রথমতঃ অতিশয় ভীত হইয়াছিল, পরে বিপক্ষদিগকে অল্প দেখিয়া সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে এবং লুটীত দ্রব্যাদিয় কাড়িয়া লইয়াছে।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৯.৮.১৮৫৫

THE SONTHAL INSURRECTION FROM THE BEGINNING

The details of this extraordinary movement are becoming confused. What with imperfect information, frightened newspaper correspondents, and the wide extent of territory occupied by the insurgents, it has become difficult even to trace the daily progress of the revolt. Europeans are killed one day, and fighting bravely the next ; the Hill Rangers are behaving gallantly according to one message, and returning to camp because the Sonthals would not attack them, according to the following one; while the position of the Regiments employed becomes wholly undistinguishable. The almost unknown names of Sonthal villages increase the abscurity, untill the public has gradually come to believe only one thing, viz. that the rebellion is not yet suppressed. We have at length perused a connected history of the revolt, and from this and some other sources we shall endeavour to draw up a succinct and intelligible narrative.

Of the real cause of the first movement little is yet known. From that little, however, thus much may be gathered. The Sonthals have of late been exceedingly irritated by the presence among them of a number of shrewd Bengalee Muhajuns or moneylenders, who speedily emptied the hoards of a simpler people. With the want of forethought peculiar to

savage races, they borrowed money without stint and speedily found themselves tied hand and foot by the most merciless of human creditors. To add to this source of irritation, they found themselves— by their own statements— compelled to submit to the extortions of the Amlah of the court. The investigations, they said, were made by these men, and they could not bear the expense. All these grievances, however, might have gone on for years, had not they been experienced by a family of some importance. This family, consisting of four brothers appears to have been either ruined by the Muhajuns or injured by the Amlahs. One at least of them has been a dacoit leader, and perhaps his experience in that capacity may have added at once to his influence and his contempt for Bengalee valour. This man Kanoo Manjee and his brother Sindhoo Manjee appear to have resolved on a great attempt at revenge. They issued proclamations, artfully appealing to the grievances we have mentioned, and declaring that their deity, or the deity — we are not certain which — had become incarnate in the person of a child. Of course the Avatar spoke through the mouth of Sindhoo, and so speaking commanded the Santhal people to chase the sahebs, the Muhajuns and the Amlas from the nither side of the river. He promised them, moreover, that he would protect them from their enemies, turn the sahebs' swords into sticks, and their cannon balls to water, and give to the Sonthals the entire command of Bengal and its wealth. The proclamations were obeyed apparently by some thousands, whose numbers rapidly increased with their first success.

The first intelligence of the outbreak was received at Bhaugulpore on the 4th July by the Magistrate, Mr. Richardson. On the 7th, the Daroga of Dighee was murdered, and from this moment the rebellion spread fast and far. Between five and ten thousand men were believed to be in arms in the districts lying between Rajmehal and Aurungabad, which they laid waste in every direction. Their only plan of operations appears to have been to march from village to village, destroying all houses, murdering all Europeans, Amlah and police, and plundering all Bengalees. Generally all in the village attacked, men and women, young children, and old people were put to the sword, and their bodies brutally mangled. The flame gradually spread, till the Northern portion of Aurungabad, the line of territory between Sikree and Colgong, a considerable protion of Bhaugulpore, and the whole of Beerbhoom were swarming with marauding savages.

—ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া ৯.৮.১৮৫৫

Howsoever speedily or completely this Santhal insurrection may be put down—be its suppression the work of today or to-morrow—there can be no denying that it has inflicted upon us a loss which it will be the work of years to repair. We speak not now of fair fields laid waste of flourishing villages made desolate beneath the hands of the incendiary and the pillager of the destruction of property of thousands of our peaceful the fellow subjects being barbarously massacred, of a whole province being converted into a scene of anarchy and rapine and murder : God knows these are grave and most lamentable losses; but graver

and more lamentable still is the loss that must accrue to the state from the forcing of the inevitable conviction upon the mind of its subjects that their Government, with its so much vaunted prowess, is unable to protect them, that powerful as it may be to curb distant nations and impose its trammels upon other realms, it is powerless to maintain peace and order in its own. Let the armed array of the Santhal rebels be utterly crushed to-morrow, and let the most terrible retributive punishment fall upon the whole offending race, this cannot restore plenty to the desolate fields,—it cannot restore life to the thousands of victims,—it cannot rebuild the levelled homesteads—nor, graver consideration still, can it restore confidence in their rulers to the survivors of the outbreak from which those rulers proved themselves unable to protect them. It is impossible to conceal from ourselves, however we may endeavour to gloss the matter over. What the feelings of the people of India must be on this subject. It is impossible to lull ourselves into the belief that those feelings are the same as they once were—that there exists the same respect, the same confidence. It cannot be. It is not now as though our armies weakened perhaps by disuse and laboring under all the disadvantages attendant upon carrying on a war in a hostile and distant country, were to suffer a repulse. A check of that kind might be colored over, and even if detailed in its true colors the unfavorable circumstances that led to it would doubtless be considered by the public mind. It might not materially our well won and long-retained prestige. But here, what can be urged is pallitation of the disgrace that has fallen upon us? Here in the very heart of our oldest and most peaceful province — one of which we have had undisturbed possession for a century — under the eyes of the supreme Government, within a day's journey from the metropolis of our empire—we find a rabble of demi-savages setting our authority at naught and our arms at defiance, we find them laying waste hundreds of square miles of rich and peaceful territory, we find them burning and pillaging and slaying, we find them persevering in their rebellious and murderous carrer for a period now extending over a month, and hitherto almost without a check : what conclusion can the public draw from this, save that either through indifference or weakness the Government is unable to protect those whom it is bound to protect. May be urged, it is urged we see, on behalf of the Government that such an outbreak could not have been anticipated — which however amounts to nothing more than an acknowledgement that the Government was not on its guard and therefore only damages the cause that it is intended to support. Vigilence is the first duty of a government and without it strength itself is but of little avail. ... 'Moreover we are told' the insurrection was not only unsuspected and sudden, but so suddenly extensive, that it was beyond possibility that troops should be available on the instant for the protection of the country at a thousand points together stretching over an area of hundreds of miles. The police of course was utterly worthless for the purpose of checking the progress of parties of insurgents numbering thousands, and as for the population instead of banding together in self-defence as would have been done by the peasantry if a braver race than the pussillanimous Bengalee, they fled like sheep from the wolf. And "thus the insurgents had a clear coast before them". These statements.

we must admit, are admirably calculated to improve the cause in behalf of which they are urged. Firstly, the extraordinary vigilence of the government is interestingly illustrated by the fact that the population of a district , "stretching over an area of hundreds of miles" in the midst of our oldest province, commenced and matured their arrangements for a general rising assembled in arms by tens of thousands, declared open war upon the government, and not even a suspicion of danger was entertained until they had already far advanced in their career of rapine and murder. Secondly, the nature of the Santhal country so singularly favorable to an outbreak that the notorious pusillanimity of the peasantry of Bengal, and the equally notorious inefficiency of our police, are insisted on. — why we really cannot conceive, unless by some strange process of reasoning altogether beyond our comprehension the advocate of the government proposes to prove that these notorious facts — the inaccessible nature of the Santhal jungles the poltroonery of the neighbouring peasantry, and the inefficiency of the police — were sufficient inducements for the government to dispose of their troops in such a manner that when the insurgents at first burst into the open plains in straggling bands from half a hundred different points at not one point could fifty sepoys be immediately opposed to them. For days the work of spoliation and massacre went on uninterrupted by the check of a musket of the gleam of a bayonet, and even upto the date of the latest accounts it seems to have been rather watched than opposed by a few straggling bands of jaded and disheartened sepoys, hardly nerved to enter the Santhal swamps and jungles even by the gallantry of the half dozen British officers at their head.

The outbreak, we say again, with its attendant horrors must sadly damage the reputation of the Government. Every one of the thousands of unfortunates who fell victims to the sanguinary rage of the Santhals was entitled to the protection of the Government, and the people have just reason to complain that the protection was withheld—the juster reason in as much as no natural weakness rendered due protection impossible, but a neglect of the commonest precautions which it behoved the Government to take for the security of those dependant upon it created an artificial weakness where naturally there was none, — with what happy results we have seen and are seeing.

—মর্নিং ক্রনিকাল, ১৫.৮.১৮৫৫

সন্তালদলের গোল নিবারণের উপায় কি

আমরা ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না ইংরেজেরা কি উপায়ে সন্তালদলকে পরাভূত করিবেন জিলা পূরণীয়া অবধি মেদনীপুরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী গিয়াছে, সন্তালেরা পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ঐ সকল পর্ব্বত শ্রেণীতে সারিবদ্ধ রূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, পর্ব্বত নিম্নস্থ উপত্যকা নিবাসি অনেক প্রজাকে হস্তগত করিয়াছে, যাহারা তাহারদিগের পরামর্শ গ্রহণ করে নাই তাহারদিগের বাড়ি ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং অনেক প্রাণিকে কাটীয়া ফেলিয়াছে ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক তিন মাসের মধ্যেই সন্তালাবলী পাহাড়তলী সকল অধিকার করিয়া লইবে ইংরাজেরা তোপ গোলা গুলী সৈন্যাদি যতই

প্রেরণ করুন ইহার মধ্যে কোন রূপেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিবেন না, তাহারা পাহাড়ে২ বেড়ায়, নিম্নভূমিতে সম্মুখ সমরে আইসে না, ইংরাজী সেনাগণকে জলাভূমি দিয়া চলিতে হয় তাহাতে অশ্ব গজ উষ্ট্রাদি যাইতে পারে না, তোপ গোলা গুলীর গাড়ীও চলে না, বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্যেরাও ধান্য ভূমি দিয়া গমন করিতে পারে না অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে ইংরাজেরা কি করিতে পারিবেন, শীতকাল না আসিলে সন্তালকুল নির্ম্মূল হইবেক না, মান্দ্রাজীয় সৈন্য সকল আগমন করিতেছে এবং উত্তমাশা অন্তরীপে কাফ্রিদিগের দমনার্থ যে সকল সৈন্যেরা গমন করিয়াছিল তাহারাও আসিতেছে দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আমারদিগের ১৫।১৬ সহস্র সৈন্য সন্তালীর বিদ্রোহ স্থলে একত্র হইবে কিন্তু বর্ষাকালে সমর করিতে পারিবেকনা অতএব দুঃখি প্রজা সকল সাবধান হউক, রাজার সাধ্য নাই কি করেন, এ দুঃসময়ে প্রজাসকলকে উপরিস্থ মহারাজ রক্ষা করিবেন।

—সমাচাব সুধাবর্ষণ, ১০.৮.১৮৫৫

রাণীগঞ্জ ৪ আগষ্ট। ৫০ সংখ্যক পদাতিক দলের কিয়দাংশ সেনা লইয়া লেপ্টেনন্ত ফক্স সাহেব বাঁশকুলি হইতে সূরীতে যাত্রা করিয়াছেন এবং লেপ্টেনন্ত এণ্ডরসন সাহেব ৪টা তোপ সহিত বাষ্পীয় শকটে অদ্য এখানে উপনীত হইলেন তিনি কাপ্তান আলেকজণ্ডর সাহেবের অধীন রামগড় অশ্বারোহী দলের দুই কোম্পানি সেনা সহিত সুরী গমন করিলেন, এই সকল সেনা গেলে সুরীতে ৮০০ পদাতিক ৬০ জন অশ্বারোহী ও ৪টা তোপ একত্র হইবে নদীর এপারে একটী সন্তালও দেখা যায় না কিন্তু বোধ হয় পরপারে তাহারা দলবর্দ্ধ হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে ইংরাজি পত্র প্রমাণে লিখিয়াছিলাম সুরী লুঠ হইয়াছে, এক্ষণে তাহা মিথ্যাবোধ হইল।

ফতেপুর বীরভূম ৩১ জুলাই

সন্তালেরা নিতান্ত ভীত, তাহারা কেবল স্ত্রী বালক বৃদ্ধাতুর এই সকল লোকের উপর নির্দ্দয়তা করে, জেলা বীরভূমে কিছু দিন ৪।৫ রেজিমেণ্টে সেনা স্থানে স্থানে না রাখিলে শাসন হইবেক না, এ স্থানেব ৩।৪ ক্রোশ ব্যবধানে তাহারা এক নূতন রাজা করিয়াছে সন্তালেরা জঙ্গল ছাড়িয়া অধিকদূরে যায় না, আর অধিকলোক একত্র থাকে না, ক্ষুদ্র২ দলে বিভক্ত হইয়া কেবল দেশ লুণ্ঠন করে, কোন কর্ম্মে তৎপরতা ও সাহস নাই, যাহারদিগের সাহস আছে তাহারাও শিক্ষিত নহে, উক্ত প্রদেশের দারগাদি পোলিস আমলা ও জমীদার এবং গ্রামস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই পলায়ন করিয়াছেন, রেইলওএ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, রাজমহলে প্রদেশে সন্তালীয় দৌরাত্ম্য আরো ভয়ানক, সুরীর নিকটে অনেক সন্তাল সকল সমবেত হইয়াছে।

—সমাচাব সুধাবর্ষণ, ১০.৮.১৮৫৫

রামপুর হাট হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিন স্থানে সাঁওতালদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছে! জিনি পুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে লেপ্টেনাণ্ট লার্ড সাহেব ৫ জনকে হত করেন, মালহাটির যুদ্ধে কাপ্তেন জেরিস সাহেব ৫ জনকে হত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ চারিজন সেপাহি আহত হইয়াছে বামনী খালের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্রামে অপর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কতিপয় সাহেব ও চাপরাসি বন্দুক এবং শূকর শিকারের বরছা ধরিয়া যুদ্ধ করত দুই জনকে হত করিয়াছে, কিন্তু বিপক্ষেরা গ্রাম লুঠ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।

এ অঞ্চলের কোন স্থানেই লোক নাই, সকলেই প্রাণ ভয়ে প্রস্থান করিয়াছে এবং যাহারা ছিল, তাহারা হত হইয়াছে। নারায়ণপুর নামক গ্রামে ১০০০০ প্রজা ছিল, তাহারদিগের অধিকাংশ ধনাঢ্য, তাহারা কেহ নাই। স্থানে স্থানে মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহাদি সকল ভস্মসাৎ হইয়াছে। কমিস্যনর সাহেব ও ইঞ্জিনিয়র সংক্রান্ত কর্ম্মচারি মেং বরবেল সাহেব

এখানে ছিলেন, গত দিবস সিউড়িতে গমন করিয়াছেন, আমরা এইস্থান দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতেছি, কয়েকটা তোপ পাইয়াছি কিন্তু সেনা নাই, ২৫ জন সাহেব এবং ৬২ জন সেপাহি ও তাহারদিগের অধ্যক্ষ দুই জন সাহেব মাত্র আছেন। চাপরাসি দিগের সংখ্যা প্রায় ১০০ হইবেক, তাহার মধ্যে ১৫ জন বন্দুক ছুড়িতে পারে। অতএব আমরা পলায়ন না করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছি, আমারদিগের ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

সাঁওতালেরা প্রায় প্রতি দিবস দুই এক গ্রাম লুঠ করিতেছে, আমরা অরঙগাবাদের সংবাদদাতার পত্র স্থানাভাব জন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ১১.৮ ১৮৫৫

THE Santhals, of whom we now hear less and less every day, have, according to Mr. Toogood's report to Government, which will be found in another place, be taken themselves to the hills from which they had come down. The district of Moorshedabad is said to have been cleared of these marauders, and that of Beerbhoom is expected to be so in a short time. We do not hear of any further outrages having been committed by them, but on the contrary, we are told of their villages having been burned by the troops sent against them, their temples razed to the ground, and their houses in the plains pillaged by the executive police. Thus the tables are fairly turned upon them, but the weather will not allow of their being pussued into the jungles where they have fled. Mr. Toogood writes to Government to say that the four books which the Santhals supposed, had fallen from heaven, were no other than Bengallee translations of the Gospel of St John. How these mounstaneers came by them, would be an interesting enquiry...

— হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর, ১৩.৮.১৮৫৫

Mofussil

The Santhal Insurrection — we have not thought that idle runours circulated by some of our contemporaries required any refutation but we are requested to insert the following.

On good authority that the reports as to Sorool and Sooree and as to Mr Elliott having been missing, are utterly unfounded. Sorool has never been threatened and Mr. Elliott's constant reports from Sooree shew that no fears are entertained there of the result of any attack the Santhals may make. Indeed the force now is such that it will be strange if they venture to shew themselves. (E Man)

বেঙগল হরকরা, ১৩.৮.১৮৫৫

We are given to understand that the Santhals have offered to give up the three survivors of the four brothers, who were their leaders; but on certain conditions. Of course their surrender must be unconditional. We also learn that a body of paharees have joined the troops against the Santhals. (Bengal Hurkaru)

—সিটিজেন, ১৪.৮.১৮৫৫

The following in an extract from a private letter, dated Burdwan, 11th August :-

"You know Burdwan being on the borders of the Beerbhoom district, Sooree being only 30 miles, much apprehension was felt a fortnight ago of the Santhals coming down upon the Collectorate and the treasury. It is said one of their spies, with bow and arrow in hand, was seized by the Grand Trunk Road police, while making his way early in the morning to the station : he was taken prisoner by the Magistrate. Mr. Toogood, the Magistrate of Berhampore, has stormed their stronghold, burned their Thakoor-barree, and levelled their mud deity to the ground : the four ring leaders have been wounded, one since killed, and the others have fled to the jungles. The survey elephants, about six of them, have been drawn away by the Commissioner to the scene of conflict. I doubt not you know much more of this ferocious breaking out of the Santhal bears. I have lived in tents amongst them in the Jungle Mehals of the Midnapore district. They are poor and contemptible as enemies; their acts in this outbreak have been of the most repulsive nature, and they well deserve to be extirpated from the land. I know some people at Burdwan that have just rescued their lives by flight only ; having lost all their property, house and all; they were Railway Assistants who, on the whole, have been the greatest losers."

—সিটিজেন, ১৬.৮.১৮৫৫

Mofussil

(From our own correspondent)

Bancoorah — A correspondent from Bancoorah writes as follows — "the terror of Sonthals has not yet been removed from the minds of the inhabitants who still entertain a false opinion that a large number of Sonthals has assembled on the Soosonia Hills, and some day or other may attack their villages. The spies deputed by Government to enquire into the truth of the story say there is no foundation in the report and state that the Hill people whom they saw in the journey are much frightened at the Sonthal's insurrection, and intent to appear before the (authorities) for exploring that they are not at all concerned in the rising and do not intend to rebel against Government.

—বেঙ্গল হরকরা, ১৬.৮.১৮৫৫

A Correspondent of the Englishman writing from Bhagulpore states that "the sonthals destroy without mercy every soul falling into their hands with the exception of members of the following casts, viz. herdsmen, oil manufacturers, carpenters, blacksmiths and potters, those are likely to be of service to the future lords of the soil, and are in no instance to be molested." The truth of this statement receives some confirmation from the fact that there is an impression abroad among the lower order of natives in Calcutta, that when the Sonthals come here, as it is expected that every one who is not goalah, or talee or black-

smith or carpenter or potter, will be put to the sword. If young Bengal ever revolted, tailors, shoe-makers, wine-merchants and butchers would surely be spared. Only the otherday we overheard a domestic servant seriously advise his fellow servants, that when the Sonthals come to Calcutta, and they are asked who they are, to say that they are goalahs.

—বেঙ্গল হরকরা, ১৬.৮.১৮৫৫

Letters received from Bhaugulpore and Beerbhoom state that the Sonthals have made themselves scarce, and the inhabitants are enjoying their former tranquillity. Indigo factories have suffered much at Bhaugulpore from the workmen deserting them through fear. The factories are mustering workmen again, and things are likely to go on as before.

—বেঙ্গল হরকরা, ২০.৮.১৮৫৫

গত প্রকাশিতের শেষ

তাহারা প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র লোক পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়াছে এবং দলত্রয়ে বিভক্ত হওত একদল ভাগলপূরাভিমুখে একদল মুরশিদাবাদ অঞ্চলে ও অন্য দল বীরভূম প্রদেশে গমন করিয়া প্রজাবর্গের প্রতি গুরুতর দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে সম্পাদক মহাশয় তাহারদের অত্যাচারের বিষয় শ্রবণ করিলে কাহার হৃদয় কম্পিত ও শোক সলিল উপস্থিত না হয়। তাহারা করে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক নির্দ্দোষ প্রজাপুঞ্জের কণ্ঠনিঃসৃত শোণিত প্রবাহে পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতেছে সদ্যপ্রসূত শিশুকে জননীর ক্রোড় হইতে বল দ্বারা গ্রহণ করিয়া নির্দয়াচিত্তে তৎপ্রসূতার সম্মুখেই অসি দ্বারা বিনষ্ট করিতেছে পলায়ন অসমর্থ পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক জরা জীর্ণেন্দ্রিয় বৃদ্ধদিগকে নিষ্ঠুরচিত্তে শমন নিকেতনে প্রেরণ করিতেছে, গ্রামে গ্রামে প্রজাগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া গৃহে অনল প্রদান করত ভস্মীভূত করিতেছে, এবং কত কত পথশ্রান্ত ক্লান্ত পান্থদিগেরও কেশাকর্ষণ করিয়া শিরচ্ছেদন করিতেছে। হায়! রাজমহল হইতে দক্ষিণভিমুখে ত্রিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত কি মানব কি ইতর প্রাণী কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, গ্রাম সকল কেবল মৃতদেহে পরিপূর্ণ, দুগর্ন্ধে কাহারো গমনাগমনে সাধ্য হয় না যাঁহারা কোন প্রকারে পলায়ন পরায়ণ হইয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারদেরও ক্লেশের পরিসীমা নাই, কেহ বা একবস্ত্র হইয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করত কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু বান্ধবগণের শোকে অভিভূত হইয়া দিবা বিভাবরী রোদন করিতেছেন, কেহ বা হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া উন্মাদ প্রায় হওত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন এবং কেহ বা কি হইবে কোথায় যাইব এই চিন্তায় আকুল হইয়া ক্ষণে বিলাপ করিতেছেন। এখানকার শান্তিরক্ষক মহাশয়েরা প্রথমতঃ পাঁচশত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া তাহারদের দমনার্থ গমন করেন এইক্ষণে বারাকপুর হইতে এক হাজার ও দানাপুর হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য উপরোক্ত সৈন্যের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এ স্থলে এ প্রদেশস্থ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ঢুগুড সাহেবকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ করিতে কদাপি বিমুখ হইব না তিনি শারীরিক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও এ প্রদেশকে.... অবিনীত অসভ্য সাঁওতালদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। শ্রুত হইল উক্ত মহাত্মা এক দিবস অনাহারী থাকিয়া তাহারদের অন্বেষণে এবং স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে তাহারদের কতককে হত্যা করিয়াছেন ও কতককে ধৃত করিয়া বহরমপুরে প্রেরণ করিয়াছেন, শত্রুদলের আক্রমণ নিবারণার্থ অদ্যাপি উক্ত মহাশয় রাজমহলে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি অনতি বিলম্বেই সাঁওতালকুলকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে যাহা হউক পরে যাহা হইবে আপনারদিগকে অবগত করাইব।

সং প্রং

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২১.৮.১৮৫৫

The following is from Barrackpore. dated the 18th August, 1855 :-

"a friend writes from Raneegunge that all is quite there, and not a Santhal to be met within 40 miles of that place who has the least inclination to do injury. Thousands of these insurgents are coming to the authorities about Sooree to lay down their arms, with looks so pity-exciting that even the fathers, brothers and sons of those who fell victims to their cruel atrocities are induced to forgive them, even it they had had power to take vengeance."...

—সিটিজেন, ২১.৮.১৮৫৫

Koomerabad — The following is from Camp Koomerabad 18th August —

"Our detachment under the command of Lieutenant and Adjutant Fooks 50th N. I lelt Nunsoleesh on the 18th instant and marched ot Shadeepoor, close to the foot of the hills, where we halted for the day : the next morning we marchaed for this passing through some ugly places, where if the Santhals had been wide awake, they would have attacked us. We had scarce arrived here, and were sitting down to have a little of something to eat when we were aroused by cries of santhal log aya. We all get up and made ready to receive them ; as they were some distance off, Lieut. Fooks with a company advanced upon them, and after marching about two miles came upon about 150 of them, whom we soon dispersed, killing and wounding a few of their members; he then came back and we were quiet for the rest of the day. At day break the next morning we were alarmed by the same cries, of "Santhal log, Santhal log". We were jumped out of our beds, and saw much to our surprise a body of about 1,000 Santhals coming out of the jungle, about a quarter of a mile from camp, and entered the village immediately on our right. Lieutenant Dunbar marched his company down through the village and met them about half way, where his front section gave them such a dose of bullets, that after a few minutes they turned their backs and bolted leaving twelve or thirteen of their number ded in the street : two of our sepoys being slightly wounded with their arrows. We were kept on the alart all day by false alarms, which disgusted us much At night we had most tremendous rain, and there was a report that the Santhals were going to attack us during the night, we kept awake for some time. However every precaution having been taken we felt pretty safe and one after another fell asleep. In the night we were awake by the tent falling from the heavy rain; we ran out and took refuge in a little thatched place where our khidmatgars cook for us, getting heavy wet and feeling but comfortable. If the Santhals had come we should have been bothered a good deal. After a most wretched night, the rain cleared off, and the day promished fine, we soon heard the tom toms beating again and Garton of the 50th and myself, with a sub-division each, marched out in the direction from where the sound came; in the distance we saw a body of between 800 and 1,000 Santhals, but the jungle between us and them put a stop to our going on further. We sent back for orders, and were told

to return; lucky for us we little thought they had laid such a trap for us. About midday we were surprised by thousands of Sonthals who had crept up through the jungle without beating their drums, and completely surrounded the camp, we turned out sharp, and placed a company each side of the camp. On our turning out the rebels beat their drums most furiously and advanced to within 200 or 300 yards. shrieking and yelling till the hills rang again. I never heard such hideous cries, as they did not come nearer some of us took long shots knocking over some of them, and making them retreat a little on one side, however where the village is the scoundrels had crept up quite close, and stood some sharp firing, when they also retreated to a distance, then staid round us, advancing, getting picked off, and then retiring, keeping us with all ourwits about us for three and half hours; some of the number had muskets, but very few, our position is a nasty one, we are completely surrounded by hills and thick jungle, and would you believe it, all these Bengalees are in league with the Santhals. We have caught several actually taking provisions to them and of course giving them the news of us. We sit in a shed all day, expecting to be alarmed, and have not had a moment's peace since we came. The position of our sentries in the day time is generally on the top of some neighbouring trees. The Santhals we hear are determined to attack us again in greater force, as the village Koomerabad, (although a Bengalee one) is well known to contain a great deal of their plunder. Some of the Santhals with whom we fought yesterday, are we expect, from 'Nagore' as one of the rascal's had a sepoy's jacket on which he could only have got from one of the jacks who fell with poor Toulmin.

"To-day we have not seen any of the enemy, but hear their drums in the distance, the Sun, yesterday was awful, I wonder how we stand it so well, an August Sun is no joke.

"A wag amongst us observed during the engagement, that the showers of tears (TIERS) shed by the Santhals had little effect on our hard hearted jacks.

Another letter from Koomerabad, 17th August says, —

"You may have heard of the battle of Koomerabad before this, but here is a short account of it. Yesterday at noon an alarm was given that the Santhals were upon us, and in less than five minutes several thousands came flocking out of the surrounding jungles in bodies of several hundred each, all round the camp. The sepoys got ready in a wonderfully short time, and a company was placed on each side; we thought there might be a rush, but the Santhals had a dread of so many red coats, and kept their distance almost out of good musket range, about fifty of them were killed and knocked over at long distances; and although the arrows were flying thick over us no one was hit. On one side of the camp (the village side) the racals came withing sixty yards, and these were the men who had fought at Nuggur, as their chief was recognished by some natives and had a sepoy's jacket on. They yelled like fiends when any of their men fell, and made the jungles resound. This fun went on for about three and half hour in the most awful heat. I ever felt, and when they retreated, about four o'clock, I was not sorry to go and have a good drink, you may

think it odd our not following the archers up, but if you had seen the situation we were in, I think you would have done likewise. Report says they are going to attack us again. I went after about 1,000 of them with the light company, caught them in a 'gully of the village' and after a few shots they all bolted, leaving twelve on the field. the 'Doog-doogee-wallah' amongst the number, as he was found beside his drum, and his drumstick on the ground. two or three sepoys were wounded. This is all the news at present."—

(Englishman)

—বেঙ্গল হরকরা ২২.৮.১৮৫৫

A Correspondent from Burdwan writes as follows.

... Owing to the apprehended Santhal invasion, the Rajah of this place, has employed two hundred Durwans whom he has placed just opposite his gate.

—মর্নিং ক্রনিকাল, ২৩.৮.১৮৫৫

We lately stated on the authority of the report furnished to Government by Mr. Toogood, the Magistrate at Berhampore, that the district of Moorshedabad had been cleared of the Santhals. by the dispersion of a party of that tribe. who were cooking their morning meal on the borders of a tank near one of their villages called Bhagneeddee. And now we have accounts from Beerbhoom. another district which was supposed to have been threatened by the outbreak, alleging that every thing was quiet there; and that all the mischief which the savages have prepetrated, was the burning of some Bungalows belonging to railway men and plundering private property, for which they have already too dearly paid by the destruction of their villages and property by the troops sent against them, General Lloyd; who commands these troops took upon himself the responsibility of proclaiming martial law in the disturbed district, apparently to the no small gratification of the railway people, who longed for an opportunity of shooting the Santhals down as they would the birds and beasts of the forest, but the Government very properly directed the gallant General to recall his order, and thus disappointed the savage-hunters refered to. The General has since come down to Calcutta probably to afford an explanation of his conduct, and will, it is said, soon go up again. to Rajmehal after inspecting the arrangements made for cutting off the retreat of the Santhals through the Grand Trunk Road, if they should again venture to leave their mountain fastnesses. When he has done this, or as soon before as possible, we would like to see him promoted for his distinguished achievements against the Santhals, to the command of the corps of irrgular Cavalry. which the East India Company has offered to send to the Crimea to the assistance of the Allied troops.

—হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, ২৭.৮.১৮৫৫

The Hurkaru is informed that no damage has been done to the railway works by the Santhal, who only burned down some Bungalows and destroyed other private property.

—হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, ২৭.৮.১৮৫৫

সন্তালীয় সমাচার

২৯ দিবসীয় রাণীগঞ্জের পত্রে প্রচার হয় সন্তালেরা স্বীয়২ আবাস পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিতেছে, সমুদায় সন্তাল স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ও শস্যাদি খাদ্য দ্রব্য ও লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং অন্যূন ৫০০০০ হাজার গোমহিষাদি সহিত পলায়নোন্মুখ হইয়াছে তাহার দিগের সংখ্যা দুই লক্ষের ন্যূন হইবেক না, প্রায় ৩০০০০ সহস্র বিপক্ষ আফজলপুরের দিগে গমন করিতেছে, গাড়ি গরু ইত্যাদি যথা সর্ব্বস্ব সঙ্গে লইয়াছে এ জন্য শীঘ্র২ যাইতে শক্ত নহে, বগুড়া অবধি গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত স্থানের ট্রাঙ্ক রোডের সর্ব্বত্র সিপাহী ও অশ্বারোহী পাহারা নিযুক্ত হইয়াছে, গত দিবস পোলিস প্রহরিরা চারটী সন্তাল রমণীকে ধরিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের প্রত্যেকের ক্রোড়ে দুই একটী শিশু আছে...

রাজমহল হইতে সন্তালেরা সিংভূম মানভূম গমনের উদ্যোগ করিতেছে, এই কালে যদি সিপাহীরা তাহারদিগের উপর আক্রমণ করে তবে লুঠিত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া অধিক সংখ্যক বিদ্রোহীকে হতাহত করিতে পারে এবং দূরাত্মারা বিলক্ষণ শিক্ষা পায়।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২৮.৮.১৮৫৫

Rajmehal— We have just received the following from a correspondent at Rajmahal whose letter is dated the 26th instant— 'You will be glad to learn that all things up here promise well for a quick and satisfactory termination to the Santhal insurrection. It is this morning announced on undoubted authority, that one of the four great chiefs called Seedu has been given up to Captains Francis, commanding a party of the 13th N. I. some 20 miles from here. Seedu was seized by some of his own followers and brought in, the same people have again gone out to seize the other leaders. Some days ago it was announced to you that captain Birch at Umepara was in treaty with some of (Kanuh's) followers for the surrender of their chief.

(Morning Chronicle)

—বেঙ্গল হরকরা ৩০.৮.১৮৫৫

A private letter of the 28th instant from Raneegunge gives us some very welcome intelligence regarding the Santhal insurrection, confirmatory of the statements we published in our yesterday's issue of the rebels having began to surrender. A despatch was received at 4 O'clock, on Tuesday morning, stating that Mr. Mangles of the Civil Service, had gone out of the direction of Palgunge and there found some six or seven thousand Santhals with an inmense number of cattle. The rebels at first showed symptoms of alarm, although Mr. Mangles had only two or three men with him, but they soon recovered their confidence and came forward and offered to give themselves up. Two hundred Sonthals have come into Tope Chancy with Mr. Mangles. and the remaining six thousand are on the banks of the Burakur River. Lieutenant Clarke, of the 37th N. I ; and Ensign Garton of the 50th N.

I., have had a brush with the insurgents in the neighbourhood of Koomerabad, killing about twenty and wounding a large number; no casualties among the sepoys are reported.

A proclamation has been issued, offering a free pardon to all except the murderers and the ringleaders, who will come in and give themselves up within the next ten days.

—বেঙগল হরকরা, ৩১.৮.১৮৫৫

সন্তালীয় সমাচার

২৩ আগষ্ট বাসরীয় সুরীর পত্রে জ্ঞাতা করে ব্রিগেডিয়ার সাহেব ব্রিগেড মেজর এবং কাপ্তান আলেকজাণ্ডর ও রামগড় ইররেগুলর কাবেলরি দলের কিয়দংশ সহিত ১২ তারিখে সুরী হইতে রাণীগঞ্জে গমন করিয়াছেন, এই সকল সৈন্য সেনানীদিগের রাণীগঞ্জ গমনের কারণ অদ্যাপি প্রকাশ হয় নাই কিন্তু জনশ্রুতি উঠিয়াছে টোপকনশই এবং পরেশনাথ পাহাড় বাসি বিদ্রোহিরা দলে দলে আসিয়া সন্তালগণকে হাজারিবাগে লইয়া যাইবার জন্য প্ররোচনা দিতেছে কারণ হাজারিবাগে গমন করিলে কোল জাতিরা তাহারদিগের সহিত যোগ দিতে পারে। এ জনরব যদিও সত্য হয় তথাচ ইহা ভয়াবহ হইবেক না কেননা লেপ্তেনেন্ত লিডহাম সাহেব ১১ সংখ্যক ইরেগুলর কাবেলরি দলের এক কোম্পানি সেনা সহিত হাজারিবাগে আছেন দুরাত্মারা তথায় গেলেই বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবেক, সুরী ও কুমিরাবাদের নিকট আর কোন গোল যোগ নাই।

—সমাচার সুধাবর্ষণ ৩১.৮.১৮৫৫

গত বাসরীয় ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল, যে বিবি সাঁওতাল কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিলেন, দুরাত্মারা তাঁহাকে অনলে দগ্ধ করিয়া নির্দ্দয়রূপে হত করিয়াছে, এরূপ দুরাচরণ কোন দেশীয় লোকের করা দূরে থাকুক ব্যাঘ্র প্রভৃতি যাহারা মনুষ্যদিগকে সংহার পূর্ব্বক আহার করিয়া থাকে তাহারাও এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে না, অতএব সাঁওতালদিগকে বিধিমতে শাসন করিয়া এই অত্যাচারের পরিশোধ করা আবশ্যিক। (সং পং)

—সমাচার সুধাবর্ষণ ১.৯.১৮৫৫

A FRIEND at Burdwan writes "that an extra ordinary freak of authority took place here the other day. A few of the amlahs of the magistrate were returning home after office hours, and were talking on the Santhal expedition, expressing their fears as to the stability of the British Government in Bengal. Their Hukeem happened to pass that way on horse back, and overheard their conversation, and recognising them to be his own people, fined the Nazir, who was with them, fifty rupees and the rest ten ruppes each. What an arbitrary stretch of power is this! The Santhal, I hear are about to abandon their intention of being sovereign Lords of Bengal, as their Thacoor has failed to give them that success which he promised, and are contemplating entering into treaty with our Government by surrendering their chiefs."

—সিটিজেন, ৩.৯.১৮৫৫

A Correspondent writing from Jungypore under date of the 28th ultimo sends us some minute and interesting details of the rise of the Sonthal insurrection and an account of the

manner in which Mr. Henshaw and his two sons met their deaths at the hands of the rebels, both of which we publish below. From the same sourcee we learn that the Sonthals have not appeared in the neighbourhood of Jangypore since the 6th of the last month when they came to attack the party of the 31st N. I. stationed at Mohespore, and after making three advances against the place fell back into the jungles with the loss of their Doogdoogiewallah. Since this event they have neither been seen mor heard of in that quarter of the country. Doorgah and Runjeet Manjhees, a Darogah of Suddae and Rana and some eleven others were brought in prisoners on the 26th of August, and sent up to Bhaugulpore. Doorgah Manjhee is a man of substance, and is said to be worth some thousands of Rupees. One Manjhee, by name Sadhoo, was dug out of a den, in which he had been concealed :-

In the Harkaru of the 11th instant you transferred to your columns from the Friend of India, what you style a connected narrative of the Sonthal insurrection showing its rise and progress and the means adopted for its extension which you appear to accept as perfectly correct. The Friend's account, however is far from being accurate. His subjantaism does not appear this time to have aided him in his luebrations, I shall first point out his errors and then, endeavour to give you as correct an account of this insurrection as my position and the means I had of correctly informing myself will enable me to do. The Friend ascribes the rise of the Sonthals to the oppressions of the mahajuns or native moneylenders and by their own statements to the extortions of the Amla of the Court. The latter assertion has not the slightest foundation in truth. A reference to the records of the courts (I use the plural) will at once disclose the mind of the Friend of India. The visits of the Sonthals to our courts have generally been far between and few. He calls the family of Seedoo (not Siadhoo as he has it) and Kanoo Manjees one of the importance. Far from it ; they are as low as perhaps any other beggarly Sonthal, or has one of the brothers ever been a dacoit, they are however deseribed by their neighbours, who do not belong to their tribes, as consummate villains. They had issued a proclamation wherein they have stated that their deity had become incarnate in the person of a child. They have indiscriminately put to death Police or any body they have got hold of; but not a single Amla of any court, by way of selection, the Beerbhoom Nazir and a couple Mohurries of a Deputy Collector at Pulsa perhaps excepted. The 40th N. I. never came to this part of the country; the Regiment sent up is the 31st N.I. from Barrackpore under Major Legard. Mr. Toogood had nothing in the shape of a chase with the Sonthals so as to have been outstripped by them, nor did he ever go to Nulhat, but to Burhat, and Bhugnadighi the reported, strong hold of the Sonthals. He did however actually leave Sonthal villages untouched, the inhabitant whereof were (aimed?) to a man whom by the exercise of his ordinary civil powers he could have easily and without any blame being attached to him arrested and taken into custody, for it is a fact known even to a child of five years that there is or was not a single Sonthal in Bhaugulpore, Moorshedabad and Beerbhoom who did not join or aid and abet the insurgents. Mr. Toogood, in order to impress on the minds of the Sonthals the peaceful

and inoffensive charactar of his journey did in one of their villages, lay a fowl and so like Xerxes' messenger in days of yore had his earth and water, a pretty good token of submission and of their peaceful habits. The Railway officers employed in the country between Rajmahal and Pulsa have as a body, when the insurrection broke out behaved little better than the coward Bengalees. It is they who by indiscriminate and precipitay flight from their lines in all directions first spread terror and dismay all around. The only gentleman who has since redeemed his character is Mr. Taylor, of Sreecoend. I leave the Friend here, and begin my own narrative, supplying such facts as are perhaps — not generally—known.

The family of Seedoo and Kanoo Manjee (a Manjee among the Sonthals what a mundul or Ramanick is elsewhere) consists of four brothers, the two former Bhyrub and Chand. They cultivated lands but being extravagant borrowed money for a Sonthal to a large extent, so the rent and the mahajuny screw made their condition quite intolerable. At last in the beginning of June last Seedoo conceived in one to have observed in a dream their Thakoor, who appeared before and inspired him with hopes that their dook would be soon over. Seedoo communicated the next morning to his brother Kanoo, and both being accomplished knaves, immediately gave out the result of their dreams and reared a temple for the deity within the yard of their house, a description of which has already been given by Mr. Toogood. They regularly worshipped the Thakoor and offered milk and other sacrifices. The Sonthals and other people of the neigbouring villages flocked now to their houses, who were told by the brothers that Thakoor would remove all the grievances of the Sonthals, and required them to take up arms for the purpose, wherepon they wanted one day to see the visible appearance of the Thakoor, which was promised by the brothers on a certain day. When the Sonthals assembled in their house, they exhibited a paper to them in Nagree character, which the brothers knew how to read and write and stated it to have fallen from heaven and told them that it was inconsistent with the god's divine character to appear before a large number of people with whom, however, he would converse through the mouth of his chosen disciples Seedoo and Kanoo, who now openly declared that the day of Sonthal glory was come, they would have no more to owe subjection to any one or pay the land holder or mahajun and be free from all kinds of oppressions, their body being proof against fire-arms, from which water alone would come out. A number of choota Nazirs, burra Nazirs, and Jemadars were then appointed, and the Manjees and Purganaits of the distant pergannas were commanded on pain of death (aahi to toomara seer chata jaga were the terms of the perwannas) to arm the Sonthals under them and appear before the Thakoor, All the Sonthals Black smiths were ordered under the above penalty to visit the Thakoor, with sieyefulls of arrow-heads and a cetain number of battle axes. The brothers were addressed in the style of Soobha Maha Rajah dhi Raj, Sher Marr Accejung Bahadoor the killer of a tiger and repeller of an attack. For nearly a month the Sonthals, who resided at a distance from the Hills, and such of them as were employed in the factories and else where, constantly left their houses and places of business on leave

to go and visit their Thakoor baree and the new soobha. On their return they openly told those who asked them that they were to have loorace. The appearance of a Thakoor among the Sonthals being however, an everyday occurrence, people laughed at them and their story. All this while one Heenga Ram Chowdhery, of Burhut, sooree or grogseller by cast; and a moneylender supplying them with money, which he was forced to do. At last Surmoo Momein, a jola out of curiosity repaired to Bhugnadighi, and observing a gathering of more than 6,000 Sonthals asked Seedoo and Kanoo what convincing proof they had received of Divine inspiration, when they shewed him the Nagree writing, which he read and pronounced to be nonsense, whereupon his seer was ordered to be taken. The actfut jola had presence of mind and wit enough to reply almost [ ] neously that as regards himself he was strongly convinced of the truth of Divine presence in their persons and houses, and had spoken apparently in an irreverent tone simply to test their veneration for the Thakoor, that he was in their hands a bird in the cage whom they would easily be able to put out of the way whenever they would think it necessary, and this is as they were now soobha of the moolook and he knew likka puccee he would act as their Moonshee, to which post he was immediatly appointed, his life being of course spared whilist so employed the jola privately wrote to Mohesh Datt and Kalipersad Darogah of Deeghee and Teerae, Zillah Bhaugulpore, informing them of their mischievous intentions. He at the same time strictly cautioned them not to come if accompanied by troops. The latter Darogah reported it to Bhaugulpore; the former came on the 6th ultimo to panchkatiah, and lodged in the shcp of one Manick Chand Shah, a modee, and sent thence Issur Singh burkundaz to bring over Seedoo and Kanoo, who sent word that they would come next day which they did accompanied by 200 armed Sonthals, leaving behind them about 7,000 at Bhugnadihi. On arriving them at Paunchkatiah, they observed one Loll Chand Pargunait, a Sonthal chowkedar, kept tied to a post, on which they became quiet enraged, and asked the darogah why he had done so, whether he was aware of the appearance of the Thakoor in their house and of their now being the soobha, of the moolook. The Darogah replied in the affirmative, and told he would immediately release the Purganait, whom he had detained in order to check dacoity. Scarcely had he said this when he was dragged from the modee's shop thrown on the ground, and his head was severed by strokes of battle axes. The burkundazes were then one by one dragged out, thrown on the corpse of the darogah and their heads cut with those of five others, among whom was the moodee Manickchand Shah. This was on the 7th July. On the 8th they plundered Burhaut, and this began their murderous and devastating expeditions. The Hon'ble Mr. Eden received the first intimation of this outbreak on the 9th from Mr. Mudge, Resident Engineer of the E.I Railway Company, who enclosed an original letter from Mr. Tylor, dated Sreecond 8th July. Mr. Eden, on receipt of this, made some other enquiries, and affter being satisfied that an emergency had arisen, he at once sent down an express to Berhampore for troops and for Mr. Toogood to come up, writing at the same time to Gopaul Singh of Mohespore, and to the Ranee of Pakur, and directing the Darogah of Thana Shumsheregunge to make

enquiries and report. Towards the evening of the same day Sunnoo jola appeared before Mr. Eden and confirmed the information received by him. Mr. Eden, by his unremitting exertions had by this time assembled about 400 men, with whom were escaping from the villages situated close to the jungles in crossing the Nallah. The Friend has done an injustice to the Hon'ble Mr. Eden is not making the slightest allusion to his valuable services. The rebels have no doubt committed dreadful ravages in four thannahs of his jurisdiction, but had there been an officer of less energy, zeal and activity at Aurungabad, the whole country on the western bank of the Bhaugerriatty would have been doen one heap of ruins. A week's delay in sending for the troops would have sufficed for this purpose. It is but just and fair to Mr. Toogood, however, that I should state that he too has acted with great energy and presence of mind.

The day before Mr. Henshaw set out against the Sonthals he received the following letter from Mr. Pontet.—

My dear Sir, — Can you oblige the Magistrate with the loan of your elephants ; he wishes, to go out and attack the rebel Sonthals, and should you be disposed to join him with your guns, he will be very much obliged.

Excuse haste and pencil

Yours very sincerely
J. A. Pontet

Rajmahal, 13th

Mr. Henshaw, on receipt of the letter, declined to lend his elephants or join the Magistrate with his guns, intending himself to march against the Sonthals which he did on Saturday the 14th ultimo at about 10 A. M. on receiving information, from a Khotta Brahmin of Bhooeenpara, close to which he had a village of his own, Harroopara, that they, the villagers, had driven away ten or twelve of the Sonthals, who had come to their village. Mr. Henshaw left home against the most earnest entreaties of his servants and ryots accompanied by twenty-five men of the village of Mahatabpore, where he resided, and his two sons, James and George, the former being the eldst. the party arrived at about 1 P. M. At Bhooeenpara which is eight miles from Mahatabpore and three miles from Sreecond, the station of the Railway, where they were joined by about seventy-five villagers, so that their number exceeded one hundered. For a while they saw no traces of the Sonthals, and were therefore, thinking to return home when James sang out to his father that the Sonthals were coming out of the jungles. Hearing this Mr. Henshaw told his mahout and the followers to move towards an open place whence they could fire to an advantage ; whilst this was being done the people constructed it into a fight, and took to their heels, on which Mr. James Henshaw got down from his elephant, and riding on his horse moved towards the run-away villagers and the servants in order to bring them back; but scarcely had he done this when the scoundrels, to the number of from 600 to 1,000

drew near and began shooting their arrows. Seeing this James showed a disposition to cut away, but was observed by his younger brother George, who told his father what Jammy was about, when he returned. The rebels had by this time entirely surrounded them. They first brought down by showers of arrows. Mr. James Henshaw from his horse and then struck his younger brother George, who was on the same howdah with his father sitting behind him. He then made towards the elephant's neck. The mahout immediately leaving his seat, went and concealed himself in a thicket that was hard by. The elephant shot by arrows from all sides, ran forward a neighbouring marsh, where the Sonthals chased it and brought down young Henshaw. His father had by this time fired six volleys in different directions, but seeing his two sons hacked to pieces before him and deserted by his followers was panic struck lost his presence of mind, and sought shelter by sinking himself down in the howdah, whence he offered a large sum of money to the Sonthals which they agreed to accept on his seating down the elephant repeating the terms in their presence, which if he did not do, they would said they instantly got upon his elephant and kill him and the animal. Mr. Henshew acted as he was told to do, when they took him down, and said they would none give him the fackhutee (acquittance) a term applied by them by way of derision when they got hold of a patwarry or village gomastah, Mr. Henshaw earnestly begged them to spare his life, as he had come out on a seekar, which they had often seen him do. Their reply was toom saunturpor golee chalaya. Saying this they cut his body into pieces, beginning as has been usual with them from the legs. Mr. Henshaw had with him his two elephants, one horse, two rifles and five double-barrelled guns. If they had not been pain struck and lost their presence of mind, but had picked up courage and three of them had kept firing on the Sonthals, there is not the smallest doubt that they would have succeeded in saving their lives. With Mr. Henshaw they killed six others among whom was the chobey Brahmin who had brought news of the Sonthals to Mr. Henshaw, they next entered the village of Moharazpore, where they killed a Brahmin in his sister's presence, who had married a girl of nine years of age a fortnight before.

Mr. Henshaw was about 60 years of age. His two sons, by two native females, were also grown up men. He was the son of an officer in the H. E. I Cols of H. M. service. He was formerly the proprietor of the Neemtollah Indigo concern, which he had sold about eight years ago and brought a small but profitable Zemindarry, on the profit of which he entirely lived. He had at one time been well to do in the world, but had latter been in a very distressed condition. He was a gentleman of extremely good and conciliatory nature, and though a planter and Zemindar he knew not throughout his whole life what (feud) was. His own ryots and neighbours so much loved him that his loss is deeply and deservedly lamented by them.

The rebels had taken away Mr. Henshaw's elephants with the two howdahs, which have been recovered, the large howdahs having been unaccountably burnt by Mr. Toogood at Bagnadighee.

—বেঙ্গল হরকরা, ৪.৯.১৮৫৫

The Insurrection — The following is from the camp of 40th Regiment, Colgong, dated 26th August :-

...Shortly after having crossed the river, Captain Francis came up with his party, and arrangements were made for major Bruere's return to Buvis ... The following day, Major Shuckburgah ordered 500 men to hold themselves in readiness to proceed on a four days detour towards the south, having received information that the rebels were assembled many thousand strong at Ghutteeava. However on advancing to that place through Compani Bazar we saw none of the enemy. After waiting at Ghutteeava for a short time, two santhals came in to the Major telling him that they had captured Seedoo, the Thakoor and Rebel chief, and that they would bring him into camp. They were of course instantly given orders to do so, and presently in they marched Seedoo, with his secretary Mongul, the Mangee. It appears that the Santhals who had captured them had heard of the reward that Government had offered for them from Mr. Eden on the morning of our arrival at Ghutteeava they had run on from that place to tell the Santhals assembled under Seedoo (who was about four miles off) that the regiment was coming with guns, and that they the Santhals had better give up their chief or they would all be killed. They on hearing this ran off leaving the Thakoor in the hands of his captors. Seedoo is a small insignificant looking villain, with remarkably sharp features, very unlike most of the other Santhals I have seen. He at once confessed to his being the Thakoor, and stated that by birth he was a poorman.

On a certain night at June last, he was alone in his house and suddenly he saw a number of men come down from Heaven. These men told him that he was to be a Thakoor, as were also his three brothers; and they were to summon all the Santhals to rise in a body in order to murder and plunder all the Mahajuns and thus to avenge themselves for all the oppression and wrong they had received from their hands. He stated that he was given no order to hurt the English, that they and the Government had never done them any injury, and that they wished them well. He knew nothing of the murder of any English, but those who had attacked them. He added that he had given the order for the murder of about 200 men, and had killed one troublesome fellow himself. He had no idea of the number of villages he had ordered to be burned and plundered. In fact, he had ordered them 'all' to be destroyed. On seeing the Zemindar Dheeghee some few days afterwards, he commenced abusing him and ended by asking him how it was he was not dead. He had ordered him to be killed. He was our prisoner at this time. The same men who brought Seedoo in, offered to go out and catch his three Thakoor brothers .... They stated that Santhals were tried of the game, that their women and children were suffering very much, being driven from place to place by our troops in this miserable weather, and that they had a great objection to seeing their villages burnt, though they do not appear to have thought much about their neighbours' feelings on these points. As the Major had received orders to return with the 4th Regt. to Colgong, in order to escape the deadly month of September in the jungles, we returned to our camp, which was struck the following day, Capt Francis

proceeding to Compani Bazar and the 42nd Regiment to Bowse. After five days march through a country upto our ankles in water and with a scorching sun above our heads. We arrived at this place, and I trust that the Santhals will not compel us to leave it just at present. It is hardly probable that they will, as their head man Seedoo is now safely lodged in Bhaugulpore. ... (Englishman, Sept. 3)

—সিটিজেন ৪.৯.১৮৫৫

ঘোষণা পত্র

যে সমস্ত সাঁওতাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া বহু গ্রাম লুট ও নষ্ট করিয়াছে এবং সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসিক হইযাছে তাহারদিগের মধ্যে অনেকে আপনাপন দোষ অনুধাবন করিয়া .... ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে এবং পূর্ব্ব মত আপনাপন দেশে গিয়া অবস্থান করণে সম্মত আছে গবর্ণমেণ্ট প্রজা বিনাশের মানস করেন না, সকল অবস্থাতেই প্রজার কুশল চিন্তা করেন, ঐ সকল ব্যক্তি কুলোকদিগের কুহক চক্রে ও কুপরামর্শে এই অহিতাচারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল অতএব গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন তাহারা এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইলে পর দশ দিবসের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কোন বিশেষ কর্ম্মচারির নিকটে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক, তাহারদিগের মধ্যে যে সকল প্রধান লোক আছে অর্থাৎ যাহারা এই কুপরামর্শ দিয়াছে বা কোনরূপ হত্যা করিয়াছে বিচারে অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহারদিগের দণ্ড করা যাইবেক, যাহারা গবর্ণমেণ্টের পদানত হইবেক তাহারদিগের নিকট হইতে এক এক মুচলখা লিখিয়া লওয়া যাইবেক, এবং তাহারা আপনাপন দেশে গমন করণের অনুমতি পাইবেক, কিন্তু এই ঘোষণাপত্রের পর দশ দিবসের মধ্যে যাহারা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত, কোন কর্ম্মচারির সমীপস্থ না হইবেক তাহারদিগের প্রতি উচিত দণ্ড বিধান করণে সেনারা ক্ষান্ত হইবেক না। এ সি বিডোএব।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৭.৯.১৮৫৫

A correspondent of the Englishman states that, he was surprised to find on his arrival at Burdwan, that the Rajah had fortified his palacc to protect himself from the Sonthals. We believe from the very commencement of the insurrection the Rajah resorted to measures for the security of his own. He in common with other Zemindars were applied to on behalf of Government for the loan of his elephants to facilitate the transport of troops to the disturbed districts, when he refused to afford this aid, stating that he wanted his elephants for the purpose of his own defence ; in the event of the insurgents making an incursion into Burdwan. There can be no question, considering the immense wealth which is generally supposed to be contained within the four walls of the Rajbaree, that the Rajah was perfectly right in mustering all his resources for self protection.

—বেঙ্গল হরকরা, ১০.৯.১৮৫৫

Our friend at Raneegunge sends us the following under date of the 9th instant :— "Mr. Richardson, the Magistrate reports that the Sonthals have assembled in force near Mahomed Bazaar, with the apparent intention of once more trying conclusion with the

troops. Sergeant Gillon, with about sixty Irregulars (burkundazes) has been sent out to protect the village and as they have been supplied with a thousand rounds of ammunition the Sonthals will find them ugly customers should they have the termerity to attack the place. Parties of the insurgents are also lurking about Rajbund, Plassy, and Purrihapore, and beyond this we have no intelligence regarding their movements... The proclamation does not hitherto appear to have had much effect upon the Sonthals."

—বেঙগল হরকরা, ১২.৯.১৮৫৫

প্রেরিত পত্র

"বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং ইদানীং পৰ্ব্বতীয় সাঁওতাল সংজ্ঞক লোকদিগের দৌরাত্মের বিবরণ কি নিবেদন করিব। অশাসিত রাজ্যের ন্যায় বহুগ্রাম এবং সৎপল্লী রাজধানীত্যাদিতে স্বেচ্ছাচার পূৰ্ব্বক স্থানে স্থানে চারি পাঁচ সহস্র সাঁওতাল একত্রীভূত হইয়া প্রায় ধনুৰ্ব্বাণ ধারি সকলেই, ক্বচিৎ চক্র কুঠারাদি লইয়া বল পূৰ্ব্বক প্রজা সকলের ধন ধান্যাদি হরণ এবং গ্রামাদিতে অগ্নি প্রদান এবং গোমহিষাদি হরণ বরং বহু প্রজাগণের প্রাণ হিংসা পৰ্য্যন্ত করিয়াছে এবং বহু গ্রাম হইতে বহু প্রজাগণ প্রাণ মানের ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া কেহ দুর স্থানে কেহ গ্রামান্তর ক্বচিৎ দেশান্তর পলায়ণ করিয়াছে যদিচ বীরভূম জিলার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ট্রেট সাহেব কতকগুলিন হিন্দু স্থানীয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধ সজ্জায় আছেন, কিন্তু তাহাতে বিপক্ষগণ পরাভূত হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় এতৎ প্রদেশে অকস্মৎ এবম্ভূত দুনিৰ্ব্বার দৌরাত্ম্য বৰ্ত্তমান হওয়াতে প্রজাগণের বিনাশ ও ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, যদি মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর প্রজাগণের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া ইংলণ্ডীয় সৈন্য দুই তিন পলটন প্রজা রক্ষার্থে এতৎ প্রদেশে প্রেরণ করিলে বোধ করি দেশ রক্ষা হইতে পারে নচেৎ স্বামিহীনের ন্যায় অশাসিত এবং দুৰ্দ্দান্ত ভয়ে ভীত হইয়া সকলে আছেন, অধিক লিপিবাহুল্য অনুগ্রহ প্রকাশ পূরঃসর এই সংবাদ স্বীয় পত্রে বিকাশ করিবেন। শ্রীলাল মোহোন ঘোষ

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ১২.৯.১৮৫৫

আমরা অরঙগাবাদের সংবাদদাতা মহাশয়ের পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয় মহেশপুর হইতে ৫।৬ ক্রোশ অন্তর আমতা পা নামক স্থানের পাহাড়ে প্রায় ৫।৬ সহস্র সাঁওতাল অস্ত্র ধরিয়া একত্র হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া চারিজন কাপ্তেন সাহেব ৩১ গণিত সেনাবলির ৪০০ সিপাহী লইয়া তাহার দিগাকে দমনার্থ গমন করিয়াছেন। যেরূপ ঘটনা হয় মহাশয়কে পরে বিদিত করিব, সেনাদলের প্রধান অধ্যক্ষ মেজর সাহেব এই অরঙগাবাদে সেনাদলের শিবির স্থাপন পূৰ্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, এ পৰ্য্যন্ত সাঁওতালীয় উপদ্রব নিবারণ হয় নাই, ৫।৭ হাজার সিপাহী আসিয়াছে বটে, তাহাতে তাহারা ভীত হয় নাই সেনারা ১০০ সাঁওতাল এখানে ধরিয়া আনিয়াছে।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ১৩.৯.১৮৫৫

হরকরা সম্পাদক লিখিয়াছেন যে ৭০০০ সাঁওতাল অস্ত্র পরিত্যাগপূৰ্ব্বক মেং মেঙগল্স সাহেবের শরণাগত হইয়াছে, মেঙ্গাল্স সাহেব এইমাত্র বলিয়াছেন যে তাহারদিগের প্রাণরক্ষা হইবেক কিন্তু কি রূপ দণ্ড হইবেক তাহা কিছুই ব্যক্ত করেন নাই।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ১৩.৯.১৮৫৫

The following is from a correspondent at Raneegunge, dated 11th instant :—

"We have had constant heavy rain during the past week — so much so that there is no stirring out except on very urgent business. It is expected that this bad weather will cause sickness among the troops located at this station, who have however hitherto enjoyed very good health. Rumour states the Sonthals to be making head again, and appearing in numbers at Mahmed Bazar and Komerabad, in the district of Beerbhoom, for the purpose of plundering. It is said that much sickness among the Insurgents."

—বেঙ্গল হরকরা, ১৩.৯.১৮৫৫

The Sounthal Insurrection — D' Israeli we believe, has some where observed that revolutions are attempts made by subject races against dominant ones to regain lost position. The process of generalization by which this law has been established appears to be singularly correct. The rule hardly admits of an exception. The Sounthal outbreak is less a rebellion than a revolutionary movement. It was not the lost sovereignty of the Manjhees and the Thakoors to restore which the savages of the Damon-i-koh took up arms, but to obtain exempion from the high taxes of the British revenue officer, the rack-rents of the Bengallee zemindar and the snurious demands of the Hindoo Mahajun that they rose in a body. The proximate impulse might have been given to other causes, but the efficient causes were a sense of oppression suffered at the hands of a race dominant by tradition and still maintaining their domination by virtue of their superior civilization and a desire national in extent to throw off that domination. The proximate causes have lost their force with the first burst of the rebellion, the ulterior and more enduring causes remain, and the outbreak has subsided into a chronic state of rebellion. Instead of challenging the troops to fight them, the Sounthals now wait till a Bengalee village is denuded of troops, and then pounce upon it and burn and plunder it. Their original leaders, whose ambition and influence afforded the means, as the atrocities of the railway officials afforded the immediate occasion, of the movement, have either been killed or taken prisoners, yet the movement continues, and the Sounthals are not loyal subjects of the empire. This is the most recent phase presented by the Sounthal insurrection.

Owing either to the numbers or the activity of the troops or the nature of country, the Sounthals in the Rajmehal district have made no inroads upon the villages of the plains. It is also to be supposed that the main body of the Sounthals settlers of the Damon-i-koh have moved south wards and strengthened their insurgent compatriots in the Beerbhoom and Mannbhoom Districts. To have escaped into the wilds which cover a large surface of the latter district across the Grand Trunk Road is a movement which a portion of the Sounthals may be supposed to have effected without discredit... the unsubdued spirit of the Sounthals in Beerbhoom shows that their numbers have received accession. The amnesty offered by the civil authorities appears to have been availed of by very few. A few miserable wretches who may be supposed to be little under the influence of national

feelings are all that have come in to claim Mr. Bidwell's proferred pardon, whilst the masses continue, as we have said, in hostility to those in whom they view only their implacable oppressors.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৩.৯.১৮৫৫

These Santhals riots prove that it is high time for our "paternal government" to interfere and prevent the unfortunate cultivators of the land to become the slaves of a set of rascally money lenders who grind every pice out of them, put them into life-long bondage and bring the Bengal Government well merited disrepute. It is a glaring shame that these cowardly Bengalees should have it in their power to screw and oppress a whole tribe, until in frantic rage it flies into open rebellion, to break the bonds that have been tied by these money changing wretches. Men that were first fly in terror from the assults of the Santhals and leave to the Supreme Government the expense and odium of bringing this hard working race into their former quiescent state of usefulness...

—মর্নিং ক্রনিকাল, ১৭.৯.১৮৫৫

This Sonthal affair is one of the dullest and stupidest tragedies in real life that ever was played in the theatre of the world. A host of semi-savages on the one Part breaking out into open rebellion but utterly destitute of enterprise or valour, and who, except to the cowardly cruelty making some of their acts, and the calamitous consequences to the country by the interruption of tranquillity, would be altogether beneath contempt...

—বেঙ্গল হরকরা, ১৮.৯.১৮৫৫

The following is from a correspondent, dated Bhaugulpore, september 7th :—

"What does Government intent doing with this bloodthirsty race the Sonthals? The proclamation offered them ten days to come in for free pardon this time has long expired, but still this proclamation is continued, being sent out to this brutal race. The object surely of this proclamation was to induce the rebels to come in on the first of the outbreak, not after they had committed the most outrageous of acts in burning and plundering villages in every direction, and murdering man, woman and child indiscriminately. Should it be the desire of Government to allow the wretches to return in their old houses as before without a punishment, they will now in my opinion too readily do so. Why not? They have gained their object in plundering and murdering and see starvation before them. Already report is that old men and women are dying from want, and the young of the tribes are feasting on salad of Sal leaves. Is not this now the time before they shew submission for the Govrenment to make an example of [...] by transporting them to other districts and deal with those who have been concerned in murder as they have dealt with other? An example

must be made, and not only of a few. A deceitful tribe, who has once risen in rebellion without a cause against a Government who has so trully fostered, may rise again and again whenever a similar apparition comes before them, to indulge their love for loot.

This insurrection is but a repetition of that of the Coles, which took some months putting down ; but put down it was but not without much spilling of blood. Let the authorities be called upon to fathom whether this race in every point has not been more cared for and protected than any other. Could the Supreme Government and the Court of the Directors uphold the Government of Bengal for keeping open a proclamation which ought never to have been issued after the hundreds, perhaps it may be proved thousands of murder? Would that every Parganite and Mangy be sent to Pegu and never one Sonthal be allowed to settle down again, to possess arms of any description of a doogdoogie. The setters in the Damin-i-koh are but a few incomparision to the adjacent Pergunnahs, say Aunmarce Nu lblm, Barthope, Patsindor, Dumsaine, Goddah, Hendoa, Belputtah, Salhanabad, Ambar Kankjole, as also Luchmypore. Are these zemindars to be forced to take back the wretches who have actually murdered at the very threshold of their landholder, because Government for reasons not known to the public, cant exterminate them to the country they came from? Had Martial law been enforced the insurrection would have been at once checked, the Sonthals paralyzed, lives saved, a country not depopulated, and Government spared this enormous cost not mentioning the loss that may be expected amongst the troops from exposure at such a season. It is now looked for soon that the Special Commissioner and Assistant will have sifted the cause of the rebellion. (which is puzzling Government as much as what to do with the Sonthals.)

Those who know nothing as to facts, but upon hearsay are too ready in concluding every kind of oppression must be the cause, but none can answer why. Let each zeminder be called upon to state why his ryots have risen en masse. The knowing one saddles it on the mahajuns because like his neighbour he has taken as much as I could for his money. Query who does not one less knowing save it is the police. Query, the Police worse in this district than other?

Your correspondent of Jungypore mentions the visits of Sonthals to the court are few and far between. The same may be said with truth in the districts of Bhaugulpore and Beerbhoom, where you look to lakhs and lakhs of Santhal population. Then comes the Railway oppression. Has it not been acknowledged they have paid most liberally for labour and if they could have made their servants do the same for their necessary supplies no complaint against them would have been in print. Then comes the screw in the Government tract four annas a beegah for all lands with a Superintendent travelling amongst them five months in the twelve to listen to all the grievances to do and see justice done to them. Who can say this has not been done? Then come numberless vices to say the cause is truly lunatical; these are the sage ones, and who do not know about it. Say it is the true and only cause, and the most satisfactory one for Government to stick to but perhaps the most difficult for Lendenthall Street to digest. Let the thakoor Seedhoe be hung in chains on the

spot on which he openly confesses to have cut off the Darogah's head who could have done him no injury, if I understand correctly that he had charge of another thannah, whereas the thakoor with his breathren are, I learn, in Majhmere division, and the murderers of Mrs. Thomas and her sister on the spot the deed was done, their skeletons to remain to commemorate their butchery. Capture Khanoo and his two brothers without further delay and hang each of them in their own village."

—বেঙ্গল হরকরা, ১৯.৯.১৮৫৫

There is an important rumour abroad that because Mr. Pontet... has increased the revenue of the district considerably, therefore the rent screw has been applied, and the Sonthals thereby driven into rebellion. As there appears to be (no) just ground for this supposition, we think it is but fair to all parties that the illusion should be dispelled. The lands throughout the Government tract pay an average rent of two annas per beegah: so much for the rent screw being the cause of the outbreak to rebel will no doubt be ascertained in due time, but there were several causes of discontent we make no question, and we believe that some of them have been correctly given in our columns, although interested persons have chosen to deny their existence.

—বেঙ্গল হরকরা, ২০.৯.১৮৫৫

The PATNA CORRESPONDENT of the HURKARU furnishes a translation of a perwannah addressed by Seedho and Kanho the Sounthal chiefs, to the Magistrates in the province of Behar. It contains the following remarkable passages, "We do not fight with you of our own accord, but as directed by our God incarnate. **Go beyond the Ganges. you will reign no more. The Sounthals will reign now and will exact revenue from their subjects at the smallest rate. The reign of virtue will begin now and he who has no virtue will no more inhabit the earth. Bankers who are dishonest and judges who are corrupt will inhabit the earth no longer. The Saheb logues are both dishonest and corrupt.Therefore they shall inhabit the earth no longer." If this document be a genuine one and there is no reason to doubt its genuineness, or the fidelity of the translation, it would appear clear that fiscal oppression and the usurious practices of the bankers originated and fostered that spirit of discontent which has now broken out into open rebellion.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২০.৯.১৮৫৫

A letter from Raneegunge says :—

"The Sonthal Insurrection—When will it end? is the question put by every one to every one here. The rascals are burning plundering and murdering wherever they can find an opportunity ; but we are all safe here. I have not heard their exact whereabouts, but it is stated that to the north of Mahomed Bazar they muster very strong. You shall hear from

me again when I have more definite information. Of late we have had a good deal of rain. The poor have been very great sufferers. The troops are enjoying good health. It is stated that Government will make good their losses to those who have suffered by the Sonthal insurrection. The Railway Assistants at Rajmehal are on leave at the presidency, I believe for two months, after which they will recommence work on the line in right good earnest. I hope these demi-savages the Sonthals will not interrupt them again, as already they have been thrown back very much."

—বেঙ্গল হরকরা, ২৪.৯.১৮৫৫

Our Friend at Raneegunge, whose letter is dated the 27th instant sends us the following :—

"Captain Phillips with his detachment of the 63rd N.I. has had another brush with the Sonthals. This skirmish took place at Jumtarrah and as you may suppose, the rebels were well punnished. On the 24th instant at about 2 p.m. the Insuregents about 1000 strong advanced to attack Jumtarrah, and Captain Phillips having received intimation of their intention, moved out with his detachment to meet them. He was just in to prevent their entering the village, and after sustaining the fire of the sepoys for some time the rascals retired into the jungle again. The Natives say that Captain Phillips' party killed twenty five of the rebels and wounded some fifty or sixty. The zemindar of Narainpore, together with some of the members of his family, has murdered. One hundred and fifty rank and file of the 63rd N. I. under the command of Major Blanshard marched from this yesterday afternoon for Bancoorah, and a party of similar strength commanded by Captain Pester of the same Corps left for Afzoolpore, the latter detachment will it is hoped, come up with the Sonthals, Suruth and Sarown have been sacked and burnt. Colonel Houghton arrived here the night before last and assumed command of the 63rd N. I. and the station yesterday morning.

—বেঙ্গল হরকরা, ২৯.৯ ১৮৫৫

Mofussil

Soore—A letter from Soore informs us that Major Nembhard, of the 56th N. I left Soore on the 19th instant for Mahomed Bazer with a complete company, for what reason it is not known, except that Soore it is believed, was threatened, and this movement was to keep the rebels in check. A report came in that Sooree was to be attacked on the 22nd or 25th instant by about 12,000 Sonthals. Colonel Burney, commander, took the necessary precautions, it is said, for the reception of this expected attack, in case it might have proved true. Should it have turned out so, they would have come off rather the worst. Certainly more troops are essential both at Sooree and Mahomed Bazar.

"As yet these Sonthals have not made their appearance, or is it likely they will until they can collect more of their savage companions? All about Sooree and at the different

outposts is believed to be quiet. The Sonthals are evidently making some arrangements, amongst themeselves for the future. Major Nembhard at Mahomed Bazar, it is said, sends in very correct information with the aid of Mr. Kirr, who is at present in charge of Iron Factory; and renders that officer every assistance in his power, both in gaining information and getting provision for the sepoys. It is rumoured that at a village seven miles from Mahomed Bazar called Chumpooren the Sonthals are in great force with a great deal of plunder. Major Nembhard, I believe is anxious to attack them, but from the paucity of men he has, he deems it prudent to leave them alone until he gets reinforcements, as the number he would have to encounter, would be from all accounts 8,000 and upwards, but as soon as he gets the assistance of more troops, he will be after them no doubt. If I can hear of anything more going on at Sooree, Mahomed Bazar, or in Bheerboom, I will let you know.

"A spy was caught at Mahomed Bazar and a good deal of information was received as to the sentiments of the Sonthals. They tore up the Government proclamation was dictated by fear and not kindness. They are expecting reinforcements from the Bhaugulpore direction." (Englishman)

—বেঙ্গল হরকরা ১.১০.১৮৫৫

Our friend at Raneegunge sends us the following relative to the Sonthal Insurection : —

"Burning, murdering and plundering is again the order of the day with the Sonthals, who are indulging on these innocent amusements to their hearts' content in the neighbourhoods of Pakoll, Ooparbhunda, Jumtarra, and Karown. The atrocities that have been committed during the past week are something perfectly aweful and the description of them makes my blood run cold, albeit not particularly sensitive, so I will spare you— a repetition of such horrors. These incarnate fiends are said to be collecting in great force in near Jumtarra, with the intention, it is reported, of endeavouring to surround the detachment, under the command of Captain Phillips, of the 63rd N I which recently gave them a lesson which they will learn over again more forcibly if sepoys only get the chance of again inculcating it. I much fear, however that the rascals will change their plans, should they find that Captain Pester is on the move to Naltah. Lieutenant Boddam of the Artillery, has been ordered off to join Captain Phillips at Jumtarra, and it is to be hoped that he will get an opportunity of bringing his Rockets into play against the Sonthals; they will rather astonish the nerves of the strongest minded among them.

Next month the troops will be able to follow up the Sonthals through the jungle and if Government will only proclaim Martial Law the insurrection will speedily be brought to an end. Hundreds of the people are crossing the Barrakur for safety in every direction ; the alarm appears to be general and excessive, at the very mention of the name of the Sonthals whole villages will quit their homes and fly. People are daily coming into Raneegunge begging for assistance, and Mr. Mangles, at Govindapore in overwhelmed with applications of a like nature, and demands for the aid of troops.

Not withstanding that an attack on Sooree was expected, Colonel Burney has been directed to send out 200 men to a place named Gurjore, and Sergeant Gillon, with his burkundazes, has been ordered to Nagore, which will completely check the advance of the rebels in that direction. As for their ever venturing to" attack Sooree the idea is simply ridiculous, two hundred men would hold the place against thousands of such a rabble, and moreover if compelled to retire from the place itself, there is the fortified jail for the troops to fall back upon....

—বেঙ্গল হরকরা, ৩.১০.১৮৫৫

We are informed the Lieutenant Governor of Bengal has authorized Mr. A. C. Bidwell, Special Commissioner for the suppression of the Sonthal Insurrection to disburse the sum of Rupees 200 for the translation of a number of Nagree papers found in the box of the Sonthal leader "Seedoo Mangee."

—সিটিজেন, ৪.১০.১৮৫৫

অসভ্য সাঁওতালদিগের অত্যাচার ক্রমে অতি ভয়ানক হইতেছে, আমারদিগের রাজপুরুষেরা প্রজা রক্ষার্থ কিছুই মনোযোগ করেন না, কি আশ্চর্য্য! আমরা গত দিবস পাঁচ স্থান হইতে পাঁচখানা পত্র পাইয়াছি, তত্তাবতেই গ্রাম দগ্ধ প্রজা হনন ও রাজসেনাদিগের বৃথা বিক্রমের কথা বর্ণিত হইয়াছে, দুরাত্মারা নারায়ণপুরের জমীদারের বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবার সম্বন্ধীয় বালক বালিকা স্ত্রীলোক ও দৌবারিক প্রভৃতি অনেকের প্রাণ সংহার করত যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে যে প্রকার অত্যাচার করিয়া গিয়াছে তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, রাজসেনারা... নিকটেই ছিল, তাহারা ঐ অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত অস্ত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই, এতদ্ভিন্ন সাঁওতালেরা চারিদিগেই প্রজা হনন ও গ্রাম দগ্ধ করিতেছে, তাহারদিগের স্ত্রীলোকেরাও অস্ত্র ধরিয়া নিবিড় অরণ্য হইতে বহিঃকৃত হইয়াছে, শরত ও সারণ নামক গ্রাম প্রবলানলে ভস্মীভূত করিয়া বিস্তর দ্রব্যাদি লুটিয়া লইয়াছে, যাঁহারা বিলক্ষণ সম্পদের পদে অবস্থিত ছিলেন তাঁহারা এইক্ষণে নানাস্থান হইয়া অন্নের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছেন কত ব্যক্তি হত-আহত...

সাহেব যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন দুরাত্মারা তাহা ক্রোধে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, এইক্ষণে তাহারদিগের যে প্রকার সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে বোধ করি উপযুক্তরূপ সৈন্য প্রেরণ না করিলে তাহারদিগের অত্যাচারে এই বঙ্গদেশ একেবারে ছারখার যাইবেক, ...

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৪.১০.১৮৫৫

সন্তালীয় সমাচার

২৫ সেপ্তেম্বর বাসরীয় রাণীগঞ্জের পত্রে প্রকাশ করে সন্তালেরা পুনরায় অত্যাচারারম্ভ করিয়াছে, অজয় নদীর উত্তর তীরস্থ প্রজা সকল সন্তাল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্ত্রী পুত্র গো মনুষ্যাদি সহিত নদীর দক্ষিণ তীরে পলাইয়া যাইতেছে, এমত গোল উঠিয়াছে ১২ তারিখে তাহারা রাণীগঞ্জ আক্রমণ করিবেক, রাণীগঞ্জস্থ সেনা নায়কেরা সকল পলায়িত প্রজাদিগকে আশ্রয় প্রদানে অসম্মত হইয়াছেন, প্রজারা সেনাদিগের রসদ পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিল।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৬.১০.১৮৫৫

কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা গাবনর জেনরল সাহেবকে সংপ্রতি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি নীলগিরি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র কলিকাতা রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক অসভ্য সাঁওতালদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশীয় নিরিহ প্রজা দিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত নূতন গবরনর জেনরল লার্ড কেনিংসাহেব কলিকাতায় উত্তীর্ণ না হয়েন না সে পর্য্যন্ত অন্যত্র গমন করিবেন না।

এই সংবাদ দ্বারা পাঠকবর্গ অবগত হইবেন যে সাঁওতাল জাতিরা বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন, এবং ঐ বিষয় লইয়া বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ লোকেরা যখন বাহুল্যরূপে আন্দোলন করিতেছেন তখন তাহা হৌস অফ কমন্স নামক প্রজা প্রতিনিধি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের শীঘ্র রাজধানীতে আগমন করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক, তিনি যদ্যপি সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল আশু নির্ব্বাণ করিতে না পারেন তবে বিলাতে গিয়া কি বলিয়াই বা মুখ দেখাইবেন কোন মতেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না। লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব স্বদেশে গমন করিয়া সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের চারিদিগে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কোন দিগে কোন বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা নাই কিন্তু লার্ড ডেলহৌসি সাহেব বিলাতে গিয়া বলিলেন যে তাঁহার গমনের কিছুদিন পরেই মূলতানে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাঁহার আগমন সময়েও অসভ্য সাঁওতালেরা অস্ত্র ধরিয়া বঙ্গদেশের হীনবল প্রজাদিগের ধনপ্রাণ সংহার করিতেছে, তাহারা রাজপরাক্রম কিছুই মান্য করে না এবং রাজসেনারা তাহারদিগের কিছুই করিতে পারে নাই, লার্ড সাহেব এই বলিলেই বিলাতের প্রধান পক্ষ রাজনীতিজ্ঞ নিরপেক্ষ লোকসকল তাঁহাকে বড় শাসনকর্ত্তা এবং প্রজাপালক গবরনর বলিয়া প্রশংসা করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৮.১০.১৮৫৫

সাঁওতালীয় সংগ্রাম

ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগতি হইল যে সুড়ী হইতে ২ আকটোবর দিবসের যে এক তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে যে সাঁওতালেরা তথাকার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহার পূর্ব্বদিনে সন্ধি করণক চিহ্ন স্বরূপ একটি বৃক্ষের শাখা প্রেরণ করিয়াছে, এবং কহিয়া পাঠাইয়াছে যে তাহারা ইংরাজ রাজ সমীপে সকলে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছে, এ বিষয়ের সত্যাসত্য আমরা কিছুই বলিতে পারিলাম না।

রাণীগঞ্জের জনৈক কর্ত্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বরে লিখিত পত্র ২৯ সেপ্টেম্বর দিবসীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় তদ্দ্বারা বিদিত হইল যে ২৪ সেপ্টেম্বর দিবসে জামতাড়া নামক স্থানে প্রায় ১০০০ এক হাজার বলবন্ত সাঁওতালগণের সহিত কাপ্তান ফিলিপ সাহেবের সৈন্যগণের যুদ্ধ হয়, তাহাতে অনেক ক্ষণকাল পর্য্যন্ত উক্ত অসভ্য দুরাত্মাগণ সম্মুখ রণে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে বন মধ্যে প্রবেশ করে, এবং জনরবে বিদিত হয় যে উক্ত ব্যাপারে সাঁওতালগণের মধ্যে ১৫ জন হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে, এবং নারায়ণপুরের জমিদার ও তদীয় পরিবারগণ সকলে নিহত হইয়াছে কি আশ্চর্য্য।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৯.১০.১৮৫৫

THE SONTHAL INSURRECTION, AND ITS CAUSE

Little has transpired during the week of the progress of the insurrection. The Sonthals continue to ravage Beerbhoom, and with the exception of two pergunnahs are virtually masters of the district. The people are flying in thousands, with nothing saved except their wives and occasionally their cattle. Cholera and fever are doing their work among the

people, and terror, suffering, and disease will probably destroy more lives than the arrows of the savages. Martial Law has not been declared, and thus for four months the Government of India has been faced by savages without firearms or swords, without horses, without courage, and of late without a leader.

Meanwhile the cause of the rebellion is gradually becoming clear. We have seen the confession of Seedoo Manjee, the chief through whom the Deity was supposed to reveal his orders. It confirms in every respect the views we formerly expressed as to the origin of the outbreak. Seedoo tells his tale with the truthfulness which is the characteristic of a Sonthal. He confesses his own evil deeds, avows his determination to kill certain of the Europeans, and points out the hiding places of his kinsmen without a thought of treachery. Indeed, the idea that he has done wrong seems not to have entered his mind. With all, he adheres steadily to his belief that he has had a revelation. Whether he is a monomaniac, or the dupe of men wiser than himself, or simply a vulgar impostor appears uncertain. His frank courage and utter recklessness of consequences seem opposed to the last and most natural supposition.

The main grievance of the Sonthals was the oppression exercised by the money-lenders. The tribes were always in want of money for short periods, just before the harvest. Unlike most savage races they had fixed ideas on the subject of usury. They considered twenty-five percent. as the natural interest of money, and as Seedoo says himself they would pay no more "and no less." Of course Bengalee money-lenders were not content with this. They took interest at the rate of more than five hundred percent. Moreover it was paid in kind, according to a valuation by which in the Damun-i-koh two measures of grain are considered equal to one rupee. For every rupee lent therefore they took ten measures, so that they must have absorbed no inconsiderable portion of each year's harvest. The Sonthals brooded over this grievance for years. At first they petitioned Mr. Pontet, only who told them that they had eaten the Muhajun's advances, and then complained of their own bergain. We do not know that Mr. Pontet was much to blame. What could he do? If he had insisted on the Muhajuns taking less, he would have received a sharp rebuke from men saturated with English ideas, about interfering with free trade.

...Two Bengalees came into my verandah, they each had six fingers. Half a piece of paper fell on my head before the Thakoor came (in the shape, he says in another place, of a cart- wheel) and half afterwards. I could not read, but Chand and Lehra and Dhome read it. They said the Thakoor has written to you to fight the Muhajuns, and then you will have justice. Ever since chyte before the Thakoor came, the Manjhees had been consulting together to kill the Muhajuns. When the Thakoor came I sent a sâl branch to collect the Sonthals together.

The fall of the paper looks like trickery, but obviously some hazy, dreamy idea of divine intervention seems to have been in the mind of the poor savage. No cross examination shakes his faith in the Thakoor's message, or in the consequent righteousness of his own deeds. Even after the collection of the Sonthals, however, a spark seems to have been

wanting to light the flame, and it was afforded by the Darogah Mohesh Dutt. Seedoo met this man, when returning after a last effort to interest some zemindars in behalf of his Sounthals. He told him he had demanded redress for five years, and had not obtained it and required a reason. Mohesh Dutt returned only abuse. Seedoo could bear no more, he killed the Darogah on the spot, and the rebellion commenced. This tyranny of the Muhajuns and vexation at the long continued refusal of redress were apparently the only causes. After all, there may be states of society in which usury laws are a valuable protection. It is to this he constantly returns. He talks of other grievances, of the Suzawuls and the Darogahs, of Mr. pontet and of the increased assessment, but he always returns to this. "The Muhajuns took five Rupees for each Rupee. We were willing to pay four annas". His fellow prisoners deny the existence of any other grievance, and say the assessment is all fair, and that as for the payment to the Suzawuls it is a matter of good will.

Two other points in Seedoo's confession are remarkable. The first is his steady denial that he had any hostility to Government. He did not want to fight the sepoys. He did not want to hurt any body except the Muhajuns and Mr. Pontet. His resolution in the latter respect was repeatedly and unmistakeably evinced after his capture. He evidently thought the attack of the sepoys excessively unjust. The quarrel in his mind was between the Sonthals and the Muhajuns, and he did not see what Govenment had to do with it. There is something half pathetic, half ludicrous in his complaint, "I was going up to make my salaam to the sepoys, and tell them I was not fighting with Government, but with the zemindars ; but meanwhile they shot me." The second point is the intense contempt in which the Sonthals were held by the Bengalees. The Sonthals were braver men, bigger men, richer men, yet the Bengalees regarded and treated them as slaves. The Muhajuns used to pull their ears. The Zemindars jeered at Seedoo when he told them that if his wrongs were not redressed he should fight, and asked him if he hoped to contend with Bengalees. Of course these very men, supporters probably of the British Indian Association, fled like sheep when the revolt broke out. Seedoo had twenty followers round him when he spoke to the Darogah, yet the Bengalee abused him like a coolie.

Of course none of these facts can even palliate a revolt attended by horrors such as have accompanied this Sonthal outbreak. Neither can they palliate in any degree that weak lenity which has cost ten thousand lives, and may cost fifty thousand more. But they prove that the rebelion had a cause beyond a mere savage thirst for blood, plunder, and excitement.

—ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া, ১১.১০.১৮৫৫

.

The Sonthal insurrection still drags its slow length along—Little appears to be doing or about to be done, to check the depredations of these savage hordes. Murder, pillage and incendiarism reign triumphant, and the Government calmly looks on, and almost doubts the existence of facts daily broadly represented by its own officers stationed in the dis-

turbed districts. We pass over the oft asked question why Martial Law was not declared at the outset, to enquire why Government does not, now that campaign is inevitable, exert itself to cripple the resources of the Sonthals, while such a scheme is practicable. From numerous sources, we understand that the rebels have collected their plunder at stated places along the boundaries of the Bhaugulpore and Beerbhoom districts, and that they are now busily engaged in carrying off their supplies and plunder into the hills, in anticipation of a cold weather campaign. Nothing could be easier than to strike a series of blows by which the resources of the rebels might be contracted, but no time should be lost. There are troops enough in the Beerbhoom district to effect the purpose. One such blow has been struck, but in only one place. On or about the 9th instant, Colonel Burney, commanding at Sooree, having heard that the rebels, numbering many thousands, had assembled at and about the head quarters of their Soobah, and were busily employed in carrying off their grain and other kinds of the plunder, to the hills, resolved to make a dour, and see what he could effect in the way of punishing them recovering some of the plunder, and burning the reminder. He started on the evening of the 9th instant, with 500 men and 4 guns, and was at the Sonthal outpost, 18 miles north of Sooree, by 8 A. M. of the 10th. At the approach of the troops hundreds of the rebels were seen going across country, with their flocks &c, but apparently all towards one spot, Telaboonee. The residence of the Soobah, and village after village was burned, the wretched Bengallees of the neighbourhood being first allowed to recover all they could. At 2 P.M. the force arrived within sight of Telaboonee, where it was supposed and earnestly hoped that the rebels would make a stand especially as the war drums were beating in all directions. No such luck, however was in store; the Soobah with about 1,500 men run away just before Lieut, Anderson could get a round shot amongst them.

The troops encamped at Telaboonee on the 10th and returned to Sooree on the 11th, having burned down 80 Sonthal villages, some of them containing as many as 130 huts. Immense stores of grain have been removed or destroyed and thus far the expedition has succeeded well, but if the march had been made straight upon Telaboonee, and no time lost, a severe example would have been made to the rebels. ...

—বেঙ্গল হরকরা, ১৬.১০.১৮৫৫

Makoondy— The following is from the 13th N. I. Camp at Makoondy, October 9, 1855 :—

"The Sonthal Kowlia was brought in prisoner this morning. This man took a prominent part in the dacoitees which preceded the insurrection, and when the latter broke out was thought to be the originator of it. Ten thousand Rupees were offered by Government for his apprehension whereas Seedoo was only valued at five thousand. Latterly Kowlia has kept very much out of sight, but it was long thought by Mr. Pontet and many others that he secretly planned and directed the various enterprises of the insurgents, putting prominently forward his puppets, Sedoo and his brethren. In fact this man Kowlia has been

looked upon in the light of one of these peculiar characters which writers of romances delight in a personage not without mystery, and with a great and secret power entirely disproportioned to his avowed circumstances. This morning an expedition was made with two companies under Lieutenant Turnbull to some Sonthal villages in the neighbourhood. The commandant and several amateurs accompanied the party and with it also was Mr. Chapman the Magistrate. Two officers, Lieutenant Aitkon and Ens Loughnan, riding some distance in advance, when by a lucky accident the elicited from a village that Kowlia was in a village near at hand called Kutwun. They pushed on, and true enough, Kowlia was pointed out by the villagers and apprehended. He was quiet collected and steadily denied his identity, and affirmed that his name was Checrkah. Every man in the village swore the same thing. Fortunately, however, one man was at last persuaded to confess that his real name was Kowlia and he himself at length made the same admission.

"Kowlia is taller than Seedoo and appears much more intelligent. His countenance is even of an intellectual cast. During his examination, he was collected and shrewd. He admitted the dacoity, but denied all knowledge of Seedoo and the rebels. and gave a plausible account of himself during the whole time since the beginning of the revolt. Indeed as yet not the slightest evidence exists that he was in any way implicated in it. He seems to possess great influence in his immediate neighbourhood. Upon his person was found a paper, borrowed from a friend, and in this paper, a Magistrate certified that the bearer, Brijnath Manghy, was rendering the Government a valuable service. Kowlia confessed that under his alias, he had paid a visit to this Magistrate, Mr. Money.

"Kowlia's capture is due to the activity of Lieut. Aitkon, and also to a clever Darogah, Kishen Singh, who was the first to suspect the prisoner's whereabouts. (Englishman)

—বেঙ্গল হরকরা, ১৯.১০.১৮৫৫

It is understood on the best authority that Martial Law will not be proclaimed in the Sonthal districts till the arrival of the Governor General at Calcutta, which will probably be about the middle of next month.

—বেঙ্গল হরকরা, ২০.১০.১৮৫৫

The following important intelligence has been sent us by a friend, and may be relied upon as correct :—

"Ram Manjee, the man who, it is supposed, ordered the atrocious massacre of Mrs Thomas and Miss Pell, if he did not actually lend in killing them himself, was caught on the morning of the 17th instant by Lieutenant Dunbar, 37th Regiment. That Officer had been for some time aware that Ram Manjee was in the neighbourhood of Gargori, but from different circumstances an attempt likely to be successful could not before be essayed. At

½ past 3. A. M. on the above date Lieutenant Dunbar accompanied by Lieutenant Lloyd, 56th Regiment, and Ensigns Cary and Clarke, 37th Regiment, with 150 men of the 37th, marched for the encampment of Ram Manjee, situated nine miles from Gargori. The guides took them by a circuitous road, by which means, they were enabled to approach the Sonthals quite unperceived. Some time before, they reached the encampment of the rebels, they heard the native drums sounding within a few yards of them, a narrow belt of jungle only intervening ; at about 7. A. M. they came suddenly on a small open plain in the middle of which were a great many houses or rather several small villages. In front of the village opposite which they entered was a strong body of the rebels all armed.

Owing to the sudden and unexpected appearance of the detachment they did not, however make any stand and with the exception of two men they all immediately fled to the jungle. The two that remained behind were dressed in long white sheets, and on the detachment approaching within fifty yards of them they each raised a flute to their lips and began to play in a most unconcerned manner. They were ordered to be seized, and were immediately recognised by the guides and heads of one or two Bengalee villages to be the celebrated and notorious murderer and robber, Ram Manjee and his deputy. They seemed to be very proud of their situation, for they immediately confessed who they were, and Ram Manjee in a decided and loud voice exclaimed, 'I am Ram Manjee, made so by Ram Rajah, of Hazareebaugh.' Upon being asked why he didn't fly, he answered most scornfully 'Do you think I would fly from your people'; afterwards he said that in a day or two, if he had not been taken prisoner, it was his intention to have gone to Calcutta for the purpose of explaining to the authorities the whole cause of, and the reasons for the insurrection. Ram Manjee himself is a fine-looking muscular man and very independent in his style of conversation. The house he was standing before when taken prisoner was built in neat comfortable manner with a raised mound in the centre which formed his throne; the ground surrounding it was covered with flowers. His force was stated to consist of 1,000 men, but is seemed to be larger. As they were the terror of the neighbourhood and were all armed they were fired into during their retreat, but the jungle was so thick that it was not advisable to follow them, and it is impossible to say how many of them were killed. There were no casualties on the side of the Military ; the Bengalees plundered the villages, and after the departure of the detachment burnt the house to the ground. Great praise is due to the manner in which Lieutenant Dunbar conducted the surprise and captured this well known and much feared murderer and robber."

—বেঙ্গল হরকরা, ২২.১০.১৮৫৫

The following is from a gentleman in the Beerbhoom district :—

"The Englishman's correspondent who recently gave a short description of the affair which occurred near Sooree on the 10th instant was wrong in stating that Anderson's guns

were fired, when the force came in sight of the Sonthal villages it halted and opened out so as to leave the centre clear for the guns, which were then taken off the elephants and mounted. While this was being done the Sonthals could be distinctly seen driving off great numbers of their cattle, and when all was ready after half an hour's delay the force moved on against the almost empty Sonthal villages, for the rebels had nearly all fled, and not a gun was fired. The Sonthals all skulked off as soon as they saw the sepoys, and only about a dozen musket shots were fired at a few of them as they ran out of some of the villages to the right, in the direction which Captain Halliday had taken ; the Sonthals returned the compliment with arrows, but no damage was done on either side. About 100 head of the cattle were collected by the camp-followers for themselves, but they nearly all vanished before morning, as their captors were too deeply engaged in feasting on goats and fowls to look after their plunder. Several Manghees are willing to come in with their followers as they have quite enough of this fun in which they are always the loosers, and particularly now Ram Manghee's camp is broken up, for it is said that nearer 100 than 30 villages were burnt on the 10th, and all the property and grain in them destroyed. Major Nembhard was withdrawn with his troops from Mahommed Bazar on the 18th instant, leaving only 40 sepoys under a Subadar there, and it is said that all the Sonthals in the direction of Sooree wish to settle down quietly. The 31st N. I. at Aurungabad, have received orders, it is said, from the Genaral to march on the 10th November, they are to march first to Sreecoond and to pick up the detachment there and to make the best of their way in the Raneegunge direction via Pirour, Pulsa and Nulhutty. All the other corps are in like manner to make a simultaneous movement in the same direction and are not to touch the Sonthals unless they are attacked by them. Bancoorah is once more to be made a station, and a Regiment is to the cantoned there permanently."

—বেঙ্গল হরকরা, ২৪.১০ ১৮৫৫

Our friend who recently wrote to us from Raneegunge, has picked up some more intelligence relative to the Sonthal insurrection and writes as follows under date of the 22nd instant.

"On the 10th Captain Pester came across a body of Sonthals, at a place called Sarlee Barra, and a usual gave a good account of them, killing twenty-five, and wounding a large number of them; the Sonthal came and all the supplies it contained were destroyed. Yesterday twenty prisoners arrived here, sent in by the above-named officer. Several Manghees are said to have tendered their submission, the repeated defeats they have of late sustained having shown them that the contest is a hopeless one for them. The Manghee who was captured by Lieutenant Dunbar, of the 37th N. I. turns out to be the veritable Ram Manghee the author of so many atrocious murders. I hope they will hang the villain, and if they will do so before the holidays are over I will go and see him swing.

On the 18th Captain Nicoll, of the 10th N. I. attacked the Head Quarters of one of the

Sonthal divisions, situated at a place named Subunpore. He found the rebels in strong force, and they fought with much determination, wounding a duffadar, a sepoy and five horses, the first severely. Of course the rebels sufferred, for their daring ; sixty-five of them were left dead on the field and the wounded were in preportion ; five thousand head of cattle were taken and grain sufficient to supply a small army for months.

Captain Nicoll and Pester, and Lieutenant Dunbar have struck blows which will have a material effect in bringing the contest to a close, and if the advantages obtained be promptly followed up we feel little doubt that tranquillity will be restored before the three officers above named, and Captain Phillips, of the 63rd N. I, there will be plenty of energy displayed, and we anticipate that their example will become infectious, and that we shall hear of a series of successes that will lead to the speedy submission of the Sonthals. The head-men having already evinced a desire to make their peace with the authorities, will hardly wait until the advance of fresh troops from the Rajmahal and Bhaugulpore districts shall have hemned the rebels in and rendered their destruction almost certain.

—বেঙ্গল হরকরা, ২৪.১০.১৮৫৫

The following particulars of the Sonthal Insurrection may be relied upon as correct :—

"On the morning of the 22nd Soona Manjee, of Singaldhobie, Harun Manjee, of Hodellia, and Rognatti Manjee of Dumerhea, came in a very penitent manner to the camp of Lieut. Dunbar, 37th Regt, at Nala and stated that they had each as their names are set down 280, 96 and 95 followers whom they promised to bring in the day after to-morrow for the purpose of laying down their arms. Whether they really do so remain to be seen. One was allowed to go free to enable the rebels to be collected and brought in as they promised should be done, and two were kept as hostages. Captain Pester, with a detachment of the 63rd left Nala on the 22nd, having been ordered to Jumtarra.

The Sonthals are collecting in the direction of Aurungabad and Berhampore with the affirmed intention of plundering and destroying the Raja's palace at Mohespore, which if they did at once, would fall an easy prey to them, as there are only 40 men protecting it at present. Some of the out posts of the 31st Regt. could easily reinforce the small garrison if sufficient time were given. It is stated that there is only one company of the 7th on duty at Berhampore, so that the Rajah could get no assistance from thence. The jungle will soon be in a fit state for the shiker party to commence their proceedings.

Twenty Sonthal prisoners arrived at Raneegunge on the 20th whom Captain Pester managed to seize, and these with the sixteen rebels sent in on a former occasion by Captain Phillips, 63rd, make at present 36 prisoners ; they are a most miserable looking set of creatures and some of them mere children. On the 18th Dr. Walliah in the General Hospital there amputated the leg of one Sonthal sent in by Captain Phillips; the leg was in a dreadful state from a masket shot wound.

On the 20th instant Colonel Burney left Sooree on temporary leave till the 31st, and

Major Nembhard again commands the 56th Regiment for a few days. 22 Manjees, followed by about 100 Sonthals gave themselves up on the 20th to the detachment at Mohammed Bazar ; these Sonthals reported when they had given themselves up that there were a great number of the disaffected rebels gathering about Nungeles. On the same day Lieut. Raikes, in command of the recrute from Barrackpore belonging to the 56th, arrived safely with them. On the 21st Lieut. Kempland, 56th Regt, commanding a detachment of 50 men at Nungolea sent an express for aid to the Head Quarters of the Regiment at Sooree as the rebels were crossing the river on a large body near a place called Nallee Bunnee and he required assistance. So sepoys under command of Lient. Battye were ordered to march immediately to his aid. After this detachment left, a great deal of firing was heard in the direction they went, but the result and the cause are not yet known. A letter arrived at Sooree from Nungolea at 9 p.m. of the same day, stating that at noon on that day the Sonthals commenced crossing the river in a large body. Lieut. Kempland took with him all the available force to prevent them effecting their purpose. Before he could arrive, however, at the river about 200 Sonthals had crossed, but he was enabled to drive them back ; a great many were killed but it is impossible to state the exact number ; none of the sepoys were wounded. At 12 o'clock the same night a detachement left Sooree for Mahommed Bazar as news had arrived that large bodies of Sonthals were crossing the river there for the alledged purpose of looting Mahommed Bazar."

—বেঙ্গল হরকরা, ২৫.১০.১৮৫৫

We received following further details of Captain Nicoll's action with the Sonthals at Suhunpore :—

"Captain Nicoll, commanding detachment of the 50th, accompanied by Lieutenant Mathias and Ensign Gartou marched on the 17th from Jumtarrah at two o'clock A. M. for a place called Suhunpore reported to be only twenty miles on at eight o'clock in the morning they had ( ) reached Namenpore, where about ten days before the Sonthals had killed the Jemadar and a good many Bengalees. After the force had passed this village, they perceived the Sonthals collected about a mile in front of them in very large number. Upon approaching nearer, Lieutenant Mathias who ordered forward with the light company in skirmishing order, when in distance they fired at the rebels, skirmishing all the time, and killed a great number of them. The Sonthals stood well and answered by continued fights of arrows which fell thick arround the skirmishers, but only one sepoy was wounded ; they were at last driven into the jungle ; the Sonthals fought manfully, asking for no quarter ; one man was observed in front of the others to fire at an officer at last a dozen times ; at last the Sonthal was wounded and fell flat on *hi fabe* dead to all appearances, when to the surprise of all he got up and made a profound salaam to the troops, and then turned round and walked calmly into the jungle without any further injury though fired at several times; when the Sonthals fell wounded only, they still fired amongst the troops; they fought for

every yard of ground and gave back very slowly. Another Sonthal was lying wounded and one of the officers wished to spare his life, but while he was walking up to disarm him the Sonthal continued to fire as he sat on the ground, till the officer approached close to him, when one of the people shot him dead as he was about talking certain aim. This first affair lasted about one hour ; there was still two miles left through jungle before the force could reach the hill which the Sonthals had stockaded. Lieutenant Mathias again led the Light company in open order into the jungle and regularly beat it ; fights of arrows were continually coming which the sepoys answered with their muskets, but not a Sonthal was seen or heard, for they made no yelling and very seldom beat their war drums, which is unusual for them. About eighty were killed and wounded in the first affair, but through the jungle it was impossible to tell how many were hurt...

At last the troops arrived in the open, and the rebels were driven up to their village. The Sonthals then retreating fired five or six times with matchlocks, the slugs coming just in front of the Light Company, but hurting no one, this is almost the first time they have been known to use firearms. The twenty five troopers that accompanied the troops then charged amongst the enemy and cut down about eighteen of them. The Duffadar cut down one man and then rode on ; the wounded man sat up and fired an arrow at him, which went through the sword belt of the Duffadar and penetrated three inches into his back ; five horses were wounded and these were the only casulties. The Sonthals were driven off from their village which they had stockaded, and pursued a short distance. The troops then returned, and their camp and villages were plundered and burnt ; 5000 head of cattle were caught, which it is said, will be sold and the proceeds divided amongst the sepoys. About 5000 rupees worth of grain of different kinds was destroyed, and altogether it was a most successfully managed affair.

—বেঙ্গল হরকরা, ২৫.১০.১৮৫৫

A Correspondent of the Harkara announced the capture of Ram Manjee, the Sonthal who have said to have ordered the murder of Mrs. Thomas and Miss Pell. He was captured by Lieut. Dunbar of H. M's 37th. This officer having heard that Ram Manjee with a strong force was posted with 150 men, marched against him on the 15th instant. The Sonthals, taken by surprise fled, but Ram Manjee quietly awaited them ; remarking "Do you think I would fly from your people." Like most of the Sonthals, he is a bold manly looking fellow, perfectly independent in manner. He said that it was his intention to go to Calcutta, and explain the insurrection to the authorities.

—ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া, ২৫.১০.১৮৫৫

THE FRIEND OF INDIA some time back, having been furnished with a copy of Seedoo Manghy's confession, placed implicit faith in it and traced the cause of the Sounthal

insurrection to the rapacity of Bengalee money-lenders and the insolence with which the Bengalee residents treated the Sounthals. A writer evidently very well informed on the subject, writes to our daily contemporaries, exposing the utter absurdity of the hypothesis which the FRIEND, in his morbid hatred of Bengalees, so hastily adopted and points out that the Sounthal outbreak is one of those spasmodic efforts made by ignorant races against settled order.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৫.১০.১৮৫৫

সন্তালীয় সংবাদ

সন্তালীয় সমাচার লিখিতে২ লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গেল তথাচ এ পাপ গোল নিবারণ হইল না, বরং দিন২ বৃদ্ধিই হইতেছে।

২০ অক্তোবর বাসরীয় রাণীগঞ্জের পত্রে প্রকাশ পায় সন্তালেরা চতুর্দ্দিগে গ্রাম দাহ ও লুণ্ঠন করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের ঘোষণায় প্রজাদিগের আরো অনিষ্ট হইতেছে, সন্তালেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে যখন গবর্ণমেণ্টের সেনা দ্বারা নিতান্ত তাড়িত হইবে তখন অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক বশীভূত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ লইবেক, ২ সংখ্যক ব্রিগেডিআর দলের এক কোম্পানি সেনা ডেপুটি কালেক্টর মেং টুইডি সাহেবের সহিত পালগঞ্জে গিয়াছে।

৩০ সেপ্তেম্বর পত্রান্তরে জানায় ২৮ দিবসে সন্তালেরা এক কালে পাঁচখান গ্রামে অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছিল, তালডাঙগার ৫।৬ ক্রোশ দূরে জামতরা নামক গণ্ডগ্রাম লুঠিত হইবে এই সংবাদ প্রাপ্তে কাপ্তান ফিলিপ্স সাহেব ১৯ দিবসে ২০০ সেনা সহিত ঐ গ্রামরক্ষার্থে গমন করেন, সেনারা একটা নালা পার হইতেছিল এমত কালে ৩০ জন সন্তাল আসিয়া তাহারদিগের উপর আক্রমণ করিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সিপাহিরা গুলি দ্বারা ৮ জনকে হত ও কয়েক জনকে আহত করিলে অবশিষ্ট কয়েক জন পলায়ন করে, সন্তালেরা ক্রমে সাহসী হইতেছে, যদি সুশিক্ষিত হইত তবে অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারিত, ২২ দিবসে অন্যূন এক সহস্র সন্তাল জামতরা গ্রামে আক্রমণ করে কিন্তু কাপ্তান ফিলিপ্স সাহেবের অধীন সেনারা ক্ষণ কাল মধ্যেই তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিল এই যুদ্ধে তাহারদিগের ৩৫ জন হত ও তদধিক আহত হয় আমারদিগের পক্ষে একজনও হত হয় নাই, সহস্র২ প্রজারা বারবার পার হইয়া পলাইয়া আসিতেছে, পালগঞ্জের চতুর্দ্দিগে তাহারা লুঠ করিতেছে, এমত জনশ্রুতি উঠীয়াছে বিদ্রোহি প্রদেশ মিলেটরী আইনের অধীন হইয়াছে।

কথিত আছে অজয় নদীর উত্তর তীরে সন্তালেরা মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৩০.১০.১৮৫৫

লোকেরা কথায়২ প্রসঙগ ভেদে দুইটী কথা বলিয়া থাকেন, সন্তাল দলের গোলমালের কথায় আমারদিগের সেই দুইটী কথা স্মরণ হইল প্রথম কথা এই যে "ঘরে ছুঁছার কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন", দ্বিতীয় কথা এই যে "ধরিতে না পার ইন্দুর করিতে যাও বাঘ বন্দি," এই ক্ষণে উক্ত দুই বাক্যই আমারদিগের রাজ্যেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াছে, ঘরের মধ্যে বন্যজন্তু সন্তালেরা প্রজা নাশ গ্রাম দাহ প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, রাজকুল তাহার দিগের কিছুই করিতে পারেন না, অথচ বাহিরে গোলাগুলী সৈন্য দেখাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন এবং মুষিক তুল্য সন্তালগণকে অদ্যাপিও ধৃত করিতে পারিলেন না অথচ রুষীয় রাজ্যেশ্বরকে বন্ধন করিতে গিয়াছেন এতদ্দেশীয় কোন স্বাধীন রাজ্যেশ্বর যদি সামান্য বন্য জাতির হস্তে এ প্রকার পরাস্ত হইতেন তবে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেন না, ব্রিটিস জাতির লজ্জা নাই এই কারণ তাঁহারদিগের

আহার পরিপাক পাইতেছে। আমারদিগের স্মরণ হইল কোন এক লর্ড কলিকাতা নগরে আগমন মাত্র এতদ্দেশীয় লোকেরা উপহাস করিতে লাগিলেন এ লার্ড বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের কি শাসন করিবেন ইহাঁর স্ত্রীকে শাসনে রাখিতে পারেন নাই, সে স্ত্রীলোক বাহির হইয়া গিয়াছেন, যিনি ঘর রক্ষা করিতে পারেন নাই ইংলণ্ডীয় অধ্যক্ষেরা কি বুঝিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়াছেন, লর্ড বাহাদুরের লজ্জা থাকিলে কদাচ ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া আসিতেন না, সেই লার্ড বাহাদুরের পক্ষে প্রজাদিগের এই উপহাস যথার্থ রূপেই প্রকাশ হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয় প্রভুরা তাঁহাকে ভারতবর্ষ শাসনে অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে এ দেশ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন অতএব ইংলণ্ডজাত লোকদিগের যে লজ্জা নাই তাহা সর্ব্ব বিদিত হইয়াছে আর যাহা অবশিষ্ট ছিল সন্তালেরা তাহাও প্রকাশ করিয়া দিল, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন এ রাজ্য সুশাসিত হইয়াছে এই কারণ রাজ্য মধ্যে উপযুক্ত স্থানে সৈন্য স্থাপন করেন নাই, হিন্দু জাতির ন্যায় শান্তজাতি কোথায় পাইবেন হিন্দু জাতি রাজ বিরুদ্ধাচারী নহেন বরং রাজকুলের মঙ্গল চেষ্টা করেন কিন্তু হিন্দু ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্য কোন জাতিকে ব্রিটীস গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ক্রমস্য

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ১.১১.১৮৫৫

গত প্রকাশীতের শেষ

মহম্মদীয়ান জাতিরা অদ্যাপিও তলবার সুধার করিতে ছাড়েন নাই পত্তনে পাইলেই শ্বেত জাতির শিরঃকর্ত্তন করিবেন তাঁহারা সর্ব্বদা পরমেশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করিতেছেন, উড়িতে পারেন না এই কারণ পোষ মানিয়া থাকেন, জবন জাতির মধ্যে বিদ্যার অধিষ্ঠান আছে তাঁহারা বলাবল বুঝিতে পারেন, যাহারা আদি পুরুষানুক্রমে বনবাসে রহিয়াছে অদ্যাপিও বৃক্ষছাল পরিধান করে, ধনুর্ব্বাণ দ্বারা পশু হত্যা করিয়া পশুমাংস পোড়াইয়া খায়, কোন প্রকার বিদ্যার বায়ু পর্য্যন্তও গ্রহণ করে নাই তাহারা কি বলাবল বিবেচনা করে, তাহার দিগের যে সামান্য জ্ঞান আছে [....] ..গ্রাম দাহ লুঠপাঠ করিয়া সাহসিক হইয়াছে ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট তাহারদিগকে উদ্যেয় ভঙগ করিতে পারিলেন না, কাল বিলম্ব যত হইতেছে ততই তাহা দল বলে বৃদ্ধি পাইতেছে বঙগদেশের ঠাকুরটী নীরব কুরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন অন্তঃপাতিত্ব রূপে মোসলমানদিগের উপসনা করিতেছেন, প্রধান পুরুষ হর্ত্তা কর্ত্তা বড় কর্ত্তা মহাশয় এ সময়ে কোথায় রহিলেন, সন্তালেরা বলে গবর্ণরেরা তাহারদিগের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, ইংলণ্ড হইতে তাঁহার প্রতি বারম্বার তর্জ্জন গর্জ্জন আসিতেছে সন্তাল কুল নির্ম্মূল না করিলে জাহাজারোহণ করিতে পারিবেন না আমরা অনুভব করি তিনি মনে করেন কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স মহাশয়েরা পূর্ব্ব রাজ্যে একজন লেপ্তেনেন্ত গবর্ণর পাঠাইয়া দিয়াছেন লেপ্তনেন্তই পূর্ব্ব দেশ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ইহাতেই দুই সতীনের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, প্রজাবিনাশ হউক তাহাতে তাঁহারদিগের ক্ষতি কি, তাঁহারা অদ্য আছেন কল্য নাই ভারতবর্ষে ভুরি বেতন গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছেন স্বদেশে যাইয়া স্বচ্ছন্দে সুখে কাল যাপন করিতে পারিবেন...

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২.১১.১৮৫৫

সন্তালীয় সমাচার

সন্তালেরা পশুবৎ অসভ্য ও নির্ব্বীর্জ বটে এবং তাহারদিগের যুদ্ধ দ্রব্যাদি কিছুই নাই ইহা সকলি সত্য, তথাচ এই সামান্য বিদ্রোহাচার ক্রমে রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল, প্রাবৃট্ প্রারম্ভে এই বিদ্রোহ তার সূত্রপাত হইয়াছে, এইক্ষণে বর্ষাগত শীত সমাগত, এ পর্য্যন্ত সন্তালকুল নির্ম্মূল হইল না, নির্ম্মূল হইবেক দূরের কথা, ব্রিটিস পরাক্রমে ইহারা শঙ্কাও করে না, রুষীয় সমর সূত্রে এ দেশীয় সমাচার পত্র সকল সর্ব্বদাই তত্তৎ সংবাদের আন্দোলন হইতেছে এবং সন্তালীয়

বিদ্রোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নানা বাদবিতণ্ডা চলিতেছে, কোন২ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে সন্তাল ভয়ে কলিকাতাস্থ লোক পর্য্যন্ত সশঙ্ক হইয়াছেন, কেহ২ লিখিয়াছেন জনেক রুষীয় এজেন্ট সন্তালদিগের পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন এবং টাইমস সম্পাদক সন্তালদিগের সাহস বার্ত্তায় লেখেন সন্তালদিগকে রণশিক্ষা দিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আনিলে তাহার দিগের দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে, যাহা হউক, সামান্য বিবেচনা করিতে২ সন্তালীয় ব্যাপারে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

ক্যাম্প্ মাকুরদি হইতে আগত ২৩ অক্টোবর বাসরীয় পত্রে জ্ঞাতা করে কানু সরদার কয়েক সহস্র সন্তালসহ মাকুরদির নিকটে সমাগত হইয়াছে, বোধ হয় যে সকল সন্তালেরা শান্তমূর্ত্তি হইয়াছে তাহারদিগকে পুনরায় বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত করাইতে আসিয়াছে, ২২ তারিখে গ্রামস্থ কয়েক জন প্রজা আসিয়া শিবিরে সংবাদ দিল কানু সরদার অমরাপুর গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে, ঐ গ্রাম মাকুরদি হইতে ৩।৪ ক্রোশ ব্যবধান, এতৎ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দুই কোম্পানি সিপাহী অমরাপুরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং ২৩ তারিখ অতি প্রত্যুষে একদল সন্তালের সম্মুখে উপস্থিত হইল, সিপাহী দৃষ্টি মাত্র তাহারা যূথ ভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় দিগ্‌বিদিগ পলায়ন করিতে লাগিল, গ্রাম মধ্যে অন্যূন ৮০০ শত সন্তাল প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা অরণ্য মধ্যে পলায়ন পথ না পাইয়া প্রান্তর দিয়া পলায়নপর হয়, তন্মধ্যে তিনজন লাল পরিচ্ছদে আবৃত ছিল, বোধ হয় তাহারই এক জনের নাম কানু হইবে। ব্রিটিস সেনারা কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত তাহারদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল কিন্তু কাহাকেও হতাহত করিতে পারেন নাই।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৫.১১.১৮৫৫

The following is extract of a letter, dated Bhaughulpore, 31st ultimo :—

"Bhaughulpore has become very sickly. Cholera and fever rages like wild fire and the rascally Sonthals are dying like rotten sheep in the Jail, in which we have got nearly all the ringleaders of the rebellion and some of them are to pay the last penalty of the law. Seedoo Manghee is one of them. The rebels are yet fighting towards Beerbhoom, and all the troops — Infantry, Cavalry and Artillery — stationed here are to march in the course of a few days for the disturbed districts. All is quiet in this neighbourhood.

—বেঙ্গল হরকরা, ৭.১১.১৮৫৫

A BHAUGULPORE letter tells us that Seedoo Manjee, and five other ring leaders have been sentenced to be hanged by the Judge. The tragedy will come off in a few days....

—সিটিজেন, ৮.১১.১৮৫৫

The Sonthal revolt has not yet been quelled. With a large military and police force at the disposal of the authorities, with better facilities of locomotion than what existed forty years ago, we are unable to protect the traveller or ryot and to establish peace. In our opinion, the proclamation of martial law, which most of our contemporaries advocate, for security of life and property or for quelling the insurgents is unnecessary. All that we need

ment, yet before executing the extreme penalty of the law, he must refer the proceedings for confirmation by the Sudder Nizamut, which will take a fortnight or more to determine. The criminals are now in durance vile. I will send direct to Calcutta details of the trial shortly."

—সিটিজেন, ২২.১১.১৮৫৫

৬ নবেম্বর দিবসীয় শৃগাল কোটের পত্রে ব্যক্ত করেন উক্ত স্থান স্থিত ৫ সংখ্যক ইররেগুলর কাবেলরি দল ও কাপ্তেন মিল সাহেবের অধীনস্থ লাইট ফিলড বেটেরি এবং ৭ সংখ্যক আর্টীলরি দলের ৫ কোম্পানি সেনাগণকে বাঙগালায় আসিবার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকিতে আজ্ঞা হইয়াছে এবং কানপুর প্রভৃতি যে২ স্থানে সৈন্যাদি আছে সেই২ স্থানে সংবাদ গিয়াছে যদি সন্তালীয় বিদ্রোহীতায় অধিক সৈন্যের আবশ্যক হয় তবে তত্তৎ স্থানেও অশ্বারোহি ও তোপচালক সেনা প্রস্তুত থাকে।

উল্লখিত সংবাদ দ্বারা অনুভব হইতেছে গবর্ণমেণ্ট শীতকালে অরণ্য প্রবেশ করিয়া সন্তালকুল নির্ম্মূল করণের চেষ্টা পাইবেন, পর্ব্বতে বনে প্রবেশ করিয়া সমুদায় সন্তালগণকে ধৃত করিতে গেলে অধিক সেনার আবশ্যক করে কিন্তু তাহাতে অশ্বারোহি ও তোপচালক সেনায় কি উপকার দর্শিবেক অনুভব হয় না, বনে ও পর্ব্বত মধ্যে তোপের গাড়ি ও অশ্বারোহী সেনা প্রবেশ করিতে পারে না যদিই বা বহু কষ্টে প্রবেশ পথ পায় তথাচ প্রবেশ করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবে না তবে গবর্ণমেণ্ট বন কাটাইয়া বিদ্রোহিগণকে শাসন করিবেন তাহা অল্পকাল আয়াস সাধ্য নহে, এক বন কাটিতে২ সন্তালেরা অন্য বনে বা পর্ব্বতে পলায়ন করিবেক গ্রাম ও বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা তাহাদিগের পক্ষে ক্লেশ কর নহে, নিষ্কর বৃত্তি ও হর্ম্ম্যারসাদি মূল্যবান স্থাবর বস্তু যাহার লোভে লোকে পৈতৃক বাস ত্যাগ করিতে পারে না সন্তালদিগের সে প্রকার কোন বস্তুই নাই তাহারা কুঠিরে বাস করে, মৃৎপাত্রে ভোজন করে, সম্বলের মধ্যে দুই চারিটা গো মেষাদি পশু মাত্র এবং এক বন ত্যাগ পূর্ব্বক বনান্তরে বাস করা তাহারদিগের স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য এমতাবস্থায় তাহারদিগকে দমন করা সহজ কর্ম্ম নহে।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২৩.১১.১৮৫৫

The 31st Regt N. I has commenced its march from Aurungabad. On the 16th they had reached Rammathpore, and though they had passed through many Sonthal villages they had met with no opposition. The Sonthals, whom they had seen, were either working in the fields or sitting perfectly at their ease in the villages and none had any arms with them. The Regiment is believed to be returning to Barrackpore.

—বেঙগল হরকরা, ২৮.১১.১৮৫৫

The news received from the Sonthal district by this day's dak is not quiet so peaceable and uninteresting as it has been for some time past. The 31st Regiment N. I. arrived at Domadur on the 31st instant, and were going to halt there for three or four days till a party returned from Doorgagunge where it had been sent for supplies. From Aurungabad to Sreecoond nothing worth relating had occurred, but upon leaving the last named place where their 7th company still remains, the Sonthals were more frequently met with and had shewn a

hostile disposition — they had skirmished with the troops in one or two instances. Ten of their Mangees had been captured, two of whom have been recognished by the Pundit of the Ranee of Mohespore, as being leaders of the gang that attacked and plundered the Huvailee of his mistress some time ago ; the names of these two are Gossaul Gopal and Mangee Bahadar. The rear guard of the regiment was attacked by about 250 Sonthals on the 20th about four miles from Domadur, the guard manged to beat them off and killed seven of the rebels. Upon this news being reported in camp, Major Legard ordered off sixty men under the command of Captain Smallpage and Lieutenant Fellows, but the detachment arrived too late to meet the large body of rebels, only a few remained, the others having retired ; one Sonthal was shot, but as soon as he fell the Sonthals carried him away, leaving his tulware behind him. A good many of the Sonthal villages have been burnt and part of their cattle has been captured, which were sold by auction on the 21st. The jungles for miles round are swarming with Sonthals, for immediatly the troops appear they desert their villages and carry off to the jungle all their property and as many of their cattle as they can manage to drive off in the hurry of the moment. Captain Halliday, who is commanding with Lieutenent Raikes and Morris, rather a larger detachment of the 56th at Banscollie, is stated to have had a good many skirmishes there with the Sonthals, only one sepoy of the party has been wounded. Lieutenant Kempland's detachement of 110 men marched into Sooree from Nungolea on the 26th, they were ordered off again that evening accompanied by a small number of the 2nd Irregular Cavalry to Mahomed Bagar, and when joined by Lieutenant Batty's detachement of thirty five men will proceed to Rajbu Plassey, which in close to Tillaburrie, the place that was destroyed on the 10th October. Mahomed Bazar and Nungoles will henceforth be abandoned as Military posts. It is again stated that the 2nd Grenadiers will be ordered into the district and as may probably be stationed for the present at Raneegunge.

—বেঙ্গল হরকরা, ৩০.১১.১৮৫৫

সহরঘাঁটি হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে শীতকাল উপস্থিত হওয়াতেও সেনাপতিরা অসভ্য সাঁওতালদিগের দমনার্থ কোন সদুপায় করিতে পারিলেন না, এ পর্য্যন্ত তাহারা অস্ত্র ধরিয়া প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, এমত প্রকাশ হইয়াছে যে গবরনর জেনরল সাহেব কলিকাতা রাজধানীতে প্রত্যাগত না হইলে জেনরল লেওড সাহেব সাঁওতালী পর্ব্বতে প্রবেশ করিবেন না। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাহারদিগের অত্যাচারে উক্ত অঞ্চলের অবশিষ্ট প্রজাসকল জরজর হইবেক।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৩০.১১.১৮৫৫

We understand that Major General Lloyd has commenced to put Martial Law into active operation in the Sonthal districts. We hear that he has hung some half dozen of the rebel prisoners and some 12 or 14 others have been sentenced to transportation. We hope those

prompt measures of just severity will have the effect of speedily reducing the insurgents to submission.

—বেঙ্গল হরকরা, ১.১২.১৮৫৫

The Morning Chronicle is informed by a letter from Bhaugulpore that Seedoo Manjee of Sonthal notoriety, suffered the extreme penalty of the law on the 16th idem.

—হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, ৩.১২.১৮৫৫

By advices received from the disturbed districts, we hear, that the Santhals have not as yet been quelled, although Martial Law has been proclaimed in the disturbed districts. The insurgents do not seem at all terrified, they have determined either to quit their residence or to give up their lives at a dear price. The number of Santhals who are now in a state of confinement, say that they have committed these outrages by order of one Suba Baboo. Who he is and where is his residence is not yet known.

— সিটিজেন, ৪.১২.১৮৫৫

The 63rd Regiment N. I. were to leave Raneegunge on the 3rd instant, the general having telegraphed for them as a very large body of Sonthals, some say 50,000 (?) were stated to be collected about Banscoolie. Komerabad and Soree. The head-quarters of the 50th Regiment are ordered from Kandrah to Raneegunge and 150 sepoys of that Regiment returned from general leave were to wait the arrival of their corps at Raneegunge. Kanoo, one of the rebel Sonthal chiefs, has been brought into Raneegunge, having been caught and given up by some natives, his arms are pinioned and bound with strong ropes ; he is said to be a better looking fellow than most of the Sonthals are and has a bold and very independent manner ; when he was informed that his brother had been hanged and there was every probablity of his sharing the same fate, he appeared quite indifferent and said that "he did not care about it."

—বেঙ্গল হরকরা, ৫.১২.১৮৫৫

পরম্পরা শ্রুত হইল গত ১৩ নবেম্বর দিবসে সন্তালদিগের প্রধান সিদ্ধু মাঝির প্রাণদণ্ড হইয়াছে কিন্তু ইহার কোন নিশ্চয় সংবাদ আইসে নাই।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৫.১২.১৮৫৫

Sundry skirmishes are reported by the Hurkaru to have taken place in the district of Beerbhoom between the Sounthals and our troops. These are, we believe, the dying spasm of the insurrection.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬.১২.১৮৫৫

ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে সেনাপতি লাএড সাহেব মার্সিএল ল প্রকাশ পূর্ব্বক ৫০ জন সাঁওতালকে ফাঁসিকাষ্ঠে হত ও ৫০ জনকে দ্বীপান্তর প্রেরণ করণের আদেশ করিয়াছেন।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৭.১২.১৮৫৫

We are informed the Government of Bengal, reported to the Government of India the capture of Kanoo and three other Sirdars, together with ten followers on the 1st proximo. The insurgents after an unsuccessful skirmish with our sepoys hid themselves in a bush from whence they were taken. The intelligence was transmitted to the Lieutenant Governor from Berhampore by Electric Telegraph.

—সিটিজেন, ৮.১২.১৮৫৫

Khanoo Manjee and twelve Sonthal prisoners were brought into Soorie on the morning of the 5th December. They themselves state that they left the main body of the rebels of their own accord with the intention of becoming honest men again, but they were taken up before they had proceeded far on the Gutwah road by three chuprasses. Khanoo who had Lieutenant Toulmin's waist plate on his arm, and his pocket book, together with several other articles of plunder, states that he received them from the Manjee, who directed the rebels to attack Lieutenant Toulmin's party, he further states that he has been in arms altogether five months, but not all the time in the Beerbhoom district for he was some time with Seedoo near Bhagulpore, where he admits having committed one murder. He is a small limbed man about five feet six inches in height, with small features, and there is nothing in his appearance to denote either the hero or assassin ; he is about thirty five years of age. His fate and that of his companions is not known at present.

—বেঙ্গল হরকরা ১০.১২ ১৮৫৫

We hear that Kanoo Manjee, who at first had been sent to Raneegunge, was obliged to be forwarded from thence to the Civil authorities at Soorie on account of the inability to procure any proof there against him. On the evening of the 5th General Lloyd ordered that he and the other prisoners should be brought to his Camp. Kanoo, it is stated, speaks very freely upon being questioned, and says that they had been so much oppressed by Mahajuns and zeminders that he and the other Manjees advised his countrymen to rebel and kill all the enemies, and then proceed and lay all their sorrows and complaints before the Governor General, and that they had none of them any intention or wish to injure Europeans : he further stated that he had received and acted upon a message received from heaven that he was to kick out all their oppressors and rule over all the land ; he asked after his brother Seedoo, evidently not knowing that he had been executed, and when informed of it, he remarked that it was his fate and now he was quite indifferent about himself. ...

—বেঙ্গল হরকরা ১০ ১২.১৮৫৫

The Citizen informs us that the Government of Bengal has received information of the capture of Kanoo, the Sonthal leader. This man is believed by many to be the real head of the movement, but the Sonthals scarcely appear to obey any single authority. Their movements are almost without concert, and certainly without anything like discipline.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৩.১২.১৮৫৫

Kanoo Manjee the Sounthal chief, has been captured. In his confession he lays the blame, like Seedoo upon the Zemindars and Mahajuns. He relates having received a second message from heaven to the effect that he is to be hung.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৩.১২.১৮৫৫

Nearly all the villages about here, it is stated in a letter from the Beerbhoom district, have been burned by the Sonthals, with the exception of course of their own; ...

The Sonthals that are spoken to on the subject state that they are quiet tired of fighting, and that they in fact never wished to do so, but were led into it most unwillingly by the Bhaugulpore Sonthal tribes. They bring into the camp eggs, fowls, milk, &c., for which they wish to take no remmuneration, and are most willing to make themselves generally useful. They ask most pathetically for chits speaking of their good behaviour. The Sonthals are generally speaking, a much finer race of men than the Bengalees, and their women, who are very numerous are much better looking than the Bengalee ladies. They have a singular custom of marking themselves on the arm when children with red hot charcoal the mark of course is indelible. No armed bodies of Sonthals are now heard of nearer than the Gajore hills and the insurrection has been knocked on the head. A Manjee, who came into the camp yesterday, from where the General's troops are driven him on the 10th, stated that there were not more than 2000 Sonthals collected and there were many more women and children among them than men. Upon being asked if it was a correct report that the Sonthals had a European woman amongst them, he said he had never heard that they had one and did not think that it could be the case.

—বেঙ্গল হরকরা, ১৭.১২.১৮৫৫

ইংরাজী পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা সকলেই লিখিয়াছেন যে সাঁওতালীয় বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে, সেনাপতি সাহেব দুরাত্মাদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিয়াছেন একারণ আমার দিগের লেপট্‌নাণ্ট গবরণর সাহেব বাষ্পীয় রথে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছেন, কিন্তু বীরভূম হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ওই অসভ্য দুরাচারিদিগের অত্যাচার অনেক ন্যূন হইয়াছে বটে তাহারা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তাহারদিগের দলবল্ এ পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয় নাই, এবং তাহারা অস্ত্র ছাড়িয়া ক্ষেত্রের কার্য্যে সাধু হইয়াও বসে নাই, তাহারদিগের প্রধানাধ্যক্ষ সিদু মাজি অদ্যাবধি

রণসজ্জায় অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছে, ঐ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল তাহার কিছুই সত্য নহে সেনারা জঙ্গলের কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিয়াছিল বটে কিন্তু নিবিড়ারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই অধুনা আমরা কোন পক্ষের সংবাদের প্রতি বিশ্বাস করিব তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ৪.১.১৮৫৬

The Government Gazette has the following notification :—

"Camp Raneegunge, the 3rd January 1856,—Whereas, in the District specified in the proclamation issued by order of the Lieutenant Governor of Bengal on the 10th of November 1855, open rebellion against the authority of the Government no longer exists; it is hearby notified that the said Proclamation, whereby Martial Law was established, and the functions of the ordinary Criminal Courts of Judicature were suspended within the said Districts, has ceased to have effect."

—বেঙ্গল হরকরা, ৭.১.১৮৫৬

The following is from a correspondent at Raneegunge, dated 14th January :—

"His Honor the Lieutenant Governor arrived here yesterday morning on the return from Sooree and the late disturbed districts, halts to-day and proceeds by train to-morrow morning to Calcutta. It is to be hoped the Lieutenant Governor's visit to the district may materially tend to tranquillize the wandering spirit of the Sonthals who are in a pitiable plight for want of food and shelter, and if reports are to be credited, the miserable and opperssive Bengalees are doing their best to force the Sonthals to further acts of violence by refusing to allow them to settle in their former villages without paying down twenty rupees per family. ...

—বেঙ্গল হরকরা, ১৬.১.১৮৫৬

বীরভূম হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ৫০০০ সাঁওতাল পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক প্রজার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্র যদ্যপি তাহারদিগের প্রতিকূলে সৈন্য প্রেরিত না হয় তবে বিস্তর অনিষ্ট হইবেক। আমরা পূর্ব্বে সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল নির্ব্বাণের সংবাদ পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম পুনর্ব্বার তাহারদিগের অত্যাচারের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম, ঐ দুরাচারিরা পূর্ব্বে লুট করিয়া বিস্তর দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ কারণ অত্যাচারে তাহার দিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার দিগকে বিহিতরূপে শাসন করিয়া তাহার দিগের দেশে উপযুক্ত সৈন্য না রাখিলে তাহারা সময়ে২ ঐ প্রকার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবেক।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২৪.১.১৮৫৬

আমরা সংবাদদাতাদিগের পত্র দ্বারা পুনর্ব্বার অবগত হইলাম যে সাঁওতালেরা দলবদ্ধ হইয়া দেওঘর ও জয়পুর প্রভৃতি স্থানের প্রজা দিগকে নির্দ্দয়রূপে হত করিয়া দ্রব্যাদি লুট করিতে করিতে সিংহভূমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে তাহারা পরিবার ও পশ্বাদি লইয়া যাইতেছে এমত জনরব যে গবর্নমেন্ট যে সমস্ত দেশে মার্শিএল লা প্রচার করিয়াছেন তাহারা সেই সমস্ত

দেশে অবস্থান করিবেক না, তাহারা অন্যান্য পর্ব্বতীয় লোকদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া রাজ্যের স্থানে২ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবেক, গবর্ণমেন্ট সাঁওতাল দিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ ও নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক এত পরিশ্রম করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না, কেবল নিরীহ প্রজাদিগের প্রাণনাশ ও সর্ব্বনাশ হইল, এইক্ষণেও ঐ অসভ্যদিগের অত্যাচার নিবারণ হইল না কি আশ্চর্য্য। আমার দিগের লেপ্টেনাণ্ট বাহাদুর কি করিতেছেন তাঁহার চক্ষের উপর প্রজাকুল অসভ্য দিগের হস্তে বিনষ্ট হইতেছে, সাঁওতালেরা দেশ ছাড়িয়া যদ্যপি অন্য পর্ব্বতে যায় তবে তিনি কাহার উপর মার্সিএল লা চালাইবেন, সামান্য শত্রু দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার করাতে গবর্ণমেন্ট যখন তাহারদিগকে দমন করণে অক্ষম হইতেছেন এবং অকুল চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন তখন কোন প্রবল শত্রু এই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে কি করেন বলা যায় না।

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ২৬.১.১৮৫৬

বীরভূম হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবরনর সাহেব রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উক্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে হয়, হস্তি, পদাতিক, ডঙ্কা, শিবিকা, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং তাঁবু কানাত রেসালা লোক বিস্তর চলিয়াছে, ফলতঃ তাঁহার এই ভ্রমণদ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে তাহা আমরা কিছুই বিবেচনা করিতে পারি নাই, এ দিগে তাঁহার বিবেচনা দোষে সাঁওতালেরা পুনর্ব্বার সাহসিকরূপে অস্ত্রধারণ করত নির্দ্দোষি প্রজাদিগের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, বিজ্ঞলোকেরা একবার যে বিপদে পতিত হয়েন তাহাতে অবশ্য সাবধান হয়েন, সুতরাং সেই বিপদ পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট পুনর্ব্বার একপ্রকার বিপদগ্রস্ত হওয়াতে আমরা অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি, আহা কি আক্ষেপ! তাঁহারা অসভ্য সাঁওতালদিগের ভয়ানক অত্যাচার হইতে এ দেশের ভীরুস্বভাব, নির্দ্দোষি লোকদিগকে রক্ষা করিবেন না, কি আশ্চর্য্য! কএক দিবস হইল আমারদিগের গবরনর জেনেরল সাহেব কলিকাতা গেজেট পত্রে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাঁওতালীয় অত্যাচার সম্যক্‌রূপে নিবারণ হওয়াতে তিনি সেনাপতি লাইয়াড সাহেব ও তদধীন সেনানী ও সেনাদিগকে প্রণাম দিলেন, লার্ড সাহেব বিলাত গমন সময়ে স্বজাতি সমাজে মান্য হইবার নিমিত্তও ঐ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কোথায় সাঁওতালীয় বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে? লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব দেশভ্রমণের আমোদ কেন এত টাকা মিথ্যা ব্যয় করিতেছেন? তিনি রাজ্যের অবস্থা দর্শন করণের ছলনার আমোদ প্রমোদ করা পরিত্যাগ করিয়া যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যথানিয়মে তাহা নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ পরিষ্কার করুন, অত্যাচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় দেখুন।

—সংবাদ প্রভাকর, ১.২.১৮৫৬

The following report has been received from Bhaugulpore;—
"On the 27th the Bhagulpore Hill Rangers under Lieutenant Fagan fell in with a body of 200 Sonthals, (part of the body that had plundered Sungrampore it is supposed) near Sungrampore. An encounter took place in which thirty-one Sonthals were killed.

They fought well wounding eleven of the Rangers with their arrows. A supposed Soobah, who was carried in a palkee in the centre of the body of Sonthals, was killed in the fray and proved to be a woman.

The affair lasted seven minutes and then the Sonthals fled into the jungles.

—বেঙ্গল হরকরা, ২. ২. ১৮৫৬

ইংলিসম্যান পত্রে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে একজন সাঁওতাল-পত্নী সাঁওতালদলের অধ্যক্ষ হইয়া তাহারদিগকে চালনা করিতেছে, দুরাত্মারা তাহাকে ঈশ্বরীর ন্যায় মান্য করে ও পূজা করিয়া থাকে, ঐ রমণী সাতিশয় বলিষ্ঠ, রণকৌশল বিলক্ষণ জ্ঞাত আছে, সে রাজসেনাদিগকে দেখিলে এমত সুকৌশলে আপন দলবল লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে ও গোপন হয়, যে সেনাপতিরা কোনক্রমেই তাহারদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে না।

—সংবাদ প্রভাকর, ৭. ২. ১৮৫৬

গবরনর জেনরল সাহেব ঘোষণাপত্র দ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইয়াছে, কিন্তু সাঁওতালেরা মনে মনে জানিয়াছে যে তাহারা দেশ জয় করিয়া বসিয়াছে, ইংরাজেরা তাহারদিগের নিকটে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। সাঁওতালদলের একজন অধ্যক্ষ শিবসহায় ভকত সংগ্রামপুরের নীলকুঠির অধিকারী মেং গ্রাণ্ট সাহেবকে যে অনুমতি পত্র প্রেরণ করে, আমরা নীলকরদিগের গত সভার বিবরণ হইতে তাহা অনুবাদপূর্ব্বক নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম, এতৎ পাঠে পাঠকগণ ঐ দুরাত্মাদলের সাহসের বিষয় বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে যত শাসন করিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

"অনুমতি করিতেছি যে এই আজ্ঞা পত্র প্রাপ্তানন্তর তুমি দ্রব্যাদি লইয়া কুঠি ছাড়িয়া প্রস্থান করিবে। ইহাতে যদ্যপি সম্মত না হও অথবা কোন আপত্তি কর তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না। এই আজ্ঞাপত্র দ্বারা তোমাকে জানাইতেছি যে আমারদিগের সেনারা বুধবার দিবসে তোমার কুঠি অধিকার করিবেক। তাহারা প্রজাদিগের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করিবেক না, বরং বাহুবলে তাহারদিগকে রক্ষা করিবেক।

৩০ পৌষ ১২৬২।"

এই রাজ্যের নূতন রাজা শিবসহায় ভকতের দ্বিতীয় আজ্ঞাপত্র

"রামজুলল এই দেশ জয় করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে জানাইতেছি যে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা তাহা তুমি আমাদের জানাইবা, তাঁহারা যদ্যপি আমাদিগের সুবা আক্রমণ করেন, তবে রাইয়ৎদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক, আর ইংরাজ সেনারা যদ্যপি আগমন করে তবে তাহাতেও রাইয়ৎদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক, অতএব ইহা কর্ত্তব্য হয় যে কেবল কিশোরী সুবা ও ইংরাজেরা পরস্পর যুদ্ধ করিবেক, তাহা হইলে রাইয়ৎদিগকে কোনপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক না, অতএব এই পত্রের স্পষ্টানুমতি প্রেরণ করিবে, আর এই অনুমতি যাহারদিগের উদ্দেশে প্রেরণ করা গেল ডাকযোগে তাহারদিগকে ইহার স্থূল বিবরণ জ্ঞাত করিবে।

এই পত্র সিরিস্তাদারের নিকট প্রেরণ করা গেল।

২৯ পৌষ ১২৬২। পূর্ণিমা সোমবার"

সংগ্রামপুরের নীলকর সাহেব এই উভয়পত্র অনুবাদ সহিত কলিকাতাস্থ সভায় প্রেরণ করিলে ঐ সভার বিজ্ঞবর সম্পাদক মেং ডাবলিউ থিওবোল্ড সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেবের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন আমরা তাহা অনুবাদপূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সিসিল বিডন সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু।
বংশাল ষ্ট্রীট ২ ফিব্রুআরি ১৮৫৬।

মহাশয়! আমি নীলকরদিগের সভার নিয়োজিত কমিটির আদেশমতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বিদিতার্থ অদ্য তারিখের

এক পত্র এবং সাঁওতালেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করাতে উক্ত কমিটি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার নকল প্রেরণ করিতেছি। ঐ দুরাচারিদিগের অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত এবং তাহারা অধিক দেশ আক্রমণ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে কমিটি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে শীঘ্র সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আবশ্যক করেন এ কারণ এই প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করা গেল। অতএব যাহাতে গবরনর জেনরল সাহেব হজুর কৌন্সেলে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আরো মনোযোগ করেন আপনি অবশ্য তাহার সদুপায় করিবেন।

আমি মহাশয়ের নিতান্ত বাধিত ও ভৃত্য
ডাবলিও থিওবোলড।
নীলকরদিগের সভার সেক্রেটারী।"

হে পাঠকগণ উপরিউক্ত পত্রত্রয়ের সহিত গবরনর জেনরল সাহেবের প্রকাশিত ঘোষণাপত্রের ঐক্য করিলেই তাহার অমূলকত্ব জানিতে পারিবেন। সাঁওতালি বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে বলিয়া গবরনর জেনরল সাহেব সেনানী ও সৈন্যগণের সাধুবাদপূর্ব্বক যে প্রণাম জানাইয়াছিলেন তাঁহারা তাহার যোগ্য হইলেন না, ফলতঃ ঐ বিষয়ে সেনাপতি ও সেনাদিগের কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, গবর্ণমেণ্টেরই সংপূর্ণ দোষানুভূত হইতেছে, যেহেতু ঐ সেনারা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারেই কার্য্য করিয়াছে, ঐ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিবার ভার যদ্যপি প্রধান সেনাপতি সাহেবের প্রতি অর্পিত হইত, তবে এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব যিনি কোনকালে সংগ্রামের মুখ দেখেন নাই, তাঁহার প্রতি ভারার্পিত হওয়াতেই এরূপ হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞবর মেং হালিডে সাহেব জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করাতেই আরো অন্যায় হইয়াছে, তিনি সেনাদিগকে ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কেন আদেশ করিলেন? তাঁহার বিবেচনা দোষে ঐ অঞ্চলের প্রজারা পুনর্ব্বার গুরুতর বিপদগ্রস্ত হওয়াতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

—সংবাদ প্রভাকর, ৭. ২. ১৮৫৬

মাঘ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ

অসভ্য সাঁওতালেরা পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণপূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রতি গুরুতর অত্যাচার আরম্ভ করে।... সাঁওতালেরা দলবদ্ধ হইয়া সংগ্রামপুরে মেং গ্রাণ্ট সাহেবের নীলকুঠি লুটিয়া লয়।... একজন সাঁওতালপন্থী সাঁওতালদলের অধ্যক্ষের পদে অভিসিক্তা হইয়া তাহারদিগকে রণস্থলে চালনা করিতেছে।... সাঁওতালদলের অধ্যক্ষ শিবসহায় ভকত গবর্নমেণ্টকে এরূপ পত্র লেখে যে এই দেশ তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা আর যুদ্ধ করিবেন কিনা তাহা তাহাকে জানাইবেন, যদ্যপি যুদ্ধ করেন তবে প্রজাদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক, যদ্যপি যুদ্ধ না করেন তবে সাঁওতালেরা প্রজাকুলকে রক্ষা করিবেক।

—সংবাদ প্রভাকর, ১২. ২. ১৮৫৬

The following is from Pulsa, dated 23rd February :—

"Kanoo, the Sonthal chief, passed this the other day under a very strong guard, and has been sent to his last account before this will reach you, for the troops have returned from

Sreecond. The outlaw did not show the slightest signs of remorse, but like his brother Seedoo, said he did what was right. He named and pointed out the villages he plundered, and the Mahajuns he murdered about Pulsa—saying he took back the exhorbitant interest they had squeezed out of him and his countrymen, and if he were hanged, his name would not go down with him, for it would be remembered and remain in those villages for years to come... (E. Man)

—মর্নিং ক্রনিকাল, ২৯ ২. ১৮৫৬

The following is from a correspondent at Camp Birheit. dated 24th February, 1856 :—

'You will hear no more of Kanoo Manjee, the celebrated Sonthal Chief, as we hung him yesterday at 2 O'clock P.M., at his own village, where the gallows was all ready for him. We afterwards burnt him, so there is precious little left of him now. We were afraid that there might be a row when we arrived at Kanoo's village Bhoganaddee so the guard was increased to 120 men and about 20 men of the 2nd Irregular Cavalry accompanied him. Altogether there was a very nice party, as 11 gentlemen from the neighbouring parts accompanied us to the place of his execution. Kanoo says that he will come to life again in 6 years and that then all the country will rise again. He did not seem to be a bit afraid of being hung, nor did he conceal anything that he knew about the Sonthal insurection. He told us he should have liked to have got hold of a Sahib, as he would have made him write chits to the Lord Sahib and other people, and that he would not have murdered any gentleman that he got hold of...

—বেঙ্গল হরকরা, ১.৩.১৮৫৬

The following is an extract of a private letter from Pulsha, near Jungypore, dated the 26th ultimo :—

You would perhaps be anxious to know something about the rascally Sonthals. Here it is. The disturbed districts have again assumed their usual equanimity since the severe measures adopted by the authorities in ordering seven Santhals. with Kanoo Manjee, their famous chieftain, at their head, (who, you must be aware, is a notorious character and was the leader of a large horde of Santhals) to pay the extreme penalty of the law. They were hanged at Sreecond on the 23rd instant with all the "honors" attendant on such occasions, two companies of sepoys and a small body of native troopers being present. The sight of the gallows seemed to have to effect on the brave Kanoo, as he very coolly placed himself in the executioner's hands, swearing vengeance with his last breath. This has inspired terror into the hearts of the other saveges, who now talk of setting quietly and following their agricultural pursuits...

—সিটিজেন, ৩. ৩. ১৮৫৬

Kanoo Manjee, the Sounthal chief was executed at his native village, Bhoghanuddee, on the 23rd Ultimo. He maintained his firmness to the last, and said he will reappear in six years to head another insurrection. There were some fears entertained of a rescue, and a strong guard of infantry and cavalry escorted the chief to the place of his execution.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬.৩.১৮৫৬

We have heard on excellent authority that a body of Santhals—about two hundred in number—committed great ravages at a village called Serampore, near Sooree. They plundered two rich native zemindars of the place, and after setting their houses on fire took to their Mountain fastnesses.

—সিটিজেন, ১১.৩.১৮৫৬

The following is from a private letter from Camp Pulsah, dated 15th instant :—

"The Santhal rebellion has died a natural death and the lately disturbed districts have assumed their usual tranquility, and confidence has been inspired in the villagers who abandoned their homes for security, and they are now setting down quietly. The Railway works in the south Rajmahal Division are progressing very fast...

—সিটিজেন, ২২.৩.১৮৫৬

We trust the origin of the Santhal insurrection will not be lost sight of, and that the fact. that had there not been so much ignorance, the people would not have been so easily duped by their leaders, will not be lost sight of. The extortions and exactions of the Mahajans were a prominent cause of the outbreak. If oppression makes a wise man mad what may it not do among the ignorant? The Santhals, equally with the Bengal peasant, never shared the sympathy of the rulers, we trust therefore effectual steps will be taken to civilize these poor people who bear a high character for their truthfulness and honesty.

—মর্নিং ক্রনিকাল, ৭.৪ ১৮৫৬

সাঁওতাল বিদ্রোহ

বীরভূমি আজি শান্তির সুখময় ক্রোড়ে শায়িতা। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে স্থান প্রচণ্ড দস্যুগণের ভীষণ রণ-কোলাহলে অহরহঃ কম্পিত হইতেছিল, আজি সেস্থান আনন্দের মধুর সঙ্গীতে পরিপ্লাবিত। যে-সকল ক্ষেত্র এক সময়ে রণোন্মত্ত যোদ্ধৃগণের চরণদলিত হইয়া মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল, আজি সেই সকল ক্ষেত্র শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ হইয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কাননচর স্বাধীন প্রকৃতিক সাঁওতালগণ প্রতীচ্য পর্ব্বতোপত্যকায় স্বাধীন ভাবে মৃগয়া করিতেছে এবং প্রকৃতির প্রিয় দুহিতা সাঁওতাল রমণীগণ মধুরনাদিনী নির্ঝরণীর সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতেছে।

কেহ কেহবা পর্ব্বতের জানুদেশে প্রশস্ত ভূখণ্ডে গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিবাসী হিন্দুগণের অনুকরণে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। ফলতঃ বীরভূমি এখন শান্তিভূমি বলিয়া সর্ব্বোতোভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। সহসা শান্তির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, পর্ব্বতগহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া বীরভূমিবাসিগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া, গম্ভীর নিনাদে সাঁওতালের "আড়াইকাটি" বাজিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গ্রামে গ্রামে, সাঁওতালগণের এই জাতীয় মহাবাদ্য তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। ধনুর্ব্বাণ, ভল্ল, পরশু হস্তে অগণ্য সাঁওতাল সমরসাজে সজ্জিত হইয়া হিন্দুগণের বাসস্থান অভিমুখে ধাবিত হইল।

কিন্তু কেন এমন হইল? এই সকল সরলস্বভাব, শ্রমশীল অরণ্যচরগণ তুঙ্গগিরিচ্যুত নদের ন্যায় কেন সহসা বীরভূমি প্লাবিত করিতে উদ্যত হইল? মৃগয়া-লুণ্ঠনলব্ধ যৎসামান্য দ্রব্যজাত লইয়া ত আর তাহাদিগকে অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হয় না। তাহাদের স্বহস্তকৃষ্ট ক্ষেত্র সকল, তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ প্রতিবৎসরই তাহাদিগকে প্রচুর শস্য প্রদান করিতেছে—দয়াপরায়ণ ইংরাজরাজ তাহাদের বাসস্থান ত স্তম্ভ বেষ্টিত করিয়া দিয়াছেন; এদিকে ইংরাজের কল্যাণে বীরভূমি প্রদেশে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হওয়ায় সাঁওতালগণের অর্থোপার্জ্জনের দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক কৌপিন মাত্র সম্বল সাঁওতাল রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মলিন মুখে কর্ম্মপ্রার্থী হইতেছে। আবার কিছুদিন পরে আশাতীত অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্মিতমুখে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, মহোল্লাসে জাতীয় উৎসবে মাতিয়া নৃত্য করিতেছে।

স্তম্ভ বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রে যে সকল সাঁওতাল কার্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিল, অচিরাৎ সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। তাহাদের গৃহ ধান্য প্রভৃতি নানা শস্যে পরিপূর্ণ হইল। সুযোগ বুঝিয়া অর্থগৃধ্নু, অধার্ম্মিক হিন্দু বণিকগণ সাঁওতাল পল্লীর সন্নিকটে আড়ত স্থাপন করিতে লাগিল, সাঁওতালগণ সেই সকল আড়তে কৃষিলব্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতে লাগিল। নীচ শ্রেণীর হিন্দুবণিকগণের ন্যায় অধার্ম্মিক লোক জগতে নাই। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত তাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে সহস্র পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ব্যবসায়ি বেশে অপরের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। এই সকল নরপিশাচ প্রতাবণার মায়ায় সাঁওতালগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। সাঁওতালগণ কলসীপূর্ণ ঘৃত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিল, হিন্দু বণিকগণ ছিদ্রতল পাত্রে তাহা মাপ করিয়া প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিনিময়ে লবণ পাইবার আশায় সাঁওতালগণ শকট পূর্ণ ধান্য হইয়া আসিল, বণিকগণ গুরু ওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লাগিল। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে প্রতারিত হইয়া সরল প্রকৃতিক সাঁওতালগণ মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ব্যবসায় ব্যপদেশে এইরূপে সাঁওতালগণের শোণিত পান করিয়াও বণিকগণের অর্থ পিপাসার শান্তি হইল না। তাহারা অন্য উপায়েও সাঁওতালদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত সাঁওতালের অর্থের প্রয়োজন হইত। অর্থের প্রয়োজন যত হউক, আর নাই হউক, আরণ্যপ্রদেশ, কর্ষণোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে যে সময় লাগিত, সেই সময়ের জন্য তাহাদের খাদ্যের অভাব হইত। ধান্যের জন্য তাহারা বণিকগণের শরণাপন্ন হইত। বণিকগণ তাহাদিগকে সামান্য কিছু শস্য দিত।

এই ঋণ হতভাগ্য সাঁওতালের কাল হইল। সুদ, সুদের সুদ, ক্রমে এই সামান্য ঋণকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। শেষে যখন উত্তমর্ণ দেখিল যে, তাহার অধমর্ণের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিবিড় অরণ্য শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তখন আদালতের ডিক্রি লইয়া সেই জমি অধিকার করিয়া লইল। কোন সাঁওতাল হয়ত অতিথি সৎকারের নিমিত্ত, অথবা কোন মহোৎসবের জন্য গৃহসঞ্চিত যাবতীয় শস্য ব্যয় করিয়া ফেলিল। পর দিন কি খাইবে, তাহাও থাকিল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে যুক্ত করে হিন্দুবণিকের নিকট শস্য প্রার্থনা করিতে হইল। দয়ার অবতার হিন্দুবণিক স্মিতমুখে তাহাকে প্রচুর শস্য প্রদান করিল। কৃতজ্ঞ বনচর শতমুখে আহারদাতার দয়ার প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেল। আহা। হতভাগ্য জানিত না যে, দয়াপরায়ণ ধার্ম্মিক হিন্দু তাহাকে যে দুশ্চেদ্য পাশে বদ্ধ করিল, তাহার জীবনান্তেও তাহা ছিন্ন হইবার নহে। এই সামান্য ঋণ মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া যাবতীয় সম্পত্তি সহিত হতভাগ্য সাঁওতালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইত। এই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত সাঁওতাল যতই পরিশ্রম করুক না কেন, তাহার পরিবারবর্গ অনশনে, বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া যতই সঞ্চয়ের চেষ্টা করুক না কেন, যে মুহূর্ত্তে সে তাহার বহু শ্রমার্জ্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল, অমনি হিন্দু উত্তমর্ণ আদালতের আদেশে তাহার সমস্ত শস্য অধিকার করিয়া লইল। তাহাতেও ঋণ পরিশোধ হইল

না। কতক অংশ অবশিষ্ট থাকিল। জমি, শস্য, তৈজসপত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না। পাঠক শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন, সাঁওতাল রমণীগণের একমাত্র আভরণ, কাঁসার অলঙ্কার, হিন্দুবণিকগণ জোর করিয়া শরীর হইতে কাড়িয়া লইতে লাগিল। মানুষের প্রাণে আর কত সহে? কৃষিজীবী অনেক সাঁওতাল জমি ছাড়িয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। যাহারা পলাইল না, তাহারা ঋণ পরিশোধের জন্য হিন্দুদিগের গৃহে দাসরূপে কার্য্য করিতে লাগিল। দাস অক্লান্তভাবে প্রভুর গৃহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি ঋণ শোধের কোন উপায় হয় না। ঋণের যদি সুদ, সুদের সুদ চলে, তবে কি সে ঋণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে? দাস যদি প্রভুর কার্য্য করিয়া অপর কোন কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইল; সহৃদয় প্রভু অমনি তাহার আহার বন্ধ করিয়া দিলেন। যদি সে পলাইয়া গেল, প্রভু অমনি আদালতের পিয়াদা দ্বারা তাহাকে ধৃত করাইয়া আনিয়া জেলে দিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। অজ্ঞ সাঁওতাল নীরবে আবার দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিল।

বীরভূমির কালেক্টর, সাঁওতালগণের এই কষ্টের কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না। এসকল অত্যাচার-কাহিনী প্রায়ই তাঁহার গোচরে আসিত না। যদি আসিত, তথাপি তিনি রাজস্ব-সংগ্রহ কার্য্যে এরূপ ব্যস্ত থাকিতেন যে, অপর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় তাঁহার থাকিত না। আদালতেও ইহার কোন প্রতীকার হইত না। আদালতের কর্ম্মচারিগণ সকলেই হিন্দু, তাহারা সকলেই সাঁওতালদিগের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের পক্ষে সমর্থন করিত। সাঁওতালদিগের আর মাথা রাখিবার স্থান থাকিল না। নৈরাশ্য কাতর কণ্ঠে সাঁওতাল বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি বহুদূরে আছেন, আমাদের ক্রন্দন তিনি শুনিতে পাইতেছেন না।"

রেলওয়ে লাইনে যে সকল সাঁওতাল কার্য্য করিত, তাহারা বেশ অর্থোপার্জ্জন করিত। তাহারা গৃহে আসিয়া নানা উৎসব করিত ও স্ত্রীলোকদিগকে রৌপ্যালঙ্কারে বিভূষিত করিত। অত্যাচার পীড়িত সাঁওতালগণ উহাদের অবস্থার সহিত আপনাদের অবস্থার তুলনা করিয়া মর্ম্মাহত হইল। ১৮৫৪ ও ৫৫ সালের শীতকালে সাঁওতালগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। যদিও সে বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল, যদিও শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় প্রভূত অর্থ সাঁওতালের হস্তগত হইয়াছিল, যদিও রেলওয়ে লাইনে কর্ম্ম করিয়া তাহারা সে বৎসর বেশ লাভবান হইয়াছিল, তথাপি অগ্নিনির্গমের পূর্ব্বে ভূকম্পনের ন্যায় সমগ্র সাঁওতাল জাতির মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভূত হইল। বীরভূমির ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব কিন্তু এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না। জানিবার প্রবৃত্তি বা অবকাশ তাঁহার ছিল না। সাঁওতালগণ প্রতিজ্ঞা করিল, আর তাহারা হিন্দুগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবে না; হিন্দুদিগের দাসত্ব তাহারা আর করিবে না।

সমগ্র সাঁওতাল জাতির মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আর তাহাদের নেতার অভাব হইল না। বাঘনা ডিহি নিবাসী সিধু ও খানু নামক ভ্রাতৃদ্বয় প্রচার করিয়া দিল যে, সাঁওতালগণের দেবতা উপর্য্যুপরি সাতদিন তাহাদিগকে দেখা দিয়াছেন। ঐ দেবতা তাহাদিগকে একখানি পবিত্র পুস্তক দিয়াছেন ; ও আকাশ হইতে বহুখণ্ড কাগজ বৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল কাগজ তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরণ করিল। এইরূপে সাঁওতালগণের মধ্যে একতাবন্ধন করিয়া নেতৃদ্বয় মনে করিল যে, ইংরাজরাজ তাহাদের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু কিছুই হইল না। তাহার পর তাহারা কমিশনর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিল। দরখাস্তে ইহাও লিখিত থাকিল যে, আমাদের দেবতা বলিয়া দিয়াছেন, আমরা আর অপেক্ষা করিব না।" সাহেব তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতেন না। তাহাদের কোন কথাই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ আবেদনে কোন ফল হইল না দেখিয়া, সাঁওতালগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইল। শাল শাখা লইয়া গ্রামে গ্রামে দূত প্রেরিত হইল। অল্প দিন মধ্যেই ধনুর্ব্বাণধারী বহুসংখ্যক সাঁওতাল সিধু ও খানুর নিকট সমবেত হইল। সমবেত সাঁওতালগণ জানিল না যে, কিজন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। এইরূপে স্বজাতীয়গণকে একত্র করিয়া সিধু ও খানু লাট সাহেবের নিকট এবং বীরভূমি ও ভাগলপুরের মাজিষ্টরের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিল। সেই সকল আবেদনের মর্ম্ম এইরূপ ছিল;—সুদের নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে ; খাজানার নূতন হার করিতে হইবে ও সাঁওতাল প্রদেশস্থ অত্যাচারী হিন্দু দিগকে দূরীকৃত বা নিহত করিতে হইবে। এইরূপ দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া নেতৃদ্বয় দেখিল, তাহারা যে ঝটিকা উৎপাদন করিয়াছে, তাহা সংযত করা তাহাদের সাধ্য নাই। অতএব ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন, তাহারা সেই প্রকাণ্ড সাঁওতাল বাহিনীকে কলিকাতা অভিমুখে

অগ্রসর হইতে আদেশ দিল। নেতৃদ্বয়ের শরীররক্ষী সৈন্যেরই সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল। সুতরাং তাহাদের অধীনে কত সাঁওতাল একত্র হইয়াছিল, সহজেই বুঝা যায়। সাঁওতালগণ গৃহ হইতে যে শস্য আনিয়াছিল, যত দিন তাহা ছিল, তত দিন তাহারা বেশ শান্ত ভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু শস্য ফুরাইয়া গেলে আহার্য্যের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইল। বর্ব্বর লোকে ক্ষুধিত হইলে যাহা করে, ইহারাও তাহাই করিতে লাগিল। নেতৃদ্বয়ের লুণ্ঠন কার্য্যে ইচ্ছা ছিল না। তাহারা স্থির করিয়াছিল যে, ধনবান হিন্দুগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া পাথেয় সংস্থান করিবে। কিন্তু "কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না।" সাঁওতালগণ লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

৭ই জুলাই, একজন বাঙগালী পুলিশ ইনস্পেক্টর শুনিল যে যে সিধু ও খানু একদল সাঁওতাল লইয়া তাহার এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। পাপীর মনে আগে ভয় হয়। হিন্দু বণিকগণ দারোগাকে উৎকোচ দিয়া তাহাকে অনুরোধ করিল যে, সাঁওতালগণের নামে চুরীর চার্জ্জ দিয়া তাহাদের গ্রেফতার করা হউক। পয়সা পাইলে পুলিশ সব করিতে পারে। দারোগা সদল বেষ্টিত হইয়া সাঁওতালদিগকে ধরিতে চলিল। পথে দেখিল সিধু ও খানুর নিকট হইতে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিতেছে। দারোগা আসিলে সিধু ও নিধু তাহাকে বলিল, "আমার লোক যাইতে পাইতেছে না। তুমি প্রত্যেক ধনবান হিন্দু অধিবাসীর নিকট হইতে ৫ টাকা করিয়া চাঁদা আদায় করিয়া আমাকে দাও", এই বলিয়া তাহারা দারোগাকে প্রতিগমনের অনুমতি দিল। এমন সময় এক জন সাঁওতাল জানিতে পারিল যে, দারোগা মিথ্যা চার্জ্জ আনিয়া তাহাদের বাঁধিতে আসিয়াছে। দারোগা প্রথমে সে কথা অস্বীকার করিল। বলিল, সে একজন সর্পদষ্ট রোগীর মৃত্যুর তদন্ত করিবার জন্য যাইতেছিল ; কিন্তু শেষে ঠিক রাখিতে পারিল না। স্বীকার করিল, হিন্দু বণিকগণ উৎকোচ দিয়া তাহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। সিধু ও নিধু শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ধীরভাবে বলিল "যদি আমাদের বিরুদ্ধে চুরীর কোন প্রমাণ থাকে, তবে আমাদের বাঁধিতে পার।" মূর্খ কাপুরুষ দারোগা এই শান্তিপ্রিয়তাকে ভীরুতা বিবেচনা করিয়া সিধু ও খানুকে বাঁধিবার জন্য তাহার অনুচরগণকে আদেশ দিল। এই কথা যেমন তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে, অমনি সাঁওতালগণ তাহাকে ও অনুচরগণকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। শীঘ্রই একটা বিচার হইয়া গেল। সিধু স্বহস্তে দারোগার প্রাণবধ করিল। পুলিশের নয় জন লোকের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। ক্রমশঃ

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি,এ

সৎসঙ্গ, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫

সাঁওতাল বিদ্রোহ

এই দিন অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ৭ই জুলাই সাঁওতাল বিদ্রোহের আরম্ভের তারিখ বলিতে হইবে। এই দিনই সাঁওতালগণ প্রথম রক্তপাত করে; এই দিনই সাঁওতাল নেতৃদ্বয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, তাহারা কলিকাতা গিয়া বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করিবে এবং এই দিন হইতেই সাঁওতালগণ স্বাভাবিক শান্তমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া "আড়াইকাটীর" বাদ্যে রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া, নরহত্যা, গ্রামদাহ, প্রভৃতি নৃশংস কার্য্যে ব্রতী হইল। প্রথমে হিন্দুবণিকগণ যদি সাঁওতালগণকে প্রতারিত ও পীড়িত না করিত, তাহা হইলে এই ঝটিকা উঠিত না। আর যদি তাহারা সাঁওতাল নেতৃদ্বয়কে ধৃত করিবার চেষ্টা না করিত, তবে বোধ হয়, এই ঝটিকা সংহারময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিত না। যাহা হউক, এত উত্তেজিত হইয়াও সাঁওতালগণ কিয়ৎ পরিমাণে ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল, "যত হিন্দু কুসীদজীবী আছে, সকলকেই হত্যা কর। আর কাহারও কেশ স্পর্শ করিও না। কলিকাতাস্থ ইংরাজরাজ আমাদের এই সকল কার্য্য নিশ্চয় অনুমোদন করিবেন।"

প্রায় প্রত্যহ গ্রামদাহ ও লুণ্ঠনের সংবাদ আসিতে লাগিল; তথাপি বীরভূমির মাজিষ্ট্রেট বুঝিতে পারিলেন না, বা বুঝিলেন না যে, তাঁহার জেলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এসমস্ত ডাকাইতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে বিশ্বাস করিয়া গবর্ণমেণ্টও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। একপক্ষ ব্যাপিয়া সাঁওতালগণ অবাধে লুণ্ঠন, হত্যা ও গৃহদাহ করিতে লাগিল। জুলাই মাসের শেষে শত শত গ্রাম ভস্মীভূত, সহস্র সহস্র গোধন অপহৃত, বহু সহস্র মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং বহুসংখ্যক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা নিহত হইল। আর গোপন করিলে চলে না, বাধ্য হইয়া মাজিষ্ট্রেট প্রকৃত ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিলেন। গবর্ণমেণ্ট বারাকপুর হইতে মেজর ভিনসেণ্ট জার্ভিসের অধীনে

এক রেজিমেণ্ট সিপাহী প্রেরণ করিলেন। ঐ সৈন্যদল বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমানের কমিশনর তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে সিউড়ি যাত্রা করিতে বলিলেন, কেন না সিউড়ি তখন বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বর্ষার অবিরল বারিপাতে সিক্ত হইয়া সিপাহীগণ অনাহারে যাত্রা করিল। তাহার সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিল, সকল গ্রামেরই লোকে মহা ভীত হইয়াছে। পথ পার্শ্বে দলে দলে হিন্দু নরনারী কাতার দিয়ে দাঁড়াইয়া, সিপাহীগণকে সাশ্রুনয়নে মিষ্টান্ন ও মুড়ি দিতে লাগিল। সৈন্যগণ সিউড়ী পঁহুছিল। কিন্তু তাহাদের কাপ্তেনের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার শক্তি ছিল না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মাজিস্ট্রেটের অধীনে রাখিয়া দিয়াছেন। মাজিস্ট্রেট কিন্তু যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না। কীটিং সাহেবের ন্যায় তাঁহার যুদ্ধজ্ঞান কিছুই ছিল না। তাঁহার বন্দোবস্ত দেখিয়া সৈনিকগণ হাস্য করিতে লাগিল। কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল না। বিদ্রোহীগণ অবাধে লুণ্ঠন ও হত্যা করিতে লাগিল।

ব্যাপাব গুরুতর আকার ধারণ করিল দেখিয়া, গবর্ণমেণ্ট জেনারল লয়ড নামক একজন দক্ষ সেনানীকে বিদ্রোহ দমনেব ভার দিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল না। মাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে তাঁহাকেও কার্য্য করিত হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। যাহা হউক, এত অসুবিধা স্বত্বেও লায়ড্ বিদ্রোহ দমনের সুবন্দোবস্ত করিলেন। দলে দলে বীরভূমির পশ্চিমদিকে সৈন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। বীরভূমির জমিদার বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী নিজের লাঠীয়ালদিগকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিলেন; ইংরাজ কুটীওয়ালাগণ অর্থ দিয়ে সৈন্যগণের সাহায্য করিতে লাগিলেন; মুর্শিদাবাদের নবাব একদল উৎকৃষ্ট হাতী পাঠাইয়া দিলেন, ও তাহাদের সমুদয় ব্যয় নিজে নির্ব্বাহ করিবেন বলিলেন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত একজন স্পেশিয়াল কমিশনর নিযুক্ত করিলেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা যুদ্ধই নহে। সাঁওতাল যুদ্ধের কিছুই জানিত না। পলায়ন কাহাকে বলে, তাহাও তাহারা জানিত না। একদিন একদল সাঁওতাল একখানি মাটীর ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্য উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিল। নচেৎ গুলি চালাইবে বলিল। সাঁওতালগণ ঘরের কবাট অর্দ্ধ উদ্ঘাটিত করিয়া তীব ছুড়িল। সিপাহীগণ দেওয়ালে একটা ছিদ্র করিয়া বন্দুক চালাইল। আবার সাঁওতালদিগকে আত্ম সমর্পণের জন্য আহবান; আবার তীর বর্ষণ। কিছুক্ষণ এইরূপ হইল। অবশেষে গৃহমধ্য হইতে আর শর বৃষ্টি হয় না দেখিয়া সিপাহীগণ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল একজন মাত্র রক্তাক্ত কলেবর বৃদ্ধ শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া আছে। একজন সিপাহী তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিল। সাঁওতাল ভীষণ কুঠার প্রহারে সিপাহীকে ধরাশায়ী করিল। যুদ্ধ এইরূপই হইযাছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আড়াইকাটী বাজিত, ততক্ষণ সাঁওতালগণ ইংরাজ সৈন্যের সমক্ষে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। এরূপভাবে মনুষা হত্যা কবিতে সিপাহীগণ বড়ই লজ্জিত হইত। সাঁওতাল বন্দীগণ ইংরাজদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিত "আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব মনে করি নাই; আমাদের যুদ্ধ বাঙালীদের সঙ্গে। তোমরা কেন আমাদিগকে বধ করিতেছ? যদি একজন ইংবাজ যুদ্ধের পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের কথা শুনিত, তবে যুদ্ধ হইত না।" যাহা হউক, আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে সাঁওতালগণ সমতলক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; বোধ হইল যেন অনল নির্ব্বাপিত হইয়াছে, বিদ্রোহ শান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইল না। ঠিক এক মাস পরে বীরভূমের মাজিস্ট্রেট রিপোর্ট দিলেন যে, গত পনের দিনের মধ্যে বিদ্রোহিগণ ৮০ খানি গ্রাম ভস্মীভূত, ও ডাক লুণ্ঠন করিয়াছে। বীরভূমির উত্তর পশ্চিম অংশের সমুদয় বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল। এইবার সাঁওতালগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত উপরবাঁধ থানার অধীন রক্ষাডাঙগাল নামক স্থানে সমবেত হইল। অপর দল সিউড়ীর তিন ক্রোশ পশ্চিম তিলবুনি নামক স্থানে ছাউনি করিয়া রহিল। গড়ে তাহাদের সংখ্যা ১২০০০ হইতে ১৪০০০ পর্য্যন্ত হইবে। দলে দলে সাঁওতাল আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। রক্ষাডাঙগালে যে সকল সাঁওতাল ছিল, তাহাদের মধ্যে ৩০০০ সাঁওতাল, মুচিয়া কসন জোলা, রাম ও সুন্দর মাঝি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া উপরবাঁধে যাত্রা করে। ১৬ই সেপ্টেম্বর তাহারা থানা ও গ্রাম লুণ্ঠন করে। হলদিগড় পাহাড়ে রামমাঝি ২০০ সাঁওতাল লইয়া ছাউনি করিল, এবং পথ দিয়া যে যাইত, তাহার সর্ব্বস্বাহরণ করিতে লাগিল। তিলবুনিতে ৭০০০ সাঁওতাল সিরু মাঝির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। দুর্গা পূজা করিবার জন্য তাহারা একজন ব্রাহ্মণ ধরিয়া লইয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, অনেক

নীচ শ্রেণীর হিন্দুও সাঁওতালদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। একজন ডাকহরকরা একদিন ডাক লইয়া যাইতেছিল। তিলবুনির সাঁওতালগণ তাহাকে ধরিয়া তাহার হাতে একটী শালের ডাল দিয়া তাহাকে মাজিস্ট্রেটের নিকট ফেরৎ পাঠায়। ঐ শাল শাখার তিনটী পাতা ছিল। তাহা দ্বারা তাহারা এই জানায় যে, তিন দিন পরে তাহারা সিউড়ী আক্রমণ করিবে।

এইরূপ বিপন্ন হইয়াও মাজিস্ট্রেট ও ইংরাজ সেনাপতি বিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। সেনাপতিকে মাজিস্ট্রেটের অধীনে কার্য্য করিতে হইত। মাজিস্ট্রেট যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না। সুতরাং বিবাদ হইবারই ত কথা। অবশেষে নভেম্বর মাসের প্রথমে গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও সামরিক আইন প্রচার করিলেন। সমগ্র বীরভূমি এখন সেনাপতির অধীনে আসিল।

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাঁওতালগণ ক্রমশঃই দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ছয় সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ হইল। বিদ্রোহিগণ পর্ব্বতে ও বনে আশ্রয় হইল। ১৮৫৫।৫৬ সালের শীত কালের প্রারম্ভে অনেক সাঁওতাল আত্মসমর্পণ করিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের শেষ হইল।

গবর্ণমেণ্ট যদি প্রথমে সাঁওতালগণের অবস্থা জানিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত অর্থনাশ ও রক্তপাত হইত না। প্রজার মনের অবস্থা জানা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার প্রজার মনের ভাব জানিবার উপায় বন্ধ করা রাজনৈতিক মহাভ্রান্তি।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়

--সৎসঙ্গ, পৌষ, ১৩০৫

নীলকরের অত্যাচার ও নীলবিদ্রোহ

আমরা শুনিয়াছি পল্লীগ্রামের প্রজাবর্গ কোন২ নীলকরের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বদাই হয় তাহাতে কোন২ গ্রামে দস্যুতা গৃহদাহ চৌর্য্য হত্যা ইত্যাদি অপকারও ঘটে আমরা এ সংবাদ যদ্দ্বারা শুনিলাম সে ব্যক্তি অপ্রামাণিক নহে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এ বিষয় প্রকাশ করিতেছি ফলত দেশ রাষ্ট্র বটে যে নীলকরের দৌরাত্ম্যে লোকসকল জ্বালায়তন আমরা অনুমান করি এ বিষয় রাজপুরুষেরা জ্ঞাত থাকিবেন কিন্তু তাহার শাসন কি কারণ না হয় তাহা জ্ঞাত নহি যদি ঐ ব্যবসায়ির মধ্যে রাজজাতি অনেক আছেন এ বিবেচনা হয় কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য নয় যেহেতু শুনিয়াছি কোন২ প্রদেশের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নীলকরের দৌরাত্ম্য প্রজারদিগের নিকট শুনিয়া সেই দৌরাত্ম্য এমত নির্ম্মূল করিয়াছেন যে তাঁহার অধিকার মধ্যে নীলকর এবং অন্য২ প্রজা তুল্যরূপে বসবাস করিতেছে চোর শব্দ নাই ইহাতে বোধ হইতেছে ইহার শাসন মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদিগেরি অধীন তাঁহারা যত্ন করিলে নীলকরেরা তাঁহারদের অমূল্য প্রজাকে কখন ক্লেশ দিতে পারে না অতএব দেখা যাইতেছে স্বজাতি বলিয়া তাঁহারা উপেক্ষা করেন না।

—সমাচার চন্দ্রিকা, ২৩.১২.১৮৪৪

আমাদিগের কোন বিশেষ বন্ধু নীলকরদিগের অত্যাচার এবং প্রজাদিগের দুরবস্থার ব্যাপার লিপিবদ্ধ করত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছেন; আমরা শাসনকর্ত্তাগণের সুগোচরার্থ সাদরে ক্ষুব্ধচিত্তে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

"নীলকরের দৌরাত্ম্য এবং প্রজার প্রতি জমিদারের অমনোযোগ

অস্মদ্দেশীয় নীলকরের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাষাণ সদৃশ মনুষ্যেরও অশ্রুপাত হয়। তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল স্ব স্ব লোভকোষ পরিপূর্ণার্থে যত্নবান থাকেন। শ্রমোপজীবি ব্যক্তিগণের পরিবার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় নাই, তাহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা কোনক্রমে দিনযাপন ও আপন আপন পরিজনের ভরণপোষণ করে; সাহেবদিগের কুটির মধ্যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহারদিগের আর নিস্তার থাকে না, তাহারা স্বোদরপরায়ণ প্রভুদলের প্রীতির নিমিত্ত সমস্ত দিবস সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া স্বায়ংকালে আকাশ হস্তে আবাসে প্রত্যাগত হয়। তাহারদিগের প্রাণাধিক পুত্রেরা নিজ নিজ জনকের দুর্দশাকর্ণনানন্তর হতাশ হইয়া অনশন যাগাবলম্বন করে। কৃষকেরা সাতিশয় পরিশ্রম ও পরম প্রভাপন্ন প্রভাকরের করসমূহ সহ্য করিয়া আপনারদিগের ক্ষেত্রের ভূমি চাষ করত শস্যাদি রোপন করিলে যখন ঐ সকল শস্য সতেজ ও ফলশালি হয় তখন সাহেবেরা প্রতাপ প্রভাবে শস্যাকুল নির্ম্মূল করিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করেন, এবং কৃষকদিগকে গুদামে বদ্ধ রাখিয়া তাহারদিগকে দণ্ড দণ্ড দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করেন। সম্পাদক মহাশয়! ধবলকায় প্রভুরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াই যে নিরস্ত থাকেন এমত নহে, তাঁহারা সধন অধন সকলকেই বলপূর্ব্বক দাদন গ্রহণ করান। যেমন কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তৎকুলোদ্ভব তাবতেই সেই রোগাবিষ্ট হয়, তদ্রূপ দাদনরূপ কালসর্প কোন বংশের মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে তদ্বংশজ তাবৎকেই জ্বালাতন করে। দাদন গ্রহণ করিতে কেহ অস্বীকার করিলে তাহাকে প্রহার ও তদীয় পরিজনের প্রতিও অত্যাচার করিয়া থাকেন। যদি কেহ মানাশঙ্কায় বিচারপতির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে, বিচারপতি বাদির প্রীতিপক্ষে প্রতিপক্ষ হইয়া স্বজাতির মানরক্ষার্থে অনায়াসে পক্ষপাত করেন এবং রক্ষক হইয়া স্বয়ং তক্ষকের ন্যায় গর্জ্জন করত ভক্ষক হইয়া বিচার সাপক্ষ না করিয়াই বাদিকে হাজতে থাকিতে কহেন। বিচারপতির বিচার দক্ষতার তাহার দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাকুক, বরং চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। এবং আপনার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সাহেবের সহিত সখ্যতার জন্য প্রধান কর্ম্মচারির তোষামোদ করে। ইঁহারদিগের কর্ম্মচারিরাও এক একজন শমন কিঙ্করাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, ইহারদিগের

দৌরাত্ম্যে কেহ মৎস্য, শাক, দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি ভক্ষণ করিতে পারে না, শিশুদিগের নিমিত্ত দুগ্ধ জাল দিয়া গৃহে রাখিলে তাহা বলপূর্ব্বক আনয়ন করে, অধিক কি বলিব, ইহারদিগের অহিতাচরণে তদ্দেশস্থ তাবল্লোকে জীবিতাবস্থায় শবাকার হইয়া থাকে। যদি জমিদারেরা প্রজাগণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া•প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তাহারদিগকে প্রতিপালন করেন তবে শ্বেতবর্ণ নীলকরগণের অত্যাচারজনিত ক্লেশেরও অনেক নিবারণ হইতে পারে। কি আক্ষেপের বিষয় তাঁহারাও ধর্ম্মনুগামি না হইয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিতোষ জন্য খর শাণিত অসি ধারণ পূর্ব্বক শবাকার গতাসু শরীরের উপর প্রহার করিতে থাকেন।" ..

—সংবাদ প্রভাকর, ৮.১.১৮৫৩

THE MISSIONARIES AND THE PLANTERS

The Missionaries in India had hitherto abstained with scrupulerus care from mixing themselves in local politics — in the belief, perhaps, that interference with the secular affairs of men was beyond their sphere and might possibly compromise the dignity as well as the utility of their labours. They had hitherto confined themselves to the narrow task of expounding to the population of these regions according to their own lights, the system of faith and worship they are commissioned to inculcate and diffuse, and, if they ever stepped beyond this point, it was to give hideous descriptions of the Hindoo mythology and to draw more hideous pictures of Hindoo morality. A different spirit has, however, of late, been manifested by this body. They have yielded to the promptings of human nature, and without adjuring their missionary character, consented to perform into the society in which they have cast their lot the duties of fellow-citizens. We need scarcely say that the first burst of disapprobation with which the entrance of the missionary body into the political world has been received by certain sections of the community is no proof of public opinion being against them for this extension of their views. They have taken up their political position as advocates of the rights of the masses and as enemies of oppression. There is nothing in this inconsistent with the character of a Christian Missionary. The protest which he made against the arbitrary administration of the law is one of the noblest acts recorded in the life of the Prince of Christian Missionaries, St. Paul did not adjure politics. Religion has always been deemed an essential element of chivalry as democracy is of Christian politics. So far from the Missionary lowering himself in the estimation of right minded men by battling for the civil rights of the people, that we can scarcely withhold our contempt from him who under the cover of his religious character, neglects the first duty of an educated man. The Missionary, like every other educated man, is bound of combat social evils by the weapons which education furnishes among civilized communities. It may be that his profession as a minister of religion makes it due to himself and to public decency that he should be more scrupulous in forming his opinions, and more guarded in his expression of them, and more candid in acknowledging error, than those whose immediate vocation is to contemporarry politics; but nothing in the interest either of Christian

missions or of social decorum debars the Missionary from the privilege of actively sympathising with those who suffer from injustice or uttering indignant protests against wrongdoers. The pulpit is never held to be desecrated by being made an organ of moral censorship, and we see no reason why the pulpit, which in all civilized countries has found such efficient aid from the press and the forum in the chastisement of vice, should, in India, amid scenes of unsurpassed wrong doing, be deprived of that aid.

It is, therefore, that we have marked with unmingled pleasure the change in the recent conduct of the Missionary body to which we have alluded above. During the charter discussions of 1853, they did themselves much honor by presenting to Parliament their own views on the wants of the country. More recently, one Missionary society has announced, through a contemporary journal, its determination to offer organized aid to native converts to Christianity who may be molested or oppressed by their landlords for changing their creed. The last missionary conference held at Calcutta had representations submitted to it by individual missionaries in which the conduct of the European planters in the country is freely criticized. These representations, coming from such a quarter, have carried great weight with the public. We are therefore not surprised to find the planting interest grow indignant upon them. The Missionaries describe the planters as a body of men who by their conduct both in private and in social life dishonor the nation to which they belong and the religion they profess. Their oppressions upon the poorer cultivators of the soil have been exposed with no lenient hand. A deep impression has been produced upon the public mind. To efface that impression is an object as necessary as difficult to those who are injuriously affected by it. We have now the latest, as it is certainly the least unsuccessful, defence made on behalf of the planters against the attack of the Missionaries.

Mr. James Furlong has addressed to the Secretary of the Indigo Planter's Association a letter in which he has endeavoured to vindicate his fellow-planters from the charges brought against them at the Missionary Conference of last year. The planters could not have had a better advocate. Mr. Furlong's personal character has always stood high in the country. His charity, his public spirit, and his uprightness made him at least in this part of Bengal, be viewed at once a mode and an exception to the class he represents. These qualities, the possession of which has contributed so much to his popularity, are believed to be shared with him by a very few of his fellow planters. The boldness with which he has contradicted upon his personal authority many of the statements made by the Missionaries would have, in the mouth of the majority of European planters in Bengal, appreared as the extreme of impudence. There are, certainly, some statements put forth by Mr. Furlong which, stagger our faith in all evidence ; such, for instance, as that no planter in the district of Nuddea entertains a single lattyal. But the greater portion of Mr. Furlong's remarks contain more debateable matter.

The controversy is one that does not easily admit of a decision. There is assertion against assertion, fact against fact, proof against proof. In attempting to come to a conclusion, difficult as it is to avoid partisanship, it is still more difficult to avoid the appearance

of partisanship. You can but believe one side or the other ; — accept the fate of the one party or of the other. It is unfortunately the case that the weight of testimony is overwhelmingly in favor of the missionaries and against the planters. So notorious are some facts that Mr. Furlong's denial of them only makes one doubt whether his residence of twently five years in the country in the most favorable position for gaining an insight into the real condition of things has enabled him to gain much information. That the districts in which indigo planting is carried on to a great extent are changing from a wilderness to a garden; that the land in such districts has increased in value more than land in other parts of the courntry; that the harsh treatment which "now and then," as Mr. Furlong confesses, the ryots meet with at the hands of the planters is justified by the provocation they give; that "every European in any district in Bengal is a gain to the people"; that the planter is an indulgent landlord and task-master; — that the people in the indigo districts are contented and quiet, that crime in the indigo districts is rare ; — are propositions to which Mr. Furlong will find few out of the class he represents on the present occasion to subscribe. Look at the districts of Jessore, Nuddea and Rajshaye, the principal indigo planting districts in Bengal. Can civil disorganization proceed further than it has done in these three Zillahs? Is not lattyalism, lawlessness, violence, perjury, and forgery, more prevalent there than elswhere in Bengal? We must have other evidence than Mr. Furlong's to believe that indigo planting in Bengal is an element of civil order and social prosperity.

Mr. Furlong, though pleading the plea traverse to the charges preferred against his class, does not entirely depend upon it for the success of his defence. He passingly sets up various pleas in mitigation. We cannot now enter into discussion of the question how far the planter is the victim of the circumstances in which indigo planting is carried on in this country. That some of the difficulties which to Mr. Furlong refers are of the planter's own seeking is patent to the most cursory observation. For instance, all the difficulties which arise from the alleged dishonesty of the Bengallee ryot might be obviated by the planters resorting to khas cultivation (cultivation on their own account and by hired labour) instead of to the contract system by which the greater portion of the drug is now raised. Yet, why is it that the contract system is clung to in spite of so many disadvantages. We could answer this question to Mr. Furlong's complete dissatisfaction, but we must wait for an opportunity when we shall be able to discuss the question in all its bearings.

Let us not be misunderstood. We do not deny that the settlement of the planters in the interior of the country has conferred substantial benefits on its native population. They have taught our countrymen two truths which we were not likely to learn soon otherwise, and which in our estimation compensate for all the evil they have inflicted on the country. They have, firstly, taught our countrymen to believe that government exists for the people and that a magistrate's peon may be refused the best bed in the house without the householder necessarily incurring the penalties of high treason. They have, secondly, taught our countrymen to believe that nature has endowed the soil with a capacity to produce. Other things than what our ancestors drew from it, and that a passable road is not quite a

superfluity to a Bengallee villager. They have taught us the rudiments of political knowledge and instilled into Bengalle society the first elements of material progress. Nevertheless, their general conduct is open to the strongest censure that can be passed upon any section of the Indian community; and greatly must they change before they can claim the credit for which Mr. Furlong so manfully battles on their behalf.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪.৪.১৮৫৬

INDIGO PLANTING

There is an ominous significance in the contest which is now raging between the Indigo planters and the Missionaries on the conduct and character of the former class of residents in Bengal. The analogy which has been almost unconsciously drawn between indigo planting in this country and sugar and cotton-planting in America is not an accidental one, and we feel inclined to believe that, as it has once been drawn, it will coninue to be exhibited until the conviction is forced upon the British public that in India there is slavery as grievous as in Carolina. We are sanguine in the hope that the present exposure of the factory system in Bengal cannot fail ere long to bring on a thorough reform of it. The iniquities of that system had hitherto been so successfully concealed from the view of the world, that we must hail the present discussions as the commencement of an auspicious era in the history of Bengal. Not that the suffering community was a small and insignificant portion of the people; and that the oppressions of the planting system were secret and indirect and untraceable. But by a conventionalism for more tyranuous than the majority of conventionalisms, every word uttered in depreciation of the planting system was construed into an attack upon the independent European interest in India, and it is heresy not to identify that interest with the highest material interests of the country. The Missionaries have performed a task not more beneficial than bold in pulling off the mask from this system. That they should feel some of the consequences of their temerity was nothing more than was to be expected. It has been the lot of the Christian Missionary to suffer thus wherever and whenever his mission has been to a colored race. His own countrymen, the self-elected developers of the world's resources, become his greatest enemies. The Bengal Missionary may not be in danger of being hung by the sentence of a court martial or deported by a verdict of assembled planters, as half a century ago his brother in the West Indies was ; but his advocacy of the interests of the labouring population here places him in a position not very much more conducive to personal case and quiet of mind than that which an avowed abolitionist would be allowed to enjoy in Kentucky or Virginia. That the Bengal ryot is not so hopelessly in the power of the Bengal planter as is the American slave is mainly due to the existence of the native landholder. Any difference that may be seen to exist in the actual or the political condition of the ryot and that of the slave is simply due to these two facts:—the planters in Bengal are as a body small in number and

deficient in political influence, and the bulk of landed property is in the hands of those who are not planters.

It is necessary to be a little more explicit on this point. What is the Indigo planter? He is certainly not a capitalist; for he usually works with borrowed capital. He is seldom a land owner. He is not exactly a farmer ; for he generally purchases his raw materials from the tillers of the soil. He can hardly claim to be a manufacturer, — so simple is the process which converts the plant into the cake. Yet this non-descript speculator, paying an exorbitant interest for the capital he employs, high rent for the land he uses in a most populous country, the profits of agriculture to the grower of his raw materials, and the wages of labour to the workman who aids in its manufacture, — claims to profit on a scale transcending the highest figure to which interest, rent and the wages of the highest skilled labour can unitedly raise the income of a calling. The complaint is that he finds means to make his claim allowed. There was a time when the novelty of indigo agriculture and the smallness of competition in the line secured extraordinarily high profits to the manufacturers of the drug. The planter of those days could live in the condition of a man of property, and afford to play the country gentleman without ruining his concern. But circums-tances have since changed, and extended cultivation, unrestricted manufacture and the progress of commerce have gardually brought down the profits of indigo planting to a level more approaching the natural remuneration of the capital and skill demanded by the trade. To counteract this inevitable process, the planters have not scrupled to resort to every means that lay in their power to use. They have sought for fiscal protection, failing that they have sought for less honest aids. Compulsory labour, deceit, oppression and violence in every shape have been resorted to in order to sustain profits which the fair relations of supply and demand do not return.

The missionries have manifested equal forbearance and sagacity in attributing the evils they denounce to the system by which indigo agriculture is carried on in this country rather than to the agriculturists themselves. That system is essentially incompatible with agrarian prosperity and social well-being. In the hands of the best its success still depends upon the measure of injustice it inflicts. The missionaries have compressed in a few words a number of ideas permeating the minds of the entire rural community of Bengal when they say that every chest of indigo is situated with the blood of ryots. They speak truly when they say that it is impossible for a man to be honest and a thriving indigo planter in Bengal.

The Government of Bengal has found in the present time, when the character of the planting interest has been assailed as it never was before the fittest opportunity to start the proposition of investing indigo planters in Bengal with magisterial powers. Boldness is reckoned to be an essential element of high statesmanship, and of that element the Bengal government is determined to prove itself the master. That a narrow partition demarks the external manifestations of great moral courage and the ideot's insensibility to danger is exemplified at least often in the acts of governments as in those of private individuals.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৫.৫.১৮৫৬

MR. GEORGE WALKER, an Indigo factor, writes to the HURKARU a letter of some length and somewhat wanting in coherence, calling upon Mr. Forlong to admit at once all that the Missionaries say of his class. He shows that, as things exist, it is impossible for an indigo planter to be perfectly honest and to thrive.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৯.৬.১৮৫৬

We presume no one will deny, that the whole of the indigo cultivation is forced. The European capitalist advances money and seed upon a contract to receive the produce of a defined quantity of land. The ryots frequently object to take this advance, because it binds them, in after years, to the factory; for this same reason the planter is as anxious that they should take advances, and this is one of the principal causes of dispute. How can a Magistrate conscientiously interfere in favor of the planter in such cases? When the advances are taken, it frequently happens that the ryot does not sow any indigo ; in this case the planter imagines that he is in the position of a mortgagee, and having a lien on the land, he imagines that he can sow this land with his own ploughs, and by means of his own servants ; the ryots complain, and here is where the planter and the Magistrate split. The planter thinks it very hard that the Magistrate wo'nt help him to compel the fulfilment of the contract, the Magistrate possibly thinks it equally hard, but finds that he is strictly prohibited from interfering further than preventing a breach of the peace; he can only refer the planter to the civil court ; the planter generally does not care to go into the civil court ; he wants his indigo, not the money, and the amount is written down in the ryot's name, and the interest runs on till the original advance is doubled and trebled, and the ryot then turn against the factory, knowing his only chance is to ignore the debt altogether; otherwise, if he were to sow indigo, on any future occasion, the whole crop would be taken to wipe off the old score.

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ৮.৫.১৮৫৮

Indigo Cultivation—··· The slightest hint from a Government official, that, in the opinion of Government, the system of indigo cultivation was oppressive, and that the ryots would receive the support and protection even to which they are entitled by the existing laws, would, in one week, shut up every factory in Bengal. No one knows this better than the planters themselves. Their system had no hold either on the interests or affections of the people; one word of discouragement from the Government would put a stop to the cultivation altogether. ...

The best proof of the hatred the ryots bear to indigo cultivation is, that in a certain pergunnah we are well acquainted with the ryots voluntarily pay the zemindar a tax of 5,000 Rupees per annum, on condition he closed his own factories.

We know another case in which the ryots, a few days ago, offered the zemindar 6,000

Rupees per annum in excess of their rents, if he would not renew the lease of an izhara to a certain planter. What further need be said? ...

ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ২১.৮.১৮৫৮

We have received a neat little Bengalee pamphlet with the title of "Oppressions of the Indigo Planters." It begins with a ballad in the popular style. Some smart conversations are reported and the system is very effectually exposed. Pity the Planters' Association does not read Bengalee.

হিন্দু পেট্রিয়ট, ১১.১১.১৮৫৮

...দুঃখি দীন প্রজারা, যে দারুণ দুঃখে দিনপাত করে, তাহার প্রতি কারণ কি? তাহারা জমিদারের পীড়ায় কখনই কাতর নহে, কেবল ধবলবর্ণের প্রবল প্রতাপি সবল নীলকর ও রেসমকর, কুঠিয়াল সাহেবেরাই অবল প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। এক দাদনের গাদনে বাঁধনের ছাদনে ভিটে মাটি চাটি সার করিয়া দিতেছেন, সেই দাদনে তাহারদিগের পুরুষ পুরুষানুক্রমেই নিস্তার নাই, ধান্যাদি ফসল বুনিতে পায় না, কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই হাল, মাল, ঘর, দ্বার, জরু, গোরু, লতা, তরু, ধান, গোলা, আদা, ছোলা, ধুচুনি, কুলো, বেগুন, মুলো ইত্যাদি বাস্তু বৃক্ষ কিছুই রাখেন না, কুঠিয়ালের লাঠিয়ালের ভয়ে তাহারা ধান্যাদি কৃষিকার্য্য ও আর আর ব্যবসায় করিতে পারে না, অন্নাভাবে পেটের দায়ে হাহাকার করিতে থাকে, জমিদারের মালগুজারি আদায় দেওয়া দূরে থাকুক, অসহ্য যাতনায় প্রাণ লইয়া দেশত্যাগি হইয়া কোথায় পলায়ন করে তাহার নির্ণয় হয় না, ইহাতেও জমিদারদিগের কত অনিষ্ঠ। প্রজা রক্ষা করিতে হইলেই বিরোধ উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটে, বিবাদে ও মোকদ্দমায় অপারক হইয়া পরিশেষ নাচারে পড়িয়া ঐ নীলকরদিগ্যেই হয় "ইজারা" নয় "পত্তনি" দিয়া বসেন, সাহেবেরা প্রথমে সূচ হইয়া ঢোকেন, পরে "সাল" হইয়া বাহির হন। কুঠিয়ালেরা যেখানে যেখানে "ইজারদার", "পত্তনিদার", "তালুকদার" এবং "জমিদার" হয়েন, সেখানে সেখানেই ছোট, বড়, ভদ্রাভদ্র, অধন, সধন সর্ব্বসাধারণ প্রজা এবং তালুকদার, জমিদারদিগের আর বাপেরো নিস্তার থাকে না, চীলের বাসায় মৎস্য সমর্পণের ন্যায় পরিশেষ আপনারদিগের কার্য্যদোষে আপনারাই আবার ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র প্রাণি ইতর প্রজারা কোথায় আছে, ভাঙামেজাজি রাঙানেত্র, রাঙাকলেবর অবতারেরা বড় বড় ভদ্র ভদ্র সঙ্গতিসম্পন্ন প্রজাপুঞ্জের বড় বড় কোটাবাড়ী ভঙ্গ করিয়া উচ্ছন্ন দিয়া ভদ্রাসনে নীল বুনিয়া এককালীন গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দেন। এই বঙ্গদেশের পূর্ব্ব ও উত্তর সীমানায় এইরূপ অরাজকবৎ অত্যাচারে কত প্রজার দুরবস্থা হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেই সকল দৌরাত্ম্যে বোধ হয়, এই রাজ্য যেন সুসভ্য সুধার্ম্মিক, সুশাসক, প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের রাজ্যই নহে। তাহারা দুর্ব্বল ও উপায়হীন, কাজেই "বেঁধে মারে সয় ভাল" "হেলে নয়, ঢোঁড়া নয়, গোখুরা" বাপ্‌রে, "মা মনসার সঙ্গে বাদ" জলে থাকিয়া কুমীরের সঙ্গে করিতে সমর্থ হয় না। নালিস করিয়া বিচারস্থলে সুবিচার পায় না, সাক্ষি পায় না, জোগাড়, হয় না। মোকদ্দমা করিলে আবার অধিকতর কোপানলে পতিত হয়! "উলটে চোরা গৃহি বাঁধে" সেইরূপ ব্যাপার হইয়া উঠে। হাকিমেরা প্রায় তাবতেই এক একটা সম্বন্ধে সম্বন্ধি। মোকর্দ্দমা হইলে অবতারেরা মেয়ে মদ্দে উঠে পোড়ে লাগিয়া যান। ইহারা "গরিব বেচারা" "হুজুর" দেখিলেই জুজুর মত থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, বুজুর মিছিল গুজুর করিতে পারে না। ইহাতে যতদূর পর্য্যন্ত দেশের অমঙ্গল হইতে পারে তাহা সুবোধ সমূহের অবোধের বিষয় কি?

দুই-এক জন দুরন্ত জমিদারে এবং নীলকরে অনেক প্রভেদ আছে, জমিদারেরা এই দেশের মনুষ্য, অত্যাচারি হইলেও প্রজাকে পুত্রবৎ রক্ষা করেন, সাহেবেরা বিদেশি, সুতরাং প্রজার প্রতি সেরূপ স্নেহ কেন হইবে? শোষক জমিদার কিছু "বাছুরকে" এককালীন বঞ্চিত করিয়া দুগ্ধ লইবেন না, সাহেবেরা "বাছুরকে" কসায়ের হস্তে বিক্রয় করত ফুকা দিয়া

গাভীর দুগ্ধ লইতেছেন। দুরন্ত জমিদার গৃহস্থের ন্যায় গোসেবা করেন, কুঠিয়ালেরা ইতরবৃত্তি গোপের ন্যায় হইয়াছেন। আমরা যে সকল কথা শুনিতে পাই, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া লিখিতে সাহস হয় না। যদি রাজপুরুষেরা অভয় প্রদান করেন, তবে সাহস পূর্ব্বক অনেকেই অনেক কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাহা হইলে যথার্থরূপ বিচার ও শাসন হইয়া রামরাজ্যের ন্যায় রাজ্য হইতে পারে! কি ভয়ঙ্কর! এই নীলকরদিগের উপর মাজিষ্ট্রেটি ভার অর্পিত হইয়াছে! "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়" একে মনসা, তাহাতে ধুনার গন্ধ, ইহাতে কি আর রক্ষা থাকিবে।...

সংবাদ প্রভাকর ১৫.১২.১৮৫৮

The Indigo System—The oppressive system of indigo cultivation continues to be the subject of much quiet agitation, especially amongst the native population—songs and pamphlets in the vernacular, full of bitterness and sarcasm are flying all over the country, and are discussed [in] every village in Eastern Bengal. ... We have received a little pamphlet called "Selections from papers on Indigo Cultivation in Bengal," with an introduction and a few 'Notes by a Ryot' : it is a compilation of opinions and facts bearing on the subject of indigo cultivation, which have been published from time to time in the Periodicals of Calcutta. It contains papers from the Calcutta Review, The Indian Field, The Hindoo Patriot, The Missionary Conference, and last, but not least, Mr. Sconce. The Pamphlet under notice professes to have been put forward with the view of obtaining an official enquiry. Now we see of no hope of obtaining an official enquiry in this country, without pressure from home; the indigo system has only to be known at home to secure this pressure. We therefore recommend the compiler of this pamphlet, if he is an individual, or the association by whom its compilation has been directed, if it is the work of an association, to distribute the pamphlet plentifully amongst public men at home, and leave the seed thus sown to bring forth its fruit, which is inevitably will in due season. The question is already exciting considerable attention in England, and we hope that the next year will see indigo cultivation, either remunerative, and consequently popular, or extinct; and, at the same time, the people of the country protected in all their future dealings with Europeans, by the adminstration of equal law and equal justice amongst all classes of Her Majesty's subjects, irrespective of country or creed.

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ১.১.১৮৫৯

"ABSTRACT RIGHTS" OF THE PLANTERS :— The name of MacArthur is not altogether unknown in connection with The Indian Field. All will recollect how, when we had occasion to comment upon some of the disgraceful oppressions of the indigo system, a testy old gentleman of that name came forward and proposed to gag this journal, and stated that all our disclosures regarding the vile tyranny habitually practised by the Blue Fraternity were the grossest libels and falsehoods that a diseased and prejudiced mind could invent. If we recollect aright, either he, or some of the small deer who joined his cry, denounced us as traitors or rebels, for merely hinting that it was possible that a freeborn

Briton could be guilty of locking up his ryots in a godown for weeks together, because they would not sow indigo. The Dacca News declared that it was outrageous to suppose that a planter would have recourse to perjury, or that he ever got up false cases. The planter, it was stated, was always a victim ; he was constantly liable to have false charges brought against him, but his high sense of honor compelled him to prefer ruin rather than have recourse himself to similar weapons. And the great losses that the indigo planters were subjected to on account of their superfluity of honorable feeling was actually made the ground of an application to the Legislature to pass an Act, investing the planters with special facilities for obtaining the property of others without payment.

We have now an opportunity of bringing forward another member of the distinguished clan of MacArthur to meet the denials of the fiery little chief of the clan. Our Mr. MacArthur is not altogether a willing witness ; but this being so, his evidence is all the more trustworthy, so far as it goes. It appears that, on the 23rd of February, a petition was presented to the magistrate of Jessore, mentioning amongst other things that Bolai Sheik and others had been confined by Mr. MacArthur of Meergunge, in his factory, for about nineteen days. This being the normal state of the Jessore ryots, the magistrate does not appear to have adopted any very extraordinary measures for their release; he, however, sent the petition to Mr. Bainbridge, the joint magistrate of the Gopalgunge sub-division, on the 16th April. It so happened that Mr. Bainbridge was going to dine with Mr. MacArthur on the 16th, and be thought himself of combining pleasure and business ; and whilst on his way to dinner at Meergunge, a boy came up to him and offered to point out the godown in which the prisoners were. On arriving at the godown door, the joint magistrate, like a second Blondel, attracted the attention of the captives, and having satisfied himself that they were really in confinement, as asserted, he sent for Mr. MacArthur, and ordered him to produce his keys, and released the unfortunate Bolai and three other prisoners. They were sent off to Mr. Bainbridge's camp, and Bolai then stated that he had long been in confinement, because, having been ruined by being compelled to sow indigo, he had at length been forced to leave his land and crops and abscond. The others were confined, because they would not acknowledge Mr. MacArthur to be the proprietor of an estate which had been purchased by a native zemindar, and which apparently Mr. MacArthur coveted.

Bolai Sheik deposed to the magistrate that, when taking his cows down to the river to drink, some of the factory servants seized him and beat him till he became senseless; that, on recovering his senses, he was carried to the Noakholla factory, where he was taken before Mr. MacArthur of Borjella, who directed him to be taken under a guard to Meergunge : his zemindar Bisheshur Chucklanuvees, came to Mr. MacArthur and offered to stand bail for his appearance, when wanted. Mr. MacArthur, however, refusing this proposal, took him in his own boat as far as the factory of Borjella, from whence he was escorted under a guard to Churnundeea. On his arrival there, the factory dewan ordered him to be locked up in a go down, and he was accordingly locked up in a room, with

another prisoner with irons on his legs ; after ten days confinement he was sent to Meergunge, and was then chained and locked up with five or six others. He concludes in the following words :— "I was released by the joint magistrate after a confinement of two months ; formerly I was a resident of Dooljoree, but now I am a ryot of Chucklanuvees. I had an advance from the Churnundeea factory, but I escaped last year and ran away after sowing the indigo crop. I do not owe the factory any rent."

The old story — a ryot is compelled to sow indigo, and when he can no longer stand the oppression and extortion, which is apparently part of the necessary process of manufacture, he runs away, leaving his home, crops, and everything he possesses. The factory servants are sent out to apprehend him, and he is thrown into an outlaw jail for three months.

Another of these unfortunate victims, Muneeroodeen, says that, in the month of Aghrun, his brother, Tumeezoodeen, was carried away by the order of the gomastah of Luckheepassa factory, on his way to the market, and was released after paying to the factory the rent of the land, which had lately been purchased by Baboo Ram Rutton Roy. On his brother's return, Munneeroodeen went to the Meergunge factory to close his accounts, but was put in confinement for twenty days, on a pretence that there was a balance of Rs. 13 in favor of the factory. Poornoochunder Bhuttacharjea paid the demand for him and effected his release. On the Zemindar's gomastahs coming to the village, they were driven out by the factory servants, and the man Muneeroodeen was seized and carried off to the Luckheepassa factory, and confined for one month; subsequently he was carried off to the Noakholla factory, and ordered to file a false petition in the magistrate's court, stating that his own land lord, Ram Rutton Roy, had assembled 125 latteeals for the purpose of breaking the peace. This man was then, according to the account he gave to the magistrate, sent to Meergunge and confined in irons, and was subsequently released by the joint magistrate. He states that the cause of his confinement was the fear that he would enter the service of the zemindar who had just purchased the estate, and by giving him valuable information regarding the estate benefit him : as the baboo was an opponent of the factory, this was not to be allowed.

Fuqueer Mahomed deposed to having been confined eight or nine days at Meergunge, and one month at Luckheepassa. He says that he and prisoner were starved for three days, until they consented to present a false petition to the magistrate.

Mr. Bainbridge, the joint magistrate, who released these men, deposes as follows:— "I was riding to the Meergunge factory on the 16th March, when a boy came and offered to show me where Bolai, of whose detention I had before received verbal complaints, was confined, in Meergunge factory. He took me to the godown and called 'Bolai' through the loopholes, where he was immediately answered by a voice which said that the speaker and others were confined there. I demanded the keys from the factory people who presented themselves; as no one brought them, I sent my salaam to Mr. MacArthur. On that gentleman's arrival, I told him that there appeared to be some men in confinement, and requested that he would have the key brought that I might release them; he had it brought, and the

door was opened by the chowkeedar; upon this the said Bolai and three others came out; as they all complained of detention unlawfully long, I placed them in charge of my syce and kidmutgar and sent them to my tent. I first heard of Bolai's confinement on receipt of the letter from Mr. Moloney (the magistrate), which is filed. On the morning of their release, Bishtoo Chucklanuvees, whose quarrel with Mr. MacArthur I was in camp at Noakholla to settle, came and told me that Bolai and I think Noboo were confined by Mr. MacArthur. I distrusted him, saying, that I did not believe Noboo's case, which had been tried before, and that I not only thought the case false, but had asked Mr. MacArthur about him, when he denied all knowledge of the matter. Bistoo answered that, 'he did not think Mr. MacArthur would deny Bolai's case'. I said also that I did not know the place of confinement; but if a guide were sent, I would do what I could do to release him. I went to cutcherry and, on crossing the river afterwards, the boy above-mentioned came to me; he ran away directly after the release, at least I never saw him afterwards. As far as I remember, the letter about Bolai, &c. was read out by the peshkar of my office in my tent at Noakholla, in the presence of Mr. John MacArthur and his father and others. I do not remember any comments being made. As far as I recollect, one of the men said something about irons; they had none on and came out at once : there is no other door to the godown. I believe the boy told me that he was in the habit of taking food to Bolai. I think he told me so. Mr. MacArthur's first remark, on my asking for the key, was, 'Have you seen them?' I replied that I had heard them. When the chowkeedar came with the key, Mr. MacArthur asked 'Who have you in there?' The chowkeedar replied, 'Men for rent.' Shortly after he (MacArthur) described some facts relative to their seizure, but these he may have ascertained from his servants. Mr. MacArthur afterwards remarked that the man was a heavy defaulter, and that one had been sent from Luckheepassa market, whence he had come one day. Bolai said to me that he had been seized at Noakholla, and one or two said they had been seized at Luckeepassa. Bolai said he had been confined two months. No one said less than twenty days."

But perhaps the defence set by Mr. MacArthur is about the most impudent part of the whole proceeding. He denies all knowledge of confinement of these men in his own compound, and, apparently, considers himself much aggrieved by Mr. Bainbridge's releasing them : he considers it a sort of family matter, with which the police could not possibly have any concern. He says "that Mr. Bainbridge had shortly before been staying with me, and that, on his leaving my house, I invited him to dinner again on the 16th and, accordingly when on the 16th I heard that Mr. Bainbridge wanted me at the godown, thinking that some accident had happened to him on his way from Noakholla, where he was holding cutcherry, and that he did not like to make his appearance before my wife and family in a disabled state. I hurried off to the godown to see what was the matter. I was not a little surprised at Mr. Bainbridge's demand for the keys."

As the men were released by the joint magistrate in his presence, he of course cannot deny the illegal confinement. He therefore confines himself to a declaration, 1st, that he

knows nothing about the matter; 2nd, that they "were ryots taken in the usual way for a settlement of their accounts that morning, and that they were put into the godown for safe custody!!! I never saw the men in my life, and never even heard their names, and most probably should never had heard of them at all, but for Mr. Bainbridge's release, as their accounts would have been settled in the morning in the usual way, and they would have been released." This is a cool confession to make before a magistrate. It shows that it is an everyday sort of affair to have men locked up in the factory godown, so much so that it was not even reported to the planter : everything in his opinion was quite regular, having been done "in the usual manner". In this he is undoubtedly right, a planter's ryots spend a considerable portion of their existence locked up in godowns till they settle accounts or sign contracts : there can be little doubt in whose favor the settlement is, if a ryot has to be confined in a damp godown for two months, and starved for three days, and chained before he consents to settle. But this we are assured by Mr. MacArthur is nothing out of the common, it is all "in the usual way". Well may that eminent jurist and agitator, Mr. Theobold, say that the ryots change their freedom "for a new condition" when they begin to deal with the planters. We suppose that Mr. Bainbridge is one of those "fire-brands" alluded to by the Secretary of the Indigo Planter's Association, who have dared "to preach to the ryots abstract rights". We suspect that it will take a good deal of preaching of abstract rights to make the ryots forget their abstracted rights. Whatever Mr. Theobold may have been alluding to in his report, it is clear that Mr. MacArthur includes Mr. Bainbridge amongst "the fire-brands". He considers himself an aggrieved man, and we only hope that he will send his grievance home. He says in his defence :—"I stated to Mr. Bainbridge that I thought his character as a Government officer would have been equally upheld by deputing his darogah or any other subordinate officer to make the necessary enquiries instead of taking the matter in hand himself, the more particularly as he was acting on the simple assertion of persons whom he promiscuously met in a field on his way to my house as a private guest. This, coupled with his total want of jurisdiction (?) made me feel that his conduct on the occasion was not only illegal but uncalled for particularly as he did not give himself the trouble to enquire whether I was acting legally or otherwise as zemindar, a circumstance which does not seem to have occurred to him at all." We should think not; it is not very clear why it should have occurred to the magistrate that any one could legally lock men up in a godown for five minutes even, much less for two months. Mr. MacArthur thinks that the magistrate acted improperly in releasing the men at a time when he was coming to dine with him. Now to us it appears that he was not acting improperly in releasing the men, but in going to dine with the planter; in accepting the invitation, he must have been aware that, in all probablity, whilst he was dining with the planter, the godown would be full of unfortunate ryots confined "in the usual way." It is this system of hobnobing between planters and officials of at Jessore and other indigo districts which is the cause of half the misery of the people. The magistrate finds the planters jolly good fellow, notorious for hospitality, and shuts his ears to all the reports

of skeletons in the factory closets. The consequence is, that the ryots, who see the magistrate is constantly at the factory when they are locked up within a few yards of him, without getting their release, learn to believe that it is useless to complain against the planters at the courts. Mr. Bainbridge appears to have been one of these confiding young men. When he received a complain against Mr. MacArthur, he asked that gentleman whether it was true, and because he denied it, he believed the case to be false, and made no further enquiries. He goes and stays with Mr. MacArthur and dines with him whilst all these cases are pending; but by some good fortune stumbles into the godown. His eyes, however, are opened for the future, and he will now understand why those officials, whom he has probably considered prejudiced men, have been chary of intimacy with the non-official residents of their district. It is not often that a Jessore or Kishnaghur planter gets caught, as they have the whole country in their possession; but we trust that this case will open the eyes of some of the officials in the indigo districts, and induce them always to have a look at the godowns before sitting down to their Sunday dinner at some favorite factory. This will, at all events, give the prisoner one day's change of air in the week if it does nothing else. Our English readers will now understand the cause of the distance that officials are accused of placing between themselves and the planters, and which has been so much complained of.

In conclusion, we would ask the Government, how much longer this system of slavery is to be continued on the score of "expediency?" The condition of the ryots in the indigo districts is positively worse than that of slaves in the worst slave state, yet government shuts its eyes, because it is not "expedient" to interfere. Who will be made the scape-goat when the people are goaded into taking the law into their own hands? Mr. MacArthur's is no exceptional case, similar scenes are enacted daily in every factory in Bengal, except that the people dare not complain, and that when they do, a darogah is sent, the result of which deputation Mr. MacArthur evidently understands.

Mr. MacArthur instead of being compelled to undergo a little of that confinement which he thought so good for his ryots, escaped with a paltry fine of Rs. 300, which will be paid by his ryots "in the usual manner."

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ৯.৭.১৮৫৯

...যে প্রজা নীলের দাদন গ্রহণ করে তাহার উদরান্ন নির্ব্বাহ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। এক পুরুষ দাদন লইলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রীতদাসের ন্যায় অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিলেও সেই দাদনের টাকা পরিশোধ হয় না...

—সংবাদ প্রভাকর, ১৬.৮.১৮৫৯

INDIGO PLANTING IN RAJSHAYE

The fraud and violence which are the inseoarable concomitants of the system of indigo planting in Lower Bengal, have attained their highest point of impunity in the district of Rajshaye, through the power, influence, wealth and audacity of the present set body of

planters. That district was before the advent of these developers of its resources, one of the happiest in the country. The ownership of the land was, in the hands of a number of families who believed and felt that there were other pleasures to be derived from the possession of landed property than that of receiving from it so much percent higher than government securities yielded. The head of local aristrocracy was a family of considerably old lineage and high birth, distinguished by traditions which made it hold a high place in the estimation of the Bengallee nation. Its influence was exercised beneficially over the whole district. The soil, fertile in the extreme, yielded abundance to the ryot population who cultivated it. Water communications afforded unusual facilities for the export of superfluous produce. The tenatry were contented, and they were hardly at all affected by the vices which are taught in the vicinity of the metropolis. But from the moment indigo planting was introduced, the face of affairs began to change. The planters, destitute of rights in the land, yet unable to prosecute their calling so profitably as they wished, unless they possessed the coercive powers and influence incident to the position of a Bengal landholder sought opportunities to acquire landed rights. With their small capital they could not hope to buy up zemindaries. They therefore resorted to the usual plan of taking farms of shares in zemindaries, and so annoying, the possessors of the remaining shares as to compel them to surrender their portions. Thus it was that by a course of violence and fraud, unequalled in the history of any civilized nation, the greater portion of a district larger than Yorkshire passed into the hands of a few indigo planters who set all law and government at defiance.

The latest instance of violence committed by a Rajshahye planter is reported in the Englishman of the 11th Instant. Mr. W. Cockburn of the Challah concern in the subdivision of Serajgunge had possessed himself of a share of the village Gabgatchee in the usual manner. He wanted the ploughs and labour of the Gabgatchee ryots, who wanted then, as might reasonably be supposed, to cultivate their own lands. In anticipation of a fight two police burkundauzes had been posted to watch the factory people. They, as usual were bought up by the planter. Mr. Cockburn rode down one fine morning to the village fields, with more than a hundred clubmen and spearmen. The villagers were found ploughing their fields. They were required to give up their ploughs which they refused to do. Mr. Cockburn got angry, and ordered his men to use force, and then rode away to his factory. The men advanced, killed one of the villagers, wounded two of them, plundered some houses and went away with about a hundred head of cattle. The man mortally wounded had but breath to articulate the names of his murderers. When his remains were being carried to Serajgunge, the police burkundauzes who had been appointed to prevent a breach of the peace tried to have the body carried by way of the factory, so as to enable Mr. Cockburn to make away with it.

These are the bare outlines of a case, atrocious indeed, but not uncommon in its kind, specially in the district of Rajshye. The chief criminal, as a matter of course, escaped, Mr. Cockburn not being suspected even by the Assistant Magistrate in charge of the subdivi-

sion of any complicity in the affair. One of the spearmen who was proved to have committed the murder has been sentenced to transportation for life, and two others to imprisonment with labour for fourteen years each. The Sessions Judge was of opinion that a case had been made out for sending Mr. Cockburn before a jury, but the Sudder Judge who passed final orders was of opinion that the Assistant Magistrate had acted rightly in not having committed him. This is the old story over again. Not years ago, a precisely similar case though somewhat more serious in its consequence—several lives having been lost and a whole village plundered—was similarly dealt with by the Rajshaye authorities. Some of the lattyals were punished, but the factor was not even questioned on the matter. Factory dinners, like parhunnie gifts to Amlah are profitable investments.

The question is, how long will such a state of things be suffered to continue?

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৯.১১.১৮৫৯

প্রদেশবাসি নীলকর সাহেবদিগের ভয়ানক অত্যাচারঘটিত কত সংবাদ আমরা এই প্রভাকর পত্রে প্রকাশ করিয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাহাতে বিরক্ত হইয়া ইংলিশম্যান সম্পাদক ও তাঁহার কতিপয় নীলকর পত্রপ্রেরক আমারদিগের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই লেখার একটি অক্ষরও অসত্যরূপে সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। সত্য কি কখন মিথ্যার আবরণ দ্বারা গোপন করা যাইতে পারে? গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে জমিদারদিগের অত্যাচার অনেক নিবারণ হইয়াছে, এইক্ষণে তাহা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু নীলকরদিগের অত্যাচার সমান রহিয়াছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই পুলিসের কর্ম্মচারিদিগকে মান্য করেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা আপনাপন অধিকার সন্দর্শনার্থ নিকেতন হইতে বহিস্কৃত হইলে তাঁহারদিগকে হস্তী ও ঘোটকাদি দেন, খানা খাওয়ান, সুতরাং তাঁহারাও নীলকরদিগের বাধ্য হইয়াছেন। নীলকরের অত্যাচার ঘটিত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সুতরাং সুবিচার হয় না। ইহাতে প্রজাদিগের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে। নীলকরেরা আপনাপন কুঠিতে বিস্তর যষ্টিধারী লোক রাখিয়াছেন এবং তাহারদিগের দ্বারা প্রজাদিগের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কার্য্য করাইতেছেন। আমরা যে যে কথা উল্লেখ করিলাম ইহার একটি অক্ষরও অসত্য নহে।...

—সংবাদ প্রভাকর, ২৪.১১.১৮৫৯

INDIGO PLANTING IN LOWER BENGAL

The evidence is fast gathering to fulness. It is now patent to the world that the Indigo Planters are a class of petty tyrants and that the ryots in the indigo planting districts are treated no better than the cotton producers of the Slave States. The truth is no longer confined to the bosom of mofussil society. All that we have hitherto said against the class have been proved to be no coloring. One of the latest witnesses to the fact is a European gentleman, a resident in an indigo-growing district Mr. S.W. Hutchinson in the Hurkaru of the 23rd Instant calmly writes : "No legislation is necessary for the supply of indigo leaf. The ryots will produce that voluntarily, if they are adequately paid. The price of every commodity has been exhanced of late save that of indigo leaf, for which the planters will not consent to pay to the ryots more than the prices of by gone years. No planter will on his honor as a gentleman contradict my assertion." A little further on, he

says, "For the said unreasonableness and other minor oppressions the ryots do not consent to fresh advances; hence the constant rows between the planters and the ryots. Perhaps the planters may urge, 'never mind fresh advances, let the ryots pay us the old debts!' But, "The planters themselves have reduced the ryots to their present state of irretrievable indebtedness by advancing money on imprudent and usurious condition." No plaintiff would wish for better evidence in his favor from the mouth of his opponent's witness. Here is not only a simple assertion, but an assertion, coupled with a challenge. "No planter will on his honor as a gentleman contradict my assertion." Verily this is a fine pass for the planters; — they are threatened to be bullied into confession. We shall be heartily gratified to see some brave spirit take up the glove, for it is of a nature that cannot well be passed by. In it are at stake their honor and reputation. Be a coward and lose reputation, or maintain it at the risk of defeat. But what is this assertion to which such a merciless condition is attached? Why it is nothing more nor less than that the employment of forced labor in the cultivation of indigo, and forced labor of the most odious kind, is part and an essential part of the indigo planting system in Bengal. "The ryots will voluntarily produce that, if they are adequately paid." The plain construction of this is that the ryots of Bengal are as yet driven to their work by the Bengal Legrees, by the wrack and the pock ; that far from receiving adequate prices for their marketable labor they are forced to live on advances, nay to pay their old debts (Heaven knows when made and how contracted, and to what amount) ; give up the use of their land, the use of their ploughs, the use of their limbs even, for the raising of the indigo crop, the profit on which is to go solely to gorge the avarice of their usurers ; while the poor wretches, with their famished families, are reduced to starvation, — compliance to the will of the tyrant all the while being secured by minor oppressions, by which mild phrase Mr. Hutchinson no doubt intends putting in iron, locking up in chunam godowns, horse whipping, and if need be, looting and setting fire to houses. This is the picture of the independent Briton drawn by a friendly hand ; by such means as these does he develop the resources of the country, and promote the welfare of her sons; in such a way as this he civilizes the nation; with such motives as these he earnestly petitions parliament for settling his class in colonies throughout the land ; such are the men who style themselves the true representatives of the British public!!!

The worst feature of the case is that the law will afford no remedy. The planter is above the law. He laughs at it, he scorns it, he defies it. It was only a few months ago that Mr. MacArthur of the Meergunge factory in Zillah Jessore was fined for a piece of factory outrage, and what is more, shown up pretty conspicuously in the newspapers. Hear from a correspondent about his further doings.

"We hear on good authority that the people of some villages within the sub-division of Magoorah in Jessore have complained to the authorities of the oppressions of the notorious Mr. MacAuthur of Meergunge Factory who was a short time ago fined for unlawfully keeping several men in irons. It appears that the villagers refused to sow indigo for his

factory on the terms dictated by him, consequently the above planter threatened to plunder and burn their villages.

We are informed that since the above complaint was made the said planter has actually plundered some houses of the villagers in the face of the police who seem to be paid by the planter, and not being satisfied with plunder obtained on this occasion is again preparing to plunder and demolish all the houses of the villagers who complained against him."

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩.১২.১৮৫৯

INDIGO PLANTING IN NUDDEA

To the Editor of the Hindoo Patriot.

DEAR SIR, — I beg to send you the accompanying copy of a letter from Mr. Secretary Lushington to the Commissioner of the Nuddea division, for the purpose of its being published in your journal. The case, which occasioned the Lieutenant Governor to write this letter, clearly shows that "each Indigo Factory, together with its sorrounding estate, is a little kingdom within itself wherein avarice any tyranny hold unlimited sway, and that the police is too feeble to render effectual aid in suppressing the lawless oppression of the factor." I hope you will be pleased to publish this letter in the editorial columns with an article from your pen on the subject.

Yours faithfully,
ONOW.

No. 6,124

FROM E. H. LUSHINGTON Esq.,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal
To the Commissioner of the Nuddea Division.
Fort William, the 23rd October.

SIR, — I am directed to acknowledge the receipt of Mr. Reid's letter No. 49. dated the 9th Ultimo, submitting the Report called for in orders No. 15, of the 15th August last. On the five petitions presented to the Lieutenant-Governor when at Kishnaghur by certain inhabitants of the Haudeah Maherpore and Hanskhally Thannahs, complaning of the oppressions practised upon them by Mr. White of the Bansbarriah Indigo Factory.

2. The Report shews that Mr. White in the several cases referred to in petitions Nos. 1 and 2, was charged with having plundered the houses of the petitioners to a considerable amount of property, cut down their trees, deprived them of their lackheraj title deeds and caused the lands in the vicinity of their houses to be dug up so as to prevent their obtaining ingress there to, and that the cases were all dismissed by the Magistrate as not proved,

although in three of them, viz., in the plunder of property complained of by Umbica Churn Bissas, and in two others, the Deputy Magistrate, Baboo Dwarkanath Dey, to whom the cases were made over recommended that certain of the offenders should be fined and imprisoned and required to make good the value of the plundered property.

3. The second case noticed by Mr. Reid is that in which the petitioners charge Mr. White with having plundered their houses and cattle and object to the order of Mr. Howell, the Deputy Magistrate, referring the case to arbitration. The Officiating Commissioner remarks that the case was clearly not one for arbitration, and the Deputy Magistrate was wrong in having resorted to that method of adjusting it. It is understood that this case which was instituted so far back as the 6th June is still undisposed of, and that Mr. Reid has given instructions for its being brought to a speedy termination.

4. The case next adverted to is that of Okhill Chunder Biswas, who (as represented by the petitioner himself) was seized when near Mr. White's factory collecting some debts which were due to him, and after being dragged to the Factory by Mr. White's men, was flogged by Mr. White himself. The petitioner has then described how he was conveyed as a prisoner from Factory to Factory for a space of one month when he escaped ; the cause of all this oppression being that he had formerly been a servant of the Factory and that having been dismissed from employ he refused to take advances from Mr. White for sowing Indigo. The Offg. Commissioner remark on the delay on the part of Mr. Howell in the disposal of this case which was commenced on the 30th May, and was still pending at the end of August, on his neglect to examine the complainant's person when he first appeared before him to charge Mr. White with the assault and false imprisonment, and on his endeavor to persuade the plaintiff to compromise the case.

5. The trial of the other case of oppression in which Seetul Turufdar was carried off by Mr. White's men has resulted in the conviction of six of the Factory people, though the individual who had been seized is not yet forthcoming.

6. The offg. Commissioner reports that he has instructed the present officiating Magistrate to recall to his own file such of the cases of the petitioners as may still remain undisposed of, as well as, for the present, any others in which Mr. White and the servants of the Bansbarriah Factory may be parties, and to institute the strictest enquiry as to what has become of the missing man, Seetul Turufdar.

7. The Lieutenant Governor directs me to inform you that he agrees with Mr. Reid in his remarks on the proceedings of Mr. Cockerell, the Magistrate, and Mr. Howell, the Deputy Magistrate, in the case of these disputes and approves of Mr. Reid's orders in the matter, but I am at the same time desired to observe that the Lieutenant-Govenor has derived an unfavourable impression of the manner in which the people have been protected by the Magisterial authorities of Nuddea from oppression such as has beyond doubt been exercised in the cases brought to notice.

8. The Lieutenant-Governor heard in a general way, when on his tour at Nuddea, of complains from Natives that in Indigo cases they do not get real protection. And this string

of unsatisfactorily investigated and hastily dismissed cases now reported upon makes it impossible for him to feel certainly convinced that everything can be legitimately done as has been usually done in that district to repress abuses of this class. The Lieutenant Governor does not impute partiality to any of the officers concerned, but he cannot escape the impression that more active and intelligent measures would have had more satisfactory results; whereby all parties should have been made to feel that these disputes must not be settled by the strong hand.

9. The Lieutenant Governor is surprised that Mr. Cockrell in his report to the offg. Commissioner has omitted all mention of the charge of wrongful imprisonment for month brought against Mr. White which as yet stands untreated.

10. These cases which are known to be of daily occurrence in which Ryots are kidnapped and imprisoned and carried from place to place by zemindars and planters, with impunity, are a disgraceful blot upon the district adminstration in Bengal ; and it is the duty of every Magisterial officer to strain every nerve to bring them home to the offenders, where they can obtain a clue to them. On the present occasion there was the person wronged before Mr. Howell, whose evidence, if credited, would prove the case. Instead of doing all that could be done to ascertain the truth, and acting, it must be presumed, in the belief that the charge was true, the Deputy Magistrate, recommended a compromise ; as though the case had been a trifling squabble or a nominal assault, instead of a charge of one of the grossest acts of oppression and cruelty that can be imagined, short of injury to life or limb.

11. Mr. Cockrell must be called upon to explain his silence in this most grave matter. A Magistrate should not allow himself to be kept by a subordinate in ignorance of such a case having been disclosed ; and if Mr. Cockrell was informed of it his conduct would appear to be quite inexplicable.

12. So much blame appears also to be attached to Mr. Howell in these proceedings that the Lieutenant Governor must call upon him for his defence in order to take into consideration what orders should be passed on him personally.

13. On receiving Mr. Howell's explanation you will be so good as to forward it with an expression of your opinion as to whether Mr. Howell is yet sufficiently qualified to exercise the special powers of an Assistant to a Magistrate with which he has lately been vested.

14. In conclusion, I am desired to request that you will insist on the remaining cases against Mr. White being throughly sifted, and that you will call upon the present officiating Magistrate to dispose of them himself, with all the consideration which cases involving such charges may appear to require.

I have the honor to be, Sir,
Your most obedient servant
(sd) E.D. H. LUSHINGTON
Offg Secretary to the Govt. of Bengal.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১০.১২.১৮৫৯

Planters And Missionaries — The Kishnghur planters have commenced their biennial campaign against the missionaries, and in the present case the Pulpit certainly gets better of the Vats.

It would appear that, during his late tour, the ryots at Nuddea presented some petitions to the Lieutenant-Governor, complaining of the grievous oppression they suffered at the hands of the planters. The Lieutenant-Governor paid the greatest attention to these complaints, found out that many of the charges were true, and directed more attention to be paid by the local authorities to the grievances of the cultivating classes. The ryots were astonished at, for once, getting justice done them after the lapse of so many years, and have taken into their wicked and turbulent heads to consider whether this piece of justice is consistent with the assertions of the planters, that Government insists upon their sowing indigo against their will. They have long implicitly believed these assertions, they have had carefully pointed out to them on every occasion the great influence the Bengal Indigo Company has exercised on the Bengal Government. They have been induced to believe that for years the Bengal Indigo Company had the nomination of all the Nuddea officials. They have seen how the late Lieutenant-Governor came and spent a week at the Bengal Indigo Company's factories: how he was taken round on an elephant to the scene of some of the greatest outrages that have been committed by a planter ; how he acted the part of a hysterical Marius, and laughed with the Manager over the ruins of Goaltolee, and admired the indigo that was sown where a few months before a prosperous village had stood. They saw how Deputy Magistrates were removed for endeavoring to prevent planters from taking forcible possession of the fields of the cultivators; they saw their oppresssors made Honorary Magistrates, and they were ready enough to believe anything that was told them by designing planters of the orders of Government, and the instructions received by the Magistrates not to interfere to protect them, — and small blame to them. Far be it from us to say that when they did complain their cases were not duly enquired into, or that any actual prejudice in favor of the planters was shown by the local authorities; but they dared not complain, and when they did, trained witnesses and hush money to the police was too much for them: for years therefore the ryots of Kishnaghur have lived in a state of Sullen, dogged discontent, hating Government, hating the name of Englishmen. They have now complained and have had justice done them ; and feel that they have been throughout deceived as to the interest of Government in the cultivation of indigo: they even begin to doubt now whether the late Lieutenant Governor had the personal interest in the success of the indigo crop that the planters represented him to have. The consequence is, that this year they refuse to sow unless they are paid a price equal to that which they obtain for rice and other crops. The planters instead of at once seeing the matter in a proper light, and admitting that like all dogs they have had their day, and that if they want to get on they must henceforth pay honestly for what they want, have commenced to fume and rave at the missionaries, and say which they know to be false that designing men have given out that Mr. Grant has issued an order to put a stop to indigo planting. This assertion is a mere cunning attempt to

frighten Mr. Grant into the belief that by doing justice he will close all the indigo factories : they know that he does not want to do this, and therefore think that by spreading this report they will induce him to draw back.

The falsehood of this statement is apparent from the very words of those who propagate it. The Kishnaghur Correspondent of the *Englishman* says in proof of his assertion, that some of them have gone to him (Mr. Grant) direct with their petitions — influenced by men who have no desire to see the ryots more prosperous than they are. "Now if they de (r) ive this prosperity from the cultivation of indigo, what have they to petition about? If they are really believed that an order had been given to put a stop to indigo cultivation, would they go and petition at all? If the cultivation of indigo is voluntary, would not they go on sowing until the police came and prohibited them? Would even that stop them? Would it not take a force of about 50,000 men to put a stop to the cultivation of rice for instance? Are the natives so very anxious to obey the laws of the Government as to give up the cultivation of a remunerative crop merely on a report spread by missionaries that the Lieutenant-Governor did not approve the crop? If, on the other hand, the cultivation was unpopular, and they believed that the Government had prohibited it, would they petition at all? Would not they go to the Magistrate of the district and say — "Government has ordered the cultivation of indigo to be stopped? Mr. Rod or Mr. Perch or Mr. Marlow are going to sow it in our lands, let them be stopped." The very fact of the ryots coming direct to Mr. Grant to petition shows that they are under no misapprehension of the description alleged by the planters ; weary of oppression they go to him for relief from that oppression, and finding that they get justice they determine no longer to be slaves: they have find out that they may sow what crop they like on their own land, and will not therefore sow one which is a dead loss to them.

We trust that the ryots of the whole of Bengal will follow the example of those of Kishnaghur. Two years of pressure will convince the planters that honesty is the best policy, and they will then make up their minds to pay properly for what they want. The last two years have worked a revolution in the condition of the cultivating classes. The high price of grain and oil seeds have converted half-starved cultivators into prosperous peasant proprietors ; it is only in the large indigo-growing districts that the ryots have not been benefited by this change. Thousands upon thousands of acres of picked land is there taken up with a crop that does not repay the cultivator the cost of seed, tilling and rent, and this when rice is fetching Rs. 3 per maund. If the whole of this land had been at the disposal of the ryots instead of being locked up, what would not their condition have now been? As it is, it might just as well have been unreclaimed jungle as far as the interests of the ryots are concerned. If the planters must have indigo they must prepare to pay the highest rate of the most remunerative crop for it ; and not only this, but they must pay something more as recompense for the interference that the cultivation of this crop entails upon the producer, and they must further make up their minds to keep their accounts honestly and take fair measure.

But to return to missionaries. The charge against them is, that one of their body drew up a very excellent petition on behalf of certain ryots, and that this petition called forth from the Lieutenant-Governor enquiries and orders which have undeceived the ryots as to their position as regards the planters. Surely if there was ever one act more becoming to the position of a Christian clergyman than another, it would be an act of this sort. The planters however [...] to punish him drag him and his private affairs before the public, hold him up to scorn for his marriage with a native Christian, and question whether his object in marrying was purely spiritual. None but a planter could descend to such a vile course as this for the purpose of silencing a political opponent. Supposing this missionary did marry "a common village girl," what of it? Has he not as much right to marry whom he likes as a planter has? We are very sure of this, that nothing is so likely to make the mission successful as marriage of this sort, which brings the missionaries into immediate contact with the people around them ; and we should be glad to hear that all the missionaries had done likewise. What right have the planters to analyse his motives in forming this connection? Why, on earth, should they be purely spiritual any more than those of the planter in marrying a white village girl? If the Kishnaghur correspondent will look around him, he will find that he owes some of his dearest friends not only to village maids, but something very much less respectable and maidenly than village maids and the daughters of ryots. Why is the missionary to be any more spiritual than the fathers of these men? Perhaps it is the fact marriage that irritates the planters so much.

However, there is nothing new in these petitions, precisely similar petitions possibly drawn up by the same hand were presented by the ryots to Mr. Halliday when made his first tour as Lieutenant-Governor ; they were never even unfolded, and therefore the natural acts of the ryots were not attributed to designing men as they would have been had he acted upon these.

As the planters have declared war, we hope that the missionaries will take the matter up, and let the public know what the indigo system is in Kishnaghur.

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ১০.১২.১৮৫৯

INDIGO PLANTING IN NUDDEA

The publication of the Bengal Secretary's letter on the doings of the planters and magistrates of Zillah Nuddea has induced some of our correspondents who are personally acquainted with the cases commented upon to communicate to us a few facts relative to them. The Lieutenant Governor, our readers will remember, directed that strict search should be made for Seetul Torufdar, the missing man. We are informed that all search for the man in this world would be vain. He was kidnapped near the Hanskalle factory of Mr. White which is under the superintendence of Mr. Hampton of Patkabariah notoriety. He was first taken to that factory, severely wounded. He was thence conveyed to the Bidjlee

factory, belonging to the same concern, in Zillah Jessore. He died some time ago at the latter place.

The Mr. Howell who figures so conspicuously in Mr. Lushington's letter was formerly a rode overseer. He obtained his Deputy Magistracy, through some of the occult influences which reigned so strongly in Mr. Halliday's Court. Raised to that high dignity, it occurred to him that fit homage thereto should be exacted in the mode discovered by the N. W. P. officials. He always carried to the back of every one who did not salaam him. Men of respectability, if of weak appearance, were not exempted from this display of magisterial authority. This man's incompetence and partiality have created universal dissatisfaction; and even the planters whose tool he has become do not speak very respectfully of him.

— হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৭.১২.১৮৫৯

PLANTER ZEMINDARS IN NUDDEA

We have received a Bengallee letter from the ryots of Boyerbanda, Khaspoor and Koolgachie in the district of Nuddea, with a request that we should translate it into English and publish it in this journal. We would have gladly acceded to this request, but for the length of the communication, and sundry superfluities contained in it. We however give our readers the substance of the letter :

The writers commence with stating that they lived happily in their villages under their Zemindars, the Rajpoot Roys of Nakassiparah, until the Bengallee year 1259, when family dissensions occurring among the Roy Baboos, some of the sharers leased out their portions of the property to an indigo planter for the term of ten years. Upto that period, say the writers, they were pursuing their respective avocations unmolested, and were advancing in wealth and comfort ; but since the time portions of the property passed into the hands of the indigo planter they have not had a day of ease or happiness, and are gradually falling into poverty and distress. They thus recount their grievances:— They are compelled to take advances for the cultivation of indigo; good lands which have been carefully prepared for the reception of rice seed are immediately "marked" for indigo; so long as labour is needed for sowing and cleaning indigo lands no one is permitted to work for his own purpose ; when the indigo crop is ready, the ryots are made to gather it and store it in the factory godowns, but are allowed no remuneration for their labours ; not only is no remuneration received, but the factory servants have to be bribed in order to avoid ill treatment; resistance to oppression is punished with imprisonment in the factory cells, fines, burning of homes &c a; redress is not to be had from the courts, the presiding officers of which are on friendly terms with the planters ; the police officers stand in awe of the planters whose influence over the magistrate they see and dread ; many a good Darogah has lost his situation in consequence of opposing the planters ; there is no law, no protection for the ryots.

It is the old tale. The public have been surfieted with accounts like these. The stereotyped form of oppression is reproduced in every village where a factory is established or which is annexed to a factory's demesnes. The plant, it has been proved over and over, cannot be grown with free labour unless at more honest rates, and these latter will not be paid. Its cultivation seriously interferes with agricultural operations generally, and that interference is pushed on by brute force. The Magistrate loves society and good cheer, or fears the planter's Association and newspapers, and refers the oppressed ryot to the arbitration of the planter's friends. The planter's amlah draw those perquisites which under another system of misrule would be due to the police amlah.

We again refrain from imputing the blame of all this to the planters, and charge it to the official but unfaithful protectors of the people. The former find it at once profitable and safe to be dishonest and wicked ; and average human nature, in search of a fortune, cannot, under such temptations, be long expected to remain honest and of good principles. The planters must pay high rents and high interest, and live high too, it seems. This cannot be done by paying fair wages for labour or fair prices for produce. They must oppress, or be content with the ordinary profits of agriculture. If they have selected the former alternative, they have done what nine-tenths of mankind under similar circumstances would do. But it is to prevent men from selecting that alternative that laws are made and governments exist. Had the oppression spoken of in connection with indigo planting been confined to solitary places on the outskirts of some remote district, or been committed at exceptional times, the law and its ministers might have pleaded the imperfections of all human institutions or the infirmities of human nature. But such is not the case here. Oppression of the most odious kind is systematic with indigo-planters. It is practised under the very eye of Government. It is tolerated, where not encouraged, by the magistracy. It is fostered and kept up in full vigour by the legislature. It remains to be seen how long more the conspiracy will last.

The writers of the letter before us next proceed to describe their condition as the ryots of a planter-landholder. They have sent us an account of the increase of rents and the new cesses imposed on them. The three villages formerly used to pay to the owners of the shares leased out to the planters Rs 1,175-4 per annum. They paid to the planter-ezardar last year Rs. 2225-10

The latter sum is composed as follows :

Rent, as formerly paid to the Zemindars	1175,4
Additional cesses levied by the Ezardar :	
Ezardar's profit proper	148,14
Batta on coin	18,6
Gomashta's Comforts	10,0
Making up original deficiencies in the assessment of rent	102,0

Making up for short measurement, in other words, a cess paid in deprecation of frequent and vexatious measurements	146,0
Fines on pycusth holdings	15,2
Commutation of fines for cattle trespass	143,0
Amlah charges	119,0
Festival and adjusting-accounts fees	99,0
Canal binding and water rates	27,0
Commutation of fines for dust created by cattle passing over roads	25,0
The factory gomashta's fees	47,0
Ezardar's Amlah establishment	150,0
Total	1050,6
Grand Total	2225,10

We fear we have not been able to render into intelligible English the technical Bengallee terms by which the several abwabs or cesses above noted are described. Our inexperienced readers might possibly be led, by the terms we have used, to believe that each item has its appropriate use. No such thing. The "batta on coin paid", no ryot's rupee that has lost a grain will be received by the gomashta except at its bullion value. The "Gomastha's comfort's" paid, still the Gomashta, when he favors the village with a visit, must have his wants, from fish to tobacoo, duly supplied by the villagers. The fines for cattle trespass commuted, still each stray cow will be impounded. The theory is this : — The Ezardar incurs these charges, suffers these losses and acquires certain means of annoyance. They are all purchased off at such and such settled payments. But these payments are immediately by custom converted into permanent revenue. The commutation purchases off the conventional right of the Ezardar to exercise his powers of extortion and annoyance, but that is no reason that the Amlah should be estopped of their claims or the law defrauded of its dues.

We congratulate the ryots of Boyerbanda, Khaspoor and Koolgatchee on their exemption, as their own representations show, from such imposts as the Lattee-salamee, or pecuniary homage due on the appearance of the club-armed paik before he lays down his club, or the Komor-Kholanee, that is due on his ungirding his waist-cloth, the list is sickenning, though it may be easily made up in but many parts of Her Majesty's dominions in Lower Bengal.

The letter proceeds on to say :— "There is chur land on the bank of the Khurrea river, running past our villages. This land is sown with indigo. It is about 350 biggahs. But for the cultivation of the large area the saheb-Ezardar keeps not one ox, one plough or one labourer. On the day preceding that on which cultivation will commence on the chur, a khalase from the factory comes to the villages with a drum, and proclaims with the beat of

it that, tomorrow morning the cultivation of the Saheb's neezabed of the chur will commence, every ryot is expected on the ground early tomorrow morning with his oxen, his ploughs and his labourers, and to be there day by day until the land is cultivated ; should any one disobey, he will have ten strokes of a shoe and be fined ten rupees. This is not an idle threat, but is carried rigidly into execution. Thus a chur, the cultivation of which would cost nearly four hundred rupees, is cultivated without the expenditure of a pice."

Ryots is indigo villages are, as our readers are aware, oftener driven to combinations than ryots elsewhere. Attempts have been made, in these very columns to liken these combinations formed by ryots for the purpose of opposing a Zemindar or an indigo planter to the strikes of labouring men in Great Britain. The comparison is fallacious. Whilst the artisan who famishes in a strike displays some of the noblest qualities of human nature, and returns to his work a better man than when he left it, the ryot in a combination is driven to the lowest arts of chicanery and deceit, and when he fails is left completely at the mercy of his powerful opponent. Combinations do him no good.

We have given the above unvarnished tale as it has been told to us. Its truth is apparent on the face of it. There is an amount of suffering, misery and degradation in our indigo planting districts that is perfectly incompatible with the motion that organized government exists in the country. It has shocked us. How long will it be said that its recitation falls flat upon the official soul?

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪ ১২.১৮৫৯

নদিয়া জিলার নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় কতবার এই প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঐ সাহেবেরা আপনাপন কুঠির মধ্যে রাজা বলিলেই হয়। যখন যাহা মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের অধীনে যে সকল যষ্টিধারী লোক আছে, তাহারদিগের বাহুবলেই সমুদায় শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু আমারদিগের ঐ লেখাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যিনি ঐ অহিতাচরণ নিবারণ করিবেন, তিনি বিবিধ বিষয়েই নীলকরদিগের বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা নীলকরের অত্যাচার অত্যাচারই বিবেচনা করেন না। সম্প্রতি আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নবদ্বীপ অঞ্চল পরিভ্রমণার্থ গমন করিয়া আপনার চক্ষে নীলকরদিগের গুরুতর অত্যাচার সন্দর্শন করিয়াছেন এবং অনুসন্ধান দ্বারা সবিশেষ অবগত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মেং লসিংটন সাহেব ঐ বিষয়ে নদিয়া বিভাগের কমিস্যনর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব আমাদিগের পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা যে সকল সংবাদ লিখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সত্যরূপেই সপ্রমাণ হইল . এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি নদিয়া বিভাগের বিজ্ঞবর কমিস্যনর সাহেব নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কোন প্রকার সদুপায় করিয়া আপনার অধীনস্থ দুঃখি প্রজাদিগকে রক্ষা করুন। দুরাচারি নীলকরেরা আপনাপন কুঠিতে যষ্টিধারি লোক রাখিতে না পারে এইরূপ অনুমতি সর্ব্বাগ্রেই প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে।

—সংবাদ প্রভাকর, ২৮.১২.১৮৫৯

PLANTERS versus Ryots — Proofs against the iniquities of Indigo Planting are thickening on all sides. The enquiries which the Lieutenant-Governor has instituted in the Zillah of Nuddea will, we have no doubt, do the work of a commission, and if the ryots do not

lack courage, or their friends lose heart, bid fair to wipe off this standing reproach to our Government. We cannot, however, help admiring the hardihood with which the Planters still deny the truth, and the persistency with which their advocates, Messrs. Theobald and Co. maintain that they are right. We patiently wait to see the issue of the contest which has been thus fairly begun.

On the other hand we are glad to find the ryots acting upon the principle of helping themselves. Human patience could not bear the ills and oppressions which are the logical consequences of the iniquitous Indigo system, and Bengalee patience after years of endurance has at last given way to a feeling of resistance to further oppression...

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ৩১.১২.১৮৫৯

NUDDEA PLANTERS. — We give below a letter from Mr. BOMWETSCH, the Missionary of Kishnaghur, with reference to the attacks which have been made upon him by the planters. Mr. Bomwetsch has come forward in his own name, and has stated his case manfully, temperately, and as becomes a Christian Missionary. Let the Kishnaghur planters now do the same and the matter will then be brought to a fair issue. Mr. Bomwetsch's great crime is, as we supposed, the [?] having undeceived the ryots as to their legal obligation to sow indigo for the planters against their will, and having exposed the deception which the Kishnaghur planters have so long and successfully practised of persuading the ryots that the head of the Govt. is personally interested in the cultivation of indigo. The ryots see that the little family combination of Magistrates, Collectors, and Local Managers is scattered; they have actually made themselves heard by Govt., and to their great astonishment have received justice at the hands of the highest authority; it is not to be wondered at, therefore, that they should have the "unparalleled insolence" to begin to discuss openly whether it is possible, after all, that there is no real law making them the bondsman of the planters, and that they have the right to dispose of their property at the market price, and to whom they like. Mr. Bomwetsch has with him the feeling of every honest man in the country. The planters may bluster as they may, and intrigue and concoct what plans they like in the backslums of Mission Row or at "Planters' Diggings", the time has come when they must pay or go: they have two alternative; to open their purses, or shut their factories :—

"Dear Sir — Before that Indigo Planter of Kishnaghur (i.e. of the Nuddea district) sent that letter of his to the Englishman, I was told by another planter, who had seen it in manuscript, that he would do so. But I never took the trouble to send for Englishman, in order to read it, as I could well guess from the man's former writings against Missionaries, that, besides a few gross misstatements and some falsehoods which no body would believe, and a vehement and libellous attack on my honor as a man or as a Christian, he would have very little to say for himself and his brother-oppressors ; and this, I was sure,

could not hurt me, but only harm him and his blue cause, for I was, from the manner people spoke to me of the letter, under the impression that the planter has signed his name and given mine also. But from your remarks on it, I see the designing planter has not done so. Nor am I less surprised to find that the charges, ridiculous as they partly are, are actually believed, and that in quarters where I least expected it ; and that I am blamed for having over-stepped my line. And, although you do not think so, but would — as all right thinking and merciful people would — even encourage me, still as the charges are so entirely false, and as the designing planter wants thereby even to reflect discredit on the Commissioner and Liet. Governor, I think it right to contradict them ; for although I shall ever consider it my duty to assist these so cruelly oppressed people, I shall always do it in a way becoming my position as a Missionary. Above all I shall never try — as is hinted at — to get at the authorities in a dishonest round about way, but shall act in a straight forward manner.

First. — As to my having spread the report that "Mr. Grant had issued an order to put a stop to indigo planting" : it is a designed falsehood.

Secondly. — As to my having sent any ryot to the Liet. Governor, or even to the Commissioner. ditto.

Thirdly. — As to my having ever written, or dictated, any petition to the Liet. Governor or the Commissioner.

Fourthly. — As to the affair of Gobindpore, near Hanskhalee, I mean the affair of Mr. White, I am not only innocent, but was entirely ignorant of it until, a few weeks ago, a planter himself gave me a full account of it. I had never so much as heard of it. Only this much can I now say that, had the Commissioner and the Liet. Governor heard the account, it would have evoked still more straingent measures than the case has already done; and young Mr. White would now, in all probablity, share the fate of his servants. As it stands, the planters laugh at the ryots, and boast, even in the face of the Missionaries, of always coming out clean of the most flagrant cases ; and the ryots are kept under the impression that the Magistrates are their avowed enemies, and the warmest friends of the planters.

But to come to the confession of my grievous sin, committed against the Indigo Planters. What I have done is simply this: some months ago I went, in open day-light, to Mr. Reid, the Commissioner, then at Kishnaghur, to plead with him on behalf of the cruelly oppressed people of two villages within my former Mission District. But I did not do so with the intention of sending the people to him, for they had already prepared a petition to him, but lacked courage to go upto him, and at the same time despaired of getting justice at all. But what brought the people to me, and what induced me to speak to Mr. Reid, I must tell you in a seperate letter. For the present, I will merely make my confession on behalf of two other villages in my former Mission Districts, I wrote a letter to Mr. Reid. But I did not send the people to the Commissioner; they were already on their way to him, and without my knowledge of their previous intention. I have given no letter to any one. People are constantly coming through here on their way to the Commissioner or the Liet.

Governor, all without my previous knowledge of their intention, and want letters to Mr. Reid and Mr. Grant, but I steadfastly refuse, telling the people it was not necessary; justice would be done to them without it. That these people want letters is nothing out of the way ; every one who has lived only a few years in this country will comprehend it.

A third grievous sin that I committed against the Planters is this : The people before going to Calcutta asked me whether I was sure that there did not exist, after all, a secret law, according to which they would be obliged or forced to sow indigo against their will? I assured them the law was righteous, and in their favor : no one could compel them to sow indigo against their own will. And when the people wanted to know whether the new Governor was a man like the old one, that is, whether he had share in indigo, and whether he was the friend of the planters E.c. E.c. I positively answered in the negative, telling them in the oriental fashion that he was justice himself, and would not overstep the straigth path a hairs breadth, either to the right or to the left, and that, if from any one, they could expect justice from him, and also from the Commissioner. I am sure I have not given a false impression of the people. The people also know very well that indigo cultivation will not cease, only they want to be at liberty to sow when they please, and where they please and to sell it to that factory that pays most for it. They won't be slaves any longer. Nay. they are much less than slaves. And I confidently do hope and pray, that our noble Governor will not lay down his reign before he has emancipated the ryot-slaves of Bengal, and depart this country with the blessings of millions of alleviated sufferers following him. and not both the curses of the oppressed as well as the abuses of the oppressors alike, as in the case of our late-Governor. How true it is that "No one can serve two masters." No one can be just and unjust at the same time, nor earn the applause of both parties, the righteous and the unrighteous. If you will give this a place in your columns as early as possible, you will greatly oblige.

Santipore, 22nd December.

Yours faithfully
C. BOMWETSCH

We have great satisfaction in being able to support so many of our charges against the Planters by the unbiased evidence of the Christian clergyman, a man who has come out to pass his life in peace fully benefitting his native neighbors, a man who can have no prejudices against the planters, and whose profession is an ample guarantee for the truth of his statements. If the planters will persist in denying the oppressive nature of their system, in opposing all reforms, and in vilifying, by means of a paid agent and a purchased press, all those who endeavor to remedy the great evil, the only thing that remains will be a Commission of Enquiry for the purpose of ascertaining how far these allegations are true, and how far false. Are the Planters prepared for this? We know not.

—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, ৩১.১২.১৮৫৯

এদেশবাসি নীলকর ও জমিদারেরা আপনাপন কার্য্যোদ্ধার নিমিত্ত প্রজাদিগের প্রতি সময়ে২ অত্যাচার করিয়া থাকেন, এ বিষয় প্রমাণ করিবার বড় অপেক্ষা নাই। ... জমিদারদিগের অপেক্ষা নীলকরদিগের অত্যাচার অধিক হয়, তাহারা রাজার জাতি ও রাজার জ্ঞাতি বলিয়া অভিমানভরে প্রদেশমধ্যে একপ্রকার স্বেচ্ছাচারি হইয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট কি পুলিস সংক্রান্ত অন্য কোন কর্ম্মচারি কাহাকেও ভয় করেন না, তাহারদিগের কুঠিতে প্রজাদিগকে কয়েদ করিবার ভিন্ন২ কারাগার আছে মেং আর্থর সাহেবের মোকদ্দমা বিবরণেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহারদিগের সাধ্য কেহ হপ্তম অথবা পঞ্চম আইন মান্য করেন না, একস্থানের কুঠির নিকটে একজন প্রজাকে ধৃত করিয়া কিছু দিবস তাহাকে তথায় কারাবদ্ধ রাখিয়া অন্যস্থানের কুঠিতে প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগের আদেশানুসারে অনুচরেরা সর্ব্বদা প্রহারাদি করে, তাহাতে অল্পদিবসের মধ্যেই ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এই অত্যাচার নিবারণের কোন সদুপায় করিতে পারেন না।

আমরা যে২ কথার উল্লেখ করিলাম ইহার একটি কথাও আরোপিত নহে, কমিস্যনর সাহেব আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুসারে বিশেষানুসন্ধান পূর্ব্বক যে এক পত্র অল্প দিবস হইল লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, বিখ্যত নীলকর মেং হোয়াইট সাহেবের অধিকারভুক্ত হাঁসখালির নীলকুঠি যাহা এইক্ষণে মেং হ্যাম্পটন সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে, শীতলচন্দ্র তরফদার নামক প্রজা প্রথমতঃ সেই কুঠির যষ্টিধারী লোক কর্ত্তৃক ধৃত হয়েন, তথা হইতে কুঠির লোকেরা বাঁসবেড়িয়া ইত্যাদি অনেক স্থানের কুঠিতে রাখিয়া পরিশেষে জেলা যশোহরের অধীনস্থ সিহরিয়ার কুঠিতে আনয়ন করে এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যে সকল প্রহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, কমিস্যনর সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তাহা অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। অতএব ঐ ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় যখন গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইয়াছে, এবং আমারদিগের বিজ্ঞবর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মান্যবর মেং গ্রাণ্ট সাহেব যখন তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন এ বিষয়ের যথার্থ বিচার করিয়া দোষিপক্ষের প্রতি দণ্ডবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, শীতল তরফদারের কোন অপরাধ নাই, তিনি নীলকর সাহেবের অনুমতি মান্য না করাতে তিনি নির্দ্দয় প্রহারাদি সহ্য করিয়া পরিশেষে অতি ক্লেশে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

শীতল তরফদারের যে প্রকার দুরবস্থা হইয়াছিল, প্রদেশীয় নীল কুঠিতে অনেক প্রজা এইরূপ পিড়া প্রাপ্ত হইয়া নিধন পাইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের বক্ষের উপর প্রতি দিবস এইরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে, কি আশ্চর্য্য তাঁহারা পরিপূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বে ইহা নিবারণ করণের কোন সদুপায় করিতে পারেন না। অতএব নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিকার না হইলে প্রদেশীয় পুলিশের অবস্থা সংশোধন হইবেক না।

—সংবাদ প্রভাকর, ৪.১.১৮৬০

To the Editor

....Mr. Bomwetsch says he has been falsely charged with misleading the Ryot and inducing them to go with complaints to the Lieut. Governor. He replies that he has not done so, nor attempted to do so, and that he has only informed the Ryots that Mr. Grant is not interested in indigo, and will therefore do them justice ; that he has not, like Mr. Halliday, a share in the ill-gotten gains derived from planting ; that the former Governor was their enemy, while the present was their friend, and would eagerly listen to all complaints against the planter. Ingenous language, truly, to be addressed to a crowd of ignorant credulous Ryots, and sadly illustrating how much even a clergyman may be led by his

passions, not only to suppress the truth, but to be guilty of the gravest breach of it. Mr. Bomwetsch must know that the charge he brings against Mr. Halliday is a gross libel. Indeed, such a charge reflects only upon the accuser, and coming from the quarter it does is calculated greatly to injure the Mission cause, and the respect which every man is disposed to yield to Missionary..... James Furlong

—ইংলিশম্যান এ্যান্ড মিলিটারি ক্রনিকাল, ২৪.১.১৮৬০

We were glad to observe in yesterday's Englishman a letter from Mr. Forlong of Kishnagour, which may be considered as a reply to some remarks of Mr. Bomwetsch noticed by us on the 10th instant. Mr. Forlong's testimony bears out in every particular what we then wrote, and furnishes us with some valuable details and statistics bearing upon the whole question.

No one can accuse this journal of any suppression in their discussion. We open our columns to correspondence both in favour of and against the planters, as we are convinced that a good (cause) was never yet (injured) by free discussion or the publication of the whole truth. We do not expect that the planters will be proved imaculate, their action and conduct will be subject to rigid scrutiny and they have to deal with opponents who are not likely to (omit) the notice of a single blemish; but we feel assured that the result of the discusssion will be to convince every unprejudiced reader that the charges made against the planters by the native press have been grossly exaggerated, that certain parties in many instances have paraded the wrongs of the ryots merely to (promote) their own selfish interests, and that judged by the general results as exhibited in the aspect of the country and the condition of the people, Indigo planting has effected much good for the generality of the natives and more especially for the so-called oppressed and ill-treated ryotary.

Mr. Forlong's letter refers to two or three points to which we would now call attention. The first is with regard to the alleged partiality of Mr. Halliday, the late Lieutenant Governor, to the planting interest and the supposed hostility of the present Governor. As to these charges Mr. Forlong explains that they are both entirely without foundation. Mr. Halliday's alleged partiality was assured from a few civil speeches, but that he ever showed a "disregard for the welfare of the ryots" or "an undue bias in favour of his own country," is denied. "Our present governor" he (observes), "is condemned for being hostile to the planters and our late Governor for being too much their friend in both cases, I believe, with the same disregard to truth."

Of course no English gentleman ever credited either rumour, but it suited Mr. Bomwetsch's interest to make the ignorant and credulous ryots believe it.

Mr. Forlong also notices that as there are 467 villages connected with the property under his charge, it would not be very surprising if the ryots of more than one of these had been induced to petition the Lieutenant Governor, especially when all sorts of mischievous tales have been circulated to excite an opposition. The Sharbarry ryots never complained to Mr. Forlong and he first saw their petition in a native paper.

Again it would not have suited these parties to complain to Mr. Forlong for redress, which probably was never required, the object being merely to get up an (opposition) to the whole planting interest.

Mr. Forlong's remarks on the condition of the ryots in the Indigo districts, as compared with that of the cultivators in the rice districts and others where planters and Europeans are unknown, bear out our own observations on the same subject; he quotes, too, the impartial testimony of Rammohun Roy to the same effect. He shews, by statistics how grossly people are misinformed, when they talk of the Indigo crop pressing hardly upon the cultivators. In the large property under his control only about one tenth of the whole, and this inclusive of about 12,00 bigghas cultivated by the factory labourers, is appropriated to Indigo cultivation. He shows, too that in the district the planters, although really the landlords of fully two-thirds of it, do not occupy on their own account more than the thirtieth part of its area.

He very justly remarks how absurd it would be to suppose that, with the rental of [...] villages to pay up, he could act so as to induce the ryots to abscond,...

If a commission is to be established, we agree with Mr. Forlong that they should not confine their attention merely to the Indigo districts, but visit the country generally, with a view to a comparison of the condition of the cultivators in the Indigo districts and those in which Indigo is unknown.

If a "general complaint office" were opened on the subject, no doubt there would be plenty of petitions got up to order in the neatest manner, proving incontestibly that the ryots in the Indigo districts, were the most miserable and oppressed of Bengalees, but let the Commissioners go and see for themselves and compare, and they will form a very different opinion of the results of the system upon the condition of the cultivators.

—বেঙ্গল হরকরা, ২৫.১.১৮৬০

The Indigo Question

To the Editor of the Bengal Harkaru

Dear Sir—I see you no longer alone, but have an ally in "Mr. Forlong of Kishnaghur" Woe I, how can I meet you both at once (unless) I eat up my goose quill into a popgun, Mr. Forlong is no "poor man" or "miserable fly" or "insignificant worth" or "village Hampden" (I am obliged to Mr. Forlong for teaching me these choice expressions) but rich man, a butterfly, a glowworm and the Kishnaghur planters champion champion!

You have been extremely chary of Mr. Forlong's composition, and given us only the essence of his letter. I confess, I expected to find the jaw bone of an ass to [ ] and a marrow bone in essence of the Harkaru of the 25 instant has disappointed me. This is a holiday, I have a little leisure to examine whether the recess contains sense or nonsense. Here is the result of my research.

1st. That you have admitted though reluctantly that the planters are and will be found guilty on examination or trial.

2nd. That the native press reports against planters are much exaggerated. But are the criminal reports of the district courts exaggerated? Look at them and believe.

3rd. "The certain parties in many instances have paraded the wrongs of the ryots merely to promote their own self-interest." I am surprised to find that you admit ryots have their wrongs. Is not this a mistake of yours? Think again. As regards the (selfish) interest of certain parties. I cannot pronounce an opinion on it; till you, [ ] to mention their names, their general character, profession, and position it would be impossible for me to balance the probablities and determine whether you are right in your positive (assertion).

4th. Your remark, "that judged by the general results as exhibited in the aspect of the country and the condition of the people. Indigo planting has effected much good for the generality of the native and more especially for the so-called opperssed and ill-treated ryotary" is not applicable to the points at issue. It is proper to compel ryots to take advances for Indigo (leaf?) It is proper to deprive the ryots of the right to attend their own business and their (fields) as a free-agent? According to the running price of commodities in the market. Indigo leaf does not pay the ryot, therefore he does not wish to cultivate it, nor does he beg of the planter for advance; cheap labour pays the planter, therefore he presses the ryot to cultivate Indigo. If indigo planting under the press labour system has improved the general appearance of the country and the ryots, the (country)—labour system will improve it more; when ryots will be permitted to sell their indigo leaf and their labour to any factory they please, and for the largest sum they can obtain, there will be no more disgraceful rows in the district, nor will planters be put to the (humiliation) (lawnding), begging and (coaxing) natives to get them out of (the) troubles brought on by their own (avarice); there will be a larger circulation of money among the ryots and the lowest classes in the interior; more incitement to exertion; and the planter who pays best, will get his vats first filled and that too without row.

5th. You do not mention the different kinds of tenures on which the 467 villages are held. Perhaps Sharbarry is not Mr. Forlong's (neez) tallook but an izarah mehal, this making a great difference the good people of Calcutta, and England do not know the mysteries of the Bengal plantation, that is a pleasure enjoyed only by a few, but the time is not far when indigo matters will be known to all in spite of the advocacy of the fawning Anglo-Indian press.

6th. You say that Mr. Forlong and Rammohun Roy bear testimony to the improved condition of Indigo ryots when compared with the ryots of the rice districts. By this, do you wish the public to believe that the condition of the ryots would not admit of further improvement if they were allowed to exercise their discretion in selling their labour to the best pay master? From your writings on matters connected with planters and plantation, dear Hur, I think you are from the "South" or you have property in slave-land. Is not this a correct guess? Don't smile.

7th. You say that Mr. Forlong has 12,000 biggas cultivated by factory labourers. Yes, and for very good reason; because he cannot get enough of ryotry labourers.

8th. The planters have made a virtue of necessity, by cultivating the thirtieth part of their estate, and the worthy Mr. Forlong is blowing their trumpet. They have cultivated the thirtieth part because they do not think it worth their while to cultivate more or because they have not sufficient means of doing it.

9th. You say that Mr. Forlong has to pay the rental of 304 villages, it would be against his interest to oppress the ryots, and thereby cause them to desert. Decidedly so; but it would not ruin Mr. Forlong or any other planter to loot &c &c, a village or two occasionally merely to keep the interest of the villages in good order. This practice is called "sasson" in the country; the larger, the number of villages, the greater the oppression, for the sake of "sasson" is necessary; otherwise these niggers will forget to pay the due respect, and the due rent!

If there is anything harsh in this letter, I trust Mr. Forlong will admit that it is not so coarse as his letter to the Englishman in December last. We learn (civiliry) and rudeness from example, and the game is easily played by two.

I have mention for Mr. Forlong's special information, that his "poor man insignificant worm" receives the Harkaru only; and the "poorman insignificant worm" would be happy to be far on some of the choice expressions of Mr. Forlong, if forwarded through that paper ; never mind if they stink of indigo

I am, Dear Sir,
yours faithfully
L. W. Hutchinson

Hanskally, Nuddea,
January 28, 1860

—বেঙ্গল হরকরা, ২. ২. ১৮৬০

AMERICANISM IN NUDDEA

To The Editor of the Hindoo Partriot

Well Nigger?—I see thou art getting bolder day by day, thus to seriously slander gentlemen. Forgottest thou your position as "a slave of the conqueror?" Knowest not that from the day of Plassey thou art doomed to suffer? Being proud of the large circulation of thy mean journal, and of the totally undeserved praise thou elicitest from all your brother-liars, thou hast taken into your head to vilify the character of our noble body. Thou shouldest bear in mind, that it is for amusement only that Europeans touch such a base periodical as thine is. They like to see it they want to judge of the character of the natives of which body thou happen to be the sole organ and fit representative. Bear in mind that it is only the outward policy of that authority from which thou art so earnestly expecting redress. Never think that thine flattery will do them any good. Vile Sycophant. Knowest not thou the authority of our august body? Nigger, take care how thou actest. If thou wilt

not stop your pen, thou shalt suffer. Thy character of late has become most detestable. Nigger, reflect on your position. Don't desire what you don't deserve.

Krishnaghur Club, Feb, 1860. A NUDDEA PLANTER

P.S.—If I happen to meet thee any day either in town or in the Mofussil, I am resolved to make you suffer a few good cuts of my horse-whip.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৫.২.১৮৬০

Indigo Planting

To The Editor of the Hindoo Patriot

Dear Sir,

At such a time as this, when a holy crusade is being waged against the iniquitous practice of indigo planting in this district, one that is of tremendous consequence in as much as it is to fairly decide a question of long standing, allow me to utter two words on the subject.

I had a conviction ere this that the poor and helpless ryots will not long be denied help and succour to restore them to themselves.... The attention of government has been at length directed to it, and the public is in a state of awful suspense taking a prospective view of what the array of facts brought to light during the course of the last few months bearing upon the conduct of the planters is to end in...

It seems to me that the day is at last come when the deliverance of the Bengal ryots from the rank jaws of moffusil oppression will be a fact for journalists to have pleasure to record. To a ryot in an indigo district, hitherto the miserable sport of wicked and imperious spirits, a hope is for the first time held out that peace will soon be restored to his breast. ...It will be a crowning act in the administration of our Lieutenant Governor if under his auspices this evil can be exterminated.

17 February, 1860 X. Y. Z.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৫.২.১৮৬০

নদীয়া জেলার নীলকরদিগের অত্যাচার বিবরণ, যাহা ইতিপূর্ব্বে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশের তাৎপর্য্য আমরা ইতিপূর্ব্বে অনুবাদপূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ অহিতাচরণের কথা কিছুই অসত্য নহে, বিশেষতঃ প্রজাদিগের বাক্যদ্বারা ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্যালয়ের বিচার সম্বন্ধীয় বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। ফলতঃ নীলকর সাহেবগণের অন্যায়াচরণের অনেক গোপনীয় বিষয় পেট্রিয়ট সম্পাদক মহাশয় অনেক অনুসন্ধান দ্বারা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করাতে নদীয়া জেলার নীলকরদিগের মধ্যে তাবতেই সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং কেহ২ ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে লিখিয়াছেন, যে পেট্রিয়ট সম্পাদক যদি সাহসিকরূপে লেখনী সঞ্চালনে বিরত হইয়া নীলকরদিগের সুখ্যাতি ঘোষণা না করেন, তবে তাঁহারা অবিলম্বে তাহার প্রতি অভিযোগ করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন।

নীলকরদিগের এই সমস্ত ভয় প্রদর্শনমূলক বাক্য পাঠ করিয়া আমারদিগের বিজ্ঞ সহযোগী মহাশয় লিখিয়াছেন, যে

লোকের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নিবারণ এবং রাজনিয়মের শৃঙ্খলা বন্ধন করাই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, আমরা যখন সেই উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন আপনারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছি। ইহাতে যদি আমাদিগের প্রতি রাজদ্বারে কোন প্রকার অভিযোগ হয়, তাহাতে আমরা কিছুমাত্র ভীত নহি। সজ্জনমাত্রেই সত্যের |...| এবং নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় যখন বিশেষরূপেই প্রকাশ আছে তখন আমরা সেই অভিযোগের ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত যদি এক টাকা করিয়া চাঁদা প্রার্থনা করি, তবে অনায়াসে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারিবেক। সহযোগী মহাশয় এরূপ সাহসিক হইয়া লেখনী সঞ্চালন করাতে আমরা যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছি, এতৎ পত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত এই প্রকার সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া ঐ সাহেবদিগের অত্যাচার ঘটিত অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারদিগের মধ্যে যাহারা প্রজার হিতবর্দ্ধন বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, প্রভাকর করে তাঁহারদিগেরও সুখ্যাতি প্রকাশে ত্রুটি করেন নাই, বিশেষতঃ তিনি মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে নীলকরগণের অত্যাচার বিষয়ে কয়েকটি গীত রচনাপূর্ব্বক যাহা প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রভাকরের লেখার দ্বারা নীলকরের অত্যাচার বিবরণ সর্ব্বত্রে প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমারদিগের রাজপুরুষেরা ঐ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ মনোযোগ না করাতে তৎপ্রতিকারের কোন সদুপায় হয় নাই। অধুনা আমরা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম, যে আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মহাশয়ের লেখার দ্বারা ঐ বিষয়ে বিজ্ঞবর লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর বাহাদুরের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি স্বয়ং মনোযোগী হইয়া অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। অতএব সহযোগী মহাশয় সংবাদপত্র সম্পাদকের এই অতি কর্ত্তব্য কার্য্যসাধন করিয়া যশোভাজন হয়েন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

—সংবাদ প্রভাকর, ৩.৩.১৮৬০

The Englishman relates an affray which took place four days ago at Kalapanee an Indigo Factory, belonging to the Aurungabad Concern in Moorshedabad. It originated thus. The Gomostha of the factory had been for sometime oppressing the ryots. They complained of his conduct to the Manager, but without having any attention paid to their grievances. Finding no redress was to be obtained from the manager, the ryots assembled together in a large body and attacked the factory.The agent fled, but the Gomostah has been so severly handled that his life is despaired of. Thus encouraged, the rioters induced others to join them. They have been proceeding from village to village, gaining new volunteers, and inviting everyone to aid them in driving the English out of India. The police attempted to interfere, but they were commanded by the mob to keep quiet. Those villagers who remained passive, were ill-treated by the rioters. This is a fine state of things in Bengal.

—ক্যালকাটা উইকলি প্রেস, ৩.৩.১৮৬০

...Whole villages have gone into stations demanding that they should not be compelled to sow, and now the inhabitants of many villages to the number of many thousands, are moving about the country, setting the police at defiance, who are utterly powerless to

oppose them, compelling the inhabitants of perfectly quiet and contented villages to join them, and have began acts of violence which in all probablity will end in serious bloodshed.

—ইংলিশম্যান এ্যন্ড মিলিটারি ক্রনিকাল, ৫.৩.১৮৬০

The following information from the seat of the war, as the Kishnaghur District may now with propriety be called has been kindly placed at our disposal. Our informant, writing on the 1st instant that a band of ryots from the Goldar and Sindooree concerns, visited the Soobdee Factory in the Carragoda concern, and tried to persuade the ryots there to join them in a petition to the Magistrate against the factory. This they refused to do whereupon the insurgent ryots told them that if they still continued to refuse, they would compel them to leave their villages. "The whole district" says our informant is revolutionised, and the mutinous ryots say they will not sow Indigo, having the Lord Sahib (Mr. J.P. Grant) on their side. ...

The same writer says, under date of 3rd instant, "Since I wrote to you, the district has gone from bad to worse, the day before yesterday fifteen hundred people, headed by the (abominable) Joyrampore ryots, went to Peerpore Factory to tell the ryots, that if they do not join them, they will murder them and plunder their villages. Yesterday about a thousand of these (badmashes) came to a village close to the Soobdee Factory for the same purpose."

The Englishman of yesterday said that there had been an outbreak at 1st instant at (Bamandee). This however was not the case, though, emissaries from the (insurgents) had been in the concern, trying to excite the ryots there; who in consequence, "were thinking" of going to the thannas to complain.

This is the effect of amateur Lieutenant-governing, and experimental legislation by gentlemen who know not even the fundamental principle of all good government that it exists only for the good of the Governed. This is the beginning of the result which will flow from the pseudo-philanthropy which has lately been doing so much for the ryot, and against his opressors the Zemindar and the Planter, poor devils—they will in the end be shot down, hanged, transported, starved, by thousands, but Civilians and Missionaries will have put down Indigo-planting and ruined Lower Bengal. Yes—Missionaries! for we are sorry to say that the efforts of some among them—wolves in the sheep's clothing—falsely pretending to be disciples of Him who said, when asked to interfere in civil matters, "Man, who made me a judge and a dividar over you"—the efforts of such men are now bearing fruit. Let it not be supposed that we were accuse all Missionaries. Many of the best of them who at one time thought it their duty to expose what they believed to be the wickedness of Planters, and the evil of planting have long since seen their mistake, and ceased to do so. But there are still those among them who glory in saying—"I tell the ryots not to sow Indigo."

We would say one word to the Native Zemindars. Do not rejoice that your enemy the Planter is being destroyed and think that you will have now the Mofussil to yourselves.

The spirit which is now animating the ryots against Indigo advances will soon extend to rents; and the philanthropists (God help them) who have rescued the ryot from the tyranny of Indigo advances, will proceed still further they have commenced, they have taken away your summary powers for collecting rents. They passed a bill which has given the ryot tenures that never existed but in the brains of a Civilian, they have, quietly, and unopposed by you, united the offices of Collector and Magistrate, so as to concentrate the means of crushing you at once. The Secretary of the Board of Revenue has in a last circular, re-enacted Regulation II of 1819, the famous resumption law. And you, poor blind ones! see not what all these things are tending.

We understand that a petition is to be presented to the Lieutenant Governor on the part of the Indigo Planters, with reference to these outrages. We would advise the British India Association to be up and doing likewise, or it will soon be too late.

—বেঙ্গল হরকরা, ৬.৩.১৮৬০

We have procured a translation of the famous perwannah which has raised Kishnaghur, and which the ryots believe to (be) the order of the "Lord Saheb"...

No. 1603

To the Darogah of Thannah Kalarooa

Be it known—A letter of the Magistrate of Baraset, dated 17th August 1859, has arrived enclosing extract of letter No. 4516, from the Secretary to the Government of Bengal, dated 21st July 1859, and addressed to the Nuddea Commissioner, which, in referring to certain Indigo matters states, that the ryots are to keep possession of their own hands sowing there on such crops as they may desire; that the Police should take care that neither Indigo Planters nor other persons should interfere with the ryots; that Indigo Planters shall not be able, under pretence of the ryots having agreed to sow Indigo to cause Indigo to be sown by the use of violence, on the lands of these ryots; and that if the ryots have indeed agreed to be so, the Indigo Planters are at liberty to sue them for the same in the Civil Court, the Foujdaree Court having no concern at all in that matter; for the ryots, can bring forward numerous objections to their cultivating the indigo, and in respect of their denial of the above agreement.

Therefore this general perwannah is addressed to you that you may act in future as stated above. The 30th August, 1859"

—বেঙ্গল হরকরা, ৭.৩.১৮৬০

BEHEMOTH STIRRING

ARE the mutinies in the North-West to be followed by a jacquerie in Bengal? The recent intelligence from Krishnaghur though not yet alarming is sufficient to suggest some doubts as to the continued tranquillity of the Delta. The war between the ryots and the land-

holders which the late Mr. Lacroix, perhaps of all men best acquainted with the Bengalee peasantry, used so incessantly to predict, seems on the verge of breaking out in earnest. The immediate quarrel, so far as we can gather, seems to have occurred in this wise. The prices of all descriptions of provisions have for the last four years been steadily on the rise. Land, therefore, has acquired a new value, and the ryots are taking up every attainable square inch for rice and seeds.This prices offered for the indigo plant have not original distaste of the ryot to this cultivation has been greatly intensified. The planters, however, who cannot work without their supplies of the plant, insist either on the delivery of the stipulated quantities, or the repayment of their advances. The transaction, strictly legal, is also on most factories pretty equitable, for although the ryot does not obtain the profit on indigo he might obtain on rice, he still does obtain other advantages, especially capital at low interest, which fully compensate for the deficiency. A Bengalee ryot, however, sees only the momentary gain. He has spent his advances, and is maddened by the idea that he must devote land which would yield him 150 percent to a cultivation, the profits of which, always low, he has already eaten up. Still he might have cultivated, as he has done for fifty years, but an idea suddenly spread through Krishnaghur that the Government was opposed to the indigo cultivation. A letter from Mr. Grant intended only to discourage forced labour was interpreted to mean an actual prohibition of the trade. Government might have protested against a profitable agriculture for ever without the slightest effect, but the letter chimed in strongly with the passion of the moment, and the ryot over large concerns refused to cultivate.

Thus far the action of the peasantry, however much to be deplored, as injurious to their permanent interests, and the welfare of a great manufacture, was not without defence. The planters naturally enough think that men who have stipulated to perform a certain work, for a price paid in advance, should be compelled to do it. We are by no means certain however whether true justice, as administered among freemen, would concede more than a summary process for the recovery of the advance. Men cannot be "held to labour" against their will in the nineteenth century, and under the British Government. They ought to be and must be compelled to pay their debts, but something more than this lies at the bottom of some proposals for summary laws.

... However that may be, it seems certain that the ryots, at first engaged only in a strike, rapidly proceeded to open rioting. Bands of half-armed men crossed the country and threatened the labourers who still continued to grow indigo. In at least three concerns the cultivation seems to have been suppressed by force, and all through Krishnaghur, and part of Moorshedabad the peasantry are for the moment masters of the situation. No planters have yet been slain, but all are menaced, the police are as useless as usual, many Magistrates are secretly not story at such a warning to "interlopers", and the first bloodshed will probably be the signal for outrages which may recall the worst day of the Mutinies. It is mere folly to believe that the movement will stop short at the planters, even if that were any consolation; the ryots like paying rent just as little as they like repaying ad-

vances, and once they know their strength are little likely to rest content with an injury to trade. Mr. Grant at least remembers the fate of the grain and money-dealers on the borders of Sonthalistian in 1855. The poor love the rich no more in Krishnaghur than in Bhagulpore, and the massacre of every man with a list of debtors is not an occurrence calculated to reflect credit on an administration. The movement should be stopped at once, before the tiger cub has tasted blood, and the ryots compelled at once to bring their grievances and their assertion of them within the law.

The affair places in a strong light the wretched state of our internal organization. The duty is plain and simple, but how is it to be performed? In England the country gentlemen aided by their tenantry would suppress the rising for themselves. So they would in Krishnaghur, but there is no law, and they would be instantly punished for an affray. Indeed they are not at liberty to defend themselves. The European might fire on an armed mob which attacked his house, because he is under English law. But his native servants are not, and if they fired, the Sudder might transport them. They did it in 1853 when they transported a man for seven years for cutting down one of a gang of dacoits in the act of robbing his house, and were pronounced by Lord Dalhousie in a formal letter on record "unjust" Judges. In Ireland the disturbed pergunnahs would be "proclaimed", and police quartered in them at the expense of the landholders. That plan would exactly meet a case like that of Ooterparah, where the object was to put down armed men contending for private interests, but in Krishnaghur it would involve the taxation of the innocent for the offence of being assailed. In fact there exists at present no means of preserving order in any part of Bengal except the direct employment of military force, which Government, wisely enough, will not use to the last moment. In the present instance if this spirit spreads there will be no remedy. Order must be maintained at all hazards, unless we want the most fearful of calamities, an intermittent agrarian war. The instant order is restored, let a mixed Commission, a *conseil des prudhommes*, enquire into the whole question of the complaints of the ryots, and the grievances—less talked of, but very real—of the planting interest.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৮. ৩. ১৮৬০

(Weekly Epitome of News March, 7)

We have received the original reports of a Darogah to the Magistrate of Krishnagur in which he states it is current throughout the district that "from Govt. an order has been passed that the planters' cultivation of Indigo through the ryots shall be altogether put a stop to." The whole difficulty has arisen from a letter of the Magistrate of Baraset which has circulated throughout the Thannahs on the 30th August last in the shape of an order to the effect that "Indigo Planters shall not be able, under pretence of the ryots having agreed to sow indigo, to be sown, by the use of violence, on the lands of the ryots." The ryots, already deeply in the Planter's books for advances, which in many cases the indigo crops would little more than meet, eagerly seize the opportunity for getting rid of their

debts. The district of Moorshedabad, Krishnagur, Jessore, Baraset are now the scene of outrages. A band of 2,000 has been marching throughout Krishnagur, intimidating the ryots of the different factories. Gomastahs, no doubt richly deserving it, have been seized, out houses burnt down, and stacks fired. There is little prospect of indigo being grown in these districts this season...

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৮.৩.১৮৬০

Missionary And Planters

To the Editor of the Bengal Harkaru

Sir—Feeling deeply the evils of fostering this country a spirit of race antagonism and the value [...] developing the resources of this country of European settlement in the mofussil, it is with (reluctance) I address you on the subject of Indigo Planting, but a sense of duty compels me to make some remarks on the attack you made on these Missionaries who (condemned) the system on which Indigo cultivation is carried on in Lower Bengal.

In your Editorial of last Tuesday you call certain Missionaries who denounced what they (considered) a forced system of Indigo cultivation as "wolves in sheep's clothing" falsely pretending to be the disciples of Him who said, when asked to interfere the civil matters "man made me a judge and divider over you?" I am not now Sir discussing the question of Indigo cultivation, but I have simply to state the grounds on which several Missionaries interfered—they found. Sir, a state of thing existing on various Indigo estates which was an [...] I do not state whether their views were wright or not but with these convictions could they as Christian men be silent; for mark ye the ryot is too ignorant and too cowardly to let his degradation be known in higher quarters. The Missionary in various cases was his only friend—the educated native can (report) to the press, but the ryots cannot even read. I quiet agree with you that in civil cases clergymen should not interfere, I detest as much as any man political persons; but I myself in common with many other Missionaries have felt it a duty to memorialise Parliament on the oppressions of Zemindars because they opposed the object for which Missionaries are in the country—the christianisation of the masses. The spread of Christianity is incompatible with the existence of serfdom—and there is abundant evidence to show that the Bengal ryots is more degraded than the Russian serf.—But in Bengal there is no Alexander the 2nd to emancipate and enlighten him.

I deeply regret the disturbances in Krishnagur but years ago, the Missionaries raised a warning voice on the subject. It was not attended to, and we see that if "oppression makes a wise man mad", how much more will it on ignorant ryot. For many years the ryots have been suffering but the ryots have of late been learning that they have certain rights, and among these is a vital one that they cannot be compelled to cultivate Indigo at a loss to themselves. Of course when they receive advances they must work them out, but they have of late learned that there is no law obliging them to receive advances that the Government

recognises them as free agents. The rise of the price of labor is what has added most of all to this feeling. The ryots find they can make for more on rail roads than in factories, that the value of the labor market has arisen double. Now, Sir, if a body of a ryots ask me are they compelled by law to take advances, should I not tell the main truth and say, No.

Instead of laying the blame on the Missionaries, who so far from interfering too much, have been blamed for their (apathy) with regard to the ryots why not enquire into these points? How can the ryots be compelled to cultivate Indigo when he makes double by other work—would not the solution be pay the ryots better in the factories and be content with a lesser percentage of profit on Indigo, and above all, let the planter see that his Native Gomastahs do not throw dust in his eyes, I have heard a planter's remark of another Planter of the present day who is fond of writing in defence of the Planter. He is a benevolent man but he leaves things to his underlings. This, I believe, Sir, is one of the main causes of ryots dissatisfaction.

Calcutta, February 7

Your's
A Missionary

—বেঙ্গল হরকরা, ১০.৩.১৮৬০

In our correspondence columns will be found a letter from A Missionary on the subject of Indigo Planting. Our friend says he appreciates the good that the settlement of Europeans in the Mofussil does to the country, but he finds fault with the "system" on which Indigo Planting is carried on in Lower Bengal. What does he mean by the system? Does he object to a British subject trying to get the securest tenure of land he possibly can, and advancing money to the people of the country to work for him, as the Government does to Opium ryots, the Railway Companies to laborers, the Calcutta tradesman to artificers, and then sowing Indigo and manufacturing it? Our friend tells us that some Missionaries found a state of things existing on some estates, which was an impediment to Christianity than all the Indigo in the world. Christianity is said to be a religion of love towards God and man. There have been Missionaries that loved man more than God and who have, by falsehood and all uncharitableness, tried to injure their fellow men; but from existence of such men, we would not condemn Missions. Our friend does not think it worth while to consider whether those Missionaries "views were wright or not" but thinks it was quite right to commence, an agitation of the most violent kind and those who remember the language used by the holy men some four years ago will acknowledge that, violence is not too strong a word against their countrymen and in favour of 'ignorant', 'cowardly', and 'degraded' ryots. These epithets are A Missionary's, not ours. Our friend admits that in civil cases "clergymen should not interfere', and yet he tells ryots that "they are not compelled by the law to take advances." When Christ was asked whether it was lawful to give tribute to Caesar or not, he gave no answer.... Our Missionary felt it a duty to

memorialise Parliament on the "Oppression of the Zemindars"—not the Planters—and yet he is not a "political person", and for this he quotes the precedent of a Roman Catholic Bishop. Is he not aware that such interfencee is not permitted by Protestanism and is not tolerated by Protestants? If he be a Roman Catholic we allow that his conduct is authorised by the policy of his church, but it is not the Roman Catholic Missionaries that planters have had to complain of. Our Missionary says that the "Bengal ryot is more degraded than the Russian serf." This is simply untrue; but if it were true, what a condemnation this fact is to the Government of India for the last hundred years. There is "abundant evidence" to prove that the ryot was not a serf under the Mahmedan Government. He must have became so then under the English, and it is the Government, not the planter that is to be accused and memorialised against the Missionaries, our friend tells us, years ago raised a warning voice that disturbances would occur in Kishnaghur, Yes! and if they had not done so the country would have been quiet till this day. It was a prophecy which has brought about its own fulfilment. The Missionary admits that if a man receives advances, 'of course' he must work them out. If so then are the ryot in Kishnaghur without excuse, for every one of those now in revolt have received advances, readily and most willingly taken in November and December last year. The Missionary says that the rise in the price of labor has added to the felling of the ryots against indigo. To this we reply, that the managers of Indigo concerns have met the rise in the price of labor by a corresponding rise in the price given for Indigo plant and labor generally. Our Missionary suggests that all the sins of which he accuses planters should be enquired into. There is nothing that the planter wishes for more than such an enquiry. We believe, indeed, that it is one of the things prayed for in the petition about to be presented by them to the Lieutenant Governor. It would show the falsehood of many of the charges brought against them by A Missionary and others.

Let it not be understood that we assert that there are no black sheep among planters any more than we would make the same (assertion?) with regard to Missionaries or any other class of man. Nor do we defend the acts of such men. ...

—বেঙ্গল হরকরা, ১০.৩.১৮৬০

It is not enough to despise falsehoods. They must be contradicted. The Hindoo Patriot 'emphatically denies' that the ryots in revolt in Kishnaghur have received advances as stated by us. He says that the object of the ryots is to avoid being forced to take such advances. Perhaps he will give credence to Mr. Herschell's evidence published below, viz that almost all the ryots who appeared before him had received advances. The Patriot also states that Government decided the Indigo advance question in the manner recited in the famous perwanah of the Deputy Magistrate of Kolarooah. This is also untrue. The perwanah extracts two lines apart from their connection with the rest of Mr. Grant's letter, and published them to the ryots, for whom they were never intended. The Indigo Planters

might as well extract two other lines from the same letter, in which the Lieutenant Governor says, that it would be much to be regretted were anything to occur to check the cultivation of Indigo.

—বেঙ্গল হরকরা, ১২.৩.১৮৬০

The Lieutenant Governor has spoken at last, and has now given no uncertain sound nor one at all resembling that which Mr. Eden, by grabled extracts from his letter to Mr. Grote, made him to utter. We trust that it is not too late, and that all will now be well in Kishnaghur and elsewhere. But to our tale.

Our readers are aware that the ryots in several villages in the Southern part of the Mulnath Concern, having been led to believe that Indigo was a cultivation no longer to be permitted by Government, and hoping to retain and appropriate to themselves certain sums of money which had been received by them as advances, did assemble in a tumultuous manner, and beat one assistant and pelt another, and did proceed to other factories to try to excite other ryots to do likewise. They are likewise aware that the cause of this belief on the part of the ryots was the issuing of a perwanah to them by the Deputy Magistrate of Kallarooah, of which we gave a translation on the 7th instant. They are perhaps not aware, however that all these ryots had settled their accounts and taken fresh advances from the Planters for the present reason. They had also measured off and marked the lands which were to be sown in Indigo, and all their had been peacably and quietly done before the assistants of the concern were maltreated. On this taking place Mr. Larmour, the manager applied to the Commissioner of Nuddea Mr. Grote, for redress and protection, and the Magistrate Mr. Herschell, was ordered out to Bongong, near the scene of the disturbance, where he has been for a week past. He has taken into the station with him six of the men concerned in pelting Mr. Hyde with clods, whom he has found guilty, and will sentence, we believe six months' imprisonment. Mr. Campbell, the young gentleman who was so severely beaten, being new to the country, could identify only one of those who attacked him and he is sentenced to six months' imprisonment and a fine of Rupees 100. or in default, another six months. While in the Mofussil Mr. Herschell issued the following most sensible address in Bengalee to the ryots.

'To The Ryots.

As the Government has nothing to do with your sowing dhan or paddy, so it refuses to interfere with sowing Indigo. If you take paddy from the Mahajans and agree to repay it at the end of the year—you assuredly will do so; if not a decree of the court will be issued against you; and you all know to what distress and difficulty that submits you. The case

of Indigo is similar to this. Some one must have instructed you that Government has intended to put a stop to Indigo sowing, and by this means they have encouraged you to break the agreements you have made—therefore I inform you beforehand, that those who are exciting you, are only trying to fulfil their own ends, and are doing much injury to you. You have now complained to the Government, therefore listen to what the Government tells you.

2nd—During my stay here I have perfectly understood that most of you who have complained, have taken advances for this year. To them I plainly say that they should sow indigo according to their agreement. If they do not do so, the Government and I will know that they have fraudulently brought these complaints to deprive Planters of their advances. I will stay here for some years and shall see how the Planters and ryots behave. Now there, the Planters, and your conduct will be seen and then I will know who is in the wrong. You have now complained that the Planter in person is about to sow Indigo on those lands which you have prepared for paddy. In this case I am saying to you and the Planters that they will not be able to do so.

The land is yours, you have taken advances for sowing Indigo on that land, and that work is to be done by you. Although the Planter will not be allowed to sow that land personally with Indigo, yet he is not forbidden to go to the land to superintend the cultivation and the crop. On the contrary, he is allowed to go. I have twice or thrice, seen that you pelt earth when Planters go to your fields, which shews that you are exceedingly disrespectful. For that offence I have punished some of the ryots. I am now warning you that if you persist in doing so, you will suffer much. I will send the police Battalion to that village the ryot of which shall again beat a saheb.

Now I want to say another word. The Lieutenant Governor has written, that if any one wishes to complain he must go to the proper authority for doing so. I am come for the protection of both parties. Whatever complaint you have to make, you should come direct to me and complain; but you must complain of some particular act. If you complain generally that the Planters are oppressing you, this kind of complaint is foolish and only makes your way difficult. If any of you are ill-treated and come to me and tell me of it, I will hear him. After a few days, a "Hakim" will come to this place and stay here, before whom you will be able to complain and he will judge your complaints."

Mr. Herschell subsequently issued a perwanah with an extract of a letter from the Lieutenant Goverener, for a copy of which Mr. Larmour applied, for the purpose of publication, as will be seen by Mr. Herschell's note (subjoined)

To R.T. Larmour, Esq. Bongong

"Sir,—I enclose copies in English and vernacular of the Perwannah which I have just issued to the Police. The clear terms in which the Lieutenant Governor now explains their rights to the ryots must satisfy them of the perfect impartiality of the Government in the matter.

I trust that after this the judicial decisions from the Magistrate's bench alone will be sufficient to maintain that impression in both parties.

Should you publish the Perwannah as you desire, I request you will publish this note with it."

I am, Sir, your obedient Servant,
W.J. Herschel,
Officiating Magistrate.

Camp Bongong, March 9, 1860

Perwannah,

To The Darogah of Goburdangah

"A petition having been presented to the Lieutenant Governor by the inhabitants of Lokenathpore, in which the plaintiffs complain of the oppressive conduct of the Manager of that Factory, the Lieutenant Governor in reply pointed out to the petitioners the proper way in which they should proceed for redress.

The order contains the two following paragraphs, which you will immediately read in person at the principal villages in your Thannah, where you may deem its publication necessary, reporting the same in each case. In your dealings with the ryots you will be careful to point out to them that portion of the order which explains law about advances, and you will be very careful to caution them not to break the contracts into which they have entered. In the present state of the district you cannot be too careful not to allow the ryots to (infer?) from anything you may do, that you or your superiors are encouraging their lawless proceedings. Be patient, towards the villagers, but be just, and remember that riotous assemblies are a discredit to your Thannah.

W.J. Herschel
Officiating Magistrate.

March 9, 1860

Para 1. Ordered that the Petitioners be informed in regard to their complaint of the low price allowed for their Indigo plant, that the Government cannot interfere with the price which any person may offer ryots for any sort of crop, and that either for Indigo plant or for any other sort of produce, it is for them and those who deal with them, by mutual agreement, to make their own bargains. Their complaint, therefore against a certain Planter for requiring from them more Indigo for a certain amount of money than they can afford to give, is one that Government cannot entertain; as it is optional with them to agree to cultivate Indigo or to decline to do so, or to make what bargains they please in the matter. If they and other ryots and Indigo manufacturers cannot come to agreements as to the price of Indigo plant which will be to the advantage of both parties, it will be a subject of regret, but it will not be a matter in which Government can interfere in favour of either party.

Para 2. As to the consequences of taking advances, it is optional, with petitioners to take advances and to enter into contracts for Indigo, or not to do so. In this matter they require no assistance beyond that of the law, which is equally fair to all parties. But if they enter into lawful contracts of their own will they must expect to be required to fulfil them."

(True extracts)

W. J. Herschel,
Offig. Magistrate."

We trust that the publication of these documents will fully demonstrate to Mr. Eden and others, that even if it were the intention of the Government to discourage or "put down" Indigo Planting, it is not in their power to do so. But the matter must not stop here. There must be a law enacted for the summary enforcement of contracts, and punishment of breaches of contract with respect to Indigo, as there is with respect to opium ryots, railway laborers, and the workmen of Calcutta tradesmen. The position of the European in the Mofussil must be recognised and defined. Laws must be passed to secure him the fruit of his labor. The day has gone by when he could be told that he was an "interloper" and that "if he did not like this country he might leave it." Mr. Willson tells us that he is the hope of India. Parliamentary Committees have examined into and reported on the causes which prevent his taking root in the soil. He is known to be a very useful and pretty hardy plant, but his growth here has not hitherto been what might have been expected. It is now, however, pretty well agreed, that if they cant flourish together the weeds which have till now exhausted the soil must be plucked up and cast out, to be perhaps replanted together with the *Hindoo Patriot* and the editors and writers of the *Indian Field* in the —Garden of Eden!

—বেঙ্গল হরকরা, ১২. ৩. ১৮৬০

The following is from our "Special" at the seat of war (Kishnaghur) under [...] the 9th instant.—

Since my last you have no doubt learnt the sad state of affairs at this place, in fact I believe the news has been flashed up to the Governor General's Camp long ere this. I am glad indeed that you have come forward so boldly and made such excellent thursts against the Government of Bengal with regard to the present uproar. Strange that the Authorities will still pursue a course alike ruinous to the Government and to public safety. The shameful, and it wou'd appear wilful conduct on the part of Mr. Eden (late of Baraset), at least considering all he has been credited which could scarcely be expected from a person occupying the position of a Magistrate...

I need hardly inform you that predatory bands now move about, in thousands commiting havoc in, and making themselves the terror of the district; they not only plunder and hold meetings in thousands at night under the very nose of authority, but they incite those who

are quietly disposed and threaten them with their lives on refusal. The best of the farce is that they really and truly believe that it is the expressed wish of the Chota Lord Sahib that they should not sow Indigo again and look to him for support in resisting the planters.

Now I wish to know as life and property are insecure, whether the Government of Bengal is prepared to make good any losses that may occur?...

There is a police Battalion at the station but I suppose the commandant officers and men are either sleeping, or feasting, or journeying, or peradventure they are (studying?) a 'right counter march' in some obscure jungle, for nobody seems to know any thing of their movements. At any rate matters have come to such a pass that all planters in the district have prepared themselves for any emergency, and considering all the circumstances of the case nothing short of Mr. Grant's presence in the district can produce any good effect. For "the mutionous and disaffected" must be addressed by that impartial voice, which they believe had directed they should cease sowing Indigo.

I suppose you are aware that the natives of Jessore, Baraset, and Kishnaghur are in open revolt....

—বেঙ্গল হরকরা, ১৩.৩.১৮৬০

(Weekly Epitome of News, March, 14)

A deputation of the Indigo Planters' Association waited on the Lieut. Governor of Bengal yesterday. In a petition read by Mr. Forbes, the Secretary, the outrages of the Indigo districts were recounted. In the Sindooree concern it is not safe to ride from factory to factory. The Assistants of the Bengal Indigo Company were attacked in the open field. An indiscreet on the part of the Magistrate would set the districts round Neschindipore and Katchikatta in a blaze. The ryots of the Soobdy factory coerced by those of Kadjoora and Alihass. One Assistant in the Mulnath Concern was beaten and left for dead on the field ; another was pelted with clods and saved himself only by the speed of his horse. The factory houses at Kadjoorah, in the Lokenauthpore Concern, were plundered and burnt down. Taltollah factory in Lokenauthpore was threatened. The outhouses of Chundpore in Gold concern were burned down. The ryots of Bamundie and all around assume so threatening an attitude, that the manager says a general rebellion in Lower Bengal inevitable, if the disaffection is not at once removed...

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৫.৩.১৮৬০

THE AGRARIAN OUTRAGES

The reports from the indigo districts grow no worse, but that is all. Krishnaghur, Baraset, Jessore, and part of Moorshedabad are still disturbed by large bodies of the peasantry moving across them, threatening Europeans, raising fires and assailing all who consent to work. The movement has not yet assumed any of the characteristics of an insurrection. It

is an agrarian riot, formidable from its wide extent, formidable from the defenceless condition of the landlords, and above all formidable from its novelty, but it is not a rebellion. Those who have seen, as the writer has, two English counties in a blaze with rickfires, and the labourers exulting in the destruction, while the appearance of a dozen Lancers would still throw the largest mob into a panic, can appreciate the distinction.

As a rule the conduct of the officials and planters, as far as it has transpired seems distinguished by common sense. The Calcutta papers publish an answer from the Lieut. Governor to the ryots on Mr. Meares' factory which is certainly no incentive to disorder. The ryots are told that if they take advances they must fulfil their contracts. If the Indigo planters hire their lands that is a matter of agreement. If they are forcibly compelled to work which they dislike, they can have immediate protection from the police. The letter indeed has a somewhat sarcastic tone, as though the writer had a slight contempt for masses of free labourers whining about compulsion. In the reply to the planters' petition Mr. Grant even promises a notification to remove the erroneous impression among the people. Mr Herschel, also Magistrate of Nuddea has punished all the rioters caught in an attack on some Europeans, and told the ryots their contracts must be fulfilled. They are at liberty to grow any thing they like, but if they take advances to grow indigo they must grow indigo. On the other hand the planters have organized meetings of managers, have opened a swift communication with their central society in Calcutta, and have resolved to investigate the system of cultivation, with a view to bring prices into accord with the high wages and prices of provisions now ruling in the interior. If they will carry out this resolution fairly, and admit at once that indigo ought, except on their khas lands, to be a cultivation of average profit, they will strike at the very root of the mischief. If they could knock advances on the head, and cultivate through the small money wages so intensely coveted by all Indian villagers, they might commence a new season of prosperity. That we fear is impossible, but fair payments of some kind will do much for order. An opportunity of evading advances is dear to every ryot, but whole populations do not rise in resistance to sufficient payments. The next step should be to call on the Lieutenant Governor for an order distinctly authorizing the military police to disperse all mobs, obviously assembled for illegal purposes, an order we believe quite within the law. No Government in existence, whatever its prejudices, wants anarchy, and the planters may rely on the aid of the authorities if not to prevent these risings, at least to prevent their becoming dangerous to property and order. The want of confidence expressed is, we feel satisfied, based in large measure on delusion.

A defence Association organized to bring the ringleaders in these riots to justice, would be a most powerful instrument in maintaining order, and is quite within the planters means. They are almost the only body of men in the country who can command the services of efficient detectives, and the evidence once complete all the prejudices in the world will not avail to stop the action of the Courts. The police, useless at present, will be useful enough the instant they perceive that energy and determination are only on one side. With any

decent law of self-defence, the planters ought to hold their own against any overt attack possible with the peasantry, and it is to the introduction of such a law the Association should address its efforts. With the Police ordered to disperse riotous gatherings, the planters combined for defence, and the ringleaders made aware that fire raising is a dangerous amusement, rioting ought to be impossible. Passive resistance it may be more difficult to face, but it is not the mere abstinence from work which is now in question.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৫.৩.১৮৬০

There is a question more or less intimately connected with the origin of the late Agrarian disturbances which demands attention. There can be but little doubt that the advice and intervention of Missionaries has had at least some effect in stirring up the Ryots to resistance against the Planters.... We take the liberty of reminding them that there are laws for the oppressed, remedies for wrongdoer, and we, in all friendliness suggest to them, that if they have failed in their own legitimate sphere, and are unqualified for the performance of the duties which have been alloted to them, it would be far better to cure bacon, manufacture castor oil, or deal in hides and horns, than become, "busybody's in other men's matters" and a cause of strife instead of good will....

—ইংলিশম্যান এ্যান্ড মিলিটারি ক্রনিকাল, ১৯.৩.১৮৬০

The manager of the Khalispore Indigo Concern writes on the 13th instant, that the villagers of four or five villages state openly that they will not sow Indigo this year. Mr. Mears of Sindoorie writes on the 12th that disaffection is spreading fast and that the ryots declare they will not sow.

—বেঙ্গল হরকরা, ১৯.৩.১৮৬০

Mofussil

To A. Grote Esq.

Commissioner of the Nuddeah Division.

Sir — I will not trouble you with any account of the disaffection of the Ryots against Indigo Planters, which has shewn itself through Nuddeah District, during the past six months but I wish to draw your attention to the shameful conduct of the police, which has been the chief reason of the spread of the disaffection in the large property, which is under my management.

Up to the middle of the December, I had no reason to suppose that any of our ryots would join in the movement against Indigo cultivation, which had become so general in other parts of the districts, but about that time the Magistrate and Mr. Reed visited the neighbourhood of Loknathpore, and the ryots of a large village called Jayrampore, made a complaint against our servants and expressed their disinclination to sow Indigo. To this, I believe in the first place, they were instigated by the Putneedars of the village from

whom we hold an Ezarah, and they got an idea into their heads that the Government wished to suppress the cultivation of Indigo, and would support them in anything they might do. This idea seems to be general throughout the district, and has been studiously confirmed by the police and the Missionaries.

The Darogah of the Damahoodah thannah, soon after the Jyrampore disturbance broke out, in a report to the Magistrate stated that the ryots had that idea in their heads. I at once let the ryots off a portion of the land I had intended they should give us Indigo as I heard that the small increase I had ordered to be made in that village was the reason of their discontent ; they then came in and took their advances from our asistant Mr. Tweedie, and I hoped there was an end of the matter, but the Darogah of the Damahoodah thannah Coylas Chunder Roy, again put them up to oppose the factory, and the consequence was, they got up a number of false cases against our servants, cut out our marks from our Indigo lands and prevented our servants looking after their usual work. In all these they were backed by the police. Not content, with this the Darogah and his Burkundazes, accompanied by the ryots of Joyrampore village, visited all the neighbouring village and what with threats and otherwise (induced) most of the ryots join them against the factory. Some ten days ago the Darogah with number of Burkundazes and armed ryots of the Joyrampore village visited our Chondpore factory on the pretence of looking for lattials of whom there were none, they then wounded two ryots close to the factory and induced these wounded men, by threats, (to) depose that the assult had been committed by our servants. Since that nearly all the ryots of the Loknathpore and Goldar divisions and a portion of the Sindooree division have declared war against us; they have twice burnt down thatched houses in our Kedjurah factory and have tried to set fire to our seed Golahs, and houses in the other factories. Whatever (atrocities) the Ryots may now commit, we never can prove anything against them, as they are all of one mind, and the police are with them. No man (dares) to appear in Court as complainant, by witness, on our side, for fear of being murdered, and having his house burnt down. Our servants have nearly left us from fear of the Ryots, who will not allow any one to bring food for them, or even a barbar to come to the factory. All our advances had been made, and I can truly assert, that I do not know of any real grievance our ryots have to complain of. If this state of things allowed to go on longer, the loss of money will be immense, and surely the Government are in a measure answerable for it, at the mischief has been done in their name, and by their police. One judicious order from the Magistrate would stop the whole. Surely the Government, at any rate, (ought) to oblige the ryots, to fulfil their engagement for the present season, after so much money has been spent in advances, seed &c. We had numerous petitions to the Nuddeah Magistrate for police Burkundauzes to protect our factories but as yet have not been allowed one, although the same request, made by the ryots who are opposing us, has always been granted. I trust Sir, that you will give the subject of this letter your early consideration, and that you will take some measure to prevent the immense loss of money, which must take place, if things are allowed to go on longer in the way they have done. The ryots are going about the country now, in a most excited state in fact they (seem) quiet *mad* and nearly

always have Police peons with them, and there is no knowing what (atrocities) they may be guilty of.

I may mention, that we brought a complaint against the Damahoodha thanna Darogorh, and he has been sent for by the Magistrate but what order has been given in the matter, I do not as yet know, this man is well known as a low drunkard.

I have the honor to be, Sir,
your most obedient servant.
(sd) G Meares,
Manager of the Loknathpore Concern

Sindoorie, 2nd March 1860

—বেঙ্গল হরকরা, ১৯.৩.১৮৬০

Planters And Ryots

To The Missionary Correspondent of the Harkaru

Revd. Sir, In your letter published in Harkaru of the 10th instant you recommend that the Planters in this district should pay the Ryots a larger sum for the cultivation of Indigo. Permit me to ask if you have read a book lately published entitled *Rural Life in Bengal*? ...You also say you considered it your duty to aid the Ryot in a petition to the Government or words to that effect. Now, Revd. Sir does your conscience not tell you that it would be more in accordance with your duty as a Peacher of Christ and Him Crucified to devote your time in endeavouring to convert these poor "unlettered" Ryots to that Church who has made you its Missionary, and by every means in your power to try to install into their heathenish minds honesty and uprightness and by a daily (ramble) through their humble villages gain a knowledge of the fearful amount of immorality and disease which is to be met with at every turn in fact. Sir, instead of aiding and encouraging these poor wretches of "serfs" to deeds of incendiarism, rebellion and perhaps murder, for such amusements the Kishnaghur Ryots are now indulging in and threatening not only to destroy the property of the quiet and peaceable but to take life itself. Yes, such is the state of affairs, and the effect of your kind instruction and assistance has had upon the mind and action of the Indian serf. I think Sir, — and I am not singular in the opinion — that it would be more consistent with the word of God and the duty of a Missionary to act like Him who went about continually doing good, — and endeavour to propagate a spirit of good will towards all men and not assist in sowing the seeds of discord and discontent. I am also of opinion that there are some Missionaries in the Kishnaghur district who are cumbered and troubled about earthly things with which they should and can have nothing to do, and I would have them choose that good part which will not be taken away from them.

Your Obedient Servant,
An Assistant At An indigo Out factory

Nuddea. 15th March, 1860

—বেঙ্গল হরকরা, ২০.৩.১৮৬০

Indigo Planters Versus Ryot

To The Editor of The Bengal Harkaru

Sir, I think the case of Indigo Planters Versus Ryot, as it stands at this moment is not clearly understood either by the Bengal Government or the public.

I will not write an essay on the connection between capital and labour of the unpropriety of Government interference to regulate the price of commodities, I will merely state a few facts. Misunderstandings between capitalist and laborer have been arisen in Bengal they have been increased by the action of the Bengal Government (Vide) Mr. Eden's perwannah &c and the Hon'ble Mr. Grant's letter. The ryot under the impression that they are backed by the Government, refuse to sow Indigo. We need not discuss the merits of this or that system of Indigo cultivation. Property to the amount of half a million sterling and the peace of Lower Bengal are immediately at stake no one knows how near we are to the crisis. You, Sir, may be right in thinking the first fall of rain may be the match to [...] the train. Let it come a day sooner or a day latter, the crisis is imminent. The notification just issued, properly explained by the Magistrates a month ago, would have sufficed. Now it is useless. There is one and only one more legal remedy — the immediate passing of a law making it a criminal offence for a ryot who has contracted to sow Indigo to refuse to fulfil his contract. The remedy is simple ; it is legal ; properly carried out it would today be efficient ten days hence it might share the fate of the notification.

Without the remedy — what then? I for one (dare) not answer. The responsibility is on the Bengal Government. One word more. The remedy suggested must have fair play. Mr. Herschell, the Magistrate of Kishnaghur, must be removed — promoted — he is an able zealous officer, but justly, or unjustly, both sides think him partisan. Whether he is, or not the question, the fact of his being supposed one is fatal to a healthy influence. A man must be sent to Kishnaghur who will fairly carry out the remedy proposed. It is nothing but the spirit of Mr. Grant's notification. Let the Government remember that it is contrary to every sound principle of political economy to interfere between buyer and seller in settling the price of any commodity. If they have in any way directly or indirectly intringed this law, let them (redeem) their error, while there is time.

Your obediently
A. B. C.

—বেঙ্গল হরকরা, ২১.৩.১৮৬০

Mr. Hutchinson Again !!!!

To the Editor of Bengal Harkaru

Dear Sir, — I read the Indigo Planter's petition and your comments there on in the Harkaru of the 14th and 15th instant. It grieved me to find both you and the petitioners again begging for a *special law* though four months ago I informed you that it was silly to crave for such a law.

Amongst a free people. there can be no compulsory labor, though the labor itself should pay. The ryots in general never appreciated the cultivation of Indigo for various reasons, one of which is, they do not consider it adequately remunerative ; and therefore not only they, but even the native Police with whom I have conversed, always believed that it was the wish of the Government that the ryots should grow Indigo, and many a time I was told that it seems Magistrates have shares in Indigo Concerns.

I must again repeat that no special law is necessary for procuring Indigo leaf. If the ryots consider the cultivation remunerative, they will grow Indigo voluntarily.

The ryot. must be protected by the Government and made to feel that he is at liberty to cultivate whatever he pleases in British India, as his forefather did in the days of the Great Mogul.

There are two systems of labor in the factories ; the one a ryotee and the other neezabadee. The latter kind of labor is dear, whereas the former is exceedingly cheap to the Planter, but frightfully ruinous to the ryot ; it is based on usurious conditions and advances, which the needy despairingly take, and the well to do ryots forced to accept. No Planter, on his honor as are a gentle man, will gain say this. Now, if we are to have a new law, let it be one that will not only protect the planter but also the ryot. If the ryot is to be summarily forced to fulfil his engagement, the Planter must be summarily punished. If found guilty of compelling the ryots, directly or indirectly, to take advances or enter into contracts for Indigo under false pretences or threats. The engagement should·be attested in the presence of the nearest public officer, and to continue in force for a season only, so as to enable the ryot to retrieve his affairs, if after a season he finds his engagement unprofitable.

If the ryots do not wish to grow indigo, the Government of a free people cannot force them to do it, but there is nothing (hinder) the Planter from cultivating the soil with his neezabadee laborers to his hearts content. Planters must bear in mind that no special law in the whole creation can fix the value of labor ; it does not depend on the ryot, or the Planter, or the Government, but on physiological laws ; and a people that observe them will always prosper...

Yours faithfully

Hanskhaly, Nuddea, L. W. Hutchinson,
the 17th March 1860

The planters wish for no compulsory labor and they do not wish that a ryot be compelled to work at rates not remunerative to him. They wish merely for a law which shall (summarily) compel (man) who have taken advances, or entered into a contract for certain work to be done to perform such contract. The Government, the tradesmen in Calcutta, and railway contractors all require and have 'special law'. Why should it be denied to the Planter, if it is really the object of Government to encourage that individual, as Mr. Wilson

says it is? Even this they would not have asked for, had Messers Eden and Hutchinson and the Kishnaghur Missionaries left them alone. The ryot. require no protection, as he has been told by Mr. Grant, than that which the law gives him. What is sauce for the goose is sauce for the gander. If the Planter is reffered to the Civil Court so ought the ryot to. Mr. Grant says the ryot was never so well off as he is now — that he is kicking because he has waxed fat. Upon what? Surely not upon Mr. Eden's perwannahs or Mr. Bomwetsch's sermons, but upon the commerce of these oppressive Planters, and upon the advances "despaitingly taken by the needy and forced upon the well to do ryots." Planters are willing to be summarily punished if found to be illegally forcing advances upon ryots ; and we repeat for the fiftieth time that Planters deny that Indigo is unprofitable. There is nothing incompatiable in these statement of the Planters' Association that advances in price has been made, and the proposal of the Shikarpore Planters to consider whether a still farther advance may not be necessary — Ed. Hurk.

—বেঙ্গল হরকরা, ২১.৩.১৮৬০

We hear from Malda, under date of the 17th instant, that matters there are in a very unsatisfactory state. The row first commenced in the Aurungabad concern, in consequence of oppression by a gomastah, and the people, it seems were driven into revolt by 'Sheer Zoolum'. But this sort of thing is catching, and the ryots at Beniagram, who have no excuse for doing so have began to give trouble to Mr. Lyon. The Mussulman ryots are the ringleaders, and it is feared that if they do not (receive) a check of once the disease will spread.

Our correspondent says "At present it looks cloudy, although the wind is blowing strong from the westward. We want rain soon. We have sown more than half of our cultivation. When we get a shower it remains to be seen how the rebellious ryots will behave. I expect there will not be much Indigo sown in the Moorshedabad district this year.

—বেঙ্গল হরকরা, ২২.৩.১৮৬০

THE AGRARIAN OUTRAGES

The state of the Indigo districts is beginning to excite serious alarm. Whatever the cause, whether the hereditary dislike to the cultivation or the instigation of Calcutta Baboos, the ryots exhibit a novel obstinacy of purpose. The Lieut. Governnor's notification is treated as idle talk, and the peasantry express openly their determination to sow no more indigo. This resolution would in any case be fatal to a most important trade, but accompanied as it is by a refusal to refund the advances received, it threatens the planters with immediate and total ruin. It is not in human nature to endure ruin, so produced, with resignation, and the planters despairing of aid from the authorities, are falling back with the instinct of Englishmen on themselves. The consequence, unless the danger is removed by wise

expediments instantly adopted, will be a repetition of the disorders for which Bengal twenty years ago was so notorious. No class of men will be cheated and despoiled by their own labourers, their stacks fired, their houses menaced, and their persons insulted, and then contentedly await the action of the worst civil courts in existence for an appearance of redress.

Our sympathies are always rather with the employed than the capitalist, but in the new phase the disturbances are assuming the ryots are hopelessly in the wrong. No legislation, not even that of England permits a servant to fling up his work without due and sufficient notice. Still less does it permit a contractor to withdraw from his engagements, even though he has received no money in hand. Advances are not common in England except for harvest work, but the reaper who with his "earnest" paid refused to reap, would be in prison before the day had ended. In the case of a cultivation like indigo which has endured for fifty years, and in which millions have been embarked on the faith of customs as strong as laws, what does fair notice mean? Certainly not less than one season. That any man should be held to labour for an indefinite time is repugnant to our instincts as well as our laws, but a hop grower who chose to grow mangel wurzel would not be held excused by that whim from delivering his tale of hops. One season's notice the ryot should be compelled to give. After that let him and the planter make the best arrangement on which they can agree. A rise in price will settle most questions with a Bengalee.

We shall be told that compulsion except by means beyond the law is out of the question. It is not. Let Government in the first place remove every Magistrate good, bad, and indifferent in the three zillahs, as being too deeply compromised on one side or the other. Let them replace these gentlemen by picked men, to carry out not planter or ryottee notions, but the policy Government may adopt. Then fling the Contract Act, already in force in Calcutta, over the three districts for twelve months, and see that it is rigidly carried out. Resistance will then be resistance to the law, and can be very easily suppressed. Before the end of the year of grace both sides must have come to some agreement, more or less in accordance with common sense, and the changed circumstances of the country. That indigo will suffer is possible, but high prices like high taxes are very apt to elicit new energies, and enforce an unthought of economy. If the trade really cannot afford higher prices the trade must decline. Forced trades are of no benefit to a nation, and no power short of a slave holding law will keep ryots permanently cultivating produce which brings less return than rice. But the gradual decline of a trade is a very different thing from its sudden extinction under menace of a jacquerie.

The only other course open to Government is to maintain strict order, and do nothing. That course is always the one pleasant to the merely official mind, which praises laissez faire because it is unable to devise new plans. But in this instance that course will involve these unpleasant results. Government will lose the greater part of their indigo revenue or Rs. 2,50,000 a year. They will have to double their police force, and perhaps to employ European troops. They will have three of the richest districts first thrown into a state of

anarchy, and then deprived of a trade which, whatever its other merits, brings into them a million sterling a year. And finally they run the risk that the peasantry, victorious over both the planters and the state, should enquire why they, in theory owners of the soil, should continue to pay rent. The Sonthals who broke out against the Mahajuns finished by assaults upon the rent collecting machinery. And the Government will have incurred this loss, expenditure and risk, destroyed a great trade, and pauperized a whole class of their subjects, for what? To protect a body of labourers in an attempt to swindle their employers.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২২.৩.১৮৬০

From a Forbes
Offg. Secy. Indigo Planters' Association.

To The Secretary To Govt. Of Bengal.
2. Old Post Office Street, 22nd March 1860

Sir, — A Report has appeared in the Englishman of this morning that the Hon'ble Mr. Ashlay Eden is about to be re-appointed Magistrate of Barasat, and another report is in circulation, that the gentlman is about to be posted to Moorshedabad.

2. The ryots of both these districts have manifested a very bad spirit with regard to Indigo cultivation which prevails largely there.

3. It is believed that the Government of Bengal is doing its utmost to suppress the agitation in these districts, and I have the honor to observe that in the opinion of the Central Committee of the Association the appointment of Mr. Eden to any Indigo district will be attended with the worst consequences as that Gentleman has identified himself in every way both publicly and privately, with opposition to Indigo Planting.

I have the honor to be Sir.
Your most obdient servant,
A. Forbes
Offg. Secy. I. P. Assoc.

—বেঙ্গল হরকরা, ২৪.৩.১৮৬০

The Buckrabad factory belonging to D Andrew, Esq. in the Malda district was plundered and burned, and the Assistant's bungalow sacked by a mob on the 21st instant. The intention evidently was to destroy the records of the Factory which would show that they had taken advances. This is the present policy of the ryots....

The following are the particulars of the attack on the Banyagram Factory from a letter from Aurungabad dated 22nd instant. After writing to you yesterday by a large mob of the disaffected villagers, and several lives were lost before they were repulsed. Had they not been repulsed, no doubt the lives of all in the factory would have been sacrificed and the

Factory plundered like Buckrabad. No mistake as to the correctness of the report. I have reason to believe the Police who have been for some time collected in large force in a thannah in the very centre of the disaffected villages knew of the intended attack on the Banyagram factory, yet no attempt was made to prevent it. Indeed I believe, they followed in the wake of the attacking party, and got to the scene of action after the mischief had been done. I have also no doubt they knew of the intended attack on Buckrabad, as more than two hundred of the men concerned in it crossed the Ganges from villages alongside the thannah. All this speak for itself. I wonder if these repeated attacks on Factories, and the loss of life which has begun will induce the Government to take any active measures to protect our lives and property."

—বেঙ্গল হরকরা, ২৬.৩.১৮৬০

ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বর মেং স্কৌন্স সাহেব গত শনিবার দিবসে ব্যবস্থাপক সমাজে নীলকরসাহেবদিগের উপকারার্থ এক নূতন নিয়মের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ঐ দিবসেই দুইবার পাঠ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য প্রদেশবাসি শ্রমজীবি দুঃখি প্রজাদিগের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াজনক বলিতে হইবেক। কোন প্রজা যদি নীলকরদিগের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করণের দাদন অর্থাৎ অগ্রিম মুদ্রা লইয়া সেই কার্য্য যথানিয়মে নির্ব্বাহ না করে তবে যে নীলকরের নিকট হইতে ঐ প্রজা অগ্রিম টাকা লইবেক, তিনি তাহার বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অভিযোগ করিতে পারিবেন, এবং ম্যাজিস্ট্রেট সেই বিষয়ের যাহা মীমাংসা করিবেন, তাহার আর আপিল অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার হইবেক না, ঐ বিচারে যদি ঐ প্রজার অপরাধ সপ্রমাণ হয়, তবে সে নীলকরের নিকট হইতে যে টাকা এডবান্স লইবেক মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহার পঞ্চগুণ মুদ্রা দণ্ড করিতে পারিবেন, আর ঐ ব্যক্তি যদি তৎপ্রদানে অক্ষম হয় তবে তাহাকে ছয়মাসের নিমিত্ত কারাগারে পাঠাইবেন।....

—সংবাদ প্রভাকর ২৮.৩.১৮৬০

THE INDIGO BILL

The reports of the week from the indigo districts have compelled Government to act. On Thursday, the 22nd instant, orders were issued to station bodies of Military police, throughout the districts originally disturbed. In the evening another force was despatched to Rajmehal to guard a portion of Moorshedabad. On Friday orders were issued despatching a number of European Deputy Magistrates to Krishnaghur, and on Saturday a coercion bill was introduced by the Member for Bengal. It provides that a ryot who, having accepted advances to sow indigo, shall refuse to sow, may be fined five times the advance and imprisoned. Any person guilty of instigating such breach of contract or of damaging growing crops may also be imprisoned. At the same time the Act provides that a Commission of Enquiry shall be issued, with power to investigate the entire question, to take evidence on oath, to compel witnesses to attend, and to commit for perjury. The Act takes effect from 24th March, and its operation is limited to six months. The bill was supported

by Mr. Wilson, and all the members of Government, and after a brief debate passed its second reading. There are forms to be obeyed which compel a delay of a week, but the Act will operate from the day it was introduced.

There are we believe doctrinaires in India who under any circumstances would object to such an Act as this. Full of the notion that the labourer is always oppressed, the capitalist always the oppressor, they would rather see both involved in a common ruin than strengthen the hands of the employer. Moderate men however will accept the Act with pleasure as a temporary expedient. It is not, confessedly a settlement of the broad question which now clamours so peremptorily for decision. It is not even perhaps, in the absence of restrictive clauses, a perfectly even-handed bill. As the Chief Justice observed, abstract justice would demand an investigation of the Voluntary character of the contracts penally enforced. But it is not a bill intended to settle the rights of capital and labour or to define the precise relation of employers and employed, or even to secure absolute justice. It is designed to arrest a catastrophe, to save a trade which must be saved in five weeks or abandoned, to give both parties time for the mutual agreement which the exasperation of the hour forbids. That is the view taken by the Lieut. Governor in the able letter we reproduce, admitting the full extent of the emergency.

The emergency indeed is the justification of the bill, and it is patent to all men who understand either the cultivation of indigo or the first laws of politics. The ryots of three districts after cultivating patiently for fifty years, without any new provocation, without any notice to their employers, announced their resolution to cultivate no more. A strike of that kind, admitting prima facie of no reconciliation, would be dangerous to any trade. In the indigo trade it was simple ruin. The seed must be sown by 15th May or not at all, and there was no time for conciliation. The ryots, always as capricious as children, would have received any overtures as indications of fear, and like the Assam Company's labourers have doubled their demands upon the spot. There was no time for anything save the exertion of authority, and it was better that authority should be exercised by the state than by the followers the planters might have raised.

Not content with this passive attitude the peasantry proceeded to acts which rapidly assumed the character of open violence. During the week some six or seven factories have been menaced. One, Mr. Lyon's has been attacked, and in the defence five lives have been lost. A system of destroying records has commenced, and the destruction of the advance papers is now evidently the main object of the rioters. The peasantry operate in bodies of two thousand, and upwards, and already the cry of "Kill the Europeans" has been heard. Mr. Herschel, a Magistrate supposed without justice on the side of the ryots, was treated with contumely the instant he resisted their demands, and all the symptoms which in India precede insurrection are abroad. That insurrection might not as a military movement be very formidable. Bengalees, though not precisely the cowards Englishmen believe them to be are not soldiers. They have neither arms, organization, nor self confidence. But they are some five millions in number, in the three countries, they have a country which offers

endless obstacles to military advance, they are adepts at combination, and fire raising, and above all they are too near the [...] of our power. No man whatever his capacity or experience can predicate what a peasantry ignorant to a degree Europeans cannot even conceive, may do when once roused from the *torpor* of generations. A refusal to pay rent spreading through the Eastern districts would be a calamity at which the boldest politicians might stand aghast.

Nothing could better prove the imminence of the crisis than the altered tone of the Zemindars. Their representatives in the British Indian Association petition, it is true, against the Contract Bill. But they do it in a tone which contrasts most strangely with their ordinary demeanour. The planters are no longer the "refuse of England," but men it is in the highest degree advisable to encourage. This moderation may be merely affected, intended only to secure the hearing events seem to refuse. The "suffering angel" carries points the virago might strive in vain to obtain. But the moderation may also be due to a just fear. The Zemindars are no more loved by the peasantry than the planters. They have as much to lose in a servile war. The dishonesty which seems admirable while the sufferer is a European, becomes unpleasant when he is a native, and intolerable when displayed towards a land holder. The man who fights rather than repay advances may find fighting less obnoxious than paying rent. It is not the zemindars who should *court* the settlement of all scores between themselves and the people of Bengal.

There is one report current about these outrages which demands especial investigation. It is said on good authority that the active movement is confined to the Mussulman cultivators. The Hindoos are only coerced into consent. In Moorshedabad this is peculiarly the case, the Hindoos stating specific grievances, and returning to work when they are redressed, till menaced by their bolder Mahommedan allies. The statement if true would invest the movement at once with a political character, and strengthen the belief that it originates in Calcutta. It is more probable that the Mussulmans, a haughtier race, and from their diet and their creed less afraid of violence, are only the leaders and not the instigators of revolt. But the statement deserves enquiry, and there are one or two Mussulmans of note who have no special cause to love English order whose proceedings might expediently be watched.

What has become of Doodoo Meah since his arrest as a political offender?

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৯.৩ ১৮৬০

নীলকরদিগের উপকারার্থ ব্যবস্থাপক সমাজে যে নূতন বিল উত্থাপিত হইয়াছে, বোধহয় তাহা শীঘ্রই আইনরূপে অবধারিত হইবেক। এইক্ষণে নানাস্থানে নীলকরদিগের সহিত রাইয়তগণের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশেই ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা ছয় মাসের নিমিত্ত এই নিয়ম প্রচলিত করণের মানস করিয়াছেন, এই নিয়মোপলক্ষ করিয়া গত গুরুবাসরীয় ফ্রেন্ড আব ইন্ডিয়া পত্রে তদ্গুণাকর সম্পাদক মহাশয় এদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি অকারণ অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে এদেশে নীলের চাষ না হয়, এবং নীলকর সাহেবেরা থাকিতে না পারেন এই অন্যায় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই স্থানে স্থানে প্রজারা ঐক্য হইয়াছে, তাহারা আর নীলের দাদন লইয়া নীল চাষ

করিবেক না, জমিদারগণ বিশেষতঃ কলিকাতা নিবাসি ধনাঢ্যগণ ঐ অভিসন্ধিকারি প্রজাদিগের সাহায্য করাতে তাহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া নীলকুঠির প্রতি অত্যাচার করিতেছে তাহাতে কয়েকস্থানে কয়েক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়াছে, নীলকুঠির খাতা পত্রাদি যাহাতে প্রজাদিগের এডবেন্স অর্থাৎ অগ্রিম টাকা লইবার হিসাব লিখিত আছে তাহারা অনল দ্বারা তত্তাবৎ ভস্মীভূত করিবার অভিপ্রায়েই নীলকুঠি আক্রমণ করিয়াছিল ফলতঃ তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছে কিনা তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই গবর্ণমেণ্ট ঐ অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত স্থানে২ পুলিস সংক্রান্ত গোরা সৈন্যদিগকে প্রেরণ করণেও বাধ্য হইয়াছে।

বঙ্গদেশে নীলের চাস না হইলে বিস্তর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতএব তাহা রক্ষা করিবার উদ্দেশেই আমাদিগের ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা প্রাগুক্ত ব্যবস্থাপত্র অবধারণে উদ্যত হইয়াছেন। প্রজারা নীলকরের নিকট এডবেন্স অর্থাৎ অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া যদ্যপি নীলের চাস না করে তবে তাহারা যত টাকা অগ্রিম লইবেক, তাহাদিগের তত্‌ টাকা দণ্ড হইতে পারিবেক। ঐ টাকা প্রদানে অক্ষম হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা উহারদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিবেন, আর যে সকল ব্যক্তি প্রজাদিগকে নীলকুঠির কার্য্যকরণে নিষেধ করিয়া হীন প্রবৃত্তি দিবেন, তাহারদিগের সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে তাঁহারাও কারাগারে গমন করিয়া সেই কুকার্য্যের দণ্ডবিধান করিবেন, নীলকুঠির সাহেবদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার নিরূপণ নিমিত্ত এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি কমিসনর নিযুক্ত হইবেন।

ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নীলকরদিগের প্রতি তাহার বিলক্ষণ স্নেহভাব প্রকাশ পাইয়াছে, প্রজারাই দলবদ্ধ হইয়া নীলকুঠিসকল আক্রমণ করিতেছে নীলকর সাহেবেরা খৃষ্টান লোক তাঁহারদিগের কোন দোষ নাই, নীলকুঠির লাঠিয়াল লোক সকলে কুঠিতে বসিয়া পরমেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে, একথা কে স্বীকার করিবেন।

কি কারণ নীলকরদিগের সহিত রাইয়তগণের বিরোধ উপস্থিত হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিবার নিমিত্ত কয়েক ব্যক্তিকে কমিসনরূপে নিযুক্ত করাতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজের অধীনে কার্য্যকরণে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু নীলকরদিগের অধীনে কার্য্যস্বীকার করণে কি জন্য অসম্মত হয় তাহা জানা আবশ্যক, ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট ঐ কমিসন কার্য্যে কেবল ইংরাজদিগকেই নিযুক্ত করিবেন না, কয়েকজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তিকেও তাহাতে মনোনীত করিবেন, কেবল সাহেবদিগের প্রতি ঐ কার্য্যের ভারার্পণ করিলে কোন মতেই সুবিচার হইবেক না। তাঁহারা নীলকুঠিতে গমন করিয়া এবং নীলকর সাহেবদিগের সহিত একত্রে আহারাদি করিয়াই সকল বিষয় তাহারদিগকে ডিক্রী দিয়া আসিবেন, ঐ কমিসনে একজন এতদ্দেশীয় লোক থাকিলে তাহা হইবেক না, প্রজারাও সুবিচার পাইবেক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইবেক, ঐ কমিসন সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি এরূপ আদেশ থাকিবেক তাহারা কোন নীলকুঠিতে গমন করিতে পারিবেন না, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন প্রকাশ্য কার্য্যালয়ে অথবা সাধারণ স্থানে তাম্বু ফেলিয়া কার্য্য করিবেন, এবং যে পর্য্যন্ত ঐ কমিসন সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রিপোর্ট না আইসে সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক নিয়মপত্র স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য কারণ নিয়ম নিতান্তই রাজনীতি বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই বিবেচক লোকদিগের এমত অনুভূত হইবেক যে নীলকরদিগের উপকার করিবার অভিপ্রায়েই ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা তাহার প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রজারা কি প্রকার যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করেন নাই।

—সংবাদ প্রভাকর, ৩১.৩.১৮৬০

(Weekly News)

The Agrarian disturbances have not subsided. Two factories have been burnt. One of the Backrabad factory which was attacked and plundered on the 21st instant, by the ryots. The assistant's Bungalow has been sacked. The other factory was the Beniagram one situated on the river. It was attacked by a large body of the ryots, who were repulsed with loss of

life, by the planters and some European soldiers from a steamer which was passing at the time. The disaffection has grown worse in the Maldah district.

— ক্যালকাটা উইকলি প্রেস, ৩১.৩.১৮৬০

Extract of a letter from a Correspondent in the Northern parts of the Kishnaghur district :—

"Perhaps you would like to know how we are getting on in this district since the passing of new Act. Our Magistrate has given it publicity, and proclamations have followed, but hitherto they have had no effect, the ryots either don't understand them or won't, and matters are much in the same state as before, or perhaps worse for I have just heard that there have been two cases of wilful destruction of Indigo plant by the ryots at two factories in the immediate neighbourhood of the station, and under the nose of the Magistrate. Petitions were sent in without loss of time that this was done by the owners of the fields assisted by three others with their ploughs in one case, and with seven in the other. I hear that only the owners were summoned and the cases being clearly proved against them, Mr. Herschell sentenced them to one month's imprisonment without fine. Now whether such clemency will have the effect of (detering) others from such wanton acts remains to be proved. The new act empowers Magistrates to give six months with a fine of Rs 200 for this crime and if they wish to put a stop to such things, they must show the ryots that they are in earnest, if they do not the whole of the October crops will be sacrificed. In both these cases the Magistrate sent out one of his deputies (Khan Bahadoor) who saw the true state of the cases and reported accordingly, and it would have been an excellent opportunity for the magistrate to have marked his displeasure by giving a severe punishment instead of the lightest that could have been given whilst Khan Bahadoor was investigating one of the above cases on the spot, it was brought to his notice by the manager of the factory that a number of the cattle were eating down the indigo in the neighbourhood and the owners of the cattle being sent for Khan Bahadoor gave them a mild reproof telling them that if they did so again they would be punished, but the manager who is a (plucky) fellow and in the habit of speaking of his mind, told the Bahadoor that this would not do, he declined waiting for the next offence and insisted on the names of the owners of the cattle being taken down, and a petition has been presented to the magistrate who will have another opportunity of (exercising) the new law in a mild form. I hear he has returned back to Damahoodah, but this time, he has plenty of light dragoons and light infantry for his protection ; on his last visit he did not seem to place very much reliance on his police darogahs...; We are looking anxiously in this quarter to see what he will now do after the good example shewn him by Malony and Skinner who have already accomplished their mission in Jessore, as you will see by the following extracts of letter from a friend received a few minutes since who is in charge of some large concerns in the Jessore District. The Jessore Magistrates have got me

completely out of all my difficulties. This like the other concerns in the neighbourhood... refused to sow indigo and would have no communication with the factory. By Malony and Skinner's sensible orders we have been able to make all smooth again. Not only, have the ryots agreed to sow indigo but they have put in petitions to the magistrate to the effect that they have taken advances that their former petitions stating the contrary were put in from fear of the Loknathpore ryots, that they have no complain (whatever) against the factories, that they are (anxious) to sow when rain comes, and that they desire protections to enable (them) to do so. This is all very satisfactory and do wish you Kishnaghur men had a good magistrate as M.L. and I have.

I sincerely wish we had it all I can add, I shall write again and let you know how the new Bill is working in this district, but I fear little good will be done till many of the ring leaders from the Loknathpore and Nischindapore side safely housed in the Kishnaghur jail for six months....

—বেঙ্গল হরকরা, ১০.৪.১৮৬০

The Hurkaru gives a circumstantial account of the attack on the factory of Beniagram in Malda by ryots belonging to the neighbouring districts, on the 21st March last. The only house is a mat bunglow in which Mr. P. Lyon was living with seven burkundazes. At 8 in the morning different bodies of ryots, numbering in all about 5,000 began to march on the bungalow. Fearing that he would be attacked from all sides, Mr. Lyon fired at one party and dispersed them. Observing the Pioneer steaming past, he went to the bank of the Ganges to ask for assistance. The rioters made a rush on him, but he kept them off by successive discharges of his rifle and revolver, till the burkundazes came to his assistance. The steamer left four Europeans to reinforce him, and passed on. Seeing this the crowds began to reassemble till the Chunar came in sight and supplied the Europeans with arms. The crowds broke into the office of the factory, broke open several boxes, and carried off the money, books and papers which they contained. If Mr. Lyon had not made this successful stand, there can be little doubt that the whole districts of Malda and Moorshedabad would have risen.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১২.৪.১৮৬০

(Weekly Epitome of News, April, 10)

The Englishman says numerous cases have already been brought before the courts under the new Indigo Act. In Kishnagur 29 men have been sentenced to 2 months imprisonment and a fine of Rs. 50 each, and 8 men to 6 months imprisonment and a similar fine, for intimidating the ryots. The number of cases for non-fulfilment of contracts will probably not be large. A shower of rain will shew how many refuse to sow...

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১২.৪.১৮৬০

The following, dated the 10th April, is news from the Pubna district. A certain Planter complained to the Magistrate of Pubna that reports concerning the doings of the Kishnaghur ryots had been maliciously circulated in several villages holding Indigo contracts from Factory and that the villagers had commenced to thrash the factory people wherever they were found. The Magistrate ordered Mr. Lingham, the Deputy Magistrate of Commercolly, to proceed instantly to the spot, accompanied by a body of military police. Mr. Lingham, did so with thirty sepoys on the morning of the 10th instant. On approaching the villages, inhabited chiefly by Hindoos of the Chandal caste, he perceived an immense crowd of men armed with spears, harpoons. bamboo lattees and shields. He trusting to that love which it is well known the natives bear to all in authority, whom they look upon as their Protectors against the cruel planter, alighted from his horse, and advanced towards them spreading out his arms to show that he was unarmed and attempting to reason with them, before resorting to extremities. He was soon, however undeceived. They advanced upon him with loud cries of *Maro! Maro* Magistrate Sahebko, which they proceeded immediately to do. A peon endeavoring to protect his master, had his head broken open, and is probably now dead. The police having received no orders to fire were next attacked and two of them speared to death. The poor horse, which had lately cost Rs. 600, shared the same fate. Our informant concludes by saying that during a residence of thirty five years in the Mofussil he had never witnessed scenes half so bad.

—বেঙ্গল হরকরা, ১৪.৪ ১৮৬০

The Hindoo Patriot says that the "Harkaru knows more of the planting system, its evils and its oppressiveness than any other writer on the Calcutta Press. If he chosses he can help to expose the gigantic system of fraud and tyranny against which, the ryots have risen. The Patriot ought to do us justice. If he will look to our conduct ever since we arrived in Calcutta he will see that it is, at least in part, owing to us that an enquiry is now about to be made into the system of Indigo Planting. He will remember that this was one of the things prayed for in the Petition of the Indigo Planters Association which was drawn up by the editor of the Harkaru, and that the same editor a day or two ago, as officiating Secretary to the Association, addressed Government appointed, and may commence its labors as soon as possible. If the system is one of "fraud and tyranny", we think we could have taken no more effectual way of exposing it.

—বেঙ্গল হরকরা, ১৬.৪.১৮৬০

A great many Ryots have gone to Calcutta to consult with those under whose advice they have been acting; many of them have gone to the Editor of a Native Paper, and some to the agent of a well known zemindar.

—ইংলিশম্যান এন্ড মিলিটারি ক্রনিকাল, ১৯.৪.১৮৬০

The following is from Kishnaghur, dated the 19th instant—
"A good deal of rain has fallen since the 6th, and sowing is going on in a straggling unhappy style, a little here and there. The heaviest rain was on the 17th, when nearly two inches fell, the steady convictions obtained under the new Act seem to be doing good; the Ryot is daily being impressed with (the) idea that he has got to sow his Indigo, but it goes sorely against his grain, as he implicitly believes he has been 'sold' by the Government who first told him he need not sow Indigo if he didn't like and now tell him—"if you don't sow you will go to jail for three months." A great many have gone to Jail, but the last few days they seem to prefer staying at home. Neither the Cavalry, nor the Goorkas have been able to fresh their weapons as yet, nor do I think it likely they ever will in an Indigo row. ...

—বেঙ্গল হরকরা, ২৩.৪.১৮৬০

We have received intelligence of the result of the fight on the 10th of April, between some 1200 or 1500 men of Baboo Ramrutton Roy's villages of Kochoogurrah, Berwstollah, &c. and Mr. Lingham with his thirty men of Police Battalion. We are told that Mr. Lingham, leaving the sepoys behind, alighted from his horse unarmed and went towards the rioters accompanied by some four of five peons, who on the advance of the people shuting and yelling run away...

The lattials then attacked Mr. Lingham who was three times knocked down, the last time senseless. The sepoys who had been forbidden by Mr. Lingham to fire became furious, and in advancing to the rescue fired a volley. The havildar, a brave Seikh, came just in time.... Having rescued Mr. Lingham, the sepoys began to retreat, but on their doing so the whole body of the enemy charged upon them, when two of them were knocked down by long bamboos, and one of them speared to death. Both were carried off the field, and on the third day one of them was found tied up in a cow-shed by the arms with several spear wounds and one arm broken. The dead body has not been found. It is supposed that it was thrown into the river at night.

Mr. Bainbridge, the Magistrate of Pubna, arrived on the spot on the third day after the fight, and when our informant's letters was dispatched was proceeding with the investigation. One dead villager and ten wounded have been produced. Of the latter, two or three are not expected to survive. All have been forwarded to Pubna. Mr. Lingham has on his body twenty one contusions, none of them, however we are happy to say, of a dangerous nature. His horse had fourteen spear wounds. Several of the principal villagers have been arrested, on the arrival of the Magistrate he received several applications for assistance, and Mr. Lingham proceeded towards Belnabarry with a small army of fifty of the Military Police. He found the pathways through the villages barricaded, but met with no resistance. The ryots were generally persuaded to return to their work. As a proof that the rising is not against the Indigo system, but against Europeans, it may be mentioned that the ryots

of native factories, who seldom receive a 'cash advance', or as our Correspondent expresses it, "see the face of a pice" were all cultivating quietly as usual, Mr. Sconce will, of course, put this down to the generally overbearing nature of the Anglo-Saxon, and the effects of the Christian religion which encourages and promotes oppression. We must bear patiently with such like calumnies till the Indigo Commission sits. ...It would expose the falsehood of their accusations and destroy the little importance they are now invested with in the eyes of certain good but silly people, as philanthropists of the first water.

—বেঙ্গল হরকরা, ২৩.৪.১৮৬০

We have received the following short account of what has been done in the Jessore districts by Messers. Skinner and Molony towards preserving the peace in these districts :—

"Skinner ordered some defendants in a case to be brought before him. They were present with a mob of (some) 5 or 600 ryots, who showed signs of a determination to release them. Skinner seated himself between the defendants and the mob, and ordered those who had petitions to present them, in the mean time ordering chulans to be made out to send the defendants to Jessore. They were ordered to be taken when the mob made a rush to rescue them. The darogah, burkundazes and a few chuprassis, in all some 25, made a resolute stand and at the sight of Mr. Skinner's revolver the crowd fell back and give in. Had Skinner not shown so bold a front, a serious affray, in which he would probably have been killed, would have occured.

Throughout Skinner acted with great pluck and moral courage. Molony was away at the other end of the district on important duty, putting down Indigo disturbances, I believe Molony and Skinner both kept the district quiet.

The above affair happened about a month ago."

—বেঙ্গল হরকবা, ২৪ ৪.১৮৬০

THE INDIGO DISPUTE

The news from the indigo districts for the past fortnight has been, on the whole, of a reassuring character. The infection has not spread. The summary act has been efficiently worked. splendid showers have fallen. And seed, which at one time it was thought might have remained useless in the godown, has been put into the ground. There seems every reason for believing that the average number of maunds of indigo will be manufactured this season in most districts of Lower Bengal.

It is, perhaps, hardly to be expected that some proprietors of factories nearest the disturbances should not be affected by the late outbreak. Where the temper of the ryot has been so unequivocally manifested, operations will be limited, and the outlay of capital reduced. A speculation in Indigo has been proverbially uncertain. The success of a planter

depends on so many causes, the price of seed, the rise of the Ganges, the rainguage, the due succession of sunshine and shower, the tact and dexterity of the assistant or locum-teners, the cheerfulness or sulkiness of the skilled native workmen and the facilities of procuring common labour, that an additional cause of anxiety in the uncertain temper of the growers, is not calculated to extend cultivation. The planters may, however, congratulate themselves if this proves the extent of their loss. Indeed, we may now take breath and consider what prophecies of evil have been rendered nugatory, what a crisis has been dexterously avoided, and from what dangers we have happily escaped. As the Bengali is inferior in muscular energy, in power of combination, and in positive daring to the inhabitants of the North West Provinces, so would a rising of the peasantry in the plains of the Lower Ganges be probably marked by less terrible outrages than a rising in the Doab of Hindustan. But the Bengal peasant has, still, a large capacity for mischief and he possesses that love of plunder, which is an instinct with all orientals, in an eminent degree. The peasantry would have been without a leader, and the efforts of the Zemindars would have very speedily been directed to the maintenance of order. The schools of the missionary might have remained intact. Not a rupee might have been taken from any Government Treasury. The Dacoits and Lattials, whom the Sudder had not acquitted, might still have remained to fatten on prison fare. The hideous spectacle of burning bungalows, liberated convicts, treacherous officials, and hunted or slaughtered Europeans, might still be known only through description to those who reside between the Megna and the Hooghly. A mitigated mutiny, a rebellion stripped of its worst features, seemed at the least, inevitable, though, when the contagion of disorder and anarchy had once commenced to spread, there is positively no saying what property might have been respected, or what interests would not be embraced. The Ferazees, quiet in 1857, might have hailed a new prophet, or have been favoured with a further revelation on the propriety of refusing all taxes, in 1860.

But, if the livelier horrors were not to be, it is quite certain that outrages, injurious to property and reflecting discredit on Government, would have been familiar to a part of India hitherto intact. Barns and out-factories in blaze; bands of armed men threatening the two-storied mansion of the planter; communication interrrupted between the factory and the thannah or station; the European, maddened at the near view of ruin, engaging in the desperate task of attempting to sow lands by means of his armed burkundazes, in the teeth of a whole population actively arrayed against him; the trade of scores of populous and flourishing Hauts and Gunjes completely interrrupted; the unpopular Gomashta or obnoxious Naib with his nose slit or his ears cropped; respectable Hindoos and Mahommedans hiding their women and burying their cash and jewels; a score or two of villagers, probably the most unoffending, laid low by the bullets of the military police, in each disturbed locality; a sacrifice of property which it would be scarcely possible to calculate and an amount of official and unofficial labour and vexation which could not be overrated—this is what we were certainly menaced with, and from what we have fortunately escaped, if writers can be warranted in assigning their precise and relative position to cause and effect.

There seems no question that, whether backed up by unseen an influential supporters or not, the Ryots of all Lower Bengal were about to enter into a common league against Indigo. And we have reason to be persuaded that this combination would have extended to Indigo cultivated for the zemindars also. "Will the Ryots of Baboo—sow this year?" asked a gentleman lately of an intelligent native, naming one of the most powerful Zemindars, whose will was law to his tenants. "They will sow," was the ready reply "now that matters are settling down, but they, too would have refused, had the whole Raj been bound by agreement to refuse."

Whatever be the result of any enquiries into the relation between planter and Ryot the Government of Bengal has acted hitherto, on the whole, with discretion. The blunders of discredited statesmanship have not been repeated, the experiences of history have not been cast to the winds, the lesson bequeathed by a period of anarchy has been carefully reperused, and been followed by action. Nor have the official, entrusted with the delicate task of enforcing a summary law without increasing irritation, been found inadequate to the task. We have no cause to think that the provisions of an enactment, stern but salutary, have been flagrantly abused. But even a harsh sentence or two would be preferable to unchecked agrarian outrages. Better that half a dozen Ryots who had been deluded or forced to join the union, should have leisure to repent of their folly in the jails of Kishnaghur and Moorshedabad: better that an obscure agent, found lurking in a "doubtful" village, should be summarily incarcerated without a Barrister to defend him, or an appeal to the Judge, that the quiet atmosphere of Bengal should be lit up with the lurid glare of a general conflagration. We have had quite enough of green flags and red rebellions. It is a matter of congratulation to the community and the Government that we are not to have a blue mutiny.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৬. ৪. ১৮৬০

NUDDEA PLANTERS

To the Editor of the Indian Field,

Dear Sir,—Eight years ago, when I still lived at Solo, my old mission-station, and when Mr. Hills,—whose concern Mr. Forlong now manages—was about to secure to himself the neighbouring talooks, the munduls of these villages came to me in bodies of ten, twenty, and even upwards, to fifty men in a body, begging very hard of me to take these few talooks around me, in order to save them from indigo oppression. They were, in case, I would do so, ready to raise half the amount of the sum wanted for the purchase amongst themselves, make it over to me as pure present, which, indeed, they would have done, simply to escape indigo oppression. Some of the talookdars themselves one of them—who by lattials had been confined to his own house—at last ventured out, and came to me late at night, protected by some twenty five of his ryots, imploring me to represent

his case (sc. that the planters wanted to force him to sign on agreement of having made over his talook to them) to the Magistrate; which I did, but to no purpose; not from any fault of the Magistrate (Mr. Montrisor), who to my knowledge was the most competent Magistrate amongst those that for the last fifteen years have been at Kishnaghur, and always ready to lighten and to obviate any existing evil; but the talookdar was at last caught and forced to sign an agreement to the effect that he had made over his property to the planter. But previously to this, fifty cows of the villagers had been taken away at noon by the lattials, and indigo had already been sown (even whilst the case of the cow-theft was going on at Kishnaghur) by force on the fields of the villagers. At last all the talooks (under what circumstances I cannot mention in a letter) were secured by the Nischindipore Concern. The ryots were awe-struck. Those who until then had never sown indigo, or very little, (the people of Meliaputta, Pathorghata, and Gobindopore) again came to beg me to protect them from the oppression that was to come upon them, and which I at the time did not understand as I do now. When the planters heard that the munduls had been with me, he, as their new raja (king) fined, i.e., took by force from every one of them, as a punishment for having gone to the padree, a sum of money of upwards of twenty-five rupees! This, of course, put a stop to their coming to me any longer, and they were obliged to take advances for the first time and for the last, (for since that time they, with perhaps some exception, never got any,) and were doomed to sow indigo for ever, and that at their own enormous expense, and to their own loss and ruin. The Christians, however, (of the Meliaputta village) would not yield so easily, as they thought it my duty to protect them against oppression. Not aware at the time of the awful sort of oppression, I advised them to sow a little indigo telling them to consider that the planter had taken the talook merely for the indigo's sake. But they, knowing better than myself, would not on any account consent to sow. The planter, all the while, as a matter of course, believed that the padree was dissuading them.—One day, when I left my station to pay a visit to a distant Brother-Missionary, Mr G. Smith availed himself of the opportunity, came in all haste to the Meliaputta village, and told the people that he would "in a moment destroy their village" if they did not sow indigo. Thus the ryots were obliged to say they would, and forthwith the advances were forced upon them for the first time and for the last. For why should a planter repeat the advances to such ryots that have become his own tenants or serfs. All he wants is, to have all the names of his tenants down in his contract book. After this little process is over, the ryot is said to have made contract, and considered bound to sow indigo all his life—without ever getting fresh advances. Nay, this sort of contract is not even dissolvable with the decease of both the planter and the ryots. The new planter, as a matter of course, considers the son of the deceased father bound to sow indigo all his life time, without repeating the ceremony of making contract. Nay, I know cases where already grandsons have inherited a so-called indigo contract down from their grand-fathers; and as they all the while had the idea as if the planters and the company were identities, they, as good subjects, quietly submitted to it, and for an occasional groan they

were punished and publicly slandered and libelled by the newspapers and even in reports of Missionary Societies. (I can never forget that the Hurkaru should have been able to quote whole passages from the Baptist-Missionary Society's Secretary, Mr. Underhills' report in favour of the planters and against the ryots, and as a negation of what a Missionary with his own eyes has witnessed for years.)—But I must proceed to describe the process of making contract in the village—Pootimarry close to my old compound, and of which the planter is not the landlord. This happened after the Hurra Factory was bought by the Nischindipore Concern (for before this happened never a single ryot complained to any manager of that factory or its joint factory over at Chundraghat.) One day, namely, the first munduls—some of them the landlords of my mission-premises and Christian little village-of Pootimarry came to me, along with some Christians, crying and saying today they had, for the first day in their life, been dishonoured, i.e., beaten. The saheb of the Hurra Factory had been in the village, and offered them advances. When they refused taking them, he threw the Rupees down to their feet, and when they would not pick them up, the saheb obliged them to do so with his whip. But as I was then not yet fully aware of the Nischindipore system, (nor was it so bad, it must be confessed, as it is now, under the special care of its present head-manager,) would not interfere, and they were left to their miserable fate. Only about eight Rupees, forced upon some poor Christians, who held neither jumma lands, nor had any ploughs or cows, at one time, obliged the planter to take back. Now to return to Meliaputta. To those members who at the day of concluding contract are not at home, advances for certain beegahs were sent to them, and their names entered into the blue-book without any ceremony at all. One of them was a respectable but poor Christian. Three rupees were sent to him as an advance for one beegah and half. When the money was given to him, he said "now we are done for, called that born to him that day, Neelmonee, i.e., indigo pearl"). By and bye his one beegah and a half were increased to three, (i.e., factory beegahs, but five zemindary beegahs were measured away,) without advance. Last year he delivered 16 carts of indigo, which at the factory were measured into 12 bundles, for which he got Co's Rs. 3. How much of this the factory servants allowed him to take to his home, I forgot, but the account of his expenses is before me. and amounts to Co., Rs. 17-5. But you must remember he got off easiest. I have got before me 400 other accounts that will shock any one. Now a good number of such people, and others who have been suffering infinitely more, are just now imprisoned at Damoorhoodda, near Nischindipore, with their feet in the stock, and tortured in several ways to make them confess to having taken advances. Those who can are willing to pay heavy fines enacted, but they are not accepted; others, who cannot pay, willingly go to jail, but from them money is wanted, or a promise to sow indigo.

In haste.

Yours faithfully

Santipore, 17th April, 1860 C. BOMWETSCH

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৮.৪.১৮৬০

The following is from Goldar Factory dated the 27th ultimo :—

I have had, I am sorry to say not able to sow any Indigo with the exception of a few Jessore villages where the sowing have taken place as usual, so that the factories under my charge are entirely ruined for the present, as this concern sows little or no October. In Kishnaghur things are worse than ever; Mr. Maclean the Magistrate at Damoorhoodah, had he been left alone, would I believe, have settled every thing a month ago, but whatever good he does, is instantly upset by Mr. Herschell the Kishnaghur Magistrate who (if what every European and native says is true) is mad or craked. The only chance of the district being again in a settled state is to have Mr. Herschell out of it at once, and to send him to keep company with Mr. Eden. If Government wanted the planter's entire ruin, why did it not send Mr. Eden to Jessore, at the same time as Mr. Herschell was sent here? The object would have been attained at once, I will now give you some particulars of the conduct of Mr. Herschell, and if you do not quite believe me, write to others, and inquire before you form any opinion.

I had a nice shower of rain on the 14th of April, a few ryots then began to sow my lands in Paddy, in fact they began the same, I believe, all over the Kishnaghur district whilst the few Jessor villages amongst them, were sowing their Indigo as usual, and the Kishnaghur ryots were abusing them in the grossest terms, and trying every thing they could to prevent them sowing. I went to Mr. Maclean at Damoorhoodah the very next morning, and explained matters to him. He at once...issued a Perwannah on the 17th or so, which showed, that though under Mr Herschell, he had more common sense, and knew the native character better; for the said Perwannah, reached my factories on the 18th, after it had been circulated for a couple of hours only, a whole lot of my ryots came to me, whom I had not seen since February last, telling me that they now sow what fools they had made of themselves, that after all Government did not wish them not to fulfil their contracts. In fact, they had all come round and they wanted seed to sow the very next day, and were all the point of sowing, when arrives a second Perwannah from Mr. Herschell, direct from Kishnaghur about 40 miles off, never even passing through Mr. Maclean's hands, and which at once set the whole of the district worse than ever. A whole bit of ruffianly Burkundazes went through all my villages urging on the ryots not to sow Indigo at all or they would be fined and imprisoned if they did so; the consequence is, that at the moment I write two-thirds of my Indigo cultivation is sown with paddy, and I am looking on very happy as you may fancy. But these scoundrels did not only go through the Kishnaghur villages, but are now playing the devil with the Jessore villages, which must be very amusing to Messers. Molony and Skinner, after all the trouble and pains they have had to get their district into quietness! I most sincerely hope that other planters have written to you regarding the matter. I heard a Military officer the other day declare that, however learned Mr. Herschell may be there was no doubt "he is as mad as a march-hare," A pretty Kind of a Magistrate to have in a district like this!

Now to give you some proof of the rascality of the Nuddea Police — a Police Burkundaz

who was at my Katjoorah factory put there by the Magistrate to prevent a breach of the peace, got (hold) of that pretty Perwannah of Mr. Herschell's and during the night of the 2nd he set up the whole of my Kishnaghur villages in a blaze by declaring to them that they would be all put in jail if they sowed Indigo ; not satisfied with this, he went through my Jessore villages and did the same. Hearing all this I went to (Soobdee) where Mr. Molony, the Jessore Magistrate holds his cutcherry on my way to Mr. Maclean, when to my surprize, the very same fellow that had just ruined my factories, I found, had just been caught and brought to Mr. Molony, by the servants of the Charagodah Concern, which is in Jessore. He had also been inciting the ryots of that quiet concern to revolt. Mr. Molony heard patiently what was said against him and sent him to Mr. Maclean at Damoorhoodah where very likely he will only get six months of jail and begin again as soon as he is out of it. I also the very same day lodged a complaint against him to Mr. Maclean. I will now tell you why the police behave in that way. One or two Nuddeah Burkundazes go into a rebellious village, call all the ryots together and say to them ; 'Well my boys, I have just got a new and capital order from the Hakeem for you ; your are fifty here say — you rich fellows bring at once one Rupee and you and you poor devils bring 8 annas and 4 annas ; and I will read this beautiful production. In five minutes the money is collected, and a false paper is read, then the ryots call "Allah! No Indigo is to be sown, &c." and separate. The Kishnaghur Police is curse of the country, and has (done) all mischief."

—বেঙ্গল হরকরা, ২.৫.১৮৬০

THE INDIGO COMMISSION is being appointed, and will commence its investigations without delay. The members who, we believe, have been nominated, will on the whole give satisfaction to both parties. Mr. Seton Karr, the Judge of Jessore, has already arrived in Calcutta. His colleagues will be Mr. Forlong the Planter, Moulvie 'Abdool Luteef, a Deputy Magistrate of the 24 Pergunnahs, and a Missionary who is well acquainted with the ryots and their vernacular. No appointment could be better than Mr, Seton Karr's. If the planters had been asked we question if they would have nominated Mr. Forlong and it is doubtful if the British India Association will be entirely satisfied with a Mahommedan representative, though he be enlightened. A Missionary, the Rev. Mr. Sale is spoken of, will represent "the dumb". On the whole the 'cast' of the Commission is as unexceptionable as was possible in the circumstances.

We publish the petition of the Calcutta Missionaries to the Lieut. Governor, on the subject of the Indigo Act and Commission. The remarks on the Act believe to be as objectionable as Mr. Herschel's last 'perwannah' Ex post facto legislation on the subject of Indigo contracts was from the first confessed by all parties to be necessary. A peasant war was imminent, ryots had combined to resist the fulfilment of contracts, to ruin extensive property, to intimidate well-disposed agriculturists. The planters regret the causes which produced such combination as much as the missionaries, and are as eager for their

removal. But as a temporary expedient to prevent revolt and to put the broad question in a position for settlement, such an Act was necessary. It was passed for six months. Any vacillation in carrying out its provisions, any tampering with its clauses such as Mr. Herschel's will not only postpone indefinitely the settlement of the whole question but create the very discontent it was so informally passed to suppress. It has done so in some cases. A Commission cannot investigate, a Council cannot calmly legislate in the face of a jacquerie. During these six months both planters and Magistrates are on their trial, and in proportion as the latter justly administer the summary law, and the former mercifully abstain from pressing its provisions in every instance, will the time when European capitalist and native labourer or farmer can work honestly and cheerfully together, be accelerated. Justice on the Magistrate's part is the security of Lower Bengal ; severity on the Planter's part, however just, is, to put it on the lowest ground, bad policy.

For the rest, we trace the grievances of both ryots and planters to the want of all law and government in Lower Bengal. Both have been wronged, both have been put in a relation to each other which could only produce unceasing irritation, which could only issue in open rupture. Between both the missionaries who have breadth of judgement enough to see the value of European capital to the ryot and the value of honesty on the part of the ryot towards the planter without indulging in exaggerated denunciations, will act as mediators. We admire their philanthropic defence of the ryot, but it has not always been impartial. They have spoken for him when no one else would. But individuals among them have been too apt to charge the planter with evils, the necessary result of a Government which promoted anarchy, or the inevitable fruit of a superstition which defies theft and lying. If the Commission succeds in inducing the legislature to extend the Act protecting advances to workmen over all Bengal to substitute Small Cause Courts for the present nests of corruption, and deposit banks for the tyranny of the mahajuns, it will not have enquired in vain. Though its report be more admirable than the Police Minute of the late Lieutenant Governor, if it is not followed by action, its investigations will prove as fruitless as his administration. We believe that Mr. Grant has will enough, and the Commission will furnish him with information enough, to give to Bengal, for the first time since plassey, a Government.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৩.৫.১৮৬০

The following is from Kishnaghur, dated the 3rd Instant :—

"It is not three weeks since the Magistrates began to try the breach of contract cases under the new law. Three additional Magistrates were appointed to aid in the work. Yet strange to say all three have been removed from the stations where they were doing their work most usefully and where their services were of the greatest value.... All this and the extraordinary Perwannahs we have been suffering from, only foments a spirit ruinous to the ryots — to lose days in settleing difficulties, when hours were of consequence, and

in litigation and sending people to Jail, which surely should be the object of the Government as much as the Planters to prevent and discourage — happy would it have been for Government, Planter and Ryot if a man like Mr. Molony had been Magisrate of this District, for every thing would now have been quiet, and the Commission would shortly have put the Indigo system upon a (footing), when injustice would be impossible. In place of this we have a Magistrate possessing great talent and activity, and I grant also possessing a sincere wish to do what is right. Yet from a slightly impulsive disposition, meddling with every thing at the wrong time in fact frustrating the wishes of the Government getting his police beaten and his authority treated with contempt, and worst of all getting hundreds of ryots put in jail when the most ordinary exercise of common sense would have saved all this scandal and shame. Great talent is a poor atonement for all this folly, and glad, we all should have been to have had a Magistrate possessing one third of Mr. Herschell's ability, who would have taken a broad view of the troubles that had sprung up done at once what he thought best for all in the way of restoring quiet, in place of running all by indulging in the most hair-splitting folly.

Heaven protect the ryots from such a friend as Mr. Herschell.

—বেঙ্গল হরকরা, ৫.৫.১৮৬০

The following is an extract of a letter from Mr. Meares of Lokenathpore :—

"I may now mention that in consequence of Mr. Herschell's extraordinary conduct,...the whole country is in a blaze again. On or about the 17th ultimo, Mr. Maclean the Assistant Magistrate of Damohoodah, gave an order on the police, that the ryots were not to be allowed to sow paddy in Indigo lands. This put a stop to their doing so, and there seemed every chance that they would come to their senses, and sow Indigo as usual, however when Mr. Herschell heard of Mr. Maclean's order he at once sent a Perwannah direct on the Police, cancelling it, and desired them to give the ryots notice that they might sow their lands with what crops they liked. The consequence of this is, the ryots have sown nearly the whole of the Indigo lands with paddy, and have broken up Indigo plant which they had sown before. Mr. Herschell's order was proclaimed by the police, They have also sown our Neezabad lands with Paddy.

At the time Mr. Herschell gave this order we had a fine fall of rain in most parts of the Lokenathpore concern, and I believe our ryots would have sown Indigo as usual, but directly they heard the order they commenced sowing paddy again, consequently this concern is completly ruined, and the misled ryots will be ruined also, by our being forced to bring cases against them under the new Act. To whom are we to look for compensation, the Government or Mr. Herschell?"

—বেঙ্গল হরকরা, ৭.৫.১৮৬০

(Weekly Epitome of News, June 4)

The report of Mr. E. H. Lushington, offi Commissioner of Nuddea, draws a gloomy picture of the state of the district. A thousand cases of ryots who refused to sow indigo are pending under the Summary Act, and a thousand more are expected. Ryots already in jail, on being offered liberal advances by Mr. Forlong and the restoration of their liberty and property said "they would die a thousand death rather than cultivate another beegah." The strongest antipathy to the cultivation has been manifested by ryots in the villages belonging to planters. Mr. Lushington thinks the only explanation is — "The grinding oppression and extortion which the Ryots of an Indigo Planter suffer at the hands of the Gomastahs and other subordinate servants attached to a factory. The more firmly a ryot is placed in the power of the planter, the closer and harder would appear to be the pressure put on him by these myrmidons, for they deserve no better name, that live on the factory." Mr. Lushington calls for more Magistrates. He asks Govt. to empower subordinate civil judges to act under the Summary law. Notwithstanding three-fourths of the usual crop have been sown. The damages allowed average Rs 11, a beegah. The military force is to be withdrawn.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৭ ৬.১৮৬০

The Abduction Case

The following are the particulars of the abduction case to which the Revd. Mr. Bomwetsch referred in the course of his evidence before the Indigo Commission. It is a fearful charge against a man of any position and character, and we would not have given it publicly had we not the fullest confidence in the venacity of our informent. We understand that the Assistant Magistrate of Damouhooda has again brought the case on the fel should be find the evidence as it has been represented to us we hope he will not [-etate] for a moment to hard up the case to the Supreme Court to be dealt will as so serious a charge ought to be dealt with.

Bomwetsch has (very properly, I admit) refrained from mentioning before the Indigo Commission the particulars of the Joogeerhooda rape case, I beg to [send] them for publication in your fearless columns.

Muthoor Biswas is a respectable ryot of the village of Joogerhooda near the Katcheekatta factory the manager of which is Mr. Archibald Hills. Mothoor had complained to the Magistrate of Nuddea of the oppression practised by Mr. Hills upon him. Mr. Hills was incensed at Mothoor for this. One morning in the early part of Falgoon last, Mr. Hills, attended by his Jemadar and some other men, rode down to the banks of the Howleah river below Joogeerhooda, to see the indigo plant growing on the chur. At that time, Mothoor Biswas's niece-in-law, a girl of about sixteeen, named Hurromonee had come to fetch water from the river. Mr. Archibald Hills struck by the girl's attraction asked

his attendants who she was. They after enquiry said she was the niece-in-law of the very Mothoor Biswas who had complained against him. Mr. Hills directed his men to take the girl away to the factory. The Jemadar and other men bore her away aloft in the air to the factory. Mr. Hills followed on horse back. Mothoor Biswas was soon informed of the occurrence, and tried to approach the factory, but he retired through fear. He went to the Hardee Thannah, the naib Darogah of which immediately sent some Burkundazes to effect the girl's release. On the Burkundazes reaching the factory, Mr. Hills removed the girl to a back room. The Burkundazes were well bribed, and they reported to the Naib-Daroga that the girl was not in the factory. After the Burkundazes went away, Mr. Hills is alleged to have violated the girl, and then having procured a palkee and bearers, sent her in it to Beresur Mookherjea's place at Belgatcheea of which village the Mookherjea's nephew was Naib, for Mr. Hills. The Mookherjea did not consent to receive her, where upon she was carried to a Napit of Doukei, also a village in Mr. Hill's talook. The Napit too was unwilling to receive her, and she was next carried to the Purramanic factory of Mr. Hills. The Gomostha of this factory, Dhununjoy Mookherjea, not thinking it safe to keep her there, sent her to the Doorgapore factory of Mr. Hills, where the gomostha, Hurrochunder Chatterjea, sent for Surroop Biswas, Ameen of the factory, who is a relative of Mothoor Biswas...

Mothoor Biswas [-rng] of any other means to effect his niece's rescue threw himself upon the mercy of the factory people, and went to Nusseeram, writer of the factory [who] said that he could get his niece back on his filing Razeenamah in the case he has brought against Hills. Mothoor presented at the Thannah, a Razeenamah written for him by the factory people, and on [re-g] to the factory was told that the girl was in the house of his relative, Surroop Biswas, Oneengram. Mothoor found her there and brought her home. He then obtained the consent of his fellow caste men, and instituted a complaint before Assistant Magistrate of Damoorhooda. The woman gave her deposition in person to Mr. Maclean, Darogah of Thannah Hardee was deputed to make inquiries, and he reported the case proved. ...

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৯.৬.১৮৬০

THE INDIGO COMMISSION has closed its sittings in Calcutta, and removes to Kishnaghur to-day. The Commission will now hold its investigations on the spot. It will be better able to judge of the character and veracity of the ryots who complain, and will accommodate the planters who, from the necessities of the season, have found it impossible to appear in Calcutta. An opportunity will also be afforded for verifying the statements of both ryots and Missionaries as to outrages in the district, and the delay or denial of justice in the Courts. Until the evidence is completed it would be both premature and unjust to draw deductions from it favourable or unfavourable to either of the parties or to Government. But it is quite within our province to remark that the majority of Planters

who have been examined superintend cultivation which is more 'neejabad' than 'ryotti' and that the Zemindars have shewn a most suspicious reluctance to give evidence. The former is no doubt largely owing to the difficulty planters have in leaving their factories at this season. But the latter is inexcusable, and in the eyes of unprejudiced onlookers most damaging to the whole body of native Zemindars. It is not the English talk of the British India Association, but the honest Bengali evidence of the landholder who has not yet been denationalised, that we want. Where are Joykissen Mookerjya, the Tagores, the Gosains, the Singhs and the hundred others who have incomes from the land which an English nobleman might envy ; who have ryots on their properties in number twenty times that of the serfs on the largest Russian wastes? We want to know how many live on their estates, how many absentee landlords there are, how many tenant proprietors there are, what 'nuzzerana' are paid and when ; if the native underlings are worse than those of the Planters, how many Europeans hold leases, and so on? If the native Zemindars wish to come honestly out of the present enquiry let them appear before the Commission and answer the questions, especially about "illegal cesses' fully and honestly.

We trust the Commission will not give in its report two months hence without a clear and detailed history of the crisis which has led to their own appointment. The weekly reports of Magistrates and Commissioners are more impartial than the correspondence in the daily journals. We want an authoritative history of Lower Bengal for 1859-60.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৫.৭.১৮৬০

The Indigo Commission returns from Krishnaghur to Calcutta today to resume its sittings and prepare its report for Mr. Grant and the Legislative Council. Magistrates, Planters, ryots at liberty and ryots in jail for breach of contract, have been examined. Factories have been visited and factory books inspected. The evidence given was most full and frank. We regret however the Commission has left the district without cross-examining some of the heads of the native police, a few darogahs, 3 or 4 mahajuns if they could be caught, and a native deputy magistrate or two. Many native Zemindars were summoned but not one attended. The native landholders' side of the question has hitherto been without representation. Their absence, their reticence, their reluctance are most suspicious, and, we fear, most significant. The Indian Field promises that several will appear before the Commission close its sittings. We look for their evidence with interest. But now that the members have left the interior, we fear it will be that of absentee landlords, who must refer to their underlings for details as to the condition of their estates, the state of their ryots, and the nature of their relation to planters. The honest statements on cross examination of a man like the late Ramrutton Roy or Joykissen Mookerjya, would be worth half the evidence already given. The native zemindars have no time to lose.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৯.৭.১৮৬০

(Weekly News)

The Hurkaru has been informed that the Ryots in Packadangah and Baboocooly concerns are cutting the Indigo and throwing it into the river. At other factories they refuse to cut at all, and the Magistrates are afraid to interfere on account of Mr. Grant.

—ক্যালকাটা উইকলি প্রেস, ৪.৮.১৮৬০

(Weekly Epitome of News, August, 7)

In Magoorah and Narail, two of the sub-divisions of Jessore, the ryots have begun to destroy the growing indigo. They send the cattle into the crop, and refuse to make it over to the planter. Only in a few cases has a compromise been effected, the ryot generally holding out. An impression spread among the ryots that they must lodge complaints against the planters before 30th July. Accordingly some hundred of petitions were sent in, but not supported by proof of the alleged oppression. In these districts the prospect of a peaceful settlement of the difficulty between ryot and planter when the Act expires, seems very slight.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৯.৮.১৮৬০

THE INDIGO REPORT

The report of the members of the Indigo Commission was sent in to the Lieutenant Governor of Bengal on Saturday last. In his tour to Serajgunge and the Eastern districts he has now leisure to study its contents and determine on the action, if any, which he will recommend. As it will shortly be in the hands of the public, and it is already the subject of conversation in some circles, we violate no confidence in stating what we believe to be its general character. Beginning with a short history or exposition of the nij, the lower Bengal, the Tirhoot and North West systems of cultivation and manufacture, it carefully analyses the evidence, and from the statements of the planters themselves comes to a conclusion against their system in which, we fear, only a few of them will concur. Originally written by the President, Mr. Seton-Karr, it underwent careful discussion at lengthy meetings of the members, and embodies the opinions and conclusions of four of them, Messrs. Seton-Karr and Temple, the Rev. J. Sale, and Baboo C. M. Chatterjea. Its general nature may be learned from the fact that Mr. Ferguson, the planter's representative, declined to sign it. It is accompanied however by a short minute from his pen, and by a minute written by Mr. Temple which also Mr. Ferguson signs. The latter minute recommends the appointment of a Special Commissioner to mediate and finally settle Indigo disputes, and the enactment of a summary law to prevent breach of contract. Against both of these recommendations, the President, the Missionary and the Baboo write strongly in

the general report. On one thing we congratulate the Commission, that their report is so nearly unanimous, whatever its contents may be, and that it is written in no namby-pamby style with a view to a compromise which would leave the matter where they found it, but speaks out boldly and suggests emphatically. The sore was too grievous to be healed by mere plaister.

The report will be accompanied by the bulky evidence of upwards of 130 witnesses, and by a tabulated abstract of the replies to the circulars of questions issued to all connected with Indigo. With such completeness, and the absence of anything like an uncetain sound, we hope that it will lead to a speedy settlement of the question. However it may be received by the various parties whose interests are at stake, it will have a powerful influence on the opinion of all the unprejudiced.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৩০.৮.১৮৬০

(Weekly Epitome of News, August 31)

Mr. A. Hills, an Indigo Planter of the Katchekatta Concern in Krishnaghur, has commenced an action for libel against the Hindu Patriot in the Principal Sudder Ameen's Court of the 24 Pergunnahs, for accusing him of the abduction of a married native woman. The case was brought up in the evidence given before the Indigo Commission. The damages are laid at Rs.10,000. The native Editor says he is prepared to 'justify.'

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৬.৯ ১৮৬০

•

THE REPORT OF THE INDIGO COMMISSION is a lengthy document extending over sixty quarto pages. To reproduce any large portion of it in our columns is impossible, and it is available to all who have a personal interest in the subject. We must confine ourselves to-day to an abstract of its contents, and a general statement of the question at issue. It is based on the evidence, given on oath, of 134 witnesses, of whom 15 were servants of Government, 21 planters, 8 missionaries, 13 native landholders of influence, and 77 ryots or small occupants of land. The Commission held its sitting chiefly in Calcutta, but also in the centre of the disturbed districts, for two and a half months. Its members were nominated by the parties most interested, the Government, the planters, the native landholders, and the Missionaries as representing the peasantry, while a fifth was added, unconnected with any class and hitherto ignorant of Lower Bengal. All its proceedings were public ; a body of written evidence was given in, in reply to questions, by witnesses who could not attend in person ; Government records were at its disposal ; and information on the collateral subjects of opium, salt, silk, landed tenures and agricultural pursuits generally, was collected. The Report, based on these, has been drawn up with remarkable ability, and the conclusions are drawn from the evidence with judicial fairness. Whatever

may be thought of some of the practical suggestions which follow, or of the absence of others, the public have now before them the fullest material for coming to a decision for themselves, and the Government are without an excuse for longer delaying to amend their administration where it is faulty.

The two systems of Indigo cultivation in Lower Bengal are known as nij-abad and ryotti. The former exactly resembles a farmar's management of his own estate in England. The planter obtains occupancy of the land, employs an establishment of servants and ploughs, occasionally hires others at the height of the season, and grows his own crop. Nothing could be less objectionable, but such cultivation, unfortunately, forms a small proportion of the whole. It is adapted only to low lands formed by alluvial accretion in the centre and on the sides of rivers, which are unfit for any other crop, and are of very limited extent. Such land is not available in the populous indigo districts, where ryotti must be resorted to. There the ryots sow indigo on lands which are their own property, under contract and by advances made by the planter. Where the planter obtains, by purchase from the Zemindar, his rights to villages and so becomes the superior landlord, the cultivation is termed ilaka; where it is carried on in villages belonging to other landlords it is called be-ilaka. It is this ryotti system alone which is in question. The planter enters into contracts with the ryots for from one to ten years, by which they receive an advance of two rupees a beegah (the third of an acre) and agree to sow lands suited for indigo, which are marked off by the planter's servants, and to deliver the produce at the factory. The plant is measured and the ryot credited with its value at the rate of from 4 to 8 bundles a rupee. He is debited with the advance of two rupees, with two annas for the stamp on the contract, with the seed for sowing at the low rate of four annas a beegah, with the expense of carting to the factory, and with the amount of any debt which after the first year, has remained uncleared. If he has excess to receive it is paid him, if not, the debt is deducted from the amount of next year's advance unless where very large, when it is sometimes cancelled or he receives a separate loan. The system in Tirhoot is different and there no discontent has existed. The ryot receives an advance of three rupees for an extent of cultivation equal to three Bengal beegahs (an acre.) If, after sowing, the crop falls, he receives a futher advance of one rupee for his time, labor and land. Should the crop succeed he is paid the additional price of three rupees six annas. Thus, if he fails — and the planter takes care to prevant fraud — he has four rupees an acre, if he succeeds he has six rupees, six annas, and this season the rate of remuneration has been raised. In the North West a different system prevails. Natives bring Indigo in a crude state to the factory for sale, or advances are made to Contractors who grow the plant with comparatively little supervision. Such in general are the various systems throughout Northern India. But it is with the ryotti alone that the Commission have to do. The Report proper, which begins at this point, considers the enqùiry under the three heads of, — I, "the truth or falsehood of the charges made against the system and the planters ;"2. "the changes required to be made in the system as between manufacturer and cultivator, such as can be made by the heads of concerns

themselves ;" and 3, "the changes in the laws or administration such as can only originate and be carried out by the legislative and executive authorities."

1. Under the first head the Commission come to the conclusion that as between planters and native zemindars, the acquirement of proprietary rights, so much coveted by the former, depends on their own skill in negotiation and command of capital. From some cause or other the zemindars invariably come to terms. The real gist of the enquiry lies in the relation of the planter as manufacturer or landholder, to the ryot as producer or payer of rents, and in the oppressions of which the planter is accused. The number of cases in which ryots have taken fresh advances of late years is not great, and hence the majority are working out the engagements of their predecessors. The planters prefer to keep the ryots indebted to them, that they may sow from year to year. The complaints made by the planters of the faithlessness and indolence of the Bengalees, and by the Bengalees of the harassing interference and supervision of the planter, arise from the fact that indigo is not profitable to the ryot. The planter selects his lands, measures them by a varying standard, pays for seed at an unvarying rate, and is liable to none of the risk of a most precarious crop. The result is that most of the ryots are on the wrong side of the books, and irrecoverable balances exist to a large extent. The collateral advantages of schools, dispensaries, loans without interest, diminished rents, unbought justice, cannot compensate for direct loss of profit, while they are counter-balanced by the system of unending contracts which are equivalent to a denial of personal freedom. But on the other hand the value of the annual out turn of Indigo, amounting to nearly two millions sterling, and the political advantage of the presence of Europeans in the interior, must not be forgotten. As many of the planters work on borrowed capital they cannot offer such terms to the ryot as they otherwise would, while they circulate large sums of money throughout the country. The growth of indigo is advantageous to the soil, as affording a rotation of crops, while, as it does not take up more than a twentieth of the cultivated area, it does not interfere with rice. Planters have, moreover, cleared large tracts of jungle wherever they have settled, though on the whole, they may not have improved the condition of the ryots, for indigo is grown at a loss. As to the charges brought against them, none are in general substantiated except that of kidnapping. The delay and difficulties of the law and the corruption of the police are the planters' excuse, and the offence is not confined to them, while there are many of them who would not be guilty of it. Where planters are experienced and energetic, their servants can but rarely resort to oppression, but the lower class ought to be better paid. Considering all this the Commission come to the conclusion that violent individuals can only work such a system by oppression and ill usage, and that the best and most considerate can gain credit only by the fact of their having worked it with some appearance of contentment on the part of the ryots.

The police are condemned for venality, but their assistance is generally given in favor of the planter ; the Magistrates are said to have accorded too little support to the ryots ; and the Missionaries are absolved from the charge of being political agitators, unless to

promote the well being of the agricultural population. With regard to the recent crisis ; discontent was not fostered by zemindars or emissaries from Calcutta, but was the result of the determination of the ryots themselves to be free from a compulsory cultivation, the moment they understood that Government had no direct interest in promoting it.

2. As to the changes in the system which may be made by planters themselves, the Commission desire the abolition of all advances in every branch of trade. As this is improbable, they recommend the North West plan of contracting for indigo, just as cocoons are purchased by silk contractors for filatures ; or, failing that, of valuing the crop on the ground as in Tirhoot and paying a fair price for it, so that the risk is borne by the planter ; or, failing that, of improving the existing ryotti system. To do this the contracts should be annual and of the simplest kind, advances being made only to honest cultivators and balances being received from dishonest ones by process of law, as in the Opium Agencies. The planter should pay for the stamped paper, planter and ryot should mutually select the land, the size of the beegah should be invariable, the expense of delivering the plant should be borne by the factory, the plant should be weighed or at least fairly measured, the ryot should be charged nothing for seed, he should be allowed to sell the seed he grows from the stumps at the market rate, and the accounts for rent and for indigo in the case of each ryot should be kept separate. The price must be settled by mutual contract. The planters should raise the salaries of their servants, strictly supervise them, and afford all ryots sure and easy means of redress.

3. Under the last head of the charges which the legislature should effect, the Commission urge no reforms except the increase of sub-divisions and Magistrates, and the reorganisation of the police. They believe the new code of civil procedure has shortened delay in the courts, and recommend that it be worked by a full complement of Moonsiffs. They direct attention to the working of sections VI. and XV. of the Rent Law, and the appointment of a sufficient number of officers to try rent suits with celerity, but think no change in the law should yet be made. Holding the complete reform of the ryotti system to be imperative as the first object, they oppose the enactment of a summary law for breach of contract. They see no necessity for the appointment of a Special Commissioner when there is a sufficient number of civil officers, nor of the vesting of planters and Zemindars with the powers of Honorary Magistrates when the number of the Courts is increased.

The Report, except in so far as it opposes a summary law and the appointment of a Special Commissioner, is signed by four of the members. Mr. Temple, along, with Mr. Ferguson, the planters' representative, signs a separate minute advocating these two measures, on the ground that indigo indirectly benefits the ryot ; that if the capital now expended were withdrawn and the land now used for indigo were appropriated to rice, rice would be so abundant and money so scarce that the country would deteriorate ; that the growth of the plant is as critical and the circumstances as special as those which have called for summary Acts to protect masters and tradesmen ; that the indigo districts are

still in an excited state ; and that at all times the Government should be kept minutely informed of their condition. Mr. W. F. Fergusson, the planters' representative, in a separate minute, dissents from the general report, on the ground that the evidence of lawlessness affects only a few planters ; that in some cases and especially this year the undue interference of officials has been detrimental to the planter ; that it will not be inexpedient to appoint Europeans and Natives as Honorary Magistrates, after the present difficulty has been removed ; that the report tends to disturb the acknowledged principles of the Permanant Settlement ; and that generally its language and tone lead to conclusion not proved from the facts. To this the other members of the Commission, except Mr. Temple, reply.

The Report states the case most fully on behalf of the ryot. It absolves the planters as a body from every charge brought against them except that of kidnapping men and confining them for a short time in godowns, an offence which the defective state of the law and the Courts has made common throughout Bengal. Able as it is, it is unsatisfactory on two points. It throws almost no light on the relation of the ryot to his native landlord, an enquiry of a difficult character, but most necessary where the question of the investment of European capital in land is on its trial. It has not put on record with sufficient fullness the state of the Courts, the defects of the law, the corruption of the police and the general inefficiency of the administration, all which amount to a denial of justice to the aggrieved. The planter feels that without cheap and speedy justice, which a mere increase of subdivisional Courts will not, and the new civil code may not, effect, all improvements in the present system of cultivation will be ineffectual. The ryot has the Rent Law as his protection ; the planter wants the Contract Law which the Presidency tradesmen, railway contractors and Madras coffee planters enjoy, as his. The planters ultimatum, which we print elsewhere, recommends a plan by which they would share the risk of a precarious crop with the ryot, while they carry out some of the reforms in the ryotti system which the Commission urge. The question is now narrowed to this — is it impossible to adopt the Tirhoot system in Lower Bengal, by which the ryot is guaranteed against loss while the planter protects himself against fraud? And if so, is it true that a summary law would be more prejudicial than favourable to the planter, by leading to an agrarian rebellion if enforced, or by for ever confirming the ryot in his determination to have nothing to do with Indigo? A consideration of this our space forces us to defer till next week.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৩.৯.১৮৬০

The Phoenix hears that upwards of 2,000 petitions were presented to the Lieutenant Governor during his late tour in the eastern districts. A great portion of which relates to indigo matters. It is said that in some places the Ryots swam over to reach the state barge, for the purpose of presenting their petitions.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৯.৯.১৮৬০

The following is from a Correspondent in the Pubna district:

'On the 1st instant, His Honor the Lieutanent Governor of Bengal, in his official tour to Pubna on board the steamer "Kollodyne," when passing by Salghamoodia factory, the head quarters of Mr. Kenny, the Ryots, about two hundred in number, assembled on either side of the river Kalleegunga. and with their joined hands set up a loud lamentable groan "Dohae goblol mundle shaib Rokha curro." As a matter of course the steamer was anchored at His Honor's direction and some of the head villagers were taken upon it. The petitions which were presented on the occasion were all referred to the local authorities. But the Ryot's not being satisfied with this followed His Honor to Pubna, leaving their houses to the care of providence...

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৯.৯.১৮৬০

(Weekly Epitome of News, September 13)

The Calcutta Journals report an attack by ryots on Salgumudia, an indigo factory between Jessore and Pubna , attended by wounding and loss of life... A party of ryots drove off the servants of Mr. Hampton from their lands. When an attempt was made to seize one of their boats, the ryots came to the resque and a melée ensued. A strong force of military police has been posted to Jessore, Pubna and Nuddea, one gunboat has been sent to cruise at Kissengunge on the Matabangah, and another at Kaligunga on the Koomor.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২০.৯.১৮৬০

THE INDIGO QUESTION

The excitement in the Indigo districts which broke out into acts of violence last March, has been revived during the past fortnight. The ryots fear lest they should be coerced into sowing or taking advance in October next. In some cases afraid to go to the factories, they have taken their rents to the Collector, wishing to pay them to him. Again have bodies of military police been despatched in hot haste to Kishnaghur, and there two companies of Europeans have been stationed. With his own eyes the Lieutenant Governor of Bengal has witnessed the spirit of the peasantry. For two whole days he beheld the river on both its banks, lined with ryots from sunrise to sunset crying for justice, many of them swimming out to his barge to present petitions. Even Jessore hitherto so peaceful, shews symptoms of disquietude. The summary law which expires in three weeks was put in force to quell this excitement. Under its provisions more than two-thirds of the usual crop have been secured, while a sum of about Rs. 67,000 has been paid as damages by recusant ryots. But if we are to judge from the spirit which prevails from the Poddah to the Bhagerutty, the planters have either been unable or have found it useless to attempt to come to terms with the cultivators in the interval. The law leaves the difficulty where it found it, and in the light of an incipient agrarian rising, the broad question of indigo cultivation in Bengal has now to be decided.

Its settlement lies in the first instance with the planters themselves. Whether as land-holders, or as the purchasers of plant grown on the lands of others, the first step must be to enlist the self-interest of the ryot in their side. However perfect the courts might be made, however efficient the police, however easy the acquisition and secure the tenure of land, however honest and energetic the ryot might become, all of these would avail nothing for the planters' purpose, if Indigo were still to be unprofitable or if the ryot were to think it so. The tenure of land in Bengal is such that the planter cannot get his crop except through the ryot. The moment he convinces him it is for his interest to sow, the system of Indigo planting will be put on a healthy basis and develop and extend with the general progress of the courtry. As a first step the planter should at once act upon his right as Zemindar to the full pergunnah rent. At present, when the price of the plant is partly paid by a reduction of rent, the ryot is not sensible of the profit he may make by Indigo. It seems to him to be lost in the balancing of the two accounts. No healthy system should depend on such expedients. Full rent is the due of the planter as a landholder; a price which he conceives to be profitable to him, paid in hard cash, will alone induce the ryot to sow. At present half a century of wrong and misgovernment may make it impossible for the planter to convince all the ryots by the most tempting offers. His personal influence should secure this in his own villagers, and cultivation on the lands of others must, we fear, be left to time. If there is one fact more striking than another in the history of Bengal it is the eagerness with which ryots, who were supposed to be bound with the chains of conservatism, have taken to the cultivation of new crops, or to the extension of others formerly neglected. In the two items of linseed and mustard seed alone, the progress is amazing. In 1833-34, no lin-seed was exported from Bengal ; in 1855-56, the exports reached 2,538,225 maunds, of the value of upwards half a million sterling. Mustard seed was first exported in 1843-44 ; in 1855-56 the exports were valued at £ 261,541. Once make the culture of Indigo profitable to the ryot and the first step from the present difficulty is achieved.

But we do not agree with the report of the majority of the Indigo Commission that this is enough. It is strange that English capital and capitalists should have succeeded in every other country and to some extent in every other part of India, except Bengal. It is easy for the Commission to blame the planter and to expose the evils of his system, which they have done most skillfully and fairly. But that system is of Government origin and has grown up under Government nurture. Now that it has broken up, it is the part of the state to throw no difficulties in the way of the planter, and to remove those which exist by just legislation. The first great obstacle lies in the character of the peasantry, in their tendency to fraud, dishonesty and deception. Mere self-interest will not overcome this, especially in the case of a crop which must be sown, cultivated and cut at certain critical periods. Were Indigo like jute or rice, requiring no special care or immediate attention, self-interest might be sufficient. But that will not give the ryot either energy or conscientiousness sufficient to attend to the plant at the proper time. Laziness if not fraud will have the mastery, and

the manufacturer will find himself compelled as hitherto, to interfere, to sow, weed or cut the crop if he is not to lose it altogether. His advances will in many instances be lost. To refer him to the ordinary law or courts in such a case would be mockery. In them does he find the second great obstacle to his existence as a capitalist and manufacturer. The whole question of their defects the Report has passed over, but next to the fact that indigo cultivation has failed because it has not been made profitable to the ryot, is this that the Courts, the police and the general policy of the Government of India have forced him to take the law into his own hands. If the planter does his part in increasing the price it must be on the assurance that Government will afford him an easy and a cheap remedy against fraud. The Report has saddled the system with the faults of the administration, has made the planter bear the burden of the grossest misgovernment and the saddest defects in both the law and the executive.

To meet the evils of native character and the faults of bad government two things are necessary, a Summary Contract Law and Small Cause Courts. We can not see that such a law for ryot and planter would be in any sense more special than those already existing for master and servant, tradesman and artificer, railway contractor and labourer, coffee planter and coffee grower. There is a speciality about Indigo, as a critical and precarious crop, which none of these possess. If, induced by a tempting price, a ryot makes a contract with a manufacturer to supply a certain quantity of indigo, if, having received advances and led the manufacturer to calculate on a certain return, he fails to make it, why should not the planter be able to get speedy justice in Courts with a procedure as simple and cheap as that of the Small Cause Courts of the Presidencies? If the system of advances of cash for work to be done or goods to be delivered is universal in India, if, as the Commission confess, it will be impossible to alter the custom of ages, then a special law should be in force for contracts of all kinds. If the crop is made profitable the ryot should have no temptation to come under the provisions of such a law, if he freely and honestly enters into a contract he will have no reason to fear it. It is meant only for the dishonest. The limitation of a year for suits brought under the Act would prevent all possibility of a return to the semi-serfdom of the old system.

Unless, a reform in the administration goes hand in hand with an increase in the price offered for indigo, European capital must leave Bengal, and its richest districts become the prey of anarchy and discontent. Unless by suitable laws, perfect protection, speedy justice and an enlightened policy Government attract the wealth, the energy, the intelligence and the Christianity of Englishmen to India, it will legislate and tax in vain. Already has it won the approbation of all unprejudiced men by securing the ryot in the possession of his rights. It has yet to educate and christianise him, and free him from the bondage in which the native Zemindar enthrals him. But it must now recognise the fact that in 1857, 'old things passed away', that exclusive monopolies, and class animosities were then doomed. The colonist policy is that of which England approves, that which will benefit India ; the days in which the official could despise and obstruct the interloper are at an end. We await

with some anxiety the course which the Government intend to preserve with reference to this question. It will be made public in a few days. They must not forget that they are as much at the bar of public opinion as the indigo system.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২০.৯.১৮৬০

THE INDIGO DISTRICTS

The following is from our regular correspondent at Krishnaghur.

MY DEAR SIR, — Their doom is sealed! The report of the Indigo Commission, as you justly remark, is a most impartial document. What have the Indigo journals and the planters to say now. They were loud for an enquiry and they are now loud to condemn its result. The planters here say, that Mr. Seten-Karr, whom they knew to be very favorable to the planters, has to their astonishment turned otherwise. If the enquiry has produced no other result, one point it has settled. The public has learnt how far the statements of the Blue-journals are to be relied on. The Englishman sees good reason for Mr. Fergusson's declining to sign his name in the report. Yes, we see it too. How is it possible that a person, himself a planter, will sign a document which mostly expose the conduct of the whole body of his friends? However, Government, we are sure, will not be so foolish as to listen to the lamentaions of a planter, who finding his own cause hopeless, gives vent to his feelings in a separate piece of minute. Mr. Fergusson sees that next year there can be no Coercion Act to compel the ryots to sow indigo contrary to their will, and recommends Government to appoint a Special Commissioner to bring both parties to an amicable settlement. We can, however, assure Mr. Fergusson, that, judging from the strength of their present determination, and the hatred they have imbibed towards indigo, the ryots will not touch the cursed seed unless Government compels them to do so by the force of arms. Already have the ryots of several villages, even those belonging to the dreaded palace of Mulnath, come forward to give notice of the course they have resolved to adopt next year. The day for the planters is over, that for the ryots is come. The immense mass of wealth last to them by years of predial bondage will, in no small measure, compensate them by the one year's unshaken resolution of the ryots. With the Coercion Act in their favor, its conscience-selling administrators in their favor, and with the Lahore Light Horse, the Bengal Police Corps, and the united efforts of themselves, the planters have been well nigh ruined.

The produce this year in a factory under Mr. Mears management is scarcely so much as $1\frac{1}{2}$ maunds, in another adjacent facrory $2\frac{1}{2}$ maunds. In Bansberria, White has sustained within the last 2 years loss to the amount of about 40,000 Rs. The outturn of indigo this year is by small ridiculous.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৬.৯.১৮৬০

(Weekly Epitome of News, September, 26)

The intelligence of the week from the disturbed Indigo districts is far from re-assuring. In Malda and in several parts of Kishnaghur, Jessore and Pubna, the ryots who are under old contracts for next season are sowing indigo lands with other crops, considering that the summary law has wiped out the past. Attempts have been made by some planters to prevent them, as an action in the Civil Courts would be useless. Unless the Planters themselves come in terms with the ryots, as, we believe, Messrs. W. G. Ross, Sibbald, Forlong, and others have already done. We fear there will be an outburst in Lower Bengal worse than that which threatened last March.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৭.৯.১৮৬০

INDIGO NOTIFICATION

The Lieutenant Governor has received the Report of the Indigo Commission, and will in a few days lay before the Government of India such suggestions as the circumstances set forth the Report appear to him to call for. Meanwhile the Lieutenant Governor, with the full sanction and concurrence of the Governor General in Council, calls the careful attention of all parties concerned to the following Notification.

2. If any Ryots, or other persons believe that the Government of India should cease, they are mistaken. The Government hopes that the cultivation of Indigo will be continued. But the Government is convinced that, on the lands of the Ryots, it can be continued only with the free consent of the Ryots themselves, and upon principles of justice and of fair dealing on both sides.

3. All Ryots are hereby assured that those who are not under any valid unexpired contract cannot now be compelled, and will never be compelled to cultivate Indigo against their own wishes, or to take advances for that purpose.

4. All Ryots who are under a valid unexpired contract are warned that if they do not fulfil their engagements honestly, they will be liable to actions in the Civil Court and to decrees for damages.

5. Both Planters and Ryots are hereby solemnly warned to abstain from violence and intimidation. The Planters are warned against attempting to compel Ryots by force to cultivate Indigo. The Ryots are warned against attempting by force or by intimidation of any kind to prevent the cultivation of Indigo by others, and against resisting the fulfilment of their own contracts. All persons seeking the enforcement of contracts, or redress, must do so in a lawful manner through the constituted tribunals.

6. If the unlawful use of force is resorted to, or threatened by any ill-advised persons, the Magistrates will instantly check and punish such misconduct. An ample force of Military Police has been placed at their disposal for this purpose.

7. All disputes between Planters and Ryots regarding the possession of lands, or regarding boundaries, and all disputes regarding lands claimed as Nij or Khass by planters on

the one hand, and as their own Ryottee lands by Ryots on the other hand, must be decided in the usual course; that is to say by the Magistrate under Act IV, of 1840, or by the Collector under Act X of 1859, or by the Civil Courts.

8. It is not the intention of the Government of India to re-enact the temporary law for the summary enforcement of Indigo contracts by the Magistrates : which law will expire on the 4th of October next, corresponding with the 19th of Assin. After that date, actions for breach of existing contracts will be cognizable as before by the Civil Courts. But it is the intention of the Govenment to provide as soon as possible for the more speedy adjudication of such cases by increasing the number of Courts and by simplifying procedure.

9. All Zeminders and other persons, concerned in the ownership or management of lands in which Indigo cultivation has prevailed, are required to exhort the ryots under their influence to refrain from violent or unlawful acts.

W. GREY,
Secy. to the Govt. of India.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৪.১০.১৮৬০

MR. KENNY

To The Editor of the Hindoo Patriot

Sir,—The ryots of this district have heard with great apprehension that the dreaded Mr. Kenny is arrived from England to extricate his affairs from the ruin with which they are threatened by the present revolt of the ryots. Mr. Kenny is famous for his arts and policy and it is feared that whether by foul means or fair he will succeed in enlisting the sympathies of all the Government authorities of the district on his behalf and that consequently ruin every case.

I hope however that the authorities will be careful how they receive the advances of this much subtle and self-interested man.

Yours &c.
Pubna, 1st October, 1860 A RYOT

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৭.১০.১৮৬০

THE INDIGO DISTRICTS

The following is from our Kishnagore correspondent. It is dated the 30th December, 1860 :—...

Mr. James Hills, the veteran planter is now trying to conciliate the ryots, but the several cases of affray, burning down of houses, &ca. which were committed by his people in his days of prosperity, are yet fresh in the memory of the ryots. It is certainly heart-rending for an old planter like Mr. Hills to see the country smiling with verdant and golden harvests, and that it has completely forsaken its bluish slough into which it was thrust for

half a century. Mr. Hills is trying to induce the ryots to sow corn and other hurit crops, saying that by this he means to pay the Income Tax, but the chasas perseveringly refuse his advances and proposals. for say they, if the Government wants money, they will pay to its coffers a rupee for each plough they own. You will laugh outright to hear the dreaded owner of *Shamchand*, whose name carries terror in the land, has been robbed of some very trifling property; he has therefore applied or will shortly apply to his agent in the Damoorhooda magistracy, to have all the houses of Joyrampore searched. Mr. Larmour would do better to request the Planters' Association to order Government to make good his loss, and should the Government refuse, to bring an action against it before Sir Mordaunt Wells. If we are to judge from the antecedents of the planters, such a course in their part is not quite impossible. ...

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২.১.১৮৬১

The Englishman and the Hurkaru publish an extract from a letter written by Mr. Larmour on the present state of the Nuddea and Jessore districts. Mr. Larmour thinks both these districts are gone, lost to government, because he is "without the slightest authority or influence beyond his own compound."

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৭.২.১৮৬১

INDIGO IN RAJSHAHYE.—... The great majority of the Ryots are inveterately opposed to the cultivation of Indigo. Their dislike to it is intense. Mr Taylor, the Offg. Magistrate of Rajshahye in reply to a reference from the Governor-General and which the Commissioner would have done well to give with his report says that "while at Moorecha Dewar in September last with the view to ascertain how far the dislike to the cultivation of Indigo existed, I asked the people under what condition they would sow their contract lands—many answered in words to the following effect : "kill me and I wont. God has ordered that Indigo should not be sown, so I wont." "Nothing will induce me to sow indigo."

"If 10 men of the village will sow I will, no one else will." "If all will, I will." Such answers are also on record.

The young Rajah of Poteah had no more to do with producing such an intense dislike to Indigo than the famous Purwannah of Baboo Hemchunder Kerr with the Blue mutiny itself.

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ২.৩.১৮৬১

(The Week, March, 2)

The following capital specimen of an alarmist paragraph appears in to-day's Hurkaru : 'We understand that very serious news form the indigo districts have been received. In

Rajshahye two darogahs are said to have been thrashed. In the Pubna district affairs are becoming much worse, and the planters are apprehensive of personal violence. In Kishnaghur, the factory servants are leaving en masse in fear of their lives, and are even said to be dying in a mysterious manner. Nothing will do now but the immediate suspension of Mr. Grant, the arrest of all ring-leaders, the passing of a summary law for contracts, and the restoration of the powers of the landlord to summon his tenant for rent. He must also be protected in his collection of rent by the police, leaving to the ryot now his remedy in a civil suit. If these remedies are not granted now, it will soon be too late, and artillery will have to do what the civil authorities yet have it in their power to do.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬.৩.১৮৬১

THE SMASH IN THE INDIGO DISTRICTS

It is said that when the worse comes to the worst, it mends. There is a point of evil, beyond which even evil, so elastic in its power of tension, cannot stretch. Providence steps in always at the last moment to save unfortunate mortals from the lowest condition of destiny. This has been strictly verified in the case of the Indigo ryots. Men who for upwards of a century were groaning under a most nefarious system of political economy. Who were working without a profit and toiling without a hire. In whose case the established canons of the labor market were reversed, the demand not governing the supply but the supply crouching before the demand. An unfortunate old man in his dotage had fingered an indigo advance. Probably he was in distress and his mind wandered from calculation. Probably the advance had been forced upon him by a factory Gomashta not troubled with a pecularly sensitive conscience. That old man was thence forward a doomed man. The brand of the vats was on his forehead and not death even could release him from the fatal mark. It descended to his generation from father to son. Every heir at law coming in for more chunam godowns than half pence. The advance no bigger than a rupee swelled out in bulk and dimensions as the carried forwards multiplied. Awful book-keeing! How devoutly the ryots prayed that the single and double entry had never been invented! We do not mean to say that there was not law on the side of the planter. Unfortunately Littleton upon Coke is exceedingly partial and condescending towards all aberrations from reason and common sense. But justice was undoubtedly all the other way. Paley prescribes that promises are not binding when the performance is impracticable. Where was the practicability ask we of supplying Indigo at 6 Rupees a Biggha when the charges of cultivation exceeded 10 Rupees?

But the Shylocks of the factory pointed to the letter of the bond and whetted their knives upon their soles, or their souls! A Daniel came to judgement, yea a Daniel! Long live king Halliday! The great big man rendered every thing smooth between the victim and the executioner. He stuck to the pound of flesh and never bothered himself about the blood. At best it was but a nigger's blood—fit to only mark the Indigo chests with. Ask Mr Latour if he did not behold the clouts red and ghastly! But every dog has his day and

the ryots though treated in a worse way than the poorest Englishman's dog occupy nevertheless a higher platform in creation than the canine species. The Nemesis of the Indigo fields was thoroughly roused by repeated and persistent injuries. The grim goddess sprang into existence with all the accompaniments of an oriental avatar. Her fiery eyes and gleaming sword scorched up and devastated the districts in which her sacrifices had so long been neglected. Even the mild Bengallee, the cringing minion of the lowest factory chuprassie, the wretch without a soul, bowing down before every calamity by the mere force of habit—threw off his fears and caught inspiration from the deity. He revised his character, altered and methodised his habits. The hooka no longer brought oblivion upon his lacerated mind. He had .passed the stage of passive obedience. He resisted. In some instances actively. The face of affairs turned. The proud oppressor became panic-struck. It was his turn to fear. He who had so long excited that passion in others. The charm had broke which invested him with god-like power. He flew to Calcutta—to the Planter's Association—to Belvidere House—to the newspaper offices. The welkin rang with his cries. To his fear-oppressed mind it was rebellion and revolution. The aristocracy of France was not more thoroughly frightened during the terror days, than was the Indigo aristocracy during the first few weeks of the ryot's refusal to work. Conscious guilt magnifies every danger. The destroyer of the peace of families looks out for a foe in the inmost recesses of his citadel. The avenging sword is constantly before his eyes. He sees a dagger in every phantom of the brian. The planter had just arrived at this torturing state of mind. He called out lustily for troops. The districts where not a uniform was seen ever since the mock fight at Plasssey, now swarmed with soldiery. The officers of the regular battalions who had only recently quelled the mutiny laughed in their sleeves at the ridiculous nature of the service. But it relieved them from the dull monotony of Dum Dum and Barrackpore, put batta into their pockets, and entertained them with dinners such as they had never eaten before in all their lives. The planters feted the red coats sumptuously to compensate them for the lack of fighting. The best beef and the best mutton in the country was freely supplied to the military through whom it was hoped to intimidate the ryots into obedience. The lodge failed. The *dhurm ghot* trumphed! Not a spade was thrust into the soil in the cause of the dye. Not a bucket was dipped into the stream to water an Indigo plant. The strike was universal and complete. For once Bengallees had united, and not even cannon balls could break the cohesion. They stood upon the righteousness of their cause. That cause which had been for a hundred years trampled under foot, but which they had now determined should be the sport of lawless men no longer. They went into prison by thousands and by tens of thousands. They cheerfully went into prison. It was at all events a refuge from the godowns. From Shamchand! whose strokes sent all the blood in the body up to the heart. The coercion Act was a blessing. For it cancelled former wrong, halted the carried forwards, and annihilated the book keeping A large amount of injustice was perpetrated under its cover it is true, yet it thoroughly cleard that atmosphere of fraud and forgery which hung in gloom and pestilence over some of the richest districts of

Bengal—paralysing industry and sitting like an incubus upon mind and body, converting plenty into haggard want and blowing an artificial siroco over fields capable of supplying the cereal necessities of the world! The ryots have completely slipped out of the hands of their oppressors. They have turned a new leaf in existence. They were slaves. They are freemen.

The Indigo smash will mark a new era in the history of Bengal. For the first time since the accession of British power a long vexed and more important question has been settled by the agency of means thoroughly English and constitutional. The people have enforced their rights by fearless and lawful representation. By the sheer effort of their will the peasantry of Bengal have triumphed over prescriptive and powerfully supported wrong. In spite of serious obstacles—of partial magistrates and unequal laws—of a press sold to the planting interest and a public ever ready to knock down the nigger, they have succeeded in establishing their liberties on a firm and solid basis.

Every man who values his own liberty must rejoice at such a glorious result, and admire the spirit and energy by which it was gained. We are certainly now in a progressive state—on the trail of a bettter future. Though the face of Bengal has been radically altered since the battle of Plassey—yet the Indigo disabilities of the people confined and limited the march of improvement. The free and extended action of healthy system of political economy which is the key to the prosperity of a nation, was kept down and subverted by the system of Indigo. The dye may be very valuable, but there are much more valuable things to be got out of the soil. If free and impartial competition permit it the former would undoubtedly be welcome. But why hedge it in by pains and penalties which are not deemed to the development of essential other species of production. If the dye is worth its price, it is certainly worth well paying for. But why insist upon it being grown at a rate fixed in the past century whilst all other rates have undergone enormous fluctuations.

Foolish people have raised the cry, that the Indigo disturbances are due to the same causes which precipitated the mutiny. The same lust for anarchy, the same Feranghie hatred have been at work to annihilate the factories. But the loyalty of the people of Bengal is proof against such a senseless calumny. The ryots bore meekly and without the slightest effort at resistance, treatment, that would have driven into madness a less calculating race. They calmly stood by whilst their homes were being burnt, their ploughs and their oxen forcibly carried away, their daughters dishonored. They merely heaved the sigh of heavy grief: for they believed that their rulers countenanced all this wrong, that they could not resist the planter without being disloyal to the sovereign: and they shrunk instinctively from the very thought. They had suffered much. They were prepared to suffer more. They would have even laid down their lives rather than raise one finger against constituted authority. Their slanderers know this intimately, and it is this knowledge that supplies the gall and venom of their invectives aganist Mr. Grant. If the Lieutenant Governor and his officers had not explained to the ryots their true position in respect to both the planter and the Government, if the huge lie of which they were the dupes and the deception of which

they were the victims, had not been unravelled by authority—they would have gone on cultivating Indigo from year to year and from generation to generation despite every disadvantage, till from hard treatment and scanty sustenance their race had become extinct. Their loyalty would have carried them through every phase of oppression with impunity to the oppressor and without danger to his minions. But the Lieutenant Governor of Bengal was too generous and high minded to lend even his passive support to a fruad. The ryot discovered however late that disloyalty and constitutional assertion of right were distinct and antagonistic terms. That resistance to the planter did not necessarily involve resistance to government. That on the contrary the government was interested in the prosperity of the subject and the confusion of evil-doers. They may be of the dominant class, but still they were evil-doers, who systematically defied the law and tyrannized over the weak and the ignorant. A reaction was inevitable and the bubble of half a century, burst with a terific explosion!

We do not sympathise with the sufferers. They fully deserved their doom. They affected to look down upon signs and omens. They had long ago defied justice and good faith. They whose countrymen had snapped the bonds of the African slave endeavoured in an age emphatically devoted to progress, to rivet more firmly those of the Hindoo freeman. But the hour of retribution had come. The God of Providence interfered. Ruin overtook the inflctors. of ruin. The factories were closed. Indigo ceased to exist. Right triumphed over oppressive might. The laws of heaven were vindicated. But the laws of man are being forged to subvert the laws of heaven. Accursed be the infamous legislation which seeks to reduce Arcadia to a plague spot!

—মুখার্জিস ম্যাগাজিন, মার্চ, ১৮৬১

THE OLD STORY

The greed of Indigo Planters is at the root of the evils of the Indigo system. The needy adventurers who are entrusted with the factories soon develope into greedy managers bent on acquiring territorial influence and exacting the maximum of produce with the minimum of outlay. To dispossess ryot lands and wring the ryot indigo are their two great objects. To effect these objects they would commit any outrage. If anything was more clearly proved by the Official Enquiry it is the inadequate remuneration of the ryot and the oppression to which he was systematically subjected. The cultivation is not only not remunerative but forced. The ryot is paid for indigo leaf but paid at a price fixed by the manufacturer himself and without the most distant regard to equity. His lands when sown with paddy are forcebly cultivated with indigo. When he dares to remonstrate against the dispossession or forcible cultivation, the whole machinery of the factory is set in motion to crush him. These facts which we have again and again urged on our readers are now recalled by the perusal of the record of the case of Government vs. Gopeenath Chowdery and others, commonly known as Jungle case, now submitted to our inspection. It shows

what lengths planters are capable of going when the interests of their factory are to be promoted. ...

—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, ৬.৪.১৮৬১

THE INDIGO REBELLION

Nearly three weeks ago the good people of Calcutta were thrown into alarm by the intelligence of armed insurrection on the part of the Indigo Ryots—at Nuddea published by the fire-brand journalists of Hare Street. It was stated on the authority of that "blue" chieftain, Robert Larmour, present Manager of the Bengal Indigo Company, and late of the Kishnaghur Club, that the Ryots of the Sindooree Concern had mutinously resisted the local officials, "fired" upon the police Battalion, and killed and wounded the factory people. It was represented that this was the precursor of a deep laid conspiracy., that we might have the scenes of the Sepoy Revolt enacted in "quiet" Bengal, that in fact British supremacy in India was in danger. Such was the result of the "insane policy" of Mr. "Insane" Grant! The promulgation of martial law was loudly called for ... In our issue of the 8th instant we gave an unvarnished account of the affair by our special correspondent, and though the official report we hear is couched in the usual periphasts of language, substantially the two versions do not differ. It is admitted by both the Commissioner and our Correspondent that the affray was brought on by the local officials by their having sided with and supported the factory people in their illegal and oppressive conduct towards the Ryots, that the latter were on the defensive, that the Military Police instead of preserving the peace was the first to break it, and that the affair terminated in the death of six loyal subjects of Her Majesty and the serious wounding of many more, besides considerable damage done to property. ...

The question arises, how has the Govt. dealt with the perfunctory parties. The cold-blooded murder, for no less was it, of six lives and loyal Ryots is no light subject. But we have been exceedingly chargined and pained to hear that the only punishment which Mr. Grant has visited these obonoxious officials with has been simple removal from their respective stations. Both the Native and the Covenanted Magistrates have been ordered to be removed to Pubna, another Indigo district, where they are not likely to improve their habits, while the Military police, which had a prominent hand in the mischief has been recalled and the commandant of the Battalion called upon to submit an "explanation". ...

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৯. ৫. ১৮৬১

THE WOES OF INDIGO

...On various occasions, extending over a period of more than two years—and certainly not at intervals or time sufficiently great to justify forgetfulness—repeated warnings of impending danger have been held before the Indigo Planters, in the columns of this journal.

We have repeatedly, as occasions offered, made the rotten system under which Indigo has been cultivated in Bengal, the subject of serious admonitory comment. Indeed, in some instances, the very direction which these agrarian disturbances would take, and some of their most important consequences and collateral dangers, were indicated, from time to time, with as much precision as the disturbances were foretold. In a former issue, now more than a year old, we reproduced some of these admonitions, which subsequent events have invested with the character of prophecies. ...

The fact of the existence for years, of a sentiment of intense hatred, alike deep-rooted and universal, against all Indigo Planters, is as significant as it is unquestionable. The Hon Mr. Grant's experience, while sailing down the rivers Koomar and Kaligunga, is painful corroboration of the almost universal belief that the sense of oppression which weighs down the unfortunate ryot, is referrable to a reign of terror. "It would be folly" in the words of that able statesman "to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women, and children had no deep meaning."...

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ৮ ৬. ১৮৬১

নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচনা

নীলদর্পণ নাটক। এই নাটক ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে রামচন্দ ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কি প্রকারে নীলকরগণ পাষাণহৃদয়ে প্রজাবর্গের সর্ব্বস্বাপহরণ করেন; কিরূপে প্রজার চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত ভদ্রাসনে নীলাহল কর্ষিত হয়; কিরূপে পিতা মাতার একমাত্র আশাস্বরূপ, পতিপ্রাণা কামিনীর সংসার উদ্যানের অনুত্তম সুবর্ণপুষ্পস্বরূপ, অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ কত নবীন যুবক, নীলকরের বিষম নৃশংস অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অসময়ে আত্মবিনাশে সুস্থ হইয়াছে, কি প্রকারে কত অচতুরা গৃহস্থবালা নীলকরহস্তে সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; কি প্রকারে নীলকরগণ অম্লানবদনে আবালবৃদ্ধবনিতা পরিপূর্ণ গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকেন; নীলকরদিগের কর্ম্মচারীরা কেমন ভদ্রলোক ও নীল কৃষিকার্য্যে বঙ্গদেশে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে; সর্ব্বসাধারণকে তাহা সম্যকরূপে বিদিত করাই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য। গ্রন্থাবরণ পত্রে লেখকের নাম নাই; কেবল "নীলকর বিষধর-দংশন কাতর প্রজানিকরক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীত" লিখিত আছে; সুতরাং আমরা বিবিধার্থ পাঠকমণ্ডলীর নিকট নীলদর্পণ লেখককে পরিচিত করণে অসমর্থ হইলাম। গ্রন্থ প্রচার করিয়া সংসার সাহিত্যে গ্রন্থকার পদবী লাভ করা নীলদর্পণ লেখকের অভিপ্রেত নহে বলিয়াই আবরণপত্রে নিজ নাম প্রদান করেন নাই; সুতরাং লেখক যে একজন সামান্য লোক তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। তিনি বঙ্গদেশের প্রকৃত হিতচিকীর্ষু, নিরীহ প্রজাবর্গের বিষম দুর্গতি দর্শন করিয়াই তন্নিরাকরণ মানসে নীলদর্পণ প্রণয়নে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ বিফল হয় নাই; তিনি প্রার্থনাধিক ফললাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। নীলদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাসলেখকদিগের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে বঙ্গভাষা পঠিত ও কথিত হইবে, ততকাল নীলদর্পণ সসম্মানে পরিগৃহীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই নাটক পঞ্চ অঙ্কে ও সপ্তদশ গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। নীলকরের ভয়ানক অত্যাচারে কি প্রকারে, বিন্দুমাধব বসুর পিতা মাতা ভ্রাতা ও প্রিয় বনিতা অসময়ে ধরাশয্যা গ্রহণ করেন, তাহাই করুণা রস সাহায্যে শোক শেষ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।...

ইহার তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেব কিরূপে পদী ময়রাণীর সাহায্যে অচতুরা গৃহস্থবালা ক্ষেত্রমণির সতীত্বনাশে উদ্যত হন, কিরূপে নবীনমাধব ও তোড়পের সাহায্যে ক্ষেত্রমণি সাহেবের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হয়, তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

নীলদর্পণের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক বসুকুল গৃহিণী সাবিত্রীর বিলাপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার চতুর্থ অঙ্ক অতীব চমৎকার। প্রথম গর্ভাঙ্কে ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারী কিরূপে মাজিস্ট্রেট নীলকর সাহেবদিগের বশতাপন্ন হইয়া হতভাগ্য প্রজানিকরের সর্ব্বনাশ করেন, গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বিলক্ষণ করুণা রস পরিপূর্ণ। এই গর্ভাঙ্কদ্বয়ে নির্দ্দোষী গোলোকচন্দ্র বসুর কারাবাস ও তাঁহার আত্মহত্যার বিষয় পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও আর্দ্র হয়। পঞ্চমাঙ্কে এই নাটকের উপসংহার হইয়াছে। এই অঙ্কটী চারিটী গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। ইহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ভাগে করুণা রস প্রবাহিত; এমনকি এক এক স্থান প্রণয়ন সময়ে লেখকের লেখনী অশ্রুনীরে অভিষিক্তা হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর অনতিপরই নীলকরের সহিত বিবাদ করিয়া নবীনমাধব নিজে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বসু গৃহিণী প্রিয় পতি/পুত্র বিনাশ শ্রবণে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বয়ং পুত্রবধূরে বিনাশ করিলেন। এই ঘটনা বিলক্ষণ বিস্ময়াকর্ষ। এক সময়ে যে গৃহস্থের কিছুরই অভাব ছিল না, ক্ষেত্রভূমি সমূহ, ধান্যস্তূপ, হল, কৃষাণ ও বলদ উদ্যান সংলগ্ন বসতবাটী পুত্র কন্যা পরিজনে পরিপূর্ণ ছিল, নীলের কি ভয়ানক অত্যাচার! শুদ্ধ নীল বপনানুরোধে ঐ সুখ সংসার শ্রীভ্রষ্ট ও শ্মশানতুল্য হইয়া উঠিল। নীলদর্পণ গ্রন্থকারকে প্রস্তাবটী অমূলক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হয় নাই। প্রকৃতির সহকারে প্রতিনিয়তই বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রামে এবম্প্রকার ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে। অনুরূপকেরা সুসভ্য ইংলিশ সমাজের উদাহরণ স্বরূপ। বিধিবদ্ধ রাজনিয়ম তাঁহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত। নৃশংস রাক্ষসগণ দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া দুরূহ, বিজ্ঞানবিহীন পশুচক্ষেও যাহা ঘৃণাবহ বিবেচিত হয়, এই সভ্যরাজেরা অনায়াসে সরল হৃদয়ে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন।...

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, আষাঢ়, ১৭৮৩ শক

বিখ্যাত পাদ্রি রেভারেন্ড লং সাহেবের মোকদ্দমা ত্বরায় নিষ্পাদিত হইবে। এই মোকদ্দমার দিন, দর্শকেরা, বিচারগৃহ লোকারণ্য করিবেন। যেহেতু, ফরিয়াদী,—শিষ্য নীলকরপক্ষ, আসামী,—গুরুদেব স্বয়ং লং সাহেব, মোকদ্দমা গ্লানি বিষয়ক, জজ্-মহাত্মা ওলেস্ বাহাদুর!! সুতরাং মণিকাঞ্চনী যোগ উপস্থিত হইয়াছে!!!—ঘোটের কোলে, কাহারি গোঁ কম নয়!!! কপালক্রমে তায় আবার, শ্রীপাট সুপ্রিম কোর্ট,—বিচারালয়!! "এ বড় কঠিন ঠাঁই,—লঘু গুরু জ্ঞান নাই!" তাই ভাই! ভারী ভীত আছি!! বোধহয়, গতিক বড় ভাল নয়!! ফলতঃ লং হাড়ি কাষ্ঠে গলা দিয়া আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছেন!—প্রকৃত নীলদর্পণের বাহুতে, শিঙ্গে সিন্দুর মাখান, না-ওয়ান, থরহরি কম্প। মজুদ!!!—ওয়েলসের খাঁড়া চকচক্ করিতেছে!—বোধহয়, এবার, বাজার বড় গরম! পাঁঠা পাঁঠি বিচার চলিবে না! রুধিরের দরকার অধিক!! (ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র)

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, আষাঢ়, ১৭৮৩ শক

THE REVEREND MR LONG, THE MISSIONARIES, AND THE NATIVE COMMUNITY

We publish elsewhere an address of sympathy which was presented to the Reverend Mr. Long on Wednesday last on the occasion of his trial and the reply of that gentleman to the same. The address bears three thousand signatures and is a genuine expression of native opinion. We also give in the same part of our paper a resolution passed by the Missionary Conference condoling with Mr. Long on the unfortunate and unexpected result of his trial. The conference fully endorse the statement in the native address that the *Nil Durpan* is an exponent of popular thought and feeling, and assure Mr. Long of their continued affection and respect. We entirely agree with the Reverend Dr. Duff and his fellow missionaries that

the prosecution and punishment of Mr. Long is a most dangerous attack on the liberty of the press. It can never be safe so long as writings directed against social, political and moral evils are considered libellous. ... This standing up for the ryots is something which those who wish to crush them can not pardon. The planters being beasts of prey and ryots beasts of burden, it is natural that the former should pounce on anyone who stands up for the latter. But Mr. Long will prove to be a lion in their path.

The natives and the missionaries express in unmistakable language their belief that by the publication of the *Nil Durpan* Mr. Long merely intended to show what the current of native thought was with regard to the cultivation and manufacture of Indigo. However, party feelings and race prejudices may blind the judgements of a malcontent section of the community we have here two independent and influential and disinterested bodies asserting on individual and corporate responsibility that the motive which actuated Mr. Long was not a malicious but an honest one. The representative of a whole nation sitting as it were a jury on a fact of which they of all men in the world are best qualified to judge pronounce that the *Nil Durpan* was a correct exposition of native feeling on the indigo question. This was what Mr. Long meant when he observed in the preface to the drama that the dramatist had illustrated the popular sentiment in strong but truthful language.

The documents under notice show that Mr. Long is sustained in the righteous course he has followed by the sincere sympathy of his friends both among the Native and European community. We can assure him that he has the sympathy of all the friends of the natives in India and England who wish to see this country governed not for the advantage of a few thousands of adventurers but for the benefit of the millions of the children of the soil; he has the sympathy of the advocates of human progress and the enemies to oppression and wrong doing; of all good men both here and elsewhere who believe in the indissoluble connection of the moral and the religious with the social and intellectual elevation of mankind.

—ইন্ডিয়ান ফিল্ড, ১০. ৮. ১৮৬১

Mr. Long's Liberation. Mr. Long, who was sentenced to pay a fine or Rs. 1000 and to be imprisoned for one month in the common Jail for publishing the English translation of the *Nil Durpan*, came out of the Jail in the evening of Saturday last, the 24th instant. Though Mr. Long himself forbade a demonstration, many school boys who did not learn his wishes and many gentlemen who desired in spite of them to salute him at the moment of his liberation were then and there present numbering in all from two to three hundred people.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৯. ৮. ১৮৬১

(The Week, September, 19)

We learn from a Correspondent of the Hurkaru that a farce in two Acts is being written in Bengalee to be entitled "The Trial of Mr. Long" and that it is to be brought on the stage

as the after piece to the Nil Durpan during the Doorga Poojah holidays.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৬.৯.১৮৬১

The woes of Indigo in the Magoorah District : Six of the Indigo concerns which used to produce some of the finest indigo sent to the Calcutta market, and of which the expenditure averaged annually from Rs. 32,500 to 35,000 are completely closed, and the two or three others remaining are merely working naum ke wasteh. Most of the managers of the abandoned concerns have naturally received their jawabs and are left suddenly unprovided, with large families to support finding themselves in most embarrassed position ; the realization of rents by white zemindars, whether under decrees of Act x or otherwise is status quo, for their is no villainy or trickery that is not put in practice by our enemies to evade paying their dues...

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩১.১০.১৮৬১

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, সম্প্রতি নদীয়াতে এক নীলকরের সহিত প্রজাদিগের দাঙ্গা হওয়াতে কয়েক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। এ আর নূতন কি? নীলকরেরাই ত দেশ শাসনের কর্ত্তা!

—সোমপ্রকাশ, ১৪.৩.১৮৬৪

নীলকর বিষধরদিগের অত্যাচার আজও নিঃশেষ হয় নাই।

যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরানিবাসী বাবু দীননাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তিকে পীড়িত অবস্থায় এক নীলকর সাহেব দুই দ্বারবান দ্বারা আপন কুঠিতে ধৃত করিয়া লইয়া যান, যথোচিত অপমান করেন এবং অন্যায়রূপে আটক করিয়া রাখেন। তত্রত্য ডেপুটি মাজিস্ট্রেট এক ফিরিঙ্গী সাহেবের নিকট অত্যাচারিত ব্যক্তি অভিযোগ করেন এবং কয়েকটি সাক্ষীদ্বারা অত্যাচার সপ্রমাণ করেন। বিচারকর্ত্তা ডিয়ার সাহেব অন্য প্রমাণসকল অগ্রাহ্য করিয়া নীলকুঠির অধ্যক্ষকে ডাকাইয়া সাক্ষ্য লন, তাঁহার স্বমুখেই দোষ ব্যক্ত হয়। তথাপি মোকর্দ্দমা ডিসমিস্ করা হইয়াছে।

—ভারত সংস্কারক, ১২.৯.১৮৭৩

নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের দুইটীমাত্র উপায় আছে। এক উপায় গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট যদি আন্তরিক যত্নশীল হন, উহার নিবারণ হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায় প্রজাদিগের হস্তগত। তাহারা যদি সাহসী হইয়া বর্ধমান জেলার অন্তর্গত হরিপুর নতুন প্রজাদিগের ন্যায় লাটির বদলে লাটি ধরিতে পারে, তবেই ইহার প্রতীকার হয়।

—এডুকেশন গেজেট, ১৬.৩.১৮৭৭

নীলকরের অত্যাচার

আমরা দেখিতেছি, নীলকরেরা রক্তবীজের ঝাড়। তাহাদের নিদারুণ অত্যাচার দমন হইয়াও হয় না। এই ব্যাপার লইয়া কত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, নীলের ব্যবসায় এ দেশ হইতে এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তবু যেখানে এক ফোটা নীলকরের রক্ত পড়িয়া আছে, সেই খানেই তাহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। নীলকরমাত্রেই যে, প্রজাদিগের উপর

ঘোর উৎপাত করিয়া থাকে, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত আছে। স্বয়ং গবর্ণমেণ্টও তাহাদের অত্যাচারের বৃত্তান্ত বিলক্ষণরূপে জানেন, কিন্তু জানিলে কি হইবে, তাহার কোন প্রতিকার হয় না।

সম্প্রতি আমরা রাজসাই জেলার অন্তর্গত "ওয়াটসন কোম্পানি" নামক এক সম্প্রদায় নীলকরের অত্যাচার সংবাদ পাইয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইলাম। এই সমৃদ্ধ নীলকর কোম্পানির নানা স্থানে নীলের চাষ আছে। মাচরদহে একটী বৃহৎ চর পড়িয়াছে। ঐ চরটী গবর্ণমেণ্টের নিজ সম্পত্তি। গবর্ণমেণ্ট উহা ওয়াটসন কোম্পানিকে বিলি করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত কোম্পানি ঐ চরের কিয়দংশে নীলের চাষ করাইয়া থাকেন এবং কিয়দংশ চাষের নিমিত্ত প্রজাদিগকে বিলি করিয়া দিয়াছেন। প্রজাগণ নীলকরদিগের অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া মহামান্য শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকটে এইরূপ আবেদন করিয়াছেন : —

"যদিচ আবেদন কারিগণ বহুকালাবধি এই চরে বাস করিয়া আসিতেছে এবং উহা পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে চাষ করিতেছে, কিন্তু ওয়াটসন কোম্পানি প্রজাদিগকে ভূমিতে কিছুমাত্র দখলী স্বত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। অধিকন্তু তাঁহারা প্রতি বৎসর সমস্ত ভূমি হইতে নীল চাষের নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ মোট বাহির করিয়া লইয়া থাকেন। নীল বপনের জন্য তাঁহারা যে ভূমি বাহির করিয়া লন, তাহা প্রজার অধিকৃত হউক, বা না হউক, তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। নীল চাষের ভূমির সীমা প্রতি বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; ওদিকে বিলক্ষণ উর্ব্বরা ভূমি না হইলে নীল উৎপন্ন হয় না, সুতরাং প্রজাদিগের উৎকৃষ্ট ভূমিগুলি বৎসর বৎসর নীলচাষের নিমিত্ত দিয়া অপকৃষ্ট ভূমি গ্রহণ করিতে হয়। সে কারণ কোন্ ক্ষেত্রে আগামী বৎসর কি ফসল রোপণ করিতে হইবে, প্রজারা পূর্ব্বাহ্লে তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। ইক্ষু প্রভৃতি নানা দ্রব্যের চাষের পক্ষে এই রীতি অতি অনিষ্টকর।

ভূমির স্বত্বাধিকার এবং উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন করিবার পক্ষে এই ঘোর প্রতিবন্ধ গেল। তৎপরে রাজস্ব সংগ্রহের প্রথা আরও ভয়ঙ্কর। রেবিণিউ বিভাগ চরভূমির উপর যে প্রকার খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ওয়াটসন কোম্পানি তদপেক্ষা অতিরিক্ত রাজস্ব বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া থাকেন। নীলকারখানার কর্ম্মচারিগণ প্রজাদিগের প্রতি বহুবিধ উৎপীড়ন করিয়া থাকে এবং তাহাদের নিকট জরিমানা ও অন্যান্য প্রকার অন্যায় অর্থ সংগ্রহ করে। তাহারা প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করাইয়া লয়, কিন্তু তজ্জন্য হয় ত কখন সামান্য বেতন দেয় না হয়, কোন পারিশ্রমিক দিবার নামও করে না। প্রজাগণ খাজনা দিলে নীলকরের কর্ম্মচারিগণ রসিদ দেয় না। আবার রসিদ দিলেও তাহা ব্যবস্থামত হয় না। তাহারা আপনাদের ইচ্ছা মত যেমন তেমন রসিদ দিয়া থাকে। ১৮৭৭ সালের বন্যায় প্রজাদিগের যাবতীয় ফসল বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি ওয়াটসন কোম্পানি অযথা অত্যাচার করেন। সে কারণ প্রজাগণ মাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নিকট অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ নিবন্ধন ওয়াটসন কোম্পানি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানি বলপ্রকাশ করেন কি না, বিচারে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

নীলকরেরা স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত যে, সর্ব্বত্রই ঘোর উৎপাত করিয়া থাকেন, ইহা সকলে জ্ঞাত আছেন। নীলকর, রেশমেরকুঠি, চা-বাগান প্রভৃতির ব্যবসায়িগণ একটী গূঢ় কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কর্ম্মস্থানে এবং কর্ম্মস্থানের সন্নিকটে এক একটী জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। ইহার নিগূঢ় অভিপ্রায় এই, জমিদার প্রজাপীড়ন করিলে কেহই আদালতে অভিযোগ করিতে সাহস করেন না। আবার যদ্যপি কখন কোন প্রজা নিতান্ত কাতর হইয়া কোন নালিশ করেন, কিন্তু ভূস্বামীর অপরাধ সপ্রমাণ হয় না। কারণ, অন্যান্য প্রজাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করে না। এই সমস্ত কারণে দারুণ অত্যাচারী হইলেও ভূস্বামিগণ পদে পদে পরিত্রাণ পান। কুঠীর কর্ম্মচারিগণ একে ত প্রজাদের অপেক্ষা কোটিগুণে অর্থবান ; তাঁহাদের লোকবল ও ধনবল বিলক্ষণ আছে। তদ্ব্যতীত তাঁহারা আবার জমিদার। প্রজাদিগকে যে কতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, পাঠক! সহজে তাহা অনুমান করিয়া লউন।

ভূস্বামীও অত্যাচারী না হইলে নীলকরদিগের কার্য্য এক কালে চলিতে পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিবেচনা করুন, নীলচাষের নিমিত্ত বিলক্ষণ উর্ব্বরা ভূমি আবশ্যক হয় ; আবার এক বৎসর যে ভূমিতে নীল জন্মে, পর বৎসর আর এক নূতন ভূমিতে নীল রোপণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। এই উঠবন্দী বন্দোবস্ত হইলে তবে নীলচাষের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে। পাঠক! দেখুন যদ্যপি ২০০ শত বিঘা ভূমিতে নীল রোপন করিতে হয়, তবে নীলকরের ৪০০ শত বিঘা

ভূমি নিজ আয়ত্ত করিয়া রাখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর অৰ্দ্ধেক ভূমিতে নীল উপ্ত হয়, অবশিষ্ট অৰ্দ্ধেক ভূমি সে বৎসর পড়িয়া থাকে, সুতরাং অনর্থক তাহার রাজস্ব দিতে হয়। এটী নীলকরদিগের সম্পূর্ণ ক্ষতির কথা। বৎসর বৎসর এই ক্ষতির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য নীলকরেরা অপরের উৰ্ব্বরা ভূমিতে বলপূর্ব্বক নীল রোপণ করিয়া থাকে কাজেই অনর্থক রাজস্ব লাগে না। কিন্তু নিজের আয়ত্ত প্রজা না হইলে বলপূৰ্ব্বক তাহাদের ভূমিতে নীল রোপণ করা সহজ কথা হয় না। তন্নিমিত্ত নীলকরেরা কুঠির সন্নিকটে এক একটী জমিদাবী ক্রয় করিয়া প্রজাদিগকে হস্তগত করিয়া রাখেন।

নিঃসহায় নির্ধন প্রজাদিগকে পারিশ্রমিক না দিবার কয়েকটী গুরুতর কারণ আছে। প্রথমতঃ হয়ত মজুরেরা নীলকুঠির প্রজা কিম্বা কুঠির সন্নিকটে বাস করে, তাহাদিগকে আবার মজুরী দিতে হইবে,— সে কেমন কথা? প্রজা হইলে কায়িক পরিশ্রম কি? দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য, তরকারী প্রভৃতি যে কোন উপাদেয় সামগ্রী গৃহে উৎপন্ন হইবে, তাহাই ত বিনা মূল্যে দিতে হইবে, প্রজাগণ কি তাহা জ্ঞাত নহে? এই সমস্ত ধনে ভূস্বামীর কুঠীর কর্ম্মচারিদের এবং পুলিষের অংশ আছে, প্রজাগণ কি তাহা জানে না?

সুসভ্য ব্রিটিশ শাসনে এখনও যে, এতাদৃশ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এতদপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট চতুৰ্দ্দিকে তীক্ষ্ণ নেত্র চালন করিয়া প্রজার কষ্ট দূরীভূত করিবেন, এই ত প্রার্থনীয়। কিন্তু দরিদ্র সহায়হীন প্রজা এখনও ঈদৃশ যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিল, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার প্রতিবিধানের উপায় স্থির করিবেন না? সত্য সত্য এই সমস্ত অত্যাচার সংঘটিত হইলেও আদালতে তাহা সপ্রমাণ হয় না। আমরা উপরেই কহিয়াছি, প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যাচার করিলে নির্ধন ক্ষীণজীবী প্রজা কি কখন তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে? প্রজার রক্ষার নিমিত্ত নীলকুঠীর নিকটে গবর্ণমেণ্ট পুলিষ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! সে ত আরও বেশ সুবিধার কথা! যে দিকে অর্থবল পুলিষ ত সেই দিকে করুণাপাঙ্গে চাহিয়া থাকেন। প্রজার অর্থ লইয়া পুলিযের বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু প্রজার তাহাতে উপকার নাই।

আমরা অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের আচরণের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখুন ; অধুনা মাচরদহস্ত হতভাগ্য কৃষকদিগের দুঃখের কারণ তদন্ত করিয়া দেখুন। ইহার অনুসন্ধানে যে সে কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইলে বিশেষ ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই, সচ্চরিত্র বহুদর্শী কোন কৰ্ম্মচারির হস্তে ইহার অনুসন্ধানের ভার সমর্পিত হইলে আশানুরূপ ফল দর্শিতে পারে, অন্যথা গোলেমালে ব্যাপারটী নিৰ্ব্বাপিত হইয়া যাইবে।

আমরা ত দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্টই এই অনর্থের মূল। গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগকে চিনিয়াছেন, তথাপি নীলকরের হস্তে চরটী সমর্পণ করিয়াছেন, এটী বিধেয় হয় নাই।...

—সোমপ্রকাশ, ৫ বৈশাখ, ১২৮৯

মেদিনীপুরে আজিও নীলকরের উপদ্রব শান্তি হইল না ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। শিলদা পরগণার প্রজাদিগের উপর ওয়াটসন কোম্পানী বিলক্ষণ অত্যাচার করিতেছেন কিন্তু তাহার নিবারণ হইতেছে না। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ণিশ সাহেব একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি। তিনি কয়েকটী মকদ্দমায় ওয়াটসন কোম্পানীর অত্যাচারী কৰ্ম্মচারিদিগের দণ্ডবিধান করিয়াছেন কিন্তু পদে পদে দরিদ্র প্রজাদিগের নালিশ করিবার সঙ্গতি নাই সুতরাং তাহাদিগকে নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতীকারের কোন উপায় কি স্থির করিবেন না?

—সোমপ্রকাশ, ২৪.১২.১৮৮৩

যশোহরে নীলঘটিত বিবাদ

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে, যশোহর জেলার মাগুরা ও ঝিনেদহ মহকুমায় নীলকরেরা কিছু দিন হইতে এরূপ অত্যাচার করিতেছেন যে, তাহাতে গরীব প্রজারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া সকলে দলবদ্ধ হইয়াছে। এবং গবর্ণমেণ্ট ও

পার্লেমেণ্টের নিকট যেরূপ আবেদন সকল করিয়াছে তাহাতে শোচনীয় অবস্থারই প্রতীতি হয়। একখানি আবেদনে লিখিত হইয়াছে যে, মহকুমার কর্ম্মচারী লুসন সাহেব বিজুলীয়ার নীলকরদিগের পক্ষ হইয়াছেন এবং তিন মাসের মধ্যে ১৫৩ জন প্রজাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ঐ ১৫৩ জনের মধ্যে ১২৩ জনের ১০৯৭ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, ত্রিশ জনকে জেলে দিয়াছেন। আরও ভয়ানক এই আবেদনে উক্ত হইয়াছে যে, "কুড়িখানি গ্রামের ন্যূনাধিক দুই হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১৪০০ ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়—৯০০ ব্যক্তির নামে দেওয়ানি আদালতে, ও ৫০০ ব্যক্তির নামে ফৌজদারীতে।" ঐ কুড়িখানি গ্রামের প্রায় দুই হাজার লোক নীলকরদিগের বিরুদ্ধে অবশ্য অভ্যুত্থান করিয়াছিল, নীল বুনে নাই এবং উহার চাষের ব্যাঘাত করিয়াছিল। এইরূপ কথিত হয় যে, উহারা নীলকর শেরিফ সাহেবের আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সেলভি সাহেবের উপর আক্রমণ করিয়াছিল। আরও কথিত হয় যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, উহারা নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে, এবং লুসন সাহেবকেও আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইয়াছে।

লুসন সাহেব এরূপ ভয় পাইয়া গিয়াছেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কতকগুলি সৈন্য প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন। এবং তাহাদিগকে নিজের ও ট্রেজারীর রক্ষার্থ মাগুরায় স্থাপন করিয়াছেন। উহাদের সংখ্যা ১৪০ জন। প্রজাদিগের মধ্যে এই বিষম আতঙ্ক জন্মিয়াছে যে কখন কাহাকে জেলে যাইতে হয়।

এমন সমাচারও প্রচার যে, বিনোদপুরে বাবু বরদাকান্ত সরকারের বাটী লুঠ হইয়াছে। এবং ঐ গ্রাম হইতে অপরাপর অনেক লোকেও পলায়ন করিয়াছে। এ বিষয় বরদাকান্ত বাবু লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়াছেন এ বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক এবং বর্ত্তমান অনিষ্ট শান্তির নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। যে কারণে হউক, প্রজারা উত্তেজিত হইয়াছে। আর ইহাও বিশ্বাস্য যে, বঙ্গের নিরীহ প্রজাদিগের উত্তেজনা ভাব সহজে সংঘটিত হয় না। ফলতঃ যেরূপেই হউক বিষয়টী গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যশোহরের এই নীলঘটিত বিবাদ ব্রাডলা সাহেব পার্লামেণ্ট সভায় পর্য্যন্ত উহা স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি গত ২৮শে এপ্রিল মহাসভায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করেন :—

তিনি ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাস করেন যে, বাঙ্গালার যশোহর জেলায় সিবিল সার্ব্বিসের মেম্বর লুসন সাহেবের কার্য্যে নীলের চাষ লইয়া প্রজাদের মধ্যে যে গুরুতর অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী অবগত কি না?

যশোহর জেলায় নীলকরদিগের জিদে ঝিনেদহ ও মাগুরা মহাকুমার হিন্দু মাজিষ্ট্রেটেরা অন্য মহকুমায় বদলি হইলেন কেন? এবং লুসন সাহেব ঐ মহকুমার ভার পাইলেন কেন? ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের কি এইরূপ ব্যবহার?

পূর্ব্বে লুসন সাহেব পার্শ্ববর্ত্তী মেহেরপুর মহকুমায় নিযুক্ত ছিলেন কিনা? এবং তথাকার ঝিলে মাছ ধরিয়াছিল বলিয়া ৫০ জন গ্রাম্য ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতে লাল করিয়াছিলেন কি না? এবং কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর কোমর পেথেরাম তাঁহার সেই কার্য্যকে নৃশংস এবং বে-আইনি কার্য্য বলিয়াছিলেন কি না?

ঝিনেদহ এবং মাগুরা মহকুমার প্রজারা লুসন সাহেবের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল কিনা, যে, তাঁহার মাজিষ্ট্রেটীয় ক্ষমতায় তাহাদের উপর অত্যন্ত পীড়ন ও বেআইনি কার্য্য সকল হইতেছে।

লুসন সাহেব নীল-চাষ সম্বন্ধে প্রজাদিগের উপর আরোপিত দুর্ব্ব্যবহারের কথায় বিশ্বাস করিয়া সরাসরি বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগকে দলে দলে জেলে পুরিতেছেন এবং গুরুতররূপে জরিমানা করিতেছেন কিনা?

যদি এই সকল ঘটনা ষ্টেট সেক্রেটারীর গোচরে উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তিনি অবিলম্বে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন কি না?

গত ১৩ই মের তাড়িতবার্ত্তা এই যে, ব্রাডলা সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি যশোহরস্থ প্রজাদিগের নিম্নলিখিত আবেদনপত্র আগামী বৃহস্পতিবারে পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থিত করিবেন।

আবেদনপত্রের মর্ম্ম এই ঃ—

"আমরা যশোহর জেলার ঝিনেদহ মহকুমার বিজুলিয়া কন্‌সরণের ইউরোপীয় নীলকরদিগের নীল চাষকারী প্রজা। আমরা অনেক দিন হইতে নীলকর সাহেবদিগের কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইতেছি। তাঁহারা আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তির উপর আমাদিগকে দিয়া নীলচাষ করাইয়া লইতেছেন। আদালতে সুবিচার না পাইয়া আমরা লেপ্টনাণ্ট

গবর্ণর, বিভাগীয় কমিশনর, এবং জেলার মাজিস্ট্রেটের নিকট গত সেপ্টেম্বরমাসে এ বিষয়ের জন্য দরখাস্ত করি। যশোহরের তাৎকালিক ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট আমাদিগের উক্ত আবেদনের বিষয়ে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে তদন্ত করান, এবং জানিতে পারেন, নীলকরদিগের বিরুদ্ধে অনুযোগ অকারণ নহে। তদনুসারে তিনি লেপ্টনান্ট গবর্ণরের নিকট রিপোর্ট করেন। ডিষ্টীক্ট মাজিস্ট্রেট আপনার রিপোর্ট দাখিল করিলে আমরা আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল-চাষ করিতে অস্বীকার করি। এবং নীলকরেরা আমাদিগকে নীল-চাষে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আমাদিগের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নানাবিধ মকৰ্দ্দমা রুজু করিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ঝিনেদহের তাৎকালিক সব্‌ডিভিজনাল অফিসার একজন হিন্দুকে অন্যত্র বদলি করিয়া দেন, এবং ইউলিং লুসন সাহেবকে ঝিনেদহ ও মাগুরা মহকুমার ভারার্পণ করেন। ঐ ঐ স্থানের রাইয়তেরাও নীলকরদিগের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছে এবং নীল বুনিতে অস্বীকার করিতেছে। তিন বৎসর অতীত হইল উল্লিখিত লুসন সাহেব মেহেরপুরে ছিলেন, এবং তথায় কেবল জলায় মাছ ধরিয়াছিল বলিয়া ৫০ জন গ্রাম্য লোককে অন্যায়রূপে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন, এবং সেই বেআইনি কার্য্য নিবন্ধন বাঙ্গালার মহামান্য হাইকোর্ট কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। লুসন সাহেব গত ৭ই জানুয়ারি ঝিনেদহ মহকুমার ভার গ্রহণ করেন; এবং তদবধি ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাইয়তকে দোষী সাব্যস্ত করেন ; তন্মধ্যে ১২৩ জনের ১০৯৭ টাকা অর্থদণ্ড ও ৩০ জনের কারাদণ্ড বিধান করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী হাকিম চারি মাসে কেবল ৬ জন নীলকর-প্রজাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। এখনও ৩৪৮ জন প্রজার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মকৰ্দ্দমা লুসন সাহেবের নিজের আদালতে এবং তাঁহার অধীন পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের হস্তে উপস্থিত রহিয়াছে। লুসন সাহেব স্পষ্ট নীলকরদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এবং নীল চাষেব জন্য প্রজাদিগের উপর জবরদস্তি করিতেছেন। দুই হাজার যুবা পুরুষদের মধ্যে ১৪ শত লোকের নামে নালিশ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯০০ জনের নাম দেওয়ানীতে, এবং ৫০০ জনের নামে ফৌজদারীতে। লুসন সাহেব মেহেরপুর অপেক্ষাও মাগুরা ও ঝিনেদহে অধিকতররূপে বিচারের অপব্যবহার করিতেছেন এবং স্বজাতীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া নীলকরদিগের বিষম পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা বাঙ্গালার লেপ্টনান্ট গবর্ণরের নিকটে কয়েকখানি দরখাস্ত করিয়াছি, কিন্তু আমাদের কষ্টের মোচন হয় নাই। এমন কি তাহার কোন উত্তরও পাওয়া যায় নাই। অতএব এই আবেদনকারীরা প্রার্থনা করিতেছে যে, আমাদের দুঃখ কষ্ট তদন্তের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর এক কমিসন নিয়োগের আদেশ হয়, এবং শ্রীযুক্ত লুসন হইতে ঐ বধিনেদহ ও মাগুরা মহকুমা হইতে [...] নর্টন নামক [...]

১৮৬০ অব্দেও নীলের উপদ্রবের তদন্ত জন্য এক কমিসন বসিয়াছিল। দুই জন সিবিলিয়ান ঐ কমিসনে নিয়োজিত হয়েন। তন্মধ্যে সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব ছিলেন। কমিসনর সমস্ত শ্রেণীর শত শত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণে জানিয়াছিলেন যে, নীলকরেরা নীলের চাষে লাভবান, কিন্তু প্রজারা ঐ চাষে ক্ষতিগ্রস্ত। এক জনের পৌষ মাস, এক জনের সর্ব্বনাশ। কাজেই প্রজারা নীল বুনিতে চাহে না, কিন্তু নীলকরেরা ছাড়িবার লোক নহেন ; তাঁহারা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ কর্ম্ম করাইবেন ; সুতরাং বিষম বিবাদ বাধিয়া উঠে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ঐরূপ সূত্র হইয়াছে। নীলচাষে প্রজাদিগের লাভ নাই, প্রত্যুত তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং উহারা ঐ চাষ করিতে চাহিবে কেন? লোকসান দিয়া কাহার কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। ইহাতেই বিবাদের সূত্র। তবে অজ্ঞ হিতাহিতানভিজ্ঞ সামান্য লোকেরা দল বাঁধিলেই একটা না একটা কাণ্ড করিয়া বসে। মকৰ্দ্দমায় সাজা পাইলেই এ উত্তেজনা নিবৃত্ত হইবার নহে। গবর্ণমেণ্ট তদন্ত পূর্ব্বক একটা মীমাংসা করিয়া দিলেই সকল দিক্ রক্ষা পাইবে। পাশ্চাত্যভূমে কল-কারখানা সমূহের কুলি মজুরেরা তাহাদের একটু অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইলেই, তাহাদিগকে বেশী খাটিতে হইলে যা প্রাপ্য কম হইলেই, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কল-কারখানা প্রভৃতির অধিস্বামীদিগের কি না ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হয়? আবার মনের মত ব্যবস্থা হইলেই উহার উপশান্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ এখানকার অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রজাদিগের উত্তেজনা নিবারণ করা কিছুই দুরূহ কাজ নহে। তাহাদের উপর জুলুম না হইলে কেবল মিষ্ট বাক্যেও ঐ সকল লোক হইতে অনেক কাজ পাওয়া যায়। নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে সাধু লোক সকল থাকিলেও তাঁহাদের অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের হইতে অনেক সময়ে খারাপ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, এই সকলের তদন্ত হইয়া আশু একটা মীমাংসার আবশ্যক হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।...

—এডুকেশন গেজেট, ২৩.৫.১৮৯০

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ

We hear that the ryots of the well known Thakur Zemindar of the Ishapshapi Pergunnah, the Zemindar of Shatlap, and the Pakrashies of Sthal have become disaffected and are depositing their rents in the Collectorate. This evidently shows that there does not subsist friendly feeling between the zemindar and the ryot. We hear that the cause of this unfriendliness lies in the fact that the ryot does not consent to pay rent at the rate demanded by the zemindar. This unfriendly spirit has risen so high that neither the zemindar nor any of his men are able to set foot in the villages occupied by the disaffected ryots. Both parties will suffer loss in consequence of this quarrel. ...

—দেশ হিতৈষিণী, ফাল্গুন, ২য় পক্ষ, ১২৭৯
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ১৮৭৩)

সেরাজগঞ্জ ও পাবনা এলাকার বহুসংখ্যক প্রজা তাহাদের নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শেষে দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর জমিদারকে যথার্থ খাজনার অতিরিক্ত কিছু দিবে না। স্থানীয় হাকিম তাহাদের সহায় হইয়া সুবিচার করিতেছেন। জমিদার মহাশয়দের ইহাতে কিছু চৈতন্যোদয় হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রাইয়ত লোকেরা চালাক এবং সাহসী হইয়া স্বাধীনভাবে চলিলে জমিদারকে ঘোল খাওয়াইয়া দিতে পারে। দুর্ব্বলেব প্রতি সবলের অত্যাচার অধিক হইলে তাহার শেষ মীমাংসা এইরূপেই হয়, ইহা মানবপ্রকৃতির নিয়ম।

—সুলভ সমাচার, ৪ আষাঢ়, ১২৮০

(সিরাজগঞ্জের দীননাথ বিশ্বাস লিখিত পত্র)

জমিদারগণ অতিরিক্তহারে কর গ্রহণ করেন বলিয়া প্রজাবর্গ ঐক্যতাপূর্ব্বক বিদ্রোহী হইয়া জমিদারদিগের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে। শুদ্ধ জমিদার কেন, এই বিপ্লব দ্বারা আপামর সাধারণের বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত হিন্দুসন্তানগণেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইতেছে। প্রতিদিন চারি-পাঁচ শত দুর্দান্ত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুবেশে পল্লীগ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক নিরীহ লোকদিগকে বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ দেয়। ... বাস্তবিক জেঙ্গিস ও টাইমুরের আক্রমণে ভারতবর্ষ যেমন কম্পিত কলেবর হইয়াছিল, এই প্রদেশে সেইরূপ হইয়াছে। ভদ্রলোকদিগকে মানহীন ও জাতিচ্যুত করা, সৎ কুলজাতা কুলাঙ্গনাগণের সতীত্ব রত্নাপহরণ, দেবমূর্ত্তির চূর্ণীকরণ ও লুটপাট ইহাদের নিত্যব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রকাশ্যস্থান হইতে হাটবাজার উঠাইয়া নিজ অভিপ্রেতস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক জমিদার ও ভদ্র সন্তানগণের কষ্টের একশেষ জন্মাইতেছে। ভদ্রলোকদিগের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পথিমধ্যে ভদ্রলোক দেখিলেই ইহারা জমিদারের কর্ম্মচারীজ্ঞানে তাঁহাদের উপর অযথাভূত অত্যাচার করিতে ক্রটি করে না।

(পাবনার উল্লাপাড়া গ্রামের কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির পত্র)

প্রজাবিদ্রোহ অতি অল্পসময়ের মধ্যে এতদূর ব্যাপক হইয়াছে যে, প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক লোক দলে দলে এক গ্রামে পড়িয়া

অন্যান্য সমুদায় প্রজাদিগকে ইহাদের দলভুক্ত করিতেছে। কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বাড়িঘর লুট ও দ্রব্যজাত নষ্ট করিয়াও ইহাদের দুরাকাঙক্ষার নিবৃত্তি হয় না। যাহার বাড়িতে বিদ্রোহী দস্যুগণ উপস্থিত হয়, তাহার গৃহাদি চূর্ণ কবিয়া ধূলিসাৎ করে। গৃহস্বামীকে পাইলে তাহার প্রাণ সংশয় হয়। সুযোগ পাইলে দুরাত্মারা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পলো, বাঁশের লাঠি ও সিঙ্গা ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ... এক ব্যক্তি সিঙ্গাধ্বনি করিবামাত্র এক একখানা পলো ও লাঠি হাতে করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সহস্র সহস্র লোক একত্র হইয়া অল্প অল্প শব্দে এমন ভয়ানক ডাক ছাড়িতে থাকে যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের কে কোথায় পলায়ন করিবে তাহার ঠিকানা থাকে না।... এদেশে আর এক জনরব উঠিয়াছে যে শিরাজগঞ্জের আসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। জনরব সত্য হউক বা মিথ্যা হউক এই সংস্কার প্রজামণ্ডলির মনে বদ্ধমূল হওয়াতে বিদ্রোহানল দিনদিন আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। নিরীহ প্রজাগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়া দস্যুহস্তে ধনমান বিসর্জন স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। আমরা স্বীকার করি এ বিভাগের কোন কোন জমিদার অধিকহারে খাজনা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য প্রজাদিগের দ্বারা দেশের মধ্যে এরূপ অত্যাচারের কথা প্রতিদিন শুনিয়াও যে নলেন সাহেব চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছেন, ইহা অত্যল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬.৬.১৮৭৩

এই প্রজাবিদ্রোহীর আকরস্থান শিরাজগঞ্জের মহকুমা। এই মহকুমায় সলফের সান্যাল, পর্য্যনার ভাদুড়ী, স্থলের পাকড়াশি, ন হাটাব ভট্টাচার্য্য, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী আছে এবং ইঁহাদের প্রায় সকলের জমিদারিতে প্রজা বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছে। গত তিন চারি বৎসর হইতে একটু একটু করিয়া এবার প্রজার অত্যাচার ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা যাহা শুনিলাম—তাহাতে বোধহয় যে সহস্র সহস্র প্রজা একত্র হইয়া একরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

...এই বিবাদে প্রজা ও জমিদার উভয়েরই দোষ আছে, আমরা স্বীকার করি। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, বলবান ও ধনবান জমিদার অনেকসময় দুর্ব্বল ও দরিদ্র প্রজাকে নিষ্পীড়ন করে। কিন্তু কথায় কথায় প্রজাকে রাজদ্বারে যাইতে কে শিখাইল? করবৃদ্ধি করিবার কৌশলসকল জমিদারকে কে শিক্ষা দিল? প্রজা ও জমিদারের মধ্যে পূর্ব্বে যে স্নেহের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা তিরোহিত করিবার মূল কারণ পেনাল কোড ও দশ আইন।

যাহা হউক শিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহীর আশু প্রকৃত কারণ কি, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। কেহ বলেন জমিদারগণের করবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। কেহ ইহার আর এক কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন এবং পাবনা অঞ্চলের জনরবও এই যে শিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট নোলেন সাহেব জমিদারগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং কেবল তাঁহার উৎসাহে এইরূপ প্রজা বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছে।

.... আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে পাবনার প্রকৃত অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। প্রকৃত যদি সহস্র সহস্র প্রজা উন্মত্ত হইয়া সেখানে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া থাকে তবে এতদিন কত সর্ব্বনাশ যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না।...

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬.৬.১৮৭৩

The whole sub-division of Serajgunge in Pubna is in a state of dreadful excitement. Thousands of ryots have combined together and risen against their zemindars. Plundering and devasting everything in their way. The life, property and honor of the people are in imminent danger. We have received a dozen letters on the subject a few of which we

publish in our vernacular columns, all telling horrible tales of oppression practised by these frenzied people. We do not know what has led to this general outbreak but if Govt. do not take immediate steps to supress it, we fear, the contagion like wild fire will spread throughout the whole country and convert it into a scene of bloodshed and plunder.

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬.৬.১৮৭৩

গোয়ালন্দ হইতে রাজসাহী পর্য্যন্ত প্রায় ৪/৫ দিবসের পথের ঢাকার বাড়ুর্য্যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শলপের সান্যাল, সাঁকল্লার রায়, হরিপুরের চৌধুরী, কাশিমপুরের লাহিড়ী প্রভৃতি জমিদারগণের প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে।

—এডুকেশন গেজেট, ২৭.৬.১৮৭৩

হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, "আমাদিগের দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। এত পুলিস, এত হাকিম প্রভৃতি শান্তিরক্ষক থাকিতে এই অরাজকতা হওয়া সামান্য আক্ষেপজনক নহে। আজিকালি পাবনা, সাহাজাদপুর ও শিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বহুতর প্রজা জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া এক দলবদ্ধভাবে অন্য এলাকার প্রজাদিগের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, যে 'তোমরা আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেও, এবং জমিদারের বিদ্রোহী হও, না দিলে বাড়িঘর ইত্যাদি লুঠ করিব।' এই বিদ্রোহী প্রজাদিগের এইরূপ ভয়ানক অনিষ্টকর বাক্যে কাহার হৃদয় ব্যাকুলিত না হয়? আমরা শুনিতে পাই, এ কারণ এ অঞ্চলস্থ প্রজাদিগের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকের বাড়ীঘর লুঠও হইয়াছে। শান্তিরক্ষকেরা কি চুপ করিয়া আমোদ দেখিতেছেন? আমরা ইচ্ছা করি, আমাদিগের সুবিচক্ষণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক এই ভয়ানক অনিষ্টকর দলবদ্ধতা নিবারণ করিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করুন।"

—সোমপ্রকাশ, ৩০.৬.১৮৭৩

অমৃতবাজার পত্রিকা কয়েকখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, পাবনা অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া অশেষবিধ উপদ্রব করিতেছে। তাঁহার মতে এটি জমিদারের সহিত প্রজার বিরোধ। দশ আইন এই অনর্থের মূল। আজিকালি অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারদিগের প্রতি কিছু অধিক প্রসন্ন হইয়াছেন। দশ আইন ঐ বিরোধের মূল কি অন্য কোন মূল আছে অগ্রে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া অমৃতবাজারের উল্লিখিত প্রকার মত প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। আমরা জানি দশ আইন না হইলে জানজিবারের ন্যায় এদেশে প্রজাদাসত্বের নিবারণার্থ স্বতন্ত্র চেষ্টা পাইতে হইত।

—সোমপ্রকাশ, ৩০.৬.১৮৭৩

The Indian Daily News noticed the other day a movement among the ryots in Eastern Bengal, and the Amrita Bazar Putrica publishes several vernacular letters giving accounts of the mischief going on...

The letters to the Putrica indicate that if the local officers do not sympathize with the movement, they are unaccountably inactive in checking this agrarian rising. We hope the Government Translator will give a full translation of the letters published by our contemporary, and lay the same before Government. We hope the inaction noticed does not form a part of the programme of Sir George Campbell's Personal Government.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩০.৬.১৮৭৩

পাবনা প্রদেশীয় ক্ষিপ্ত প্রজাগণ, জমীদার এবং গবর্ণমেণ্ট

জমীদারদিগের অত্যাচারে পাবনা প্রদেশের প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হইয়া স্থানে২ জমীদার ও সাধারণ প্রজাগণের প্রতি যে অত্যাচার ও অবিহিত ব্যবহার করিয়াছে, আমরা গত সংখ্যক পত্রিকায় তাহা পাঠকগণকে সবিশেষ অবগত করাইয়াছি।...

প্রজাদিগের ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এতাবৎ এতদ্বিষয়ক কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করি নাই। এক্ষণে যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি, কর্ত্তৃপক্ষ অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। কুকুর শৃগাল ক্ষিপ্ত হইলে লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে, সে স্থলে মানুষ ক্ষেপিলে যে অত্যাচার করিবে, ইহা কি আর আশ্চর্য্য! প্রজালোকের ক্ষিপ্ততার কারণানুসন্ধান করা, কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষ যদি আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা না করিয়া এই সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রজাগণের প্রতি, দৃঢ়াদেশ প্রচার করেন, তাহা হইলে, ইহারা শান্তিলাভ দূরে থাকুক বরং অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে।.... লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যেমন প্রজাবন্ধু, তাঁহার আদেশ তদ্রূপ অনুরঞ্জক হইয়া প্রজা ও জমীদারদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিলেই আমরা যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ লাভ করি। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেছেন, "আপনাদিগের হস্তে করবৃদ্ধির ক্ষমতা থাকাতে, অপরিণামদর্শী ক্ষুৎক্ষামোদর অনেক জমীদার, দেশকালপাত্র বিচার না করিয়া অসম্ভব করবৃদ্ধি করেন। যতদিন উদরান্নে কষ্ট উপস্থিত না হয়, প্রজারা ততদিন সহ্য করে, অন্নের অভাব দেখিলেই ক্ষেপিয়া উঠে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যার তার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে।" আমরা এই বাক্য অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, সকল জমীদার ও সকল প্রজা দুষ্ট নহে, প্রজা ও জমীদারের মধ্যে ভালমন্দ লোক আছে। গবর্ণমেণ্ট, কমিশ্যানর নিযুক্ত করিয়া, নির্ব্বাচনপূর্ব্বক, ভাল জমীদার ও ভাল প্রজা পৃথক এবং দুষ্ট জমীদার ও দুষ্ট প্রজা শাসন করুন। সকল গোলযোগ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অন্যথা গোলযোগে শাসন করিলে সৎ জমীদার ও সৎ প্রজাও কখন দণ্ডিত হইবে এবং অসৎ জমীদার ও অসৎ প্রজাও বিনা দণ্ডে অব্যহতি পাইবে। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্টের সহিত জমীদারদিগের যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে প্রজার সহিত জমীদারদিগের তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে গোলযোগ একবারে নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

...গবর্ণমেণ্ট এবং জমীদার, লেবু চটকাইয়া নিরীহ বঙ্গবাসীদিগকেও তিক্ত ও বিরক্ত করিয়া, ক্রমে বিদ্রোহী করিলেন। যে সকল প্রজা গরুর মত প্রহার সহ্য করিয়া কখন দন্তস্ফুট করে না তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইল, ইহা অল্প অত্যাচারের ফল নহে। প্রজারা মর্ম্মাঘাত অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ (৪র্থ সপ্তাহ), ১২৮০

পাবনা প্রদেশের প্রজা বিদ্রোহিতা

পাবনা জেলার অধীন সাহাজাতপুর স্টেশনের নিকটস্থ প্রায় ৩০০ শত গ্রামের প্রজা জমীদারদিগের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল প্রজা এক বিঘা জমিতে একটাকা রাজস্ব দিয়া আসিতেছিল; কিন্তু জমীদার মহাশয়গণ তাহাদের নিকট নানাপ্রকার বাজে জমায় ১।• টাকা হারে কর আদায় করায় ও তাঁহাদিগের অন্যায্য উৎপাতে প্রজারা বিরক্ত হইয়া "জমিদারকে খাজনা দিব না" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমরা শুনিলাম তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে২ যাইয়া অন্যান্য প্রজাদিগকে প্রলোভন দ্বারা দলবৃদ্ধি করিতেছে। জমীদার মহাশয়গণ এখন মস্তকে হস্ত দিয়া "কত ধানের কত চাউল" গণনা করিতেছেন। অনেক কাকুতি, মিনতি করিয়াও প্রজাদিগকে বশ করিতে পারিতেছেন না। শুনিলাম প্রজাগণ কালেক্টরিতে নিয়মিত খাজনা দাখিল করিতে চাহে। বাস্তবিক মফস্বলের অনেক জমীদার আজকাল যে প্রকার প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উপায়হীন প্রজাগণ সহজেই ক্ষেপিয়া উঠে। সেদিন তাঁতিবন্দের জমীদারগণ প্রজাপীড়ন করিয়া বাজে জমা আদায় করিতে চারিদিকে অন্ধকার আর তাহার মধ্যে জোনাকীপোকা দেখিতেছিলেন। পরে বহু ব্যয়ে ব্যরিষ্টার নিযুক্ত করিয়া অনেক ক্লেশে একরূপ অব্যহতি পাইয়াছেন। কিন্তু শুনিলাম, এতেও তাঁহাদের লোভের শেষ হয় নাই।

আমরা তাঁহাদিগকে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে অনুরোধ করি "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

—আমি একজন।

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, আষাঢ় (১ম সপ্তাহ), ১২৮০

পাবনা ও সেরাজগঞ্জ অঞ্চলে জমিদারদিগের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের বিদ্রোহিতার কথা যাহা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রজারা উন্মত্ত হইয়া হাল্লা করিয়া বেড়াইতেছে জমিদারের কর্ম্মচারীগণকে দেখিলেই অপমান করে। পুলিস ও ফৌজদারিতে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইতেছে না। ইহার ভিতর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদিগের প্রজারা আছে। গোলমাল যাহাতে এখন মিটিয়া যায় জমিদারদের তাহা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের দোষই ইহার মূল তাহার সন্দেহ নাই।

—সুলভ সমাচার, ১৮ আষাঢ়, ১২৮০

A rent movement in the districts of Eastern Bengal is announced by the native papers. Nothing could be more serious and, if conducted with the law, more welcome to all who see in the ryot's ignorance and submission of to oppression the causes of the backwardness of Bengal. One vernacular paper represents the whole sub division of Serajgunge, in Pubna, as "in a state of dreadful excitement." The Dacca paper writes, in an obscure paragraph of strike among the Ferazees in general. The population of the Eastern districts is largely of the Ferazee Mahomedan type, and has more than once given us serious political anxiety. But if the Indian Daily News be correct in declaring, from confessedly imperfect information, that the movement seems to be a simple rent union against the illegal exactions of the landlords, and that the agitators have informed their district officers of their object, there is new hope for Bengal. The Liet. Governor is in that region, fortunately.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ৩.৭.১৮৭৩

... the rebellion is not confined now to the sub-division of Serajgunge, but that it is gradually spreading all over Pubna. In regard to the cause of it, he says ; —In former days, the ryots made but little money by means of cultivating fields, and hence the rate of the rents paid by them was very low. In course of time, however, lands formerly under water rose higher, and the cultivation of jute was extensively carried on, which led the zemindars to enhance the rents, to four or five times the amount previously paid by the ryots. This was the commencement of the misunderstanding between the two parties. In the meantime Mr. Nolan was appointed to Serajgunge. He showed a little kindness to the ryots, which emboldened them to some extent. The Banerjea zemindars of Cossipore lately presented to Mr. Nolan about fourteen thousand *Kabuliats* for registration. He registered them ac-

cording to existing regulations, and instead of returning them to the mooktear of the zemindar, made them over to the ryots, has produced a conviction on the minds of the latter that they enjoy the protection of the Government, and the Zemindars will not be able to do anything to them. They have consequently risen against all the zemindars and the number of mal-contents is gradually increasing. The insurgents have three leaders in the persons of Ishan Rai of Dowlotpore to the east of the Hoorsagur river, Khudi Molla of Jagotollah, and Ganga Charan Pal of Rudraganthi to the west of the Hoorsagur river.

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩.৭.১৮৭৩

গতকল্য কৃষ্ণবিহারী দাসের নামীয় মোক্তারের পত্রে জানা গেল যে উল্লাপাড়া মোতালকের বিদ্রোহীদিগের প্রধান গঙ্গাচরণ পাল প্রভৃতির ছয়মাস করিয়া মিয়াদ ও ৫০ টাকা জরিমানার হুকুম হইয়াছে। নোলেন সাহেব পুলিসের উপর পরওয়ানা জারি করিয়াছেন যে পুলিস প্রত্যেক হাটের দিবস সাধারণের জ্ঞাতার্থে ঢোল দিবে যে কোন বিদ্রোহী প্রজা দশজন একত্র হইয়া জমায়তবস্ত হইলে পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিবেক।

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩.৭.১৮৭৩

পাবনা জেলাস্থ ইস্তকসাহী পরগণায় প্রজা বিদ্রোহানল দীর্ঘকাল প্রধূমিত থাকিয়া অধুনা এতদূর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, জমীদারগণ নিরন্তর শান্তিবারি সেচন করিয়াও নির্ব্বাণ করিতে পারিতেছেন না। বর্তমান জমীদারদিগের অনেক সহিষ্ণুতা দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু প্রজানল প্রজ্জ্বলিতই রহিয়াছে। জনরব যে, প্রবল বাত্যা নাকি বিদ্রোহানলের সহায়তা করিতেছে। জনরব সত্য হইলে, অচিরেই হয় প্রজা না হয় জমীদার ইহার একতর পক্ষ দগ্ধীভূত ও অপরপক্ষ নিরস্ত হইয়া পড়িবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি বিদ্রোহী প্রজারা নাকি মৎস্য ধরার ভান করিয়া জমীদার-ভক্ত প্রজাগণের বাড়িতে পড়িয়া লুটপাট করিতেছে। এ সম্বন্ধে পাবনা ও সেরাজগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক দমনের চেষ্টা করা উচিত।

—এডুকেশন গেজেট, ৪.৭.১৮৭৩

By far the majority of insurgents are Mahomedans. The few Hindus who have joined them, have done so reluctantly, and only because of their inability to resist the pressure put upon them. To bring so many Mahomedans under discipline, is not an easy matter. The Musulmans, by virtue of their having assassinated the Chief Justice and the Governor-General are, to some extent obtaining higher posts. As the result of the present rebellion, they may possibly be admitted to the civil service without examination. To govern a kingdom is not the work of such a timid ruler. For want of proper discipline, wealth, honor and lives fall into the hands of depredators, while Government on the other hand demand taxes as well as gratitude from the people on the ground that it maintains peace among them. Hundreds of innocent and respectable men have had their all plundered, the chastity of hundreds of females has been outraged, hundreds have lost all they had, and many villages, on account of these outrages, have been depopulated and are turned into a

wilderness, and yet, wonderful to say, there is no redress. Far from this, there is not even any investigation. It appears from what we see as if the ruler had disappeared from the empire, and religion had altogether vanished, and the country become full of iniquity. The oppressed people openly cry out that their present miserable condition is owing to the sins of the English ; in fact, there is no more happiness under the British adminstration.

We should say to the Govt, if you have not the power to govern the empire, if you consider it too expensive to put down rebellion, and if you regard it a "trouble" to attend to these things, give up the Kingdom. The Russians are very near, let them come in and noutish their subjects by means of good Government. The English have become quite worthless. ...

—হালিসহর পত্রিকা, ৪ জুলাই, ১৮৭৩
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ১৮৭৩)

Such is the unspeakable excellence of the British Govt. that the ryots, harassed by the oppression of zemindars, have at once rebelled. Such a thing would never happen if the English would but look to the interests of the ryots with a watchful eye. The natives of this country are naturally very quiet and peaceful and can never take up arms against the zemindars, who stand to them in the relation of parent, unless they are very grievously wronged. This is the result of Act XXX; we do not know what revolution will take place when the collection of the road cess is commenced upon.

—হালিসহর পত্রিকা, ৪ জুলাই, ১৮৭৩
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ১৮৭৩)

AN AGRARIAN RISING

For the first time in the annals of Bengal an agrarian rising, extending over an entire district, and even further, has occurred, and nobody can say where it will end, unless promptly and vigorously repressed. We will take occasion hereafter to enquire into the causes of this unprecedented rising, whether it is due to the rapacity and misconduct of the zemindars, or to the action of the laws, which regulate the relations between the landlord and tenant, and the policy of the Government. In the present article we propose to draw attention to the dangerous state of the district of Pubna. A correspondent from Rajshaya writes to us under date the 29th ultimo as follows :

"There is a wholesale rising of the ryots of Purgunnah Ishubshaye in Pubna. This Purgunnah is principally owned by the Tagore zemindar of Calcutta, the Banerjee zemindar of Mooragacha in Dacca and the Sulup Sandyals and the Packrasya and Bhatacharjea zemindars of Thul and Nohatta in Pubna. All these zamindars have been thoroughly humiliated by this sudden rising of the tenantry. The zemindary collection has been

stopped, and the zemindars are at a loss to make out from where to pay the Government revenue. The ryots are not satisfied in merely rising against their zemindars, but are committing all sorts of oppressions on those who at first show any unwillingness to go over to their side. The Unnooneah Cutcherry of Babu Chundernath Moitry son of the late Lokenath Moitry Roy Bahadoor of Setalye has been looted and the family dwelling house of the Mazoomdars of Gopalnagur have been burnt down. The mass of oppressions committed by this combined body of recusant ryots will form the subject of my next letter. I now only deem it necessary to inform you that the zemindars and Talookdars ; of the Pubnah district have been greatly alarmed, and unless some steps are now taken to put down the commotion their worst fears will be realized."

Later accounts state that the revolt, as we may not improperly call it, is no longer confined to this pergunnah. A correspondent of the Englishman says : "For some time past the subdivision of Serajganj, in this district (Pabna), has been in a state of confusion, owing to the rayats having combined to refuse payment of rent to their native zamindars. This bad feeling has now extended to other parts of the district, the combination is extending to the Nattore subdivision of Rajshahi, and it is said to have crossed the Ganges into the Goalundo subdivision of Faridpur." The Amrita Bazar Patrica gives detailed accounts of the outrages committed by the ryots. Our contemporary says :

"Villages after villages have been plundered and in some cases murders have been committed. But what has shocked us above all is the manner in which these frenzied boors have maltreated the females of some of the respectable families. We are told that a young widowed sister of a well-known zemindar has been carried away and no information as to her present whereabouts as yet obtained. The people are in fact in a state of constant alarm and disquietude. The agitators have a peculiar mode of augmenting their numbers. One of them blows a horn and at the sound hundreds of people flock from all around. They then issue out in a body under the pretence of fishing at a certain beel with diverse instruments in their hands and entering a village compel the villagers either to join their standard or suffer torture and plunder in their hands. Woe befalls the family who dares to resist them. They have also proclaimed all over the country that those who would not enlist themselves on their side by the 15th of Ashar would forfeit certain privileges which Government have promised them. They say the standard pole now used by the Zemindars in the measurement of lands is not the real one, its length must correspond to that of human hand which in their opinion extends from the middle of the breast to the finger point. The Queen they declare has issued a Proclamation that as soon as people would come over to their side she would grant them lands at the reduced rate of 4 as. per bigga measured according to their ideal standard pole. When they fail to induce people to come over to their side by this proclamaion, they issue out a circular an exact copy of which we publish in our vernacular column. The Circular runs to this effect, "So and So projas. As soon as you see this circular hasten over to the side of the insurgent[...]rty. If you fail to come within this day, rest assured that we go to fish in the beel close by your village. Know this order, is

peremptory. "This circular produces greatest consternation among the villagers and forces them against their will to join the rioters."

Plundering is thus going on a tremendous scale. It appears that the rioters are moving in large numbers, counting hundreds and thousands. Three persons are named as the ringleaders of the movement, Eshan Rai of Dowlutpore, Khudi Mulla of Jugutola, and Gunga Churn Pal of Ganti. No one in the district feels himself safe. Those who can afford are sending away their ladies and children to distant districts ; some have arrived in Calcutta while every family is as it were in a state of siege. Although the movement is ostensibly against the zemindars, no one is spared. The well-to-do are the victims every where. The zemindars have petitioned the local officers and the Government for protection. It is said that the executive are greatly responsible for this state of feeling in the district. Mr. Nolan, the Magistrate of Serajgunge, is believed to be kind to the ryots, which is certainly not a fault, but certain acts of his are alleged to have encouraged them in their career of lawlessness and blunder. The Amrita Bazar's Special says that the mooktear of the Banerjea zemindar or Kashipore had lately presented 14,000 kubuleuts for registration before Mr. Nolan, who after registering the same handed over the documents to the ryots instead of returning them to the mooktear as usual. This has led the ryots to conclude that the Magistrate is in their favor, and that the zemindar will not gain much by the Kubuleuts. Then when murmurs of the present rising rose, neither the Magistrate nor the Police, we are told, took any steps to repress it. The result was that the mutinous spirit spread like wild fire. They have, it seems, now discovered their error. But even now the action taken, so far as we can judge from the letters in the Putrica, is by no means adequate to the gravity of occasion. One Correspondent says that on Wednesday, the 25th ultimo, the police arrested six persons with clubs in their hands on a charge of holding illegal assembly, but the Magistrate let them off by taking from each of them security for Rs. 50 to keep the peace for six months. The Magistrate can, however, no longer ignore the crisis. It is said that he has gone into the interior with a posse of the Police. It was rumoured that His Honor the Lieutenant Governor would during his late tour visit the scene of the disturbances, and take steps under his personal superintendence for the restoration of order, but His Honor, it would appear could not go. On his return to the capital, His Honor has issued the following Proclamation :

"Whereas in the district of Pubna, owing to attempts of Zemindars to enhance rents and combinations of ryots to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in a riotous and tumultuous manner, and serious breaches of the peace have occurred, this is very gravely to warn all concerned that while on the one hand the Government will protect the people from all force and extortion, and the zemindars must assert any claims they may have by legal means only, on the other hand the Government will firmly repress all violent and illegal action on the part of the ryots, and will strictly bring to justice all who offend against the law, to whatever class they belong.

The ryots and others who have assembled are hereby required to disperse, and to prefer

peaceably and quietly any grievances they may have. If they so come forward they will be patiently listened to: but the officers of Government cannot listen to rioters : on the contrary, they will take severe measures against them.

It is asserted by the people who have combined to resist the demands of the zemindars that they are to be the ryots of Her Majesty the queen, and of Her only. These people, and all who listen to them, are warned that the Government cannot and will not interfere with the rights of property as secured by law ; that they must pay what is legally due from them to those to whom it is legally due. It is perfectly lawful to unite in a peaceable manner to resist any excessive demands of the zemindars, but it is not lawful to unite to use violence and intimidation.

By order of the Lieutenant-Governor of Bengal

A MACKENZIE

Junior Secy. to the Govt. of Bengal. Calcutta the 4th July, 1873.

This is what is called the reading of the Riot Act, but will the action of Government stop there? Will no notice be taken of the conduct of those, who have ruthlessly attacked innocent people, plundered their homesteads, taken away their all, and even insulted their ladies? The "ryots and others, who have assembled," are quietly told by the Lieutenant Governor "to disperse," but will they not be brought to judgement for the violence and illegalities they have already committed? At least an example ought to be made of the ringleaders to strike a wholesome terror of the law in the breasts of those who defy it. There should be of course be a thorough enquiry into their grievances, but violence and lawlessness ought to be put down first with the utmost vigor of law.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৭.৭.১৮৭৩

সিবাজগঞ্জ ও পাবনা অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহিতা নিবারণের জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই "যে জমিদারগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের চেষ্টা করায় প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য হাঙ্গাম করিতেছে, তাহাতে সাধারণ প্রজার শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বিরোধী প্রজাদিগকে ঐরূপে জমাইতবস্ত হইতে দেওয়া না হয়। এবং জমিদারগণ আইনানুসারে প্রজার কাছে যাহা পাবেন তাহার সুবিচার করা হয়। বিদ্রোহী প্রজাগণ শান্তভাবে আপনাদের দুঃখ জানাইলে মনোযোগের সহিত তাহা শুনা যাইবে। কিন্তু তাহারা যদি জমিদারের যথার্থ প্রাপ্য না দিয়া বলে যে আমরা কেবল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা, তাহা গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না। এ সম্বন্ধে জমিদারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমিদারের কৃত রাজবিধি বহির্ভূত কোন অতিরিক্ত দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলে একত্রিত হওয়ার কোন নিষেধ নাই, কিন্তু সে জন্য বহুলোক একত্রিত হইয়া দাঙ্গা করা আইন সংগত নহে। গবর্ণমেণ্ট আইনানুসারে জমিদার ও প্রজার যথার্থ স্বত্ব রক্ষা করিবেন।" এই বিদ্রোহিতায় আপাতত অনেক অনিষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা একটি বিশেষ উপকার হইবে অনিযমিত অবৈধ কার্য্যকে নিয়মিত করিতে হইলে প্রথমে প্রজাগণের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হয় ইহা স্বাভাবিক।

—সুলভ সমাচার, ২৫ আষাঢ়, ১২৮০

পাবনা

পাবনার প্রজাবিদ্রোহিতা এখন পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। ... জমিদারের কি আর যাহার অত্যাচারেই প্রজারা বিদ্রোহী হউক, যখন তাহারা ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তখন আপাততঃ তাহাদিগকে থামান কর্ত্তব্য। এখন যাহা ঘটিতেছে তাহাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের সর্ব্বনাশ। প্রজারা যেরূপ উম্মত্ত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডিত যে হইবে তাহার বিচিত্র নাই এবং জমিদারের ও মধ্যবর্ত্তী লোকের ত কষ্টের সীমা নাই।... নলেন সাহেব সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হইয়া অবধি ক্রমাগত জমিদারকে দমন ও প্রজার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যখন দেশের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল, চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল তখন পাবনার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। পাবনা হইতে আমাদিগকে একজন লিখিয়াছেন যে, প্রজার দৌরাত্ম্যের বিষয় এত্তলা হইলে বিচারকগণ উপহাস করিতেন। এটি সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু পাবনার কর্ত্তৃপক্ষেরা এ পর্য্যন্ত যেরূপ শৈথিল্যের সহিত কাজ করিয়াছেন তাহাতে আমরা উহা বিশ্বাস না করিয়াই বা কি করিব।

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০.৭.১৮৭৩

আমরা নিম্নের ঘটনাগুলি পাবনা হইতে প্রেরিত পত্র হইতে সংগ্রহ করিলাম। স্থানাভাবপ্রযুক্ত পত্রগুলি সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না।

বিদ্রোহী প্রজাদিগের প্রায় দুই শত লোক এবং ঈশানচন্দ্র রায় পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। ইহাদের বিচার এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। ঈশানচন্দ্র রায় যে বিদ্রোহী প্রজার একজন দলপতি তাহা আমরা সর্ব্বস্থান হইতে শুনিতেছি। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞানুসারে যে প্রজারা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। যে ব্যক্তি ৫০ হাজার প্রজাকে আপনার শাসনাধীনে আনিতে পারেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নন। বিশেষতঃ আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম যে, তিনি বুদ্ধিমান, লেখাপড়া জানেন এবং আইনজ্ঞ। যে কার্য্যে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে এরূপ কার্য্যের মধ্যে তিনি যে থাকিবেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সম্ভবত তিনি প্রজাদিগকে প্রথম পরামর্শ দেন যে, তাহারা ঐক্য হইয়া জমিদারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। তাহার পর বোধহয় তাহারা আর তাঁহাকে গ্রাহ্য করে নাই।

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০ ৭.১৮৭৩

For years nothing has occurred in the history of the people of Bengal quite so significant, if not serious, as the union of the peasantry of Pubna to resist the enhancement of their rents. Although the majority of the people are Mahomedans and the landlords and upper classes are chiefly Hindoos, there is nothing like a Ferazee rising, nothing of a political character. On the contrary the cultivators proclaim themselves the ryots of the Maharanee Victoria, and declare they will pay rent only to the collector who is her representative. A few houses have been burned or plundered, and two bands have been going about the district, which disappear before the Magistrate and his police, Mr. W. V. G. Tayler. As yet there are no signs of the excitement spreading into the neighbouring districts of the Dacca and Rajshaye Divisions. Our correspondence is clear on that point. Some of the men who have gone beyond the law have already been convicted of rioting, illegally assembling and house trespass. Other rioters are under arrest. Since the 3rd instant all has been quiet. The

Lieutenant Governor was close to the disturbed quarter where he fully conferred with the Pubna authorities and the principal officials of Eastern and Northern Bengal. He at once, on his return to Calcutta, issued the following Proclamation. Insisting first of all that order shall be maintained, it does justice to both sides. But, for the first time, the Government pledges itself to see that those exactions, which have been the rule of the Bengalee Zemindar under every administration, shall cease — "the Government will protect the people from all force and extortion."

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১০.৭.১৮৭৩

প্রজাদ্রোহ

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন।

"পাবনা জেলাতে জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতে এবং প্রজারা সে চেষ্টা বিফল করিবার আশায় ধর্ম্মঘট করাতে, অনেক অনেক স্থানে বহুসংখ্যক লোক দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার ও দাঙ্গাহাঙ্গাম করিতেছে। অতএব এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা সকল পক্ষকেই বলা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট একপক্ষে প্রজাগণকে বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের দায় হইতে রক্ষা করিয়া জমিদারদের প্রকৃত প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত তাহাদিগকে কেবল আইনের অনুযায়ী ব্যবহারই করিতে দিবেন, অন্যপক্ষে প্রজাদের অনুষ্ঠিত অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত যথাবিহিত দণ্ড দেওয়া হইবে। যে সকল প্রজা প্রভৃতি লোকে এক্ষণে দলবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা দলভঙ্গ পূর্ব্বক আপনাপন স্থানে গমন করুক। তাহাদের যে সকল দুঃখের কথা বলিবার আছে, তাহা যেন তাহারা শান্তভাবে ও কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ না করিয়াই জানায়। তাহারা এরূপে যে সকল কথা জানাইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিবেন। নতুবা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে তাহাদের কোন কথা শুনা দূরে থাকুক, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের গুরুতর দণ্ডাজ্ঞাই দিবেন। জমিদারদের প্রতিকূলে যে সকল প্রজা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, তাহারা না কি এমন কথা বলিতেছে, যে আমরা আর কাহাকে খাজনা না দিয়া কেবল মহারাণীকেই খাজানা দিব। এই সকল লোক, এবং যাহারা এই সকল লোকের কথা শুনিতেছে, তাহাদিগকে এই পূর্ব্ব সাবধান করা যাইতেছে যে, আইনের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিতে পারেনও না, করিবেনও না ; এবং আইনের অনুসারে তাহাদের নিকটে যাহার যে প্রাপ্য, তাহাদিগকে তাহা অবশ্যই দিতে হইবে। জমিদারেরা প্রজাদের হইতে অন্যায়পূর্ব্বক কিছু লইতে চাহিলে তাহাদের প্রতিকূলে শান্তভাবে ধর্ম্মঘট করা আইনের সম্যক্ সঙ্গত বটে, কিন্তু বলপ্রয়োগ করিবার ও ভয় দেখাইবার নিমিত্ত দলবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অবৈধ।"

এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কারণ কি, তাহা অনেক পাঠকই, অবগত আছেন। পাবনা জেলার অনেক স্থানেরই প্রজাবিশেষে দলবদ্ধ হইয়া জমিদারদিগকে খাজানা না দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। কেবল অভিপ্রায় প্রকাশ করা নহে, অন্য লোককেও ভয় মৈত্র দ্বারা আপনাদের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মিত্রতার দ্বারা দলভুক্ত করিবার চেষ্টা অবৈধ নহে, কিন্তু সেই উদ্দেশে ভয় প্রদর্শন করা যে নিতান্ত অবৈধ, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। সামান্য লোকে অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইলে তাদৃশ অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহাদের বল অধিক, অথচ বহুকাল আত্মবিস্মৃত রহিয়াছে, তাহারা কোন উপায়ে আপনাদের বল একবার বুঝিতে পারিলে, দেশকাল পাত্র বিচার না করিয়াই সেই বলের পরীক্ষা করে। এই প্রযুক্ত যাহারা তাহাদের দলভুক্ত হইতে স্বীকৃত হয় নাই, তাহাদের ব্যতীত অন্য লোকেরও ঘর দ্বার লুঠ হওয়া তত বিচিত্র হয় নাই। এই প্রযুক্তই অনেক ভদ্রলোকে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন, কোন কোন স্থলে ভদ্র স্ত্রীজনেরও প্রতি অহিতাচার হইয়াছে। এ সকল সমাচার অতিশয় আক্ষেপের, এ প্রকার ঘটনা হইবার পূর্ব্বেই তথাকার রাজপুরুষগণের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ইতর লোকে বহু সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়াছে, এ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহাদের এ কথা স্মরণ

করা উচিত ছিল যে, তাহাদের দলভঙ্গ না করিলে তাহারা নিতান্ত অবৈধ কার্য্য মাত্রই করিতে পারে, তাহা না করিয়া যখন তাঁহারা সে সময়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন তখন সেই বলোন্মত্ত প্রজাদলের কৃত পাপের কিয়দংশ তাঁহাদের প্রতি বর্ত্তিতেছে বলিতে হইবে। অধিক লোককে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইতে দেওয়া যে কেবল যুক্তিবিরুদ্ধ, এমন নহে, দণ্ডবিধি আইনের মধ্যেও তাহাকে অপরাধের মধ্যে গণ্য করা আছে, এবং তাহা নিবারণেরও উপায় বিধান আছে। অতএব এ প্রকার সহজ বিষয়ে রাজপুরুষগণের ভ্রান্তি কেন জন্মিয়াছিল, বুঝিতে পারিতেছি না।

যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই জনতা হইতে আর অনিষ্ট না হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা দিয়াছেন তাহাতে পুনরায় শান্তি সংস্থাপন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, জমিদারদের অত্যাচার হইতে মুক্ত হওয়াই যদি এই সকল প্রজার প্রকৃত অভিপ্রেত হয়, তবে তাহারা গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণাতে অবশ্যই জানিতে পারিবে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করিয়া তাহাদের সে অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবার নহে। সে অভিপ্রেত সিদ্ধ করিবার একমাত্র উপায় অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করা, শিষ্টভাবে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করা। এবং স্ব স্ব মনোগত কথা গবর্ণমেণ্টকে বিনীতভাবে অবগত করা। মফস্বলে এক্ষণে যাঁহারা রাজপুরুষ আছেন, তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য আমরা জানি না, এবং তাঁহারা উপস্থিত স্থলে জমিদারদের পক্ষ কি প্রজাগণের পক্ষ হইবেন, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। যাহাই হউক, আমরা তাঁহাদিগকে পক্ষপাতশূন্যই মনে করিব। অন্ততঃ মান্যবর ক্যাম্বেল সাহেবের রাজত্বকালে তাঁহাদিগকে যে পক্ষপাতশূন্য হইয়া চলিতে হইবে, তাহার কোন সন্দেহ করিব না। অতএব তাঁহারা অবশ্যই এই ঘোষণা অনুসারে আচরণ করিবেন, এই ঘোষণার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাহা হইলেই এই উপদ্রব নিবারিত হইবে, এবং জমিদার ও প্রজা এ উভয়ের মধ্যে আবহমানকাল যে সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে, তাহা পুনঃস্থাপিত হইবে। তাহার পরে জমিদারদের প্রতিকূলে প্রজাগণের যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহাও বলিতে পারিবে; এবং আদালতের বিচারপতিগণ সে সকল কথার যেরূপ মীমাংসা করিবেন, তাহাতে শান্তভাবেই তাহাদের দুঃখ বিমোচন হইতে পারিবে।

প্রজাগণের উপদ্রব নিবারণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ কোন উপায় লইতে হইবে না। দণ্ডবিধির আইন এবং ফৌজদারী আদালতের কার্য্যবিধির আইনের দ্বারাই সকল সম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু উপদ্রব থামিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? জমিদারদের হইতে প্রজাগণের উপরে পরে কোন উপদ্রব হয় কিনা, যদি হয় তাহা কি প্রকার এবং তাহা নিবারণ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় কি, এই সকল বিষয়ে তদন্ত লইবার নিমিত্ত কি কোন সভা নিয়োজিত হইবে? গবর্ণমেণ্ট ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, জমিদারদের যদি কোন দুর্নীতি থাকে, তাহা হইতে প্রজাবর্গকে উদ্ধার করিবেন। এই প্রতিশ্রুতি গবর্ণমেণ্ট কিরূপে রক্ষা করিবেন? আমরা এক্ষণে এ সকল কথায় কোন উত্তরই করিতে পারি না। ফল কথা এই, বাঙ্গালা দেশে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাহার শনির দশা উপস্থিত দেখিতেছি।

—এডুকেশন গেজেট, ১১.৭.১৮৭৩

প্রজার ষড়যন্ত্র

মহাশয়! পাবনা এবং সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানের প্রজারা না কি জমিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য একতা অবলম্বন করে। সোমপ্রকাশ পাঠে অবগত হইয়াছিলাম যে, তাহাতে উক্ত স্থান সমস্তের শাসনকর্ত্তা ও বিচারকেরা সহায়তা করিতে সম্মত ছিলেন। এই অবসরে এ প্রদেশে ভয়ানক হুলস্থূল কাণ্ড হইতেছে। এই একতায় এ প্রদেশের সমস্ত নিষ্কর্ম্মা এবং বদমায়েস লোক যোগ দিয়াছে ; সুতরাং নানাবিধ শোচনীয় কার্য্য ঘটিয়াছে, এবং শীঘ্র বিশেষ শাসন না হইলে উত্তরোত্তর তাহার আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এখানকার বিদ্যা এবং সভ্যতার প্রভাবে অনেকেই বদমায়েস, লাঠিয়াল প্রভৃতিকে প্রতিপালন করে না। তাহারা, নীলকরদের তৈয়ারী ও প্রসাদাবশিষ্ট খোট আখুরিয়া গোমস্তারা এবং অন্যান্য দুষ্ট লোকেরাই এই দলপুষ্টিতার প্রধান উপকরণ। উহাদের কার্য্যপ্রণালী মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ইহারা উক্ত "উৎপীড়ন" উপলক্ষ করিয়া স্বীয় স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতেছে।

শুনিলাম (সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না) দৌলতাবাদের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় ঐ বিদ্রোহের রাজা ও প্রথম উদ্যোগকর্ত্তা। উক্ত বিদ্রোহীদের সাধারণ বিজ্ঞাপন এই যে, আমরাও মহারাণীর প্রজা, সুতরাং কালেক্টরিতেই খাজানা দাখিল করিলেই চলিবে। জমিদারকে আর কেহই খাজানা দিতে পারিব না। যদিও জমিদার থাকে, তবে ৮০ গজ রসীতে জমি মাপ করিয়া আট আনা হারে খাজানা দিতে হইবে। আমাদের কেহ শাস্তা নাই—যত মোকদ্দমা প্রভৃতি সকলই আমাদের নিকট করিতে হইবে। অমুক গ্রামসকলের বিচারক উনি, প্যায়াদা ও অন্যান্য কর্ম্মচারী উহারা হইল ইত্যাদি। যে গ্রাম উহাদের অধিকারে আইসে নাই, সেখানে কতকগুলি লোক উপস্থিত হইয়াই ঐ বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করিয়া বলে, তোমরা আমাদের দলে আছ কি না? যাহারা পরিণাম বিবেচনা করিয়া অসম্মত হয়, অথবা ভবিষ্যতে কোনরূপ অন্যথা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মান সম্ভ্রম ও ধন সম্পত্তি সকল নষ্ট পায়। ঐ অরাজকতায় বাধ্য হইয়া সকলেই উহাদের সঙ্গে অন্যান্য স্থান অধিকার করিতে যাইতেছে।

এই একতার মূল যে পীড়ন হইতে মুক্ত হওয়া নহে, তাহা ২/১টী প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। গোপালনগরের প্রসিদ্ধ মজুমদার জমিদারেরা ফরিদপুরের বিখ্যাত বনয়ারীলাল বাবুর সহায়তায় ঐরূপ দলকে প্রথমতঃ গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। পরে উহারা বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া উহাঁদের কয়েক অংশীর বাড়ী পোড়াইয়া যথাসর্ব্বস্য লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। দিবসে এরূপ অভূতপূর্ব্ব অরাজকতা ও অত্যাচার হইয়া গেল; তথাপি লুঠকারী বদমায়েসদের আধিক্য জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ফরিদপুরের আউট পোষ্টের পুলিস কর্ম্মচারীরা কিছুই করিতে পারিলেন না। ধূলাউড়ীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একজন নরসুন্দরে ও সাহায় একটি হাঁড়ি লইয়া বহু দিন হইল অতি সামান্য বিবাদ হইয়াছিল, নরসুন্দর এই অরাজকতা দেখিয়া প্রতিপক্ষের দমনের জন্য বিদ্রোহীর বিচারালয়ে দরখাস্ত করে। পরে দুইজন পেয়াদা আসিয়া ঐ সাহাকে ধূলাউড়ীতে লইয়া গিয়া রোজ ও জরিমানা আদায় করিয়া লইয়াছে।

এই অরাজকতায় ইতর ভদ্র সকলেই শশব্যস্ত, আবালবৃদ্ধ বনিতা কাহারও মুখে শান্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কত সময়ে যে কত জনের আহার নষ্ট হইতেছে ও সম্পত্তি আদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৃটিশ অধিকারে প্রজারা দীর্ঘকাল এরূপ অশান্তি ভোগ করে— ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়! উক্ত অশান্তি লোকের মনে এরূপ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে যে, উহার আলোচনা ভিন্ন কাহারই নিকট অন্য কোন কথা শুনা যায় না। এরূপ বহু আলোচনার সময়ে প্রত্যক্ষ ভিন্ন সত্য নিরূপণ করা বড় কঠিন কার্য্য। যখন এই অল্পসংখ্যক গ্রামের মধ্যেই এত অত্যাচার দেখা গেল তখন যে অবশিষ্ট বহুসংখ্যক গ্রামে অধিক অত্যাচার হয় নাই, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক, শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম যে, পাবনার সুযোগ্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কতকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী ও বহুসংখ্যক কনষ্টেবল সহ আতাইকুলা আউট পোষ্ট প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আমাদের বোধ হয়, এখন এরূপ নিয়ম প্রচার করা নিতান্ত প্রয়োজন যে, হাট বাজার ভিন্ন পুলিসের বিনা অনুমতিতে বহু লোক একত্র হইতে পারিবে না। কতকগুলিন কনেষ্টবল এরূপ ভাবে নিকট নিকট রাখা কর্ত্তব্য যে, পার্শ্ববর্তীস্থানে জনতার কোন লক্ষণ দেখিলেই তাহারা যাইয়া প্রথমেই নিবারণ করিতে পারে। প্রত্যেক গ্রামের চৌকীদারদিগকেও বিশেষ শাসন করিয়া দেওয়া উচিত, যে তাহারা স্ব স্ব গ্রামে অকারণ জনতার কোন সূত্রসোপানেই পার্শ্ববর্ত্তী কনেষ্টবলকে তৎক্ষণাৎ সম্বাদ দেয়। অপর কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐরূপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মফঃস্বলে অবস্থান করা উচিত, এবং কতকগুলি কনেষ্টবল এরূপভাবে একত্র রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন স্থানে বৃহৎ জনতার আয়োজন হইবামাত্র তাহারা গিয়া নিবারণ করিতে পারে। আর প্রধান প্রধান বদমায়েসপূর্ণ গ্রামের অধিবাসীর নিকট "শান্তিভঙ্গ" না করে তজ্জন্য মুচ্‌লেকা লওয়াও উচিত। তাহা হইলেই দুষ্টেরা শাসনে থাকিবে এবং প্রজারাও শান্তিলাভ করিতে পারিবে। আর দোষীর বিচার ত হইতেছে ও হইবে। কিন্তু তদন্তে বিলম্ব হইলে হৃতদ্রব্য এবং আঘাতপ্রাপ্ত দুষ্টদিগকে পাওয়া কঠিন। আর এরূপভাবে জমিদারের খাজনা বন্ধ থাকিলেই বা তাঁহারা কিরূপে সদর খাজনা প্রভৃতি প্রদান করিবেন?

শ্রীঃ — পাবনা।

—এডুকেশন গেজেট, ১১.৭.১৮৭৩

পাবনা অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহিতা নিবারণের জন্য লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর...এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন...

জমীদারদিগের অত্যাচার নিবারণ গবর্ণমেন্টের যেমন কর্ত্তব্য, প্রজাগণের দৌরাত্ম্য নিবারণও সেইরূপ, সন্দেহ নাই। প্রজারা বলবান, সহায় পাইলে জমীদারের বাবা হইয়া দাঁড়ায়।

—ভারত সংস্কারক, ১১.৭.১৮৭৩

The zemindars and landholders are greatly alarmed by the agrarian excitement which exists in Pubna and Furreedpore, but we have reason to believe that the native papers in their fears exaggerate the extent of the evil. We cordially hope that this is so. We should be very sorry to endorse the statement contained in the Proclamation of the Lieutenant Governor that it is perfectly lawful for the ryots to unite to resist any excessive demands of the zemindars. Whatever may be thought of the legality of the opinion thus expressed, all must agree that it was most impolitic to insert in a document emanating from the local Government a proposition so liable to be mistaken by an ignorant peasantry. The first necessity of a stable Government is that there must be no "imperium in imperio", and every widespread union of this kind is in reality a source of authority which must cause serious anxiety to our rulers. It would be an interesting study to trace how far the democratic teachings of the Lieutenant-Governor and his known or believed hostility to the zemindars have conduced to the present state of things in the disturbed districts. The "representative ryot" may yet cause us much trouble and danger. Governmental and authoritative expressions of opinion should be most cautious and guarded. ...

—ইন্ডিয়ান অবজার্ভার, ১২.৭.১৮৭৩

—*The People's Friend* seems to be of opinion that the combination amongst the ryots in Eastern Bengal is principally due to the oppressions of the zemindars. It says that the zemindars "do not treat their ryots with consideration and kindness ; they seldom endeavour to live peaceably and in good terms with them, much less do they feel inclined to look to their interest. Some wealthy men, who have received no liberal education, and seldom much moral training, would always like to fill their coffers in any way they can, whether rightly or wrongly, and would also like to enforce their will by oppression and tyranny. We fear that when all the particulars come to light, some of the zemindars will find themselves placed in any but agreeable circumstances."

—ইন্ডিয়ান অবজার্ভার, ১২.৭.১৮৭৩

রাইয়তি বিদ্রোহ

সম্প্রতি পাবনা জিলায় এবং দেখাদেখি পার্শ্বস্থ অন্যান্য জিলায় জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত প্রেরিত পত্র দুইখানি প্রকটন করিয়া পরে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ আবশ্যক বোধ করিতেছি। প্রথম পত্রপ্রেরক, যেরূপ সবিশেষরূপে বিদ্রোহের কোনো কোনো বৃত্তান্ত ও অবস্থা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পত্র দীর্ঘ হইলেও

আমরা তাহা অবিকল গ্রহণ করিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

ভয়ানক অত্যাচার

সম্পাদক মহাশয়। নিম্নলিখিত হৃদয় বিদারক ঘোরতর অত্যাচারের সংবাদগুলি আপনার পত্রিকাপার্শ্বে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জমিদারমাত্রকেই অত্যাচারী স্থির করিয়া তাহাদিগের দমনকারীদিগকে দমন করিতে অনুৎসাহী আছেন। সত্য বটে কোনো কোনো জমিদার অত্যাচারী আছে কিন্তু তাই বলিয়া সমুদায় জমিদারকে অত্যাচারী মনে করা কি সঙ্গত? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অত্যাচারী জমিদারদিগকে দমন করিয়া অন্যান্য নিরীহ জমিদার ও প্রজাদিগকে রক্ষার জন্য বিদ্রোহীদিগের দমন করেন; তাঁহা হইলে আমরা তাঁহার প্রতি আন্তরিক বাধ্য হই।

তাং ১৯ আষাঢ় কস্যচিৎ পাবনা জেলা নিবাসিনঃ
সন ১২৮০ সাল

দ্বিতীয় পত্রের সারাংশ এই—

স্থানে স্থানে ২০/৩০ সহস্র লোক দলবদ্ধ আছে। এইরূপে ২/৪ দিনের মধ্যে কত গ্রামে যে কত ভদ্র পরিবার একেবারে গিয়াছে বলা যায় না। এমন কি, কত স্থানে কত মুসলমান কত হিন্দুকে ভাত খাওয়াইতে উদ্যোগ করিয়াছে। এ প্রদেশ মধ্যে কেবল ভারেঙগা গ্রাম লুট হয় নাই, কারণ এই গ্রামবাসী বাবু উমেশনারায়ণ চৌধুরী, বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী, বাবু রাজেন্দ্র রাজ, অভয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ এইরূপ দৃঢ় পণে ছিলেন যে, পরিবারের জন্য গবর্ণমেণ্টের রাজ্যরক্ষার জন্য সাজ সরঞ্জামী লইয়া জীবন পর্য্যন্ত দান করিবেন। এমন সময় আমি আসিয়া আরো বিশেষ উৎসাহ দিলাম। চতুর্দ্দিকে নদী আর এইরূপ জোট সুতরাং লুট হয় নাই। কিন্তু ২/৪ দিন মধ্যে অবশ্যই লুট হইবে। মহাশয়। অদ্য ম্যাজিস্ট্রেট, ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট দলবলসহ আসিয়াছেন। লেঃ গবর্ণর গোয়ালন্দ মোকামে আসিয়া হুকুম দিয়া গিয়াছেন। অদ্য এখানে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, যাহা হয় পরে বলিব।

২০ আষাঢ়। পাবনা শ্রী কেশব।
ভারেঙ্গা, পাবনা

ইহা বঙ্গদেশে এক নূতন কাণ্ড। আমরা এমন বহু শুনিয়াছি, যে কোন এক মৌজা, ডিহি বা পরগণার কোন এক শ্রেণী জমিদারের খাজনা দেয় না, জমিদারের নায়েব কি গমস্তা বা অন্যান্য লোকজনকে গোপনে বধ করে অথবা উভয় পক্ষে বিস্তর লাঠালাঠি মারামারি হয়। পূর্ব্বে এমনও শুনা যাইত অমুক জমিদার বা অমুক নীলকর অমুক অমুক গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে। কয়েক গ্রামের লোক ধর্ম্মঘট করিয়া অত্যাচারী জমিদারের বিরোধী হইয়াছে, ইহাও পুরাতন কথা। কিন্তু জিলা সুদ্ধ বাঙ্গালী রীতিমতো বিদ্রোহাচরণে মত্ত হইয়া ঘোষণা দ্বারা দল সংগ্রহ করে, যাহারা সেই অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত না হয় তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে এবং নিরীহ ভদ্রলোকের ধন প্রাণ জাতি মান প্রভৃতি বিনষ্ট করে, এরূপ অসম্ভব অরাজকতা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় কস্মিনকালে শ্রুত হয় নাই। সুতরাং পাবনা জিলায় এই নূতন কাণ্ড ঘটাতে আমরা অবাক হইয়াছি।

রাজপুরুষেরা ঝটিতি কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে এই অগ্নি কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িবে এবং ইহার দাহিকাশক্তি কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? শুনিতেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিস্যনার মহাশয়েরা প্রতিবিধানের উপায় না করিতেছেন এমন নয়, কিন্তু যাহা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে। সিরাজগঞ্জ সব-ডিবিজন এবং রাজসাহী জিলার অধীন নাটোর মহকুমাতেও এই দাবানল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জমিদারের মাপের রসি ঠিক নহে, জমিদারের ব্যবহার ভাল নহে ; সুতরাং আমরা জমিদারগণকে রাজস্ব দিব না, মহারাণী স্বয়ং আমাদিগকে খাসে প্রজা না করিলে আমরা ছাড়িব না। ইত্যাদি আপত্তি নাকি তাহাদের বিদ্রোহের কারণ। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় উহাই যে এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর কার্য্যের প্রবল কারণ, ইহা সম্ভাবিত বোধ হয় না। হয়তো তাহাদের মনের কথা এখনও ভালরূপে জানা যায় নাই। অথবা কতকগুলা বদমায়েস লোক আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়া প্রজাদের সামান্য অসন্তোষ বহ্নিতে ফুৎকার দিয়া একেকে একুশ করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ যে কারণেই হউক, এই অসহনীয় অত্যাচার ও অরাজকতার আশু দমন করা উচিত।

সুদ্ধ যদি অশিক্ষিত কৃষক রাইয়ত হইত, তবে এই বিদ্রোহ এতদূর অর্থাৎ বিদ্রোহ নাম পাইবার যোগ্যই হইত না— তাহা হইলে দুই এক গ্রামে জমিদারের লোকের সহিত প্রজার দুই একটা লাঠালাঠি বিবাদ হইয়া শেষ হইয়া যাইত। ইহার মধ্যে অনেক ভূসম্পত্তিবান দুষ্ট ভদ্রলোক আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ — দৌলতপুরের ঈশান রায়, জগুতলার খুদি মোল্লা এবং গাঁতির গঙ্গাচরণ পাল ইহাদের প্রবর্ত্তক ও অধিনায়ক।। ইহাদের অথবা এইরূপ দুষ্ট লোকদিগের অধ্যক্ষতায় জমিদার ব্যতীত অপরাপর ভদ্রাভদ্র লোকদিগের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দুরাত্মারা কোনো কোনো স্থলে কোনো কোনো ভদ্রলোকের বাটীতে স্ত্রীমহলে অসম্ভব মানহানিকর কাণ্ড করিয়াছে। একজন ভদ্রলোকের বিধবা ভগ্নীকে কোথায় কে লইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি তাহার ঠিকানা হয় নাই।

অতএব আমাদের পূর্ব্ব অনুমান সত্য কিনা ভাবিয়া দেখুন। যে কয়টি কথাকে এই বিদ্রোহের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে, তাহা সত্য হইলে কেন ঐ সব বিসদৃশ অত্যাচার ঘটিবে? পূর্ব্বোক্ত কারণও ইহার সামান্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু বোধহয় তৎসঙ্গে আরো অন্য অন্য কোনো গুরুতর কথা আছে, যাহা এখনও জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন সিরাজগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট মেং নোল্যান সাহেবের অতিরিক্ত অনুকূলভাব দৃষ্টেই দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখেন, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের মোক্তার উক্ত সাহেবের নিকট ১৪,০০০ হাজার কবুলতি রেজেষ্টরি করিয়া দেন। নোল্যান সাহেব সেইসব কবুলতি মোক্তারকে ফিরাইয়া না দিয়া রাইয়তগণকে দিয়াছিলেন, ইহাতেই রাইয়তেরা ভাবিল, 'সাহেব আমাদের সপক্ষ, আমরা জমিদারগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিলে আমাদের কোন হানি হইবেক না।' তৎপরে যখন এই ঘটনা ঘটিল, তৎকালে কি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি পুলিস কেহই নিবারণের কোনো চেষ্টা পাইলেন না। ফলতঃ উক্ত সংবাদদাতা না লিখিলেও ইহা সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে যে, পাবনা, রাজসাহী কি সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এমন অসমসাহসিক বীর প্রজা অতি কম আছে, যাহারা একদিনে এতদূর উন্মত্ত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে! স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আয়র্লন্ড বা ভারতবর্ষের উঃ পশ্চিমাঞ্চলের কোনো কোনো ভাগ হইলেও এ কথা একদিন শোভা পাইত বিশেষতঃ উক্ত জেলার জমিদারগণের মধ্যে কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠী, মুড়াগাছার বাঁড়ুয্যা ও নহাটার ভট্টাচার্য্য মহাশয়রাই প্রধান। তাহাদের প্রকৃতি আমাদের অগোচর নাই। তাঁহারা যে ঘোর অত্যাচারী জমিদার হইয়া উঠিবেন, ইহা সম্ভাবিত হয় না। অথবা তাঁহারা কোনো বিশেষ দৌরাত্ম্য করিয়াছেন এমন প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না। যদিও তাহা হইয়া থাকে, তথাপি তজ্জন্য হঠাৎ এতদূর হওয়া কোনমতেই অনুমানে আইসে না। কিন্তু এই কথা বলাতে এমন বলিতেছি না যে ম্যাজিষ্ট্রেটের উৎসাহেই ইহা ঘটিয়াছে। আমাদের তাৎপর্য্য এই এবং সংবাদপত্রের প্রচারও এই, যে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়তো অতিরিক্ত প্রজা বাৎসল্য এবং জমিদারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর ভাব দেখাইতেন, তাহাতেই ভ্রান্ত প্রজাপুঞ্জ দুষ্টলোকের চক্রে পড়িয়া এককালে অধীর হইয়া উঠিয়া থাকিবে। আজকাল অনেক রাজকর্ম্মচারী ও অনেক সংবাদপত্র সম্পাদককে জমিদারের নামে জ্বলিতাঙ্গ ও জমিদারের নিতান্ত দোষদর্শী হইতে দেখা যায় ; তাঁহারা জনকতকের দোষে সে শ্রেণীর তাবৎকে অপরাধী এবং দোষী নির্দোষী প্রজামাত্রকেই নিরপরাধী ভাবিয়া প্রজার প্রতি ঘোর

পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। হয়তো মেং নোল্যান সাহেব সেই ধাতুর কর্ম্মচারী। প্রাত্যহিক এজলাসে তাঁহার বাক্য বিচার ও ব্যবহারে হয়তো ঐরূপ পক্ষপাত প্রকাশ পাইয়া থাকিবে এবং হয়তো তাহাতেই এই সর্ব্বনাশ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। প্রথম পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের এই অনুমান নিরর্থক হইতেছে না।...

জনরব উঠিয়াছিল, ছোটকর্ত্তা প্রত্যাগমন কালীন সারেজমিনে যাইয়া তদারক ও শান্তিস্থাপন করিয়া আসিবেন। তাহা কেন হইল না জানি না। তিনি স্বয়ং স্বপক্ষে ও স্বকর্ণে সকল দেখিয়া শুনিয়া আইলে যেমত সুবিচার হওনের সম্ভাবনা, এমন আর কিছুতেই নয়। এমন সকল ঘটনায় না গিয়া সুদ্ধ শান্ত সময়ে রাজ্য দেখিতে ও বেড়াইতে যাওয়া কোন্ কাজের? সে যাহা হউক, তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া এক ঘোষণা বাহির করিয়াছেন। তাহাতে জমিদার এবং রাইয়ত উভয় পক্ষের প্রতিই নিরপেক্ষভাবের কথা উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি অনুমতির জন্য আমরা আপত্তি করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা ঐ অত্যাচারের জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা তাহা ত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন করুক। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হওয়া ভাল হয় নাই। যাহারা নিরীহ প্রজালোকের সর্ব্বনাশ করিল, তাহাদিগের কি কিছু শাস্তি হইবেক না? তাহাদিগের দুর্বৃত্ত দলপতিগণকেও কি শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়? আমরা ইহার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম, সুদ্ধ কথায় নয়, কাজে উত্তর চাই!...

—মধ্যস্থ, ২৮ আষাঢ়, ১২৮০

জিলা পাবনার অন্তঃপাতী সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে প্রথমে প্রজারা জমিদারদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া জমিদারদিগের বাড়ি লুঠ করতঃ তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছিল, বোধহয় অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠে অনেকেই তদ্বিষয় অবগত আছেন। আজকাল সেই বিদ্রোহানল সর্ব্বব্যাপী হইয়া পাবনা জিলাকে বিলোড়িত করিতেছে। এক্ষণে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, জমিদার, প্রজা, মহাজন কাহারও রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। কোনো গ্রামে বিদ্রোহীরা দশ পাঁচজন উপস্থিত হইয়া সেই গ্রামের প্রজাবর্গকে উৎসাহিত করত সকলে একত্রিত হইয়া পার্শ্বাপার্শ্বি গ্রামের ধনাঢ্যদিগের বাড়ি লুঠ করিতেছে, এইসঙ্গে সামান্য প্রজা—এমনকি বারবিলাসিনীদিগের বাড়ি পর্য্যন্ত লুঠ হইতেছে। ১২ই আষাঢ় দিবা আড়াই প্রহরের সময় বিদ্রোহীরা প্রায় দুই তিন সহস্র লোক ফরিদপুর আউটপোস্টের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোপালনগর নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া উক্ত গ্রামের জমিদার মজুমদার বংশীয়দের বাড়ি লুঠ ও গৃহাদি ভস্মসাৎ এবং তাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পথের ভিখারিপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। ঐ দিবস ঐ গ্রামে আরো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পাঁচ সাত বাটী লুঠ হইয়াছে। প্রায় পাঁচ ছয় দিবস গত হইল মথুরা থানার অধীন নাকালিয়া গ্রামে কৈলাসচন্দ্র সরকার প্রভৃতির ৬/৭ খানি বাটী লুঠ হয়। উক্ত সরকার কতকগুলি দলীলাদি লইয়া পলায়ন করায় তাহাকে ধৃত করিয়া মারপিট করিয়াছে। তৎপর দিবস আতাইকুলা গ্রামে অমর মেধা ও কমল ঘোষ প্রভৃতির সাত আট বাটী লুণ্ঠিত হয়। আতাইকুলা পাবনার চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী। আতাইকুলা লুঠের পর পাবনার মেজিস্ট্রেট সাহেব লুঠ তদারকে যান, কিন্তু হায়! এমনি দুর্ভাগ্য যে, তিনি কোথায় বিদ্রোহ দমন করিবেন, না আরো ঐ সর্ব্বস্বাপহৃতা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়াছেন। তাহাদিগের অপরাধ এই যে, তাহারা বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে নাই। এ অবস্থায় প্রমাণ পাওয়া যে কতদূর সম্ভব, তাহা তিনি একবারও বিবেচনা করিতেছেন না। সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি যে ব্যক্তি বিদ্রোহিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগেরও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, সুতরাং কে ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়িতে যাইবে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফঃস্বল গেলে ভয়ে বিদ্রোহীরা একদিবস দৌরাত্ম্য করিতে ক্ষান্ত থাকে : কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক কোনো প্রতিবিধান হইল না, তখন তাহারা পুনরায় প্রোৎসাহিত হইয়া আপন আপন দুষ্ক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গত ১৭ই তারিখে সাগরকান্দি ও তন্নিকটস্থ গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রাম লুঠ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস সাগরকান্দি নিবাসী ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ের কন্ট্রাকটার বিখ্যাত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ি লুণ্ঠিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট যে সকল ব্যক্তি আছে তন্মধ্যে কতক কতক ব্যক্তি

বিদ্রোহীদিগের অর্থ প্রদানপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছে। আর দুই একজন ধনাঢ্য জমিদার সম্যক প্রকারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন।

পাবনা জেলার প্রায় তিনাংশ লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। অবশিষ্ট লোকেরাও সর্ব্বদা সশঙ্কিত আছে। সম্পাদক মহাশয়! ইংরাজ গবর্ণমেন্টের রাজত্বকালে এমন অত্যাচারের কথা কখনো শ্রবণ করাও যায় নাই। যদি অতি শীঘ্র বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত না করেন, তবে এই জিলার অধিকাংশ ব্যক্তিকেই নিঃস্ব হইতে হইবেক এবং এই বিদ্রোহানল যে ক্রমে অন্যান্য জেলাতেও প্রবেশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।...

—মধ্যস্থ, ২৮ আষাঢ়, ১২৮০

THE DISTURBANCES AT PUBNA

The news from Punba, we are glad to learn, is of a reassuring character. The activity of the District Magistrate, the Sub-Divisional Magistrate of Serajgunge, and the local police, who have been at last roused to action, coupled with the vigorous measures taken by the Government, has produced a good effect. The rioters have been cowed down, and order and tranquility are being restored. One thing is clear, the evil spirit is not spreading. But the District and Sub-Divisional Magistrates have visited the Mofusil, and the ocular proofs of acts of rapine and violence, which they have had, have now we believe convinced them that the reports which had reached them had not been unfounded or exaggerated, and that if they had taken action earlier, the outbreak would not have spread so rapidly or widely or assumed such fearful dimensions. ... The movement, which was originally connected with rent, was not, it would appear, properly speaking an agrarian rising ; it broke out in places where the rent question was not at issue, where a good feeling had prevailed between the zemindar and the ryot ; it was headed by budmashes, who seized the opportunity for plunder and violence, and who impressed into their nefarious service simple and helpless ryots. Now that the true character of the rising has been laid bare, we have no doubt that justice will be meted out to those, who have thus disturbed the public peace, and committed such wholesale robberies. Some of our contemporaries seem to think that the statements we had published were exaggerated ; indeed, the Pioneer goes to the length of saying that "as none of the Calcutta Journals have further news from the disturbed district, we are inclined to trust that the Hindoo Patriot has allowed its sympathy with the zemindars to lead it to exaggerate the turbulence of the ryots." We have no sympthy either for the oppressive zemindars, or the aggressive ryot ; we certainly wish to see the rights of property protected, and justice done to the weak and oppressed, but sympathy for neither the one nor the other can blind us to the facts, which are under the eyes of all, who are on the spot. ...

We have taken some pains to enquire into the causes of this outbreak, and although it is difficult to get strictly impartial statements at a time of such general excitement as this, still we have heard enough to enable us to come to some conclusions on the subject. It would appear that the Banerjea Zemindars of Shahazadpore sought to enhance the rents of

their ryots in their mehals Arkandee and Dhulibari, and instituted about a year ago 230 suits in the Munsif's Court. In other parts of the district similar enhancements had been made by other zemindars, and the ryots had agreed to the same. In the mehals of the Banerjeas the tenants, however, objected to pay enhanced rent, and as they knew that Ishanchunder Roy of Doulutpore, a petty zemindar and mahajun, at man of some local influence, was not on good terms with their zemindar, they applied to him for advice and assistance. It is said that he gladly profferred the advice solicited, and encouraged them to think that the Sarkar would help them, but he was sensible enough to advise them to keep themselves within the bounds of law. In the munsif's court the ryots lost the suits ; they appealed, and the appeals were decreed in their favor by the District Judge ; this coupled with the warm sympathy with them evinced by Mr. Nolan, the Sub-Divisional Magistrate, and the reputed antipathy of the present Government against the zemindar led them to conclude that they would be supported in their opposition to the zemindar by the Queen's Raj. They accordingly elected Ishanchunder Rai as their Raja, issued a proclamation, urging three things as their war-cry, 1stly the alteration of the measuring pole, substituting the length of a man's arm in lieu of the standard cubic measure, 2ndly the lowering of the rents, and thirdly the payment of the rents to the Queen direct. ...

The enhancement of rent has been going on in Eastern Bengal for some years past. We do not believe that there has been much discontent among the tenantry on that ground. The ryots have been making large profits from jute, and they do not grudge to pay a small share of the same to the zemindar. We are told that the rent in the district of Pubna was formerly from eight to ten annas per biga, but the profit to the ryot was then considerably less than now. Rice then sold for 6 annas per. maund, while jute cultivation was scarcely appreciated. Now the price of rice has risen to one rupee on an average, while the ryot makes about Rs. 15 per biga from jute, exclusive of all outgoings. There has therefore been considerable rise in rent, varying from Rs. 1-4 to Re. 1-12 annas per biga. The ryots as we have observed above did not generally object to pay the increase. it is only where they have been incited by designing men, they have resisted. But they have now a notion rightly or wrongly that the Government is against the zemindar, and they have consequently assumed a hostile attitude. Before Mr. Nolan had assumed charge of Serajgunj, evil minded ,men did attempt to sow seeds of dissension between the zemindar and ryot, but the firmness and good sense of his predecessors Messrs. O. G. R. Macwilliam, now in Cachar, and Mr. A. P. Macdonald, now on forlough, kept things straight. Mr. Tresto was the only officer, whose indiscretion was leading to mischief, but he was timely transferred from the sub-division. We hope that when an investigation is made into the causes of the present outbreak, an enquiry will be made as to how far it was influenced by the words and actions of Mr. Nolan, symptomatic of his hostility to the zemindar. ...

— হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৪.৭.১৮৭৩

আমাদিগের ষাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

প্রজা বিদ্রোহ

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় নয় দশ ফেরাজী প্রভৃতি জাতীয় হাজার প্রজা জমীদারদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অনেক স্থান হইতে এতৎ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদিগের শ্রুতি প্রবিষ্ট হইতেছে। আমরা ইহার কয়েকটি পাঠকবর্গকে জানাইতেছি।

গত ২৯এ জ্যৈষ্ঠ পাবনা জেলার অন্তঃপাতী দাসুড়িয়া গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হইয়া বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে পরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত দাসুড়িয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী মাণিকেড় পাকুড়িয়া প্রভৃতি ৭/৮ খানি গ্রাম লুঠ করিয়াছে। এই লুণ্ঠনকার্য্যে একজন প্রায় মৃত ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ প্রদেশে চারি পাঁচ শত দুর্দ্দান্ত প্রজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছে। কুলকামিনীগণের সতীত্বহরণ, দেবমূর্ত্তি চূর্ণীকরণ প্রভৃতি ইহাদিগের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য। ইহারা প্রথমে স্থানীয় লোকদিগকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিতে নানাপ্রকার চেষ্টা করে। যদি কেহ সাধুতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না।

পাবনার অন্তঃপাতী মঙ্গলা প্রভৃতি স্থানের প্রজাগণও এই প্রকার দলবদ্ধ হইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। গত ১লা আষাঢ় সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত শোনাতলার প্রায় একশত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া গ্রামবাসীদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়াছে। উল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানেও এই ঘটনা হয়, গোপালনগরে ৫০/৬০ জন প্রজা সমবেত হইয়া গ্রামের গৃহাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমেই এই পরাস্বপহারক দস্যুদিগের দলপুষ্ট হইতেছে। এক গ্রাম হইতে ৪০/৫০ জন বাহির হইয়া কোন প্রান্তরে শিঙ্গাধ্বনি করিতে থাকে, অমনি ৩/৪ হাজার লোক তাহাদিগের অনুগত হয়। পুলিসের চক্ষের উপর এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে, তথাপি কোন প্রতিবিধান হইতেছে না। এটি নিতান্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, প্রজাদিগের এ প্রকার দৌরাত্ম্য আর কখনও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই অরাজকতানিবন্ধন ভদ্রলোকের ধন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অসূর্য্যস্পর্শা কামিনীগণের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার হইয়াছে, তাহা শুনিলে বোধহয় ....., আমরা কোন মূর্খ ভাবাপন্ন অসভ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া নরক যাতনা অনুভব করিতেছি। অত্যাচার পীড়িত ব্যক্তিগণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইতেছে না। আবেদন অগ্রাহ্য হইতেছে। সিরাজগঞ্জই এই বিদ্রোহিতার মূল স্থান। তত্রত্য আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট নলেন সাহেব জমীদারদিগের উপর নিতান্ত চটা। তিনি জমীদার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হয়। এইরূপ জনরব প্রচরদ্রূপ হওয়াতে প্রজাদিগের প্রশ্রয় শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে। তাহার সাধারণ্যে এক একখানি লিখিত কাগজ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা মহারাণীর ঘোষণাপত্র বলিয়া প্রচার করিয়া সমুদয় লোককে আপনাদিগের দল নিবিষ্ট করিতেছে। এ সময়ে নলেনসাহেব কিছুই করিতেছেন না, তিনি মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য!! সাধারণ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে! এটি কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক নয়?

সিরাজগঞ্জের মহকুমায় নহাট্টা স্থানের পাকড়াশী, কাশীপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়, সরূপের শান্যাল, কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির জমিদারি আছে। ইঁহাদিগের প্রায় সমুদয় জমীদারীতেই বিদ্রোহিতা সমুপস্থিত। অনেকে বলিতেছেন, জমীদারগণ কর বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। জমীদার জমীর কর বৃদ্ধি করিতে পারেন ; আইনে তাহাদিগকে এ ক্ষমতা দিয়াছে। জমীদার যেরূপ কর বর্দ্ধিত করিতে পারেন, অন্যায় হইলে প্রজাও সেইরূপ আইনানুসারে রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া তাহা রহিত করিতে পারে। কিন্তু যখন প্রজাগণ তাহা না করিয়া সাধারণের সম্পত্তি উৎসন্ন করিতেছে তখন কি গবর্ণমেণ্টের উদাসীনভাব অবলম্বন করা বিধেয়? রাজ্যকামুক লর্ড ডেলহৌসী যেমন ছলে কৌশলে অযোধ্যা বারাণসী প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া অন্যায়পরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন

করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুকাধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টও কি সেইরূপ জমীদারদিগকে দূরীভূত করিয়া দিবেন? জমীর খাজনাবৃদ্ধি সকলেই কবিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও এ দোষ স্পর্শশূন্য নহেন। গোয়ালন্দের যে জমীর কর বিঘাপ্রতি অর্দ্ধ মুদ্রা ছিল, তাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যাওয়াতে বিঘাপ্রতি ১২০ টাকা হইয়াছে!! কোন জমীদার এইরূপ অসংগত রূপে হার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন? এটি আমরা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ফলতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগ নিতান্ত কষ্টের হইতেছে। কোন কোন জমীদার প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া নানা প্রকার বাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হইলেও অর্থের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন এটি আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ প্রকৃতির লোক এটিতে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। জমীদার মাত্রেই পঞ্চদশ লুইয়ের স্বভাবাক্রান্ত এরূপ নির্দেশ করা মূঢ়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণে এইরূপে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে নানাপ্রকার অনিষ্ঠাপাত হয়। বর্ত্তমান প্রজাবিদ্রোহ ইহার অন্যতম উদাহরণ। বস্তুত গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ সৃষ্টি ছাড়া আইন কানুন করিয়া জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদনের যেরূপ মূল হইয়াছেন, স্নেহ সংস্থাপনের সেরূপ হেতুভূত হইতে পারেন নাই। যে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অর্থদোহন করিয়া বহু দূরস্থ সম্বন্ধবিহীন জাঞ্জিবারের দাসবিক্রয় প্রথা রহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট, ভারতবর্ষের ক্রোড়স্থ বঙ্গভূমিতে জেঙ্গিস খাঁ তৈমুর লঙ্গ প্রভৃতি কৃত ব্যাপারের যে অভিনয় হইতেছে, তাহাতে দৃকপাতও করিতেছেন না। ভবিষ্যৎবংশীয়গণ এতন্নিবন্ধন ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

আমরা শুনিলাম, পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট নাকি পুলিশ সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, প্রস্তাবিত অত্যাচার যেন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। উপসংহার সময়ে জমীদারগণের প্রতি আমাদিগের সমুদয় বক্তব্য এই, তাঁহাদিগের সহিত প্রজাদিগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। একপক্ষে উৎপথগামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভ নাই। অতএব যাহাতে বিনা গোলযোগে উভয় দিক রক্ষা পায়, শীঘ্র শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা বিধেয়।

—সোমপ্রকাশ, ১৪.৭.১৮৭৩

PUBNA continues quiet. The Peasant, as resolute as ever against exaction, is no less determined to keep within the law. The energatic action of the district authorities and the proclamation of the Lieutenant Governor have caused the excitement to subside. The extra police have helped to arrest all the rioters, and the Magistrate is still busily engaged in trying them. There are upwards of a hundred but many of these are men who took advantage of the excitement of the ryots to plunder and to pay off old scores. Some are declared to be the agents of the zemindars themselves, but the trials will bring out all the truth. The more that the disturbance is investigated the more culpable do the zemindars appear to be. The peasantry seem to have been irritated not only by an attempt to measure their lands by a fraudulent pole, but by the efforts of the principal zemindars to exact a signed agreement from their ryots to give up occupancy rights, to acknowledge illegal cesses as rent and to discharge all taxes that Government may in future impose. The last is aimed at the Road Cess, half of which only is legally payable by the tenant. All this is now changed. Lands are being peaceably measured by the standard pole, and rents are being paid in to Court when the zemindars refuse to receive them. This violent attempt illegally to enhance rent has been defeated first by the District Judge and then by the tenantry themselves without, for the time, any serious consequences. We trust it will be a lesson

to the zemindars of Bengal with whose illegal exactions all over the country the Lieutenant Governor has pledged himself, by his Proclamation, to deal.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৭.৭.১৮৭৩

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের ঘোষণাপত্র বাহির হওয়াতে এবং স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট বিবাদস্থলে উপস্থিত থাকাতে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহিতা প্রায় কমিয়া আসিয়াছে। কতকগুলিকে ধরিয়া জেলে পাঠান হইয়াছে। লুটের মালও অনেক বাহির হইয়াছে। একদল পুলিস সৈন্য এজন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে। জমিদারগণ এখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শুনা গেল এই গোলযোগ শ্রবণে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিতেছেন। এবার বোধহয় ঐ অঞ্চলের জমিদার মহাশয়দিগের কিছু বিশেষ শিক্ষালাভ হইবে। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট যেন প্রজাদের দুঃখে কর্ণপাত করেন। তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দাঙগা হাঙগাম করিয়াছে এবং তজ্জন্য সাধারণ প্রজাদিগের অনেক ক্লেশ ও ক্ষতিও হইয়াছে, ইহাতে তাহারা অপরাধী সন্দেহ নাই, কিন্তু কি জন্য এরূপ হইল, প্রজার প্রতি কোন অসহ্য পীড়ন হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে যেন অনুসন্ধান করা হয়। অবশ্যই তাহাদের দৌরাত্ম্য করিবার কোন গূঢ় কারণ আছে। এ প্রকার না হইলেও কিন্তু জমিদারদিগের চৈতন্যোদয় হইবে না, এবং প্রজাসাধারণের দুঃখও ঘুচিবে না।

—সুলভ সমাচার, ১ শ্রাবণ, ১২৮০

পাবনার প্রজা অত্যাচারের অনেক নিবারণ হইয়াছে। এতদর্থ পাবনার মাজিষ্ট্রেট টেলর সাহেব মফস্বল ভ্রমণ করিতেছেন। অনেকগুলি অতিরিক্ত পুলিস কর্ম্মচারী ঘটনাস্থল সমূহে গমন করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের অনেকে ধৃত ও কেহ কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভরসা করি, অবিলম্বে বিদ্রোহানল নিবৃত্ত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইবে, এবং নিরপরাধে কাহারও সাজা হইবে না।

—এডুকেশন গেজেট, ১৮.৭.১৮৭৩

পাবনার বিদ্রোহ

মহাশয়!

আমি পাবনার অধীন সাহাজাদপুরের একজন প্রবাসী। পাবনা প্রদেশের বিদ্রোহ গোলোযোগ অনেক জানি। কিন্তু লেখনী সরে না, ভয় করে, জানি কি পাছে কোন্ মহাত্মার কোপে পড়ি। সম্প্রতি এ প্রদেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে আমি কেন প্রাণীমাত্রেও বুঝি এরূপ অবস্থায় চুপ করিতে পারে না।

এ প্রদেশে (পাবনা ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে) বিদ্রোহজনিত ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, কেবল সংগ্রামও নহে, অগ্নিবল সহগামী। আমি ক্ষুদ্র জীব, সমুদয় প্রদেশ ভ্রমণ করিতে পারি নাই। সাহাজাদপুরে অবস্থিতি করি, সুতরাং তাহার তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক অবস্থা জানি। বিদ্রোহ-অগ্নি নিজ সাহাজাদপুরে প্রজ্জ্বলিত নাই। কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী মথুরা, নাকালিয়া, হাটুরিয়া, সাগরকান্দি, তাঁতিবন্দ প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত; উত্তর দেশাগত বায়ু ইহার সাহায্যকারী। সমুদায় স্থানের আমূল অবস্থা লিখিতে গেলে পত্রিকায় পাছে স্থান না পাই এই ভয়ে কয়েকটা প্রসিদ্ধ স্থানের অবস্থা লিখিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক কর্ণপাত করিবেন।

চাটমহর ষ্টেশনাধীন গোপালনগরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানি তারিখ মনে নাই, আষাঢ়ের প্রথম ভাগেই হইবে। বিদ্রোহানল দলবলে নগরে প্রবেশ করিয়া, মজুমদার উপাধিধারী কয়েকজন তালুকদারের বাড়ী প্রথম লুণ্ঠন

অবশেষে ভস্মসাৎ করিয়াছে। কি অত্যাচার! কতদূর অরাজকতা! এই ঘটনার পর শুনিলাম বিদ্রোহীরা না কি ইতিপূর্ব্বেও একবার পড়ে, কিন্তু তাড়াসের বিখ্যাত জমীদার বাবু বনওয়ারীলাল রায় মহাশয়ের সহায়তায় মজুমদারেরা সে যাত্রায় রক্ষা পান। অবশেষে সুযোগ পাইয়া অভিপ্রায় সাধিয়া লইয়াছে। এদিকে সহকারী বনওয়ারীলাল বাবুকেও স্থির থাকিতে দেয় নাই। বাবু কামান, গোলার সহায়তায় আত্মরক্ষা করিতেছেন।

হুড়াসাগর নদীর দক্ষিণদিকস্থ বিদ্রোহীদল অন্যূন ৩০০/৪০০ গ্রাম লইয়া সংঘটিত ও তাহারা নিতান্ত অত্যাচারী। উত্তর দিকের অর্থাৎ সাহাজাদপুর অঞ্চলের ত কথাই নাই। এ অঞ্চল বিদ্রোহিতার জন্মভূমি। সমুদায় প্রদেশে জমীদার ভক্ত ২/১ খানা গ্রামও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ও দিন শুনিলাম বহুতর বিদ্রোহী নাকি মথুরা ষ্টেশনে পড়িয়া ষ্টেশন অধিকার পূর্ব্বক কয়েকজন কনেষ্টবলকে সঙ্গে নিয়া সাকল্যা লুট করিয়াছে বেড়া আউট পোষ্টের হেড কনেষ্টবলকে ভালরূপে উত্তম মধ্যম দিয়া ১৫ টাকা নজর আদায় করিয়াছে। মহাশয়! বিদ্রোহীদিগকে বাধ্য করার দুটি মহৌষধ আছে একটী নজর, দ্বিতীয়টী "আমরা বিদ্রোহী হইলাম এবং লাঠী স্কন্ধে করিলাম রক্ষা কর" ইত্যাকার উক্তি। শুনিলাম অধিকাংশ ভদ্র লোক এবং কোন কোন জমীদার নাকি এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মহাশয় দিনে ডাকাতি! দুষ্টেরা রাত্রিতে প্রায় অত্যাচার করে না, দিবসেই লুন্ঠন এবং অগ্নি প্রদান করিয়া থাকে। শুনিলাম ওদিন বিদ্রোহীরা নাকালিয়া ও পেঁচাকোনা গ্রামে পড়িয়া কতকগুলি ভদ্রলোকের বাড়ী লুঠ করত সর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, এবং অনেক লোককে আহত করিয়াছে।

মহাশয়! এদিকে একবার উত্তরাঞ্চলের দুর্ঘটনায় অবধান করুন। উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহীরা অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচারী, কিন্তু সাঁকতোলা, বাঐঘোলা কমলদাসের বাড়ীর, উল্যাপাড়া, বিনদহ ইত্যাদি স্থানের অবস্থা মনে হইলে ক্রোধ সম্বরণ এবং অশ্রুজল নিবারণ করা সুকঠিন।

এ অঞ্চলের শান্তিরক্ষার স্থান পাবনা ও সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ-ভূমি হইতে বহু দূরবর্ত্তী সুতরাং গবর্ণমেন্টের সাহায্যে সত্বর উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইহা ভাবিয়া জমীদার ও নিরীহ ভদ্র লোকেরা সতত শঙ্কিত ছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় শী..ই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদ্বয়ের দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়াছেন। কয়েক দিবস হইল, পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বহুতর পুলিস সৈন্যসহ মথুরায় পদার্পণ করিয়াছেন, এবং দুষ্ট লোকদিগকে ধৃত করার চেষ্টায় অস্থির আছেন। শুনা যায়, এ পর্য্যন্ত ৮০/৮৫ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে-অনেকানেক লোপ্ত্র দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে। বিদ্রোহিরাজ ঈশানচন্দ্র রায় (সেরাজ মহকুমার অধীন দৌলতপুরবাসী) ধৃত হইয়া রাজভূষণ ধারণ করতঃ গারদ ঘর উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছেন! হাজির জামিনী দিয়া মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সাহেব প্রথমতঃ তাহাতে অনভিপ্রায় প্রকাশ করেন, পরে অনুনয়ের পর "এক লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ জামিনস্বরূপ রাখিলে জামিনীর বিবেচনা করা যাইবে" বলিয়াছেন। অন্যান্য আসামীদিগের বিচার শীঘ্রই হইবে। আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ত প্রদেশের শান্তিরক্ষার জন্য কতক সৈন্য দেওয়ার আজ্ঞা করিয়াছেন। সৈন্যের কিয়দ্ভাগ মথুরায় আসিয়াছে। পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন আর কতকগুলি সাহেব আসিয়াছেন। এ স্থলে আমরা পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়কে বিনীত বাক্যে জানাইতেছি, তিনি যেন মথুরাঞ্চলের বিদ্রোহানলে শান্তিবারি সেচন না করিয়া প্রস্থান করেন না।

আমাদিগের সেরাজগঞ্জের মাজিস্ট্রেট সাহেব উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহ শান্তির জন্য শুভাগমন করিয়া প্রথমতঃ সাঁকতোলার বিদ্রোহ ঘটনায় হস্তক্ষেপণ করেন। বহু সন্ধানের পর ৪জন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া ২ জনকে ২ বৎসর কারাদণ্ড ও ৬০ টাকা অর্থদণ্ড ও অপর ২ জনকে ১।। বৎসর কারাবাসের অনুমতি দিয়াছেন। অন্যূন ১৫ জন আসামী ধৃত করিয়া হাজতে দিয়াছেন, তাহাদের বিচার শীঘ্র হইবে। সাহেব মহাত্মা জামিরতা হইয়া উল্যাপাড়ার দিকে গিয়াছেন। বোধ হয়, উল্যাপাড়ার গোলযোগে হস্তক্ষেপ করিবেন। উল্যাপাড়ার গোলযোগ মথুরার অনুরূপ।

সেরাজগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মফস্বল আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অত্যাচার অনুসন্ধান করিতেছেন, সত্য হইলে সুখের কারণ। ভরসা করি, উপস্থিত বিদ্রোহ শান্তির জন্য তিনি দৃঢ়তর যত্ন করিবেন।

উপসংহারে জমীদার মহাশয়দিগের সম্বন্ধে ২/৪ কথা বলিয়া প্রস্তাব অদ্যকার মত শেষ করিব। উপস্থিত বিদ্রোহে

জমীদারদিগের যারপরনাই সহিষ্ণুতা দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জমীদারদিগের এবম্বিধ ব্যবহার বড়ই মঙ্গলের কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

বশম্বদ

জনৈক পাঠক।

—এডুকেশন গেজেট, ১৮.৭.১৮৭৩

পাবনার প্রজাবিপ্লবের একপ্রকার শান্তি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিপ্লবকারীদিগের দমনার্থ মাজিস্ট্রেট ও পুলিস সৈন্য প্রভৃতি প্রেরণ করাতে অল্পে ২ গোলযোগ নিবারণ হইয়াছে। কিন্তু অল্পে যে ইহার জড় মরিবে বোধ হয় না। জমিদারেরা প্রথমে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলেন, এখন প্রজাগণ অত্যাচার করিয়া জমিদারদিগের চক্ষের বিষ হইল। উভয়ের মনোভঙ্গ অধিকতর হইয়া পড়িল। গবর্ণমেণ্ট যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আরো ভাল করিয়া হস্তক্ষেপ না করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন আরো কিছু সংশোধন করিয়া উভয়পক্ষের স্বার্থ যাহাতে নির্ব্বিবাদে সংরক্ষিত হয়, এমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবিজ্ঞ সোমপ্রকাশ সম্পাদক পরামর্শ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের সহিত যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, প্রজাদিগের সহিত সেইরূপ একটা কিছু করুন। আমরাও গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য মনোযোগী হইতে বলি।

—ভারত সংস্কারক, ১৮.৭.১৮৭৩

শুনা যাইতেছে, পাবনার যে সকল প্রজা বিদ্রোহী হয়, উহাদের মধ্যে যাহাদের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে তাহাদিগকে গঙ্গার পরপারস্থ কোন জেলে প্রেরণ করা হইবে। যদি গঙ্গা পার করিয়া দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ হয়, মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেওয়া উচিত।

—ভারত সংস্কারক, ১৮.৭.১৮৭৩

Our Correspondents tell in one voice that Mr. Nolan still encourages the ryots and as long as he remains in the sub-division there is not the remotest chance of a perfect peace being restored. If Govt. is really willing to suppress the revolutionary feelings of the ryots, it must not lose no time in removing Mr. Nolan to some distant place.

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮.৭.১৮৭৩

... জমিদারদিগের দ্বারা খাজনাবৃদ্ধি বা প্রজার উৎপীড়ন বিদ্রোহের মূল কারণ নহে। প্রজাগণের মনে এই সংস্কার পরে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান তাহাদের মধ্যে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক অতিবিরল, তাহাদিগকে এইরূপ প্রলোভন দেখান হইয়াছে যে দশ আনার অধিক খাজনার হার হইতে পারে না। ২৪ ইঞ্চির হাতে জমি মাপ করা গবর্ণমেণ্টের নিয়ম। যে প্রজা জমিদারকে খাজনা দিতে অস্বীকার করিবে সে মহারাণীর খাসপ্রজা হইবে।...এই প্রকার জনরব উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করা হইয়াছে। ..

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮.৭.১৮৭৩

According to the Indian Daily News the riots in Pubna district have closed, and order is everywhere restored. Our contemporary says, "We must not, however, hasten to the conclusion that the differences between landlord and tenant in that part of Bengal are any nearer to a settlement. The disturbances were never of the essence of the movement, but the acts of a number of professional clubmen and thieves, joined by the more foolish and ignorant villagers. They were almost entirely confined to the south of the Parasagur and Burrul rivers, which divide Pubna district into two equal portions, whereas the genuine rent-union originated in, and still hardly exists out of the northern division. Where it prevails, it includes nearly all the villages which have recently been subjected to enhancement of rent, or from which an enhancement has been this year demanded. The ryots in these parts are perfectly peaceful and show no signs of regret for the step they have taken. They are said to be measuring their land by the Collector's standard pole. Which is larger than that used by the zemindars. When this work is accomplished, they profess to be prepared to deposit the rent which they acknowledge due with the Moonsiff, or to pay it to the zemindars, if the latter are willing to accept it. Some of the village have already deposited their rent in this manner."

—বেঙ্গলি, ১৯.৭.১৮৭৩

প্রজা বিদ্রোহ

পাবনা জেলার অন্তঃপাতী হাটুরিয়া নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত প্রজাবিদ্রোহিতা সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতার নিকট যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটন করিলাম। এতদ্দ্বারা বিদ্রোহ সংক্রান্ত অবস্থা অনেকাংশে অবগত হওয়া যাইবে।—

"আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রজাদিগের কুমন্ত্রণার কথা শুনিয়া এবং ভদ্রলোকদিগের দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া ক্রমে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। অবশেষে আমরা মন্ত্রণা করিয়া গত ৬ই আষাঢ় পুণ্যাহের দিন স্থির করি। প্রজাদিগের মনোগত ভাব সুস্পষ্টরূপে জানিবার নিমিত্ত ও [...] শুনিলাম তাহারা প্রথমতঃ পুণ্যাহ করিবে না বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল জানিনা পরে কি ভাবিয়া প্রত্যেকে এক এক পয়সা দ্বারা পুণ্যা করিয়াছে। তাহাতে আমাদিগের ৪ টাকা মাত্র হইয়াছে। প্রত্যেকেরই এইরূপ। পরে এক দিবস খাজানার তলব দেওয়াতে তাহারা একবারে জবাব দেয়। এমনকি আমাদিগের পাইক গোমস্তা প্রভৃতি তাহাদিগের বাটীতে যাইতে পারিবে না, এইরূপ বলে। তাহাতে আমরা কয়েকজন মাতবর প্রজাকে ডাকিয়া আনিয়া নানারূপ প্রবোধ দেই এবং খাজনা কম করিয়া দিতেও সম্মত হই। তাহারা তাহাও না মানিয়া আমাদিগের নামে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ করে। তখন লাটের খাজানা দিবার সময় খাজানা কিছুই সংগৃহীত না হওয়াতে অগত্যা ঘর হইতে তাহা কুলন করা হয়। কিন্তু তাহাও পাঠাইতে সাহস হয় নাই। পরে অনেক কৌশলে ১০ই তারিখে পাঠাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে একদিন ৩/৪ শত লোক গোপালনগরের মজুমদার বাড়ী লুঠ করিতে যায় কিন্তু বনোয়ারীবাবু প্রতিরোধ চেষ্টা করাতে কয়েকজন আহত হইয়া ফিরিয়া আইসে। কিন্তু তখনই বলিয়া আসে, তাহারা পুনরায় আক্রমণ করিবে ১১ই তারিখে ৪/৫ শত লোক ধোপাদহ যায় তত্রত্য লোকেরা নজর দিয়া বিদ্রোহিদলভুক্ত হইতে স্বীকার পূর্ব্বক স্ব২ হস্তে লাঠি গ্রহণ করাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া সেখান হইতে [illegible] তথায় গিরিধর রায়ের সরকারকে মাইরপিট করাতে সেও কয়েক টাকা দিয়া বিদ্রোহিতা স্বীকার করে, পরে করঞ্জায় যায়। তত্রত্য লোকেরাও নজর দিয়া লাঠিহাতে করে। ঐ দিবস দুই প্রহরের

সময় যোগেশ ও উমাচরণ চৌধুরীকে শানিলা পর্য্যন্ত আনয়ন করে সেই দিন এই পর্য্যন্তই দখল করে এবং বলে যে, এখন হাটুরিয়ায় যাইব। এই কথা শুনিয়াই আমরা চিন্তান্বিত হই। ১২ই তারিখে পুনরায় লোকসংগ্রহ করা আরম্ভ হয়। গ্রামের সমস্ত লোক স্ব২ পরিবার লইয়া শশব্যস্ত। ইতিমধ্যে শুনা গেল, অদ্য পুনরায় গোপালনগর যাইবে। কারণ বিদ্রোহীরা শুনিয়াছে যে, তথায় নাকি অনেক সর্দ্দার ও বন্দুক সংগৃহীত হইয়াছে, দারোগাও আছেন এবং বনোয়ারী বাবু হাতী ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া বিলক্ষণরূপে সসজ্জ রহিয়াছেন, অতএব সেই স্থান দখল করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের অধিকতর আগ্রহ উপস্থিত হয় এই সংবাদ আমাদিগের অনুকূলই বটে। কারণ, বিদ্রোহীরা কোন একস্থানে পরাস্ত হইলেই মঙ্গল। বড় দাদা ধোপাদহ গিয়াছিলেন। পরদিন তিনি আসিয়া বলিলেন যে, গোপালনগর রাবণপুরীর ন্যায় ছারখার হইয়াছে, লোকের সমস্ত সম্পত্তি ও জিনিস পত্র লইয়া গিয়াছে, ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে, বাবু ও দারোগা পলাইয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া পুলিস সাহেব উন্মত্তবৎ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে মাজিস্ট্রেট সাহেব ইহা বিশ্বাস করিতেন না, তজ্জন্যই আমরা নিতান্ত হতাশ হই। ১৩ই তারিখ বৃহস্পতিবার পুনরায় লোক সংগ্রহ হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। আসিল আসিল, এই এক শব্দ উঠিয়া গেল। তখন কে কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা রহিল না। দুই প্রহরের সময় শয়ন করিয়া আছি এমন সময় শুনি যে, বিদ্রোহীরা আসিল। অমনি আমি ও হরঝাড়ি হাতে করিয়া উত্তরের মাঠে যাইয়া দেখি যে প্রায় ৯ শত কি হাজার লোক হাতিয়ারসহ বাগছির চালার উপর দিয়া উঠিতেছে ও দুর্গানাথকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। পরে অনেক লোকের সাহায্যে (অনুনয় বিনয়ে) তাহার প্রাণ বাঁচিয়াছে। তাহার নিকট হইতে ৫ টাকা লইয়া তাহাকে বিদ্রোহিদল ভুক্ত করিয়াছে। বিদ্রোহীরা তথা হইতে যখন দক্ষিণাভিমুখী হইল, তখনই আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীতে যাইবা পরিবারদিগকে গোয়াল বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম এবং আমরা টাকা হাতে করিয়া বাটীতে রহিলাম। প্রথমে উত্তরের বাটীতে উপস্থিত হয়। তাহারা এক টাকা মাত্র দিয়া বাটী পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া নানা প্রকার কাকুতি করাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া রাজমোহন রায়ের বাটীতে যায়। তাঁহারাও প্রথমতঃ টাকা দিয়া অনেক প্রকার মিনতি করাতে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে। তখন তাঁহাদিগের কোন প্রজা বিদ্রোহীগণকে সম্বোধন করিয়া বলে যে, তোরা কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিস? এই কথাতেই তাহারা পুনরায় উত্তেজিত হইয়া একবারে দালানের উপরে উত্থিত হয এবং কপাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। তর্দ্দর্শনে বাটীর লোকেরা ভীত হইয়া আরও কিছু টাকা দেয়। তৎপরে তাহারা রামেন্দ্র রায়দিগের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তরাস্বা ... ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া কয়েকটা বাক্স বাহির করে এবং তাহাতে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় লইয়া যায়। পরন্তু বাহির বাড়ীর ঘরে যে কিছু জিনিসপত্র ছিল, তাহাও আত্মসাৎ করে। তথা হইতে যাদব রায়েদের বাটীতে ও দক্ষিণ বাটীতে যায়। তাহাদিগের নিকট হইতে কেবল টাকা লইয়াই ফিরিয়া আসে তৎপর কালীদিগের বাটীতে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তাহারা টাকা দিয়া বিদায় করে। পরে তাহাদিগের প্রজারা বলে মজুমদারকে ভাল করিয়া দেখিয়া যাওয়া উচিত। তদনুসারে তাহারা তিন হিস্যার বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক বাক্স ও পেটারা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া টাকা কাপড় বাসন পত্র যাহা কিছু পাইয়াছে, সমুদায়ই নিঃশেষ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমনকি ঘরের পুস্তক এবং সার্টিফিকেট গুলিও রাখিয়া যায় নাই। তাহাদিগের ঠাকুরটীও লইয়া গিয়াছিল। পরে কয়েকজনে চাহিয়া আনিয়াছে। চন্দ্রমোহনের আর কিছুই নাই। তাহার সিন্ধুকটা খণ্ড২ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। সে পরদিন কাপড় কিনে, তবে পরে! তাহাদিগের সকলেই পলাইয়াছিল, এজন্য প্রাণে বাঁচিয়াছে। নতুবা তাহাদিগকে মারিত। তথা হইতে আমাদিগের বাটী অভিমুখে আসিতেছিল। তদ্দর্শতে আমাদিগের ও অন্যান্য কয়েকজন প্রজা সম্মুখীন হইয়া নানারূপ মিনতি করাতে এবং বাটী পুড়িয়া গিয়াছে ইহা জ্ঞাপন করাতে বিদ্রোহীরা কাগজে নাম লেখাইয়া ছাড়িয়া গিয়াছে, তৎপর পেঁচাখোলার লাহিড়ীদিগের বাড়ী লুঠ করে। তদনন্তর নাকালিয়া গিয়া মজুমদারদিগের বাটী হইতে ২৫ পঁচিশ টাকা ও জিনিষ পত্র লইয়া গ্রামের ভিতরে কৃপানাথ, আনন্দ ও শিবনাথ কবিরাজ, আনন্দ বাগছি, চন্দ্র রায়, প্রসন্ন রায়, শ্যামাচরণ রায় এবং যাদব রায়দিগের বাটী লুঠ করণান্তর সন্ধ্যার সময় বাটীতে ফিরিয়া যায়। পরদিন সাফল্লা যাইবে, ইহাও বলিয়া আইসে। আমাদিগের গ্রামের সমুদায় লোক জুটিয়া বাজারে শামিলাবাসীদের প্রতীক্ষায় থাকে। এদিগে তিন ব্যক্তি সাফল্লা যাইয়া ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলের নিকট হইতে কিছু২ লইয়া আসিতেছিল, নাকলিয়ায় মথুরার দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন।

এদিকে শামিলার লোক আসায় যার যার মত বাটীতে যায়। রবিবার সাফল্লা যাইবার কথা থাকে, লোকেরা ইহা শুনিয়া আসিয়া বিদ্রোহিতা স্বীকার করে। দারোগা যে লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তৎপর দিবস সেই সকলকে ছিনিয়া আনিবার নিমিত্ত বিদ্রোহীরা তাঁহার নিকট যায়। দারোগা পলায়ন করেন। দুইজন কনেষ্টবলকে মাইরপিট করিয়া লোকদিগকে লইয়া যায় এবং প্রাণনাথের নিকট হইতে ৮ টাকা গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা যেদিন আমাদের গ্রামে আইসে, সেইদিন ডাকাইতীর দারোগা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাবু বেড়াতে অবস্থান করিতেছিলেন, বিদ্রোহীরা তাঁহাকে নানা রূপ গালাগালি দেয়, পরে তিনিও নাকি বিদ্রোহিতা স্বীকার করেন। এই সকল কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে কেহই সাহস পায় নাই। কারণ যে জানাইবে, তাহারই অনিষ্টাশঙ্কা আছে। কিন্তু বৈদ্যনাথ বাবু সে শঙ্কায় শঙ্কিত না হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, এই অত্যাচারের বিবরণ শাসনকর্ত্তাগণের গোচরীভূত করিবেন। তৎপর তিনি পাবনায় যাইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবকে বিদ্রোহীদিগের দৌরাত্ম্যের সংবাদ সবিশেষরূপে জ্ঞাপনকরণান্তর তাঁহাকে মফস্বলে লইয়া আসেন। মাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত ৪০ জন সৈন্য একজন ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বৈদ্যনাথ বাবু এবং আরো ৮/১০ জন পুলিস কর্ম্মচারী আসিতেছেন শুনিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে কিয়ৎ পরিমাণে সাহস সঞ্চার হয়। এদিকে আমাদিগের গ্রামে নাথু রাজা এবং তাহার অধীনে এ গ্রামে ১৫ জন ও জগন্নাথপুরে ১৬ জন বিচারক নিযুক্ত হইল। তাহারা সমুদায় বিষয়েরই বিচারারম্ভ করিল, আমাদিগের কোন ক্ষমতাই রহিল না। এই ভাবে ৮ দিবস গত হইলে পর ২০শে তারিখ বৃহস্পতিবার সাহেব নাকালিয়ায় আগমন করিলেন। আমরা এই সংবাদ পাইবামাত্র গোপনে সাহেবের নিকটে যাইয়া নানারূপ কাঁদাকাটি করাতে তখনই ১০ জন সৈন্যসহ ২ জন জমাদার আসিয়া ৩২ জন আসামী গ্রেপ্তার করে। ২/৩ দিবস মধ্যে এক আমাদিগের গ্রাম হইতেই ২০০/২২৫ আসামী ধরা পড়িয়াছে। অনেক মালও বাহির হইয়াছে। অন্যান্য স্থান হইতেও ১০০/১৫০ জন আসামী ধৃত হইয়া আসিয়াছে। বিদ্রোহীর রাজা ঈশান রায়কে এবং তাহার দেওয়ান শম্ভু পালকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঈশান রায় লক্ষ টাকার জামিন দিতে অক্ষম হওয়াতে, তাহাকে হাজতে সাহেবের সমভিব্যাহারেই থাকিতে হইয়াছে। ইতিমধ্যে সাগর কান্দী হইতে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত আসে যে, বিদ্রোহীরা গোবিন্দ দত্তের বাটী আক্রমণ করিয়া দালান ভাঙ্গিয়া নগদে ও জিনিসপত্রে প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়াছে। এই দরখাস্ত পাইয়াই সাহেব ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন। এ দিকে আমরা খাজানা আদায় আরম্ভ করিয়াছি। এখন আর বিশেষ কিছু গোল নাই।" ইতি ১২৮০ তাং ২৯ আষাঢ়।

উপরিভাগে যে পত্রখানি প্রকাশ করা হইল, উহাদ্বারা পাবনা অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রজাদিগের ঘোরতর অত্যাচার ও ক্রমে তাহার [..] ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অনেকেই বলেন যে, সিরাজগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেট নোলেন ও পাবনার মাজিস্ট্রেট টেলার সাহেব প্রথমাবধি চেষ্টা করিলে কখনই এতদূর ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইত না; কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও অবিলম্বে প্রশমিত হইয়া যাইত। যাহা হউক আমরা আশ্বস্ত হইলাম, আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বিদ্রোহীদিগের অন্যায় দৌরাত্ম্য নিবারণে সযত্ন হইয়াছেন। যে কারণে হউক, সংপ্রতি টেলর সাহেবেরও নাকি বিদ্রোহিতা প্রশমনে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে বাহাদুর বিদ্রোহীদিগের অনেক প্রধান২ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠে অবগতি হইল, —তাঁহার নিকটে কোন এক ব্যক্তি বিদ্রোহিরাজের এক তালিকা উপস্থিত করাতে তিনি তদনুসারে বিদ্রোহীর সরদারগণকে গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেইসকল ধৃত ব্যক্তির দ্বারা বিদ্রোহী সংক্রান্ত অনেক গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। উক্ত পত্রিকা হইতে বিদ্রোহিরাজ সভার তালিকা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।—

মহারাজ } বিদ্রোহীর রাজা।
ঈশানচন্দ্র রায় } সাং দৌলতপুর।
স্টেশন সাহাজাদপুর

খুদিমোল্লা—রাজমন্ত্রী—যবতলা, ষ্টেশন সাহাজাদপুর।
রমজান সরকার—নায়েব সাং ঢুলিয়াবাড়ী, ষ্টেশন সাহাজাদপুর।
[illegible] জোয়াদ্দার—গোমস্তা, সাং আড়কান্দী, ষ্টেশন সাহাজাদপুর।
শম্ভুনাথ পাল— সাং মেঘুল্লা, সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌপুর।

রহিম প্রামাণিক—সর্দ্দার, সাং হোড় দীঘলিয়া।
হাজারি প্রামাণিক—পাইক, সাং রূপশী।
আরবিন মৃধা—মধা সাং মহারাজপুর।
মন্দির সরকার—জরিপআমীন, সাং হাতকোড়া।
জগৎ ভৌমিক—জজ আমীন, সাং হাতকোড়া।
গঙ্গাচরণ পাল—হুড়াসাগরের পশ্চিম পারের সাশনকর্ত্তা, সাং রুদ্রপুর।

গঙ্গাচরণ পালের অধীন কর্ম্মচারিগণের নাম এখনও প্রকাশ পায় নাই। ইহা ভিন্নও অনেকানেক প্রধান ব্যক্তির নাম অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে কয়েক ব্যক্তির নাম মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক অনেকেই ধরা পড়িয়াছে, পড়িতেছে এবং ক্রমে পড়িবে। অতএব নিশ্চয়ই ভরসা করা যাইতে পারে, অবিলম্বেই উপরি উক্ত ভয়ানক প্রজাবিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।

—ঢাকাপ্রকাশ, ২০.৭.১৮৭৩

পাবনার প্রজাবিদ্রোহের ত শান্তি হইল। প্রজাদিগকে জমিদারকে কর দিতে হইবে, জমিদারও কর পাইবেন। মধ্য হইতে কতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তাহাদিগের ক্ষতিপূবণ কে করে? আমরা বলি পাবনার পুলিস ও ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষতিপূরণ করুন। তাঁহাদিগের দোযেই এতদূর ঘটিয়াছে। তাঁহারা যদি প্রথম উদ্যমেই ইহাব নিবাবণ চেষ্টা পাইতেন, এত অনিষ্ট হইত না। ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে তাঁহাদিগের আলস্যের সমুচিত দণ্ড হইবে। ক্ষতিপূরণরূপ দণ্ডের কিছু অধিকভাগ ম্যাজিস্ট্রেটের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত। তাঁহার কেবল আলস্যদোষ নয়, আর একটি মারাত্মক দোষ আছে। সংবাদদাতাদিগের পত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, প্রজার প্রতি তাঁহার কতক পক্ষপাত ও জমিদারের প্রতি বিদ্বেষ আছে। তাহাই তাঁহার প্রথম ক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে ঔদাসীন্যের কারণ। জমিদারেরা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারেন, ভদ্রলোকমাত্রের এই ইচ্ছা। কিন্তু অত্যাচার নিবারণের এ উপায় নয়।

—সোমপ্রকাশ, ২১.৭.১৮৭৩

শুনা যাইতেছে, পাবনার যে সকল প্রজার দোষ প্রমাণ হইয়াছে, উহাদিগকে গঙ্গার অপর পারস্থ কোন জেলে প্রেরণ করা হইবে। মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কি গঙ্গাপার করিয়া দেওয়া হইবে।

—সোমপ্রকাশ, ২১.৭.১৮৭৩

নানাস্থানে লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়া পাবনার বিদ্রোহ উপশান্ত হইয়াছে। বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের প্রতি গুরুতর দন্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া এই ঘটনার মূল বাহির করুন। সম্বাদপত্রসমূহ স্বীকার করিতেছেন সিরাজগঞ্জের নোলেন সাহেব জমিদারগণের উপর নিতান্ত চটা। ইহার কারণ কি? বিজাতীয় কর্ম্মচারীগণ বিদ্রোহ ঘটনার সূচনা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না কেন? মথুরা পুলিসের সব ইনিস্পেক্টর এই দুর্ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট করিলেও শাসন কর্ত্তৃগণের ঘটনাস্থলে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত না হইবার কারণ কি? অনুসন্ধান করা বিধেয়।... যে সমস্ত উপায়হীন ব্যক্তি এই প্রজাবিদ্রোহিতা নিবন্ধন নিঃস্ব হইয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্যদান করা বিধেয়। অত্যাচারকারক প্রজা ও স্থানীয় জমিদারদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উক্ত উপায়হীনদিগকে দেওয়া পরামর্শ বিরোধী নয়।

—সোমপ্রকাশ, ২১.৭.১৮৭৩

A COMMISSION OF ENQUIRY

Peace has been restored in Pubna. The riots have ceased, and several arrests have been made. The rioters await trial, some have already been tried and condemned. The vigorous action taken by the Government and the Magistrates though late has had the desired effect. But Mr. Nolan, the sub-divisional Magistrate, is so much identified with the movement rightly or wrongly that he cannot be expected to command the fullest confidence of all classes of the people in the district. Murmurs are already heard, and the Government will therefore do well to depute an officer in his stead, who is free from the contaminations of the present commotion.

We, however, hope that the matter will not end with the trial and conviction of a few principal rioters. A sifting enquiry ought to be made into the origin and progress of the movement. It is the — its kind, and how it has been brought about is a question, which demands the serious attention of the authorities. We have no wish to prejudge the case, and we hope the Government will not prejudge it. We deprecate all criticisms which have a tendency to convict one party without trying the other. Although we now see that the magnitude, which the disturbances had originally assumed, was owing to the outrages committed by badmashes, who seized the opportunity offered by the rising of the ryots to gratify their love of plunder and violence, still it could not be denied that there was an undercurrent of popular feeling in the matter. Was that popular feeling produced by substantial grievances, or was it influenced by the indiscreet and overzealous action of local officials? Are the causes, which have led to this outburst, confined to Pubna, or are they general in their operation, and if the latter, why are there no manifestations of it in other parts of the country?

We have received two letters in Bengali from Pubna, one of which is signed by one Hurunath Rai, and the other professes to be a representation on behalf of the small ryots of the sub-division of Serajgunj. We do not know who Huronath Rai is; he attributes the rising to enhancement of rent and the levy of cesses by certain zemindars. The second letter is a remarkable document. It has not been authenticated, and it is therefore difficult for us to place any reliance upon it. If the facts or statements made in it are to be belived, they disclose an alarming state of things. These small ryots say that they have been instigated by the headmen of their villages, and that they are reaping the fruits of their folly. Some of their brethren have been arrested, some condemned to jail, and some have fled their homes. They state that already they have had to pay four contributions for the defrayal of the expenses of the "Union" and they fear that they will be made to pay more. In depositing the rent in the Moonsif's Court they are liable to be saddled with costs, which they do not know how to meet. They charge the headmen with gross selfishness, and attribute their quarrels with their zemindars to the evil influence of these men. We have said that we do not know how far these statements are well grounded; but there is an air of probablity in them, and as this is the first time we have heard the other side of the story from the small ryots, who constitute the bulk of the population, we have thought

it proper to give an abstract of it, though it is not authenticated, in the hope that it will help the enquiry we propose.

We are informed that the zemindars of the districts have assembled at the head-quarters to meet the Commissioner of the Division, Mr. Molony on the spot, and have had we believe by this time an interview with the zemindars and their representatives. All this is very good, but we hope the enquiry will be made in a more systematic form than this meeting implies. We would recommend the appointment of a Commission of Enquiry, presided over by a Barrister Judge of the High Court, and composed of representatives of the Government, the zemindar, and the ryot. Such an enquiry is eminently needed for an impartial enquiry into the matter. For his own sake we hope the Lieutenant Governor will consent to a Commission of the kind we take the liberty to suggest. His Honor cannot be unaware that there is an impression abroad that he is not friendly to the landholding interest. The opinions which he entertains about the zemindars of Bengal may be thoroughly honest convictions, and he may have good grounds for those opinions. But as the ruler of the country it is his duty to look with an equal eye upon all classes of Her Majesty's subjects, and to mete out justice to them with an even hand. He has already shown a bias in this Pubna affair by proclaiming to the ryots that "it is perfectly lawful to unite in a peaceable manner to resist any excessive demands of the zemindars." We are afraid that he did not calculate the evil consequences of this declaration from the head of the Government. He may believe that the only remedy for poor and weak men like the ryots for oppressions by the rich and the strong is a combination of this kind, but to entertain such an opinion privately is one thing and to preach it in a public proclamation is another... Having regard to the strong opinions the Lieutenant Governor entertains regarding the zemindars, we submit that it is meet and just that he should make over the enquiry to an independent and impartial Commission. Any enquiry directly conducted by the Lieutenant Governor is liable to be misunderstood and misconstruct. We are also of opinion that while the Commision will sit at Pubna, the District Officers, particularly Mr. Nolan, to whom the people of the district rightly or wrongly trace to some extent the present movement, ought to be relieved of direct authority in the district. Practically three parties will be put on their trial— the zemindar, the ryot, and the district official, and it cannot be right that the latter should remain in authority in the district during the enquiry. Independent testimony could not be looked for so long as the present district officers would exercise authority on the spot. If the Lieutenant Governor will not consent to appoint a Commission, we hope His Excellency the Governor General will see fit to appoint it.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২১.৭.১৮৭৩

বোধ হইতেছে প্রজার অত্যাচার পাবনা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে বহুসংখ্যক লোকের নানারূপ কষ্ট হইল, অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইল এবং অন্যান্য অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হইল, নির্ব্বোধ প্রজারা কুপরামর্শে পতিত হইয়া এক্ষণে

যে কারাবদ্ধ হয়, তাহাদের পরিবারগণ যে এক্ষণ অন্নকষ্ট পায়, তাহাদের কৃষিকার্য্য বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যে সমুহ ক্ষতি হয়, ইহার জবাবদিহি কে করে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে নলেন সাহেবকে সত্বর পাবনা হইতে অন্যত্র পাঠান নচেৎ সেরাজগঞ্জের প্রজা, জমিদার, মধ্যবর্ত্তী লোক ইহার কাহারও নিস্তার নাই।

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫.৭.১৮৭৩

We are sincerely grieved to learn that the Pubna ryots are being treated in a brutal manner by the police. Now that the disturbances have ceased, it is really inhuman to retaliate upon a set of deluded fools for their past doings.... We beg to draw the attention of the Pubna authorities to the following letter which has been placed at our disposal by a very respectable inhabitant of Pubna:—

"The poor ryots of Pubna are being very greatly oppressed by the police in general and by an inspector in particular. Surely there might be a temperate zone between the frizid and the torrid. The poor wretches are treated in the most lamentable manner. They are made to sit a number of them in a row. The constables begin thrashing them with muskets from front and behind. A man then with a bundle of ropes attached to his waist passes on from one end to the other tying up the hands of all. A long bamboo is now passed through the loops of the rope and two constables holding each one end of the bamboo drag the whole train along. Is such a treatment to be dealt to beings having flesh and blood —and a heart too."

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫.৭.১৮৭৩

Pubna Ryots — The Calcutta correspondent of the Indian Statesman in a long letter regarding the Pubna outbreak tries to prove that the "Amrita Bazar Patrika, a native journal of note is invariably more inclined to sympathise with zemindar than ryots"... we have every sympathy with the ryots and very little with the zemindars. It is this sincere sympathy which makes us very wary how to trust the false friends of the ryots who would with smooth promises lead them to ruin... Indeed the greatest foe of the ryots is not the zemindars, who pressed their legal claims to the utmost limit but the Govt. which gave them the power to do it. Not only has the Govt. been a foe but a treacherous friend in the garb of a foe.

—অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫.৭.১৮৭৩

পাবনার অত্যাচার

পাবনার অত্যাচার ক্ষান্ত হইয়াছে। কতক অপরাধী দন্ডিত হইয়াছে, কতক অপরাধী বিচারার্থে রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণাপত্র দিয়াছিলেন, প্রজামধ্যে তাহা প্রচারিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ দ্রোহকারীদের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিতেছেন। সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ, এই দ্রোহ ও ইহার কারণ লইয়া বিতণ্ডা করিতেছেন। বিতণ্ডাকারীরা দুই পক্ষ হইয়াছেন। এক পক্ষ বলিতেছেন, জমিদারদের অত্যাচারে এই প্রজাদ্রোহ ঘটিয়াছিল। আর এক পক্ষ বলিতেছেন, রাজপুরুষেরা জমিদারদের

প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাদের প্রতিকূলে প্রজাগণের প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছেন। কোন পক্ষের সিদ্ধান্ত ঠিক, তাহা এক্ষণে বলা অনাবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এ-বিষয়ে অবশ্যই তদন্ত করাইবেন। তদন্তে পক্ষপাতশূন্য ব্যক্তিরা অবশ্যই নিয়োজিত হইবেন। ইহারা যেরূপ বলিবেন, তাহা অবশ্যই প্রকৃত সমাচার হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রেণীবিশেষের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতরহিত হইয়া এক্ষণে রাজ্য পালন করিতেছেন, ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিবেন।

—এড়ুকেশন গেজেট, ২৫.৭.১৮৭৩

THE PUBNA RIOTS

We have been favored by Government with copies of official reports concerning the recent disturbances in Pubna. Mr. Molony. the Commissioner of Rajshahi, takes a calm and judicial view of the occurrences. We learn from his letter that "there are certain villages, which have of late years systematically resisted any increase of their rents, and so far with success. It is necessary in this report to endeavor to explain the motives which actuated them to do so; whether it was self-interest or a feeling that they were supported by persons inimical to their landlords is of on importance ; but I myself believe that the zemindars have as a matter of fact continued for some years to realize an enhanced rent from the great proportion of the ryots." He makes special mention of the Tagores of Calcutta, the Banerjees of Dacca, the Sandyals of Shalop, the Bhaduries of Porjana, and the Pakrasis of Thul as zemindars, whose conduct may have "exercised much influence in bringing about the present state of things." Mr. Nolan remarks more specifically on "the violent and lawless character of some of the zemindars and of the agents of others." He says, " I need scarcely remind you of the character borne by the Sandyal family, and constantly sustained by them for 30 years. I have had to punish one of the family under Section 154, Indian Penal Code for encouraging by his presence in the village the plunder of the house of a headman of considerable wealth for a ryot, because he refused to consent to an enhancement ; another for similarly assisting at a riot, which occurred this year. Denendra Nath Sandyal is known to have maintained a body of Dacoits and thieves to harm the ryots of a rival sharer. The Sandyals reside in the centre of the Pergunnah, and are the largest landowners, so that their demeanor has given a character to the whole. During this year, their people killed an upcountry Burkundaz of the Tagores in a land-riot and by a spear-wound, another man was killed by a spear-wound in a land dispute also during the current year. The Bhaduries once sent a band of upcountry men with swords to make the ryots pay Income Tax. The Burkundazes looted Tearbund village three years ago and killed a ryot with a spear in the fight. I had to go to the village this year and to decide a case as to its possession in order to prevent them from doing as much again. The agents of Bandopadhia family kidnapped a ryot this year on his return from the Moosiff's Court, and kept him ten days in confinement. Judging only from cases, which have come before me judicially, and been regularly proved, it is clear that the zemindars of Esafshahi are a turbulent set of men without any respect for law and very little for life in their dealings with their ryots

and with one another. This compels those, who have to deal with them to be firm, and if weak to unite. Their oppression and violent conduct make resistance to them possible only when the ryots form leagues and associations, such as that at present in question, The dacoits and thieves employed by Denendra Nath Sandyal at Bonbaria would make short work with any individual ryot refusing to obey an order. It is therefore necessary that those who would assert the rights, against such zemindars should act together and with some show of determination and spirit, such as would frighten the landlords out of all hopes of succeeding by force. Such was the state of Esafshahi when the zemindars thought fit last year to ask for further concessions from the ryots. The Tagore family demanded an increase, first of 8 anas, than of 4 anas, per Rupee upon a rent already high. The Bandopadhyas asked for kuboolyats by which the ryots were to render permanent in the form of rent a disputed cess, to accept the zemindar's measurements, and to agree to pay all taxes which might hereafter be imposed. There was also a clause in most of the kaboolyats empowering the zemindars to eject the ryots whenever they might quarrel, thus reducing the latter to the position of tenants at will at a rackrent in their paternal holdings." Mr. Taylor, the Magistrate of Pubna, endorses the above statements of the Assistant Magistrate of Serajgunge.

That the ryots had grievous wrongs of years to avenge; that they found a friend in one Eshan Chunder Ray, a Talookdar and Mahajan, who seems to have pointed out the necessity of a strong combination and the illegality of the proceedings of the zemindars ; that several men of bad character joined the movement as it spread ; that excesses were here and there perpetrated by the excited mob; and that the Government interfered to prevent the commission of unlawful acts by the ryots league, are proved by the reports now before us. Into there we need not enter at present, the policy of restraining mob-violence is one not alien to the spirit of the British Government, and Sir George Campbell and his subordinates of every degree have done well in carrying it out. Additional police men have been employed by the Magistrate, sometime at the expense of the ryots; but the movement cannot die out so long as the ryots do not acquire confidence in their zemindars and their agents.

Mr. Nolan's description of the systematic oppression to which the ryots have all along been subjected reads like a tale of romance, and the Government would do well to see a confirmation of his views in a Bengalee novel entitled 'Asha Marichika,' reviewed in these columns sometime ago the scenes of which are in Serajgunj Subdivision and possibly in the Zemindari of the Senyals of Salop.

The helpless condition of our peasantry, even if they know their rights, before organised bands of Lattials and Budmashes employed by many zemindars, is nothing new to us, and we anxiously beseech the Government to consider how best to bring about satisfactory relations between the two bodies of its subjects interested in land. We see now how false was the cry raised against Mr. Nolan of unjustly sympathising with the ryots. No man with a spark of humanity in him could have acted otherwise than as Mr. Nolan did, fully aware as he was of the character of those with whom he had to deal.

According to the Commissioner, 134 rioters have been arrested, 40 bound down to keep the peace and two convicted of rioting and mischief. More, however, remain to be arrested. Eshan Chandra Ray and his agent Sambhunath Pal are in the Camp of the Magistrate.

Mr. Molony is anxious to reconcile the differences between the zemindars and the ryots, but the difficulties in the way of a speedy settlement are very great. The standards of measurement vary as also the rates in different localities, and without a special investigation into each case before a competent court, it is impossible to arrive at any satisfactory conclusion. Mr. Molony advocates the strengthening of the police force and the appointment of a number of extra moonsiffs to adjudicate quickly the cases that come into court, after the excitement has subsided. These are reasonable proposals, and we trust Government will accede to them.

—বেঙ্গলি, ২৬.৭.১৮৭৩

পাবনা হইতে কোন এক ভদ্রলোক তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, নাকালিয়া অঞ্চলের প্রায় ২০০ বিদ্রোহী প্রজা ধৃত হইয়াছে। বিদ্রোহিরাজ ঈশানচন্দ্র রায় ৫০০ পাঁচশত টাকার জামিনেতে পাবনায় হাজির রহিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত সম্যগরূপে বিদ্রোহিতার নিবারণ না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে তদবস্থায়ই থাকিতে হইবে।

ঢাকাপ্রকাশ, ২৭.৭.১৮৭৩

পাবনা জেলার সেরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর ও দৌলতপুর গ্রামে অত্যাচারী প্রজাদের দ্বারা অনেক দৌরাত্ম্য হয়। সেই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তথাকার পুলিস বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই পুলিসের নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে, তাহা গ্রামবাসীদিগকে দিতে হইবে। ইহারা তথায় কতদিন থাকিবে, এক্ষণে তাহার স্থিরতা নাই, গ্রামবাসীদের ভবিষ্যৎ ব্যবহার দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

ঢাকাপ্রকাশ, ২৭.৭.১৮৭৩

প্রজাদিগের উপপ্লব ও পাবনার বর্ত্তমান ঘটনা

ভারতবর্ষের প্রজারা চিরকালই রাজপদাবনত। প্রজারা সকলে একত্র হইয়া কখন যে স্বতন্ত্রতা লাভোদ্দেশে রাজ প্রতিকূলে সমুত্থান করিয়াছে এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষে কখন সংঘটিত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে, প্রজাদের "প্রবেশ" ও "প্রস্থান" কেহ কখন দৃষ্টি বা শ্রুতি-গোচর করে নাই; কেবল মাত্র রাজা রাণী মন্ত্রী পাত্র মিত্র সেনাপতি ও সেনাদল এ রঙ্গভূমির সমস্ত ক্রীড়া স্থল চিরদিন অধিকার করিয়া আছে, সাধারণ প্রজাদিগকে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অভিনেয় অংশকে কখন দেখাইতে দেওয়া হয় নাই। আসিয়া খণ্ডের যাবতীয় দেশ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে। কেবল ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেও প্রজাদিগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তাহারা অনেক সময়ে একত্র হইয়া রাজ-প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং রাজ ক্ষমতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বেচ্ছাভিমত শাসন প্রণালী দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। প্রজাদিগের এইরূপ সংযোগ সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব লাভ দেশের প্রভূত

মঙ্গলই সংসাধন করে। মহাত্মা বকলের মতে এরূপ সংযোগের অভাবই ভারতবর্ষের অবনতি ও দুর্গতির অন্যতর কারণ। যে সমস্ত কারণে এরূপ সংযোগের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে প্রজাপীড়ন একটী প্রধান কারণ। উৎপীড়িত প্রজাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রথমতঃ একটী সহানুভূতি সম্ভূত হইয়া থাকে; সেই সহানুভূতি হইতে তাহাদের একটী অপূর্ব্ব সংযোগের উৎপত্তি হয় ; সেই সংযোগ তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাবের নিদান হইয়া উঠে ; সেই ক্ষমতা ও প্রভাব উপযুক্ত সময়ে অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাজশক্তির প্রতিকূলে নিয়োজিত হয়, এবং অনেক সময়ে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। বোধ হয় এক দিগে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের অন্ধ রাজভক্তি ও অপরদিকে রাজগণের অনুপম প্রজাবাৎসল্য এই উভয়বিধ কারণে এ দেশে কখন প্রজা প্রভাব সংসৃষ্ট হইতে পারে নাই। যদিও মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রাজা অত্যাচারী হইয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছেন কিন্তু প্রজারা সে অত্যাচার স্থায়ী হইবে না জানিয়া অত্যাচারী রাজার মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করিয়া শান্তভাবে সমস্ত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে। হস্তী আপনার বল আপনি জানে না। প্রজারা একত্র হইলে যে সে অত্যাচার অনায়াসে নিবারিত, এবং অত্যাচারী প্রভু অনায়াসে শাসিত হইতে পারে, ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন এ জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। ক্ষমতার প্রয়োগ ভিন্ন ক্ষমতার পরিমাণ হয় না। ভারতবর্ষীয় প্রজারা কখন আপনাদের ক্ষমতাকে প্রয়োগও করে নাই, কখন আপনাদের ক্ষমতাকে জানিতেও পারে নাই। বোধ হয় ভারতবর্ষে রাজঅত্যাচার কখন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, উহা অত্যাচারী রাজার সঙ্গে আবির্ভূত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হইয়াছে। অত্যাচার যদি কিছু দীর্ঘকালব্যাপী, হইত, প্রজাদিগের অপরিস্ফুট ক্ষমতা নৈসর্গিক নিয়মে আপনা আপনি স্ফূর্ত্তি লাভ করিত। যে যে স্থানে প্রজা প্রভাব উপযুক্ত পরিমাণে উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে, সেই সেই স্থানে রাজগণের অত্যাচার কিছু কাল স্থায়ী হওয়া দূরে থাকুক, আবির্ভূত হইতেই অবসর পায় না।

বঙ্গদেশের নীলকর অত্যাচারের তুল্য নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার বোধ হয় ভারতবর্ষ আর কখন দর্শন করে নাই। তদানীন্তন অত্যাচারপীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে একটী অপূর্ব্ব যোগ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে সেরূপ আর একটী ঘটনা ভারতবর্ষে কেহ কখন দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ। এ সময়ে প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উত্থিত হয় নাই। কিন্তু অত্যাচারের প্রাবল্য আর একটু গুরুতর হইলে, অথবা আশু নিবারিত না হইলে তাহার পরিণাম কি হইত তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। জমিদারদিগের অত্যাচারে কোন কোন স্থানের প্রজারা দলবদ্ধ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বারাসাত মহকুমার চৌরাশী পরগণার প্রজারা অনেক দিন হইতে জমিদারের প্রতিকূলে সম্মিলিত হইয়া এ পর্য্যন্ত তাহাদের যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। দুই তিন জন প্রবল জমিদারের ধনবল সামর্থ্যবল তাহাদের সে যোগ ভঙ্গ করিতে পারে নাই। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অত্যাচারে ডায়মণ্ড হারবরের প্রজাগণের মধ্যেও দিব্য একটী যোগ সংসৃষ্ট হইয়াছে। ঐ উভয় স্থানের বিশেষতঃ ডায়মণ্ড হারবরের ভূস্বামী প্রজাগণের মৌরস স্বত্ব বিলোপ করিয়া তাহাদের ভূমির উপর কর বৃদ্ধি করিতে চান ; প্রজারা সহজে এক কপর্দ্দকও জমিদারকে বেশী দিতে স্বীকৃত নহে। জমীদারেরা বিশেষতঃ উত্তরপাড়ার জমিদার মহাশয় মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রজারা নিরুপায় হইয়া পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্তির জন্য অগত্যা এক পণ এক উদ্দেশ্যে আবদ্ধ ও মিলিত হইয়াছে। পাবনার প্রজাগণের বর্ত্তমান উপপ্লব যে অন্য কারণ হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে তাহা আমাদের কখনই বোধ হয় না। পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রজাপ্রিয়তা, রেজিষ্টারী কবুলিয়ৎ প্রজাদিগকে প্রত্যর্পণ করা, এ সমস্ত সে উপপ্লবের উপলক্ষ হইতে পারে, কিন্তু কদাপি মূল কারণ হইতে পারে না। পাবনার উপপ্লবপরায়ণ প্রজাগণের মধ্যে যাহারা প্রধান অপরাধী গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কঠিন দণ্ড প্রদান করুন, কিন্তু যে সমস্ত নির্দ্দয় জমিদার মোকর্দ্দমায় মোকর্দ্দমায় প্রজাগণের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, আদালত সকলকে প্রজা পীড়নের যন্ত্র স্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং অত্যাচারে, অত্যাচারে প্রজাগণকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদিগকেও সমুচিত দণ্ড বিধান করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করুন। আমরাও জমিদার কৃত অত্যাচার সকলের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।

—ভারত সংস্কারক, ৪ শ্রাবণ, ১২৮০

পাবনা অঞ্চল হইতে আমাদের কোন গ্রাহক তথাকার প্রজাবিদ্রোহিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে জমিদারদের উপর দোষ দিয়া অনেক বদমায়েস প্রজা দিনে দুই প্রহরে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে। নির্দ্দোষী ভদ্র প্রজাগণ তাহাদের উৎপীড়নে একেবারে অস্থির হইয়াছেন। ঐ সকল দুষ্ট প্রজাগণের উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই। বিদ্রোহী প্রজাদিগের পক্ষপাতী হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ দুষ্টদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সাহেবের ঘোষণাপত্রে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। অনেক ভদ্রলোকের ধনমানের সমূহ হানি হইয়াছে। প্রজাদিগের সপক্ষতা সম্বন্ধে পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরেও কতকটা দোষ আসিতেছে। কিন্তু যেখানে জমিদারগণের অত্যাচারই ইহার মূল কারণ, সেখানে স্বভাবতই প্রজাদের প্রতি লোকের দয়া হইবে। মনুষ্যসমাজের বন্ধন এইরূপ যে একজনের দোষ ও গুণের সহিত সমস্ত সমাজের সুখ দুঃখের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। বিশেষতঃ জমিদারদিগের কার্য্যের উপর বহুসংখ্যক অধীনস্থ লোকের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং বর্ত্তমান ঘটনায় যে অনেক নির্দ্দোষী প্রজারও অনিষ্ট হইবে তাহা একপ্রকার অপরিহার্য্য। সে যাহা হউক, এক্ষণে 'গোলমাল কর মা লুটে পুটে খাই' বদমায়েস প্রজাগণ যেন উচিত দণ্ড পায়। এইরূপ প্রকাশ যে জমিদারগণের ছোট রশি দ্বারা জমি জরিপ এবং অন্যায় করের দাবি করা এবং ভোগাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক এগ্রিমেণ্ট লেখাইয়া লওয়া প্রভৃতি অত্যাচার এই গণ্ডগোলের কারণ। একশত বিদ্রোহী প্রজা ধৃত হইয়া বিচারাধীনে আছে।

—সুলভ সমাচার, ৮ শ্রাবণ, ১২৮০

জমীদার ও প্রজাদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের প্রজাদিগের উপপ্লব নিবারিত হইয়াছে। যে সমস্ত উপপ্লবলিপ্ত দুর্জ্জন লোক এতদুপলক্ষে অপরাধ পঙ্কে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি সমুচিত দণ্ড-বিধান হইতেছে। আমরা পূর্ব্বাবধিই জানিতাম, যে প্রজাদিগের উপপ্লব অল্প কাল মাত্র স্থায়ী হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের অত্যাচার এরূপ অল্পকাল স্থায়ী নহে। প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রায় কখন সমুত্থান করে না, যখন করে তখন তাহাদের উপপ্লবাগ্নি বিদ্যুদগ্নির ন্যায় আশু নিবারিত হইয়া থাকে, কিন্তু জমিদারদিগের অত্যাচার অধিকতর স্থায়ী ও অনিবার্য্য। উপরি উক্ত প্রদেশের জমিদারেরা অনেক দিন ধরিয়া প্রজাদিগের উপর যে অত্যাচার করিতেছিল, প্রজাদের এই বিগত উপপ্লব তাহার একটী প্রতিধ্বনি মাত্র। যাহা হউক এই ঘটনা দ্বারা অন্ততঃ ইহা সপ্রমাণ হইল বঙ্গীয় প্রজাগণ প্রতিঘাতক্ষম। কর্দ্দম আঘাত গ্রহণ করে, কিন্তু যদ্দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাকে প্রতিক্ষেপ করিতে পারে না। আমরা এত দিন মনে করিতাম যে বঙ্গের প্রজারা বুঝি কর্দ্দম বা তদ্রূপ কোন কোমল পদার্থ হইবে, নতুবা কি প্রকারে তাহারা জমিদারদিগের এত অত্যাচার সহ্য করে? এখন দেখিতেছি যে অত্যাচারের পৌনঃপুনিক সংঘর্ষণে সে কর্দ্দম ক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া কোন কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে বা হইতেছে। জমিদারেরা এখনও কি সাবধান হইবেন না? তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন বঙ্গদেশের নিরীহ প্রজারা শুদ্ধ তাঁহাদের দোষে দুরন্ত স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা অগ্রে শান্ত হউন, তাঁহাদের প্রজারাও ক্রমে শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে।

ক্যাম্বল সাহেব প্রজাদিগকে শান্তভাবে দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জমিদারের পক্ষপাতী কোন কোন সংবাদ পত্র-সম্পাদক তাহাতে অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ক্যাম্বল সাহেব বঙ্গীয় প্রজাগণকে আর কোন উপদেশ দিতে পারেন না। এই সকল সংবাদ পত্র-সম্পাদকেরা কি এই চান যে ক্যাম্বল সাহেব উপপ্লব লিপ্ত প্রজাগণের প্রতি এইরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করিবেন যে তাহারা তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র, জমিদারদিগের পদাবনত হয়, এবং তাঁহারা যে বর্দ্ধিত কর প্রজাদিগের প্রতি নির্দ্ধারণ করেন, অথবা যে পরিমাণরজ্জু দ্বারা তাহাদের ভূমি মাপ করেন, কোন আপত্তি না করিয়া প্রজারা অবিলম্বে তাহাতে সম্মত হয়? যখন দেখা যাইতেছে

জমিদারেরা প্রজাগণের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছেন ও নানা উপায়ে তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন এবং প্রজা রক্ষক আইন ও আদালত তাঁহাদের আশ্চর্য্য কৌশলে প্রজাপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ক্যাম্বল সাহেব কি প্রজাগণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে, এবং একে একে জমিদারদিগের বধ্য হইতে পরামর্শ দিবেন? প্রজারা যদি সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আপনাদের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করে, তাহা হইলেও তাহারা জমিদারদের সম্মুখীন হইতে পারে কি না সন্দেহ। পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির কর বর্দ্ধিত হইলে প্রজাদিগকে সেই বর্দ্ধিত কর আইনানুসারে দিতে হয়। যদি প্রজারা ঐক্য বদ্ধ হইয়া আপন আপন স্বত্ব রক্ষা করে তাহা হইলে উপরি উক্ত কারণে কর বৃদ্ধির হস্ত হইতে তাহারা অনায়াসে এড়াইতে পারে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে কোন কর সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রজাগণের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাহাদের কখন সাধ্যায়ত্ত নহে। এ অবস্থায় কোন প্রজাহিতৈষী সদ্বিবেকী ব্যক্তি তাহাদিগকে এ সময়ে যোগ ভঙ্গ করিবার পরামর্শ দিতে পারেন না।

জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত না হইলে স্থায়ী শান্তির আশা করা যায় না। অধুনা যাহাতে জমিদারের লাভ, তাহাতে প্রজাদের অলাভ এবং যাহাতে প্রজাদের লাভ, তাহাতে জমিদারের অলাভ। এ অবস্থার পরিণাম অবশ্যই বিষময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তন্নিবন্ধন এক দিকে জমিদার কর্ত্তৃক প্রজা পীড়ন ও অপর দিকে প্রজাদিগের ধর্ম্মঘট ও জমিদারের বিরুদ্ধে উত্থান। আমাদের বিবেচনায় জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। প্রজাদের উপর কর বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমিদারদিগের হস্তে রাখা উচিত নহে। বাণিজ্যের উন্নতি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, অথবা দৈবযোগে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে, শুদ্ধ জমিদারকে তাহার ফল ভোগ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। প্রথমতঃ কর বৃদ্ধি বৎসর বৎসর বা শীঘ্র শীঘ্র হইলে প্রজাদিগের অত্যন্ত অসুখের কারণ হয়। এ বিষয়ে একটী সময়ের ব্যবধান থাকা আবশ্যক। আমাদের মতে এ ব্যবধান অন্ততঃ ২৫ বৎসর হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ কর বৃদ্ধি জমিদার কর্ত্তৃক না হইয়া উপযুক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা হওয়া বিধেয়। যে সকল প্রজার স্বত্ব মোকররী নহে, তিনি তাহাদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধে উপযুক্ত নিরিখ স্থির করিবেন। জমিদার কেবল সেই নিরিখ প্রজাদের নিকট চাহিতে পারিবেন, প্রজা তাহাতে স্বীকৃত না হইলে আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিবেন।

অনেক স্থলে প্রজাদিগের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত কর আদায় করা জমিদারের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। জমিদার যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করিতে কাল বিলম্ব করেন তাঁহার জমিদারী তৎক্ষণাৎ বিক্রয় হইয়া যায়, কিন্তু প্রজারা খাজনা না দিলে আদালতের বিচারের উপর জমিদারকে নির্ভর করিতে হয়। একারণ প্রজাদিগের উপর কোন কঠিন শাসন থাকা বিধেয়।

—ভারত সংস্কারক, ১১ শ্রাবণ, ১২৮০

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ ঘটিত সমাচার সংগ্রহ করিয়া রাজসাহী বিভাগের কমিশনার সাহেব গবর্ণমেণ্টে যে বিজ্ঞাপনী প্রদান করিয়াছেন, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

পাবনা জেলার অন্তর্গত ইসফসাহী পরগণাতে বিদ্রোহের উৎপত্তি এবং ঐ স্থানেই উহা প্রধানরূপে প্রবল হইয়াছিল। ঐ পরগণা অতি বৃহৎ। উহাতে ২৭২টী ভিন্ন ভিন্ন মহলে ৬৯৫টী গ্রাম আছে। কলিকাতার ঠাকুরেরা, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, শলপের সান্ন্যালেরা, পোর্জ্জুনার ভাদুড়ীরা এবং থলের পাকড়াশীরা উক্ত পরগণার প্রধান জমিদার। কতিপয় বৎসর যাবৎ জমিদারগণ প্রাণপণে খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন, প্রজারাও দৃঢ়তাসহকারে বেশী না দিবার চেষ্টা করিতেছিল, বিবাদের এই সূত্র। ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের জমিদারিতেই এই বিবাদের প্রথম অভ্যুত্থান হয়। ইহাঁরা ১৮৭২ অব্দে এবং বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে অনেক প্রজার নিকট হইতে নানাপ্রকার জমা বন্দোবস্তে কবুলিয়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি গ্রামের প্রজারা বর্দ্ধিত হারের কিছুতেই সম্মত হয় নাই। ঐ সকল গ্রামের দুইটী গ্রামের

প্রজাদিগের নামে সাজাদপুরের মুনসেফি আদালতে বাকি খাজনার নালিশ উপস্থিত হয়। তাহারা বর্দ্ধিত হারে কর দিতে স্বীকার না করায় জমিদারেরা তাহাদের নিকট হইতে খাজনা লয়েন নাই। তাহাদের যাহা ন্যায্য দেয় বলিয়া বোধ ছিল, তাহা তাহারা আদালতে জমা দেয়। মুন্‌সেফ জমিদারদিগের সপক্ষে ডিক্রি দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৭২ ডিসেম্বর মাসে রাজসাহীর জজ তাহার অন্যথা করেন, এবং প্রজারা যে টাকা জমা দিয়াছিল, তাদেরই ডিক্রী দেন। ঐরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা ১২৯টী। ঐসকল মোকদ্দমার কোনটীতে বাস্তু বিঘা প্রতি ৫ ‖৵৹ এবং ফসলি বিঘা প্রতি ১ ৸৵৹ কোনটীতে বাস্তু বিঘা প্রতি ৩ ৸৹ ও ফসালি বিঘা প্রতি ‖৵৹ দাবি করা হইয়াছিল, কিন্তু উভয়স্থলেই ২ ‖৹ ও ‖৹ করিয়া ডিক্রী হয়। জমিদারেরা পূর্ব্ব প্রদত্ত বলিয়া যে হারের দাওয়া করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন দেখাইতে পারেন নাই। এই প্রকার মোকদ্দমা সকলে প্রজাদিগের মনে জমিদারদের প্রতি বিষম বিরাগ উৎপন্ন হয়।

গত জুন মাসের শেষভাগে জমিদারদের বিপক্ষে দল বান্ধিবার নিমিত্ত চারিদিকে চর প্রেরিত হইতে লাগিল। তাঁহারা ভয়মৈত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রজাসকলকে একমতে আনিতে লাগিল। বাঙ্গালী জনতাকে যাহাই বুঝাইয়া দাও বিশ্বাস করে, এবং তদনুসারে কার্য্য করে। জমিদারদের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তিব পূর্ব্ব-শত্রুতা ছিল, এবং যে সকল মন্দ চরিত্রের লোক, তাহারা ঐ দলে আপনা হইতেই মিশিয়া যাইতে লাগিল, এবং লুঠপাট আরম্ভ করিল। সুতরাং ঐ দলের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা অকার্য্যে পরিণত হইল এবং চারিদিকে ঘোরতর অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ হইল। লোকের অর্থদণ্ড, গৃহভঙ্গ, লুণ্ঠন প্রভৃতি কিছুই অকৃত্য রহিল না।

মাজিস্ট্রেট টেলর সাহেব বলেন, দরখাস্তে প্রকাশ পায়, ১লা জুলাই পর্য্যন্ত ২৬৯টী গ্রামের লোক এই প্রকারে সমবেত হয়, এবং ক্রমাগতই লোক আসিয়া দলে জুটিতে থাকে। এবং ১৪ই জুলায়ের পত্রে তিনি ব্যক্ত করেন যে, দল এখনও উল্লাপাড়ার দিকে প্রসৃত হইতেছে। ঐদিন প্রায় বারখানি দরখাস্তে ঐ বিষয়ের উল্লেখ থাকে। অধিকাংশ দরখাস্তে ঐ বিষয়ের উল্লেখ থাকে। অধিকাংশ দরখাস্তেই বলে যে, তাহারা জমিদারের করবৃদ্ধি প্রস্তাবে বক্রতা প্রদর্শন করায়, তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন হয় নাই। টেলর সাহেব আরও বলেন যে, বিদ্রোহীরা নূতন ঘোষণাপত্রের প্রশংসা করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে এতদ্দ্বারা করবৃদ্ধির প্রার্থনায় বাধা দিতেই তাহারা অনুমত হইয়াছে এবং জমিদারের মোক্তারেরা ইহার বিষয়ে আপত্তি করিতেছে।

টেলর সাহেবের রিপোর্টেই ব্যক্ত হয়, জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রজারা আইন বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করে নাই। সিরাজগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেট নোলান সাহেব ইস্তাহার প্রচার করিয়া শিঙ্গা এবং ঢোল বাজাইয়া বিদ্রোহী সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন সুতরাং তাহা আর হইতে পায় নাই। গোপালনগরের মজুমদারদের উপরেই বিদ্রোহীদের ভয়ানক আক্রমণ হইয়াছিল। তথায় অতিরিক্ত পুলিস বসাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে সংবাদ পাওয়া যায়, বিদ্রোহীরা ধুলুরিতে সমবেত হইয়াছে, এবং দুইজন কনষ্টেবলকে প্রহার করিয়াছে। তথায় তাহাদিগকে যথোচিত সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে শাসন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া টেলর সাহেব গোপালনগর যাইতেছিলেন, কিন্তু শুনিলেন ২০০০ লোক মথুরা পুলিস থানা এবং পোষ্ট আপিস ঘেরাও করিয়াছে, এবং নাকালিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ লুণ্ঠন করিয়াছে। তখন তিনি কতকগুলি কনষ্টেবল নিযুক্ত করিয়া এবং আতাইকোলায় আগন্তুক কতিপয় প্রধান বিদ্রোহীকে তাঁহার আড্ডায় লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিলেন। মথুরায় আসিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছে। তথা হইতে নাকালিয়ায় আসিলেন, এবং বিদ্রোহের তদন্ত করিতে লাগিলেন, ৬০/৭০ জন লোককে বিদ্রোহিতা অপরাধে ধৃত করিয়া পাঠাইলেন, ৪০ জন লোককে বাঁধিলেন, এবং সমস্ত নিকটবর্ত্তী গ্রামে অতিরিক্ত কনস্টেবল নিযুক্ত করিয়া সাগরকান্দিতে উপস্থিত হইলেন। তথায়ও ভয়ানক উপদ্রব ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, ঐ সকল কার্য্যে অভিপ্রেত ফল দর্শিয়াছিল। তাহার পর গত দুই পক্ষ আর কোন উপদ্রবের কথা শুনা যায় নাই। টেলর সাহেব অনন্তর অতিরিক্ত পুলিশ দিয়া অবশিষ্ট তদন্তের ভার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর অর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় হেড কোয়াটারে প্রত্যাবৃত্ত হন।

নোলান সাহেবও উপস্থিত ব্যাপারে অতিশয় দক্ষতা সহকারে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি একটী ব্যতীত দ্রোহ ঘটনার

প্রত্যেক স্থানেই গমন করেন, এবং শাগতোলায় যে প্রথম উপদ্রব হয় তাহাতে লিপ্ত কতিপয় অপরাধীকে দণ্ড দেন। দুইজন বিদ্রোহীকে অর্থদণ্ডসহ তিনি তিন বৎসর মিয়াদ দিয়াছেন এবং ঐ ঘটনায় লিপ্ত অপর আটজনকেও দণ্ডার্হ করিয়াছেন।

এবার স্থানাভাব প্রযুক্ত সমস্ত ঘটনা দিতে পারা গেল না।

—এডুকেশন গেজেট, ১.৮.১৮৭৩

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ

বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের জমিদারিতে ঈশানচন্দ্র রায় নামক একজন সামান্য তালুকদার জমিদার বিপক্ষ দলের প্রথম প্রবর্ত্তক হন। এই ব্যক্তি স্বয়ং উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের হস্তে অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এবং একখানি তালুকের অংশ সম্বন্ধে ঐ জমিদারদিগের সহিত ঈশান রায়ের এখনও মোকদ্দমা চলিতেছে। ফলতঃ ঈশান রায় এতদূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সকলে রাজা বলিয়া মানিয়াছিল কিন্তু তিনি এবং তাঁহার সহকারী শম্ভুনাথ পাল, উভয়ে কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন কিনা, তদ্বিষয়ের এখনও অনুসন্ধান হইতেছে। এবং উভয়েই এক্ষণে টেলর সাহেবের নিকটে অবরুদ্ধ আছেন।

জমিদার-দ্রোহী প্রজাদিগের দ্বারা কত স্থানে কত উপদ্রব হইয়াছে, তাহার এখনও সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় নাই। থানা চাটমোহরের অন্তর্গত গোপালনগর, থানা মথুরার অন্তর্গত নাকালিয়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ, দুলাই থানার অন্তর্গত সাগরকান্দি এই স্থানগুলিতেই উপদ্রবের আতিশয্য ঘটিয়াছিল, এই সকল স্থানে সম্পত্তির অনেক হানি হইয়াছে।

১৩৪ জন অপরাধী ইতঃপূর্ব্ব ধৃত হইয়াছে, এবং এখনও অনেক হইতেছে। প্রধান প্রধান উপদ্রবীদিগকে ধৃতকরণ পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা নানা স্থানে বিশেষ পুলিস নিয়োজিত করিয়াছেন। কোন স্থানে বা গ্রামবাসীদের ব্যয়ে, তথায় পুরাতন বিবাদ আর না উঠিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে পুলিস নিয়োজিত রাখা হইয়াছে। মুরশিদাবাদ, রাজসাহী, এবং ফরিদপুর হইতে অতিরিক্ত পুলিস্ যায়, তন্মধ্যে ফরিদপুরের পুলিসের লোকেরা চলিয়া গিয়াছে। অপরাপর পুলিসের লোকেরাও শীঘ্র যাইবে।

ফলতঃ জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপন অল্পদিনের মধ্যেই হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ ছয় মাস পর্য্যন্ত অতিরিক্ত পুলিসের বন্দোবস্ত না রাখিলে নিঃশঙ্কতার বিষয় নহে। অতএব প্রত্যেক থানার অধীনে দশজন অতিরিক্ত কনষ্টেবল এবং দুইজন হেড় কনষ্টেবল দিয়া যেখানে যেখানে আবশ্যক আউটপোস্টের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। এই সকল লোকের বেতন দেশস্থ লোককে সকল স্থলে দিতে হইবে না। যে যে স্থলে বিশেষ আবশ্যক হইবে, সেই সেই স্থলে দিতে হইবে।

এই দিবস উপলক্ষে প্রজাদিগের সঙ্গে জমিদারদিগের দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে, এতদর্থ স্থানে স্থানে অতিরিক্ত মুন্সেফ নিয়োগেরও আবশ্যকতা হইবে। এবং কোন্ কোন্ স্থানে মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, অবস্থা দেখিয়া তাহা হইবে।

প্রজারা উদ্দেশ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া আইন বিরুদ্ধ পথে যে পদার্পণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, নোলান সাহেব বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ প্রজাই এমন কথা বলে যে, তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান ওজর পরিত্যাগ করিবে, এবং জমিদারদের সঙ্গে একটা ন্যায্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছে।

বর্ত্তমানে প্রজার দেয় খাজনার হারের সামঞ্জস্য নাই বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত যে হার আদালতে ডিক্রী হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কম বলিয়াই বোধ হয়। যাহাই হউক, যে হারে প্রজারা কর দিয়া আসিতেছে, সেই হারেই তাহারা দিতে বাধ্য। জমিদারকে তাহার অতিরিক্ত আদায় করিতে এবং প্রজারা তাহার কম দিবার জন্য ওজর করিতে পারে না। তবে বেশী

লওয়া বা কম দেওয়া যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে জমিদার প্রজায় হারের তারতম্য স্ব স্ব প্রধান হইয়া করিতে ক্ষমতাবান নহে। তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

—এডুকেশন গেজেট, ৮.৮.১৮৭৩

পাবনা হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় আর আইনবিরুদ্ধ জমায়েত হইতেছে না। কিন্তু প্রজারা বর্ধিত কর দিবে না বলিয়া যে পণ করে, তাহা তাহারা ছাড়িতেছে না। এক্ষণে পাবনা জেলে প্রায় দুইশত প্রজা রহিয়াছে। ইহাদিগের বিচার হইতেছে। ইহারা যে সকলে সমবেত হইয়া অত্যাচার করে গবর্ণমেণ্ট ত তাহারই বিচার করিতেছেন। কিন্তু কর বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেই যে এই গোলযোগের উৎপত্তি হয় তাহার কি করিতেছেন।

—ভারত সংস্কারক, ৮.৮.১৮৭৩

The Rent Difficulty

We believe all candid men have by this time been convinced that the Proximate cause of the Pubna riots was an indiscriminate enhancement of rents, Serajgunge has become the great emporium of the jute trade. The high price offered by the manufacturers of Dundee has stimulated the cultivation of jute to an enormous extent, and throughout entire tracts jute is steadily supplanting rice as a staple article of cultivation. It is only natural that the landlord should want to participate indirectly in the profits made by the ryots. The law allows him to enhance rent whenever the productive powers of the soil or the value of the produce increase independently of the agency of the ryot. If the Pubna Zemindars had been content with a moderate exercise of this right ; if in enhancing rents they have taken into consideration the fact that competition is sure to lower the price of jute, that the plant has been introduced into America and that American jute may supplant Indian jute at Dundee just as American cotton did supplant and is supplanting Indian cotton at Manchester ; no body would have thought of blaming them. Not only however were their demands in most instances excessive ; but some of them went the length of fradulently inserting in the kubulyuts clauses intended to cheat the ryots out of their occupancy rights. The rent agitation was inflamed by a recollection of previous wrongs and acts of oppression committed by many of the zemindars.

Few, we believe, will accept the Amrita Bazar Patrika's solution of the question viz. that it was all the doing of Messrs. Campbell and Nolan and the legitimate consequence of the rent legislation of 1859. ...

We will not waste our sympathy on men who have deliberately and grossly violated the law ; but we protest against their painted blacker than they are. We sympathise still less with the Pubna landlords, with the exception of the Tagore zemindars. We think Mr. Campbell's attitude towards the zemindar class generally is not commendable. Though we

never join our veracious contemporary in imputing untruthfulness to Messrs Taylor and Nolan. We can not conscientiously say that they are altogether blameless. Mr. Nolan was guilty of grave indiscretion in returning to the ryots the kubulyuts registered in his office if they were presented for registration by the zemindar, and in granting interview to Isan Ray, who led the movement. We think Mr. Taylor's action was not prompt and vigorous enough at the outset. Whilst admitting the short-comings of the local officials, it is imposs-ible to close our eyes to the fact that the conduct of the zemindars in the first instance was the main cause of the out break, though nothing can palliate much less excuse, the excesses committed by the ryots.

A most important question underlies that under consideration. Is the Pubna outbreak to be considered as an event per se or is only a symptom of the general bad feeling existing between the landlord and the tenant in several districts of which Pubna is one. We have reason to fear that the latter supposition is nearer the truth. Ryots' holdings are not as a rule rack rented in Bengal ; but throughout the province cesses in some form or other are levied from the peasantry by the Zemindars. Some of these cesses, for instance tahrir khurcha or fee paid by a ryot on receiving a receipt for rent, and a moderate marriage cess, are cheerfully submitted to by the ryots ; but there are others which are simply extortionate. Some of the cesses are of so old standing that they have come to be looked upon as legitimate dues. How to deal with the cess question is the great problem of the day. A hasty interference will simply tend to make lot of the landlord worse without making that of the ryot better. On the other hand, it won't do to perpetuate abuses simply because they are old.

A certain commissioner suggested that the levying of every cess should be regarded as extortion and punishable under section 354 of the Penal Code, and that the offence should be made cognizable by the police. The remedy would be worse than the disease. Cesses paid by the ryot, of his own free will should not now be interfered with. Cesses extorted by duress should be severely punished, and suits for the recovery of damages for cesses illegally exacted should be exempted from stamp duty at the option of the court.

—বেঙ্গলি, ৯.৮.১৮৭৩

পাবনা ও সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহের মূল কারণ

(দেশহিতৈষিণীতে প্রাপ্ত বলিয়া প্রকাশিত)

"মহাশয়! অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রজাবিদ্রোহের কয়েকটি কারণ স্থির করিয়াছি, সুতরাং তাহা সাধারণকে জানাইতে বাধ্য হইলাম।

১ম। জমিদার প্রজার নামে কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করিতে আসিলে সিরাজগঞ্জের প্রধান শান্তিরক্ষক শ্রীযুক্ত নোলেন সাহেব "প্রজাগণ পাট্টা পাইয়াছে কিনা, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কবুলিয়ত পাট্টা ব্যতীত বাঙ্গালা কাগজে লওয়া যায় না" বলিয়া ফেরত দেন। এবং কেন তোমরা কবুলিয়ত দেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রজাদিগকে উৎসাহ দেন।

২য়। বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণকে তাহাদের প্রজারা কবুলিয়ত রেজেষ্টারি করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কবুলিয়ত ফেরৎ

দিবার কারণ রসিদ লিখিয়া দেয়। তৎপর এক গ্রামের প্রজা তাহাদের দেওয়া উক্ত রেজেষ্টারি করা কবুলিয়ত ফেরৎ পাওয়ার প্রার্থনা করায় জমিদারগণ রসিদ দাখিল করিয়া আইন অনুসারে ফেরৎ পাওয়ার দরখাস্ত করেন। তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পৃথক কাগজে বে আইন মতে প্রজার নিকট রসিদ লইয়া প্রজাদিগকে ফেরৎ দেওয়াতে প্রজাগণকে উৎসাহ দেওয়া হয়, সেই উৎসাহই পরিণামে তাহাদিগকে বিদ্রোহিমত আশ্রয় করাইয়াছে ; এই মূল হইতেই জমিদার কেহ না, তাহাদের শক্তি কিছুই নাই এই ভাব প্রজার মনে দৃঢ়তর হয়।

৩য় ইসপসাহী পরগণায় ১৮ ইঞ্চ হাতের ১৪/১৪ নল প্রচলিত আছে। এতৎ সম্বন্ধে দৌলতপুরনিবাসী কালী মজুমদারের এলাকা লইয়া হাতকাঠির এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। যদিও ১৮ ইঞ্চ হাতের মোকদ্দমা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তথাপি নোলেন সাহেব পূর্ব্ব নিষ্পত্তি ও প্রমাণের প্রতি নির্ভর না করিয়া ২৪ ইঞ্চ হাতে এক হাতকাঠি নিজে মাপিয়া সেই হাতে জরীপ করিবার হুকুম দিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

কেহ কেহ বলেন ঐ ভূমি সরকারের রেহাই। রেহাই লওয়ার কালে যে স্থানের নলের মাপ হইয়াছে সেই হাতের মাপে বিলি হইবেক। ইহা সঙ্গত; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন থাক ও সারভেকালে সমুদয় ভূমি জমিদারদিগের ১৮ ইঞ্চি চেইনে মাপিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্টের মাপের সহিত মিল রাখার কারণ জমিদারদিগের ১৮ ইঞ্চ মাপ প্রচলিত রাখা কি অন্যায়? বিশেষ যখন গবর্ণমেণ্ট হইতে সময়ে সময়ে জমিদারগণের নিকট ভূমির রিটার্ণ তলব হয়, তখন জমিদারগণের মধ্যে ১৮ ইঞ্চ মাপ প্রচলিত থাকা নিতান্ত উচিত। সে যাহা হউক সাহেব বাহাদুরের ২৪ ইঞ্চ মাপ অতীব কৌতুকাবহ ও সৃষ্টিছাড়া। বক্ষঃস্থলের মধ্য হইতে অঙ্গুলির শেষপর্য্যন্ত একহস্ত পরিমাণ। ইঞ্চ অঙ্গলির পরিমাণ তর্জ্জনীর মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত। এই প্রকার ইঞ্চ, ২৪ ইঞ্চি পরিমাণ হাত। সাহেব প্রকাশ্য কাছারিতে এই হাতের ব্যাখ্যা করেন। প্রজাগণ সেই হস্ত পরিমাণ লইয়া মফস্বলে যাইয়া ইহাই প্রকৃত পরিমাণ, এরূপ প্রকাশ করে। পরে তাহারা ঐ হস্ত দ্বারা আপন আপন জমি জরিপ করিয়া জমাবন্দি করে এবং সেই অনুসারে জমিদারকে খাজনা দিতে চায়, কিন্তু জমিদার তাহা না নিয়া পূর্ব্বহারে খাজনা তলব করে। এই হইতেই উভয়ের মধ্যে অপ্রণয় হয় এবং প্রজাগণও বিদ্রোহ মত আশ্রয় করিতে চলে।

প্রজাগণ কিজন্য "মহারাণীর প্রজা" নাম ধারণ করিয়াছে তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে শুনুন। পূর্ব্বে যে হাতকাঠির মোকদ্দমার বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেই মোকদ্দমায় দৌলতপুর মাপ করিবার জন্য কালেক্টরি হইতে একজন "খাস আমীন" নিযুক্ত হইয়া নির্দ্দেশিত হাতে মাপ করিলে মহারাণীর প্রজা হওয়ার রব ওঠে ঐ হাতকাঠির চিহ্ন অদ্যাপি সিরাজগঞ্জের মোক্তার মধুসূদন দাসের কাছারি ঘরের কুটীতে অঙ্কিত আছে। উক্ত মোক্তার উহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঘোষণা করার কারণ এই যে তাঁহার একজন আত্মীয় গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদিগের সরদার, ইনি তাহাদিগের উৎসাহদাতা।

জমিদারগণের অত্যাচার অর্থাৎ হার নিরিখের মতভেদ লইয়া এই বিদ্রোহ হইয়াছে এরূপ জনরব নিতান্ত অলীক। সিরাজগঞ্জ মহকুমার হার নিরিখ নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলার হার নিরিখ হইতে অধিক নহে। ...

—সুলভ সমাচার, ৪ ভাদ্র, ১২৮০

According to the latest accounts we have received from Pubna matters have not improved in that district. Of course violence has ceased, but the ryots have been acting upon the advice of the Lieutenant Governor, and have "peacefully" united to resist the demands of the zemindars, which they consider excessive. There is consequently a wholesale refusal to pay rents. Well may the Pubna zemindars cry out — this is thy glorious work, Almighty Governor!

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৫.৮.১৮৭৩

পাবনার প্রজাবিপ্লবের শেষ হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গোলযোগ মিটে নাই। প্রজারা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ঘোষণানুসারে শান্তভাবে জমিদারদিগের দাওয়ার প্রতিবাদ করিতেছে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। এদিগে ত এই, আবার বাজারের তোলা সম্বন্ধে কাম্বেল সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, জমিদারদিগের বাজারের তোলা তুলিবার কোন অধিকার নাই, ইহাতে বাজারের দোকানদারেরা খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। জমিদারদিগের প্রতি কাম্বেল সাহেবের ভাবগতি দেখিয়া আমাদিগের মনে নানাচিন্তার উদয় হইতেছে।

—সোমপ্রকাশ, ১.৯.১৮৭৩

প্রাপ্ত

পাবনা

প্রজাবিদ্রোহের মকদ্দমা প্রায় শেষ হইল বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত রাজশাহীর সুযোগ্য ডিপুটী মেজেষ্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ বসু এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া অদ্য তিনি পুনরায় রাজশাহী যাইবেন, প্রজাদিগকে কঠিন শাস্তি না দেওয়াতে এবং নিরপরাধীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াতে জমীদার মহাশয়েরা এবং তাঁহাদের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকপ্রকার কথা বলিতেছেন, অপরাধ থাকুক বা না থাকুক, প্রজাদিগকে শাস্তি দিলেই জমীদারেরা এবং তাঁহাদের হিতৈষী মহোদয়েরা সন্তুষ্ট হইতেন।

মহারাজা ঈশানচন্দ্র রায় এ পর্য্যন্ত এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধই প্রমাণ হয় নাই, তবে কেন যে তাঁহাকে নিরর্থক কষ্ট দেওয়া হইতেছে বুঝিতে পারি না, বোধহয় পুলিসের চক্রে তিনি এত কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা আলাপ করিয়াছি, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, শান্তপ্রকৃতি ও বহুদর্শী লোক, আইনাদিও বেশ জানেন, তাঁহা দ্বারা কোন অত্যাচার হওয়া সম্ভব নয়। বোধহয়, দৌরাত্ম্যকারী জমীদারদিগের অত্যাচার নিবারণ করার চেষ্টাতেই তিনি সকল জমীদারের চক্ষের বালী হইয়াছেন।

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ৬.৯.১৮৭৩

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! আমি নানা সংবাদপত্রে এবং জনরবে পাবনা ও সেরাজগঞ্জ অঞ্চলের জমীদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের বিবাদের বিবরণ অবগত হইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃত ঘটনা ও তাহার যে প্রকৃত কারণগুলি অবগত হইলাম তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কএক বৎসর হইল এ অঞ্চলের জমীদারেরা কএকখানি গ্রামের প্রজার খাজনা অসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ও নানাপ্রকার খরচা আদায় করিবার চেষ্টা করেন। প্রজারা তাহা দিতে অসম্মত হয়। তন্নিবন্ধন জমীদার বাবুরা প্রজাগণের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অত্যাচার এক প্রকারে করা হয় নাই। জমীদারগণের পক্ষ হইতে প্রজাগণের প্রতিকূলে নানাপ্রকার অমূলক দেওয়ানী ও ফৌজদারি মকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং জমিদারগণের শ্যামচাঁদের বলে অনেক প্রজাকে সর্ব্বসান্ত হইতে হয়। অনন্তর প্রজারা দৌলতপুর নিবাসী বাবু ঈশানচন্দ্র রায়কে আত্মরক্ষার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করায় রায় বাবু প্রজাগণকে আইনের অনুযায়ী খাজনার টাকা আদালতে আমানত করিয়া জমিদারগণের অত্যাচার নিবারণার্থ ফৌজদারি আদালতের আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ দেন। প্রজারা তদনুযায়ী কর্ম্ম করে, সেরাজগঞ্জের অ্যাসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নলেন সাহেব জমীদার বাবুদিগের স্থানে প্রচুর পরিমাণে টাকার মুচলকা ও ফেয়ালজামিনী গ্রহণ করেন,

তাহাতে জমিদারের দৌরাত্ম্য আপাতত কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু তাঁহারা এককালে ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা অসঙ্গতরূপে নিরিখ ও জমা বৃদ্ধি করিয়া কএকখানি গ্রামের প্রজার নামে অন্যূন ২০০ শত বাকী খাজনার মকদ্দমা শাহাজাদপুরের মুন্সেফী আদালতে উপস্থিত করিয়া ডিক্রি প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু প্রজারা আপিল করাতে জেলা রাজসাহীর বিচক্ষণ জজ শ্রীযুক্ত আলেকজেন্ডর সাহেব জমিদারগণের দাখিলি দলিল সকল কৃত্রিমতার প্রমাণ পাইয়া প্রজাগণের স্বীকৃত মতে বাস্তু প্রতিবিঘা ২ ‖০ টাকা ও ফসলী প্রতি বিঘা ‖৶০ আনা নিরিখ অনুসারে খাজনা ধার্য্য করিয়া তদনুসারে নিষ্পত্তি করেন। প্রজাগণের অবাধ্য হইবার এই প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দৌলতপুরের জমীদারেরা দৌলতপুর প্রভৃতি গ্রাম জরীপের প্রার্থনায় আবেদন করেন। কালেক্টরের উপরে উহার বিচারভার সমর্পিত হয়। সেরাজগঞ্জের প্রশংসিত নলেন সাহেব ২৩ ‖০ ইঞ্চির হাতে জরিপের আদেশ করেন (নলেন সাহেবের এই কার্য্য যে নিতান্ত অসঙ্গত এমত বলা যায় না, কেননা ১৮৬৯ ইংরাজীর ৮ আইনের যে স্থানে যে মাপদণ্ড প্রচলিত আছে সে স্থানে তদ্দ্বারা মাপ হইবার বিধান থাকায় এবং ইশফসাহি পরগণায় "মোকদম সাহেবের" অর্থাৎ ২৩ ‖০ ইঞ্চির হাত প্রচলিত থাকার দলিল ও প্রমাণ পাইয়া নলেন সাহেব ঐরূপ মীমাংসা করেন) কিন্তু জমীদারেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন।

তৃতীয় কারণ এই যে, কোন কোন জমীদার কতকগুলি প্রজার নাম করিয়া আপন ইচ্ছামত জমি, নিরিখ এবং তদনুসারে অতিরিক্ত জমা ধরিয়া অনেকগুলি কবুলিয়ত রেজেষ্টরি করিবার জন্য সেরাজগঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার নলেন সাহেবের সমীপে উপস্থিত করেন এবং প্রকৃত প্রজার পরিবর্ত্তে আপন বাধ্য অন্যান্য লোককে উপস্থিত কবিযা তত্তাবৎ রেজিস্টরি করাইয়া লন পরে প্রকৃত প্রজারা তাহা টের পাইয়া ঐ সকল কবুলিয়ত ফেরত চাহিবাতে নলেন সাহেব উক্তরূপ চাতুরী হইয়াছে জানিয়া তাহা প্রজাগণকে ফেরত দেন।

এইরূপে সেরাজগঞ্জ প্রদেশে কতকদিন গোলযোগ চলিতে চলিতে পাবনা অঞ্চলের কতকগুলি জমিদারের সহিত তত্রত্য প্রজাগণের বিরোধ এবং তন্নিবন্ধন ভয়ানক অত্যাচার উপস্থিত হয়। কোন কোন জমিদার প্রজাগণের দাড়ি কাটিয়া কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে টিকিট লাগাইয়া নটকাইয়া দেন এবং অন্যান্য জমিদারেরা প্রজা ও তাহারদিগের পরিবারগণকে উলঙ্গ পর্য্যন্ত করিয়া অপমান করেন। প্রজারাও তাহার প্রতিশোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পাবনা প্রদেশের গোপালনগরের প্রজারাই প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠে, পরে তাহারদিগের সঙ্গে নানা স্থানের দস্যুদল এবং জমিদার বাবুদিগের গৃহপালিত লাঠিয়াল দল মিলিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গোপালনগরের মজুমদারদিগের বাড়ি লুঠ করে। তাহার পর দুরাত্মারা ক্রমশ দলে বলে পুষ্ট হইয়া হাটুরিয়া নাকালিয়া এবং ফাঁড়াসিয়া প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক অত্যাচার করিয়া অবশেষে সাগরকান্দিতে দক্ষিণান্ত করে। ইহার মধ্যে পাপাত্মারা কত কত স্থানের স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্র করিয়া তাহারদিগের অঙ্গ হইতে অলংকার খুলিয়া লইয়াছে এবং কত প্রকার অপমান করিয়াছে।

গোপালনগর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরকান্দি পর্য্যন্ত শেষ করিতে অত্যাচারিদিগের প্রায় ৫।৬ দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যেও পাবনার মহাত্মা মাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেবের চৈতন্য হয় নাই। নানা স্থানে লুঠ আরম্ভ হইয়াছে এবং দস্যুদল স্থানে স্থানে সমবেত হইয়াছে এ সংবাদ নিয়তই তাঁহার নিকট আসিয়াছে কিন্তু তিনি কএকজন পুলিস কর্ম্মচারির দোষে প্রথমে তাহার কিছুই বিশ্বাস করেন নাই। যখন গবর্ণমেন্টের পর্য্যন্ত গোচর হইল তখন টেলর সাহেব মফস্বলে যাইয়া নিজে নৌকায় বসিয়া থাকিয়া পুলিস কর্ম্মচারিগণের দ্বারা দোষীর সঙ্গে কতকগুলি নির্দ্দোষ লোককে ধরিয়া আনিলেন। টেলর সাহেব সতর্ক হইলে কি ঐরূপ অত্যাচার হইতে পারিত?

যাহা হউক দস্যুর অত্যাচারই হউক বা বিদ্রোহী প্রজার অত্যাচারই হউক যেন তেন প্রকারেণ দরিদ্র প্রজারই যে সর্ব্বনাশ তৎপ্রতি সন্দেহমাত্র নাই। যে প্রদেশে লুঠ পাঠ হইয়াছে আজিকালি সেই প্রদেশের অবস্থা দেখিলে অরাজক বলিয়া বোধ হয়। যে সকল লোকের বাড়ী লুঠ হইয়াছে তাহারাও নালিশ করিতেছে, যাহাদের বাড়ী লুঠ হয় নাই তাহারাও নালিশ করিতেছে এবং যে সকল লোকের সঙ্গে শত্রুতা আছে তাহাদিগের নাম আসামির মধ্যে লিখিয়া দিয়া পরে পুলিশ কর্ম্মচারিগণের সহিত মিলিত হইয়া এক এক ব্যক্তির নিকট ১০/১৫/২০ টাকা পর্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ক্রমে ছাড়িয়া

দিতেছে। এদিকে যে নিরপরাধ ব্যক্তি টাকা দিতে পারিতেছে না তাহাকে ফৌজদারী আদালতে চালান করিতেছে। এইরূপে যে কত শত নির্দ্দোষ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি অকারণে জেলে আবদ্ধ আছে তাহার সংখ্যা নাই।

মহাশয়! আমি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া যেরূপ আয়োজন দেখিয়াছি তাহাতে পাবনা ও সেরাজগঞ্জ প্রদেশের প্রজাগণের রক্ষার উপায় নাই। আজি কালি এ প্রদেশে যাহার নিকটে সত্য কথা পাওয়া যাইতে পারে এমন একটি নিরপেক্ষ লোক পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে। যাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহারা সকলেই প্রায় জমিদার অথবা তাহারদিগের পক্ষাবলম্বী লোক। প্রজারা অধিকাংশই ঘোর মূর্খ এবং দরিদ্র। তাহারা সংবাদপত্রেও লিখিতে জানে না এবং রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেও পারে না। .... এদিকে পাবনার স্থানীয় শান্তিরক্ষকেরা কেবল গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া আপন আপন দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টাতেই তৎপর। কিরূপে যে এ প্রদেশে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে তাহারদিগের তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। পাবনা পুলিস কর্মচারিগণের নিরপেক্ষতা একপ্রকার জগদ্বিখ্যাতই হইয়াছে। ২/১টি ভাল লোক থাকিলেও তাহারা ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে কেহ সাহসপূর্ব্বক প্রজাদিগের অনুকূলে কথা বলিলে জমিদারেরা অমনি তাদের বিদ্রোহীর রাজা বা দলপতি ইত্যাদি নানাপ্রকার অপবাদ দিতে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক মুখে বলেন, তাঁহারা প্রজার বন্ধু, কিন্তু কাজের বেলায় জমিদারগণের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাহারা প্রজার কিম্বা প্রজার পক্ষাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে নানা মন গড়া কথা লিখিয়া জমিদারগণের সন্তোষসাধন ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র, যদি কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কিছু লেখে, প্রাণান্তেও তাহা প্রকাশ করেন না। করিবেনই বা কেন? প্রজারা ত টাকা দিয়া সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে পারে না। জমিদারের বিরুদ্ধে লিখিলে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যে গ্রাহক বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা যে কমিয়া যাইবে, তাহার উপায় কি? আজি কালি সেরাজগঞ্জের নলেন সাহেব এবং দৌলতপুরের বাবু ঈশানচন্দ্র রায়ই সম্পাদকদিগের লক্ষ্য হইয়াছেন। নলেন সাহেবকে সিরাজগঞ্জ হইতে স্থানান্তর এবং ঈশানচন্দ্র রায়কে দণ্ড দেওয়াইতে পারিলেই জমিদারদিগের কার্য্যসিদ্ধি হয়। তখন জমিদার বাবুরা স্বচ্ছন্দে বসিয়া প্রজার ঘাড় ভাঙিয়া রক্ত পান করিবেন এবং বাড়িতে পুকুর কাটিবেন, কথাটি বলিবার লোক থাকিবেক না।

মহাশয়! লিখিতে লিখিতে এক সন্ধ্যা হইয়া পড়িল আর লিখিতে পারি না, অবশেষে পাবনার মাজিস্ট্রেট টেলার সাহেবকে একটি কথা বলিয়া পত্রের উপসংহার করি। প্রশংসিত সাহেব কি মনে করিয়াছেন যে ঈশানচন্দ্র রায়কে আবদ্ধ রাখিলেই জমিদারে প্রজায় সম্প্রীত হইবে? যদি তাহা মনে করিয়া থাকেন তবে সে তাঁহার ভ্রম। তিনি যদ্যপি এদেশের মঙ্গলাকাঙ্খী ও প্রজার বন্ধু হইতে চাহেন তবে স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা দেখুন এবং যেসকল জমিদারের অত্যাচার অসহ্য হইয়া প্রজাগণকে বিদ্রোহী হইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে ঐ অত্যাচারী জমিদারদের কঠিন দণ্ড বিধান করুন তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে অথচ কেহই তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না। তদ্ভিন্ন অন্যরূপ যত চেষ্টা করিবেন সকলই বৃথা হইবে।

ভ্রমণ কারিণোজনস্য

—সোমপ্রকাশ, ১৫.৯.১৮৭৩

জমিদার ও প্রজা

সম্পাদক মহাশয়!

আমি কোন কার্য্যবশতঃ পাবনা যাইতেছি, এমন সময় পথিমধ্য হইতে দেখিলাম দক্ষিণ দিকে রোপিত ধান্য-ক্ষেত্রমধ্যে কতকগুলি কৃষক লোক স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নানা প্রকার আলাপ করিতেছে। আমি সেইসকল কথোপকথন শ্রবণ নিমিত্ত তৎসমীপে আগত হইয়া যে সকল কথা তাহাদের মুখে অবগত হইলাম, তাহা অনেক অনুসন্ধানে সত্য জানিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। অনুগ্রহ প্রকাশিয়া আপনকার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় স্থানদান করত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

কৃষকদিগের উক্তি প্রত্যুক্তি

ভাই হে, এবার আমাদের কেস্‌মত ভাল, নইলে এতদিন ভিটা ছাড়া হইতাম, একেত অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধান্যাদি মারা গিয়াছে, তাহাতে আবার চাসার ঘরে ভাত নাই, যদি ইহার পর জমিদারের অত্যাচার থাকিত তবে যে কি হইত, তাহা আল্লাই জানেন! অমনি দ্বিতীয় কৃষক বলিল, আল্লা জানিবেন কেন? তুমি কি জান না? ৭৩/৭৫ সালে আমাদের দেশে যে দুই আকাল গিয়াছে, সে সময় জমিদার মহাশয়েরা আমাদিগকে যে সুখে রাখিয়াছিলেন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? যদি তোমার স্মরণ না থাকে, তবে পিঠে হাত দিয়া দেখ। বোধহয় ১০/২০টা জুতার দাগ এখনও আছে। তৎক্ষণাৎ প্রথম বলিল ভাই হে! বড় কথাই মনে করিয়াছ, সেবার বড় দুঃখ। একেত পেটে ক্ষুধা, তাহাতে আবার পিঠে জুতা। জমিদার মহাশয়েরা যত ভালবাসেন, তাহা এক মরণেই জানা গিয়াছে—পরমেশ্বর না করেন অমন দিন যেন শত্রুরও হয় না। ইত্যাদি বলিতে বলিতে পশ্চিম হইতে একজন মনুষ্য আগত হইল। কৃষকেরা সমাদরপূর্ব্বক হাতে হুঁকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মিয়া সাহেব আপনি কোথায় যাইতেছেন। আগন্তুক কহিল, আমি পাবনা হইতে বাড়ী যাইতেছি। অমনি সহাস্যবদনে কৃষকেরা জিজ্ঞাসা করিল, মিয়া সাহেব বিদ্রোহীদের মঙ্গল বলুন। আগন্তুক ব্যক্তি উক্ত করিল যে, সে কথার আর প্রয়োজন নাই। তাহাদের কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইল। অমনি কৃষকেরা চমকিয়া বলিল, সে কি? আগন্তুক— বিদ্রোহীরা পাবনার জেল পরিপূর্ণ করিয়া স্থানাভাব প্রযুক্ত আলিপুরে যাইতেছে। এইকথা শ্রবণমাত্র কৃষকদের মুখকমল মলিন হইল, বক্ষঃস্থল ধড়ফড় করিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া গেল, সকলে কাস্তে কোদাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, অনিমিষ-লোচনে আগন্তুকের মুখপানে দৃষ্টি করিয়া অপরিস্ফুট বচনে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল,—মিয়া সাহেব এই কথা কি যথার্থ? আপনার কথা শুনিয়া আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। আমরা শুনিয়াছি যে, মহারাণী দুর্দ্দান্ত জমিদারের হস্ত হইতে কৃষক দাসের মুক্তি করিয়া অত্যাচারের শোধ লইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। আগন্তুক— আমরাও ত তাহাই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পাবনায় শুনিলাম এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কৃষক—তবে এই ঘটনা কি জন্য হইল? আগন্তুক— জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি নির্ব্বোধ প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া আপন দলবল বৃদ্ধি করিবার মানসে এইরূপ ঘোষণা করে। তৎশ্রবণে জমিদার-পীড়িত অন্যান্য মূর্খ প্রজারা নির্ভয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করত শোধ লইয়াছে।

কৃষক — তবে এক্ষণে উপায় কি? আগন্তুক — জমিদারের স্মরণাগত হও, নইলে পেঁয়াজ পয়জার তোমাদের কপালে ঘটিবে। কৃষক — পুনর্ব্বারও কি জমিদারের পদতলে পড়িতে হইবে? আগন্তুক — যখন ইংরাজ মহাত্মারা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দশশালা বন্দোবস্ত সময়ে প্রতিজ্ঞাসূত্রদ্বারা জমীদারপদে কৃষকের গলবন্ধন করিয়াছেন, তখন পদতলে না পড়িয়া উপায় কি? আগন্তুক—ভাই হে! তোমরা কোন জমিদারের এলাকায় বাস কর? কৃষক—ঐ যে দেখা যায় বড় বড় ঘর, উহাঁরাই আমাদের জমিদার। আগন্তুক — তবে ত ভালই, ইহাঁরা ছোট জমিদার বিবাদ বিসম্বাদে কাতর, বিশেষতঃ তোমরা যদি স্মরণাগত হও, তবে আবশ্যই পায় রাখিবেন। কৃষক—মিয়া সাহেব বুঝি ছোট জমিদারের খবর রাখেন না। ইহারা ঠকের গুরু নিত্যানন্দ। ছোট জমিদারদের অসাধ্য ব্যাপার নাই। ইহারা লেখাপড়া কি অন্য কোন ব্যবসায় ভালবাসেন না, কেবল আমাদিগকেই যা ভেজে পুড়ে খাবেন, তাহাই ইহাঁদের একমাত্র চেষ্টা। মিয়া সাহেব! ইহাঁদের অন্নপ্রাশন হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যয়ের আবশ্যক হয়, তাহা আমরা জুতার খাতেরে দিয়া থাকি। তারপর দোল, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, ঠাকুর পালা, অতিথিসেবা ইত্যাদি নানাবিধ উপলক্ষে আমরা খরচা দিয়া থাকি। যদি গৃহদাহ কিম্বা বায়ু কর্ত্তৃক গৃহ ভগ্ন হয়, তবে কাষ্ঠ, বাঁশ, খড় খুঁটী সকল আমরাই দেই তথাপি মন পাই না। ভাই হে! অধিক কি কব ঋণশোধ, ডাক টেক্‌স, কোম্পানি বাট্টা, ইজারদারী, অন্যায় জরিমানা ইহাও আমাদের দেয়। যদি অন্য কোন জমীদারের সহিত বিবাদ হয়, তবে অস্ত্রধারণ পর্য্যন্তও করিতে হয়। আর দুর্গোৎসব, বিবাহ ইত্যাদি সমারোহের কার্য্যে বিনা বেতনে ১০/১২ দিন খাটনি খাটিতে হয়। বলিতে কি, মিয়া সাহেব আমরা ছোট জমীদারের ক্রীতদাস। তিনি যখন যাহা বলিবেন তাহাই আমাদের প্রতিপাল্য। কৃষকদের এই সকল আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মিয়া সাহেব বলিল যে, ভাই হে! তোমরা রামরাজ্যে আছ,

আমরা যদি এরূপ জমিদার পাই, তবে মাথায় করিয়া নাচি। ইহাদের জমিদার বলে কে? এ ঠাটের শিব। এইরূপ বিস্ময়কর বচন শ্রবণমাত্র তাহারা কিঞ্চিৎকাল অবাক হইয়া বলিল যে, মিয়া সাহেব! আপনি কোন জমিদারের অধিকারে বাস করেন। আগন্তুক—আমি বড় জমিদারের মধ্যে বাস করি। যদি তাঁহার গুণ শ্রবণ কর, তবে বোধ করি এই ক্ষেত্রের মধ্যেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইবে। কৃষক— তাহাতে হানি কি, জ্ঞানশূন্য হইলে দুঃখ কোথায়? যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে শুন।

"তোমরা যে যে বিষয়ে খরচা করিয়া থাক, আমরাও তাহা দেই, অধিকন্তু নীলখরচা, ইজারদারী, আগমনী, কর্ত্তনী, প্রধানী নজর, মসজিদ সেলামী, গ্রাম খরচা, ভিক্ষা, মৃগয়া খরচ, পরবী, গাড়ি ঘোড়া হাতি ক্রয়ের টাকা দিয়া থাকি। ইহার পর নাটোরের মহারাজ প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরের খাজনাও ঠাকুর মহাশয়েরা দিয়া থাকেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এবার রোডসেস এক টেক্‌সের আইন প্রচারিত করিয়া অনেক প্রজার জীবনশেষ করিয়াছেন। যদি চ এই টেক্‌স পাবনা জেলায় প্রচারিত নাই, তথাপি আমাদের জমিদার মহাশয় করের উপর ফি টাকায় দুই আনা টেক্‌স গ্রহণের হুকম করেন। এই সময়ে জমিদার মহাশয়ের, বহুসংখ্যক প্রজা বিদ্রোহী হইতেছে। কোন কোন গ্রামের প্রজারা অনেক কাঁদাকাঁদি করিয়া /০ আনা দিয়াছে, তথাপি জমিদার মহাশয়ের মন উঠে না, তিনি কহেন যে, রোডসেসের ব্যাপারে যে ব্যয় হইবে, তাহা আমি ঘর হইতে দিব না, তোমাদেরই দিতে হইবে। কৃষক—আপনি যে কয়েকটী খরচার বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাহার মর্ম্ম আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন। আগন্তুক—এ নূতন কথা? না বুঝাইলে বুঝিবে কেন? তবে শুন।

আমাদের জমিদার মহাশয় নীলকুঠির যাবতীয় আবাদ কার্য্যের ভার প্রজাদের উপর নির্ভর করেন। কৃষকেরা ঐ ভার বহনে অসমর্থ হইয়া কুঠির খরচ চালাইবার নিমিত্ত সাধারণে যে কর বন্দোবস্ত করে, তাহার নাম নীল খরচা। ইজারদারী শব্দের যে অর্থ বুঝায়, এ তাহা নহে। জমিদার মহাশয় ইনকম ট্যাকস কহিয়া প্রজাদের নিকট প্রতি টাকায় ⁄০ আনা আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে ২/৩ বৎসর যায়। পরে প্রজারা সকলে অবগত হইল এই ট্যাক্‌স জমিদারের আদায় করিবার ক্ষমতা নাই। তখন সকলেই অস্বীকৃত হইয়া তহসিলদারের সহিত মারামারি করিতে লাগিল, এবং ট্যাক্‌স উল্লেখে ফৌজদারীতে অভিযোগ হইল। তখন জমিদার মহাশয় বিবেচনা করিলেন, এই ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইবে না। অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন। প্রজারাও সুস্থ হইল, পর বৎসর জমিদার মহাশয় ইজারদারী বলিয়া প্রজার প্রতি আক্রমণ করিলেন। প্রজারা এই করকে বে-আইনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিল না, কাজে কাজেই জমিদার অভীষ্ট সিদ্ধি করিলেন।

কর্ত্তনী। খাজনা তহসিল করিতে কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আমলা রাখেন, সেই আমলাদের বেতন, কর্ত্তনী বলিয়া প্রজার নিকট আদায় হয়।

প্রধানী নজর — যদি কোন প্রজা কিছু সম্পত্তি করে, তবে সেই অপরাধে প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে হয়।

গ্রাম খরচা — আমলা মহাশয়েরা খাজনা তহসিলে মনোযোগ করেন না। সুতরাং খাজনা বাকী পড়ে, তৎপরে একবারে বহু টাকার দাওয়া করিয়া প্রজাদিগকে এবং গ্রাম্য তহসিলদারের নানাপ্রকার অপমান করিয়া থাকেন। তখন সকলে নিরুপায় হইয়া উচ্চপদস্থ নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের উৎকোচস্বরূপ যাহা দেয়, তাহাকেই গ্রাম খরচা কহে। গ্রাম খরচার মধ্যে জমিদারেরও কতক সার্থক আছে। ইত্যাদি অত্যাচারের কথা আগন্তুক প্রকাশিয়া নির্ব্বাক হইলে কৃষকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, ভাই সাহেব! আপনি কি জন্য পাবনায় গিয়াছিলেন। আগন্তুক — আমি পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া দেয় রাজস্ব আদালতে আমানত করিতে গিয়াছিলাম। আমার দুরদৃষ্টবশতঃ কেবল পথ পর্য্যটনই হইল। শুনিয়াছিলাম, খাজনা দাখিলে আট আনা ব্যয় হয়, সে কথা মিথ্যা। আমরা চাষা মানুষ, লেখা পড়া জানিনা — সুতরাং উকিল মোক্তারের সাহায্য লইতে হয়। তাঁহারাও কিছু কুটুম্ব নহেন যে, বিনা পয়সায় কাজ করিবেন। আমি এই বিবেচনায় যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, সমুদায়ই দিলাম। তথাপি উকিল মহাশয় পয়সা ফেরৎ দিয়া কহিলেন যে, যদি আমার দ্বারা খাজনা দাখিল কর, তবে ২ টাকার কম হইবে না, আমরা ত জলপানের নিমিত্ত পাবনায় থাকি না। পয়সা উপার্জ্জনের নিমিত্ত থাকি, যদি তাহা না পাই, তবে কোন্ কাজ করিব। এই কথা বলায় আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, এ কার্য্য আমাদের নহে। ইহা ধনীর পক্ষে সহজ, আমরা যে খাজনা দিই, তাহা একেবারে দিবার সাধ্য নাই। অগত্যা তিন চারি কিস্তিতে দিতে

হইবে। যদি প্রত্যেক বারে ২ টাকা ব্যয় হয়, তবে ৪ বারে ৮ টাকা হইল। ইহার পর বাসস্থান হইতে পাবনা প্রায় দিনমানের পথ, যাতায়াতে এবং খাজনা দাখিল করিতে তিন চারি দিন হইবে, বাসা খরচাও অন্যূন বার আনা লাগিবে, সংসারের কাজকর্ম্মও ৩/৪ দিন বন্ধ থাকিবে। ইহাতেও বোধ করি আট দশ আনা ক্ষতি হইবে। ভাই সকল! আমরা চাষা মানুষ। পয়সা দেওয়াকেই অত্যাচার কহি, যদি আদালতে যাইয়াও সে দুঃখ দূর না হইল, তবে জমীদারের অত্যাচার সহ্য করা দোষ কি? যদি তোমরা ভাল চাহ, তবে জমীদারের অত্যাচার মাথায় করিয়া রাখ। এই বলিয়া আগন্তুক প্রস্থান করিল।

সম্পাদক মহাশয়! আমি কৃষকদিগের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা শ্রবণ করত দুঃখিতান্তঃকরণে স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিয়া দেখিলাম, কোন স্থানে বিদ্রোহীরা বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়া জমীদার পদে লুণ্ঠিত হইতেছে, কোন স্থানে বা দলবদ্ধ হইয়া দুর্দ্দান্ত জমীদারের একাধিপত্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন স্থানে বা উভয়েই উভয়ের ভয়ে ভীত হইয়া নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করিয়াছে, কোন স্থানে বা জমীদারেরা ঐক্য হইয়া প্রজা বিদ্রোহের নির্ম্মূল চেষ্টা পাইতেছেন। কোন স্থানে বা নির্ব্বোধ প্রজারা বর্ত্তমান বৎসরে দেয় রাজস্ব বন্ধ করিয়া মহানন্দে কাল যাপন করিতেছে, কোন স্থানে বা কারারুদ্ধ বিদ্রোহীর মাতার ক্রন্দনধ্বনি সাধুজনের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, কোথায় বা তৎশ্রবণে জমীদারেরা অসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন, কোথায় বা ভীরু প্রজারা বিদ্রোহীদের জমীদারের পদে স্মরণ লইবার উপদেশ করিতেছে, কোথাও বা জমীদার পালিত ভদ্রলোকেরা বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য বলিয়া নিরুৎসাহ প্রদান করিতেছে, কোথায় বা সর্ব্বসাধারণ ভদ্রলোকেরা সিদ্ধান্ত করিতেছেন, জমীদারের আধিপত্য নষ্ট করিয়া প্রজারা স্বাধীনতা পাইলে, ভদ্রের ভদ্রত্ব নষ্ট হইবে, দস্যু তস্করের ভীতি হইবে, সতীর সতীত্ব যাইবে, রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইবে, এই সকল আশঙ্কায় জমীদারপক্ষ অবলম্বন করিয়া চাসাকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কোথায় বা দেয় করের রসীদ না পাওয়ায় বাকী খাজনার ভয়ে অভিভূত হইতেছে, কোথায় বা কৃষকসকল পরস্পর বিবাদনল উদ্দীপন করিয়া জমীদার চরণে যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিতেছে, কোন স্থানে বা জমীদারেরা বলপূর্ব্বক অতিরিক্ত খাজনা গ্রহণে প্রজাদিগকে দীন দুঃখী করিতেছে, কোন স্থানে বা জমীদার কর্ম্মচারীরা গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক মিথ্যা প্রলোভন দ্বারা মূর্খ কৃষকদিগের পরস্পর অনৈক্যতা সাধনপূর্ব্বক আত্মবশে আনিতেছে। কোথাও বা জমীদারপীড়িত প্রজাগণ নকুলতাড়িত সর্পের ন্যায় দংশন করিয়াও নিস্তার পাইতেছেন না।

সম্পাদক মহাশয়! দেশের এই সকল শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বিনীতভাবে পল্লীগ্রাম নিবাসী সদ্বিবেচক, ভদ্র সন্তানগণের সমীপে এই প্রার্থনা করি, যেন তাহারা অনিষ্টাশঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া রাজপুরুষদিগের বিশেষ কোন পথ প্রদর্শন করান যে তাঁহারা সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা নিষ্কণ্টক করত, সমভাবে সকল শ্রেণীর লোকদিগের চলিবার পক্ষে অনায়াসে বিধান করিতে পারেন।

শ্রীঃ—

রঘুনাথপুর।

—এডুকেশন গেজেট, ১৯.৯.১৮৭৩

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, পাবনার যে ১৪২ জন বিদ্রোহী রায়তকে গ্রেপ্তার করা হয়, উহার মধ্যে ৮১ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে। ৯৯ জনের দণ্ড হইয়াছে, ৬২ জনের এখনও বিচার শেষ হয় নাই। এক মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং তৎসঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির জরিমানাও হইয়াছে। প্রজাদের ত শান্তিভঙ্গের নিমিত্ত দণ্ড হইল, কিন্তু যে মূল কারণে এই প্রজাবিপ্লব উপস্থিত হয়, গবর্ণমেন্ট তাহার কি করিবেন?

—সোমপ্রকাশ, ২২.৯ ১৮৭৩

AN APOLOGY FOR THE PUBNA RIOTERS

BY ARCYDAE.

There are some noticeable features in the late rising ryots in Pubna which have escaped the notice of most of our contemporaries, and which therefore we do not consider it out of place to point out in this article.

It is a matter of regret, though not perhaps of surprize, that most of the leading newspapers of the Bengali community should have taken an entirely one-sided view of the question, and passed unmitigated censure on the acts of the ryots of Pubna. For a few weeks we had nothing but exaggerated accounts of the doings of the rioters. Fugitive zemindars crowding to Calcutta, or suffering zemindars writing from Pubna, did not fail to influence the press with *exparte* representations, and fear lent additional coloring to an already over-colored picture, until we found robbery, murder and rape represented as an every day occurrence. It has now been satisfactorily ascertained however that acts of violence were remarkably few, and were mostly perpetrated by certain *badmashes* who got hold of the opportunity to carry out their evil intentions. Making allowance for all these facts, however, it will not still be denied, that the ryots were guilty of some irregularities and some acts of violence ;— and none regrets such acts more than ourselves because they tend to wean from their perpetrators the sympathy which is pre-eminently their due ;— because a just Government has not failed to visit such acts with speedy chastisement.

And yet those who condemn too severely such acts should remember that a rising like that of Pubna *seldom* concluded without some acts of violence, without some retaliation as were of the tyranny which was its cause. The force of the [...] bound is proportionate to the pressure which caused the rebound and the reaction seldom concludes without injury to some body. History tells us of unheard of imperial tyranny and cruelties being expiated in the blood of nations, in a revolution which in its moment of blind force shook an entire continent to its foundation : and though such instances have been rare, yet there is not one recorded instance of rising from pressure where the law of nature has not been verified, — where the rebound was not attended with violence, or crimes if you will call it, of some sort or other. We are not therefore prepared to heap indiscriminate censure on the ryots of Pubna for yielding in their moment of power, to the temptation which no class of people when similarly circumstanced have been able to resist.

.... "But they,
"Who in oppression's darkness caved had dwelt,
"They were not eagles nourished with the day ;
"What marvel then, at times, if they mistook their prey?"

The rising of the people *en masse* in an entire district is certainly a singular phenomenon among a peasantry so mild as that of Bengal. We have had risings of chiefs, risings of sects, risings of fanatics, risings of insurgents in this country ; but of risings of a purely agricultural character we have had but few instances in olden times. And yet within the

last 10 or 15 years we have had two instances of this sort, viz. the Indigo disturbance of Nuddea, and the late rent disturbance of Pubna. Perhaps it will not be a bootless task to enquire into the causes of these risings under the British Government. At the risk of being put down as paradoxical and [...] in our opinions, we shall venture to assert, that we see in them a good sign of the times ;— that we find in them some evidence that the moral of a civilized mode of administration has not been entirely lost on the millions of Bengal. The British Government with its correct principles of equality, and its resolute curbing of oppression wherever and whenever found has, already freed the peasantry of Bengal from that galling servitude of thought and action in which they remained enchained for centuries and which rendered action on their part impossible ; it has already inspired them with confidence, and given them degree of assurance which they never knew before. For centuries together the peasantry remained in complete servitude under the zemindars of Bengal. Those who are familiar with the details of administration in Bengal in the last days of Muhammadan rule unanimously admit that the zemindars of those days were the supreme rulers of the people under them ; they were indeed little feudatory chiefs bound only to pay revenue to the subadar. Their internal administration was never interfered with, and when they chose to be oppressive, against their oppression there was no redress. Under such circumstances it was not a matter of surprize to find the peasantry devoid of all energy—of all hope of resistance. At a time when resistance was certain to prove futile, action became impossible, combination was folly, silent servitude was natural and grew into a fixed habit. We confess we are pleased to find evidences that the millions of Bengal are at last awakening from this lethargy, and that retaining the peaceful habits of their forefathers, they are yet in the present day capable of action in cases of emergency. And we believe we are stating a simple truth when we say, that the development of this healthy feature in the character of the Bengal ryot is entirely due to the policy of the British Government in Bengal which recognizes no class of oppressors under its shadow.

The advocates of the zemindars ascribe this change to the self same cause, but entirely misrepresent or fail to understand its character. They agree with us in saying that open resistance on the part of the ryots did not exist before, but while we view with complaisance the development of this feature in the ryot's character, they regret it as a mark of hostility between the zemindar and the ryot which has been fostered by the British Government. Who taught the ryot, they ask, to rush to the civil court on the least disagreement with his zemindar? Who taught him to have his master the gomasta or the naeb in the criminal court for the pettiest act of oppression? It is the British Government with its Penal Code, and its Act. X of 1859. Before these enactments there was no hostility between the zemindar and the ryot ; every thing (in their words) was calm and still.

Perhaps it was so ; but it was the stillness of the desert and the calm of death! There was no open hostility, because hostility was action, and action was impossible. Servitude, silent, murmuring, voiceless, servitude was the order of the day,— and the order was well

kept. Oppression called forth no resistance, tyranny evoked no groan! The guilt, the crime of the British Government has been in affording the ryot a means of publishing, perhaps of opposing gross oppression,—and this has offended our zemindars, our press, our so-called public opinion!

But we ask the candid opinions of our readers whether an attempt towards equalizing two classes, with occasional ruptures, is not in every way preferable to the permanent and silent servitude of one class under another. We hope we shall not be mistaken. We have already said we sincerely regret the circumstances which have led to the rising, what we mean to add is that, when such circumstances exist, it is better that they should come to light through such outbreaks than that they should be silently put up with. The attempt therefore of every well-wisher of the country should be not to make such risings impossible by bringing about the repeal of the Penal Code and the Act X. of 1859, but to remove those causes and circumstances which make such risings necessary. What were those causes and circumstances? Happily this question has been answered officially, and there can therefore be no two opinions on the subject. "The real origin of the dispute," says Mr. Nolan, the Magistrate of Serajgunj in Pubna, "is to be found in the frequent enhancement of rents and illegal exactions in Esafshahi Parganah." Mr. Taylor, the Magistrate of the district, says,—"There can be no doubt that at the time of the Nattore Raja the rates were very low and the ryots now assert that since then no legal enhancement of rate has been made. The zemindars have, however, collected *abwabs*, and this has been going on for so many years that it is now scarcely clear what portion of the collections is rent, and what illegal cesses. It may be that the zemindars have all along intended some of their cesses to be in reality an enhancement of rent, and that their accounts and the receipts granted to the ryots shew this to be the case. The ryots however maintain that they have never consented to pay such excess as rent, but simply as temporary *abwabs*, which so long as they were on good terms with their *maliks* they have paid without objection. The late inquiries with respect to the illegal exactions by zemindars, the expected extension of the Road Cess Act to this district, have shewn the zemindars the necessity of obtaining written engagements from their under tenants. The Banerjeas did manage to persuade many of their ryots to grant *kabulyats*, the terms of which were most unfavourable to the ryots, as they appear subsequently to have discovered ; and but for this discovery I have no doubt that the other zemindars would have followed the example of the Banerjeas. The ryots seeing or rather being shewn their danger by others, commenced about May last to form themselves into a league to resist the demands of the zemindars."

Have we not been told ever since 1793, over and over again, that *abwabs* are illegal, and that zemindars imposing cesses on the ryots should be severely punished? The late revelations made in Orissa, the transactions in Pubna, all shew that such regulations and acts have been treated by zemindars as waste paper, and that cesses and *abwabs* are triumphantly imposed and exacted by zemindars all over the country. And indeed they have a nice purpose to answer. According to Act X. of 1859, the rent payable by perma-

nent ryots cannot be increased on any ground, and that payable by occupancy ryots can only be increased on certain stated grounds. To zemindars desirous of increasing rent, such clauses are no doubt exceedingly inconvenient, and the only way open is the cesses and the *abwabs*. Ryots do not particularly mind such payments so long as they are not made permanent, and are gradually induced to make such payments ; until after a lapse of cetain number of years the zemindars turn round and assert that such cesses were meant to be nothing more or less than enhancement of rents. Ingenious trick! Worthy instruments in the hands of worthy zemindars to ensure and delude ignorant and helpless ryots!

But we do not require official reports to inform us that illegal cesses and enhancement of rent were the causes of the Pubna disturbance. Those who are familiarly acquainted with the habits and feelings of the Bengal ryot could scarcely be at a loss as to what the causes were. Abuse him, beat him, and the ryot will not complain ; strike him and he will bend; but increase his rent and he will break. The blessings of the British rule have availed him but little; the luxuries of a civilized life he does not aspire to, of wealth he has none, education he seeks not. He has one and but one thing to compensate for all these wants, his land and his annual crops. His most dearly cherished hope points to nothing higher than to a good harvest; his greatest fear is lest his produce is decreased or his rent increased. Is it a matter of wonder then that he should be passionately fond of his little bit of land,—that he should jealously guard his interests in the land? When the zemindar wants to increase his share of produce of that land, the ryot will bear no more,—the last straw breaks the camel's back. It is this class of oppressions that he feels most cruelly and reflects upon most bitterly. It is this therefore that every well-wisher of the country should attempt to put a stop to, in order to render impossible future disagreements between zemindars and ryots.

How is this to be done? We have already answered this question elsewhere.* Act X of 1859 allows increase of rent with regard to considerably over half the ryots of Bengal, viz. those who have no right of occupancy. This we submit should now be awarded by special legislation. Increase of rent should be totally disallowed with regard to all ryots except on very strong grounds, and a sort of permanent settlement should be created between ryots and zemindars. This we submit will be a noble recognition of the rights of the Bengal peasantry, which have unfortunately been so long and so shamefully ignored by the British Government ; and this, we further submit, is the only possible measure which may be calculated to prevent future disputes between zemindars and ryots, and to do away with that mass of litigation about the rights of enhancement of rent which is at the present moment pestering our civil courts, demoralizing the people, and eating into the vitals of the nation. In order more clearly to express our intentions we shall draw out a few sections of the Act which we submit should be enacted :—

*In our article on the Bengal Zemindar and Ryot which appeared in the August number of the *Bengal Magazine*.

WHEREAS it is expedient for the protection and welfare of the cultivators of the soil of Bengal to extend to all classes of ryots, the benefit secured to a certain class of them by Sec. XVII of Act X. of 1859, it is hereby enacted as follows :—

I. No ryot shall be liable to an enchancement of the rent previously paid by him except on some one of the following grounds, namely :—

(1.) That the rate of rent paid by such ryot is below the prevailing rate payable for land of a similar description and with similar advantages in the places adjacent.

(2.) That the value of the produce or the productive power of the land have been increased otherwise than by the agency or at the expense of the ryot.

(3.) That the quantity of land held by the ryot has been proved by measurement to be greater than the quantity for which rent has been previously paid by him.

II. Any party desirous of increasing the rent of land on any of the above mentioned grounds shall apply to a civil court and prove that such grounds exist. No enhancement of rent shall be legal except through the verdict of the civil court.

III. Whenever land is let to a cultivating ryot, or to a tenant of any denomination, the party so letting shall grant a pottah containing the following particulars :—

(1.) The amount of annual rent.

(2.) The instalments in which the same is to be paid.

(3.) And any special conditions of the lease.

(4.) If the rent is payable in kind, the proportion of produce to be delivered, and the time and manner of delivery.

IV. The party granting a pottah shall register the same.

V. The production of a pottah so registered shall be conclusive evidence on the question of previous rates of rent unless when fraud, coercion or forgery is proved ; or unless when the enquiry refers to an enhancement of rent which is said to have been taken place previously to the granting of the pottah.

PENALTIES

VI. Whoever enhances rent except through the verdict of a civil court shall be punished with fine which may extend to 1,000 rupees.

VII. Whoever withholds pottah for a period of four months after the land has been let, shall, except when sufficient cause is shewn for the omission, be punished with fine which may extend to 100 rupees.

VIII. Whoever refrains from registering a pottah for a period of four months after it has been granted, shall, unless sufficient cause is shewn for the omission, be punished with fine which may extend to 100 rupees.

MISCELLANEOUS

IX. The provisions of this Act shall not apply to cases in which land is let at a specially low rent, or without rent, with the object of bringing waste land under cultivation, or with some similar object.

X. Cases under this Act shall not be cognizable except by a magistrate vested with 1st class powers, or placed in charge of a subdivision.

—বেঙ্গল ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩

Under the discreet guidance of Mr. Molony, the Commissioner, and his collectors, attempts are being made to effect compromises between the zemindars of Pubna and Bograh and their ryots. Rajah Promonath Roy of Dighapootea, an intelligent educated man, who is much respected by Europeans and Natives, has himself gone to his Bograh estates to meet his ryots and explain the concessions he is ready to offer. He has always been a considerate landlord, and if he be successful, his example will have much effect. The managers of the Tagore property have also had meetings with their ryots at which Mr. Nolan of Serajgunge was to have been present. The head of the Banerjee family, on whose estates the ill-feeling first began, has talked of making concessions. But as yet the zemindars have not got much beyond talk, except in the case of Rai DHunput Sing Bahadoor ; the great Marwaree banker of Azeemgunge, who has issued a proclamation that no cesses will henceforth be levied on his estates. Neither side in the Pubna disputes, seems very willing to give way ; the zamindars can some of them afford to wait ; the ryots ask for some concessions which they cannot perfectly get and for others to which they are fairly entitled. They are specially anxious to have any concessions committed to writing and ratified by European officers, so that when the league disperses, the zemindars who may be unscrupulous, should not recede from their engagements.

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ৯.১০.১৮৭৩

রাইয়তি হাঙ্গামা

বিদ্রোহ থামিয়াছে, কিন্তু জমীদার ও প্রজার মহা গোল রহিয়াছে, অনেক জেলার রাইয়তগণ বিলক্ষণ সাহসী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা রাজস্ব রহিত করণার্থ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। জমীদার অনেক দাবী ছাড়িয়া দিতে সম্মত এবং ছোট কর্ত্তার আদেশে রাজকর্ম্মচারীরা মধ্যবর্ত্তী হইয়াও দুরাকাঙ্ক্ষী প্রজামণ্ডলীকে ক্ষান্ত করিতে পারিতেছেন না। একবার আইল ছাড়া হইলে জল যেমন সহজে অবরোধিত হইবার নয়, স্বাভাবিক ও পুরুষানুক্রমিক কর্ত্তার বশ্যতা একবার উল্লঙ্ঘন করিলে সহজে বশীভূত হওয়া সামান্য লোকের স্বভাব নয়। তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণটী সংগ্রহ করিলাম।

পাবনা জেলার সাহাজাদপুরের জমীদার ঠাকুর গোষ্ঠীর কোন মহাশয়কে শ্রীযুক্ত লেঃ গবর্ণর বাহাদুর ডাকাইয়া রাইয়তদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ দেন। তিনি তদুত্তরে কহেন যদিও আমরা বে আইনি কোনো বাব লইনা, যদিও আমাদের মাপের কাটি আদালত গ্রাহ্য এবং যদিও আমাদের দাবী দাওয়া সর্ব্বপ্রকারেই অনতিরিক্ত তথাপি আপনার

বিবেচনায় যাহা ন্যায্য ও উচিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ছোটকর্ত্তা তাঁহাদেরই সদ্বিবেচনার উপ নির্ভর করিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে 'দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রজারা যাহা দিত তাহাই দিউক, চারি আনা করিয় যে খাজানা বাড়িয়াছে, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি', এই প্রস্তাবে ছোটকর্ত্তা অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক এমন আশ করিলেন, যে অন্যান্য জমীদারগণও তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। তিনি তাঁহাদিগকে সাহাজাদপুর যাইতে পরাম দিয়া কহিলেন যে, মেঃ নোল্যান সাহেবকে এরূপ আদেশ প্রেরিত হইবে যাহাতে তিনি আপনাদের সহিত রাইয়তদে বন্দোবস্তের বিশেষ সহায়তা করেন।

তাঁহার আজ্ঞাপালনে তাঁহারা কালবিলম্ব মাত্র করিলেন না। অর্থাৎ তাঁহারা সাহাজাদপুরে গিয়া মেঃ নোলানের সহি সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক রাইয়তগণকে উক্ত কম হারে দশ সনের পাট্টা দিত পরামর্শ দান করিলেন। তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। এবং তাঁহার উপদেশানুসারে মাথা মাথা লোকদিগকে ডাকিয় পাঠাইলেন। কিন্তু সেই মাথা মাথা লোক ডাক শুনিল না—আইল না। তখন মেঃ নোল্যান আপনার লোক দ্বার তাহাদিগকে জমীদারের কাছারিতে ডাকিয়া আনাইয়া নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহারা আপনাদের বলে প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী থাকাতে সে প্রস্তাব তাহারা গ্রাহ্য করিল না।

ষাইট বৎসর পূর্ব্বে নাটোর রাজার সময়ে যেরূপ হার ছিল, তাহারা তদপেক্ষা এক পয়সাও বেশী দিতে এবং সে মকর্দ্দমের আমলে যে মাপকাটী ছিল, তদ্ভিন্ন অন্য মাপে স্বীকৃত নহে।

আশা ছিল, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর মধ্যবর্ত্তিতায় সকল শেষ হইবে, এক্ষণে সে আশাও বিফলা হইল। অন্য নয়, স্বয় নিজে২ মেঃ নোল্যান সাহেবের চেষ্টা যখন এই রূপে নিরাশ হইল, তখন গবর্ণমেণ্টের খাতির যত তাহাও বুঝা যাইতেছে পূর্ব্বে জমীদারই প্রজার অধিনায়ক ছিলেন, তাহারা যখন যে গণ্ডী ছাড়াইয়াছে, তখন কেবল দুষ্ট লোকের মন্ত্রণার অধীনত ভিন্ন অন্য কিছু যে এখন মান্য করিবেনা তাহা স্বাভাবিক। এই অপ্রার্থনীয় অবস্থার নিমিত্ত একা ছোট কর্ত্তাই দায়ী। তাঁহার নিজ কৃত কর্ম্মের ফল তাঁহার নিজের পক্ষেই বিষময় হইয়া উঠিতেছে। শুদ্ধ পাবনা কেন, শুনা যাইতেছে বোগড়াতেও মাজিস্ট্রেট সাহেব এইরূপে বিফলযত্ন হইয়াছেন। এক্ষণে এই সব ভয়ানক গোলযোগের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। মেঃ নোল্যান সাহেব হতাশ্বাস হইয়া শেষে জমীদারকে আদালতে যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাই কি উভয়পক্ষের কল্যাণজনক হইবে? তাহাতে জমীদার-রাইয়ত উভয়েরই সর্ব্বনাশ। আমরা দিব্যচক্ষে, দেখিতে পাইতেছি, অনেক জমীদার এবার সূর্য্যাস্ত নিয়ম পালনে অক্ষম হওয়াতে তাহাদের জমীদারী নিলামে উঠিবে বাঙ্গালাদেশ একে সংক্রামক জ্বরে উৎসন্ন প্রায় হইতেছিল, তাহার উপর অন্যান্যস্থলে এই বিপ্লব. ইহাতে সমাজবন্ধুমাত্রেরই হৃদয় বিশেষ শঙ্কাকুল হইতেছে! ভরসার মধ্যে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান আসনে লর্ড নর্থব্রুক অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি কি ইহার কিছুই প্রতিবিধান করিবেন না? (মধ্যস্থ)

ঢাকাপ্রকাশ, ২.১১.১৮৭৩

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা বলেন, পাবনার সন্নিহিত দাসুরিয়া নামক গ্রামে প্রজাবিপ্লব হওয়াতে তত্রত্য জমিদার নাটোরের রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। রাজা দুঃখ প্রকাশ করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন জমিদারী হইতে বদমায়েসদিগকে দূরীভূত করিবেন।

—ভারত সংস্কারক, ১৪.১১.১৮৭৩

We are sorry to learn that the rent difficulty in Pubna has not been settled. The ryots are still withholding rents, but zemindars are not pressing their demands owing to the appre-

hended scarcity. Mr. Taylor, the Magistrate is however exerting himself to effect a reconciliation between the zemindar and ryot.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪.১১.১৮৭৩

The news from Pubna is that the ryots still refuse to pay rent. Both Mr. Nolan and Mr. Taylor have failed in effecting a settlement ; the ryots won't agree to any of the arrangement proposed by the Magistrates. So much for the success of personal Government as regards the solution of the rent difficulty in Pubna. The Banerjea zemindars we are told have been more successful ; they have appealed to law and obtained decrees, and are realizing the rent. In the district of Rajshahe the ryots of some estates have been reconciled; in a few however they still refuse to pay. The local authorities of the district deserve much credit for nipping the evil in the bud.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৮.১২.১৮৭৩

The same paper (Sahachar) is grieved to hear that the Pubna district is not yet at rest. In some pergunnahs there has been a settlement with the zemindars, but not in all. The landholders insist upon an increased rate of rent, and the cultivators will not yield to their demands. In some places the tenants withhold the rents of the zemindars only to vex them.

সহচর, ১৫ ১২.১৮৭৩
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স ১৮৭৩)

ক্ষুদ্র জমিদারদের উপায় কি?

মহাশয়!

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ লইয়া যে হুলস্থূল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা আর লিখিয়া জানাইতে হইবে না। বহুদিন গত হইলেও তথায় সে গোলযোগের অবসান হয় নাই। এখনও সুশৃঙ্খলরূপে খাজানা আদায় হইতেছে না। ইহাতে বড় জমিদারদের যেরূপ হউক—ক্ষুদ্র জমিদারেরা বেলের সহিত সরিষার ন্যায় পেষিত হইয়া যাইতেছেন। বড় জমিদারদের সকল দিকেই সকল বল অধিক, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র জমিদারেরা মারা যাইতেছেন, এইটিই বড় আক্ষেপের বিষয়। কারণ বড় জমিদারকৃত করবৃদ্ধি প্রভৃতি অত্যাচার যেমন প্রজাবিদ্রোহের কারণ বলা যাইতেছে ; ক্ষুদ্র জমিদারেরা উহার ত্রিসীমায়ও যাইতে পারেন নাই, অথচ অত্যাচারের ফল ভোগ করিবার সময়ে তাঁহাদের অংশই আঠার আনা।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের আহ্বান অনুসারে ঠাকুরবাবুরা সিরাজগঞ্জের নোলান সাহেবের সহকারিতায় তাঁহাদের সাহাজাদপুরের সহিত জমাঘটিত গোলযোগ মিটাইতে প্রবৃত্ত হন, এবং প্রজাদিগকে ঐ বিষয়ে সম্মত করিবার জন্য পাঁচ আনা পরিমাণে খাজানা রেহাই দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রজারা তাহাতে সম্মত হয় নাই। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র জমিদারদের প্রজারাও বলিতেছে যে, আমাদিগকেও নিতান্তপক্ষে বর্ত্তমান জমা হইতে ঐ পাঁচ আনা রেহাই না দিলে আমরাও খাজনা দিব না। এই অসুবিধায় সকলেই পরামর্শ দিবেন যে খাজানা বাকির অভিযোগ করাই ত উচিত।

কিন্তু উপদেশ দেওয়া যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। কারণ ৫০/৬০ টাকা লাভবান জমিদারের পক্ষে উহা সঙ্গত হইতে পারে না। তাহার উপর তাঁহারা এই কয়েক কিস্তির সদর খাজনা দিতেই মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই শোচনীয় অবস্থা যেরূপে ঘটিয়াছে, তাহা লিখিয়াই এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ কিরূপে বিদ্রোহীদিগকে শাসন করিলে এ গোলযোগ হইত না, — সে পরামর্শের সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন এটী কেবল সংক্রামক জ্বরের ন্যায় বর্ত্তমান আছে।

১২৭৮ সালে ঠাকুর বাবুদের প্রসিদ্ধ নায়েব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মৈত্র সাহাজাদপুরে জমা বৃদ্ধির আত্যন্তিক চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহার প্রতি নানাকারণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, যদি এ নায়েবকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা হয়, তবে আমরা কতক পরিমাণে জমাবৃদ্ধিও দিতে স্বীকৃত আছি। সেইসূত্রে তাঁহাকে কালীগ্রামে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই নায়েব পরিবর্ত্তনের পর ১২৭৯ সালে প্রজাদের প্রতি টাকায় এগার আনা হিসাবে খাজানা বৃদ্ধি হয়। এখন ঠাকুরবাবুরা ঐ বর্দ্ধিত জমার পাঁচ আনা রেহাই দিতে চাহিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের পর্ব্বজমার কোনই ক্ষতি হইতেছে না, বরং লাভই থাকিতেছে। কিন্তু প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র জমিদারদের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এরূপ অবস্থা যে, তাঁহাদের ২/৩ পুরুষের মধ্যে প্রজাদের জমা বৃদ্ধি হয় নাই, এবং নিরিখও অল্প। অথচ ঐ রূপে যদি রেহাই দিতে হয়, তবে তাঁহাদের থাকে কি? সুতরাং তখন বলিতে হইতেছে, তাঁহাদের 'উভয় সঙ্কট।'

—পাবনা। শ্রীঃ—

—এড়ুকেশন গেজেট, ৬.৩.১৮৭৪

ক্রমবর্ধমান প্রজা-অসন্তোষ

শুনিলাম মুন্সীগঞ্জ সব ডিবিসনের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন২ স্থানে প্রজাবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত, এখন হইতেই তৎপ্রশমনে মনোযোগী হন। অন্যথা পাবনা অঞ্চলের ন্যায় ভয়ানক অত্যাচার ঘটনা আশ্চর্য্যের হইবে না।

ঢাকাপ্রকাশ, ২৭.৭.১৮৭৩

The ryots of the Gongamondal Pergunnah, belonging to Rajah Kamal Krishna, Bahadoor, have formed combinations ... and the tenants of other zemindarees are joining them. Not to speak of the weakness of the landlords, the writer fears it will be difficult even for Government to put down these excited and insubordinate people.

The Editor remarks that a reduction of rent is but a pretext; the ulterior object of the combinations being of a far more serious character. Almost all the ryots residing on the east and north of the river Megna are following in the footsteps of their Mussulman brethren living in Bhuberchar, Gujariah, and other villages in the immediate neighbourhood of the same river, who have rebelled against their zemindars. As a general rule, the rebels are all Mahomedans, and it is not an ominous fact that they should rebel even where they have neither oppression nor injustice to complain of? Since this spirit is gradually spreading, it ought not to be treated with indifference. Government should, without any delay, begin to inquire into the causes of this widespread disaffection.

—হিন্দু হিতৈষিণী, ১৬.৮.১৮৭৩

(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ১৮৭৩)

It is stated that the Pubna infection has spread to Dacca and Tipperah. We are not surprised at this. It is the legitimate sequence of Sir George Campbell's policy of setting class against class. The encouragement which he has given to the Pubna officials for producing the late Vidraha is well rewarded. The Serampore Friend says : "The ryots are gradually getting to learn their rights, but in the dense ignorance in which we have kept them they show a tendency to demand absurdities. The cry "we are the Maharanee's ryots," means, with many, a refusal to pay any rent. Everything will depend on the conduct of the district officials at this critical time. A revolution has undoubtedly begun and it must gather strength."...

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৮.৮.১৮৭৩

The Pubna ryots have set the example, and those of Dacca and Tipperah are following in their wake. We say now, as we said before, neither party benefits by these disturbances;

on the contrary, the poor ryots suffer severely. They have risen, however, through the carelessness and greed of the zemindars, who have not yet learnt to sympathise with their tenants. They do not yet seem to comprehend that they are only superior agriculturists, whose interest it is to encourage agriculture. They will not believe that their welfare depend on the prosperity of their tenants. The Government should at once give these disturbances their most careful attention, and appoint a commission to inquire into their causes, and if possible restore good and amicable feelings.

—সহচর, ২৫.৮.১৮৭৩
(রিপোর্ট অন নেটিভ পেপার্স, ১৮৭৩)

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ভূকৈলাসের রাজাদিগের ডহিকংস মহলের প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের খাজনা এককালীন বন্ধ করিয়াছে।

—সুলভ সমাচার, ১১ ভাদ্র, ১২৮০

আমরা অমৃতবাজারে উদ্ধৃত দুইখানি পত্রপাঠে অবগত হইলাম, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় জমিদার ও প্রজাঘটিত বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। ঐ ঐ জেলার কোন কোন স্থানের প্রজারা একযোট হইয়া জমিদারের প্রাপ্য খাজনা বন্ধ করিয়াছে। কি কারণে তাহা ব্যক্ত হয় নাই। জমিদারেরা প্রজাদের নামে নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—এড়ুকেশন গেজেট, ২৯.৮.১৮৭৩

•

In its issue of the 2nd instant the Englishman described the attitude in Mymensing which was far from reassuring. Yesterday it published a letter on the same subject which shows that the law of aggrarian disaffection has penetrated the hitherto quiet district of Mymensing. Babu Kali Chunder Ray Chowdry, the zemindar of Ambarria in pergunnah Nussirabad has incurred the hatred of his omlah and mooktears, who have set his people against him. They have burnt down his mohafazkhanah, destroyed all his valuable records and zemindari accounts, abstracted cash to the amount of Rs. 800 and plundered some 300 maunds of paddy from his Golabarrie. Things are thus coming to a pretty pass every where.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৮.৯.১৮৭৩

পাবনার প্রজাবিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইতে না হইতেই আবার বগুড়া অঞ্চলে ভয়ানক ধূম উত্থিত হইতেছে। যদিও শেষোক্ত অঞ্চলের ধূম এ পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু ধূম সূত্রপাতেই সকলকে অত্যন্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। দিঘাপতিয়া রাজার এলাকাস্থ নওখিলা পরগণার প্রজাগণ, জমা কমীর প্রার্থনায় তত্রত্য নায়েবের বিরুদ্ধে কৌশলে হস্তত্তোলন করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এই সময় সতর্ক হউক নতুবা ঐ ধূম অতঃপর গগনস্পর্শ করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া উঠিবে।

আমরা প্রজাগণকেও বলিতেছি, তাহারা শান্তভাবে কার্য্য না করিলে, তাহারদিগের দুর্গতির একশেষ হইবে। পাবনার বিদ্রোহী প্রজাগণের দিকে কি তাহাদিগের দৃষ্টি হইতেছে না?

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ১৩.৯.১৮৭৩

প্রেরিত পত্র।

প্রজাবিদ্রোহানল এতকাল পদ্মার উত্তর পার্শ্বেই ছিল। কিন্তু বাপু! এই যে বর্ষাকাল, প্রবল বেগবতী পদ্মানদী, এই যে তাহার আনুসঙ্গিক সাময়িক বাত্যা ও তৎসম্ভূত ভয়ঙ্করী তরঙ্গমালা, ইহার কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। তাহার প্রবল স্রোত উপরোক্ত সমুদয় বাধাগুলিকে অতিক্রম করিয়াও শনৈঃ২ নদীয়া জেলায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। বঙ্গ দেশের মধ্যে যে কএকটী জেলা আছে তন্মধ্যে নদীয়াই সর্ব্ব প্রধান এই জেলাটী বিস্তর ধনী ও জমীদার লোকের বাস বলিয়া যেমন বিখ্যাত, ইহার অধিবাসীদিগের বিদ্যা প্রগাঢ় বুদ্ধি ও সভ্যতার নিমিত্তও ইহা তেমনি প্রসিদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস ছিল, ইহার সাধারণ প্রজাগুলিও অপেক্ষাকৃত পরিমাণানুসারে বুদ্ধি ও গুণসম্পন্ন বটে, কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের সেই আশা সমূহ প্রবল বর্ষা স্রোতের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। আপনি ও পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কুমারখালীর অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বোত্তর দিকস্থ আমবাড়ীয়া প্রভৃতি গ্রামের নির্ম্মল আকাশ খণ্ডে ক্ষুদ্র একখানি মেঘ দেখা যাইতেছে সূর্য্যের প্রখর কিরণ এবং প্রবল বাত্যাযোগে উহাতে যে ফল ফলিবে, তাহা তুমিও যেমন জান আমিও তেমন জানি।...

—গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ২৭.৯.১৮৭৩

The flames of the Pubna revolt have hardly died away when smoke is rising in Bograh. The ryots of Nowkhila Pergunnah in the lands of the Rajah of Dighaputia are praying for a reduction of rent, and devising mischief against the naib. Government ought to be careful now, otherwise this smoke rises high there will be great destruction.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২.১০.১৮৭৩

পাবনা জেলার ন্যায় রাজসাহী জেলাতেও জমিদারদের বিপক্ষে প্রজারা অভ্যুত্থান করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়াছে। আমরা তথা হইতে এতৎ সংক্রান্ত দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাস্থানে প্রকটিত হইল, আমরা এস্থলে প্রজাগণকে এই উপদেশ দিতেছি, তাহারা পাবনার প্রজাদের ন্যায় হুলস্থূল বাধাইয়া আপনাদের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ যেন না করে। জমিদারদিগের দ্রোহাচরণে অভ্যুত্থান করিতে গবর্ণমেণ্ট কখনই তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিবেন না। জমিদারদের অন্যায় অত্যাচার পীড়ন যদি তাহাদের উপর হইয়া থাকে, তবে শান্তভাবে আপনাদের কষ্ট তাহারা গবর্ণমেণ্টের গোচর করুক। বিদ্রোহ বাধাইয়া কোন ফল হইবে না, বরং পাবনার প্রজাদের ন্যায় তাহাদের আপনাদিগকেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে, এইমাত্র। যে হার জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে বহুকাল যাবৎ লইয়া আসিতেছেন, তাহা কমাইবার চেষ্টা ঐ সকল প্রজার বৃথা হইবে, তবে অন্যায় বাবগ্রহণাদির প্রতিকার অবশ্য হইতে পারে। তাহারা সমবেত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করুক; এবং আবেদনের কাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখুক, গবর্ণমেণ্ট দেশশুদ্ধ লোকের প্রার্থনায় মনোযোগী হইয়া অবশ্য এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত ও প্রতিকার চেষ্টা করিবেন। নতুবা তাহারা অধীর হইয়া আপনা আপনি হঠাৎ জমিদারের প্রাপ্য

রাজস্ব বন্ধ করিলে, তাহাদের নিজেরই অনর্থপাতের সম্ভাবনা। জমিদারের দেয় রাজস্ব তাহারা কোনমতেই বন্ধ রাখিতে পারিবে না। কালেক্টরিতে খাজনা দাখিল করা তাহাদের পক্ষে কি সুবিধাজনক, তাহাতে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কেবল গায়ের জ্বালা নিবারণ করা হইবে মাত্র। কিন্তু তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে এখন অবধি একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

—এডুকেশন গেজেট, ৭.১১.১৮৭৩

ভাবি দুর্ভিক্ষ ও প্রজা বিদ্রোহ

মহাশয়!

রাজসাহী জেলাতে ক্রমান্বয়ে ১৭৯৩ শকের প্লাবন এবং গত বৎসরের ধান্যহানিতে সকলের অবস্থা এরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, কাহারই আর পূর্ব্বের শ্রী নাই। তাহার উপর এবার বর্ষার অভাবে একেবারে ধান্যগাছ সকল মরিয়া যাইতেছে।.....

এ প্রদেশে ধান্য ভিন্ন এরূপ কোন শস্য জন্মে না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া কৃষকেরা একমাসও কাটাইতে পারে। মূলত দেখিতে গেলে কৃষক শ্রেণীর উপরই সকল লোকের নির্ভর। যদি তাহাদেরই এরূপ অবস্থা ঘটিল, তবে কে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে? এখানে কৃষকদের সাধারণ নিয়ম এইরূপ — যেই অগ্রহায়ণ মাস পড়িল, অমনি তাহারা নূতন ধানের ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। পৌষ মাসে মহাজন প্রভৃতির ঋণ এবং জমিদারের খাজানা পরিশোধ করিয়া সম্বৎসরের আহারীয় এবং বীজ রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায় বিক্রয় করে। যাহাদের অবস্থা মন্দ, তাহাদিগকে আশ্বিন কার্ত্তিক-দুই মাসও ধান্য ঋণ করিয়া খাইতে হয়। এরূপ নিয়মের ভরসাস্থল "ধান্যভূমি" এবং সেই একমাত্র ভরসার বস্তুকে অগ্রহায়ণ মাসে প্রাপ্ত হইবে—এই জন্যই সকলে অগ্রহায়ণ মাসকে "সোনার মাস" বলিয়া থাকে। তাহাদের সেই "সোনার অগ্রহায়ণ" আর আসিবে না। এটি কত বড় সাংঘাতিক কথা, তাহা এ প্রদেশের লোক ভিন্ন আর কাহারও অনুমান করা তত সহজ নহে।

যখন মূল ভরসাস্থলেই এইরূপ ঘটিল, তখন কৃষক, জমিদার এবং মহাজন প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের কি উপায় হইবে, তদ্বিষয়ে এখনই গবর্ণমেণ্ট এবং দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কেবল খাজনা স্থগিত থাকিলেই চলিবে না, সম্বৎসর বিশেষত কৃষকেরা কি খাইবে, এবং ক্ষেত্রেই বা কি বুনিবে, তাহার সংস্থান চাই। কৃষকশ্রেণী এবং যাহাদের কেবল কৃষকশ্রেণীর উপর নির্ভর, তাহাদের বিশেষ বিপদ উপস্থিত। উক্ত মহা বিপদ সময়ে যে কাহারও ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, এটি আমাদের অভিমত নহে। কিন্তু সম্মুখ বৎসরেও যদি কৃষকেরা অনাহারে মরে, তাহারা বীজের অভাবে ধান্য বপন করিতে না পারে, তবে এ প্রদেশের এই শোচনীয় অবস্থা কিরূপে অপনীত হইবে, যদি কেবল এই জেলাতেই এরূপ বিপদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভরসায় কতক নিশ্চিন্ত থাকা যাইত। কিন্তু তাহাতেও ঐরূপ বিপদ ঘটিয়াছে : সুতরাং সে আশাও নাই। এ প্রদেশে রেলওয়ে অথবা বৃহৎ নদী নাই যে, তাহাতেই সহজে অন্য স্থান হইতে তণ্ডুলের আমদানী হইবে?

এই শোচনীয় সময়ে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" উপস্থিত। তাড়াসের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বনওয়ারীলাল রায় মহাশয়ের জমিদারি কুশম্বী পরগণায় কতকগুলি প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে। ইহার মূল রামনগর নিবাসী শ্রী বলাই প্রামাণিক। এ ব্যক্তি নিতান্ত নষ্ট লোক, এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য একবার শ্রীঘরেও প্রবেশ করিয়াছিল। এই ত দুর্ভিক্ষের সময় অনেকের ঘরেই অন্ন নাই, তাহার উপর যদি লোকে এরূপ আশা পায় যে, রাজাকে আর খাজনা দিতে হইবে না, এবং অন্যের অর্থ লুঠদ্বারা আমাদেরই হইবে, তবে কেন দুষ্টবুদ্ধি এবং অবোধ লোকেরা তাহাতে যোগ না দিবে? এই উপায়ে বলাই বৃহৎ দল সংগ্রহ করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে বিশেষরূপে প্রহার এবং কয়েকজনের নিকট অর্থ আদায় করিয়াছে। তাহাদের মধ্যেই একজন ষ্টেশন

সিংড়ায় এজেহার দেওয়ায় সব ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থলে আসিয়াছেন। কিন্তু দলপুষ্টি দেখিয়া তিনি বলাইকে ধরিতে সাহসী না হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং নাটোরের সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভুবনেশ্বর বাবুকে উপযুক্ত কনস্টেবলসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সকল অরাজকতার পূর্ব্ব লক্ষণে ভীত হইয়া এ প্রদেশীয় সকলেই প্রার্থনা করিতেছে যে, ভুবনেশ্বর বাবু ত্বরায় ঘটনাস্থলে আগমন করিয়া দুষ্টদের শাস্তি বিধানপূর্ব্বক শান্তিস্থাপন করেন। নচেৎ পাবনার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিলে অবিলম্বে সেইরূপ মহা অরাজকতা উপস্থিত হইবে।

সিংড়ান্তর্গত নিবাসিনঃ

শ্রীঃ—

—এডুকেশন গেজেট, ৭.১১.১৮৭৩

দিনাজপুরে প্রজার গোলযোগ

মহাশয়!

ইতিপূর্ব্বে পাবনা জেলায় যেরূপ প্রজাবিদ্রোহ-বাত্যা উত্থিত হইয়া উক্ত প্রদেশকে হুলস্থূল করিয়াছে, রাজসাহী জেলাতেও তদ্রূপ ঘটিবার লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। এ প্রদেশের সমস্ত জমিদারের প্রজা একতা করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" জমিদারগণের একাধিপত্য খর্ব্বীকৃত করিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে, "জমিদারগণ যখন তখন আপনাদের ইচ্ছানুরূপ রসী দিয়া জরিপ করিয়া অসঙ্গত জমা বৃদ্ধি করেন, এবং তাহার উপর দোল, দুর্গোৎসব, বিবাহ, গুরুবৃত্তি প্রভৃতি হরবার আবোয়াবে ঐ জমার দেড়া দ্বিগুণ টাকা লইয়া নানাপ্রকারে জেরবার করেন। কোনরূপ দড়ি (নূতন) অঙ্কবার হইলে অন্যথা করিবার যো নাই, করিলে অপমান ও অত্যাচারের সীমা থাকে না। ক্রীতদাসের মত নিয়ত তাঁহাদের হুকুম তামিল করিতে হয়, যাহাতে তাঁহাদের এইসকল উৎপীড়ন নিবারণ হয়, আমরা তাহাই করিব।" জমিদার মহাশয়েরা প্রজাদিগের এই চক্রান্তে 'দশচক্রে ভগবান ভূত' ইহা ভাবিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালে বঙ্গদেশের প্রত্যেক প্রদেশে যে কানুন-গো জরিপ হয়, তৎকালে জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ব স্ব পরগণার ও মৌজার প্রচলিত হাতকাঠী ও তার-নিরিখের কাগজাৎ সকল তত্তৎ প্রদেশের (জেলার) কালেক্টরিতে দাখিল আছে। প্রজাপুঞ্জ সেই সেই হাতকাঠী ও হার নিরিখের জাবেতা নকল লইবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিন ঔৎসুক্য সহকারে দলে দলে বিস্তর প্রজা জেলার ধর্ম্মমন্দিরে আগমন করিতেছে, এবং শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিয়া দস্তুরমত ফিস দাখিল করিয়া নকলও লইয়া যাইতেছে। উকিল মোক্তারদিগের আগার ও ঘাট, বাট, বাজার প্রজাসমূহের গতায়াতে গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। যেদিকে দৃকপাত করা যায়, দলবদ্ধ প্রজাবৃন্দ দৃষ্ট হয়। সম্পাদক মহাশয়! প্রজাগণ কিরূপে নকল সকল লইতেছে, সেই কৌতুকাবহ চমৎকার ব্যাপার দেখিবার জন্য আমি উপর্য্যুপরি দুই দিবস (১লা ও ২রা কার্ত্তিক) কাছারি গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, কাছারি কমপাউন্ড যেন গোরাচাঁদের মেলার মত লোকেতে লোকারণ্য। অবিশ্রান্ত রাইয়ত স্রোত আগত হইতেছে। প্রজারা কেহ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় কেহ মহাফেজখানার বহির্দ্দেশে চতুঃপার্শ্বে দলবদ্ধ উপবিষ্ট হইয়া পান, ধূমপান করিতেছে এবং হৃষ্টান্তঃকরণে হাতকাঠী, হাতনিরিখ ও জমিদারদের অত্যাচার সম্বন্ধীয় কত মত বাক্যালাপ করিতেছে। কেহ কহিতেছে "ভাই হে এতদিনে আমাদের কপাল ফিরিয়াছে। আবার সাবেক কানুনগো আমীন বহাল হইয়াছে। নির্দ্দয় জমিদারগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রশি দিয়া অন্যায় জরিপ করিয়া আমাদিগের যে জমা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ঐ আমিনগণ পুনর্ব্বার উচিতরূপ জরিপ করিয়া তাহাদিগের ওয়াজিবী খাজনা দেওয়াইবেন। সেইজন্য সাহেবেরা সাবেক চলিত হাতকাঠী ও হার-নিরিখের নকল দিতেছেন। পাবনা অঞ্চলের প্রজারা ধন্য, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া আমাদিগকে ভালই পন্থা দেখাইয়াছে। এতদিনে আমরা দুর্দ্দান্ত অর্থ পিশাচ জমিদারদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইব" কেহ কহিতেছে "দশশালা বন্দোবস্তকালীন গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের যে সদর মালগুজারী (রাজস্ব) নিরূপিত করিয়াছেন, এ যাবৎ তাহাই স্থিরতর আছে। কস্মিনকালেও তৎপ্রতি তাঁহাদের এক কপর্দ্দক

বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জমিদার মহাশয়েরা যখন তখন আমাদের জরিপ জমা বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে জেরবার করেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী'কি তাঁহাদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন। এখন হইতে কিরূপে অতিরিক্ত খাজনা লয়, দেখা যাইবে।" তাহাদের পরস্পর ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথন শুনিয়া আমি কহিলাম, তোমরা হাতকাঠী হারনিরিখের নকল লইয়া কি করিবে? তাহারা.অম্লানবদনে কহিল, "এই হাতকাঠী দিয়া আপনাপন জমি জরিপ করিয়া নকলের লিখিত হার নিরিখ অনুসারে যে খাজনা হয় দিব। যদি জমিদারগণ না লন, তবে কালেক্টরিতে জমা করিয়া দিব।" ফলতঃ তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছে, নকল দিতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াছে।

মহাশয়! "গো-মরকে শৃগাল পুষ্ট" মোক্তার, ইষ্টাম্প ফোরশ ও অনেক আমলা প্রভৃতির বড়ই সুদিন সমুপস্থিত হইয়াছে। "গবর্ণমেণ্ট হতভাগ্য প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জমিদারদিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার কারণ হাতকাঠী ও হার নিরিখাদির নকল দিবার অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এক মাসের মধ্যে ঐ সকল নকল না লইলে তামাদি হইয়া যাইবে" ইত্যাদি ভয় প্রলোভন দেখাইয়া প্রজাদের অর্থ দোহন করিতেছেন। নির্ব্বোধ প্রজাগণ এই সকল শঠ শিরোমণি মোক্তার প্রভৃতির কুহকজালে পড়িয়া পূর্ব্বোক্ত নকলাদি লইবার জন্য তাহাদের সঙ্গে এককালে অর্থ বন্দোবস্ত (শুনিতে পাওয়া যায় কেহ ১০/১৫ কেহ ২০/২৫ টাকা) করিতেছে। ঐ সকল মোক্তার ও প্রজাগণের নকল গ্রহণজন্য মহা ধূমধাম ও কোলাহলে মহাফেজখানা যেন মেছোহাটা সদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক জমিদার মহাশয়দিগের কর্ম্মচারী জেলায় আগত হইয়াছেন। তাঁহারা উকিল মোক্তারদিগের সহিত বিহিত পরামর্শপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের সন্নিকট "প্রজারা এই সকল নকল লইয়া মফস্বলে গিয়া জোটবন্দী ও বিদ্রোহী হইবে এবং জমিদারের প্রচলিত রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিবে বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন" তিনি প্রজাদিগের এই সকল গোলযোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেবের সন্নিধানে এক রিপোর্ট করিয়াছেন। ২রা কার্ত্তিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর.সি.পি.পেরি সাহেব মহোদয় প্রজাদিগের মহা কোলাহলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মহাফেজখানায় আসিয়া তত্রত্য আমলা ও প্রজাপক্ষীয় মোক্তারদিগকে গোলযোগের জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। এবং মহাফেজখানার আমলাগণকে এই বলিয়া সতর্ক করেন, যেন অতঃপর মোক্তার ও প্রজাগণ গৃহে প্রবেশিয়া গোলমাল করিতে না পারে। যাহারা পূর্ব্বে ফিস দাখিল করিয়াছে, তাহাদিগকে নকল দাও। তৎপরে প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নির্ব্বোধ প্রজাগণ! এক্ষণে কি সাবেক কানুনগো আছে? তৎকালীয় বহু পুরাতন হার নিরিখাদির নকল লইয়া তোমাদের কোন ফল দর্শিবে না। রাজা রামজীবনের হাতকাঠী লইয়া কি করিবে? তোমাদের জরিপের আপত্য থাকিলে গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত আঠার ইঞ্চির হাতকাঠী ও আমিন প্রার্থনা করিতে পার। বদমায়েস মোক্তারবৃন্দের কুপরামর্শে তোমরা অর্থরাশির শ্রাদ্ধ করিতেছ।" সাহেবের এতাদৃশ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রজাগণ অতীব ভগ্নমনা ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। তাহারা গদগদস্বরে কহিতে লাগিল "ধর্ম্মাবতার! আমরা জমিদারের জ্বালায় আর বজায় থাকিতে পারি না, তাঁহারা আমাদিগের নির্য্যাতন করিয়া এক টাকার স্থলে ৩/৪ টাকা লয়, তাহার কি হইবে?" সাহেব "তোমরা তাহার দরখাস্ত করিতে পার" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

নকলপ্রাপ্ত প্রজাদিগের আনন্দের সীমা নাই। কেহ কহিতেছে "বাপুরে জমিদারগণ কি ডাকাত! তাঁহারা পাঁচে পঞ্চাশ লয়, আমি এক্ষণে জমিদারকে যে খাজানা দেই, এই হাতকাঠী দিয়া জমি জব্দ করিয়া হার নিরিখ সুরত জমাবন্দী করিলে বোধহয় তাহার অর্দ্ধেকও লাগিবে না," কেহ বলিতেছে "ভাই সকল! জমিদারেরা এতদিন আমাদিগের চক্ষে ধূলা দিয়া লুঠেপুটে নির্য্যাতন করিয়া খাজনা লইতেছিলেন, প্রজারা কিরূপ বেটাছেলা এখন বুঝিতে পারিবেন।"

সম্পাদক মহাশয়! প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহারা আগামী পৌষের কিস্তীতে জমিদারদিগের অধুনা প্রচলিত রাজস্ব যে সহজে দিবে বোধ হয় না। যখন প্রজাগণ একপক্ষ ও একবাক্য, তখন জমিদারগণ আর সদম্ভ দম্ভস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না। করিলেই যাহা হইবার তাহা বুঝিতে পারেন। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের পৌষীয় লাটের টাকা সংগ্রহ করা অনেক জমিদারের পক্ষে ভার হইয়া উঠিবে, এবং তাঁহাদিগকে ক্রমে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত ও হীন প্রতাপ হইয়া পড়িতে হইবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের জমিদারদিগের সহিত প্রজাগণের এই অকৌশলের সত্বর সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

উপসংহারস্থলে আর একটি বিষয় বক্তব্য। এ জেলায় অনেকগুলি পরগণা আছে। প্রজারা যেসকল হাতকাঠী ও হার নিরিখের নকল লইতেছে তাহা পরগণা ও মৌজা বিশেষে বিভিন্ন প্রকৃতিক। নস্করপুর পরগণার হাতকাঠী প্রায় ২০ ইঞ্চি এবং রাজা রামজীবনের (ভাতুড়িয়া পরগণার) হাতকাঠী প্রায় ২৩/২৪ ইঞ্চি হইবে। স্বর্গীয় রাজা রামজীবন রায় নাটোরের একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন।

-শ্রীঃ—

—এডুকেশন গেজেট, ১৪.১১.১৮৭৩

রাইয়তি হাঙ্গামা

ঊর্ধ্বতন ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া সত্যাসত্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবিধান করুন। চারিদিকে অন্নের চিন্তা এখন কোনপ্রকার হাঙ্গাম উপস্থিত হইলে আরও অনিষ্টের সম্ভাবনা।

সম্পাদক মহাশয়! আজকাল কুষ্টিয়া মহকুমায় জমিদার ও প্রজাতে যে সদ্ভাব নাই বোধহয় আপনি তাহা জানেন। অনেকস্থানের প্রজারা যে জোটবদ্ধ হইয়া খাজানা বন্ধ করিয়াছে ও স্বীয়২ জমিদারের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছে, কুষ্টিয়াতে যাঁহাদের যাতায়াত আছে তাঁহারাই জানেন। কিন্তু কেবল আবেদন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অসদভিপ্রায়সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গত ২৩ এ কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি ৪ দণ্ডের সময় আজমপুর নিবাসী বহুতর প্রজা তাহাদের জমিদার শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা মহাশয়ের তত্রত্য কাছারি লুঠ করিয়াছে শুনিয়া আমরা একেবারে হতজ্ঞান হইয়াছি। কৃষ্ণপক্ষ নিবন্ধন সন্ধ্যার পব অন্ধকার থাকাতেই বোধহয় দুর্ব্বৃত্তেরা তত সকালেই আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল। কাছারিতে ৫ জন মাত্র লোক ছিল ২ জন বাঙ্গালী প্যাদা ২ জন পশ্চিমা বরকন্দাজ ১ জন গোমস্তা। সকলেই আপন ২ আহারের তদ্বিরে ব্যস্ত ছিল এ প্রকার ঘটনা মনেও স্থান দেয় নাই। হঠাৎ বহুতর লোক একত্র হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। একে তাহারা পাকাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহাতে আবার অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইল। লুঠকারিদিগকে কোনক্রমেই প্রতিরোধ করিতে পারিল না। প্রথমেই বাঙ্গালী ২ জন পলায়ন করে কেবল একজনের একখানা হস্ত লাঠির আঘাতে ভগ্ন হয়। দেশয়ালী ২ জন প্রাণপণে গোমস্তাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে এবং অতি গুরুতররূপে আঘাত পায়। ইহাদের মধ্যে একজনের আঘাত অতীব শোচনীয় মস্তক ও শরীর সর্ব্বস্থানেই ক্ষতবিক্ষত। দেশয়ালীর হাড় বলিয়াই জীবিত আছে। গোমস্তা অল্পকিছু উপহার প্রাপ্ত হইয়া সুযোগক্রমে প্রাণ লইয়া পলায়ন করে এবং সমস্ত রাত্রি জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচায়। এদিকে প্রজারা সকলকে আহত ও পলায়ন পরতন্ত্র দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে কাছারিতে দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া এদিক ওদিক প্রস্থান করিল।

কুষ্টিয়ার এলাকাতে শান্তিভঙ্গের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রথম সূত্রপাতেই উপায় অবলম্বন না করিলে প্রজারা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে পাবনার মত ভয়ানক অনিষ্টের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই ভীষণ ব্যাপার শুনিয়া সকলেরই হৃদকম্প উপস্থিত হইয়াছে। আবার শুনিতেছি স্থানে ২ শতাধিক লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের সহকারী হইবার জন্য ভদ্রলোকদিগের প্রতিও অত্যাচার করিতেছে। প্রজারা একে মূর্খ, তাহাতে আবার দলবদ্ধ, প্রশ্রয় পাইলে দেশে হুলস্থূল উপস্থিত করিবে। শুনিতে পাই আপনারা দেশের মঙ্গলাকাংক্ষী এই সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়া দেশ রক্ষা করুন।

একান্ত বশম্বদ

১২৮০। ২৬ কার্ত্তিক — শ্রীযজ্ঞেশ্বর সাহা

জগতী — —গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ১৫.১১.১৮৭৩

...the ryots of the Rajshahye District have, like their brethren of Pubna, become angry with their zemindars... this state of feeling has been produced by the oppressions of the naibs of the zemindars who reside in the mufussil.

—সমাচার সুধাবর্ষণ, ১৩.১২.১৮৭৩
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ১৮৭৩)

Riots of the Tenantry

The riots of the tenantry in Burrisal are gradually reaching an alarming height. The zemindars are sorely troubled. There is hardly to be found one of that class in this district who has not been troubled with affrays in one or other of his mehals. This unruly spirit is chiefly betrayed by the Mahomedan portion of the tenantry ; the Mahomedan zemindars, however, care little, for they possess the power to subdue the rebellious. It is only the Hindu landholders that are frightened into inactivity by the terrors of the Penal Code. The misunderstandings between landlords and tenants are caused by faults on both sides ; but it is to be regretted that the authorities are sometimes found to exercise undue severity on the former only. The editor, in conclusion, proposes that measures should be taken to put down the riots in the Backergunge district, and that inquiries be made into the cases of oppression by zemindars on their tenantry.

—হিতসাধনী, ১১.৮.১৮৭৪
(রিপোর্ট অন নেটিব পেপার্স, ২২.৮.১৮৭৪)

প্রজা বিপ্লব

পাবনার প্রজাপুঞ্জ প্রথমে যে পাবক প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা এখন নিবে নাই, জ্বলিতেছে। কোথাও নিবিয়াছে, কোথাও জ্বলিতেছে, কোথাও এখন আগুন ধরে নাই, ধূমোদ্‌গীরণ করিতেছে, ধূমে চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে। আবার কোথাও হয়ত অগ্নির জ্বালা নাই, শিখা নাই, দীপ্তি নাই, আলোক নাই; উষ্ণ ভস্মে ধনঞ্জয় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, মুষ্টিমেয় শুষ্ক তৃণ সংযোগে সতেজ দক্ষিণ বায়ুভরে দিগদাহ করিয়া ফেলিবে। আবার অন্যত্র পাবনা প্রজ্বলিত বহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, ভস্মরাশি শীতল হইয়াছে, প্রজাপুঞ্জ সেই পাংশুর পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া, সেই বিভূতি অঙ্গে লেপন করিয়া, আবার যোগসাধনে আসীন হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেক সমাজতত্ত্বজ্ঞের মনে আশঙ্কা হয়, শরীরে হৃৎকম্প হয়, আমাদের অন্তরে আহ্লাদ হয়, শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

আমরা বিপ্লব প্রয়াসী। বিপ্লবই জগতের জীবন, সমাজের জীবন। শান্তিই মৃত্যু, শান্তিই নির্ব্বাণ। এ নির্ব্বাণপদ চাই না, এ শান্তি চাই না সুতরাং আমরা বিপ্লব প্রয়াসী। অনেকে মনে করেন যাঁহারা এরূপ বিপ্লব প্রয়াসী তাঁহারা প্রজার পক্ষপাতী। যদি তাই হয়, যদি প্রকৃতির চিরসন্তুষ্টি ও পালকের চির আলস্য জমীদারীর পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ জমীদারী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাউক, এ পাপে প্রয়োজন নাই। ভূস্বামীগণ কিছু আমাদের অল্প গৌরবের সামগ্রী নহেন; বাঙ্গালার জমীদার আমাদের আদরের ধন; কিন্তু প্রজা আমাদের অধিক আদরের সামগ্রী, কেননা প্রজা ছয় কোটি, ভূস্বামী ছয় জন। আর এক কথা ভূস্বামীর লোকবল আছে, বাহুবল আছে, ধনবল আছে। বাঙ্গালার প্রজার কি আছে? কিছু নাই। দুই দিন বৃষ্টি না হইলে প্রজা জলকষ্টে পীড়িত হয়, গৃহবাস পরিত্যাগ করে; এক বৎসর তণ্ডুল পূর্ণ

পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে, শ্মশানশায়ী হয়, আর চিরদিনই মনে মনে মনাগুণে মরমেতে মরিয়া থাকে।....

ভূতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন, যে অতি বিরাট অগ্ন্যুৎপাতে, পাষাণোৎক্ষেপে এই বিশাল ভূপৃষ্ঠ গঠিত হইয়াছে তাহাতেই আন্ডিস বা হিমাদ্রি, আলটাই বা আল্পস্ ভূপৃষ্ঠে মেরুদন্ড রূপে আধিপত্য করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তন-প্রিয়া। এই এই উচ্চ নীচ ভূপৃষ্ঠ, এই পর্ব্বত কন্দর, শিখর গহ্বর জড়িত মেদিনীমণ্ডলকে ক্রমেই সমধরাতল করিতেছেন। অগ্ন্যুৎপাতে ভূপৃষ্ঠ বন্ধুরাবয়ব ধারণ করিয়াছিল, জলস্রোতে ইহা ক্রমেই সমধরাতল হইতেছে। দিন যামিনী কলবাহিনী প্রবাহ পথে প্রকৃতি রেণু রেণু করিয়া পর্ব্বত শরীর বহিয়া সাগরে লইয়া যাইতেছেন, পর্ব্বতসমূহ মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িয়া নিবারণ করে, প্রকৃতির তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পর্ব্বত গলিতেছে, চর পড়িতেছে, নদীগর্ত্ত উঠিতেছে, সাগর পূরিতেছে।

সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। অগ্ন্যুৎপাতে — স্বার্থে — সমাজপৃষ্ঠ গঠিত হয়। তাহাতেই এত উচ্চ নীচ, পর্ব্বত, কন্দর; শিখর, গহ্বর, আর্য্য, দস্যু ; ব্রাহ্মণ, শূদ্র ; প্যাট্রী, প্লীব ; লর্ড, সর্ফ ; আমীর ও গোলাম। অগ্ন্যুৎপাতে — স্বার্থে — গঠিত বলিয়াই সমাজ এরূপ বন্ধুর। কিন্তু জলসঞ্চারে, হৃদয় রসে ইহা ক্রমে সমধরাতল হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথী যেমন দিনযামিনী হিমালয় হইতে বালুকা বহন করিতেছেন, মানব হৃদয়বাহিনী দয়া তেমনই দিনযামিনী সমাজের উচ্চস্তূপ হইতে ধনহরণ করিয়া দরিদ্রের ঘরে ঘরে বিতরণ করিতেছেন । [...] , সমাজতত্ত্বেই কি, [...] নিয়ম এই রূপ। এই গতি অনন্তসা [...] যে ইহার গতি রোধ করিতে চায়, সে অঘটন প্রয়াসী। জমীদার পড়িবে, প্রজা উঠিবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না। জমীদার প্রজামধ্যে বিবাদ চলিবেই চলিবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না।...

পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাবে আজকাল সময়ের, বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জমিদার যা বলিবেন প্রজা তাহাই করিবে, প্রজার বিরুদ্ধে সকল কার্য্যেই জমিদার কৃতকার্য্য হইবেন, যাহা মনে করিবেন তাহাই করিবেন, এখন আর সে দিন নাই। আজকাল গ্রামে গ্রামে স্কুল, সম্বাদপত্রের বহুল প্রচার, এবং বিচারকগণ সমধিক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। প্রজাদের আর পূর্ব্বাবস্থা নাই। অনেকেই আপন আপন স্বত্ব, অধিকার এবং মোকদ্দামাদি বুঝিতে কিয়ৎ পরিমাণে পটু। এমতাবস্থায় ভূস্বামীর কোন রূপে অন্যায় অসঙ্গত প্রস্তাব যে 'প্রজা'বৃন্দ সহজে সম্মত হইবে, এমত বোধ হয় না। ভূস্বামীদের প্রকৃতি আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে আমরা এই [...] বলিতে পারি যে, প্রকৃতিপুঞ্জের দেহবাহী শোণিত দ্বারা যদি কোনপ্রকার মুদ্রার সৃজন হওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে বোধহয় তাহা বাহির করিয়া লইতেও তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন না। সুতরাং রাজা প্রজার মধ্যে কলহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অধিক।...

সাধারণী, ৯.৫.১৮৭৫

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পাবনার প্রজাবিদ্রোহে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, পাঠকগণের তাহা বিলক্ষণ স্মরণ থাকিতে পারে। বহু কষ্টের পর সেই বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, পাবনার প্রজাপুঞ্জ যে কারণে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আবার সেই পাবনার, সেই সমস্ত গ্রামের সেই সমস্ত প্রজা, আবার সেই জমিদারদিগের নামে সেইপ্রকার অভিযোগ করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছে।

—এডুকেশন গেজেট, ২৪.৫.১৮৭৮

পূর্ব্ববঙ্গে জমিদার ও প্রজার বিসম্বাদ

পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমার কতিপয় গ্রামের প্রজারা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছে। তাহাতে সোলাপ গ্রামের সান্ন্যাল জমিদারদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। অভিযোগকারীরা লিখিয়াছে, "তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়। তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়রূপে অত্যধিক পরিমাণে কর আদায়ের চেষ্টা করা হয়, তাহা

না দিলেই, প্রহার করা হয়, রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, ঘর ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা হয়। সান্ন্যালদিগের বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষ সেবি সাহেব এইরূপ করিতেছেন। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিস হইতে এই সকল অত্যাচারের নিবারণ হয় না।'' এই মর্ম্মের অভিযোগ সান্ন্যাল জমিদার, এবং তাঁহাদের ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের উপর সামান্য অভিযোগ নহে। লেপ্টনান্ট গবর্ণর বাহাদুর অবশ্য এ-বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লইবেন, এবং যথাযোগ্য বিধান করিবেন। কিন্তু জমিদার প্রজার এ প্রকার বিরুদ্ধভাব অত্যন্ত অনভিলষনীয়।

পাবনার জমিদার প্রজার মধ্যে যে অহি নকুল সম্বন্ধ, তাহা ১৮৭৩ অব্দে বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছিল। তৎকালে তথাকার প্রজাবিদ্রোহ নিবারণে গবর্ণমেন্টকে বিস্তর প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর বিবাদ বিসম্বাদের কথা বড় শুনা যায় নাই বটে ; কিন্তু জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে সম্পূর্ণরূপে মনোমিলন ঘটে নাই, তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে যাহাতে মনোমালিন্যের তিরোধান হয়, এ দেশের গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের তাহা একান্ত অভিপ্রেত হইলেও কার্য্যতঃ তাহা সম্যক্‌রূপে ঘটিয়া উঠিতেছে না। এই বিবাদসূত্রে দেশ ছারখার হইতে বসিয়াছে। প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে, জমিদারেরও সর্ব্বনাশ হইতেছে। জমিদার ও প্রজায় পরস্পর সম্বন্ধ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই প্রকৃতরূপে না বুঝিয়া নিয়ত মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অর্থনাশ দুর্নীতি ও কষ্ট অসুখ মনস্তাপ বৃদ্ধি করিতেছে।

জমিদারেরা সচরাচর অধিক লোভী ও অর্থপ্রয়াসী হইয়াছেন। অনেকে প্রজাপীড়ন করিয়া অধিক আয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অনেক জমিদারি আমলারও অর্থলালসাদি চরিতার্থ করিবার পাত্র প্রজারা। এ দিকে প্রজাগণেরও অনেক চোখ্ কাণ ফুটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুষ্ট লোক নাই এমন নহে; অনেকে জমিদারকে ফাঁকি দিবারও চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব কোন বিশেষ রাজব্যবস্থা প্রণীত না হইলে জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধে বর্ত্তমান অপ্রীতিকর অবস্থা তিরোহিত হইবার নহে। জমিদার প্রজাপীড়নের সুবিধা না পান, এবং প্রজারাও জমিদারকে ফাঁকি দিতে না পারে, ইহার কোন সুব্যবস্থা না হইলে দেশের আর কল্যাণ নাই।

—এডুকেশন গেজেট, ২৪.৫.১৮৭৮

পাবনা জেলার ইশবসাহী পরগণার বারুইপুর, সুরতেই ও পাইকপাড়ার প্রজাগণ সান্ন্যাল জমিদারগণের নামে ''বেআইনী কারারোধ, প্রহার, বলপূর্ব্বক বাসবাটী হইতে উঠাইয়া দেওয়া, বাসবাটী লোপ, বলপূর্ব্বক বাসবাটীতে প্রবেশ ও অত্যাচার, অর্থাদিলুণ্ঠন, ঘর ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করা, বেআইনী করগ্রহণ ও অতিরিক্ত হারে করবৃদ্ধি'' প্রভৃতি অত্যাচার আরোপিত করিয়াছে। আবেদনপত্রখানিতে ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছে যে ''ঐ জমীদারী বৈকুণ্ঠনাথ, কালীশঙ্কর, হরশঙ্কর, দুর্গাদাস এবং কৈলাসশঙ্কর সান্ন্যালের অধিকৃত ছিল। পরে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইলে দেবিদাস বাবু, যাদবচন্দ্র সরকার, জগদীশ তলাপাত্র, শশিভূষণ রায়, দুর্গানাথ বাগচি, পঞ্চরাম মন্ডল ও অপর এক রমণী উহা ক্রয় করেন। ঐ সান্ন্যাল বংশের উমাশঙ্কর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রসন্নকুমার, কাশীনাথ, ভবশঙ্কর প্রভৃতি এখনও উক্ত জমিদারির বড় অংশের মালিক আছেন। যাঁহাদিগের স্বত্ব বিক্রীত হইয়াছে, তাঁহারা আইনত জমিদারি রক্ষা করিতে না পারিয়া শেষোক্ত সান্ন্যালদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেবি নামক একজন সাহেবকে ম্যানেজারের পদে নিয়োগপূর্ব্বক ঐরূপ অত্যাচার করিতেছেন। স্থানীয় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব্বে সান্ন্যাল জমিদারগণের বিষম বিপক্ষ ছিলেন ; কিন্তু সেবি সাহেবের নিয়োগ অবধি তিনি উঁহাদিগের পরম মিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। সান্ন্যালগণ এত অত্যাচার করিতেছেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিস তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার করিতেছেন না।''

আবেদনে যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অতি গুরুতর। বিশেষতঃ ''জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারিগণ ঐ সকল অত্যাচার প্রশমন করিতেছেন না'' এরূপ উল্লেখ থাকাতে আবেদনটি আরো গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা একপক্ষের কথা শুনিয়া ঘটনার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না, এতৎ সম্বন্ধে কেবল মাননীয় ইডেন

বাহাদুরকে এইমাত্র অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যথাযথ অনুসন্ধানাদি করিয়া প্রকৃত ঘটনা কি, তন্নির্দ্ধারণে মনোযোগ বিধান করুন। শুদ্ধ জমিদারগণের দোষেই প্রজা ভূম্যধিকারী ঘটিত বিবাদের সূচনা হইয়াছে কিনা আমরা ইডেন বাহাদুরকে তাহার তথ্য নিরূপণেও মনোযোগী হইতে বলিতেছি। প্রজাগণের অনুচিত ঔদ্ধত্য ও প্রশ্রয়প্রাপ্তি প্রভৃতি ঐরূপ বিবাদের মূল কিনা, ইডেন বাহাদুর তৎপ্রতি মনোনিবেশ করেন, ইহাও আমাদিগের বাঞ্ছনীয়।

—সাধারণী, ২.৬.১৮৭৮

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খণ্ডরুই হইতে আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের অনেক পরগণার রাইয়তেরা জমিদারদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছে, এবং স্ব স্ব খাজনা কালেক্টরিতে জমা দিতেছে। জমিদারেরা এক একজনে একেবারে তিন-চারি শত প্রজার নামে অভিযোগ করিয়াছেন। এইরূপে দাঁতুনের মুন্সেফিতে একবারে দুই তিন হাজার বাকি খাজনার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট খাজনার দাবি করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে কোন কথাটি বলিতে পারিতেছেন না। জমিদারদিগকে ঋণ করিয়া সদর মালগুজারি দাখিল করিতে এবং মোকদ্দমার খরচ চালাইতে হইতেছে।

—এডুকেশন গেজেট, ২১.২.১৮৭৯

বার্ত্তাবহ বলেন, আউটপোস্ট ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী পুঙ্গলি নামক স্থানের প্রজারা পাবনার প্রজাদিগের ন্যায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। বিদ্রোহী প্রজাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

—সোমপ্রকাশ, ১৪.৮.১৮৮২

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষের জমিদার মৃত বাবু দ্বারকানাথ রায়ের জমিদারির প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নীর খাজনার হার বৃদ্ধির চেষ্টাই নাকি এই অনর্থের মূল। যাবৎ স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইতেছে, তাবৎ এ অসন্তোষ বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

—সোমপ্রকাশ, ২৫.১২.১৮৮২

ময়মনসিংহের প্রজারা জমিদারকে খাজনা দেওয়া এককালে বন্ধ করিয়াছে। তাহারা এরূপ জনরব তুলিয়াছে, এবার যে নূতন করসংক্রান্ত আইন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে বঙ্গদেশের প্রজার নিকট হইতে বিঘাপ্রতি তের আনার উর্দ্ধ্ব কেহ খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না, এইরূপ বিধি বিহিত হইবে। এই কথা শুনিয়া তত্রত্য কতকগুলি পল্লীর ঠিকা প্রজা অধিকন্তু মৌরাশী পাট্টাওয়ালা প্রজারা পর্য্যন্ত জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। এই সূত্রে সাধারণ প্রজার ধর্ম্মঘট করিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিয়া স্থানীয় জমিদারসভা এ বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়াছেন। খাজনা রেহাই হইবে অথবা খাজনা দিতে হইবে না, এ কথা মূর্খ প্রজার যেমন সন্তোষকর এমন আর কিছুই নহে। আয়ারলণ্ডে সহজে যে ভয়ানক প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছিল, মূর্খ কৃষকদিগের খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার আশাই তাহার একমাত্র কারণ। যাহাদিগের পূর্ব্বাপর জ্ঞান নাই, মোড়লেরা যাহাদিগের বল বিক্রম বুদ্ধি বিবেচনা, তাহাদিগের হইতে যে পদে পদে বিপদের শঙ্কা

তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জমিদার সভা এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। তাঁহারা যদি অন্য কোন উপায়ে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হিতে বিপরীত ঘটিত।

—সোমপ্রকাশ, ২৪ মাঘ,১২৮৯

ময়মনসিংহের জমিদারেরা এই মর্ম্মে লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, প্রজারা বলে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা এই, তাহাদিগকে প্রতি বিঘাতে তের আনার অধিক খাজনা দিতে হইবে না। এই ওজরে এককালে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। তাহারা বলে এই আদেশ জেলা কোর্টের উকিল মৌলবী হামিদ উদ্দীনের নিকট আসিয়াছে। তিনিই বলিয়াছেন, তিন মাসের মধ্যে এই মর্ম্মে আইন বিধিবদ্ধ হইবে। সুতরাং এখন জমিদারকে খাজনা দিবার আবশ্যকতা নাই। মৌলবী সাহেব এই নিমিত্ত প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে পাঁচ পয়সা করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এই নিমিত্ত একখানি রেজিষ্টরি বহি করা হইয়াছে। কোন প্রজা উপস্থিত হইলে তাহার নামে যত জমি তের আনার হিসাবে খাজনা কসিয়া এক একটি হিসাব রাখা হইতেছে। এই কার্য্যের জন্য যে মুহুরী আছে তাহাকেও এক পয়সার হিসাবে দিতে হয়। প্রজারা বলিয়াছে খাজনার উক্ত হার দুজন কনেষ্টবল ও একজন হেড কনষ্টেবলের দ্বারা বাজারে বাজারে ঢোল বাজাইয়া প্রচার করা হইয়াছে। এই অবসরে অসৎ লোকেরা সাধারণ প্রজাকে ধর্ম্মঘট করিয়া খাজনা দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করাতে অনেককে এবার ঋণ করিয়া কালেক্টরির খাজনা দিতে হইয়াছে। প্রজাদিগের অনুকূলে এই আইন প্রস্তুত হইবে এইরূপ জনশ্রুতি হওয়াতে আলাপসিংহ পরগণা ও কাকমারীর অধিকাংশ প্রজা কবুলতি সত্ত্বেও খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। অনেকের নামে নালিশ করিয়া ডিক্রীও করা হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ প্রজার সংস্কার এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু প্রজারা যদি খাজনা না দিয়া অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে জমিদারেরা শীঘ্র উৎসন্ন যাইবেন। এই কারণে তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট প্রজাদিগের এই ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন চেষ্টা করেন।

—সোমপ্রকাশ, ২৪ মাঘ, ১২৮৯

কাগমারীর জমিদারে ও প্রজায় ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছে। প্রজারা এরূপ অসন্তোষ চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে, যে শীঘ্রই তথায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। উপস্থিত করসংক্রান্ত আইন কি ইহার উত্তেজক? রাজপুরুষেরা এইবেলা সতর্ক হউন।

—সোমপ্রকাশ, ১৯.৩.১৮৮৩

প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপন

Seedoo Manjee

In consequence of the demand for the likeness, a SECOND EDITION has been struck off and priced at 8 annas a copy. Apply at the Citizen Office, or at the ORIENTAL PRESENTS, No.5. Government Place.

—সিটিজেন, ২.১০.১৮৫৫

To be had Gratis

A Pamphlet entitled "Oppressions of the Indigo Planters".

On applying to the undersigned and sending an one anna postage stamp.

Doorgadoss Chatterjee
Otterparah

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩.২.১৮৫৯

INDIGO COMMISSION

NOTICE — The Commissioners for enquiry into the system of Indigo Planting, are desirous of obtaining full information on the above subject in time, to enable them to submit their report to Govt. within 3 months from this date. They trust that all parties wishing to give evidence or to communicate facts bearing on any part of the question, will as early as possible confer with the Commissioners at their office, No 13, Kyd Street.

Calcutta
The 21st May, 1860

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৪.৫.১৮৬০

Copies of the Report of the Indigo Commission together with the whole of the Evidence taken before the Commission and the Appendices Nos I, II, III can be had on application to the printer of the Calcutta Gazette, Bengal office, at 8 Rs. per copy.

—ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ১৮.১০.১৮৬০

নিল সম্বন্ধের কমিসনর সাহেবানেরা তদারক করিয়া নিলকর সাহেবেদের অত্যাচারের বিষয়ে গবরনমেণ্টে যে রিপোর্ট অর্থাৎ এতলা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা হইয়া শীঘ্র এই ছাপাখানা হইতে প্রত্যেক খণ্ড ১ এক টাকা মূল্যে প্রকাশ হইবে অতএব এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাতো করা যাইতেছে যে যাহারা এই পুস্তক লইতে ইচ্ছুক হএন তাঁহারা অবিলম্বে কলিকাতা ভবানিপুর হিন্দু পেট্রিয়াট যন্ত্রালয়ে লিখিলে পাইবেন ইতি।
পুঃ টাকা পাঠাইবার সুযোগ না হইলে ডাকের ইষ্টাম্প দ্বারা পাঠাইতে পারেন।

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২.১.১৮৬১

To be published shortly as soon as a sufficient number of subscribers is obtained, by Baboo Narain Chunder Mookherji, late Mooktear of the Ryots of Nuddea and Jessore in cases between them and Indigo planters of those districts, a work of not less than 150 pages of middling size divided into 4 Chapters ; the first containing a vindication of the measures and policy of the Bengal Government in respect to the late Indigo disturbances and a specification of the beneficial effects of Act XI of 1860, the second a full exposition of the whole system of Indigo cultivation as prevalent in the Indigo districts of Bengal, the third an account of the present social and moral condition of the Ryots of Nuddea, Jessore &ca, and the fourth a short delineation of the present requirements of those Ryots.

Parties wishing to subscribe are requested to address the publisher of the Hindoo Patriot.

Price fixed at Rupees 2 for subscribers and Rupees 2-8 for non-subscribers.

PRINTER

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ২০.২.১৮৬১

In the press

and will shortly be published

By Baboo Kaliprosunno Singh

the original Bengalee

NIL DURPAN

Copies will be circulated gratis to the subscribers of the Hindoo Patriot. Those of our moffusil subscribers who desire to get the work will please to forward one anna stamps each for postage.

—হিন্দু পেট্রিয়ট, ৫.৯.১৮৬১

সংকলনের কাজে এই খণ্ডে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে :

অমৃতবাজার পত্রিকা
এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ
গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা
ঢাকাপ্রকাশ
বান্ধব
বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ
ভারত সংস্কারক
মধ্যস্থ
মিত্রপ্রকাশ
মিহির
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ
সংবাদ প্রভাকর
সখা
সত্যার্ণব
সমাচার চন্দ্রিকা
সমাচার দর্পণ
সমাচার সুধাবর্ষণ
সৎসঙ্গ
সাধারণী
সুলভ সমাচার
সোমপ্রকাশ
হিতৈষী

ইংলিশম্যান
ইন্ডিয়া গেজেট
ইন্ডিয়ান অবজার্ভার
ইন্ডিয়ান ফিল্ড
ইস্টার্ন স্টার
এসিয়াটিক জার্নাল
ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিস্ট
ক্যালকাটা উইকলি প্রেস
ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল
গবর্নমেন্ট গেজেট
ঢাকা নিউজ
ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া
বেঙ্গল ম্যাগাজিন
বেঙ্গল হরকরা
বেঙ্গালি
মর্নিং ক্রনিকাল
মুখার্জিস ম্যাগাজিন
সিটিজেন
হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার
হিন্দু পেট্রিয়ট

সম্পাদকীয় সংযোজন

তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) পৃ. ১০১

ইংরেজমুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্নদ্রষ্টা তিতুমিরের জন্ম ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দারপুর গ্রামে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম মীর নিসার আলি, কিন্তু তিতুমির নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক পরিবারের এই সন্তানটি আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। যে কারণে আরবি, ফারসি ও বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন তিনি। অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রী মায়মুনা খাতুন সিদ্দিকা তাঁকে তিনটি পুত্র সন্তান উপহার দেন — এঁরা হলেন জওহর আলি, তোরাব আলি ও গওহর আলি। প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। একাধিকবার তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। একবার তিনি শাস্তিও পান। ১৮২৪/২৫ সাল নাগাদ দিল্লির রাজপরিবারের একজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁর সঙ্গে তিনি মক্কা যান। সেখান থেকে দেশে ফেরার বছরখানেক পর থেকে তিনি ধর্মপ্রচার ও ধর্মসংস্কারে মনপ্রাণ নিবেদন করেন। তিন/চারশো অনুগামীও হয় তাঁর। সাজ-পোশাক, আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে অন্য মুসলমানদের থেকে তাঁরা ছিলেন পৃথক। নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে কারো সঙ্গে তাঁরা মেলামেশা বা খাওয়া-দাওয়া করতেন না।

এইকালে বাঙালি মুসলমানসমাজে হিন্দুয়ানির ব্যাপক অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করে তিতুমির ব্যথিত হন। তারিখ-ই-মহম্মদী আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ এবং শা ওয়ালিউল্লার মতবাদ প্রচার করে গ্রামীণ মুসলমান সমাজকে আত্মস্থ করে তুলতে চাইলেন তিনি। ধর্মব্যবসায়ী এবং বিত্তবান মুসলমানেরা ব্যাপারটাকে ভালোচোখে না দেখলেও, এর ফলে দরিদ্র মুসলমানসমাজে তিতুমিরের প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। মুসলমানসমাজের এই আভ্যন্তরীণ মতান্তরের সুযোগ পুরোমাত্রায় নিয়ে হিন্দু জমিদাররা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে ও উপরি হিসাবে কিছু লাভের কড়ি কামাতে চাইলেন। তারাগুনিয়ার রামনারায়ণ নাগ, কুড়গাছির মহিলা জমিদারের প্রতিনিধি, নূরনগরের গৌরপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি জমিদাররা নানাভাবে তিতুমিরের মতাবলম্বীদের উত্যক্ত করতে থাকেন। এ-বিষয়ে সবাইকে টেক্কা দেন পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়। তিনি তিতুর মতাবলম্বীদের দাড়ি প্রতি আড়াই টাকা খাজনা ধার্য করেন। এবং যারা তা দিতে অস্বীকার করে, তাদের শাস্তি দেন। তিতুমির ও তাঁর সঙ্গীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় কৃষ্ণদেব রায় তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য প্রায় ৬০০ লোক নিয়ে সর্পরাজপুরে হামলা চালান ও আগুন লাগিয়ে একটি মসজিদ ধ্বংস করে দেন। উভয়পক্ষই নালিশ করে। তদন্তকারী দারোগা নির্লজ্জভাবে জমিদারপক্ষ অবলম্বন করায় ম্যাজিস্ট্রেট উভয়পক্ষের কাছ থেকে সৎভাবে থাকার ও শান্তি বজায় রাখার জন্য ৫০ টাকার মুচলেকা নিয়ে দু'পক্ষকে খালাস দেন। খালাস পেয়ে ১৭৯৯-এর সপ্তম আইনের সুযোগে জমিদাররা তিতুর অনুচরদের ওপর যথেচ্ছাচার চালাতে থাকে। অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে কলকাতা গিয়ে তিতুমিরের লোকেরা বিফল মনোরথ হয়।

বিফল মনোরথ হবার পর তিতুমিরের ধারণা জন্মায়, ইংরেজের আদালতে সুবিচার তিনি পাবেন না। সেজন্য অত্যাচারীকে শিক্ষাদানের ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁর আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য কৃষ্ণদেব রায়। ১৮৩১-এর ৬ নবেম্বর পুঁড়া আক্রমণ করে তিনি গো-হত্যা করেন। উত্তেজিত তিতুমির মন্দিরে গরুর দেহের অংশবিশেষ ঝুলিয়ে রাখেন এবং ফেরার পথে হাট লুট করেন। পরের দিন লাউঘাটি আক্রমণ করে সেখানেও গো-হত্যা করেন

— সংঘর্ষ বাধে, সংঘর্ষে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। এরপর তিতুমিরের দলবল ওই অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য করতে থাকে।

তিতুমির তাঁর আক্রমণ শুধুমাত্র জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, নীলকরদের বিরুদ্ধেও তাকে ছড়িয়ে দেন। যে এলাকায় তিতুমিরের প্রভাব প্রতিপত্তি, ২৪ পরগণা আর নদীয়ার সেই সব অঞ্চলে ছিল অসংখ্য নীলকুঠি। এই অঞ্চলে নীলকররা বছরের পর বছর নিরীহ কৃষকদের ওপরে যে অত্যাচার চালাচ্ছিল, তারই প্রতিবিধানে এগিয়ে এলেন কৃষকনেতা তিতুমির। নীলকরের হাত থেকে কৃষকসমাজকে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক নীলকুঠি আক্রমণ করে কৃষকদের দাদন গ্রহণের কাগজপত্র নষ্ট করে দেওয়া হতে লাগল।

গতিক দেখে শঙ্কিত নীলকররা তিতুমিরের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াও, তাঁকে প্রতিহত করার সব ব্যবস্থাও তারা গ্রহণ করে। আসলে তিতুমিরকে চিনতে নীলকরদের ভুল হয়নি। তারা বুঝতে পেরেছিল, এই মানুষটিকে বেশিদূর এগোতে দিলে তাদের সুখের রাজত্বের শেষ ঘনিয়ে আসবে। তাই হিন্দু জমিদার ও সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা এই মানুষটিকে দমন করতে এগিয়ে এল।

তিতুমিরও চুপ করে বসে রইলেন না। দু'একটি সংঘর্ষ ঘটার পর ভবিষ্যৎ আক্রমণের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তিনি নারকেলবেড়িয়ায় এক বাঁশের কেল্লা গড়ে তোলেন। অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তিনি কোম্পানির রাজত্বের অবসানের কথা ঘোষণা করেন এবং কর আদায় করতে থাকেন। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, প্রাণনাথ চৌধুরী ও এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রধান জমিদারদের কাছে কর চেয়ে তাঁর পক্ষ থেকে যে পরোয়ানা পাঠানো হয় তাতে বলা হয় :

"This country is now given to our Deen Muhummud ; you must therefore immediately send grain for the army. If you send grain, you shall be distinguished in the presence, and for three years revenue will be remitted. If you do not send it, then on receiving the answer to this Purwanna we shall come and fight against you. Signed Nusar Ali's Son Teeton-Meer.'

ব্যাপারটা ক্রমেই প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ ধারণ করতে থাকে।

বাধ্য হয়ে সরকার সেনাতলব করেন এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে তিতুমির প্রাণ হারান। পাছে গ্রামবাসীরা তিতুমিরের মৃতদেহটি নিয়ে গিয়ে শহীদের মর্যাদায় সমাধিস্থ করে, এই আশঙ্কায় যুদ্ধ শেষ হবার পরে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার তিতুমিরের মৃতদেহটি আগুনে পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন। (...'The bodies of the dead should be burnt particularly as their Leader Teeto Meer is among them and they might take his body and bury him as a martyr.' (*Judicial (Criminal) Pros. No. 78*, 22.11.1831)। বাঁশের কেল্লাটিও আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

তিতুমির সম্পর্কে বিস্তৃত খবরাখবরের জন্য দ্র.

তিতুমীর বা নারকেলবেড়িয়ার লড়াই। বিহারিলাল সরকার (কলকাতা,১৩০৪)
শহীদ তিতুমীর। আবদুল গফুর সিদ্দিকী (ঢাকা, ১৩৬৮)
নারকেলবেড়ের জঙ্গ : তিতুমীর। গৌতম ভদ্র (কলকাতা, ১৯৯০)

Titu Mir and his Followers in British Indian Records, M.D. Ahmed Khan (Dacca, 1980)
Judicial (Criminal) Proceedings, 1831, 1832, 1833.

দুদু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২) পৃ. ১৩৭

ফরাজি আন্দোলনের জনক হাজি শরিয়াতুল্লার একমাত্র পুত্র মহম্মদ মহসীন ওরফে দুদু মিঞার জন্ম মাদারিপুর মহকুমার মুলফতগঞ্জ গ্রামে। বাড়িতে আরবি ফারসি শিক্ষা সমাপ্ত করে নিতান্ত কিশোর বয়সে তিনি মক্কা যাত্রা করেন। মক্কা যাবার পথে তিনি নাকি তিতুমিরের সঙ্গে দেখা করেন। মক্কায় বছর পাঁচেক কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর তিনি ফরাজি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই কালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হলে ফরাজিদের নেতৃত্ব তাঁর হাতে চলে আসে।

দুদু মিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। ফরাজি সম্প্রদায়ের জন্য তিনি একটি দৃঢ় শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলেন। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ এই সম্প্রদায়ের কেউ বিপদে পড়লে অন্যেরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসত — এজন্য অর্থব্যয় করতে, এমনকি মিথ্যা সাক্ষী দিতেও তারা কুণ্ঠিত হত না। ফরাজি অধ্যুষিত অঞ্চলে দুদু মিঞার একজন প্রতিনিধি (খলিফা, মুন্সী বা সরকার) থাকত, তার কাজ ছিল এই সম্প্রদায়কে একত্রিত রাখা, এবং ফরাজি মতে যত বেশিজনকে সম্ভব দীক্ষিত করা। বিধর্মী বিচারকের কাছে অবলীলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেও ফরাজি বিচারকের কাছে ন্যায় বিচারের স্বার্থে ফরাজিরা সত্য বলতে বাধ্য ছিল। এই কারণে ফরাজি গ্রাম থেকে অল্প সংখ্যক মামলা ইংরেজের আদালতে যেত। দুদু মিঞা ছিলেন ফরাজিদের 'temporal as well as spiritual ruler.' দুদু মিঞার আদেশ পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করাকে ফরাজিরা মনে করত শহীদের মৃত্যু। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর নাম পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষকদের মধ্যে দুদু মিঞার ক্রমবর্ধমান প্রভাব হ্রাসের জন্য জমিদাররা নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ফরিদপুরের শিকদার আর ঘোষ — এই দুই জমিদার পরিবার। তাঁদের এলাকায় গো-হত্যা বন্ধ করা ছাড়াও দুর্গাপূজা, কালীপূজা বাবদ কর আদায় করা হতে থাকে। ফরাজিদের দাড়ির ওপরেও কর বসান তাঁরা। তাঁদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত কোন প্রজা ফরাজিদলে যোগ দিতে পারবে না—এই মর্মে আদেশ প্রচারিত হয়। আদেশ অমান্য করলে কঠোর শাস্তির কথাও বলা হয়। অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করতে চাবুক মারা, খালি গায়ে লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া ছাড়াও, তাদের পরস্পরের দাড়িতে দাড়ি বেঁধে নাকে লঙ্কার গুঁড়ো ঢুকিয়ে দেওয়া হতে থাকে। এত অত্যাচার করেও জমিদাররা কিন্তু দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের ফরাজি দলে যোগ দেওয়া বন্ধ করতে পারেনি। এই সব জুলুম বন্ধ করার জন্য ১৮৪১-এ কানাইপুরের জমিদার শিকদারদের বাড়িতে ফরাজিরা হামলা চালালে তাঁরা ভীত হয়ে দুদু মিঞার সব দাবি মেনে নিয়ে ফরাজিদের ওপর জুলুম বন্ধ করেন। ১৮৪২-এ ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষের বাড়িতে আটশোর মতো ফরাজি হানা দেয় এবং যাবার সময় জয়নারায়ণের ভাই মদননারায়ণকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনার জন্য দুদু মিঞা ও তাঁর সমর্থকদের দায়ী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিচারে ২২ জন শাস্তি পায়। কিন্তু প্রমাণাভাবে দুদু মিঞা মুক্তি পান। এইসব ঘটনায় দুদু মিঞার জনপ্রিয়তা এবং প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়।

শুধু জমিদার নয়, নীলকরদের সঙ্গেও ফরাজিদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত। ফরিদপুরের কুখ্যাত নীলকর

ডানলপের সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষে দুদু মিএগ জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ, পালটা-অভিযোগ চলতে থাকে। ১৮৪৬-এর শেষ দিকে ডানলপ তাঁর বিরুদ্ধে কুঠি আক্রমণ ও সম্পত্তিনাশের অভিযোগ আনেন। কুঠি আক্রমণকালে দুদু মিএগ উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও ডানলপের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করতে গিয়ে ডানলপের সঙ্গে খানাপিনা করেন এবং শলা-পরামর্শ করে দুদু মিএগকে নিয়ে এসে জেলে একটি নির্জন কক্ষে আটক রাখেন। সরকার অবশ্য দুদু মিএগর প্রতি এই ধরনের আচরণ সমর্থন করেননি। তাই সরকারের পক্ষ থেকে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে কেন তিনি দুদু মিএগর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করেছেন, তার কারণ দর্শাতে বলা হয়। যাই হোক, ফরিদপুরের সেশন জজের এজলাসে ৬৩ জন অনুগামীসহ দুদু মিএগর বিচার হয়। বিচারে দুদু মিএগ ও তাঁর অনুগামীদের শাস্তি দেওয়া হয়। এ সংবাদে আনন্দ চাপতে না পেরে 'ঢাকা নিউজ' মন্তব্য করে 'Mr. Lillie has done his duty in helping on the good work of ridding the country of one of the standing disgraces to our rule in Bengal a scoundrel whom the Govt. fear to punish.' অবশ্য এ উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ফরিদপুর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলে দুদু মিএগ সহ সমস্ত অভিযুক্ত মুক্তিলাভ করেন।

এরপরে দুদু মিএগকে ঘাঁটানোর মত বুকের পাটা কারো ছিল না। তিনিও এরপর থেকে যতদূর সম্ভব জমিদার বা নীলকরদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেন। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ১৮৪৭-এ ফরাজি সম্প্রদায় দু'তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভাগ হবার পরও পূর্ব বাংলার কৃষকসমাজে দুদু মিএগর প্রভাব থাকে অক্ষুণ্ণ। ১৮৫৭-র যুদ্ধকালে সরকার তাঁকে আলিপুর জেলে আটক রাখেন। কিছুদিন আটক রাখার পর তাঁর মুক্তির সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে ফরিদপুরের জমিদাররা সরকারের কাছে এক আবেদনে বলেন, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া মানে আবেদনকারীদের বাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া। শেষপর্যন্ত ১৮৬০-এ তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ছাড়া পাবার পর তিনি ঢাকাতে চলে যান এবং ১৮৬২-র একেবারে গোড়ার দিকে ঢাকাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। (ঠিক কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলা কঠিন। জেমস ওয়াইজ এবং তাঁকে অনুসরণ করে মৈনুদ্দিন আহমদ খান ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৬২-কে তাঁর মৃত্যুদিন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ দেখতে পাচ্ছি ২৩.১.১৮৬২-র 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'য় প্রকাশিত এক সংবাদে তাঁকে মৃত বলে উল্লেখ করা হচ্ছে)।

দুদু মিএগ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র.

History of the Faraidi Movement, M. D. Ahmed Khan (2nd Ed. Dacca, 1984)
Wahabi and Farazi Rebels of Bengal, Narahari Kaviraj (New Delhi, 1982)
Judicial (Criminal) Pros, No. 99, 7.4.1847, No 25, 29.5.1843, No. 782, 10.9.1857.

গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা পৃ. ১৫৫

গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ পাই 'সঞ্জীবনী'-তে প্রকাশিত একটি লেখায়। লেখাটি এইরকম :

'১৮৩০ খৃষ্টাব্দ। প্রতাপ সিংহ জঙ্গল মহলের অন্তর্গত বরাভূম্রের প্রতাপশালী ঘাটোয়াল। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিস্তৃত-ভূসম্পত্তি। অতিথিগণ তাঁহার সৎকারে আপ্যায়িত হইত; ব্রাহ্মণগণ গো কাঞ্চন দান পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। কিন্তু রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজকারাগারে বন্দী। তৎসময়ের রাজারা

ভ্রাতাদিগের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইবেন এই ভয়ে তাঁহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখিতেন। সুতরাং গঙ্গানারায়ণ সিংহ নজরবন্দী কয়েদী। কিন্তু স্বাধীনচেতা গঙ্গানারায়ণের তাহা সহ্য হইল না। তিনি নানা সুখাদ্যে পরিপুষ্ট হইতেছেন— নানা গন্ধ দ্রব্যে অঙ্গ চর্চ্চিত করিতেছেন — রাজ ভোগের কিছুতেই ত্রুটী নাই। কিন্তু তিনি অসন্তুষ্ট। তাঁহার তো জীবন ধারণোপযোগী কোন সামগ্রীর অপ্রতুল ছিল না, তবে তাঁহার এ অসন্তোষের কারণ কি? জীবের প্রথম বাঞ্ছনীয় — সেই অমূল্য রত্ন — তাঁহার নাই; তাঁহার স্বাধীনতা নাই — তিনি কারাবন্দী। তিনি বন্য শিবাগণের অপেক্ষা আজ হীন — হেয় কৃমি অপেক্ষাও হেয়। তিনি ভাবিলেন স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। চেষ্টা আরব্ধ হইল — ঘাটোয়াল তাহা বুঝিলেন। তাহার পর যাহা করিলেন, তাহাতে উভয়ের অন্তিম নষ্ট হইল। ঘাটোয়াল আসুরিক বলের সাহায্য লইলেন। তিনি বুঝিলেন না যে কেহ চিরকাল আসুরিক বলে কাহাকেও নিরস্ত রাখিতে পারে না। তিনি ভ্রাতাকে কঠিন নিগড় পরাইলেন। রাজ-শরীরে লৌহ-শৃঙ্খল শোভা পাইতে লাগিল — তিনি পাষাণ-গৃহে আবদ্ধ হইলেন। স্বাধীনতার জন্য শৃঙ্খল পরিধান। ইহার ফল স্বার্থান্ধ প্রতাপ বুঝিল না; কিন্তু বরাভূঞের অধিবাসীরা তাহা বুঝিতে পারিল। রাজা ভাইকে অন্নের পরিবর্তে মোল আহার দিতেছেন শুনিয়া অনেকের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। গঙ্গানারায়ণ অমায়িক বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত। এতাদৃশ যন্ত্রণা শুনিয়া অনেকে তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিল!

একদা কি উপায়ে জানি না গঙ্গানারায়ণ কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করেন। প্রতাপসিংহ যাহাদিগের প্রতি নানা সময়ে নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, গঙ্গানারায়ণ তাঁহাদিগের সহিত দল বাঁধিলেন। তাহারা নানা গুণে গঙ্গানারায়ণের বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে গঙ্গানারায়ণের একটি দল সঙ্গঠিত হইল। ক্রমে দশ জনের স্থানে এক শত জন এবং এক শত জনের স্থানে সহস্র বরাভূঞবাসী গঙ্গানারায়ণের আজ্ঞা পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। প্রতাপের সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধ হইল। গঙ্গানারায়ণের দল জয় লাভ করি—প্রতাপ ধৃত হইল। তাহার পর যে লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল, তাহা গঙ্গানারায়ণের চরিত্রের একটী কালিমা রেখা। প্রতাপের দেহযষ্টি ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল; — আবার ক্ষতস্থানে লবণ প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার রক্তে গঙ্গানারায়ণের শাণিত অসি কলঙ্কিত হইল। প্রতাপ রক্তে বীরপ্রসবিনী বরাভূঞ সিক্ত হইল।

এখানে গঙ্গানারায়ণের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল না। নানা লোকে নানা অভিসন্ধিতে তাঁহার পতাকার নিম্নে আসিয়াছিল। ক্ষমতা পাইয়া গঙ্গানারায়ণের জিগীষাবৃত্তি বৃদ্ধি হইল। তিনি কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিলেন। এখন তাঁহার অনুচরবর্গের সংখ্যা হয় না। এখন আর বিপক্ষের আক্রমণের ভয় নাই; ভিখারি ঝুলি ফেলিয়া তীর ধনুক ধরিল — ব্রাহ্মণ চন্দন পিঁড়ে ছাড়িয়া বর্শা লইল। বরাভূঞে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। একে রাজ্য জয় করা অপেক্ষা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন ব্যাপার; তাহাতে আবার অন্তর্বিপ্লব। এ ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন সম্পূর্ণরূপে সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল। যদি তিনি আপনার জীগিয়া বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বরাভূঞ পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তথায় এ "ঘোর অরাজকতা" হইত না। তিনি ইংরাজ নগরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। মহা উৎসব — মহা আনন্দ। রসদ নাই ; সৈন্যগণ গ্রাম লুঠ করে। রাস্তায় কাহাকেও পায় তো তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। লেখকের পিতামহ একবার এই প্রকার হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন।

ইংরাজের দুই এক ফৌজ পল্টন যায়। কিন্তু তাহাদিগকে পাহাড়ের অন্তরালে থাকিয়া তিরে করিয়া বিন্ধিয়া মারে। বাঁটুলের দ্বারা সিপাহির হাড় চূর্ণ করিয়া দেয়। ইংরাজের ফৌজ পলায় ; আর তাহারা পাহাড় হইতে নামিয়া গ্রাম লুঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপে বরাভূঞ হইতে ইংরাজেরা বাধা পাইয়াও তাহারা বাঁকুড়ার নিকট পর্য্যন্ত

আইসে। এখানে আর সে পাহাড় নাই — যে বিশাল মহীরুহগণও নাই। গঙ্গানারায়ণ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। ইংরাজ তোপ আনিল, কত লোক তোপে উড়িয়া যাইল। গঙ্গানারায়ণ আবার বন্দী হইলেন। ইংরাজ সগর্ব্বে তাঁহাকে লইয়া চলিল। ইংরাজ কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হয়, কি তথা হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাহা আমরা জানি না. তবে এই জানি তাঁহার সময় পশ্চিমবঙ্গে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, সকলেই আপন জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত তীর ধনুকের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে আরম্ভ করিয়াছিল। বয়স্থগণ যুবকদিগকে এবং যুবকগণ বালকদিগকে মল্লজনোচিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে সময় কেহ লর্ড লিটন ছিল না — মহামতি বেণ্টিঙ্কের রাজত্ব ; তিনি ইহাতে সমধিক উৎসাহ দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের গৃহে গৃহে অস্ত্রাদি শাণিত করিবার শব্দ শ্রুত হইল। বাঙ্গালী পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বীর সাজে সাজিয়াছিল। এখন — হায় সে দিন কোথায়'! । সঞ্জীবনী।

—এড়ুকেশন গেজেট. ৪ ৭.১৮৮৪

সিধু (১৮২৫[?] — ১৮৫৫) পৃ. ১৮১

সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধুর জন্ম ১৮২৫-এর কাছাকাছি কোনও সময়ে। ভাগনাদিহির নারান মাঝির পুত্র তিনি। অল্প বয়সেই বাবাকে হারিয়েছিলেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ছিল তাঁদের পরিবারের নিত্য সঙ্গী। পড়াশোনার তেমন কোনও সুযোগ সিধু পাননি। জ্ঞান হবার পর থেকেই সাঁওতালদের ওপর জমিদার-মহাজন, আমলা-পুলিশ আর নায়েব-সুজোয়ালদের অত্যাচার আর শোষণ তাঁর চোখে পড়েছে। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল মহাজনের অত্যাচার। এদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ জানিয়েও সাঁওতালরা কোনও প্রতিকার পায়নি। সিধু নিজেও কয়েকবার মহাজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ১৮৫৫-য় সুপারিনটেনডেন্ট পনেটের সঙ্গে এ-বিষয়ে এক লিখিত অভিযোগ নিয়ে দেখা করলে তিনি বলেন, 'শালা আগে তোরা মহাজনের পয়সায় খেয়েছিস, এখন এসেছিস তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে — শালা'।

অপমানিত সিধু ফিরে এলেন। বড়ভাই কানু ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন — মহাজন অত্যাচার করবে, দারোগা-পুলিশ করবে তাদের তাঁবেদারি, রেলওয়ে কন্ট্রাক্টাররা যা খুশি তাই করবে, সাঁওতাল মেয়েদের দিকেও তাদের লোভী হাত এগিয়ে আসবে — এ অবস্থা বেশিদিন চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এর প্রতিবিধান দরকার। সিধু দেখলেন ক্ষেত্র প্রস্তুত, অসন্তোষের আগুন সমস্ত সাঁওতালের শিরায় শিরায় ধিকিধিকি জ্বলছে। এই পরিস্থিতিতে সিধু আর কানু — এই দুই ভাই একটি পরোয়ানা প্রচার করে সাঁওতালদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হবার আহ্বান জানালেন।

এই পরোয়ানা প্রচারের কয়েকদিন পরে ভাগনাদিহিতে সিধুদের বাড়িতে কয়েক হাজার সাঁওতাল সমবেত হয়। সেখানে সিধু তাদের দুটি ছাপা বই, দু'টুকরো কাগজ এবং একটি ছোট ছুরি দেখিয়ে বলেন, ঠাকুর এগুলি পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন, সাঁওতালরাই দেশের রাজা। ইংরেজদের কোন স্থান এদেশে নেই।

সিধুর নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার অস্ত্রসজ্জিত সাঁওতাল সমবেত হয়েছে খবর পেয়ে দিঘির দারোগা মহেশ দত্ত কয়েকজন বরকন্দাজকে নিয়ে ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করলেন। ভাগনাদিহির তিন মাইল দূরে পাঁচকোঠিতে সিধুর নেতৃত্বাধীন সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁর দেখা। সেখানে কিছু বাদানুবাদের পর সিধু নিজের হাতে দারোগাকে হত্যা করেন।

এরপর ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত এগিয়ে চলল। বিদ্রোহীরা ঘোষণা করল, তারাই এখন দেশের রাজা এবং সাহেবদের এদেশ থেকে বিতাড়নই তাদের লক্ষ্য। ১৮৫৫-র জুলাই-এ বিদ্রোহ প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিদ্রোহের অগ্রগতি রোধ করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাকুড়ের রানি ক্ষেমাসুন্দরীকে বিদ্রোহীরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবার আহ্বান জানায়, সে আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় ১২ জুলাই সিধুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা পাকুড়-রাজবাড়ি লুট করে গ্রামটি ধ্বংস করে দেয়। বিদ্রোহীরা রাজমহল ও ভাগলপুরের মধ্যে ডাক চলাচল বন্ধ করে দেয়। সারা দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, জাতিধর্মনির্বিশেষে লোকেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে। বিদ্রোহীরা আসছে খবর পেয়ে ভাগলপুরের ইংরেজরা নৌকায় আশ্রয় নেয়। বিহারের একাংশে এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের বিরাট অঞ্চলে বিদ্রোহীরা প্রাধান্য বিস্তার করে। অপ্রত্যাশিত এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকার সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিদ্রোহী নেতা সিধুকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

ইংরেজদের এই দুঃসময়ে বাংলার ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সরকারের পাশে এসে দাঁড়ান। মুর্শিদাবাদের নবাব ২৯টি হাতি, বেশ কিছু ঘোড়া ও ৩০০ জন সিপাই মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১৫ জুলাই মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এইসব হাতি ও সিপাই নিয়ে মহেশপুরে অভিযান চালান। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন স্বয়ং সিধু। দু হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে সিধু যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। যুদ্ধ চলাকালীন হঠাৎ একটা গুলি এসে তাঁর ডান হাতের কব্জিতে লাগে। তবু তিনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না। সমকালের একটি সাহেবি কাগজ মহেশপুরের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে সিধু সম্পর্কে বলে 'He led the attack and was the last man to leave the field.' ঘণ্টা আড়াই লড়াই চলার পর সিধু পিছু হঠেন। বিদ্রোহীদের তরফে ১০০ জনের মতো নিহত ও ততোধিক আহত হয়। মহেশপুর থেকে ভাগনাদিহি প্রায় ৪০ মাইল পথ। আহত সিধুকে একটি চারপাই করে সঙ্গীরা ভাগনাদিহিতে নিয়ে যায়। সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব এই চার ভাই-ই ভাগনাদিহিতে আশ্রয় নিয়েছেন খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট টগুড বারহাইত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি আসছেন খবর পেয়ে কানুর নেতৃত্বে এক বিশাল সাঁওতাল বাহিনী তাঁর মোকাবিলা করতে জমায়েত হয়। কিন্তু টগুডের গতি রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কানুদের পরাজিত করে ইংরেজ বাহিনী ভাগনাদিহি পৌঁছলে, সিধু সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হন। ভাগনাদিহি গ্রামটি ইংরেজরা আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়। আগুনের শিখায় সিধু-কানুর ঠাকুরবাড়িটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অমানুষিক নির্মমতার সঙ্গে সরকারি বাহিনী বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়। গ্রামের পর গ্রাম তারা আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিতে থাকে। পরিস্থিতি সব দিক দিয়েই যখন সাঁওতালদের প্রতিকূল, সেইরকম এক সময় ১৯ আগস্ট, ১৮৫৫-য় মুনিয়া মাঝি বিশ্বাসঘাতকতা করে সিধুকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। কয়েকদিন পরে সিধুকে ভাগলপুর জেলে পাঠান হয়। বন্দী থাকাকালীন তিনি একটি বিবৃতি দেন। তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা হলে, সেগুলির জবাবও তিনি দেন।

সিধুকে রাজদ্রোহ, লুণ্ঠন-অত্যাচার ও মহেশ দত্তকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ভাগলপুরের সেশন জজ তাঁর মামলাটি বিচারের জন্য নিজামত আদালতে পাঠান। ১৮৫৫-র ডিসেম্বরে নিজামত আদালত তাঁর ফাঁসির হুকুম দেন। ১৮৫৫-র ৫ ডিসেম্বর সরকারের তরফ থেকে ভাগলপুরের কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে সিধুর ফাঁসির আদেশ হয়েছে এবং আগামীকাল তাঁর ফাঁসির পরোয়ানাটি ডাকে পাঠানো হবে। ঠিক হয়, যেখানে দারোগা মহেশ দত্তকে সিধু হত্যা করেছিলেন, সেখানেই ফাঁসির মঞ্চ নির্মাণ করে সিধুকে ফাঁসি দেওয়া হবে। ভাগলপুরের কমিশনারকে আদেশ দেওয়া হয় যে সিধুর ফাঁসির হুকুমের কথা যেন ঢাক পিটিয়ে চারিদিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এর কয়েকদিন পরে ফাঁসির মঞ্চে নির্ভীকভাবে সিধু মৃত্যুবরণ করেন।

সিধু সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য দ্র.

Judicial Pros. No. 221, 23.6.1855, No 159, 30.6.1855, No 47, 19.7.1855, No 27, 4.10.1855, No. 26, 8.11.1855, No. 113, 6.12.1855, No. 157, 14.2.1856, সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু, স্বপন বসু, 'দেশ', ৩.১২.১৯৮৩।

কানু (১৮২০[?] — ১৮৫৬) পৃ. ১৬৪

সাঁওতাল বিদ্রোহের আর এক নায়ক কানুর জন্ম ১৮২০-র কাছাকাছি কোনও এক সময়ে। ভাগনাদিহির নারান মাঝির বড় ছেলে তিনি। ছোট তিনটি ভাই ছিল তাঁর — সিধু, চাঁদ আর ভৈরব। চরম অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে তাঁর প্রথম জীবন। শোষিত, বঞ্চিত সাঁওতালদের অবস্থা কিভাবে ভাল করা যায়, কিভাবে মহাজন ও অন্যান্য অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের রক্ষা করা যায় — তা নিয়ে সিধুর মতো প্রথম যৌবন থেকেই তিনি চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হলে তাতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বারহাইত আক্রমণ করে। পলসা আক্রমণেরও নেতৃত্ব দেন তিনি। পাকুড়ের রাজবাড়ি আক্রমণকালে ঘোড়ায় চড়ে সিধু-কানু সাঁওতাল বাহিনী পরিচালনা করেন। বিদ্রোহ চলাকালীন কানু ঘোষণা করলেন : পাপের রাজত্বের অবসান হয়ে পুণ্য-রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে রাজ্যদান করেছেন, এখন থেকে আমি পাপ পুণ্যের বিচার করব। ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি আরও ঘোষণা করলেন, সাঁওতাল রাজ্য থেকে ভবিষ্যতে খাজনা সংগ্রহ করবে কেবল সিধু আর কানু। বসতবাড়ি ছাড়া জমিদার অন্যসব জমি এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি আরও জানালেন, যে দেশের রাজা এখন তাঁরাই, এবং সাহেবদের এদেশ থেকে তাড়ানোই তাঁদের লক্ষ্য।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সরকার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে উঠলে সাঁওতালরা কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে। মহেশপুরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিধু ও কানুরা ভাগনাদিহিতে আশ্রয় নেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট টগুড। টগুডের গতিরোধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন কানু। সেনা বাহিনীর আক্রমণের সামনে সাঁওতালদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা করে একজন সাঁওতাল সিধুকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

এ খবর পেয়ে কানু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং যে-ভাবে হোক বিশ্বাসঘাতককে ধরে আনার হুকুম দেন। তাঁর আদেশ অবিলম্বে পালিত হয়। বিশ্বাসঘাতককে কানুর কাছে ধরে নিয়ে এলে তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

কানু কিন্তু এই সময় মোটেই স্বস্তিতে ছিলেন না। সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় তাঁকে প্রায় যাযাবরের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলছিল ইতস্তত লড়াই। এক সময়ে তিনি শঙ্কর পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ইতিমধ্যে উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন জারি হয়েছে, অগাধ ক্ষমতার অধিকারী সৈন্যবাহিনী সারা অঞ্চল ছেয়ে ফেলেছে। শঙ্কর পাহাড়ও আর নিরাপদ নয় বিবেচনা করে চাঁদ, ভৈরব ও অন্য সঙ্গীদের নিয়ে পরেশনাথের পথে পা বাড়ালেন কানু। সবাইকে নিয়ে হাজারিবাগ অভিমুখে পালানোর সময় ১৮৫৫ সালের ৩০ নবেম্বর জারোয়ার সিং নামক এক ব্যক্তির তৎপরতায় তাঁরা ধরা পড়েন। ধরা পড়ার পর কানুদের ওপরবাঁধে পাঠান হয়।

ওপরবাঁধে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার বার্ড কানুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বার্ডের কাছে তিনি একটি বিবৃতি দেন। কেন তিনি বিদ্রোহে অংশ নিয়েছেন তা জানতে চাইলে কানু বলেন, জমিদার আর মহাজনের শোষণ আর অত্যাচারই তাঁদের এই পথ নিতে বাধ্য করেছে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে কানু বলেন, মহাজন এক পয়সা ধার দিয়ে আমাদের কাছ থেকে কুড়ি পয়সা আদায় করে। জমিদার বিঘাপ্রতি খাজনা চার-পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দারোগা ছাড়া সাঁওতালরা কার কাছে অভিযোগ জানাবে — কিন্তু দারোগা—সে তো জমিদার-মহাজনের হাতের পুতুল!

ওপরবাঁধ থেকে কানুকে পাঠানো হল রানিগঞ্জ। কয়েকদিন সেখানে রাখার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সিউড়িতে। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট ৬ ডিসেম্বর তাঁকে তুলে দেন মেজর জেনারেল লয়েডের হাতে। সামরিক আইনের শর্ত অনুযায়ী এই বিদ্রোহী নেতাকে মেজর জেনারেল লয়েড ইডেনের কাছে সমর্পণ করেন। ইডেনের কাছে কানু আবার একটি বিবৃতি দেন। আবারও তিনি জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারের কথা বলেন। ইডেনকে তিনি জানান, এইসব অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান বার বার আবেদন করেও তাঁরা পাননি। কানুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ, লুণ্ঠন-অত্যাচার ও মানিকরাম মহাজনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। ১৮৫৬ সালের ১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি স্পেশাল কমিশনার এলিয়টের এজলাসে তাঁর বিচার হয়।

বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর হ্যালিডের আদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য কড়া পাহারায় কানুকে ভাগনাদিহিতে নিয়ে যাওয়া হল। কানু-সিধুর যে ঠাকুরবাড়িতে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা, সেখানেই ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হল। ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা পৌনে দুটো নাগাদ কানুকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, 'ছ বছরের মধ্যে আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাঁর দেহটি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখার পরে, সেটিকে নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

কানু সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র.

Judicial Pros No. 221, 23.8.1855, No. 132, 20.12.1855

সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক—কানু, স্বপন বসু। 'পশ্চিমবঙ্গ' সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা, ১৪০২

চাঁদ (১৮২৬[?]-?) পৃ ১৮১

সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা চাঁদ মাঝির জন্ম ১৮২৬-এর কাছাকাছি কোনও সময়ে। ভাগনাদিহির নারান মাঝির তৃতীয় পুত্র তিনি — বয়সে সিধুর চেয়ে বছর খানেকের ছোট। চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র চাঁদই কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। সিধুদের লেখালিখির যাবতীয় কাজ তিনিই করে দিতেন। অন্য তিন ভাইয়ের মতো তিনিও সাঁওতালদের দুঃখ-দুর্দশায় ছিলেন চিন্তিত। এর প্রতিবিধানের পথ সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন। বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কানুর হাতে পনেটের অন্যতম তহশিলদার খান সাহেবের নিধনকালে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রঘুনাথপুরের যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মহেশপুরের যুদ্ধের পর অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে তিনিও ভাগনাদিহিতে আশ্রয় নেন। ভাগনাদিহি আক্রান্ত হলে

তিনি সিধু-কানুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কিছু দিন পরে আরেক ভাই ভৈরবের সঙ্গে তিনি অম্বা কুর্লায় আশ্রয় নেন। এখানে কিছুদিন থাকার পর কানুর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়। অম্বা কুর্লায় থাকা আর ঠিক নয় বিবেচনা করে তাঁরা তিন ভাই দামোদর পেরিয়ে নিরাপদ কোনও স্থানে চলে যাবার পরিকল্পনা করেন। দামোদর পেরোনোর সময় তাঁরা তিন ভাই ধরা পড়েন।

ধরা পড়ার পর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না, কোনও দিন, কোনওযুদ্ধে তিনি অংশ নেননি। বিদ্রোহ সংক্রান্ত কোনও খবর তাঁর জানা নেই। তাঁর কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার বার্ডের মনে হয়, সত্যই বুঝি চাঁদ বিদ্রোহের সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত নন। রানিগঞ্জ থেকে চাঁদকে সিউড়িতে আনা হলে অ্যাসিটেন্ট স্পেশাল কমিশনার ইডেন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁকে যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলি হল :

প্র. আপনার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ এবং সেই সঙ্গে হত্যা ও লুণ্ঠনের অভিযোগ আছে — এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উ. আমি কাউকে হত্যা করি নি, কিছু লুটও করিনি। আমার দুই ভাই সিধু এবং কানু ঠাকুর হন, তাঁরাই এসব খুন ও লুটতরাজ করেন।

প্র. আপনি ঠাকুর না হলে পরোয়ানায় আপনাকে চাঁদ ঠাকুর বলা হয়েছে কেন?

উ. লোকে আমাকে ঠাকুর বলত, কিন্তু আসলে আমি তা নই!

প্র. ভাইদের সঙ্গে আপনি কোথায় কোথায় যান এবং কোন কোন হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন দেখেন?

উ. গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের আবির্ভাবের কথা শুনে আমি এবং ভৈরব সিধু-কানুর কাছে যাই। এর ১০/১২ দিন পরে এক খান সাহেব (পনেটের তহশিলদার) সেখানে এলে তাকে একটি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হয়। এটা আমি দেখেছি। কিন্তু খান সাহেবের সঙ্গীদের কে হত্যা করে তা আমি জানি না।

প্র. খান সাহেবকে হত্যার পর আপনার ভাইরা কোথায় যান?

উ. আমি ভাগনাদিহিতে থেকে যাই। সিধু এবং কানু কুসুম্বায় গিয়ে লুটতরাজ চালান এবং কয়েকজনকে হত্যা করেন—কতজনকে তা আমি জানি না। আমি শুনেছি, কয়েক জনকে হত্যা করা হয়। ভয়ের চোটে আমি নিজের বাড়ি শিমুলঢপে চলে আসি। জোড়াদিহিতে হত্যা ও লুণ্ঠনের কথা আমি শুনেছি — যদিও আমি তা দেখিনি। এরপর তাঁরা শ্রীকুণ্ডে যান — সেখানে কতজনকে তাঁরা হত্যা করেন, তা আমি জানিনা।

প্র. সেনাবাহিনী যখন ভাগনাদিহি পৌঁছয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

উ. তারা আসছে শুনে আমি পাহাড়ে পালিয়ে যাই। কানু যখন রঘুনাথপুরে সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত থাকলেও, ভয় পেয়ে পালাই।

প্র. আর কোথায় কোথায় আপনার ভাইরা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন?

উ. সিধু-কানু তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে মহেশপুরে সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে বহু সাঁওতাল নিহত হয়। সিধু-কানু আহত হয়ে পালান। আমি ও ভৈরব অম্বা কুর্লায় পালাই। সেখানে একমাস থাকাকালীন খবর পাই সিধু ধরা পড়েছেন এবং কানু ময়ূরভঞ্জের দিকে পালিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কানু আমাদের সঙ্গে অম্বা কুর্লায় মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে দামোদর পেরিয়ে অন্যত্র চলে যাবার প্রস্তাব করেন। তিনি মালবহনের জন্য ১০ জন কুলি নিযুক্ত করেন। আমরা একসঙ্গে যাচ্ছিলাম — পথে কুঞ্জরায় জারোয়ার সিং আমাদের বন্দী করে।

প্র. কানুর লুণ্ঠিত ধনসম্পদ কোথায়?

উ. ভাগনাদিহিতে সৈন্যরা তা লুট করে।

প্র. সিধু-কানু এই ধ্বংসযজ্ঞে কেন মাতেন?

উ. তাঁরা জানেন, আমি জানি না।

আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে বলা হয়, এখন তিনি যা বলবেন, তা নথিভুক্ত করা হবে এবং প্রয়োজনমতো আদালতে তা ব্যবহার করাও হবে। একথা শোনার পরে আত্মপক্ষ সমর্থনে চাঁদ বলেন :

'আমি কাউকে হত্যা করিনি, কোনও কিছু লুটও করিনি। কোনও গ্রাম আমি জ্বালাই নি। রঘুনাথপুরে যেসব সাঁওতাল সৈন্যদের বাধা দিচ্ছিল, আমি তাদের সঙ্গে থাকলেও, ভয়ে সেখান থেকে পালাই। ভাগনাদিহিতে খান সাহেবকে আমার সামনে হত্যা করা হলেও, আমি তা করিনি, বা তা করতে আদেশও দিইনি। সিধু-কানুর নেতৃত্বে যে বিপুল সংখ্যক সাঁওতাল সমবেত হয়, আমি ছিলাম তাদেরই একজন। অম্বা কুর্লাতে মাসখানেক আমি ছিলাম, সেখানেও কাউকে আমি হত্যা করিনি।

চাঁদের বক্তব্য শোনার পর ইডেন বুঝতে পারেন, বার্ড তাঁকে যতখানি নিরপরাধ মনে করছেন, আসলে তিনি তা নন। বিদ্রোহের সঙ্গে চাঁদের যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ পেয়ে ইডেন তাঁকে দায়রায় সোপর্দ করেন। রাজদ্রোহ, সেই সঙ্গে হত্যা, লুণ্ঠন ও হিংসাত্মক কাজকর্মসহ ৭ দফা অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। স্পেশাল কমিশনার এলিয়টের বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। এলিয়ট বলেন, চাঁদ স্বীকার করেছেন, খান সাহেবের নিধনকালে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, রঘুনাথপুরে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধেও তিনি অংশ নেন। রায়দান কালে চাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে এলিয়ট বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ ও জনজীবনের শান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগ ছাড়াও : 'I add, as proven against the Prisoners Kanoo and Chand the additional count of counselling, aiding and abetting the murder of Bhagnadihee, on or about the 5th July 1855 of a Tuhseelder of the Dominkoh, commonly called Khan Sahib and four of his followers. and against the Prisoner Chand, an additional charge of having with an armed mob, trasonably opposed the Govt. troops at Rughoonathpore, date unknown.' এই সব কারণে তিনি চাঁদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় যাবজ্জীবন সাগরপারে সশ্রম নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিদ্রোহী চাঁদের পরবর্তী জীবন কিভাবে কেটেছিল, তা আমাদের জানা নেই।

চাঁদ সম্পর্কে আরও সংবাদের জন্য দ্র.

Judicial Pros. Nos. 82-83, 131, 20.12.1855, No. 105, 14.2.1856.

ভৈরব (১৮৩০[?]—?) পৃ. ১৮১

সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ভৈরবের কীর্তিকাহিনী অনেকটাই তাঁর বিখ্যাত দুই ভাইয়ের পাশে চাপা পড়ে গেছে। নারান মাঝির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ভৈরব — বিদ্রোহ কালে তাঁর বয়স ২৫/২৬ বছর। শোষণ ও অত্যাচার থেকে সাঁওতালদের উদ্ধার করার জন্য সিধু-কানুর পরিকল্পনার অন্যতম শরিক তিনি। বিদ্রোহের প্রাক্কালে সিধু-

কানুরা যে পরোয়ানা প্রচার করেন, তাতে ভৈরবের নামও ছিল। সাঁওতালসমাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁকে ভৈরব ঠাকুর বলে উল্লেখ করা হত। সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনালগ্নে সিধু-কানুর হাতে পাঁচকোঠিতে যখন মহেশ দারোগা ও অন্যান্যরা নিহত হয়, তখন ভৈরব সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুরে সৈন্যদের সঙ্গে সাঁওতালবাহিনীর যে সংঘর্ষ হয়, তাতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ঐ যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর তলপেট এবং পিঠে আঘাত লাগে। আহত অবস্থায় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি ভাগনাদিহিতে আশ্রয় নেন। ভাগনাদিহি আক্রান্ত হলে তিনি ও চাঁদ অন্য দুই ভাইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা দুজনে অম্বা কুর্লায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সন্ধানে সৈন্যবাহিনী চারিদিকে তল্লাসী চালাচ্ছে—অম্বা কুর্লায় থাকাও আর নিরাপদ নয় বিবেচনা করে কানু-চাঁদ-ভৈরব এই তিন ভাই দামোদর পেরিয়ে নিরাপদ কোনও স্থানে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। দামোদর পেরোনোর সময় জারোয়ার সিং-এর তৎপরতায় ২৬ নবেম্বর, ১৮৫৫-য় অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও ধরা পড়েন। ধরা পড়ার পর তাঁকে ওপরবাঁধে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ভৈরব একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, আমি সুবা নই, কোনও যুদ্ধ আমি করিনি, কাউকে হত্যাও করিনি, লুণ্ঠনও নয়। আমার ভাই এবং তাঁর সঙ্গীরা লুটপাট করেন এবং তার কিছু অংশ আমাকে দেন—সেগুলিই আমার কাছে পাওয়া গেছে। সৈন্যদের হাত এড়াতে আমরা হাজারিবাগ পালাচ্ছিলাম—এমন সময় জারোয়ার সিং আমাদের ধরে। ওপরবাঁধ থেকে তাঁকে পাঠানো হয় রানিগঞ্জে। ব্রিগেডিয়ার বার্ড এখানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। করার পর তাঁর মনে হয় বিদ্রোহের সঙ্গে ভৈরবের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই—সে একেবারেই নির্দোষ। সরকারকে একটি চিঠিতে সেকথা জানিয়ে তিনি লেখেন : 'The impression left on my mind regarding the brothers Chand and Bhyro was that they were too young and insignificant (the youngest especially) to have been engaged in the insurrection, indeed Kanoo said such was the fact'. (জুডিসিয়াল প্রসেডিংস নং ৮২, ২০.১২.১৮৫৫)

রানিগঞ্জ থেকে ভৈরবকে সিউড়িতে পাঠানো হয়। এখানে ইডেন তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁকে যেসব প্রশ্ন করা হয়, সেগুলি এইরকম:

প্র. আপনাকে রাজদ্রোহ এবং সেই সঙ্গে হত্যা ও লুণ্ঠনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার কি বলার আছে?

উ. আমি ঠাকুর নই এবং হত্যা ও লুণ্ঠনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কানু এবং সিধু হচ্ছেন ঠাকুর — হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ তাঁরাই করেছেন। লোকে অকারণে আমাকে ঠাকুর বলে। সিধু-কানুর বাড়িতে ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছেন শুনে সেখানে গিয়ে আমি কোনও ঠাকুর দেখতে পাইনি। শুধু দেখলাম, অনেক সাঁওতাল সমবেত হয়েছে। সিধুকে আমি জিজ্ঞাসা করি — এরা কেন এসেছে? তিনি বলেন, ঠাকুরকে দেখতে। আমি আবারও প্রশ্ন করি, ঠাকুর কোথায়? তিনি জানান, ঠাকুর বৃহস্পতিবার আসবেন। ঐদিন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি, কিন্তু বৃথাই। এরপর আমি শিমুলঢপে ফিরে যাই। দশ দিন পরে আবারও ভাগনাদিহিতে আসি — কিন্তু ঠাকুরের দেখা পাই না।

প্র. আপনার ভাই সিধু-কানুর সঙ্গে আপনি কোন কোন গ্রাম লুট করতে গিয়েছিলেন?

উ. আমি কোথাও যাইনি — ভাগনাদিহি থেকে সব লোক সৈন্যদের ভয়ে পালালে আমি অম্বা কুর্লায় চলে যাই।

প্র. সিধু-কানু কতজনকে হত্যা করেছেন?

উ. সিধু প্রথমে দারোগা মহেশ দত্তকে ও কানু একজন ময়রা ও অন্যান্যদের হত্যা করেন। শুনতে পাই জোড়াদিহিতে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এরপর তাঁরা মহেশপুরে সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন—অনেক সাঁওতাল নিহত হয় এবং সিধু-কানু দুজনেই বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে ভাগনাদিহিতে ফিরে আসেন। সেখানে সৈন্যরা হানা দিলে তাঁরা অন্যত্র পালান।

প্র. সিধু-কানু কোথায় কোথায় সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন?

উ. রঘুনাথপুরে তাঁরা যুদ্ধ করেন। এটা আমার শোনা কথা, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না।

আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ভৈরবকে বলা হয়, এখন তিনি যা বলবেন তা নথিভুক্ত হবে—প্রয়োজনে আদালত তা ব্যবহার করতে পারবে। একথা শোনার পরে তিনি বলেন :

'আমি কোন হত্যা বা লুণ্ঠন করিনি এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও নয়। এ কথা সত্য যে মহেশ দারোগা, মানিক চৌধুরী এবং অন্যান্যদের হত্যার সময় আমি বাবুপুর পাঁচকোঠিতে উপস্থিত ছিলাম — কিন্তু এসব দেখে ভয়ে পালাই। ভাগনাদিহিতে আমি মাঝে মধ্যে যেতাম, অম্বা কুর্লায় আমি মাসখানেক ছিলাম। কানু সেখানে ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি থাকতেন অন্য বাড়িতে। খান সাহেবকে হত্যার সময় আমি ভাগনাদিহিতে ছিলাম না। আমার কোনও সাক্ষী নেই।'

ভৈরবের বক্তব্য শোনার পর ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৫৫-য় ইডেন তাঁকে দায়রায় সোপর্দ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ, সেই সঙ্গে হত্যা, লুণ্ঠন ও হিংসাত্মক কাজ সহ মোট ৭ দফা অভিযোগ আনা হয়। ১৮৫৬-র জানুয়ারি মাসে বিচার শুরু হয়। বিচার করেন স্পেশাল কমিশনার ডাবলিউ. এইচ. এলিয়ট। বিচারের ফল ঘোষিত হয় জানুয়ারির মাসের ১৮ তারিখে। এলিয়ট তাঁর রায়ে বলেন, ভৈরব স্বীকার করেছেন যে মহেশ দত্ত ও অন্যান্যদের হত্যার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র ভাগনাদিহিতে ভাইদের কাছে যেতেন। পরে এক মাস তিনি তাঁদের সঙ্গে অম্বা কুর্লায় ছিলেন। সাক্ষ্য প্রমাণ এবং অভিযুক্তদের স্বীকৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে— 'Kanoo and Bhyrab were two of the three leaders of the armed mob at Baboopoor, Panchkotea, by whom on or about the 5th July, 1855, nine persons were wilfully and feloniously murdered, and Kanoo killed Manik Chowdhury with his own hand and that Bhyrab was present counselling, aiding and abetting.' এলিয়ট বলেন, ভৈরবের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ, জনজীবনের শান্তি বিঘ্নিত করা এবং মহেশ দত্ত ও অন্যান্যদের হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তিনি তাঁকে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় যাবজ্জীবন সাগরপারে সশ্রম নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করছেন ('to the imprisoned with labour and irons in transportation beyond sea for life')।

সাঁওতাল বিদ্রোহের এই নেতা জীবনের বাকি দিনগুলি জন্মভূমি থেকে বহুদূরে নির্বাসনে কাটাতে বাধ্য হন।

ভৈরব সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দ্র.

Judicial Pros No. 82, 83, 131, 20.12.1855, No. 205, 14.2.1856.

বাপ্‌রে বাপ্ নিলকরের কি অত্যাচার পৃ. ২৩৬

১৮৫৮ সালের শেষদিকে কলকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস থেকে 'বাপ্‌রে বাপ্ নিলকরের কি অত্যাচার' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি আকারে ছোট, গ্রন্থকারের নাম এতে নেই। এটি বিনামূল্যে বিতরণ করা

হত। বিতরণ করতেন উত্তরপাড়ার দুর্গাদাস চ্যাটার্জি।

পুস্তিকাটির শুরু গান দিয়ে। প্রথমেই পাঁচটি গানের মধ্য দিয়ে নীলকরের অত্যাচার বর্ণিত। এরপর নাটকীয় সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে নীলকরের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। কলকাতা নিবাসী শ্যামচাঁদ ঘোষের সঙ্গে পাবনার গোলোকপুর গ্রাম নিবাসী অবিনাশচন্দ্র দাস ও গোলক জানা নামক দুই ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, নীলকররা কেমনভাবে নীল বুনতে প্রজাদের বাধ্য করে, একবার দাদন নিলে পুরুষানুক্রমে সে টাকা শোধ করতে হয়। নীল ছাড়া অন্য কিছু চাষ করলে সাহেবের লোকজন সব কিছু টেনে ফেলে দিয়ে জমিতে নীল বুনে চলে যায়। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা-না-করা সমান। পুস্তিকাটির একাধিক স্থানে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ প্রসঙ্গ এসেছে। কোনখানেই লেখক রাজবিদ্রোহীদের প্রতি বিরূপতা গোপন করার চেষ্টা করেননি।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই পুস্তিকাটি বাংলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নাটকীয় সংলাপের চেয়ে এই পুস্তিকার গানগুলিই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। রীতিমতো সুর-তাল সহযোগে এগুলি গাওয়া হত। পুস্তিকাটি যাতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। নীল কমিশনে সাক্ষী দিতে এসে নীলচাষ সম্পর্কে দেশবাসীর বিরূপতার নমুনা হিসাবে এর একটি কপি জেমস লং সদস্যদের সামনে পেশ করেন। ১৬ জুলাই, ১৮৬০-এ নীল কমিশনে নীলকরদের প্রতিনিধি ফার্গুসন নন্দনপুর কনসার্নের ম্যানেজার সিবাল্ডকে প্রশ্ন করেন : 'আপনি কি জানেন হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসে ছাপা 'বাপ্‌রে বাপ্! নিলকরের কি অত্যাচার' নামে একটি পুস্তিকা এই জেলায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে?' উত্তরে সিবাল্ড জানান, 'হ্যাঁ, গত দু'বছর যাবৎ এই পুস্তিকাটি নদীয়া জেলার সমস্ত প্রান্তে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।'

ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাটির তেমন কোনও সাহিত্যমূল্য না থাকলেও, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলার কৃষকদের অস্তিত্বরক্ষার সঙ্কটময় মুহূর্তে নীলকরের অত্যাচারের অনাবৃত বিবরণ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এটি প্রজাদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধার প্রেরণা যুগিয়েছিল। অজ্ঞাতনামা এক গ্রন্থকারের এই কৃতিত্ব উপেক্ষা করার মতো নয়।

দুষ্প্রাপ্য এই পুস্তিকাটির কোনও কপি এদেশের কোনও গ্রন্থাগারে নেই। লণ্ডনের ইন্ডিয়া অফিস থেকে এর একটি কপি আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এখানে সেটি পুনর্মুদ্রিত হল :

OPPRESSIONS OF THE INDIGO PLANTERS
বাপ্‌রে বাপ্ নিলকরের কি অত্যাচার॥

গীত
সারি সুর

নিলকরের কি অত্যাচার।
এই নীলে নিলে সকল নিলে এদের নিলে বোঝা ভার॥
ও নিলের দাদন, বিষম বাঁদন, নাহিক নিস্তার,
বেচ্‌লে ভিটে না যায় মিটে, কিবে মিঠে সদ্যাভার॥

ও জোর কোরে বিচ ছড়ায় আগে, ছাড়ায় কর্ম্ম আর,
হোলো না ধান, গেলয়ে মান, প্রাণ বাঁচান হোলো ভার॥
ও সুদে সুদে কেবা সোদে তিন পুরুসের ধার,
বেচলে পাটা, না যায় লেঠা, কতো বেটা গঙ্গা পার॥
হুড়র হো, হুড়র হো, হুড়র হো হো হো॥

রাগিনী মুলতান তাল আড়াখ্যামটা॥

নীলকরেরা কত্তে দেযনা বাস।
যেমন নল নিল গয় গবাক্ষে রাবন রাজার সর্ব্বনাস॥
ভিক্ষে কোরে করে এসে বাস, প্রজার হাড়ে গজায় দুর্ব্বঘাস,
এরা দোহাই দস্তুর নাহি সোনে দেখ ভদ্রাসনে লাগায় চাস॥
দেনা [ ] খেঁচকা বার মাস, যে অবধি হাড়ে থাকে মাস,
এদের দাদন নিলে, দেখায় লিলে, শেয কালে দোয় বনবাস॥

রাগিনী মুলতান তাল আড়াখ্যামটা॥

নীলকরেরা হলো দেসের কাল।
এই ছুচ হয়ে ঢুকেছে এরা শেষ কালেতে হবে ফাল॥
দেখ যত নীলকরের কুটী, সেখান থেকে উঠে ভিরকুটী,
এরা বলে বোষ্‌তে, নাগে চোষ্‌তে, খোষ্‌তে নাগলো প্রজার পাল॥
নালিস করলে শালিস নাজেহাল, মপসলে এরাই যেন সাল,
এই বঙ্গভূমি সাঙ্গ করলে যতগুলো পঙ্গপাল॥

রাগিনী বাহার তাল আড়াখ্যামটা॥

দেখ নীলকরের যে দায়।
যে আদায়, বিসম দায়, হয় দেসের সুমঙ্গল হলে বিদায়॥
ছলেতে সর্ব্বস্ব লোটে, একথা না কোথাও ওটে,
আইন [ ] সুপ্রিম কোর্টে, দেখ রাজা বর্ত্তমানে, প্রজারে মজায়।
জমিদারের উপরি, তাদের চেয়ে আদায় ভারি, কিসে হবে মালগুজারি,
এই নীলে [ ] সম্বরণে দুখ যায়॥

রাগিনী বেহাগ তাল পোস্তা॥

প্রজাদের মন দুখ সুখ বিচার কর মাই লড।
ইণ্ডিগো প্লানটার দেসে [ ] দেশে করেছে ব্যাড॥
কবে পাশ হবে ড্র্যাপ্‌ট, আইন হবে বেলাক অ্যাকট,
কোর্ট জান্‌বেন সব ফ্যাকট, সবজেক্ট করেছে ম্যাড॥
নাহি [ ] উকিল, ছলে বলে করে যে কীল,
কোথায় আর কোরিব আপিল [ ] আলমাইটী গড॥

বাপ্‌রে বাপ্!

বঙ্গীয় নীলকরদিগের কি অত্যাচার!

কলিকাতা নিবাসী শ্যামচাঁদ ঘোষ নামক জনৈক কৃত বিদ্যা যুবা পুরুষ পাবনা জিলার অন্তঃপাতি গোলকপুর নামক গ্রামে কোন কর্ম্মসূত্রে গমন করিয়াছিলেন। যদিচ প্রাগুক্ত গ্রামটী সম্যক্ জনাকীর্ণ বটে কিন্তু প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তিগণের অনবস্থান প্রযুক্ত তাহা তাঁহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একেত প্রিয়তমা ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, ভক্তি ভাজন জনক জননী প্রভৃতির অভিনব বিরহানলে চিত্তক্ষেত্র বিদগ্ধ হইতে ছিল, তাহাতে আবার এতাদৃশ নির্ব্বান্ধব স্থানে উপনীত হওয়াতে বিরহানল দ্বিগুণীভূত হইতে লাগিল। এক দিবস অপরাহ্নে যৎপরোনাস্তি চিত্ত ব্যাকুল হওয়াতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করত সর্ব্বত্রে সর্ব্ব বস্তুতে প্রিয়তম পরমেশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য দূরীভূত করাই বিধেয় এই মনস্থ করিলেন। তিনি তাদৃশ প্রদেশে কখনই গমনাগমন করেন নাই সুতরাং পল্লি মধ্য হইতে কি রূপে রাজবর্ম্মে গমন করিতে হয়, কোন পথে যাইলেই বা নদ নদী প্রভৃতি বহুবিধ নৈসর্গিক কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করিতে পারা যায় কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং তত্রস্থ ব্যক্তি বিশেষের সহায়াবলম্বন করা অতীব প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন। এমত সময়ে অবিনাশচন্দ্র দাস নামধেয় একটী পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া (সানন্দে আহ্বান করত বলিলেন) অবিনাশ বাবু, চল আমরা তোমাদের দেশ দেখ্‌তে যাই বশে২ জালাতন হয়েছি। মন্‌টাও খারাপ হয়েছে কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, চল ভাই চল আর কোন ওজোর শুন্‌বো না।

অবিনাশ। মহাশয় আমিও রাস্তার দিগে যাচ্ছিলুম, আশুন এক সঙ্গেই যাই।

শ্যামচাঁদ বাবু। তবে চলুন্। (এইরূপে পরস্পর নানা কথোপকথন করিতে২ কিয়দ্দূর গমনান্তর ইতস্ততঃ অপূর্ব্ব অনতিউচ্চ নীলগাছ সমূহ দর্শন করত পুলকিত হইয়া অবিনাশ বাবুর প্রতি) অবিনাশ বাবু চতুর্দ্দিকে যে উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র২ বৃক্ষগুলিন দেখিতেছি ইহার নাম কি? আহা! আমি এতদ্রূপ মনোহর শ্যামল বর্ণ কুত্রাপি সন্দর্শন করি নাই। এই গাছ দেখিয়াই যখন আমার এত আনন্দ হইতেছে, নাজানি ইহার ফলই কিরূপ সুমধুর হইবে! জগদীশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, তিনি স্থান ভেদে কত প্রকার আশ্চর্য্য২ বস্তুরই সৃষ্টি করিয়াছেন।

অবিনাশ বাবু। (হাস্য করিয়া) মশাই বলেন কি, ইহার নাম জানেন না! বস্তুতঃ কেমন করেই বা জান্‌বেন, সহরের লোক সদত রাঙ্গা রাস্তায় বেড়ান, রাঙ্গা ধুলা খান, চারিদিকে কেবল গাড়ি ঘোড়া বাড়ি দেখেন বইতো না। পাড়াগাঁর কোন খবর রাখেন না। কোন জিনিশের নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত নন্। মহাশয় একে নীল গাছ বলে। এর কোন রূপ ফল হয় না পাতায় নীল প্রস্তুত হয়। (সহাস্য বদনে) ডাঁটায় এক প্রকার ম্যাওয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্যামচাঁদ বাবু। (সবিস্ময়ে) বলেন কি মহাশয়! একেই নীল গাছ বলে! ইহার পাতা হইতে অত্যুত্তম বহুমূল্য নীল প্রস্তুত হয়! এ আমরা এত দিন জান্‌তুম্ না কি আশ্চর্য্য! থ্যাঙ্ক ইউ। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার ডাটায় কি ম্যাওয়া প্রস্তুত হয় বল্‌বেন্ কি?

অবিনাশ। (প্রিয় সম্ভাষণে কুণ্ঠিত অথচ কৌতুকাবিশিষ্ট হইয়া) মহাশয় অতো শীলতার প্রয়োজন কি, আজ্ঞা করুন বলিতেছি। আপনি কি জানেন না সে ম্যাওয়া যে দিন২ ব্যাবহার করে থাকেন। (হাস্য আস্যে) তাকে কাল বাতাসা বলে।

শ্যামচাঁদ বাবু। কৈ না, কাল বাতাসা কি রোজ খেয়ে থাকি?

অবিনাশ (স্বগত ইহাঁরা বিদ্বান্ লোক বিশেষ সহরে বাস বাল্য কাল পর্য্যন্ত কেবল কালেজ আর ঘর করিয়াছেন

কেতাব ছাড়া এক দণ্ড থাকেন না কেমন করেই বা জান্‌বেন সম্প্রতি পাড়াগাঁয় এসেছেন, এখন সকলি শিক্‌তে হবে) বাবু কিছু মনে করিবেন না, ওটা ঠাট্টা করিলাম কাল বাতাসা খাবার জিনিশ নয়। তাতে তামাক খাওয়া হয়।

শ্যামচাঁদ বাবু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সে যাহাহউক মহাশয় আমিই ঠকেচি কি করি পাড়াগাঁর সকল বিষয়েই অজ্ঞ। মহাশয় এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি সংবাদ পত্রাদিতে স্পষ্ট দেখিয়াছি এবং নানা পুস্তকেও পড়িয়াছি যে বঙ্গ দেশের নীলই এক প্রকার সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। আপনাদের দেশে নীল চাষ অধিক দেখ্‌তেছি অনুমান হয় যে অন্যান্য স্থানের সামান্য কৃষি জীবি প্রজা হইতে এদেশের প্রজা অপেক্ষাকৃত সুখী, আপনি কি বলেন?

অবিনাশ বাবু। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে তাহাই বোধ হয় বটে। কিন্তু মহাশয় এদেশের সরল স্বভাব চাষাদিগের ন্যায় দীনহীন প্রজা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

শ্যামচাঁদ বাবু। (চমৎকৃত হইয়া) সেকি? এই সমুদয় ক্ষেত্রই যাহাদিগের পরিশ্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতাদৃশ পরিশ্রমী প্রজাগণের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবার কারণ কি? অনুমান হয় জমিদার মহাশয়দিগেরই অসম্ভাবিত অত্যাচার তার আর কোন সন্দেহ নাই।

অবিনাশ বাবু। মহাশয় এদেশের জমিদার শিব তুল্য মনুষ্য, প্রজার প্রতি কোন অত্যাচার নাই। তিনি কলিকাতা বাসী সরল লোক কাহার ভালতেও নাই কাহার মন্দতেও নাই। প্রজারা রীতিমত খাজনা দিলেই সন্তুষ্ট। ছেলের বে, মার শ্রাদ্ধ, বাপের সপিণ্ডীকরণ কোন বিষয়ে কোন দৌরাত্ম্য নাই।

শ্যামচাঁদ বাবু। তবে প্রজারা বড় দুঃখি বল্‌ছেন যে তার কারণ কি জমিদার বুঝি জমির খাজনা অধিক করিয়া লন?

অবিনাশ। না মহাশয় অধিকই বা কি করে বল্‌বো। এমন উর্ব্বরা জমির বিঘা প্রতি ৩ টাকা না হয় চারি টাকা খাজনা দিতে হয়।

শ্যামচাঁদ বাবু। যদি জমিদারের অত্যাচারদ্বারা প্রজাগণের দরিদ্রতা বৃদ্ধি না হইয়া থাকে তবে ইহাদিগের এরূপ দুরাবস্থার কারণ কি।

অবিনাশ (চতুর্দ্দিকে চেয়ে কিঞ্চিৎ মৃদুঃস্বরে) মহাশয় কেবল নির্দ্দয় অর্থ পিশাচ নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যই প্রজাদিগের এরূপ দুরাবস্থার এক মাত্র কারণ।

শ্যামচাঁদ বাবু। নীলকর সাহেবদিগের কি অত্যাচার এবং সভয়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া চুপিচুপি এ কথাটা বলবার কারণ কি?

অবিনাশ। মহাশয় নীলকর সাহেবেরা সংপ্রতি কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া নীল ব্যবসাকরণ হেতু কুটী করিয়াছেন কাহারতো আর পৈত্রিক জমি জমা নাই। সুতরাং কতকগুলিন লেটেল রাখিয়া জ্ঞানান্ধ শান্ত স্বভাব প্রজাগণের প্রতি ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক যথোচিত অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের জমাই জমির উপর নীল বুনিয়া যায়, তার পর তাহা প্রস্তুত হইলে স্ববলে কাটিয়া লয় যার জমি তাহার মতামতের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ করে না। তার পর কেঁদে কেটে পড়লে দশ টাকার স্থানে এক টাকা কখন বা তাড়য়ে দেয় কখন বা কয়েদ করে রাখে। মহাশয় এদিক্ ও দিক্ চেয়ে বলবার কারণ এই যদি আমাদের এই কথা সাহেব কোন রূপে টের পায় তাহলে এখনি ধরে নিয়ে যায়, পর নাই অপমান ও অত্যাচার কর্‌বে তারির জন্যে আস্তে২ বলা। মহাশয় আমাদের দুরাবস্থার কথা আর কি বল্‌বো মান্‌ষের শরীর বলিয়াই সহ্য হয় কাটের হলে এত্‌দিন ফেটে যেতো।

শ্যামচাঁদ বাবু। এখানকার প্রজারা কি সাহেবের কাছে নীলের দাদন নেয়?

অবিনাশ। মহাশয় ইচ্ছাপূর্ব্বক দাদন নিলে কি আর রক্ষা থাক্‌তো। নীলকর সাহেবেরা জোর করে চাষাদের আপনার কুটীতে ধরে নিয়ে দাদনের টাকা গছয়ে দেয় নিতে অস্বীকার হলে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দেয় কুটুরি মুদে রাখে, সমস্ত দিনের মধ্যে প্রায় খেতে দেয় না। দাদন না নিলে জোর করে জমিতে নীল বুনে যাবে। এই জন্যে সাত পাচ ভেবে প্রাণের ভয়ে চাষারা টাকা ন্যায়।

শ্যামচাঁদ বাবু। বেস্‌তো বৎসর২ যে পরিমাণে টাকা দাদন দেয় সেই পরিমাণে কেন তারা নীল চাষ করে না।

অবিনাশ বাবু। সেই নির্দ্দয় সাহেবেরা কি বছর২ দাদন দেয়। আপনি সহরের লোক কিছুই জানেন না; বংশের এক জন লোক একবার ১০ কি ১২ টাকা দাদন নিলে তার পুরুষানুক্রমে সে টাকা আর সোধ হয় না অথচ বর্ষে২ নীল চাষ করে সকল নীল সাহেবকে দিতে হয়। নীল চাষের সময় জমিতে আর কোন চাষ কর্‌তে পারে না। চাষ কর্‌লে সব টেনে ফেলে দিয়ে নীল বুনে যায়।

শ্যামচাঁদ। অবিনাশ বাবু বলেন কি! এত অত্যাচার এত দৌরাত্ম্য কি মানুষের প্রতি মানুষে কর্‌তে পারে? (সবিস্ময়ে) হা জগদীশ! মনুষ্যগণ অর্থ লোভে অন্ধ হইয়া হিতাহিতের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে না তুমি যে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বেশ্বর সকল স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া অতি সূক্ষ্মতম বস্তু পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছ লোকে ভ্রমেও তাহা চিন্তা করে না। কেবল অনিত্য ধনাশয়ে ভ্রাতৃ সম জন গণ প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করত জ্ঞান ধর্ম্মকে এক কালে জলাঞ্জলি দিতেছে প্রভো! প্রসন্ন হইয়া ইহাদিগের ধন তৃষ্টা খর্ব্ব করত আমাদিগের স্বদেশস্থ বন্ধুগণকে রক্ষা কর নতুবা আর উপায়ন্তর নাই।

অবিনাশ। বাবু সব শুন্‌লেনতো এখন চলুন চাষা পাড়ায় বেড়াতে গিয়ে চক্ষ কর্ণের বিবাদ ভেঙ্গে আসি।

শ্যামচাঁদ। বেস চলুন মহাশয় এখন বেলাও আছে।

(এই রূপে দুজনে পাড়ার ভিতর কথাবার্ত্তা কইতে২ প্রবেশ করিবা মাত্র কিয়দ্দুর অন্তরে অকস্মাৎ অত্যুচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি আরম্ভ হইল শ্রবণ করত উভয়ে বিস্মিত হইয়া)

শ্যামচাঁদ বাবু। অবিনাশ বাবু ওকি? ওকি? হটাৎ পল্লি মধ্যে এরূপ কান্নার গোল কেন। চল ভাই একটু শীঘ্র করে পাড়ার ভেতর গিয়ে এর কারণ অনুসন্ধান করি!

অবিনাশ। মহাশয় একটু স্থির হয়ে শুনুন্ দেখি কান্নার গোল্‌টা কিরূপ। আমাদের দেশে দুই প্রকার রোদন ধ্বনি হইয়া থাকে একতো গৃহস্থের কোন পরিবারাদি শমন সদনে গমন করিলে কাঁদিয়া থাকে দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ করাল কাল সম নীলকরদিগের দ্বারা ধৃত হওত যমালয় সদৃশ নীলকরদিগের কুটীতে লইয়া গেলেও অবিকল মৃত্যু কান্নাই হইয়া থাকে। অতএব অত্যল্প কাল এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার সংবাদটা জান্‌লে হয় না।

শ্যামচাঁদ বাবু। প্রিয়তম এস্থানে বৃথা অপেক্ষা করা বিহিত নহে চল পল্লি মধ্যে যাইয়া সত্ত্বরে ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করি। যে কারণে হউক না কেন তথায় গমন করত প্রবোধ বাক্যে সেই শোকার্ত্ত পরিবারগণকে সান্ত্বনা করিতে কি হানি আছে। নতুবা নিদারুণ ক্রন্দন ধ্বনিতো আর সহ্য করা যায় না।

অবিনাশ। যে আজ্ঞা মহাশয় তবে চলুন। এই বলিয়া দ্রুত গমন দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যেই সেই অভাগা দীন দরিদ্র কৃষকের পর্ণকুটীর সন্নিধানে উপনীত হওত দেখিলেন। একটী রমণী আলুলায়িত কেশে পাগলিনী প্রায় ভূমিতলে শয়ন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে চারিটী অবগণ্ড শিশু জননীর দুই পার্শ্বে ধরাশায়ী হইয়া করুণ স্বরে বাবা আমাদের ফেলে কোথা গেলিগো আর আমাদের কে খাওয়াবেগো তোকে ছেড়ে কেমন করে ঘরে থাক্‌বো গো। এইরূপে কাকুতি মিনতি করিয়া ক্রন্দন করত অনিবারিত নয়ন নীরে ধরাশয্যা আর্দ্রীভূত করিতেছে

তদ্দর্শনে শ্যামচাঁদ বাবু। (বাষ্পাকুল লোচনে নিকটে যাইয়া দুইটী সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক) কেন বাপু এত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছো। ওটো ওটো এই পয়সা লও চুপ কর চুপ কর। (স্ত্রী লোকের প্রতি, বাছা ওট গো পুত্র গুলিকে সুস্থির কর আহা! এদের কান্না দেখিয়া আমাদের প্রাণ এক বারে বিদীর্ণ হইতেছে। এইরূপে সান্ত্বনা করিতে২ কতকগুলিন কৃষক চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রাদি হইতে সত্ত্বরে তথায় উপস্থিত হইতেছিল তাহারা তাঁহার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থ পিশাচ দুরাত্মাদিগের কর্ম্মচারী বিবেচনা করিয়া পথান্তরে মহাবেগে পালায়ন করিতে লাগিল তদ্দর্শনে অবিনাশ বাবুর প্রতি) বয়স্য। কৃষকগণ পূর্ব্বে এদিকে আসিতেছিল পরে আমাদিগকে দেখিয়া অন্য পথে কেন দ্রুত পলায়ন করিতেছে অনুমান করি আমাদিগকে নীলকরদিগের আমলা বোধ করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। অতএব আপনি এদেশীয় লোক তাহাদিগকে অভয় প্রদান করত আহ্বান করুন দেখি, এবিষয়ের অনুসন্ধান করি।

অবিনাশ। (তাহাদিকে ডাকিবা মাত্রেই কয়েক জন তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে গোলক জানা নামক এক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া তাহার নাম উল্লেক করত) হা হে গোলক তোমার সঙ্গে আর কে।

গোলক। মোশাই কেলো ঘোষ হরে মাইতি, রামা ঘোড়া, হেরো কুতি এরাই কজন আছে।

অবিনাশ। ক্যামন হে আজকের কারণটা কি।

গোলক। (নিকটে যাইয়া চুপি২) মশাই ওখানে জামা জোড়া গায় দাঁড়িয়ে কে?

অবিনাশ। যার ভয় কচ্ছো সে নয়, উনি আমার বন্ধু কলিকাতায় বাড়ি এক জন বড় মানুষের ছেলে এখানে কর্ম্ম কর্‌তে এসেছেন। উনিই তোমাদিগের দুর্দ্দশা দেখে অত্যন্ত কাতর হয়ে আমাকে আজ্‌কের এই বিষয়টা জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্লেন। তাই তোমাদের ডাক্‌লুম।

গোলক। চলুন মশাই বাবুর কাছে যাই। (নিকটে গিয়া অবনত শীরে) বাবু নমস্কার করিগো।

শ্যামচাঁদ বাবু। (প্রতি নমস্কার করিয়া) এসো২ হ্যাঁগো আজ্‌কে নীলকর সাহেব এই বালকদিগের বাপকে কেন ধরে নেগেল তোমরা তার কারণ কি বল্‌তে পার?

গোলক। (অশ্রু পূর্ণ লোচনে) বাবুজি যাকে ধরে নে গ্যাছে সে আমার ভাগ্না তার সবই জানি, আমার ভাগনার দাদা (পিতার পিতা) এই কুটীর এক সাহেবের কাছে ১০ দশ টাকা দাদন নিছ্‌লো তারা সব যখন বেঁচেছিল বছর২ নীল চাষ করে সাহেবের কুটিতে নীল পৌছে দিতো তারা (ক্রমে) মরে গেলে আমার ভাগ্না আজ এক কুড়ি বছর সাহেবকে নীলচাষ করে দিচ্ছে। এবছোর জিনীশ পত্তর বড় মাঙ্গা হওয়াতে সাহেবের দেওয়ানকে দুট্যাকা ঘুশদিয়ে এবার নীল না বুনে অন্য চাষ করে ছেলো। সাহেব টেরপেয়ে সে সব উটয়ে নীল বুনে মোর ভাগনাকে মাস্তে২ বেধে নে গ্যাছে। বাবুজি নীলকর সাহেবের রাজ্যে ঘর করে ধনে প্রাণে মলুম। বারমাস মোরা অদ্দুরকে অদ্দুর বলিনে, বিষ্টিকে বিষ্টি বলিনে দিন রাত্তির খাটি তবু না পাই খেতে না পাই পর্ত্তে নাপাই চারি দণ্ড স্থির হয়ে শুতে। ঘুমুলেও সাহেব স্বপ্নে দেখি ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।

শ্যামচাঁদ বাবু। (স্বগত আহা ইহারা এরূপ জ্ঞানান্ধ যে কার রাজ্যে বাস করিতেছে কিছুই জানে না) গোলক তোমার মুখে এ সকলি তো শুন্‌লাম। এখন কার রাজ্যে বাস করছো বল্লে নীলকর সাহেবদের? তারা রাজা কে বল্লে সামান্য চাষা বৈত না। আমাদের সর্ব্বাচ্ছাদক রাজ পুরুষগণ যে স্থানে বাস করেন নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেরই সেই রাজ্যে ঘর বটে ; রাজত্বের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নাই তোমরা যেমন কোম্পানির প্রজা তারাও তেমনি প্রজা মাত্র, তোমরা কি নীলকর সাহেবদিগকে আমাদিগের রাজপুরুষগণের ন্যায় শ্বেত বর্ণ দেখিয়া রাজা বল্‌তেছো।

গোলক। মশাই ওরা রাজা না হলে কি গাড়ি ঘোড়ায় চড়তে পারে না চক্‌চকে দোতালা তেতালা ঘরে থাক্‌তে পারে না দারগা মেজেষ্টোর সকলে তাদের ভয় করে।

শ্যামচাঁদ বাবু। বাপু ব্যবসা বাণিজ্য কর্‌লে তোমরা যে এমন দুঃখি তোমরা ও হাতী ঘোড়ায় উট্‌তে পার। তোমরা যদি একবার কলিকাতায় যাওতো দেখ্‌তে পাও যে কত কত বাবু ব্যবসা বাণিজ্য করে নীলকর সাহেবরা চক্ষে দেখেনি এমত গাড়ি ঘোড়ায় চড়্‌ছে, কুটেল্‌ সাহেবদের বাড়ির আট গুণো দশগুণো বাড়িতে বাস কর্‌ছে, কত হাজার২ সাহেব তাদের বাড়িতে আসছে। তোমরা যে নীলকর সাহেবদের দেশের রাজা বলছো তারা তাঁদের সঙ্গে দেখা কত্তেও পায় না।

গোলক। আচ্ছা মশাই যদি ওরা রাজাই না হবে, তবে আমাদের মারতে ধর্ত্তে কয়েদ কর্‌তে ঘর বাড়ি বেচে নিতে কেন পারে। যদি ওরাও প্রজা আমরাও প্রজা হতুম তা হলে এত দৌরাত্ম্য কখন কর্‌তে পারতো না।

শ্যামচাঁদ বাবু। ওগো তোমরা জান না দৌরাত্ম্য কর্‌বে মাত্তে ধর্‌তে পারিলেই কি রাজা হয়। তাহলে তো বোমবেটে ডাকাতেরাও রাজা হতে পারে। কারণ তারাও লোককে মারে টাকা কড়ি কেড়ে ন্যায় খুন করে ফেলে।

গোলক। মশাই তারা যে লুকয়ে মারে। আবার দারোগা মেজেষ্টোর দেখ্‌তে পেলে তাদের ধরে নিয়ে কয়েদ করে জরিমানা করে সাজাদেয়। নীলকর সাহেবদের তো দারগা মেজেষ্টোর ধরে নেজেতে পারে না সাজা দিতে পারে না মশাই আর বছোর আমরা সকলে একত্র হয়ে পরামোশো কছিলুম যে সাহেব টাকা দেয় না কিছু না এবার আমরা নীল বুনবো না। মশাই সাহেব তাই টের পেয়ে মোদের জমিতে জোর করে নীল বুনবে বলে দুশো লেটেল এনেছে আমরা তা শুনে জমিতে চাষ দিতে ছিলাম এমন সময় একবার চেয়ে দেখি সাহেব ঘোড়া চড়ে নেটেল সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছে, আমাদের সুদু হাত ভয় পেয়ে সকলেই পালাতে আরম্ভ কর্‌লুম। সাহেব তা দেখে আমাদের মারতে হুকুম দিলে। কি করি কোন উপায় না দেখে ঐ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওপারে না জেতে২ মোশাই লেটেল সকল এসে একবারে নাটি মেরে আমাদের হাত পা ভেঙ্গে দিতে নাগ্‌লো, এবং দুজনকে একবারে খুন করে ফেল্লে। আর গরু নাঙ্গল সকলি কেড়ে নেগেল।

শ্যামচাঁদ বাবু। কেন তোমরা নালিষ কর্‌তে পার নাই?

গোলক। হ্যাঁ মশাই আমাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন দরখাস্ত করেছেলো এবং সেই লাশ পর্য্যন্ত কাছারিতে দাখিল করা হয়েছেল।

শ্যামচাঁদ বাবু। তার হলো কি?

গোলোক। মশাই কিছুই হলো না, নীলকর সাহেব একবার কতকগুলো আপনার লোক নিয়ে কাছারি যাবা মাত্র মেজেষ্টর কেদারা দিলে। লোক গুলো বল্যে প্রজারাই সাহেবের উপর অত্যাচার করেছে, ওরা সাহেবকে মজাবার জন্যে আপনাদের দুটো লোককে নেটেয়ে মেরে খোদাবন্দের কাছারিতে এনেছে, এই কথা শুনে সাহেব আমাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন লোককে কয়েদ কর্‌লে, জরিমানা কর্‌লে সাহেবের কিছুই হলো না। আমরা অনেক কান্দে কাট্‌তে মেজেষ্টার বল্লে সাহেবের বিচার এখানে হবে না, কল্লকেতায় কি "সুপরোন কোর্টে" না কোথায় নালিষ কর্‌তে বল্লে, বাবুজি অবিনাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে উনিও বল্লেন সেখানে নালিষ কর্‌লে কুটেল সাহেবের সাজা হতে পারে। কিন্তু অনেক খরচ, সেখানে নাকি এক দিন একটা উকিল্‌ দিতে গেলে ৩০/৪০ টাকা, কুনসুলি না কি বলে তা দিতে গেলে ৬০/৭০ টাকা লাগে। তিনি বলেন এই মকৰ্দ্দমায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে, কি করি বাবু ৫ টাকা কখন এক জ্যায়গায় দেখিনে সুতরাং মনের আগুণ মনেই মারলুম।

শ্যামচাঁদ বাবু। গোলোক সত্য বটে বিলাতী সাহেবদের মারপিট বিষয়ের নাহক অপরাপর বিষয়ের বিচার

মফসলের মাজিস্ট্রেট ডেপুটী মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি দ্বারা হবার আইন নাই। তারির জন্যে এখানকার কাছারীতে ওদের সাজা হয় নাই।

গোলোক। মশাই তাতেই তো বোধ হয় ওরা আমাদের মত প্রেজা নয়। সকল প্রেজাই রাজার সমান স্নেহের পাত্তোর। ওরা যদি আমাদের মোতোন প্রেজা হতো, তবে যেমন, কি গরিব কি বড়মানুষ সকল বাঙ্গালি কুকর্ম্ম করলেই এক রকম সাজা পায় ওদেরও তেমনি হতো। বাপ যেমন সকল ছেলেকে সোমান ভালবাসে, সকলকে সোমান সুখী কর্তে চেষ্টা পায় রাজার তো তেমনি সকল প্রেজাকে এক রকম ভালবাসা উচিত?

শ্যামচাঁদ বাবু। গোলোক, আমাদের রাজপুরুষেরাও সকল প্রজাকেই সমান স্নেহ করেন, তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের মধ্যে ঐ আইন প্রচলিত হয়ে আস্‌ছে এজন্যে শীঘ্র ওটাতে পারেন্ নাই। যদি আমাদের ভাল না বাসতেন "তবে ব্ল্যাক এ্যাক্‌ট" জারী করবার জন্যে কি এত কারখানা হতো। বিশেষতঃ এতদিন পর্য্যন্ত বেলাতের ওচা নীলকর সাহেব গুলো যে প্রজাদের প্রতি এত দৌরাত্ম্য কর্‌তো তারা তা স্পষ্ট জানতেন না। তাঁরা সকল স্থানে যেমন জজমাজেষ্টর দারগা নিযুক্ত করেছেন তোমাদের এখানেও তেমনি করেছেন। তবে নীলকরগুলো তাদের সঙ্গে ভাব করে এখানে যে যা ইচ্ছা তাই কর্‌ছে এবং বোনগাঁয়ে যে শ্যাল রাজা হয়ে একে মার্‌চে ওকে ধর্‌চে তাকে কাট্‌চে তাকি গবর্ণর প্রভৃতি সাহেবরা এত দিন জান্‌তেন্। তাঁরা জানলে কোন্‌কালে এ আইন উটে যেতো। আজ কাল চার্‌দিকে খবরের কাগজ হওয়াতে সকল কথাই তাঁদের কানে উঠ্‌ছে। তাঁরা এখন তোমাদের সকল যাতনাই জান্‌তে পেরেছেন। এই এক সর্ব্বনেশে যুদ্ধ ঘটেছে বলেই কিছু হচ্চে না, নাহলে তোমাদের দুঃখ কোন কালে দূর হয়ে যেতো। এখন জগদীশ্বর প্রসাদাৎ সমরানল নির্ব্বাণ হলেই ব্ল্যাকএ্যাকট জারী হয়। বিশেষতঃ যিনি এখন আমাদের দেশের গবর্ণর, তাঁকে সাক্ষাৎ শিব বল্লে হয়। তিনি প্রজাগণকে আপনার ছেলে অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। তাঁর এতে খুব যত্ন আছে।

গোলোক প্রভৃতি কৃষকগণ (যুদ্ধানল নির্ব্বাণ হইলেই তাদের দুঃখ যাবে এবং গবর্ণর সাহেব প্রজাপ্রতি অনুকূল্) শুনিয়া, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের গবর্ণর সাহেবকে বাচয়ে রাখ। তিনি আমাদের মত অনাথ প্রজাগণের দুঃখ দুর কর্‌তে প্রাণ পর্য্যন্ত পোন করেছেন তুমি তাঁকে ধোনে পুতে বাড়াও। আহা! এমন দিন আবার হবে যে আমরা আপনার আপনার জমিতে যা ইচ্ছা তাই বুনবো, কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, মার্‌তে পারবে না (তদনন্তর শ্যামচাঁদ বাবুর সম্মুখে গলবস্ত্রে নমস্কার করিয়া) [...] আপনি যেমন আমাদের আজ্‌কে সুখি কর্‌লেন পরমেশ্বর আপনাকে এমনি সুখী রোজ করুন, আমারা ছোট লোক আর কি বল্‌বো আপনার সোনার দোৎ কলম হোক্। রাজা হন!

শ্যামচাঁদ বাবু। গোলোক তোমরা আর একটা খবর শুনেছ? নীলকর গুলো তোমাদের এতো করেও সন্তুষ্ট নয়। সেদিন শুন্‌লাম তারা নাকি দাদন দেবার এবং দাদনের টাকা আদায় করবার জন্যে যাতে এক আইন প্রস্তুত হয় এ কারণ কোম্পানিতে এক দরখাস্ত করেছে কিন্তু বাবু তার সত্য মিথ্যে বল্‌তে পারিনে, আমার শোনা কথা। শুন্‌লাম এখন নাকি অনেক স্থানে জজ মাজিষ্টর দারগা বড় কড়া হয়েছে সুতরাং কোন প্রজাকে মিছামিছি মার্‌তে ধর্‌তে পারে না জোর করে ফসল নষ্ট করতেও সাহসী হয় না, একটা আইন হলে যা খুসি তাই হবে, এক জনের দেনায় পাড়ার ঘর বাড়ি ব্যাচে তারির চেষ্টা পাচ্চে।

গোলোক। মশাই তা হলে তো প্রাণে বাঁচা ভার হবে। এখন যে বেআইনে বছর২ কতশত প্রেজা ঘর্ দোর্ ফেলে ছুটে পালাচ্চে। এর আবার আইন হলে যে কি হবে তা বলা যায় না।

শ্যামচাঁদ বাবু। গোলোক তার জন্যে তোমাদের বড় ভাব্‌তে হবে না, আমাদের রাজপুরুষগণ তো পক্ষপাতি

অজ্ঞান অথবা নির্দয় নন, যে অল্প সংখ্যক্ লোকের সুখের নিমিত্তে সহস্র২ কোটি২ নির্দ্দোষি শান্ত স্বভাব প্রজাগণকে এক কালে দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ কর্‌বেন। বিশেষতঃ আমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর রাজবিদ্রোহে অসংলিপ্ত দেখিয়া আমাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক স্নেহ হইয়াছে, যাতে আমাদের ভাল হয় তাই তাঁরা চেষ্টা কর্‌ছেন। তাঁরাতো আর নীলকর সাহেব নন যে লোকের সর্ব্বনাশ করে আপনারা বড় মানুষ হবেন। আর শুনেছ? রাজপুরুষগণকে আমাদের প্রতি সম্যক স্নেহবান দেখে যাতে আমরা তাদের অপ্রিয় হই নীলকর সাহেবেরা তাই কর্‌ছে।

গোলক। তারা কি করেছে মশাই!

শ্যামচাঁদ বাবু। তোমরা কি তার কিছু শোননি? তারা কত খবরের কাগজে এমন লিখ্‌চে যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এখন যে চেষ্টা হচ্চে বাঙ্গালিরাই এযুদ্ধ উপস্থিত কর্‌বার প্রধান কারণ। তারা লেখা পড়া শিখে যাতে কোম্পানির অমঙ্গল হয় এমন চেষ্টা কর্‌ছে, এই রকম কত কথা বল্‌ছে, কখন বলে কি বাঙ্গালিদের ঐ উচ্চপদ দেওয়া উচিত নয়, তাদের লেখা পড়া শেখান অকর্ত্তব্য, সকল বাঙ্গালিকে একেবারে কেটে ফেল্লেই যুদ্ধ চুকে যায়। এইরূপ পাগলের মত কত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন কর্‌তে আমাদের রাজপুরুষগণকে অনুরোধ করেছিল। তাঁরা তাতে কর্ণপাতও করেন নাই বলে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে কোম্পানি হস্তে রাজ্য অধিকার রাখা কর্ত্তব্য নয়, তাঁরা প্রজা শাসনে নিতান্ত অপটু, তাঁহাদিগের শাসন অপটুতাতে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে এই বলে আবার বিলাতে এক দরখাস্ত করেছেলো বিলাতের সাহেবরাও তাহাদিগের কথা গ্রাহ্য করেন নাই। বরং তাদের ধূর্ত্তপনার বিশেষ পরিচয় পেয়েছেন।

গোলোক। মশাই পরমেশ্বর আছেন আজো রাত দিন, জোয়ার ভাটা হচ্চে দুষ্ট লোকের দুষ্টমি আর কতকাল লুক্‌য়ে থাকবে। 'বেশ হয়েছে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল মোশা মার্‌তে গালে চড়্।' যেমন বাঙ্গালি দুষ্ট, বাঙ্গালি অভদ্দোর বল্‌তে গেছলেন তেমনি তাঁদের কাছে তারাই অভদ্র হয়েছেন। হবে না কেন চাঁদের গায়ে থুতু ফেল্‌তে আপনার গায় পড়ে, পরের মোন্দ কর্‌তে গেলে আপনার মোন্দ আগু হয়। মশাই একবার নষ্টামি দেখুন দেখি? এই যে এদেশে কত হাজার২ সাহেব কতপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য কর্‌ছে অক্লেশে প্রেজা লোকও জিনিস্ পত্তর দিয়ে টাকা নিচ্চে, কারুর চোঁশব্দটী নাই। মশাই ভালর ভাল সর্ব্বঠাই দেখুন কত সাহেবেরা ঝাড়া হাত পায় কোল্‌কেতায় এসে আপনার গুণে বাবু লোকের সঙ্গে ভাবসাব করে কেমন হাউস্ করেচে, কারখানা করচে কত লোক প্রতিপালন করচে, গাড়ি চড়্‌চে ঘোড়ায় উঠছে অতি অল্পদিন মধ্যে গাদা গাদা টাকা জময়ে বেলাত যাচ্ছে। এদের দেখুন চিরকালই এক দশা। প্রজা মেরে, বাড়ি লুটে, লাটী ধরে নানা উঞ্চোবিত্তি করে যা দশ টাকা জমায় তেমনি পাপের ধোন প্রাশ্‌চিত্তে যায়। বারমাস নানা মামলা মকদ্দমায় এক পয়সাও থাকে না।

(অবিনাশ বাবুর প্রেবশ)

অবিনাশ। শ্যামচাঁদ বাবু কথা কইতে২ রাত্‌টেও অনেক হলো, সুমুক্ অন্ধকার চলুন এখন যাই। পরে যখন আপনার এখানে থাকা হলো তখন এদের সঙ্গে রোজ রোজই দেখা হবে। আর আমিও ব্ল্যাকএ্যাক্ট্ প্রচার বিষয়ক অনেক সংবাদ এক দিন ওদের কাছে বলে ছিলাম, তা শুনে ওরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হওয়াতে ওদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ব্ল্যাকএ্যাক্ট বিষয়ে দু তিনটে গানও বেঁধে দিছি। মহাশয় ওরা পাঁচ জন একত্র হয়ে সেই গীত এমন করুণ স্বরে গায়, যে শুনিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিদিগেরও অশ্রুপাত হইতে থাকে।

শ্যামচাঁদ বাবু। হাঁ মহাশয় রাত্রিও অধিক হয়েছে বটে তবে চলুন্ কিন্তু একবার আপনার রচিত গান কটা শুন্‌বো না?

অবিনাশ। মহাশয় আপনার সম্মুখে ওরা লজ্জায় গাইতে পার্‌বে না। আমি ইশারা করে দিচ্চি পথে যেতে২ বেশ গাইবে, আমরাও ওদের পশ্চাৎ২ যেতে২ শুন্তে পাব এখন।

শ্যামচাঁদ বাবু। ইহাই সুপরামর্শ বটে। অতএব এখন উহাদিগকে বলে চল যাই।

(গোলোকে আহ্বান করত)

গোলোক। কথায়২ রাত্‌টে অধিক হয়ে গেল! বাসাও এখান থেকে অধিক দূর, তবে তোমরা আজ এসো। তোমাদের এ দুঃখ কখনই থাক্‌বে না। এখন আমাদিগের সৌভাগ্য ক্রমে লর্ডক্যানিং সাহেব সুস্থ শরীরে এদেশে কিছু দিন থাক্‌লে হয়। আর দিনকতক চুপ করে থাক, লড়াই চুকে গেলেই তোমাদের এযন্ত্রণা ও চুক্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই।

গোলোক। যে আজ্ঞা বাবু যেন সময়ে২ শ্রীচরণ দেখতে পাই।

শ্যামচাঁদ বাবু। ওগো যখন তোমাদের দেশে থাক্‌তে হলো তখন দেখা শুনা হবে বইকি তবে আজ এসো।

(গোলোক ও অন্যান্য কৃষকগণ কিয়দ্দুর গমন করত ইঙ্গিত মতে ললিত প্রভৃতি রাগিনীতে গানারম্ভ করিল)

রাগিনী ললিত তাল আড়া।

সদা নীলকর নিকরে করে জালাতন।
ধন প্রাণ জাতি মান হইল ক্রমে নিধন॥
শয়নে কিবা স্বপনে, সদনে অথবা বনে,
থাকিতে সুস্থির মনে, নাহি পারি একক্ষণ।
নিশিতে মুদিলে আঁখি, ভ্রমে শ্বেত রূপ দেখি,
সভয়ে জীবন পাখী, করে পলায়ন।
বিষম যন্ত্রণানলে, মনপ্রাণ সদা জ্বলে,
কাল অনুকূল হলে, জুড়ায় জীবন॥১॥

রাগিনী বিভাষ ভাল আড়া।

কি সুসংবাদ আজি করিলাম শ্রবণ।
অকারণ প্রজাগণ হবে না আর নিধন॥
শ্বেত নীলকর্, সর্ব্ব, হবে নাকি হত গর্ব্ব,
সুখী হবে প্রজাবর্গ, সর্ব্বত্রে এখন।
রাজ কূল কৃপাকরি, "ব্ল্যাকএ্যাকট্ রূপবারি,
প্রজা দুঃখানলোপরি, করিবে নাকি বর্ষণ,
সুদিন উদয় হবে, এ বিষম ক্লেশ যাবে,
সকলে সুস্থির রবে, লয়ে দারা পুত্রগণ।২॥

রাগিনী জঙ্গলা তাল মধ্যমান।

রে দুর্জ্জয় সমর হুতাশন।
কেন আইলি ভারত ভূমে বলরে এখন॥
কি ছিলরে অপরাধ, সাধিতে বিষম বাদ,
ঘটাইলি এ প্রমাদ, রোষভরে অকারণ।
করাল বদন মেলি, ধন প্রাণ সব খেলি,
"ব্ল্যাকএ্যাকটে" বাধা দিলি, বধিতে প্রজাজীবন।

তথাচ তব রসনা, পরিতৃপ্ত হইল না,
আর্যোকি আছে বাসনা, জানিনে কেমন॥
নত শিরে পায়ে ধরি, প্রজা প্রতি কৃপাকরি,
যদ্ধানল ত্বরা কবি, কররে প্রস্থান।
সহিতে পারিনে দুঃখ, বিদীর্ণ হতেছে বুক,
তুই গেলে হবে সুখ, করেছি শ্রবণ।৩॥

শ্যামচাঁদ বাবু। (সবিস্ময়ে অবিনাশ বাবুর প্রতি) প্রিয়তম ধন্য২ এমন মনোহর সংগীত তো আমি কখন শ্রবণ করি নাই। এই সংগীতচ্ছলে কৃষকগণের দুরাবস্থার প্রকৃত বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

হে দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ! বঙ্গীয় দীনহীন প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ যন্ত্রণা সন্দর্শন করিয়া তোমাদিগের পাষাণ সমসুকঠিন হৃদয়ে কি করুণা রসের আবির্ভাব হয় না? তাহাদিগের যন্ত্রণাপরিশুষ্ক কণ্ঠ নিঃসৃত সকরুণ আত্মনাদ শ্রবণ বিষয়ে তোমাদিগের কর্ণ কি এককালে বধির হইয়া রহিয়াছে? আর কতকাল আলস্য শয্যায় শয়ন করত পরম স্নেহাস্পদ বঙ্গীয় অনাথ প্রজাগণের অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণালনল প্রদীপ্ত করিবে? আর কত দিন ঐশ্বর্য্য মদে প্রমত্ত হইয়া জন্মভূমির অসম্ভাবিত অনিষ্ট সাধন করিবে, আর কত কাল এক জননী গর্ভজাত ভ্রাতৃবর্গের অনুপম ক্লেশাবলোকন করিয়া অবিচলিত চিত্তে কালাতিপাত করত মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিবে? তোমাদিগের আবাস নিকেতনের চতুস্পার্শ্বেই যে কত সহস্র২ ব্যক্তি প্রকৃত বিজ্ঞান জ্যোতিঃ বিরহে দিন২ বিপিন বিহারি পশুভাব প্রাপ্ত হইতেছে, কতশত ঋজু স্বভাব কৃষকগণ অর্থপিশাচ ব্যক্তিগণের যৎপরোনাস্তি অত্যাচারদ্বারা কালক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অন্নাভাবে কৃতান্ত সদনে গমন করিতেছে? কত অসংখ্য২ দীন দরিদ্র ব্যক্তি দিবা রাত্র সপরিবারে সমভাবে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করত শ্রমার্জিত রত্নরাশি কতিপয় মনুষ্যের প্রজ্বলিত লোভানলে আহুতি সংপ্রদান করিয়া আজন্মের মত দুঃখ দাবানলে বিদগ্ধ হইতেছে। অহর্নিশি এতাবৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াও যদি হে বঙ্গীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ! তোমাদিগের চির নিদ্রিত বৃত্তিনিচয় উত্তেজিত না হয়, তবে আর—কোন কালেই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবেক না এদেশের অবনত মস্তক আর কখনই উন্নত হইবেক না—এদেশের প্রজাপুঞ্জের চিরদুঃখ পরিহারার্থে তোমরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা না কর, তবে আর কাহার দ্বারা এই মহৎ ব্যাপার নিষ্পাদিত হইবে, কেবা আর প্রাণপণে আমাদিগের চিরদুঃখিনী জননীর নেত্র বিগলিত অনিবারিত অশ্রুজল মোচন করিবে?

জন্মভূমির এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা, ভ্রাতৃবর্গের এবম্প্রকার অসহ্য অসম্ভাবিত ক্লেশ সত্ত্বে শোভনতম অট্টালিকায় অধিবাস, সুচিক্কন যান বাহনে পরিভ্রমণ, সুরম্য উদ্যান বিহারে পদক্ষেপণ, সর্ব্বক্ষণ বহুমূল্য বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখদ দ্রব্য পরিসেবন করত নিশ্চিন্ত্য চিত্তে কালযাপন করিতে কি মনে লজ্জার উদয় হয় না? যদবধি না তোমরা জন্মভূমির দুঃখ নিবারণ এবং দেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সুখোন্নতি সাধন বিষয়ে যত্নবান হও, তদবধি তোমাদিগের শ্রমার্জ্জিত বিষয় বিভবের ঘোরতর আড়ম্বর বিলাস নিকেতনের অসদৃশ সৌন্দর্য্য, মৃত্তিকা প্রোথিত শুক্তিকা খণ্ডের সুচারু প্রভা অথবা নির্গন্ধ পুষ্পের মনোহর কান্তি সদৃশ নিতান্তই অসার ও অকিঞ্চৎকর পদার্থ মধ্যে পরিগণ্য হইবেক

প্রত্যক্ষপিতৃ সম কৃপাপূর্ণ রাজপুরুষগণ তো তোমাদিগের সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক সুঃখ সাধন হেতু কি অপরিমেয় অর্থব্যয়, কি অসামান্য শারীরিক পরিশ্রম, কি সাধ্যাতিরিক্ত মন চালনা কোন বিষয়েই কৃপণতা করেন নাই, সকলই অম্লান বদনে স্বীকার করিতেছেন। তোমরা যদি ঐকান্তিক চিত্তে তাঁহাদিগের সন্নিধানে জননী স্বরূপা জন্মভূমির এতাদৃশ দুর্দ্দশা এবং জ্ঞানান্ধ সহোদরগণেব এবম্ভুত যন্ত্রণা বিহিত বিধানে ব্যক্ত কর, যাহা হইলে তাঁহারা

অবশ্যাই বির প্রণয়িনী পতিপ্রাণা পরিনীতা প্রয়সীর অকৃত্রিম প্রণয়ানুরোধে এবং চিরশান্ত বঙ্গীয় পুত্রগণের অনুপম অবিচলিত ভক্তি ও শ্রদ্ধাগুণে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইয়া প্রদর্শিত দুঃখ নিবারণ এবং সুখোন্নতি সম্পাদনে অপেক্ষাকৃত যত্নবান হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই!!!

সিলেকশনস ফ্রম পেপার্স অন ইন্ডিগো কালটিভেশন ইন বেঙ্গল, বাই এ রায়ট পৃ ২৩৭

নীলচাষের স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বউবাজারের স্ট্যানহোপ প্রেস থেকে 'সিলেকশনস ফ্রম পেপার্স অন ইন্ডিগো কালটিভেশন ইন বেঙগল' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর সংকলক যে একজন দেশীয় ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ৮৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে নীলচাষ সম্পর্কে 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইংলিশম্যান', 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', 'ঢাকা নিউজ' ইত্যাদি পত্রিকার মতামত ছাড়াও, মিশনরি কনফারেন্সের রিপোর্টের কিছু অংশ ও বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের রিপোর্টের অংশবিশেষ সংকলন করা হয়েছে। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট বাদে বইটি ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভূমিকায় নীলকর ও নীলচাষের কথা বলতে গিয়ে সংকলক লিখেছেন, '...the Indigo Planter by reason of his coercive and oppressive acts, is extremely unpopular with the community, that his own countrymen and missionaries denounce his doings and dealings, and that the adminstrators of the country trace in his conduct the evils of western plantation. The system which he has adopted for success in Indigo is clearly based on fraud and oppression, and his trade, as his own missionary tells the world, is actually stained with blood. Whatever may be his social virtues, he is held in standing terror by the population among whom he takes up his quarter.' নীলচাষের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার জন্য সংকলক একটি অফিসিয়াল কমিশন অফ এনকোয়ারি গঠনের প্রস্তাব করেন।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইটি নীলকর ও নীলকর দরদীদের আক্রমণের বস্তু হয়ে ওঠে।

রেভারেন্ড বমওয়েচ (১৮২০—১৯০৫) পৃ. ২৯৯

১৮২০-তে জার্মানির উইটেনবুর্গ প্রদেশের স্বর্ণদর্ফ সহরে জন্ম। চার্চ মিশন সোসাইটির কাজ করার জন্য ১৮৪৬-এ বাংলাদেশে আসেন। বর্ধমানে বছর দুয়েক থাকার পর, নদীয়া হয় তাঁর কর্মস্থল। এদেশে আসার পর যত্নের সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বাইবেল অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫০-এ নদীয়া জেলার শোলুয়া মিশনে তাঁর উদ্যোগে একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। চার্চ মিশন সোসাইটির এই স্কুলটিতে বর্ধমান, কলকাতা, ঠাকুরপুকুর, কৃষ্ণনগর, চাপড়া, কাপাসডাঙা, বল্লভপুর, রত্নপুর প্রভৃতি স্থান থেকে ছাত্ররা আসত। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এই ট্রেনিং স্কুলটি শান্তিপুরে স্থানান্তরিত হয়।

শান্তিপুরে অবস্থানকালে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়াও বমওয়েচ জার্মান, গ্রিক, লাটিন, হিব্রু ও ইংরেজি ভাষা জানতেন।

নদীয়ায় অবস্থানকালে তিনি একজন বাঙালি খ্রিস্টান স্কুল-শিক্ষিকাকে বিবাহ করেন। অল্পদিনের মধ্যে সব দিক দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বমওয়েচের যোগ্য সহধর্মিণী।

শোলুয়া মিশনে থাকাকালীন নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। মিশনের আশপাশের গ্রামবাসীরা নীলকরের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর অনুরোধ নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়।

গ্রামবাসীদের কথা শুনে নীল-চাষ পদ্ধতি যে জবরদস্তিমূলক এবং নীলের দাদন একবার নিলে তা যে পুরুষানুক্রমে চলে তা তিনি বুঝতে পারেন। নীলচাষ করা প্রজাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁদের জানান, প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষ করানোর মতো কোনও আইন সরকারের নেই। বমওয়েচের প্রজাদরদী ভূমিকা নীলকরদের ভালো লাগেনি। নানা অভিযোগে নীলকররা বমওয়েচকে অভিযুক্ত করে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি তখন 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' সম্পাদককে চিঠি লেখেন। চিঠিটির ছত্রে ছত্রে নীল চাষীদের করুণ অবস্থা চিত্রিত।

চিঠিটি প্রকাশের পর নীলকরদের আক্রমণ সমস্ত শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক ও রেভারেন্ড ব্লুমহার্ডকে লেখা দুটি চিঠিতে জেমস ফারলং বমওয়েচকে মিথ্যাবাদী, সম্পূর্ণ সৌজন্যবোধহীন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে তাঁর আচরণে ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করেন। এই পরিস্থিতিতে বমওয়েচ 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এ একাধিক পত্রে কোন পরিস্থিতিতে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীদের সমর্থনে তিনি এগিয়ে এসেছেন তা জানান। নীলকরদের কাজকর্মের এইরকম অনাবৃত উন্মোচন নীলকর এবং নীলকর-দরদী পত্রিকাগুলির ভাল লাগেনি। সেই কারণে একেবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে আক্রমণ করা হতে থাকে। বমওয়েচ একজন বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছেন বলে একজন তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। তিনি জার্মান এই অপরাধে আর একজন তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করে। ১৮ জুন, ১৮৬০-এ 'ইংলিশম্যান' মন্তব্য করে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কোনও অধিকার তাঁর নেই। 'ঢাকা নিউজ' বমওয়েচকে 'Political Missionary', 'Wicked Missionary', 'Father of Lies' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে। তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রজা খেপানোর অভিযোগও আনা হয়। গায়ের জ্বালা মেটানোর জন্য নীলকররা তাঁর কুশপুত্তলিকা তৈরি করে তার ওপর গুলি চালাতে থাকে। তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার চক্রান্তও করা হয়।

তাঁর জীবনী থেকে জানতে পারি 'নদীয়া জেলার ডবরপাড়া ও আনন্দবাস প্রভৃতি গ্রামের বিশেষ বিশেষ নামলব্ধ লোককে নীলকরপক্ষীয় লোকেরা গ্রেপ্তার করিয়া কুঠী কুঠী চালান দিয়া তাহাদিগকে (গোপন) করে ও নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, গ্রামস্থ বিপদগ্রস্ত লোকেরা পাদ্রী বমওয়েচ্ সাহেবকে সমাচার দেওয়াতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে মুক্ত করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে প্রধানতঃ ডবরপাড়া নিবাসী (আনন্দী) মণ্ডল পরিগণিত। নীলকর মহাপ্রভুরা জাতক্রোধ হইয়া বমওয়েচ সাহেবকে কোন প্রকারে বিনষ্ট করিবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল। প্রায় ২/৩ মাস প্রতি রাত্রিতে নীলকর পক্ষীয় ২/৩ শত লাঠিয়াল, মশাল জ্বালাইয়া শোলুয়া মিশনের সম্মুখ দিয়া বমওয়েচ সাহেবকে ধরিবার জন্য গমনাগমন করিত। আশ্চর্য্যের বিষয়! শোলুয়া মিশনের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রহরী চৌকীদার সকল বল্লম ও বহুল তীর ধনুক লইয়া বহু সতর্কতা সহকারে শোলুয়া মিশন বাটী পাহারা দিত। আমরাও সময়ে সময়ে তাহাদের প্রদত্ত সড়কী বাণ লইয়া আমোদভাবে তাহাদের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতাম। প্রহরী চৌকীদার সকলে সুসজ্জিত হইয়া বমওয়েচ সাহেবের কাছে আসিয়া প্রধান প্রহরী গোবিন্দপুর নিবাসী ভীমাকার মুলুকচাঁদ সর্ব্বদা বলিত, "সাহেব মহাশয়! আপনকার কোন ভয় করিবার দরকার নাই, আমরা থাকিতে আপনকার কেহ কিছু করিতে পারিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

তাঁর ওপরে আক্রমণের আশঙ্কার কথা নীল কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে বমওয়েচ নিজের মুখেও বলেন।

শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, সহরবাসী শিক্ষিত মানুষরাও বমওয়েচের ভূমিকাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এক পত্রলেখক লিখলেন, যে অদম্য উৎসাহের সঙ্গে একজন জার্মান মিশনারি নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাপক্ষ সমর্থন করছেন তা উল্লেখ করতেও গর্ব হয়। প্রজাস্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি তাঁর জীবন এবং যথাসর্বস্ব সমর্পণে ইচ্ছুক।

নীল কমিশন গঠিত হবার পর কমিশনের সামনে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ১৮৬০-এর ৩১ মে ও ১ জুন এই দুদিন তিনি সাক্ষ্য দেন। নীলচাষ সম্পর্কে প্রজাদের মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, বিভিন্ন রকম অত্যাচারের জন্য প্রজারা সর্বান্তঃকরণে নীলচাষকে অপছন্দ এমনকি ঘৃণা করে। কি ধরনের অত্যাচার করে নীলকররা প্রজাদের দাদন নিতে বাধ্য করে তার বিবরণও তিনি কমিশনকে দেন। স্নানের ঘাট থেকে নারী অপহরণের একটি ঘটনাও তিনি কমিশনের গোচরে আনেন। পুলিশ দারোগারা যে নীলকরকে সমঝে চলে তাও তিনি কমিশনকে ব্যাখ্যা করেন। নীলকরদের অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে লিখে এবং নীল কমিশনের সামনে তুলে ধরেই বমওয়েচ ক্ষান্ত হননি। নীলকরের অত্যাচার কাহিনী জেমস লং-এর গোচরে আনার জন্য কয়েকজন নির্যাতিত কৃষককে চিঠি লিখে তিনি লং-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। নীলকরদের কার্যকলাপের ফলে মিশনারিদের প্রচারকার্য কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে তা চার্চ মিশনারি সোসাইটির সদর দপ্তরে জানাতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'We are surrounded in large number by those on account of whom the name of Jesus is blasphemed among the heathen and only self righteous blind Christian (Pharisees) ever fail to see how by those our work is almost completely thwarted.'

বমওয়েচের এই সব কার্যকলাপ যে নীলকরদের ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল তা আগেই বলেছি। নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে এসে জেমস ফারলং তাই বমওয়েচকে সরাসরি অভিযুক্ত করে বলেন যে তিনি 'Openly preached a crusade against indigo planting and planters, and fomented a bad feeling on the part of the ryots towards the planters in every way in his power.'

নীল বিদ্রোহের আগুন নিভে যাবার কিছু দিন পরে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ট্রেনিং স্কুলের দায়িত্ব ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার শিক্ষিত সমাজে খ্রিষ্টমহিমা প্রচার করার জন্য তিনি কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের হেদুয়া সিমলা মিশনের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত মতবিরোধের জন্য তিনি চার্চ থেকে পদত্যাগ করেন। এর কয়েক বছর পরে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী এই মানুষটি স্বভাবগুণে বাঙালিসমাজের বিশিষ্ট মানুষদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, লালবিহারী দে প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী এই মানুষটি বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বই মন দিয়ে পড়তেন। 'ভারতী', 'সুলভ সমাচার', 'সময়', 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকার তিনি ছিলেন নিবিষ্ট পাঠক। বেদ-উপনিষদ, ভগবত গীতাও তিনি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। কয়েক বছরের পরিশ্রমে তিনি সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট বাংলায় অনুবাদ করেন। শিশুপাঠ্য কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেন। এগুলির মধ্যে '১ম পাঠ। ধ্বনিধারা', '২য় পাঠ। ধ্বনিধারা', 'শিশুর প্রথম পাঠনা পুস্তক' (কলকাতা, ১৮৬২) ও 'পাঠনা প্রণালীর প্রদর্শিকা' (কলকাতা, ১৮৬৩) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রজনীকান্ত বিশ্বাস সম্পাদিত 'বাঙালি খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকা'য় তাঁর বেশ

কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। বাংলায় কয়েকটি খ্রিস্টসঙ্গীতও তিনি রচনা করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১ নবেম্বর ৮৬ বছর বয়সে কলকাতা সহরে বমওয়েচের মৃত্যু হয়।

কৃষক-দরদী, বাংলা সাহিত্য অনুরাগী এই মানুষটিকে এই সহরেই সমাধিস্থ করা হয়।

বমওয়েচ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দ্র.

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা রেবারেণ্ড খ্রীষ্টীয়ান বমওয়েচ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। প্রবাসী এ. টি. সি. বিশ্বাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (বংশবাটী, ১৯০৬)

Report of the Indigo Commission (Calcutta, 1860)

Social Protest in India, G. A. Oddie (New Delhi, 1979)

জেমস ফারলং পৃ ২৬০

১৮৩০-এর গোড়ার দিকে জেমস ফারলং ইংলন্ড থেকে নীলকুঠির কাজে যোগ দিতে বাংলায় চলে আসেন। আসার অল্পদিনের মধ্যে ১৮৩০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নদীয়ার একটি নীল কুঠিতে সহকারি হিসাবে যোগ দেন। ১৮৩৬-এ তিনি মোল্লাহাটি কুঠির সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় অশান্ত এই অঞ্চলটিতে শান্তি অনেকটাই ফিরে আসে। 'সদ্‌বংশ-জাত সচ্চরিত্রান্বিত' এই মানুষটি প্রজাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের চিরাচরিত পথ অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অন্যান্য নীলকরদের তুলনায় যথেষ্ট উদার। যে কারণে নীল-চাষীরা তাঁকে বেশ সম্ভ্রমের চোখেই দেখত। প্রজা কল্যাণমূলক কিছু কিছু কাজও তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪২-এ প্রধানত তাঁর চেষ্টায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরের মধ্যে এটিই ছিল একমাত্র হাসপাতাল। হাসপাতালে রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য তিনি একজন সুশিক্ষিত ডাক্তারও নিয়োগ করেন। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুটি স্কুল চালু রাখতে তিনি উদারভাবে অর্থ-সাহায্য করতেন। (*The Blue Mutiny*, Blair B. Kling, p. 59)।

এসবের পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সচেতন। যে কারণে, তাঁর ওপর দায়িত্বের বোঝা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৮৫৪-য় তিনি মোল্লাহাটি কনসার্নের ম্যানেজারের দায়িত্ব পান। এইকালে তাঁকে এই কনসার্নের ২৩টি নীলকুঠির দেখাশোনা করতে হত। এই কুঠিগুলির সঙ্গে তিরিশ হাজার লোকের সুখ-দুঃখ জড়িত ছিল।

ম্যানেজার হবার কিছুদিনের মধ্যে ১৮৫৬-য় মোল্লাহাটিতে তিনি নিজের জন্য একটি প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করেন। সুন্দর, রুচিসম্মত এই বাড়িটিতে অবশ্য ফারলং বেশিদিন কাটাতে পারেননি। এইকালে মোল্লাহাটি কুঠি বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানি কিনে নিলে তিনি দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ত্যাগ করে হিলস এ্যন্ড কোম্পানিতে যোগ দেন। এদের সদর ছিল নিশ্চিন্দিপুর।

নিশ্চিন্দিপুরে আসার পর ফারলং নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। সময়টাও নীলকরদের অনুকূল ছিল না। এইকালে নীলচাষ পদ্ধতি নিয়ে মিশনারিদের সঙ্গে নীলকরদের বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধে ফারলং জড়িয়ে পড়েন এবং মিশনারিদের সঙ্গে মসিযুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মিশনারিদের নীলকর বিরোধী আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কৃষ্ণনগর মিশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেন। ১৮৫৭-র যুদ্ধকালে হ্যালিডে মফস্‌সলে

নীলকরদের অনাররি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নদীয়ার যেসব নীলকর এই দায়িত্ব পায়, তাদের অন্যতম ফারলং। ১৮৫৮-য় হ্যালিডের কৃষ্ণনগর সফরকালে তিনি মিশনারিদের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলার আগ্রহ দেখান এবং রেভারেন্ড সুরকে আগের সব ঘটনা ভুলে যেতে অনুরোধ করেন। অত্যাচারের কোনও ঘটনা চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তা জানাতে বলেন।

এই সদিচ্ছা দীর্ঘস্থায়ী হল না। ১৮৫৯-এ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নীল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার কিছুদিনের মধ্যে ফারলং-এর সঙ্গে জার্মান মিশনারি বমওয়েচের মতান্তর তীব্র আকার ধারণ করে। বমওয়েচের খোলাখুলিভাবে নীল-চাষীদের পক্ষ সমর্থনকে ফারলং ভালচোখে দেখলেন না। নীলকরদের স্বার্থসচেতন পত্রিকা 'ইংলিশম্যান'-এ নীলকর ও নীলচাষ সম্পর্কে বমওয়েচের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন তিনি। প্রতিবাদকালে বমওয়েচকে তিনি 'মিথ্যাবাদী', 'সম্পূর্ণ সৌজন্যবোধহীন' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করলেন। নদীয়ার প্রবীণ মিশনারি রেভারেন্ড ব্লুমহার্ডকে লেখা একটি চিঠিতে বমওয়েচের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তিনি বললেন, 'বল্লভপুর মিশনের দুঃসময়ে তাঁকে আমি সাহায্য করেছি। রোমান ক্যাথলিকদের এখানে গির্জা নির্মাণ করতে দিইনি। আর প্রতিদানে বমওয়েচ আমার অধীনস্থ ভদ্রলোকদের এমনকি আমার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করে তিক্ততা সৃষ্টি করেছেন।' নিজের কাজকর্ম ভুলে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের হয়ে ওকালতি করার দায়ে বমওয়েচকে তিনি অভিযুক্ত করেন এবং এর প্রতিকারের জন্য ব্লুমহার্ডকে এই অভিযোগপত্রটি বিশপের কাছে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানান। (*The Englishman*, 24.1.1860)।

ইতিমধ্যে অবস্থা হয়ে উঠেছে রীতিমতো ঘোরালো। চারিদিক থেকে শুরু হয়েছে নীলকরদের সমালোচনা। নীলকরদের এই দুঃসময়ে তাদের পক্ষ সমর্থনে ফারলং কোমর বেঁধে আসরে নামলেন। ইন্ডিগো প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশনের এই উৎসাহী সদস্যটি নীলচাষ অলাভজনক ও নীলকররা অত্যাচারী—জনসমাজে প্রচলিত এই দুই ধারণা দূর করার জন্য কলম ধরলেন। (*Mr. Forlong on Indigo Planting. The Englishman*, 14.2.1860)। এইকালে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কেও অপ্রশংসাসূচক কথা শোনা যেতে লাগল। তাঁর বিরুদ্ধে প্রজা নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়ে লেফটেনাণ্ট গবর্নরের কাছে আবেদনও করা হল।

ফারলং বুদ্ধিমান মানুষ। নির্যাতন করে, ভয় দেখিয়ে চাষীদের নীলচাষে যে আর বাধ্য করা যাবে না — তা তিনি বুঝতে পারেন। সেই কারণে কৃষকদের সঙ্গে সংঘাতের পথ ত্যাগ করে তিনি তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। তাঁর এই মনোভাবের সপ্রশংস উল্লেখ করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে : 'Mr. Forlong has won the esteem of every body here. He has brought about a settlement with his ryots and made many concessions to them. The ryots on their own hand have agreed to sow indigo for him. With the exception of one or two solitary villages all his indigo ryots are working for him. (*The Indigo Districts, Hindu Patriot,* 12.6.1860)

১৮৬০-এর মাঝামাঝি সময়ে সরকার নীল কমিশন গঠন করেন। কমিশনে নীলকররা তাঁকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতে চাইলেও, সময়াভাবের অজুহাতে ফারলং তা এড়িয়ে যান। অবশ্য নীল কমিশনে হাজির হয়ে সাক্ষী দিতে তিনি ইতস্তত করেননি। ১৮৬০-এর ১০ জুলাই কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে সদস্যদের নানা প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন। জমিদার-নীলকর সম্পর্ক বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। দেনা-পাওনার ব্যাপারটা চূড়ান্ত হয়ে গেলে, প্রজাদের নীলকরের হাতে তুলে দিতে নদীয়ার কোন জমিদারই ইতস্তত করে না বলে তিনি কমিশনকে জানান। মিশনারিদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি বমওয়েচের বিরুদ্ধে আবারও বিষোদ্গার করেন।

নীল বিদ্রোহের আগুন পুরোপুরি নেভার আগেই ১৮৬০-এর নবেম্বর মাসে তিনি তাঁর তিরিশ বছরের কর্মভূমি নদীয়া ছেড়ে যাত্রা করেন বিহারের চম্পারনের দিকে। দীর্ঘদিনের বাসভূমিকে ত্যাগ করলেও, পুরোনো পেশাকে পরিত্যাগ করেননি তিনি। চম্পারনেও তিনি নীল কুঠির কাজে যুক্ত হন এবং অল্পকালের মধ্যে স্থানীয় নীলকরদের নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন।

জেমস ফারলং সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দ্র.
Rural Life in Bengal, Colesworthy Grant (London, 1860)
Report of the Indigo Commission (Calcutta, 1860)

উইলিয়ম জেমস হার্শেল (১৮৩২-১৯১৭) পৃ ৩০০

১৮৩২-এ ইংলন্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হার্শেলের জন্ম। তাঁর পিতা এবং পিতামহ দুজনেই ছিলেন নামকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সিবিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে তিনি এদেশে আসেন। হুগলি জেলায় কিছুদিন কাজ করার পর ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০-এ তিনি অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নদীয়া জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নীল বিদ্রোহের আগুনে সারা নদীয়া এইসময় উত্তপ্ত। কার্যভার গ্রহণ করার একমাসের মধ্যে জেমস ফারলং এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। ফারলং তাঁর বিরুদ্ধে নদীয়ার কমিশনার গ্রোটকে অভিযোগ করেন। লোকনাথপুর কনসার্নের জর্জ মেয়ার্সের সঙ্গেও তিনি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। নীলকর বা কৃষক কারোরই কোন বেআইনি আচরণ তিনি সমর্থন করতেন না। তাঁর নীতিনিষ্ঠ কার্যকলাপে বিব্রত হয়ে ইন্ডিগো প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশন ১৮৬০-এর ১০ মে সরকারের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে। তাঁর কার্যকলাপ খুঁটিয়ে দেখে লেফটেনান্ট গবর্নর সন্তুষ্ট হন। সরকারি তরফে এ সম্পর্কে বলা হয় 'The result of the investigation is highly creditable to Mr. Herschel and such as entitled him to the cordial support of the Local Government in conducting the duties of his difficult position.'

এরপরেও নীলকর-দরদী দুটি পত্রিকা 'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ইংলিশম্যান' তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে থাকে, তাঁর অপসারণ চেয়ে একাধিক চিঠিও পত্রিকা-দুটিতে প্রকাশিত হয়। নীল কমিশন গঠিত হবার পর ৯ জুলাই ১৮৬০-এ তিনি কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেন। কমিশনের সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি জানান, শুধু বিদেশি নীলকররাই নয়, এই অভ্যুত্থানের ফলে দেশীয় নীলকররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নীল সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকায় তিনি সন্তুষ্ট কিনা এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জানান, সামগ্রিকভাবে তিনি তাঁদের কাজে সন্তুষ্ট নন। তদন্তকালে তারা কোনও এক পক্ষের আনুকূল্য করে। একজন দারোগাকে নীলকরের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে আর একজনকে করা হয়েছে প্রজাদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য। নীলচুক্তি সম্পাদনকালে জালিয়াতি এড়াতে চুক্তিপত্রে আঙুলের ছাপ গ্রহণের জন্য তিনি কমিশনের কাছে সুপারিশ করেন। তাঁর সুপারিশ কমিশন অবশ্য গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। নদীয়া জেলায় বিগত পাঁচ বছরে নীলকরদের অত্যাচারের একটি তালিকা ও তার ফলাফলও তিনি কমিশনের কাছে পেশ করেন। নীলকর কর্তৃক নারী অপহরণের একটি ঘটনার তদন্ত করে রিপোর্ট দেবার দায়িত্ব নীল কমিশন হার্শেলকে দেন।

নীল কমিশনের রিপোর্ট ও এ-সম্পর্কে সরকারি বক্তব্য প্রকাশিত হবার পরও কিন্তু কৃষক-নীলকর বিরোধের

অবসান হয় না। এইকালে যে সব নীলকর রীতিমতো সমস্যায় পড়ে, পাবনার কেনি তাদের অন্যতম। প্রজাদের বিরুদ্ধে কেনি একের পর এক অভিযোগ করতে থাকেন। এইসব অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য সরকার হার্শেলকে সেখানে পাঠান। ব্যাপারটিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কেনি জানান, হার্শেলকে তদন্ত করতে পাঠান প্রহসনেরই নামান্তর। হার্শেল আসার পর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে, প্রজারা দাদন তো নিচ্ছেই না, খাজনাও দিচ্ছে না।

কেনির অভিযোগগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করার পর হার্শেল তাঁর রিপোর্টে বলেন, ব্যাপারটা মোটেই একতরফা নয়, কেনির বিরুদ্ধেও রায়তদের অভিযোগের অন্ত নেই। তিনি দাদন নিতে প্রজাদের বাধ্য করেন, না নিলে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করার ভয় দেখান। তিনি ১১৬ জন পশ্চিমা বরকন্দাজ রেখেছেন। এদের সহায়তায় তিনি জোর করে ধানের জমিতে নীল বোনেন। এমনকি যেখানে ইতিমধ্যে ধান বোনা হয়েছে সেখানেও তাঁর লোকজন নীল বুনে দিয়ে আসে, এবং এমনই তাঁর প্রতাপ যে প্রজারা ভয়ে তা স্পর্শ পর্যন্ত করে না। প্রজারা কেনির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও সাহস পায় না। হার্শেলের রিপোর্ট পড়ে কেনি কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ হন, তা সহজেই অনুমেয়। ক্ষোভে দুঃখে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেনি উপলব্ধি করেন 'the day is the Ryots, the tens of thousands are backed and one man is ruined.'

এই ধরনের পক্ষপাতহীন ন্যায়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য হার্শেল বাঙালিসমাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকায় হার্শেলের প্রশংসা করে দীনবন্ধু মিত্র লেখেন 'সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হার্শেল প্রভৃতি রাজকার্য্য-পরিচালকগণ শতদলরূপে সিবিল সরভিস সরোবরে বিকশিত হইতেছেন।' 'নীলদর্পণ' নাটকে অমরনগরের যে ম্যাজিস্ট্রেটের কথা বলা হয়েছে, তিনি হার্শেল ছাড়া কেউ নন। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোপীনাথ বলে, 'যে হাকিম আসিতেছেন তিনি শুনিয়াছি রায়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন।' তোরাপের সংলাপেও নাম না করে হার্শেল প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করা হয়েছে—'হাকিমডেরে গাঁতবার জন্যি খানা পেকায়লো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেলয়ে রলো, খাতি গেল না — ওডা বড়লোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান।'

হাচিনসন পৃ. ২৮২

হাঁসখালির মুন্সেফ হাচিনসন নীলচাষের ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি 'বেঙ্গল হরকরা'য় একাধিক পত্রও লেখেন। এতে নীলকররা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। বাঁশবেড়িয়া কুঠির হোয়াইট হাঁসখালি থেকে তাঁকে বদলি করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

সরকার অবশ্য হোয়াইটের আবেদনকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি। তবে বর্তমান উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রে কিছু না লেখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে হাচিনসনকে informally নির্দেশ দেওয়া হয়। (দ্র জুডিসিয়াল প্রসেডিংস নং ৯৮, এপ্রিল, ১৮৬০)

হরমণি বৃত্তান্ত পৃ. ৩০৪

হরমণি নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে নীলকর আর্চিবল্ড হিলসের পাইকরা স্নানের ঘাট থেকে অপহরণ করে কুঠিতে নিয়ে যায় এবং দিন তিনেক আটক রাখার পর ছেড়ে দেয়। সমকালে ঘটনাটি গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। নীল কমিশনে সাক্ষী দিতে এসে রেভারেন্ড বমওয়েচ ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেন। ১৮৬০-এর ১ জুন

কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান কালে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান : 'with regard to outrages on women, the brother of a man, whose wife had been taken away from a ghaut, came and told me of the incident ; the man's story ran thus. Two young women were fetching water at a ghaut and were taken away by the servants of a planter. After finding out which was the woman that they wanted (who is said by the people to be one of the greatest beauties in Kishnagar) they left the other one go on her way, and the one, who was the beauty, was carried to the factory. The Daroga was at once brought by her relations, but he went away without doing anything. Afterwards, I believe, they petitioned a Deputy Magistrate near the place, who somehow or other got rid of it.'

বমওয়েচের কাছে কমিশনের অন্যতম সদস্য টেম্পল মেয়েটির কি হল তা জানতে চান। উত্তরে বমওয়েচ জানান, দু'একটি কুঠি এবং আরো দু'তিনটি জায়গায় নিয়ে যাবার পর তাকে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনাটি যে লং সাহেবের বাড়িতে অনেকের সামনে তিনি শুনেছেন — তাও কমিশনকে তিনি জানান।

টেম্পল তাঁকে প্রশ্ন করেন 'Have you any special reason to know whether the story told you by the husband's brother was correct, or do you know of any corroborative circumstances'.

উত্তরে বমওয়েচ বলেন 'I know of no corroborative circumstances except that the story, as then told is, and has been in the mouth of every native, high and low, in that neighbourhood, I have also heard it mentioned by native gentlemen at Calcutta.'

নারী অপহরণের এই ঘটনাটির কথা বললেও, বমওয়েচ কিন্তু মেয়েটির নামধাম কিছুই বলেননি। এমন কি কোন নীলকর এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাও জানাতে তিনি অস্বীকার করেন।

নীল কমিশনে বমওয়েচ বক্তব্য রাখার কয়েক দিন পরে ৯ জুন, ১৮৬০-এ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মেয়েটির নাম-ধাম সহ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করে। কাঁচিকাটা কুঠির আর্চিবল্ড হিলস যে প্রতিহিংসামূলক এই ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত—তাও পত্রিকাটি জানায়। এই লেখাটি প্রকাশিত হবার দিন তিনেক পরে ১২ জুন, ১৮৬০-এ জেমস লং নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে আসেন। কমিশনের অন্যতম সদস্য ফার্গুসন তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান—'I certainly was informed by various respectable natives of the case referred to by Mr. Bomwetsch. It was the subject of general conversation at the time, and excited strong feelings of indignation among the natives. When the man related in my verandah the account to Mr. Bomwetsch, I was not listening being occupied with something else. I had heard the account previously in Calcutta, but I did not tax my memory with the names of persons or places. ...'

এর আগেই অবশ্য নীল কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানানোর জন্য নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং এ সম্পর্কে নিজের অভিমত জানিয়ে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল ১৩ জুন ১৮৬০-এ নীল কমিশনের সভাপতিকে যে চিঠিটি লেখেন সেটি এইরকম :

Sir,

I have the honour to reply your letter, No. 45 of the 8th instant, regarding the charge of abduction preferred by Mathur Biswas.

2. This case occurred on the 12th February. Mathur Biswas having complained to the magistrate against the factory, returned to his home on the 12th, when he heard that his daughter-in-law had that morning been carried off to the factory by Risom Singh, Jemadar, and Madhoo Singh, burkendaze, and Kutub Takidgir and imprisoned. He went to the thannah and got the darogah afterwards followed himself, on the plaintiff sending word that the woman was in the factory house. The darogah saw Mr. Taylor there, who said that Mr. Hills had left in the afternoon for Kanainuggur.

The darogah, however, went round the house and looked into the rooms, but found no one there. He therefore simply reported the matter to the magistrate, who passed an order on the 14th, that if plaintiff had anything to complain of he should come before him and do so. On the 13th February the darogah reported that he had been to Mr. Hills at Katchikatta, who had denied all knowledge of the matter, but that he was still looking out for the woman. This report was filed on the 15th.

On the 14th February the police reported that the woman had turned up, and had put in a withdrawal of the charge.

The razinamah is signed by Mathur Biswas, and states that "the statement which I made about Risom Singh having carried my daughter-in-law is false. She went without my knowledge to her father's house, and has come back to-day. I have no complaint to make."

The plaintiff was directed on the next day, under the magistrate's order of the 14th, to prosecute before him if he wished to do so, he gave a written reply that he did not intend to prosecute.

On the 28th I came to the district, and shortly after this the Damurhudah sub-division was opened, and an assistant placed in charge. This case was brought forward on the 8th March, when it was struck off. The order runs : as plaintiff has not prosecuted, the case is struck off and the records are filed.

On the 9th March Mathur Biswas put in a petition charging Mr. Archibald Hills and Risom Singh and Madhu Singh and Juran Singh and Adaityo Biswas and Shukur Mahomud and Kutubdi Takidgir and others, some 25 or 30 men, with having seized his brother's daughter-in-law Haromoni, who was going alone to fetch water, and carried her off to the Katchikatta factory, the saheb riding after them ; and stating that he had put in the

razinamah, because he was told that unless he did, he would not get the woman back ; that accordingly he resolved to get her back and then to complain to the magistrate; that he had questioned the woman when he recovered her, who said that she could not tell him all, but that Mr. Hills had kept her in his room till about 11.30 p. m, and had then send her in a palki with closed doors to the east ; that by evening she reached a Brahmin's house where they would not receive her, that she was carried on to a barbar's house and there refused admittance, and after that to the Poamari factory, where they carried her to another factory (Gosain Doorgapore), where the gomastah sent her to the house of Swarup Biswas, an amin of the factory, and relative of Mathur Biswas.

Plaintiff was ordered by the assistant Magistrate to produce the woman on the 9th of March.

On the 10th her deposition was taken. She stated that about 9 o'clock in the day she was seized by 10 piyadahs on her way back from the ghaut and taken to Katchikatta factory and shut up for three hours in the room of the factory ; that there were several people present, whose names she does not know, that about noon she was put into a palki with bearers, and sent off as above described.

She continues that — "all the people who took me away from the ghaut behurmated me. I know one of them, Madhu Roy, who comes to the village occasionally." She then added, "when they were carrying me off, a saheb on horseback ordered me to be taken off." She charges then (with) "seizing me destroying my caste and honour," and calls witnesses. She states on examination distinctly, that first Madhu Roy and then six or seven others successively forced her person in the factory room in which they took her.

The darogah was ordered to inquire fully into the deposition which was sent to him. He reported on the 13th March, that he considered that charge of carrying off the woman proved, that the burkundazes who went to release her actually saw her being taken into the factory room, but did not dare to follow in, but sent word to the Thannah, and that before the arrival of help the woman had been got away ; that the charge of rape was not established.

On the 28th the deposition of the witnesses were taken, and on the 30th two defendants were sent in by the darogah whose defence was taken and the iv witnesses summoned.

On the 5th April the case was called up by myself and struck off the file.

The circumstances under which this was done were these. Mr. Maclean the assistant Magistrate was almost breaking down under the enormous number of cases pending before him, the first week of April having been the most critical week in the late period of

excitement, I was obliged to go up to Damurhudah myself for 3 days to look through his file, and strike off every case which did not appear of importance to decide at once, or which appeared likely not to yield any good result.

Looking over the case it appeared, first, that the fact of razinamah having been put in was alone enough to make it very difficult to secure a conviction, and secondly, that the alleged rape looked exceedingly like a charge added to give colour and strength to a story, which in other respectory was very well proved.

On these two grounds I thought it hardly likely that a conviction could ensue, and struck the case off.

I have now gone closely into the evidence, and I have no manner of doubt left that the charge, as regards the rape, is totally false. The abduction seems very clearly proved by evidence ; independent of the plaintiffs own assertions.

I have E.C
W.J. Herschel
Officiating Magistrate"

সাক্ষীদের বক্তব্য এবং ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট আলোচনা করে কমিশন সিদ্ধান্ত করে নীলকরের লোকজন হরমণিকে অপহরণ করেছিল, কিন্তু তার সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়নি। বিষয়টি সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয় :

'৯১ দফা — স্ত্রীলোকের আবরুর বিষয়ে এদেশস্থ লোকেরা অত্যন্ত যত্নবান এবং অন্য কোন কর্ম্মে তাহারা এত অপরাধ বোধ করে না অথবা রাগান্ধ হয় না যদ্রূপ তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিলে হয়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তদারক করিয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে এ বিষয়ে আমরা এই একটা নালিশ শেওয়ায় অন্য কোন ঘটনার কথা সুনিলাম না এবং নালিসের বিষয় আমরা যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে এ স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মের উপর ব্যাঘাত হয় নাই।

৯২ দফা — নদিয়া জেলার মেজেষ্টর সাহেবের সম্মুখে এই মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয় এবং তদ্বিষয়ে তাহার রিপোর্ট আমরা অবগত হইয়াছি।

৯৩ দফা — কুঠির চাকর লোকেরা এই স্ত্রীলোককে যে বলপূর্ব্বক কুঠিতে লইয়া গিয়াছিল তদ্প্রতি কোন সন্দেহ নাই কিন্তু মেজেষ্টর সাহেব কহেন যে বলপূর্ব্বক কুঠিতে কুঠিতে লইয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার শরীরের প্রতি আর কোন অত্যাচার হয় নাই — এবং ঐ কুঠির সাহেব আমাদের বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন যে সেই দিন পর্য্যন্ত তিনি আপন বাটীতে অনুপস্থিত ছিলেন কিন্তু ঐ স্ত্রীলোককে কুঠিতে আনিয়াছে জ্ঞাত হইবারমাত্র তিনি তাহাকে আপন বাটীতে পুনরায় পাঠাইয়া দিতে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়াছেন — পরে তাহার শ্বশুরের সহিত কুঠিতে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার নিকট ঐ বিষয়ের আর কোন কথা উপস্থিত করে নাই — অতএব আমরা বিবেচনা করি যে এ-বিষয়ে সাহেবের কোন দোষ নাই — তথাপি দিবস কালে প্রকাশ্য রূপে

> যে কুঠির লোকেরা একটি গৃহস্ত স্ত্রীলোককে এইপ্রকার বলপূর্ব্বক কুঠিতে আনিতে ক্ষমবান হইয়াছিল ইহাতে তাহারা রাজশাসনের যে বিন্দুমাত্র ভয় করে না এবং তাহারা অত্যান্ত দৌরাত্ম্যসালী তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইতেছে।' (নীল কমিসনরদিগের রিপোর্ট, [আখ্যাপত্র বিনষ্ট] পৃ. ৪০-১)

নারীহরণের মতো একটি জঘন্য অপরাধে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও, আর্চিবল্ড হিলস বা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কোনও শাস্তি হয়নি। উপরন্তু ঘটনাটি প্রকাশ করার জন্য হিলস 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ২৪ পরগণার মুখ্য সদর আমিনের আদালতে মানহানির অভিযোগ আনেন এবং দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরও হিলস এই মামলা চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত হরিশচন্দ্রের স্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে এক সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন।

হরমণি সংক্রান্ত ঘটনায় বাংলার জনজীবন যখন আলোড়িত, সেই সময় প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণি চরিত্রের উৎসমূলে হরমণির ঘটনাটি যে কাজ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। হরমণির মতো ক্ষেত্রমণিকেও ঘাট থেকে ফেরার পথে নীলকরের লোকেরা সাহেবের কাছে ধরে নিয়ে যায়, কুঠিতে আটকে রাখে এবং সম্ভ্রম নষ্ট করে। বাস্তব একটি ঘটনা শিল্পীর হাতে কিভাবে রূপায়িত হয় — ক্ষেত্রমণি তারই এক সার্থক নমুনা।

হরমণি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দ্র.
Report of the Indigo Commission (Calcutta, 1860)

জন পিটার গ্রান্ট (১৮০৭—১৮৯৩) পৃ. ৩০২

১৮০৭-এর নবেম্বরে ইংলন্ডে জন পিটার গ্রান্টের জন্ম। ইটন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বেঙ্গল সিবিল সার্ভিসে যোগ দেন। ৩১ জুলাই, ১৮২৮-এ তিনি ভারতে আসেন এবং বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। মেকলে তাঁর সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শকে ডালহৌসি এবং ক্যানিং খুবই মূল্য দিতেন। গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য (১৮৫৪-৫৯) থাকাকালীন বিধবাবিবাহ আইন পাসে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১মে, ১৮৫৯ তিনি বাংলার লেফটেনাণ্ট গবর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এই কালে নীলকরের অত্যাচারে বাংলার জনজীবন হয়ে উঠেছিল বিপর্যস্ত। নীলকরদের সম্পর্কে প্রজাদের অভিযোগ নিয়ে সরকারও বিশেষ মাথা ঘামাত না। গ্রাণ্ট কার্যভার গ্রহণের পর অবস্থাটা পালটাতে শুরু করে। উদার মতবাদে বিশ্বাসী এই মানুষটির নীলকরদের সম্পর্কে বাড়তি কোনও প্রীতি ছিল না, বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমদৃষ্টির পক্ষপাতী। যে কারণে কার্যভার গ্রহণের পর নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। তাঁর কার্যকলাপ নীলকরদের ভালো লাগেনি। তাঁর বিরুদ্ধে তারা গবর্নর জেনারেলের কাছে একাধিকবার নালিশ করে। নীলকরপন্থী পত্রপত্রিকাগুলিতে তাঁকে বিদ্রূপ করা হতে থাকে। গ্রান্টকে ব্যঙ্গ করে 'বেঙ্গল হরকরা'য় একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এর শেষ স্তবকটি এইরকম :—

'Governor Grant is a terrible man,
As he resigns in Alipore Hall ;
A compound of Ghengis and Kublai Khan
Tamerlane, Nadir and all
Says J.P.
Grant sez he
Drive me the planters into the sea.'

তিনি দায়িত্বভার গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যে বাংলায় নীল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন এবং নীল চাষের বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখার জন্য এক কমিশন গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্ট পাবার পর নীলচাষ করা-না-করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন—একথা ঘোষণা করতেও তিনি ইতস্তত করেননি। নীলচাষ সম্পর্কে গণ-অসন্তোষ কি পরিমাণ পুঞ্জীভূত হয়েছে, এই কালের একটি ঘটনা থেকে গ্রান্ট তা বিশেষভাবে বুঝতে পারেন।

১৮৬০-এর আগস্ট মাসে ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করার জন্য তিনি কুমার ও কালীগঙ্গা নদীপথে নদীয়া ও যশোরের মধ্য দিয়ে পাবনা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণপথে তাঁর এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়। যাবার পথে অসংখ্য রায়ত বিভিন্ন স্থানে জমায়েত হয়ে নীলচাষ ও নীলকরের অত্যাচার বন্ধের জন্য তাঁর কাছে কাতরভাবে আবেদন জানাচ্ছিল। ৬/৭ দিন পরে তিনি আবার যখন কুমার ও কালীগঙ্গা দিয়ে ফিরছিলেন, তখন এই ৬০/৭০ মাইল পথে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীর দু'ধারে বহুদূরের গ্রাম থেকে অসংখ্য লোক জমায়েত হয়ে বিচার প্রার্থনা করছিল, এমনকি গ্রামের মেয়েরাও স্বতন্ত্রভাবে জমায়েত হয়েছিল। বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গ্রান্ট বলেন,

'I do not know that it ever fell to the lot of an Indian officer to steam for 14 hours through a double street suppliant for justice.'

গ্রান্টের এই অভিজ্ঞতার চমৎকার এক ছবি এঁকেছেন মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়— 'কালীগঙ্গার দুই ধারে সহস্রাধিক প্রজা ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। শুধু দৌড়িল তাহা নহে — সহস্রমুখে বলিতে লাগিল — দোহাই ধর্ম্মাবতার। আমরা মারা গেলাম, আমরা একেবারে সারা হইলাম। আপনি রাজা, আমরা প্রজা, আমাদিগকে রক্ষা করুন।' প্রজারা ভেবেছিল, লাটসাহেব স্টিমার থামিয়ে তাদের কথা শুনবেন, কিন্তু স্টিমার থামল না। তখন 'নীলকরের দৌরাত্ম্য আগুনে আর কতকাল জ্বলিব। রাজগোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব সেও স্বীকার তত্রাচ নীল আর বুনিব না। এই কথা স্থির করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা নদীকূল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, নদীস্রোতে অঙ্গ ভাসাইল।' ব্যাপার দেখে লাট সাহেব ব্যস্ত হয়ে স্টিমার থামাতে আদেশ দিলেন। তখন 'সমুদয় প্রজা ষ্টীমারের চতুস্পার্শ্বে, কেহ জলে, কেহ জালিবোটে, কেহ ডাঙ্গায় থাকিয়া আপন আপন দুঃখের কথা বলিতে লাগিল। প্রজাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া লাট বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।' ('উদাসীন পথিকের মনের কথা', মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৭৮) পৃ. ২০৯)।

শুধু মীর মশাররফ হোসেনের রচনাতেই নয়, গ্রান্টের ভ্রমণকথা লোককবির গানেও স্থান পেয়েছে। এরকম একটি গান :—

... 'শুন কুঠালের সমাচার কালিদহে কুঠি যার
ক্যানি সাহেব কাজ্যার কল্প শুরু
সে আউসের জমিতে বোনে নীল, সব রায়তের হল মুস্কিল
সব রায়তের মনে অবিস্তর ;
দিলেতে পাইয়া ব্যথা, নালিশ করে কলিকাতা,
দরখাস্ত দিল তিন সায়াল ;
দরখাস্ত হল স্পষ্ট, লাট সাহেব হল ব্যস্ত
বাঙ্গালাতে পাঠাল গবনাল ;
গবনাল এলো বাঙ্গালা পরে, ধুমাকলে নৌকা চলে
বলবি কি সে নৌকা সাজের কথা।
তার দুই পাশে দুই চাকা ঘোরে চলে কেবল আগুন জোরে,
গোলই বাঁধান সোনা।
তার পাছা নায়ে নিশানগাড়া ধুমাকলে নক্কার পোর
মধ্য নায়ে যান ব্যস্ত পুরী
দোহাই ধর্ম্ম অবতার তুমি কর সুবিচার
ঝাঁপ দিল সব ইছামতির জলে,
নায় থেকে গবনাল বোলে, আজ তোমরা ফিরে যাও ঘরে
কালি আমি যাব পাবনা, তোমাদের নাইকো ভাবনা,
তজবিজ করব ৫/৭ দিবস পরে।....'

('পাবনা জেলার ইতিহাস [৪র্থ খণ্ড], রাধারমণ সাহা, পাবনা, ১৩৩৩, পৃ ৭৪)।

নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ৯৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এক দীর্ঘ মিনিটে তিনি নীলচাষের দোষগুণের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন।

বাংলার কৃষকদের নীলকরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য বাঙালিসমাজ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত। 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকায় তাঁর সম্পর্কে নাট্যকার লিখেছেন 'প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ন্যায়পর গ্রাণ্ট মহামতি লেফটেনেণ্ট গভরনর হইয়াছেন....'

নীলচাষীদের মুক্তির পথ দেখানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাকে একালের ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন— "with relentless consistency he applied the doctrine of free trade to the indigo system. The peasant, Grant reasoned, was no less a capitalist than the planter and must be allowed to sell his product on a free market. It was this change in government policy that encouraged the ryots to take a determined stand against indigo planting. In effect, the tenets of mid Victorian Liberalism, as upheld by John Peter Grant in Bengal and Charles Wood in London, became an instrument for peasant emancipation and a barrier to unrestricted colonial exploitation.' (*The Blue Mutiny*, Blair B. Kling, [Calcutta, 1977] Pp 219-20)

স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে ১৮৬২-র গোড়ার দিকে তিনি এদেশ থেকে বিদায় নেন। এদেশ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁর সম্পর্কে লেখে, 'The service which he has rendered to the country by

his past indigo measures will be never forgotten. He has awakened in the raiyats a community of feeling for a community of suffering, a spirit of independence and an appreciation of their position and rights, which will not fail to bear their fruits, ... For this one work of his reign his memory will ever live in the hearts of millions.' ...

পরবর্তীকালে তিনি জামাইকার গবর্নর নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৬ থেকে ৭৪ পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকেন। ৮৫ বছর বয়সে ১৮৯৩-এর ৬ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

জন পিটার গ্রান্টের জীবন ও কর্মের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র.

Bengal under the Lieutenant-Governors Vol.I. C.E. Buckland (Calcutta, 1901)
Dictionary of Indian Biography, C.E. Buckland (Varanasi, 1971)
Parliamentary Papers (House of Commons) 1861, Vol 45.
The Blue Mutiny, Blair B. Kling (Calcutta, 1977)

জেমস লং (১৮১৪—১৮৮৭) পৃ. ৩২৬

১৮১৪-য় আয়ারল্যান্ডে জেমস লং-এর জন্ম। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর তিনি রাশিয়ায় কাটান। ২৬ বছর বয়সে চার্চ অব ইংলন্ডের সদস্য হিসাবে কলকাতায় আসেন। আসার পর চার্চ মিশনারি সোসাইটির কলকাতার মির্জাপুরে অবস্থিত স্কুলটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ঠাকুরপুকুরে একটি ভার্নাকুলার প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করে সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। শুধু ধর্মপ্রচারের মধ্যে নিজের কার্যকলাপ তিনি সীমিত রাখেননি। এশিয়াটিক সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন, বেথুন সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি-র মত বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের শরিক হয়ে ওঠেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সরকারি অনুরোধে বাংলা বই ও পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা প্রস্তুতের কাজে হাত দিয়ে আদিরসাত্মক বাংলা বইয়ের প্রাচুর্য দেখে শঙ্কিত হয়ে অশ্লীল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের বিরুদ্ধে তিনি এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অশ্লীলতা নিবারণ আইন প্রণীত হয়। বাংলাগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রস্তুতের কাজে আত্মনিয়োগ করে নীলকর ও নীলচাষ সম্পর্কে এদেশবাসীর বিরূপতা সম্পর্কে অবহিত হন এবং এর প্রতিকারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৮৫৯-এ তিনি চার্চ মিশনারি সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আবেদন করে বলেন, তাঁরা যেন বাংলায় নীলকরের অত্যাচারের বিষয়টি পার্লামেন্টারি কমিটির গোচরে আনেন। ১৮৬০-এর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মিশনারি কনফারেন্সে নীল প্রশ্নে মিশনারিদের জড়িত হওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। বিষয়টিতে মিশনারিদের জড়িত হওয়া উচিত বলে আলেকজান্ডার ডাফ ও জেমস লং মত প্রকাশ করেন।

এই সময় পর্যন্ত নীলচাষীদের দুর্দশা সম্পর্কে লং-এর প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। ১৮৬০-এর ২০ এপ্রিলের সকালবেলা তিনি তাঁর বাড়িতে বসে পণ্ডিতের সঙ্গে একটি সংস্কৃত পুথি নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময়ে নদীয়া ও যশোরের জনা পঞ্চাশ কৃষক নীলকরের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর কাছে এসে হাজির — সঙ্গে তাদের রেভারেন্ড বমওয়েচের একটি চিঠি। বিষয়টি সম্পর্কে কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা

করার জন্য তিনি ডাফের কাছে যান এবং তাঁর পরামর্শে নিজের বাড়িতে কি কর্তব্য তা ঠিক করার জন্য প্রধান মিশনারিদের একটি সভা ডাকেন। এই সভায় এইসব দুর্গত নীলচাষীরা নীলকরের অত্যাচারের যে বর্ণনা দেয়, তা তাঁদের অভিভূত করে। কৃষকরা তাদের বক্তব্য রাখে বাংলায়, তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ডাফ ইংলন্ডে চার্চ মিশনরি সোসাইটির সদর দপ্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এর কয়েকদিন পরে লং বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নরের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। নীল কমিশন সম্পর্কেও তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

নীল কমিশন গঠিত হবার পর কমিশনের সামনে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ১২ জুন, ১৮৬০-এ কমিশনের সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, জবরদস্তিমূলক এই প্রথা সম্পর্কে জনগণের অভিযোগের অন্ত নেই। বিভিন্ন সভাসমিতিতে নীলচাষের ক্ষতিকর দিকটি আলোচিত হচ্ছে, একথা জানিয়ে কমিশনের সদস্যদের তিনি বলেন, 'I can assure the commissioner's, that no language can depict the burning indignation with which indigo planting is and has been regarded by the native population. It alarms me seriously for the future peace of India, unless an eqitable adjustment of the question is made.'

নীলকরদের অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হলে, কৃষকদের মধ্যে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাও তিনি কমিশনকে জানান। এই ব্যবস্থা চালু হলে কৃষকেরা বলতে থাকে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক'— তাদের এই মনোভাব গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণনগরে একদল গায়কের মুখে এই ধরনের একটি গান শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে বলে কমিশনকে তিনি জানান। বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বহুদিন ধরেই তো এই প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকরা অভিযোগ জানিয়ে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জনগণের প্রতি ক্রমবর্ধমান সহানুভূতি এই বিদ্রোহকে সম্ভব করে তুলেছে।

এই বিদ্রোহে জমিদারদের ভূমিকা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে লং জানান : 'I see a good many zemindars in Calcutta, and during the last cold weather I lived a good-deal among zemindars in the Mofussil, away from Europeans, and it is my conviction that the zemindars as a body are too much afraid of the reactive influence the indigo question may have on the rent question to take any active part in it. I have invariably found the zemindars of Bengal, as a class, hostile to any movement which would secure either knowledge, freedom of thought, or freedom of action for the ryots.'

নীল কমিশনে নির্ভীক বক্তব্য রাখার সূত্রে জেমস লং বাঙালিসমাজের আরও আপনজনে পরিণত হন। যে কারণে 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশের কিছুদিন পরে ১৮৬১-র গোড়ার দিকে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র লং-কে নাটকের একটি কপি পাঠান। লং এটি সিটন কারের নজরে আনেন। সিটন কার বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে লেফটেনান্ট গবর্নরের সঙ্গে কথোপকথনকালে নাটকটির কথা উল্লেখ করেন। লেফটেনান্ট গবর্নর এটি দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি লং-কে এটি অনুবাদের ব্যবস্থা করতে বলেন। লং-এর তত্ত্বাবধানে এটি অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়। লং এটির একটি ভূমিকাও রচনা করেন। জন পিটার গ্রান্টের অনুপস্থিতিতে সিটন কার সরকারি ব্যয়ে অনুবাদের ৫০০ কপি ছাপান এবং তা থেকে ২০২ খানি বই সরকারি সিলমোহরে এদেশ ও ইংলন্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পত্রিকা সম্পাদকদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। নীলকরদের স্বার্থরক্ষী প্রতিষ্ঠান ল্যান্ডহোল্ডার্স এ্যাণ্ড কমার্শিয়াল এসোসিয়েশনের সম্পাদক ফার্গুসন সরকারের কাছে জানতে চান, তাঁরা এই 'foul and malicious libel' বিতরণের জন্য দায়ী কি না। সরকারের তরফে ত্রুটি স্বীকার করে বলা হয়, লেফটেনান্ট গবর্নরের অনুপস্থিতিতে ভুলবশত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নীলকরদের মুখপত্র হিসাবে 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক বইটির মুদ্রক, প্রকাশক ও অনুবাদকের নামে আদালতে অভিযোগ করেন। ১১ জুন বইটির মুদ্রক সি. এইচ. ম্যানুয়েল আদালতে হাজির হয়ে দোষ স্বীকার করেন। তাঁর আইনজীবী লং-এর পরামর্শমতো আদালতকে জানান, লং ম্যানুয়েলকে নাটকের একটি কপি এবং মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশাদি দিয়েছেন। নীলকররা তখন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকের মাধ্যমে নীলকরদের মানহানি করার অভিযোগে লং-কে অভিযুক্ত করেন। ১৮৬১-র ১৯ জুলাই বিচার শুরু হয়। বিচারকালে এই অনুবাদের সঙ্গে জড়িত অন্য কারও নাম প্রকাশ করতে লং অস্বীকার করেন। তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন এগলিনটন, নীলকরদের পক্ষে দাঁড়ান প্যাটারসন।

জুরির বিচারে লং অপরাধী সাব্যস্ত হন। বিচারপতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর কিছু বলার আছে কি না। তিনি জানান, তিনি একটি বিবৃতি দিতে চান। অনুমতি পাবার পর, লং 'নীলদর্পণ' অনুবাদের কারণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে থাকেন। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন বলে মাঝপথে ওয়েলস তাঁকে থামিয়ে দেন এবং ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড ও একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানার টাকা আদালত কক্ষে উপস্থিত কালীপ্রসন্ন সিংহ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন।

বিচারের প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। ক্যানিং ওয়েলস-এর আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। স্বভাব কবি ধীরাজ একটি গানে বলেন,

'বলতে দুখে বুক বিদরে, ওয়েলস অবিচার করে
নির্দোষী লংকে ধরে একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে।
ওয়েলস, পিকক, জ্যাকসনে বসিয়া বিচারাসনে
হাজার টাকা ফাইন করেছে।'

বিদ্যাভূণির লেখা একটি গানেও লং-এর কারাদণ্ড সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়। লং-এর বিচারকে কেন্দ্র করে ১৮৬১-তে দু' অঙ্কের একটি বাংলা প্রহসন লিখিত ও অভিনীত হয়।

এই দুঃসময়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ লং-এর পাশে এসে দাঁড়ান। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ৩০ জুলাই, ১৮৬১-তে ক্যালকাটা মিশনারি সোসাইটি একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে। ২৫ জন মিশনারি এই সভায় উপস্থিত হয়ে লং-এর আচরণকে সমর্থন জানান। তাঁদের পক্ষ থেকে লং-কে একটি অভিনন্দন-পত্রও দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর ১৮৬১-তে 'ক্যালকাটা খ্রিশ্চান ইন্টেলিজেন্সার'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিশপ তাঁর আচরণকে সমর্থন করেন। ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষও লং-এর ভূমিকাকে অনুমোদন করে। বাঙালিসমাজের উচ্চবর্গীয়রাও এ-বিষয়ে পিছিয়ে রইলেন না। রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল হিন্দুদের তরফে লং-কে তাঁর ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। ৩০,০০০ ব্যক্তি স্বাক্ষরিত একটি অভিনন্দন পত্রও তাঁকে দেওয়া হয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা তাঁকে মানপত্র দেন। বাঙালি সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকাগুলি ('হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড', 'ইন্ডিয়ান রিফর্মার', 'ইন্ডিয়ান মিরর') তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। বাংলা

পত্রিকাগুলির মধ্যে 'পরিদর্শক' লং-এর প্রশস্তি রচনা করে। লং-এর কারামুক্তির দিন 'সম্বাদ ভাস্কর' এক দীর্ঘ কবিতায় তাঁর প্রশংসা করে। লং-এর আপত্তি সত্ত্বেও কারামুক্তির দিন দু'তিনশো মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে কারা প্রাচীরের বাইরে সমবেত হন।

মুক্তি পাবার পর লং ঘোষণা করলেন, মহৎ একটি আদর্শ নিয়ে তিনি নীল বিরোধে জড়িয়েছিলেন। নীলকরদের উদ্দেশে তিনি রচনা করলেন *Strike but Hear* নামে একটি পুস্তিকা। কারামুক্তির পর লং বাঙালিসমাজে দারুণ সমাদরের পাত্র হয়ে ওঠেন। যেখানেই তিনি যেতেন, সেখানেই লোকজন তাঁকে দেখার জন্য ভিড় জমাত। বহরমপুরে লং-এর দেখা পাবার জন্য জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা পর্যন্ত তাড়াতাড়ি কাছারি বন্ধ করে দিতেন। নীল বিদ্রোহ ও 'নীল দর্পণ'-এর অনুবাদ সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়া ছাড়াও লং বহু কাজ করেছেন। সেই সব কাজের কিছু নমুনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে।

লং সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র.

পাদরি লং, অমর দত্ত (কলকাতা, ১৯৭৬)
The Blue Mutiny, Blair B. Kling (Calcutta, 1977)
Social Protest in India (1800-1900) G. A. Oddie (New Delhi, 1979)
Report of the Indigo Commission (Calcutta, 1860)

ঈশানচন্দ্র রায় পৃ. ৩৪৫

পাবনার কৃষক বিদ্রোহের নেতা ঈশানচন্দ্র রায় সাজাদপুর মহকুমার দৌলতপুর গ্রামের কালী রায়ের পুত্র। তিনি নিজেও ছিলেন একজন ছোট তালুকদার, ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে তাঁর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য চলছিল। একটি তালুকের অংশ নিয়ে উভয়ের বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এইকালে বন্দ্যোপাধ্যায়রা তাঁকে একদিন কাছারিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা-তা ভাবে অপমান করেন ও অনেকগুলি টাকাও আদায় করেন। এই কারণেই তিনি নাকি বিদ্রোহী দলে যোগ দেন। সে যাই হোক, তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের পরিচালক, তাঁকে 'বিদ্রোহীদের রাজা' বলে অভিহিত করা হত।

জমিদারদের সঙ্গে বিরোধকালে প্রজাদের তিনি অর্থ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতেন। ছোটখাটো অপরাধের বিচারও তিনি করতেন। কোনও গ্রামের প্রজারা বিদ্রোহীদলে যোগ দিতে ইচ্ছুক হলে তাঁর কাছে গিয়ে চুক্তিপত্রে সই করে আসত।

জমিদাররা তাঁকে তাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করত। সরকারের কাছে প্রেরিত একটি আবেদনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয় 'That the said Ishan Chunder Rae has become a king of the rebellious creatures. He decides their disputes and awards punishments to those whom he finds guilty in any offence ... That the said Rae has become a tyrant, and in consequence arch-enemy of almost all the zemindars of this Pergwnnah ; none can rise against him for fear of being punished by his rebellious followers.' (জুডিসিয়াল [পুলিশ] প্রসেডিংস, নং ৪৪, জুলাই ১৮৭৩)।

বিরোধীরা যাই বলুক, ঈশানচন্দ্র ছিলেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তি। যে কারণে এই বিদ্রোহের

ঘোর বিরোধী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তে তাঁর প্রশংসাসূচক পত্র প্রকাশিত হয়। ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ১০.৭.১৮৭৩)।

বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলেও, শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

বিদ্রোহীদের রাজা ঈশানচন্দ্র রায়কে নিয়ে সেকালে গ্রাম্য কবিরা প্রচুর ছড়া, গান বেঁধেছিলেন। যেমন

'দৌলতপুরের কালীরায়ের বেটা
ঈশান রায় বাবু।
ছোট বড় সব জমিদার রেখেছেন কাবু
তাঁর নামের জোরে গগন ফাটে,
আস্ট (রাষ্ট্র) আছে জগৎময়।

আর একটি গানে ঈশান রায়ের নেতৃত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

'নিশান রায়ের হুকুমমত লোক চলে হাজার হাজার।
জোটায়ে মামলা নিশান বাবু করেছেন কাবু মনিবলোক কত
অস্থির হন জমিদার আর তালুকদার যত।'

ঈশানচন্দ্র রায় সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দ্র.

পাবনা জেলার ইতিহাস (৩য় খণ্ড), রাধারমণ সাহা, (পাবনা, ১৩৩৩)।

নির্দেশিকা